

5

104082

# বৃহদ্রহ্মপুরাণম্ ।

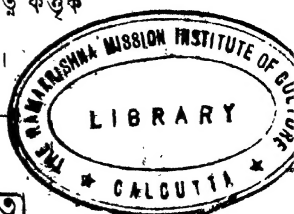
মূল ও বঙ্গানুবাদ ।

ভট্টপল্লি নিবাসী

ঐপঞ্চানন তর্করত্ন কর্তৃক

সম্পাদিত ।

কলিকাতা



১৪১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন প্রেস

শ্রীকেশবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

সন ১৩০০ ।

মূল্য ১, এক টাকো ।



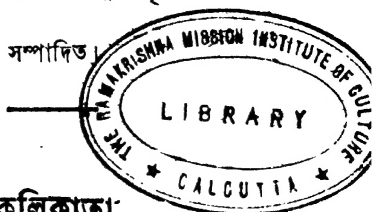
# बृहद्दशमपुराणम् ।

मूल ७ बङ्गाबुवाद ।

भट्टपल्ली निवासी

श्रीपद्मानन तर्करत्न कर्तृक

सम्पादित ।



कलिकाता

३४१५ कलुटोला स्ट्रीट, बङ्गबासी शीम-हेसिन-प्रेस

श्रीकेवलराम चट्टोपाध्याय द्वारा

मुद्रित ७ प्रकाशित ।

सन १३०० ।

मूल्य १/ एक टाका ।



<b>R M I C LIBRARY</b>	
<b>Acc. No.</b>	104082
<b>Class No.</b>	
<b>Date</b>	31.7.79
<b>St. Card</b>	C <sub>2</sub>
<b>Class.</b>	C <sub>2</sub>
<b>Cat.</b>	C <sub>2</sub>
<b>Bk. Card</b>	x.79
<b>Checked</b>	LT

## বিজ্ঞাপন।



বৃহদ্রথপুৰাণ বড়ই উত্তম ও মধুর পুৰাণ। একবার পড়িলেই ইহার উৎকর্ষ সকলে বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু দেশের ও আমাদের হুঁভাগ্য, এমন পুৰাণও একখানি বিকৃত পাওয়া যায় না। সুতরাং বহু চেষ্টা করিয়াও সর্বত্র সুবিশুদ্ধি রক্ষিত হয় নাই, উত্তম আদর্শ পুস্তকের অভাবে। সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণ, সেই সব স্থানের অনুবাদ দেখিয়া ভাবার্থ পরিগ্রহ করিবেন এবং বিকৃততা স্থির করিবেন। তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, সংস্কৃতাদিত এই বৃহদ্রথপুৰাণের ত্রায় শুদ্ধ পাঠ আর কোন একখানি বৃহদ্রথপুৰাণে নাই।

এই গ্রন্থের অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীমামাজি বিদ্যার্ণব, শ্রীজগন্নাথ বিদ্যার্ণব, আমার ছাত্র শ্রীহারকেশ কাব্যান্তীর্থ এবং আমি।

পূর্বধণ্ডের প্রথম কর্তৃক অধ্যায় এবং উত্তরধণ্ডের শেষ ৭ অধ্যায় এবং মধ্যে মধ্যে দুই এক অধ্যায়ের অনুবাদ আমার কৃত।

অনুবাদকেরা সকলেই পরিশ্রম ও যত্ন ক্রিয়াক্ষেপণ, এক্ষণে পাঠকেরা পরিতৃপ্ত ও উপকৃত হইলে পরম আনন্দ অনুভব করিব। ইতি

সম্পাদক।

শ্রীপঞ্চানন ডাক্তার।

২৪ পরগণা, ভাটপাড়া।



Babu Jagadish Chandro Bhattacharj  
Sarail Managary office  
Sarail P O Tipperah.

# বহুদায়পত্রাণম্ ।

পূর্ববর্তম্ ।

প্রথমোঃ পত্রাণঃ ।

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বরিত্তি তং সবিতুঃ সত্যং ভূর্গে ১। অর্গবিমলং পরমশ্চ বিষ্ণোঃ ।  
দেবশ্চ ধীমহি বিয়োহবিগতং বরং বো বর্হান ঐহিতমতীংস্ত প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥ ১

পবিত্রে নৈমিষক্ষেণে বিমলে দাধুসেবিতো । অগ্নিমন্দনীভেন বায়ুনা হৃষনোহরে ২  
নানাক্রমলতাকীর্ণে নানাপুষ্পসমাক্রমঃ । ময়ূরৈঃ কোকিলৈঃ সৈব মরৈরপকৃজিতে ৩  
তথাঃ পক্ষিভিশ্চৈব গোমুবাদিলিরেব চ । শান্তস্বভাবৈর্বাঘাদৈর্যাহুতে নৈমিষে বুনে ৪  
দীর্ঘসজ্জমুপানীনুযীন্ সাবনরাস্ততঃ । যদৃচ্ছয়া সমায়াতঃ হতো বদরিকাশ্রুতঃ ৫  
তং দৃষ্টী হৃতমায়াতঃ মনয়ঃ শোনকাদয়া । স্বাগতাসনপাদ্যাদৈর্দ্যুতিতঃ স্তম্ভপূজয়ন্ ।  
তমুচ্চ মহাত্মানং হৃতং পৌরাণিকোত্তমম্ ৬

স্বয়ং উচুঃ ।

কামাদাগমনং হৃত ভবেদং রোমহর্ষণে । প্রকুল্লবদনাতোজো দৃষ্টনেত্র্যভিরেব চ ৭  
মগ্নে ব্যাসনমীপাং তং সমাগচ্ছসি সস্ততি । বধ তহি কথ্যাপূর্ণা ব্যাসেনোক্তা মহামতে ৮  
কঃ প্রোতা তত্র কিংবানোপ্রোক্তবাহুক্রিপুত্রজঃ । তৎ তমচক্ষাহপূর্ণ্যাক্রতবানসি চেৎ তথা ৯  
হৃত উবাচ ।

নমো বঃ সত্যমেবাহং প্রাপ্তো বদরিকাশ্রমাং । ভবতাং নিকটং তত্রকথাঃ পূর্ণ্যাক্রতা বপি

## বৃহৎসংখ্যাপুৰাণম্ ।

ব্যালোজাবালিনাং পুষ্কঃ কথং ধৰ্মাৰ্হনং হিতাঃ । ঐতাবোচচ্চুৰুতাং মুনীনাং মম চ বিজ্ঞাঃ ১১  
 ঐবৰ্ত্তনং তথা পুৰাণং পুৰাণং ধৰ্মনং জিতম্ । সৰ্বে ধৰ্মাঃ ঐতাস্তত্ত্ব নোতিহাসা উদাহৃত্যঃ ৥  
 চতুৰ্ভাঙ্গমধৰ্মাংক নামান্তেন বিশেষতঃ । ধৰ্ম্ভাঙ্গং নামান্তাদেৰ্ভেদা ধৰ্মাদ্ভাঙ্গপিতৃঃ ৥ ১৩  
 ভক্তগাং কৰনকৈব পিতৃর্ভাঙ্গত্বাং স্তবঃ । তীৰ্থানি দেশাঃ ক্ষেত্ৰানি দেবপূজাঃ পুথুখিবাঃ ৥ ১৪  
 তিৰ্থানামপি মাহাত্ম্যং যচ্চ কালবিশেষজম্ । পুৰাণোপপুৰাণাদিকীৰ্ত্তনং পুণ্যকীৰ্ত্তনম্ ৥ ১৫  
 গৰ্বাংক ব্ৰাহ্মণানাংক মাহাত্ম্যং বহুশঃ ঐতম্ । শুকঐজমিনিসংবাদঃ স্বেষ্টাদিঐক্ৰিয়াবিধিঃ ৥ ১৬  
 ব্ৰহ্মবিষ্ণুমহেশানাং কথং পুণ্যা মহোদয়াঃ । জ্যোতিৰ্ভাং বৰ্ণনকৈব কথিতং তদগ্ৰা ঐতম্ ।  
 গঙ্গায়াঃ সংগ্রহসঙ্গচ্চ ঐতঃ ঐতমতঃ পরম্ ৥ ১৭

সৰ্বেষাং থলু ধৰ্মাণাং কাৰণং পাবনং পরম্ । রামায়ণং সংক্ষেপাং কথিতং তদগ্ৰা ঐতম্ ৥  
 ময়ি প্রোক্তরি হে বিপ্রাস্তত্ত্ব তেন কৃপাসুনা । স্তত্ত্বং পুৰাণমমলং বক্তায়মিতি সৰ্ব্বতঃ ৥ ১৯  
 ধৰ্ম উচুঃ ।

সুত সুত মহাভাগ বদ নো বদতাং বর । যদাহ ভগবান্ ব্যাসো জাবালিং ঐতি তত্ত্ব বৈ ৥ ২০  
 বয়ং শুশ্রুধবস্তত্ত্ব গতে পরমকে হিতাঃ । কেন হবনরঃ কালো যাগনীয়ো বৃথা নহি ।

ভবেন ইতি সঙ্খিত্য হিতানাং তদ্বিহাগতঃ ৥ ২১

তদ্রুজি সুত হে তাত পুৰাণং ধৰ্মনামকম্ । পুৰাণজ্ঞোহসি বীৰোহসি বক্তাসি মতিমানসি  
 সুত উবাচ ।

নমস্তস্মৈ মুনীশায় তপোনিষ্ঠায় ধীমতে । বীতরাগায় কবয়ে ব্যাসায়ামিততেজসে ৥ ২৩  
 তং নমামি মহেশানং মুনিং ধৰ্মবিদাং বরম্ । শ্রামং জটাকলাপেন শোভমানং শুভাননম্ ৥ ২৪  
 মুনীন্ হৃদ্যপ্রভান্ ধৰ্মং পাঠয়ন্ত্য হবৰ্জ্জম্ । নানাপুৰাণকৰ্ত্তারং বেদব্যাংক মহাপ্ৰভম্ ৥ ২৫  
 তং নমস্কৃত্য ধৰ্মজ্ঞং ব্ৰাহ্মণাংক সুশীলিনঃ । শৃংখলং যুগলং সৰ্বেধৰ্মান্ বক্ষ্যে সনাতনান্ ৥ ২৬  
 জাবালিনাম বিপ্রাৰ্থিঃ কাশ্যপেয়ো মহামুনিঃ । শিষ্যোপশিষ্যমুনিভিঃ প্রাপ্তো বদরিকাপ্রমম্ ৥  
 তত্ত্ব দৃষ্টী মহাস্তানং ব্যাসং নত্বা পুনঃপুনঃ । কৃতাজ্জলিপুটো ভূত্বা সৰ্বৈশ্চ মম শৃণুতঃ ৥ ২৮  
 পপ্রচ্ছ বিনয়ী তেন ব্যাসেনাপি সভাজিতঃ ৥ ২৯

জাবালিব্রূবাচ ।

মহৰ্ষে কে কলৌ ধৰ্মাঃ কিমচাৰাক কীদৃশাঃ । বৰ্ণনামাজ্জমাণাং কিং কৃত্বা যুচ্যতে তয়াং ৥  
 বক্তা জ্ঞাতা ভবানৈব বৰ্ত্তা । ঐবৰ্ত্তকঃ । পৃচ্ছামিহাং মহাবাহো বদ মে শৃণুতঃ প্রোভা ৩১  
 ব্যাস উবাচ ।

ধৰ্মে মতিৰ্ভবতু বঃ সভতোষিতানাং স হে ক এব পরনোকগতস্ত বন্ধুঃ ।

অৰ্থাঃ ত্ৰিযুক্ত নিপুণৈরপি সেব্যমানা নৈবাপ্তভাবযুগপাস্তি ন চ হিরতম্ ৥ ৩২

ধৰ্মঃ সনাতনঃ সৰ্বৈঃ সেবনীয়ঃ সদা যুনে । ধৰ্ম এব পরো বন্ধুঃ পিতা মাতা পিতামহঃ ৥ ৩৩  
 ধৰ্মো গুৰুঃ সভা একো ধৰ্ম এব পরা গতিঃ । ধৰ্ম আত্মা ক্রিয়া ধৰ্মস্তুৰীনি ধৰ্ম এব হিতঃ ৩৪  
 ধৰ্মো ধনং সর্গদেহো ধৰ্ম এব ন সংশয়ঃ । ধৰ্মঃ সম্পদ্বিপদ্ব ধৰ্মরাহিত্যং বার্ষজীবনম্ ৥ ৩৫

সদনংকৰ্মণাং ব্রহ্মা ধৰ্ম এব সদাভ্যাসঃ । ধৰ্মে মতিঃ পরো লাভস্তস্য স্থপচনোহস্তথা ॥ ৩৬  
 না চাতুরী চাতুরী যা ধৰ্মরক্ষাকরী ভবেৎ । মহেশোপদ্রবৈৰ্যুজ্ঞো যো ন ধৰ্মং জহাতি হি ।  
 ন বীর উচ্যতে নন্তিৰ্ধৰ্মহা স্বাস্থ্যহা মতঃ ॥৩৭  
 ধৰ্মার্থে ক্রিয়তে ভাৰ্য্য ধৰ্মার্থে ক্রিয়তে সূতঃ । ধৰ্মার্থে ক্রিয়তে গেহং ধৰ্মার্থে ক্রিয়তে ধনম্  
 ধৰ্মার্থে ক্রিয়তে দেহো ধৰ্মার্থে স্থিহী মহী ॥৩৮  
 ধৰ্মার্থে বৰ্ণভীজ্ঞোহপি ধৰ্মার্থে তপতে রবিঃ । ধৰ্মার্থে বহতে বায়ুধৰ্মার্থেহগ্নিৰ্জ্বলত সৌ ॥  
 ধৰ্মার্থানি পুরাণানি ধাৰ্মিকঃ পূজাতেহমরৈঃ ॥৩৯  
 অধাৰ্মিকমুখং দৃষ্টা পশ্চৎ সূৰ্য্যং সদা নরঃ ॥৪০  
 ধাৰ্মিকো যত্র তৎ তীৰ্থং ন দেশো নিরূপকঃ । নাধৰ্মে স্মৃত্যং বুদ্ধিৰতো ধৰ্মস্তুতো জয়ঃ ॥  
 ধৰ্মশততুলাং সম্পূৰ্ণা বুধরূপধরস্তরম্ । পাতি লোকানিমান্ মুৰ্ত্তন্তমৈ ধৰ্মায় বৈ নমঃ ॥ ৪৩  
 সত্যং দয়া তথা শান্তিরহিংসা চেতি কীৰ্ত্তিতাঃ । ধৰ্মস্তাবয়বাস্তাত্ চত্বারঃ পূৰ্ণতাং গতাঃ ॥৪৪  
 সৰ্ব্বপ্রভেদৈঃ সম্পূৰ্ণা এতে সত্যবৃণে মতাঃ । এতেষাং জনতে পাদস্ত্রেতায়াং স্বাপরে পুনঃ ॥  
 যৌ পাদৌ পাদ একশ্চ কলৌ নোহন্তেবিসজ্জাতি । তস্মাদ্ধৰ্মেমতিঃকাৰ্য্যো মুদামুদনাদিতিঃ  
 স্বল্পমপ্যস্ত ধৰ্মস্ত ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ । যথা স্বল্পমধৰ্মং হি জনমেৎ তু মহান্তম্ ॥ ৪৭  
 এতৎ পুরা ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা লোকপিভাসমহঃ । পৃষ্টঃ সনৎকুমারায় প্রোক্তবান্ হিতকৃৎপাম্ ॥  
 তেনাহমুপদিষ্টোহস্মি তবাবোচৎ বিশেষতঃ । প্রোতুমিচ্ছামি জাবালে কিমন্তদ্বাৰ্থিকোত্তম ॥  
 ইতি বৃহদ্রথপুৰাণে পূৰ্ণৰথং ব্যাসজাবালিসংবাদে ধৰ্মমহাস্বায়বর্ণনানাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

## দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

এবং শ্রুত্বা ন জাবালিঃ প্রাহ ব্যাসং মুনীশ্বরম্ । সত্যাদেবর্ষদ মে ভেদান্ ধৰ্মাবয়বরূপিণীঃ ॥১  
 ব্যাস উবাচ ।

অধিধ্যাবচনং সত্যং স্বীকারপ্রতিপালনম্ । প্রিয়বাক্যং শুরোঃ সেবা দৃঢ়ত্বঞ্চ ব্রতং কৃতম্ ॥২  
 আভিক্যঃ সাধুনঙ্গশ্চ পিতৃমাতৃঃ প্রিয়করঃ । শুচিহং ত্রিবিধকৈব হ্রীরমঞ্চ এব চ ॥৩  
 এবং বাদনধা সত্যং দয়াং মে বদন্তঃ শৃণু । পরোপকারো দানঞ্চ সৰ্ব্বদা স্মিতভাবণম্ ॥৪  
 বিনরো নৃনভাতাবস্বীকারঃ সত্যমতিঃ । বজ্রবিধেয়ং দয়া প্রোক্তা শৃণু শান্তিমথো মুনৈঃ ॥৫  
 অমহুয়ান্নমজ্ঞো ব ইঞ্জিরাণাঞ্চ সংযমঃ । অসঙ্গমো মৌনমেবং দেবপূজাবিধৌ মতিঃ ॥৬  
 অকৃতশ্চিন্তয়ত্বঞ্চ গাভীৰ্য্যং হিরচিত্ততা । অরক্ষভাবঃ সৰ্বত্র নিস্পৃহত্বং দৃঢ়া মতিঃ ॥৭  
 বিশ্বজ্ঞানং স্বকাৰ্য্যণাং সত্যং পূজাপমানরোঃ । দ্রাব্য পরতপেহন্তেষং ব্রহ্মচৰ্য্যং ধৃতিঃ সত্যম্ ॥  
 আভিধ্যাক্ষ জপো হোমতীৰ্থসেবাব্যাসেবনম্ । অমৎসরো বহুব্রাহ্মণজানং সন্ন্যাসভাবনা ॥৯

সহিত্বা সূত্ৰং যথৈব বচনং যথৈব ॥ ১০  
 অহিংসা ভাগনজয়ঃ পরসীড়াবিবর্জনম্ । শ্রদ্ধা চাতিথিসেবা চ শাস্ত্ররূপপ্রদর্শনম্ ॥ ১১  
 আত্মীয়তা চ সর্বত্র আত্মবুদ্ধিঃ পরাভ্যাস্ । ইতি নানাবিধাঃ শ্রোতা অহিংসেতি মহামুনে ॥  
 জাবালিরূবাচ ।

গুরুন বদ মহাভাগ বেদব্যাস জগদ্গুরো । গুরুরাং ভারভক্ষ্য কন্ধ্যাং কিং কলমুচ্যতে ॥ ১৩  
 ব্যাস উবাচ ।

মাতা পিতা গুরুঃ শ্রেয়ান্ জ্যেষ্ঠভাতা পিতামহঃ । বশুরো মাতুলশ্চৈব তথা সাতামহঃ স্মৃতঃ ॥  
 পিতৃকোষ্ঠঃ কনিষ্ঠক ভাতা জ্যেষ্ঠা নিজস্বগা । পিতৃঃ পুত্রা জনজ্ঞান্থা স্বনা গুরুজননা স্মৃতাঃ ॥  
 পত্ন্যাঃ পিতামহানীনাং ভবৈব গুরুবঃ স্মৃতাঃ । এভেষু হি পিতা শ্রেয়ান্ গুরুয়েব মহাগুরুঃ ১৬  
 পিতা স্বর্গঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমং তপঃ । পিতরি ত্রীতিমাগ্নে জীঘন্তে সর্গদেবতাঃ ॥  
 পিতা বস্তু কচিক্রষ্টো ন তস্তু কস্তুচিক্রাতিঃ । জপো দানং তপো হোমঃ স্নানং তীর্থক্রিয়াবিধিঃ  
 বৃথৈব তস্তু সর্গাণি কৰ্ম্মাণ্যাত্মানি কানিচিৎ ॥ ১৮

করোতি সর্গদেবেণ পিতরং যতপা যঃ । অহুতাপঃ পিতৃভাত্রং বিষং দহতি যং স্মৃতম্ ।

জপাদি বিফলং তত্র দক্ষক্ষিত্যুপবীজয়ং ॥ ১৯

পিতৃর্থে পুণ্যকৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বাণ সৎস্মৃতঃ । তেনানহুমতোহংপোষং কুর্গ্নেবাবনীদতি ২০  
 যত্নাং তু পিতরং যন্ত কিমং পুণ্যং কারয়েৎ । ন তং পুণ্যকলং কোটিগুণমাপ্নোত্যনশয়ম্ ২১  
 শৃণু বক্ষ্যে পিতৃঃ স্তোত্রং বিষ্ণুবেদস্মরণাদিতম্ । নাতিগনোভবোযেন তৃষ্টাং পিতরং ন তম্  
 ব্রহ্মোবাচ ।

ও নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্গদেবময়্যায় চ । সূৰ্যদায় প্রসন্নায় সূত্রীতায় মহাত্মনে ॥ ২৩

সর্গজন্তুরূপায় স্বর্গায় পরমেশ্বিনে । সর্গতীর্থাবলোকায় করুণামাগরায় চ ॥ ২৪

নমঃ সদাগুতোষায় শিবরূপায় তে নমঃ । সদাপরাধক্ষমিণে সূর্যায় সূৰ্যদায় চ ॥ ২৫

ভূলভং মানুষ্যমিদং যেন লব্ধং ময়া বপুঃ । সন্তাবনীমং স্বর্গার্থে তস্মৈ পিত্রে নমো নমঃ ॥ ২৬

তীর্থস্মিতপোহোমজপাদি বস্তু দর্শনম্ । মহাগুরোশ্চ গুরুয়ে তস্মৈ পিত্রে নমো নমঃ ॥ ২৭

যস্তু প্রণামস্তবম্যং কোটিশঃ পিতৃতর্পণম্ । অশ্বমেধশতৈস্তস্যং তস্মৈ পিত্রে নমো নমঃ ॥ ২৮

ইদং স্তোত্রং পিতৃঃ পুত্রাং যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ । প্রত্যহং প্রাতঃকাল্য পিতৃভ্রাতৃদিনেহপি চ

স্বজন্মদিবসে সাক্ষাৎ পিতুরগ্রে স্থিতোহপি বা । ন তস্মা ভূলভং কিঞ্চিৎ সর্গজজ্ঞানিবাশ্রিতম্

নানাপকৰ্ম্ম কৃত্বাপি যঃ স্তোতি পিতরং সূত্ৰঃ । স ক্রবৎ প্রবিধায়ৈব প্রারক্ষিতুং সূৰী ভবেৎ ॥

পিতৃঃ প্রীতিকরো নিত্যং সর্গকৰ্ম্মাণ্যধাহতি ॥ ৩২

ব্যাস উবাচ ।

পিতৃরপ্যাবিকা মাতা গর্ভধারণপোষণাং । অতো হি ত্রিযু লোকেষু নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ ৩৩  
 নাস্তি সঙ্গাসমং তীর্থং নাস্তি বিহঙ্গমঃ প্রভুঃ । নাস্তি শত্রুসমঃ পুজ্যো নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ ৩৪  
 নাস্তি চৈকাদশীতুলাং ব্রতং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ । তপোনামশনাং তুলাং নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ

নাস্তি ভাৰ্যাসমং মিত্ৰং নাস্তি পুত্ৰসমং শ্ৰিয়ঃ । নাস্তি ভগ্নীসমা মাত্ৰা নাস্তি মাতৃসমো গুৰুঃ  
ন জামাতৃসমং পাত্ৰং ন দানং কন্তয়া সমম্ । ন ভাতৃসদৃশো বন্ধুৰ্ণ চ মাতৃসমো গুৰুঃ ॥ ৩৭ ৷  
দেশো গম্ভাতিৰ্গমঃ শ্ৰেষ্ঠো দলেয়ু তুলসীদলম্ । বৰ্ণে ব্ৰাহ্মণঃ শ্ৰেষ্ঠো গুৰুৰ্মাতা গুৰুৰপি ৩৮  
পুৰুষঃ পুত্ৰরূপেণ ভাৰ্য্যামাশ্ৰিত্য জায়তে । পূৰ্ণভাবাত্মা মাতা তেন সৈব গুৰুঃ পরঃ ॥ ৩৯ ৷  
মাতরং পিতরং পিতৃপিতৃভ্যো দৃষ্টী পুত্ৰস্ত বৰ্ণবিৎ । ধ্ৰুৱমা মাতরং পত্যাং ধ্ৰুৱমেৎ পিতরং গুৰুম্ ৪০  
মাতা ধরিত্রী জননী দয়াদ্রুহদয়া শিবা । দেবী ভূবনিঃ শ্ৰেষ্ঠা নির্দোষা সৰ্ব্বদুঃখহা ॥ ৪১ ৷  
আরাধনীয়া পরমা দয়া শান্তিঃ ক্রমা স্থতিঃ । স্বাহা স্বধা চ গৌরী চ পদ্মা চ বিজয়া জয়া ৪২  
দুঃখহত্ৰীতি নামানি মাতুরেবৈকবিশতিম্ । শৃংগাচ্ছাৰয়েন্মৰ্ত্তাঃ সৰ্ব্বদুঃখান্ বিমুচ্যতে ॥ ৪৩ ৷  
দুঃখৈৰ্হস্তি দুঃখোহপি দৃষ্টী মাতরমীশ্বরীম্ । যমানন্দং লভেৎমৰ্ত্তাঃ ন কিং বাচোপপদ্যতে ৪৪  
ইতি তে কথিতং বিধি মাতৃস্তোত্ৰং মহাভগম্ । পরাশরমুখাং পূৰ্ণমশ্ৰোযাং মাতৃসংস্কৃতম্ ৪৫  
দেবিহা পিতরো কশ্চিদ ব্যাধঃ পরমবৰ্ণবিৎ । লেভে সৰ্ব্বজ্ঞতাং যা তু মাধ্যতে ন ভগবতিভিঃ  
তস্যাং সৰ্ব্বধ্ৰুৱতেন ভক্তিঃ কাৰ্য্যা তু মাতরি । পিতৃৰ্যাপীতি চোক্তং বৈ পিত্ৰা শক্তিস্তেন মে  
ইতি বৃহদ্বৰ্ণপুৰাণে পূৰ্ণধৰ্মে পিতৃমাতৃভক্তিৰ্নাম বিতীৰ্য্যোৎপাদ্যঃ ॥ ২ ৷

## তৃতীয়েহধ্যায়ঃ ।

জাবালিক্ৰবাচ ।

কোহসৌ ব্যাধো বৰ্ণবেত্তা পিত্ৰোঃ সংসেবকঃ পরঃ । কা বা সৰ্ব্বজ্ঞতা ভস্তবিশ্ৰুতেতিমুনীশ্বর  
বদ মে শ্ৰুতো ব্রহ্মন্ শ্ৰোতুং কোতৃহলং মম । গোপনীয়ং ভবতি চেৎ তথাপি বদ মে শ্ৰেষ্ঠো  
প্রপন্নায় চ ভক্তায় শুশ্ৰূষাভিৱতায় চ । অনাপূৰ্ণং গোপ্যঞ্চ ক্রয়ঃ সানুগ্রহাঃ শ্ৰেষ্ঠো ॥ ৩ ৷  
ব্যান উবাচ ।

অজ তদাহরামোনমিতিহাসং পুৰাতনম্ । পিতা পরাশরোহয়ং মে শ্ৰোক্তবান্ পুণ্যকীৰ্ত্তনম্ ৪  
পরাশর উবাচ ।

তপোদেব ইতি খ্যাতো বিজঃ কশ্চিদ্ গৃহী কৃতী । কৃতবোধঃ স্তম্ভস্ত ব্ৰাহ্মণস্ত স্তম্ভজসঃ ॥  
ন ব্ৰাহ্মণস্তম্ভজ উপস্তাসস্তমানসঃ । তপ এব ব্ৰাহ্মণানাং ধনমিত্যেব নিশ্চয়ী ॥ ৬ ৷  
নাভিনন্দ্যেব পিতরো গন্তমৈচ্ছদ্দৃঢ়াশয়ঃ । তং গন্তমনসং দৃষ্টী পুত্ৰং বিপ্রস্তদাবদৎ ॥ ৭ ৷  
তপোদেব উবাচ ।

কিং ভাত যানি তপসে ময়ি বৃদ্ধে গৃহে হিতে । বৃত্ত স্কন্ধবয়াঃ শ্ৰোতা ভাৰ্য্যাপি ভব বৈশ্বনি ॥  
পুত্ৰান্ জনয় গার্হ্যায় হুত্ৰ পূজয় দেবতাঃ । পিতৃন্ যজাতিবীন্ দেব কৃতবিদ্যাস্ত শীলয়ঃ ॥ ১ ৷  
ইথাং মমাজয়া বিপ্র গৃহবৰ্ণান্ মহাভগান্ । নিরুপিতাংস্ত মুনিভিঃস্মৃতাংস্ত মহাত্মাভিঃ ॥ ১০ ৷  
চরিত্তাঃ শ্ৰাদ্ধ হি পরং শতবজ্জফলং গৃহে । পত্যাং সৰ্ব্বং স্তম্ভ তপোধৰ্ম্মং বিধাস্তসি ॥ ১১ ৷



মমাপি পূৰ্বেপিতৃশতক্ৰুয়েবং হি নবিদঃ । মা বাণয় বৃথা কালং পিত্রাজ্ঞাভিক্রমাদিতি ॥১২  
পরশর উবাচ ।

এবমুক্তোহপি বহশঃ কৃতবোধো মহাত্মনা । অনাদৃত্য পিতৃবাক্যং জগাম তপসে মুনিঃ ॥১৩  
ভতঃ স দেবপীঠেষু হবিষ্যন্নরতোহতপঃ । ন হৈর্ধামাপ্তবাংস্তত্র ভৃশং ভীতো বিভীষমা ॥১৪  
ভতো জগাম যতেন গন্ধাতটমযুস্তমম্ । যত্র কোটিগুণং পুণ্যং পাপকং বিততং তবৎ ॥ ১৫  
তত্র স্নানঞ্চ পূজাঞ্চ জপদানাদিকং চরন্ । দৃঢ়ীকৃত্য মনস্তর্হো নাভিনন্দতি কোহপি তম্ ॥১৬  
তত্রাপ্যবেজিতো লৌকৈর্গঙ্গানুচররূপিভিঃ । সামুদ্রং প্রযযৌ ভীরুং যত্র নাস্তি মৃগাং গতিঃ ১৭  
তত্র তিষ্ঠন্তপস্তপে নিশ্চলাঙ্গস্তভোজনঃ । যদ্বর্ষাদশবর্ষাণি পুত্র তস্ত তপস্ততঃ ॥ ১৮  
সর্বৈ বনচরাঃ পক্ষিমৃগা বিধানমাক্রতাঃ । ততঃ কালে তু কৃত্রাপি দেহাৰ্হং তস্ত চাহুণোং ১৯  
বলীকপিভো বিপুলস্তত্র গঠেষু মৃদিকাঃ । সর্পাদ্যা বিদধূর্সানং যযুস্তে জাতপুত্রকঃ ॥ ২০  
বর্ষাশু জলবধেণ বলীকো গলিতো গতঃ । ততশ্চ পক্ষিগন্তস্ত শীকি কৈশেঃ সমাকুলে ।

নীড়ং চক্ৰুস্তেহপি জাতা জনিতৈর্বহশাবকৈঃ ॥ ২১

তদদৃষ্ট্বা স মুনিমূঢ়ঃ স্বং মেনে সিক্ততাপসম্ । স তপোমগ্নসরো ভূতঃ প্রচচীর বনে বনে ॥  
কদাচিচ্ছলধেনোয়ায়ৈ স্নাতুং গচ্ছত এব হি । তস্ত গাত্রে বকঃ ধেন গচ্ছন্ বিষ্ঠামথাস্বজং ॥  
তং ভষাকারিণং বিপ্রঃ পক্ষিণং ক্রোধচক্ষুযা । তথৈব ভক্ষ্যমাচ্ছক্রে বভূব বৃদ্ধমগ্নসরঃ ॥ ২৪  
স্নাত্বা সারস্বতে ভোমে বাসং গন্তং মনোদধে । মথাকালে বিপ্রস্ত কস্তচিৎ তু গৃহং যযৌ ॥  
অতিবিধিবিভূং তস্ত গৃহস্থাস্থগে হিতঃ । দমর্শ ব্রাহ্মণং গেহে দেবমানং পিতৃঃ পদে ।  
স্মারো মিথায় নিজালোনির্ব কিঞ্চিৎ স চারবীং ॥ ২৬  
এবং বৃন্তে মূহর্তাৰ্হেহতিথির্ব্রাহ্মণমুক্তবান্ । প্রেক্ষমাণশ্চ সক্রোধচক্ষুযা ভক্ষ্যকারিণা ২৭  
অতিথিরবাচ ।

অহো ব্রাহ্মণদারাদ চারিভ্রং কিমিদং তব । অভ্যাগত্য তে তিষ্ঠন্তং প্রাক্ষণে মাং ন পশ্চসি ।  
বর্ষঃ কিং তে গৃহে নাস্তি অতিথির্যেন দেবাত্তে ॥ ২৮

অতিথির্গতঃ তবসাম্রিরাশো যাতি সর্বথা । সর্বপুণ্যপরিভ্রাজ্ঞো ভক্তেং পাপানি স ক্ষণাৎ ॥  
অতিথির্ধর্মরূপৌ হি গৃহস্থানাং গৃহে গৃহে । জিজ্ঞাসমানো গার্হস্থ্যধর্মীন্ম নিরপেক্ষকঃ ॥ ৩০  
চরতে নবিদং মৈব অতঃ তে গৃহিপুত্রক । গৃহং দৃষ্ট্বা গৃহস্থানামাগচ্ছত্যতিথিঃ শলু ।

তত্র চেমাক্তিতস্তর্হি বনং তং স্বপচালয়ঃ ॥ ৩১

যথাযোগ্যত্ব সেবেত বাচা মধুরয়া ভতঃ । মো চেৎ পচেত নরকে ভুঙেত ব্রাহ্মণবালক ॥৩২  
চাতালং ব্রাহ্মণং বাপি যো নার্কয়তি চাতিবিন্ । আত্মসন্তাবনো মূর্খঃ প্রতাপকারচিন্তকঃ ।

ন মুখং তস্ত পশ্চন্তি নরকে পতিতা অপি ॥ ৩৩

তত্বে মে স্বচনেনাপি নাতিথ্যাং বিহিতং কিয়ং । যামি স্বামতিশপ্যোব পশ্চ মে ব্রাহ্মণং বলম্ ॥  
ব্রাহ্মণ উবাচ ।

অতিথিঃ কিং ময়ি ভবানু কিমতি ক্রোধদর্শনম্ । অতিথির্ধর্মরূপো বৈ যন্ত চরসি ভুতলে ॥

অতিথিং গৃহিৎস্ব সম্বন্ধোৎসবপেক্ষিতঃ । অস্তথা বনবৃক্ষস্ত কিং নাত্তুদতিবিধিবান্ ॥ ৩৬  
অহং পিত্ৰা পরাধীনঃ পিত্ৰাজ্ঞানুচরঃ সদা । যৎ কৰোমি ধনোপায়ং তৎ সৰ্বং পিতৃরেব মে  
ভাৰ্য্যা পুত্ৰস্ত ভৃত্যস্ত ন স্বতন্ত্রাঃ কদাচন । সদা স্বামাৰ্গকৰ্ম্মাণো যত্নৈতে তস্ত তদ্বনম্ ॥৩৮  
মংপিচ্ছুৰ্হাতিথিং বৈ নিজাপন্ত পিতা মম । নাহং গৃহী মাতিথিং নিজাপন্ত পিতা গৃহী ॥  
এতস্ত নিজাভনো হি ন মে ধৰ্ম্মঃ সত্যং মতঃ । অপিচেহ গৃহস্থ পুত্ৰো ভাৰ্য্যা চ বেখানি ॥  
গৃহানুপস্থিতে চামিন্ কিং হু ধৰ্ম্মং ন রক্ষতি ॥৪১

মুশীলো যদুগৃহেপুত্ৰঃ স্ত্রীচ শীলাবিভা যদি । তদা তস্ত গৃহং পূৰ্ণং ধৰ্ম্মেণ সুখদৈব হি ॥ ৪২  
ভাৰ্য্যায়ঃ তনয়ে বাপি স্তস্ত ধৰ্ম্মগৃহং পুমান্ । বিজ্ঞবস্তরতি হেবং প্রোহৰ্ম্মনিৰূপকাঃ ॥ ৪৩  
সত্যমেবং কিন্তু ভবানুনাতিথিঃকিল কেবলম্ । বিহগং ভয়নাং কৃধা মাৎসৰ্য্যোণ চরন্তপি ॥  
তস্মান্নাহং বকঃ পক্ষী পিত্ৰোঃ সেবারুতো অহম্ ভমপিত্ৰান্ধৰ্ণো ভুক্তং দংসে বংসে স্বমেবহি  
কিমপ্রাপা পরস্মাৎ তু জুধ্য শান্তিং সমাচর ॥ ৪৫

গৃহেহু গৃহিণাং স্বায়বদ্বাদি নেতুমাত্রজন্ । স্বয়মেবাতিথিস্ত্রাদাদাত্ত্বানুপাধু গৃহী ॥৪৬  
তস্মাদ্ গৃহিণ এবাহ দত্তযোগ্যত্বমিযাতে । অতিথিঃ কেন দূয়েত তস্মাচ্ছান্তিং সমাচর ॥ ৪৭  
অতিবিক্রবাচ ।

কৃতস্তবেদশং জ্ঞানংজানীবে যৎপরোক্ষকম্ । ভস্মীকৃতো ময়া ক্রৌঞ্চো মাৎসৰ্য্যাপ্রিতং ততঃ  
ক্লেষয়িত্বা ময়া দেহং বয় জ্ঞানমুপার্জিতম্ । তবমেভেন বয়সা কৃতঃ সমুদপাদয়ঃ ॥৪৯  
যন্ত ক্রৌঞ্চো ময়া ভস্মীকৃতঃ কঃ ন ভুত্ব্যতাম্ । কেন তৎসদৃশং জ্ঞানংপ্রাপুৰ্ব্বাং তদ্বিদ্ভিত্তাম্  
তং মে গুৰুরতুঃ স্বল্পবয়া অপি মতিপ্রদঃ ॥৫১

পরশর উবাচ ।

এবংক্তঃ সোহতিথিনা তাক্তমৎসরচেতসা । তত্র বিস্ময়বৃন্তেন বিজন্তং বিজমব্রবীৎ ॥৫২  
ব্রাহ্মণ উবাচ ।

যাহি বাদ্যধনীং বিপ্র তত্র কশ্চিদ্ বসত্বাত । ব্যাধঃ সাধুৰ্ধ্বশীলস্তলাধার ইতি ক্রুতঃ ॥ ৫৩  
ন তে নিঃসংশয়ং সৰ্বং কথয়িষ্যতি ধাৰ্ম্মিকঃ । দৃষ্টেব চরিতং তস্ত তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি ॥  
পুরা জাবালিনাম্বে স দদৌ জ্ঞানং বিজাতয়ে । তদ্বিদর্শনজং ধৰ্ম্মং কিরদেভচ্চরামাহম্ ॥ ৫৫  
ইহ ক্ষণকোপবিশ পিতা মে প্রীতিবৃধ্যতু । এতেম পুঞ্জিতস্তত্র যাস্তসি জ্ঞানদ্বয়ম্ ॥৫৬

পরশর উবাচ ।

ইত্বাক্তঃ সোহতিথির্বিদ্যাস পরমংবিস্ময়ংগতঃ । তুফীং হিতঃ কিঞ্চিদপি নোবাচ সাধবসাদৃশা  
ভংক্ষণাদেব গন্তং ন মতিং চক্রে ভবাবিতঃ । এভস্মিন্নেব কালে তু গৃহস্থঃ প্রীতিবুদ্ধবান্ ॥৫৮  
দৃষ্টীতিবিষয়াচেষং শৃণুতস্তস্ত তস্ত চ । কিং ময়া চরিতং ভক্তং বিপ্রোহমতিথিমম্ ॥৫৯  
নিজয়া মরণেনৈব সমাপয়ে ময়ি হমম্ । কৃতিকালং সমায়াতস্তিষ্ঠিরেবাস্থপে মম ॥ ৬০  
পুত্ৰস্ত ধৰ্ম্মভীক্ৰমে মদ্বিপ্রাপায়ভীতিভঃ । স্বোরো নিবাণিতো পার্শ্বো মদীরো নাপ্যপাকরোৎ  
তস্মান্মাপরাধোৎসবতিথির্ধেবন বাক্ততঃ । স এবমমুদপায় স্বয়ং যেনৈব তুং তদা ॥৬২

## ব্রহ্মকর্মপুৰাণম্ ।

অপুঞ্জয়দৃ যথাশক্তি সোহতিথিস্তেন পূজিতঃ । উষিহা রজনীং তাক্ষ প্রাতঃস্থানং বৈ ততঃ ॥  
 প্রণম্য তং বিজমৃতং ব্রাহ্মণং গৃহিণং তথা । বারানসীং যথো নীত্ব যত্র বাধস্তলাধরঃ ॥ ৬৪  
 দদর্শ তত্র বিপণীং বিক্রীণানং যুগামিষম্ । স্নিগ্ধা সহ তুলাধারং জলন্তং ধর্ম্মভেজনা ॥ ৬৫  
 তিষ্ঠন্তং সমুপে ভক্ত তুলাধারঃ সমীক্ষ্য তম্ । প্রোবাচ ব্রাহ্মণং সায়মতিবিস্ময়পাগতম্ ॥ ৬৬

বাধ উবাচ ।

স্বাগতস্তে বিজমৃত প্রোধিতোহসি বিজাভিনা । মৎসন্নিধানং মাৎসর্য্যং তেম নিঃসারিতং তব  
 যৎ ত্রয়োপার্কিতং পক্ষিনীড়ীকৃতশিরেণ বৈ ॥ ৬৭  
 ছেৎস্মামি তব সম্বেহং ব্রহ্মন্ যন্তে হৃদিহিতঃ । গৃহাম্ মম সমাগচ্ছ তং সায়মতিবিঃ কিল ॥

পরশর উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ স বিজন্তেন ব্যাধেন চরিতাক্রনা । পরমং বিশ্বয়ং প্রাপ্তো ন বকুমশকচ্ যতঃ ॥ ৬৯  
 সহ তেন গতন্তস্ত ভবনং সাধুধর্ম্মিণঃ । দদর্শ ভবনং চাক্র নানাশোভাবিরাজিতম্ ॥ ৭০  
 তত্র বাধস্তলাধারঃ প্রণম্য পিতরো গৃহে । ভাৰ্য্যয়া সহধর্ম্মিণ্যা পশুতক্ত বিজয়নঃ ॥ ৭১  
 তহো তয়োস্ত পুরতঃ পিতর্য্যোঃ সূতজিমান্ । তথাভূতং হিতং ভক্ত বাধ্যং ধর্ম্মবতাং বদম্  
 পিতা প্রোবাচ যুদিতঃ সেব্যতামতিথিঃ সূত ॥ ৭২

ইত্যাজ্ঞপ্তঃ পিতৃভ্যাং স যথাবিধি যথাধনম্ । ব্রাহ্মণং পুঞ্জয়ামাস যথাযোগ্যং ধর্মানতি ॥ ৭৩  
 বিশ্রান্তে স্বধর্ম্মানীনে ব্রাহ্মণে বাধ এব সঃ । সম্পূজয়িত্ব পিতরো যথাকালক্রিয়োচিতম্ ॥  
 স্বভোজনাদিব্রব্যার্থং নিযোজ্য চ শ্রিয়ামভীম্ । অভিধেনিকটংগত্ব জিজ্ঞাসোক্রবিতোহভবৎ  
 তং দৃষ্ট্বা যুদিতো বিপ্রঃ পপ্রচ্ছ চিরমীপ্সিতম্ । বিশ্বমাবিষ্টহৃদয়ো ব্যাস ব্রাহ্মণপুত্রকঃ ॥ ৭৬

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

কৃতন্তবেদংশ্রদ্ধাং গুরোস্ত সমুপার্কিতম্ কেন মে তাদৃশংজ্ঞানং সম্পাদ্যত বদন্ত তৎ ॥ ৭৭  
 ময়া ভস্মীকৃতঃ জোঁধঃ সবা ক ইতি মে বদ । তপসা দেহশোষণে যজ্ঞজ্ঞানং নার্কিতংময়া  
 তৎ তং বাদুচ্ছিকো লক্শঃ কথ্যামিষবিক্রম্ ॥ ৭৮

বাধ উবাচ ।

শৃণু ব্রিজদারাদি-বৃত্তান্তং মম যত্নতঃ । পুরাহং বালকং কচ্ছিৎ বনে ব্রাহ্মণমুত্তমম্ ॥ ৭৯  
 তেজোরাসিং হ্নিরীক্ষ্য জলন্তমিষ পাবকম্ । দৃষ্ট্বা ক্রীড়াঃ পরিত্যজ্য তমেবায়গমং যদা ৮০  
 তত্রৈকশাহং বিপিনে পক্ষিণং ধৃতবানপি । ময়া গৃহীতঃ পক্ষী স জলবদ্ধো জয়রপি ॥ ৮১  
 ক্রর্য্যং ব্যাকুলন্তত্র পক্ষিণন্তস্ত চাক্রজঃ । পূর্ব্বপোষমহুস্মৃত্য পিত্রে বারি দদৌ কিমং ॥ ৮২  
 নহ্মমাং তত্র জালে চ পপাত চ মমার চ । স পক্ষিতনয়ঃ পক্ষিবর্গুহিহা চ তৎক্ষণাৎ ॥ ৮৩  
 ধ্বজা দিব্যং বপুঃ নরীকৈঃ ক্রুন্নমানং যথো দিবম্ । তদুদৃষ্ট্বাশ্চর্য্যামতুল্যং বিশ্বমাবিষ্টমানসম্ ॥ ৮৪  
 মামুবাচ ন বৈ বিপ্রঃ পুষ্টক জ্ঞানিনাংবরঃ । বাধপুত্র শকুন্তোহদৌ তস্মা বদন্ত পক্ষিণঃ ॥  
 ওরসন্তনয়ঃ পূর্ব্বং শ্রুত্বা পিত্রে দদৌ জলম্ । অবিচিন্ত্যৈব সয়ং পিতরং তমপুঞ্জয়ং ॥ ৮৬

এতেন কৰ্ম্মণা তস্ত গতিৰেখাভিপদাতে । বাল ভূমপি পিতরৌ দেবস্ব দেশিতৌ ময়া ।

দিব্যং জ্ঞানং বপুশ্চাপি ভবিষ্যতি তব ধ্ৰুবম্ ॥৮৭

ইতোবমুক্তেন্নাহং গুৰুণা ব্রাহ্মণেন হি । প্রতিক্ষায় সদা পূজাং পিত্রোরতোং চরামাহম্ ॥  
নাহং জামে তপো দানবতত্বজ্ঞাদিকঞ্চ যৎ । পিত্রোশ্চরণয়োঃ সেবামেবৈকাংজান এব হি ॥

যমে জ্ঞানং সমুৎপন্নং পিত্রোঃ সেবাফলঞ্চ তৎ ॥৯০

প্রাতঃকালং তং বিপ্রং পিতৃসেবোপদেশকম্ । প্রণম্য পিতৃসেবাঞ্চ কৰোমি তদনন্তরম্ ॥ ৯১  
জীহ্বা মাংসামি বিজীয বৈশ্ণৱ্যকৃষ্ণগৃহং চরে । ভাৰ্ঘ্যাণি লব্ধা স্তবগা মদেকপতিদেবতা ॥

তয়া সহ চরে বৰ্ম্মং পিতৃসেবাং তথাতিথে । তুভু পিত্রাননুমতো দেহকৰ্ম্মণমুগ্রকম্ ॥ ৯৩

অশ্রদ্ধালাবুশরণঃ সিন্দূতীরেংচরস্তপঃ । যত্র বৈ মুখিকাশ্চুদ্যা বরং বিধানমাগতাঃ ॥৯৪

তামদৃষ্টৌ তব পিতা বহুবৃত্তস্তবাংস্তথা । তেন তে বিহিতকোণ্ডং তপোহংহিরমভূমম্ ॥ ৯৫

যেতং তদ্বৎকল্পপেণ তপন্তে ধমুপাশ্রিতম্ । তব পিতৃভূতপায়েৰ্ভয় দৃষ্টং ত্বয়া ক্ষণাৎ ॥

নিঃসৃত্য তপসি ছাগ্রে সাহস্বারোহভবন্তবান্ । অতএবাবুনা বিপ্র মদ্বাক্যমবধায় হি ॥ ৯৭

গৃহান্ গতাঃ প্রযত্নেন পিতরৌ যজ সৰ্ম্মণা । যে দেবেভ্যে পরিভাজ্য বুধাংহা দেহকৰ্ম্মণম্ ।

এবং তবোদিতং সৰ্ম্মং লক্ষ্যামি হৃতিবাঞ্ছিতম্ ॥ ৯৮

দ্বাদশবর্ষশাস্ত্রাঃ পুংসো য়েত উপাশ্রিতঃ । বসতে মাতৃরুদরে মাগান্ দশ দিনানি চ ॥ ৯৯

দুঃখালয়ে বসন্তুত্র ভূক্তে মাগচতুষ্টয়ে ॥ ১০০

তদা তু পূৰ্ণজন্মবাং দুঃখানি স্মরতি দ্বিজ । কথঞ্চিং সংলভ্য মনো বদতোবাং হরিঃস্মরন্ ॥

নমো ভগবতে তুভ্যং নারায়ণ জগৎপতে । লোকপিত্রে লোকধাত্রে লোককর্ত্রে হরে নমঃ ॥

প্রদাত্রে স্বধুঃখানাং তত্ত্বকৰ্ম্মামুকুলতঃ । ততো হি জায়তে জন্তুৰ্ভূত এব ত্বয়া পুনঃ ॥১০৩

কুৰ্ম্মফলজংদুঃখংভূক্ত্যেতৎ স্বপ্নেবস্যা স্বপ্নম্ । অতোহস্মিন্নিঃসৃতো গৰ্ভাদ্ব্যমেষপিতরৌ বিভো

সেবিষ্যামি যতো নৈব জন্মমুত্ৰাবাধ্যং ভজে ॥১০৪

এবং বদন্ হরিশিব সাক্ষাৎ পশ্চন্ বিজ্ঞোত্তম । হৃতিকাব্যানুকূটৌ গৰ্ভান্নিঃসরতে ন বৈ ॥

কৌটিবৃশ্চিকদষ্টস্ত গীড়ামাপ্নোভ্যাগৌ তদা । ইখক মুহূৰ্দ্ধাকালেহপি বাধ্যমাপ্নোতি দেহভূৎ ॥

ততো জাতশ্চ সংলক্ষ্যোমাত্ৰাচ পরিপোষিতঃ । পিত্রোঃ সংসেবয়া দেবাঃ পিতরন্তুস্ততোবিভাঃ

ততঃ সদ্গুৰুমাধোতি নদৈবতনিদর্শনম্ । এবংজন্তুঃ স্বধুঃভুক্তা পরত্র চামুহুৰ্ভ স্বপ্নম্ ॥ ১০৮

পরশর উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ স দ্বিজহৃতঃ প্রসন্নাত্মা তুলাপ্লবতা । পিতরৌ কেন ভূযোতামিতি প্রাতঃগৃহংযযৌ ॥১০৯

ইতি বৃহদ্রথপুৰাণে পূৰ্ণবৰ্ণে তুলাধারোপাখ্যানং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

## চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

যাস উবাচ ।

ইতোহপিকবিভঃ শ্রেয়ান্ মদ্রজ্ঞানপ্রদোক্তকঃ । নভেষে পতিপুত্রাদ্যাধে ন দ্ব্যতোবিমোচকাঃ ।  
 হ্রলভং মাহুং জন্ম প্রাপ্য যো গুরুদীপতঃ । ন দৃষ্টবান্ পরং ব্রহ্ম ভুক্তং তেন বিধং স্বয়ম্ ॥২॥  
 অজ্ঞানতমমাকীর্ণং চেতো জন্তোঃ স্বয়ং গুরুঃ । জ্ঞানাজ্ঞেনম সম্যাক্ষ্য্য করোতি ব্রহ্মনির্মলম্ ॥  
 চিরন্তনতমোজুষ্ণং জন্তোরন্তরমেষ হি । কো হস্তঃ শ্রীগুরোঃ পাদান্নির্মলং কুরুতেহর্জিযঃ ॥৩॥  
 যমং লোকনিয়ন্তারং লোকে নির্দোষহ্রলভে । মোচয়েদ্গুরুরেবৈকসম্বাদ্ বত্বাদ্গুরুং ভজ্যং  
 শান্তং স্থানং বর্ষজং শত্রুজং দারুদর্শনম্ । দ্বারানু পুত্রিণং দান্তং গৃহং গুরুমাশ্রমেং ॥৬॥  
 বয়োজ্যেষ্ঠমপিতরমত্রাতরমবৈরিণম্ । অমাত্যমহমজ্ঞানশাঠ্যশৃঙ্খং তথা যতিম্ ॥ ৭ ॥  
 অন্তরীহিস্তল্যচেষ্টং সগা সম্মিতভাবণম্ । গৃহেহনামজবৎসন্তং স্বয়ং যোগো গুরুং ভজ্যং  
 গুরুপুত্রেষু পৌত্রেষু গুরুব্রাতৃষু যো ভিদাম্ । কুর্যাৎ ন উচ্যতে যুতো গুরুহা বর্ষলোপকৃৎ ॥  
 তস্মাদ্গুরোরঙ্গশজাতং বয়োহরমপি পতিতম্ । গুরুং কুর্যাৎ তু দীক্ষারামবিচার্য গুরোঃকুলম্  
 নানামুর্তিবধা দেবো নানামুর্তিস্তথা গুরুঃ । পুত্রপৌত্রাদিরূপেণ জাবাগে নাজ সংশয়ঃ ॥১১॥  
 দেবানাম্ গুরুণাম্ ভেদো বাণ্যাদিনা কৃতঃ । পাতয়ন্নরকে ভীরে গুরুভেদকরং নরম্ ॥১২॥  
 উর্দ্ধস্তিষ্ঠেৎগুরোরগ্রে লকাহুজ্ঞো বসেৎ পৃথক্ । নিবীতবান্য বিনরী ভীতস্তিষ্ঠেৎগুরোঃপুরঃ ।  
 গুরো তিষ্ঠতি তিষ্ঠেত উষিতেহযাজ্ঞয়া বসেৎ ॥১৩॥

শয়িতে চরণৌ সোমদল্যারাতে চ ধারয়েৎ । চাপল্যাংপ্রমদাগাথাং বন্ধারঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥১৪॥  
 নাপুটৌ বচনং কিঞ্চিদ্রুদ্রায়াপি নিবেদয়েৎ । পানোদকং পিবেদ্যুর্দ্ধা ধারয়েৎ পুত্রয়েদপি ॥  
 অস্ত্রত্র ন মনো দদ্যাচ্ছৌভোজয়েন্নিষ্টমাহুতম্ । অবশিষ্টঞ্চ ভূজীত শিষ্য এবংবিধো মতঃ ॥১৬॥  
 গুরো সাক্ষাৎ হিতে মর্ত্যঃ পৃথক্ পূজ্যঃ ন চাচরেৎ । শাস্ত্রবাদিগুণৈর্গুরুঃ পিত্রোভিজিযুজঃসুধীঃ  
 শিবপুত্রারতঃ সাধুঃ শিষ্য আত্মা গুরোর্যতঃ । চতুর্গামেব বর্ণানং ত্রীণাম্ ব্রাহ্মণো গুরুঃ ॥১৮॥  
 ব্রাহ্মণো জ্ঞানযুজো হি কনিষ্ঠোহপি গুরুভবেৎ । স্ত্রিয়স্ত গুরুসম্বন্ধাদ্গুরুপুত্র্যাতে বিজ ॥১৯॥  
 গুরুস্তদ্রুদ্র মদ্রুদ্র গোপনীয়াঃ প্রবৃত্ততঃ । প্রকাশ্যং নিক্টিহানিঃ সাদিত্যাহ ভগবাহ্বিবঃ ॥২০॥  
 শৌক্যং তথা চ নাবিজং দৈক্ষঞ্চ জন্ম নশ্বতম্ । জন্মত্রয়ংব্রাহ্মণানাং ত্রীপুত্র্যাণং বিজমতঃ ॥২১॥  
 গুরুং তস্মৈ দেবতাক্ ভেদময় নরকং ব্রজেৎ । গন্ধার্হগাহরীশানাং ভেদক্কারকী যথা ॥ ২২ ॥  
 পতিরেব গুরুঃ ত্রীণাং যদি স্ত্র্যাং পতিভো নচ । ভাৰ্য্যায় দেবপুত্রায়ামনুকূলে ভবেৎপতিঃ  
 স্বামিঃশ্রেয়মকরী ভাৰ্য্যা নরদ্যা নৃথমনুভূতে । ভাৰ্য্যা স্ত্র্যাংপতিসেবায়ামদা দক্ষা হৃকন্যথা ॥২৪॥  
 মাতাপিত্রোঃ পুত্রহৈব যথোক্তং পূর্বস্তত্ত্বম্ । অলোলুপা ভবেন্দ্রারী লক্ষ্মণীলা চ নরীতঃ ॥২৫॥  
 নির্লক্ষ্য শয়নে পত্ন্যঃ সম্মিতা স্ত্র্যাং সইদেব হি । অন্তরং হৃৎবদনঞ্চ দর্শয়েৎ স্নিগ্ধযুগ্মমম্ ॥২৬॥  
 পুত্র্যাণাং পালনং কুর্যাৎ পুত্রবুদ্ধিঃ পরাস্বজৈঃ । স্বামিনঃ স্পৃহঃখেষু তথা স্ত্র্যাং স্বমমেব হি ॥  
 প্রোষিতে চ স্পৃহং জহাদেবং নারীয়াঃ শুভং ভবেৎ । গৃহে অবাণি রন্ধেত স্যাবধানা চ নরীতঃ

অন্নাদেঃ সংবিভাগঞ্চ কুৰ্য্যাৎ সূচত্বা সত্যী । এবংবিধা তু বা নারী সা নরৈঃ পূজ্যতে বিজ্ঞ ॥  
তন্ন চ দ্বিঘতে পৃথী লোকানাং দেবতা চ সা । গৃহেষু তনয়া ভূষা ভূষা সংসংস্থ পণ্ডিতঃ ॥৩০॥  
সুদৃষ্টিঃ পুংসুভূষা স্ত্রীয়াং ভূষা সলজ্জতা । অপণ্ডিতো যুতো বিপ্রো যুতো বজ্রোহুদক্ৰিণঃ  
যুতা সত্য সূখীহীন্য যুতা নারী গভজপা । নদী চ জলহীনেষ কৃষ্ণহীন্য মতিৰ্বধা ॥৩১॥  
রাজহীন্য বধা ভূমিঃ পণ্ডিতহীন্য ভবাবলা । যৌবনং বিবিধা ভূষা চারুকেশাদিধারণম্ ।

দেহশোভা চ নারীণাং বিধবানাং ন শোভতে ॥ ৩৩

ইতোবমুক্তং নম্ কাশ্চপেয়ং যদেব পৃষ্ঠং ভবতা মমৈব ।

সংকীৰ্ত্তনীয়ং পরমং পবিত্রং শ্রাব্যং গুরুণাং চরিতং নরাণাম্ ॥ ৩৪

পিভ্রোঃ স্ত্রীতানাং পতিসু স্ত্রিয়ঞ্চ গুরুৈ চ শিষ্যাস্ত স্তজ্জিহবঞ্চ ।

অভঃপেরং কিং কথনীয়মত্র প্রকৃতি তচ্ছ্রোতৃমনাঙ্ঘ্রমত্র ॥ ৩৫

ইতি বৃহদ্রথপুরাণে পূৰ্ণধৰ্মে গুরুণাং নির্ণয়ো নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

### পাঁকমোহধ্যায়ঃ

জাৰালিক্ৰবাচ ।

তীৰ্থানি বদ মে ব্রহ্মণ বেদব্যাস জগদ্গুরো । দিবি ভূব্যন্তরীক্ষে চ যানি সন্তি বিশেষতঃ ১  
ভেষাং ফলং স্বরূপঞ্চ নাম কার্যাবিধিঞ্চ যঃ । তৎসৰ্ব্বং মে বিশিষ্টব্যং শুশ্রোষাকুর্মহসি ॥২॥

ব্যাস উবাচ ।

তীৰ্থানি সন্ত্যাসন্থ্যানি দিবি ভূৰ্যো নভস্তপি । ভেষাং প্রাণাত্ততঃ প্রাহ তীৰ্থানাং বায়ুরেব হি  
ভিন্নঃ কোটোহর্দ্ধকোটি চ তত্র বচ্মি কিয়ন্তি তে ॥ ৩

কানিচিৎকাক্ষপাণি জলরূপাণি কানিচিৎ । কানিচিদ্বেশরূপাণি দেহকালাজ্ঞানি চ ॥৪॥

কানি চেচ্ছিন্নরূপাণি তরুরূপাণি কানিচিৎ ॥ ৫

দেবতানামধিষ্ঠানস্থানং তীৰ্থমিহোচ্যতে ॥৬॥

ফলস্বরূপতত্ত্বেন শৃণু তীৰ্থানি বক্ষ্যতে । যাত্নাহ দেবী রুদ্রাণী সখ্যো য়ে বিজ্ঞান্য জন্মাম্ ॥৭॥

জাৰালিক্ৰবাচ ।

কুত্র দেবী তু রুদ্রাণী ত্রৈলোক্যজননী শিবা । সখীং জন্মাঞ্চ বিজ্ঞান্য তীৰ্থানি কেন বান্ধবীং চ  
এতন্মে পৃচ্ছতো ব্রহ্মণ রুদ্রাণীমুপগমজ্ঞাং । নির্গতং তীৰ্থমাহাত্ম্যাপ্নীযুঃ পাবনং পরম্ ॥৮॥

কন্তভ্যাং কৰ্ণমাশান তদুপাখ্যানমভুতম্ । তন্তঃ শ্রুত্বা কৃতার্থোহহং ভবেয়ং জগতাং গুরো ॥৯॥

ব্যাস উবাচ ।

কথ্যচিৎ পার্শ্বতী দেবী কৈলাসশিখরে স্থিতা । সাকং জন্মবিজ্ঞাত্যাং সখীভ্যাং রহসি বিজ  
স্বাসীনীঞ্চ তং দৃষ্ট্বা দেবীং তে বিজমাজয়ে । কৃতাজ্ঞলিপুটে ভূষা প্রোচতুঃ পূৰ্ণবাক্তিতম্ ॥

সখ্যাবৃচতুঃ ।

গিরিজে ভগবতায় হুর্গে গিরিশভাবিনি । আশ্বোর্বাহুভিঃ কিকিৎ সম্পূরয় শুভাননে ॥১৩

সর্গদেবসমারাম্যে প্রনৌদ জগদম্বিকে । চিরং নৌ বাহুভিঃ ভীষণবগাহয় দর্শয় ॥১৪

বাস উবাচ ।

এবমুক্তা তু মা দেবী সখীভ্যাং স্মিতাননা । উবাচ বচনং হুর্গা লোকহুর্গতিভারিণী ॥১৫

দেবুবাচ ।

মমেষ্টমিদমাগচ্ছ বিজয়ে জয়য়া মহ । সর্গভীর্ণানি বাং মথো দর্শয়ে আপন্নৈধ্বনা ॥১৬

ইত্যাক্ষা মহ ভাত্যাং মা মুদিতাভ্যাং শিবা সতী । হিমালয়মগাদ্ যত্র গঙ্গা বহতি বেগিতা

তত্র তাং বেগিনীং গঙ্গাং দৃষ্ট্বা বগাহু পার্শ্বতী । প্রতিগন্ত্ব মনশ্চক্রে মহ ভাত্যাং স্বমালয়ম্

তাং দৃষ্ট্বা প্রতিগচ্ছন্তীমাহতুস্তে বিজানিকে ॥১৮

সখ্যাবৃচতুঃ ।

কগচ্ছসি মহেশানি অসম্পূর্যা মনো হি নো । কৃতচ্ছয়োঃ সর্গভীর্ণেভীর্ণমেকঙ্ক লব্ধয়োঃ ১৯

দেবুবাচ ।

মথো কিমিতি ন স্নাতং ভীর্ণৈষু সকলেষু চ । কিং ন জানানি গঙ্গেশ্বরঃ সর্গভীর্ণপ্রসূরিতি ॥২০

ন কেবলন্ত ভীর্ণানাং প্রসূরেবা সদা শিবা । সর্গেষামপি লোকানাং ধর্ম্মাণামপি দেবতা ॥২১

পবিত্রাণি বিধায়ৈব ভুবনানি চতুর্দশ । ত্রৈলোক্যে ভাতি দেবীং নীপ্যামান্য বিভূঃ কিল ॥

এতরাণিভিঃ সর্গমুর্দ্ধমাকাশমেব চ । ভূতলঞ্চ তলস্থানং গিরীণাং শিখরাণি চ ।

শুভৈশ্চল্যানি পুণ্যানি তানি নৈবান্ত শশ্বরঃ ॥ ২৩

যুক্তিহীনং স্বর্থহীনং বাসহীনং তদেব তু । অশোকমন্ডয়কৈব যত্র গঙ্গা প্রতিষ্ঠিতা ॥২৪

অগ্নিকৈব স্বর্থকৈদং যোক্ত এষ চ পঞ্চাশ । সম্পদেবা যশচৈতদ্বৎ যদ্বাদ্দর্শনাদিকম্ ॥ ২৫

ন ব্রহ্মাণমনাপ্রিত্য বৃষ্টিঃ কাপি এবর্ততে । নৈতাং গঙ্গামনাপ্রিত্য ভীর্ণং কিকিষিরাজতে ২৬

জীরাঙ্কমৃতগোমুখং শুক্লাগ্নহনমেব চ । মাত্রেব পাতি গঙ্গয়া যমদত্তায়াভয়াং ॥২৭

দানধজ্জগদানন্তপাংসি যুক্তিদানি চ । কৃতানি ঘেন তেনৈবা গঙ্গা দেবী সমাপ্রিতা ॥২৮

ইয়ং সুরনদী পুণ্যা গঙ্গা ত্রিপথগা নদী । যদা ন স্মর্য্যতে মথো তদৈব বিপদঃ পরাঃ ॥২৯

ভক্তির্বিমুক্ত তু নাস্ত্যস্তাং সর্গে ধর্ম্মাস্ত্যজন্তি তম্ । সদা হপ্রিয়বাক্যস্ত লোকা ইব সখীদয় ॥৩০

অহমেবা শিবে বিমুক্তস্তেনৈবাং ভিদা ন হি । কিং ববিতেন বচনা হেমথো বিজয়ে জয়ে ।

যুবাভ্যাং সর্গভীর্ণানি স্নাতানি কলিতানি চ ॥৩১

সখ্যাবৃচতুঃ ।

প্রতীতিঃ কেন মেব্রজ্ঞানং ব্রহ্মাস্ত্য বর্ণিতম্ । অচক্ষুর্গোচরীভূতং ন প্রতীয়ন্তি পতিতাঃ ॥

দেবুবাচ ।

স্তুহিগঙ্গামিমাংসমথো সাক্ষাৎসেভক্তিভাবিতে । সর্গভীর্ণোন্তবাং দেবীং গঙ্গাং দ্রক্ষ্যথোং চিরায়ং

মনৈব বচনাদজ্ঞ যুবয়োর্গুণতো ধ্রুবম্ । নির্গমিয়াতি যদাকাং ভবেদ্ গঙ্গাস্তবো হি সঃ ॥৩৪

বাস উবাচ।

ইতুকেতে তয়া গথ্যা বিজয়া চ জয়াতয়া। ত্রৈলোক্যপাবনীং দেবীংস্তোত্বং যোগোবতুং  
গথ্যাবুচতুঃ।

নমঃ প্রমীদাং মহেশি মাতৰ্গঙ্গে ত্রিলোকাখিলহুঃখহঞ্জি।

বিকোঃ পদং তৎ পরমম্ভ জন্ম। ত্রৈলোক্যগান্ধাবনি সাবিতাৰ্ঘ্যম্ ॥ ৩৬

ত্বাং স্তোমি পশ্চামি পরাবরেণে নমামি কায়াবয়বৈরপি ত্বাম্।

অজানমোহান্ধতমোনিরন্তচিত্তান্ত মাং বোধয় যাদৃশী ত্বম্ ॥ ৩৭

ত্বং ব্রহ্মণা বিশ্বনা পুঙ্কয়েণ শিবেন বৈ দেববরেণ ভূয়ঃ।

সিদ্ধৈঃ পরৈজ্ঞরপি দীরবর্গৈঃ স্তুতা কিমাবাং মনুযো ভবাদৃশীম্ ॥ ৩৮

ধন্তাবনীয়ং ধনু ভুতধাতৌ লৌকৈঃ সর্গৈঃ পুঞ্জিতেষাং বভূব।

ত্বং বৈ বস্ত্রামবগাহা নবোঁষৈর্বিভাসি পুণ্যাবিকপুণ্যবতাম্ ॥ ৩৯

জানন্তি কে ত্বাং নমু মৃতবৃদ্ধয়ো নরাঃ স্ত্রিয়ো বা বনজন্তবো বা।

পীতামৃত্যু দৃষ্টমহত্শ্রুত্যা জানন্ত্যনন্তামৃতসারভূতাম্ ॥ ৪০

প্রাণান্ত্যজন্তং ত্বয়ি বা বনস্তং গায়ন্ত্যনন্দময়ীক বা ত্বাম্।

কঃ শ্রদ্ধধীতাহিতদেহবন্ধং বিনাক্ষযাতান্ নরকায় যোগ্যান্ ॥ ৪১

যঃ সর্গলোকামরবজ্রদেবঃ স্বয়ং শিবঃ স্রীমতি চোক্তমাত্রে।

সর্গোক্তমাং ত্বাং প্রদধতি গঙ্গাং মাধবং শিবত্বং হবিমন্ত্যমানঃ ॥ ৪২

সর্গস্ত সর্গত্র তু নাবিকারঃ কস্তাপি কৃত্যপি চ নো হি অনন্ত।

ত্বং ঋষিতরঙ্গকটাহকোটিঃ সর্গত্র চাখণ্ডগতিঃ কিলাসুমে ॥ ৪৩

ধ্যায়ে শিবো ত্বাং শশিশুদ্ধবর্ণাং চতুর্ভুজাং পদ্মবরাভয়ামৃতৈঃ।

ব্রুত্বাং গুহ্যে মকরে বসন্তীং ত্রিলোচনাং দেবমুতামলকৃতাম্ ॥ ৪৪

নমঃ শিবায়ৈ শান্তায়ৈ গঙ্গায়ৈ তে নমো নমঃ। নমো মকরবাগিঠৈ কোটিচন্দ্রকচে নমঃ ॥ ৪৫

চতুর্ভুজায়ৈ পদ্মেন বরেণাপ্যভয়েন চ। পীত্বপূর্বকনকঘটেন চ বিরাজিতাম্ ॥ ৪৬

সর্গালঙ্কারভূষাঢ্যাং ত্রিনেত্রাং দৈবতৈর্মুতাম্। স্মিতাস্তাং গোঁরবনমাং হিরনুপুরশিঞ্জিনীম্।

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবারাধ্যাং দধানায়ৈ তত্বং নমঃ ॥ ৪৭

নমঃ কলাবহ্নৈয়া চ লোকমাত্রে নমো নমঃ। সর্গতীর্থভবায়ৈ চ স্নানায়ৈ নমো নমঃ ॥ ৪৮

বাস উবাচ।

এবং তয়োঃ স্তবস্তোক্ত বিজয়াজয়মৌহিজ। প্রাহুঃসীং তদা গঙ্গা দীপয়ন্তী জগত্ৰয়ম্ ॥ ৪৯

ত্বাং তথা প্রাহুঃসীনাং মকরাসনসংস্থিতাম্। বিলোকা মুমুদাতে তে বিশিঙে বিজয়াজয়ে ॥

নাশকৃত্যং বচনং বকুং কিয়দপি বিজ। রোমাঞ্চিতাপ্যোঁ তিষ্ঠন্ত্যোঁ বাপ্পক্কদূর্শোঁ ভূশম্ ॥

সর্গেষামপি দেবানাং মুনীনাং তদাগমঃ। বভূব হৃষ্টমনসাং সিদ্ধগন্ধর্বরক্ষণাম্ ॥ ৫১

যক্ষাণাং কিনরাণাং তৈখদাপ্শুনাং মূনে। মহর্ষিরপি বালীকিরহং তত্র চাগর্হে ॥ ৫২



সর্গে প্রাণলয়ো ভূত ব্রহ্মাচ্যুতশিবাশ্রয়ঃ । সর্গা দেব্যাক দেবানাং পুণ্যচন্দনপাণয়ঃ ।

নানালঙ্কারভূষাঢ্যাং গঙ্গাং চক্ৰুঃ শ্ৰুশোভিতাম্ ॥ ৫৩

অথ তস্তাশ্চ অদেভ্যো জাবালে তীর্থরাজয়ঃ । সমুৎপন্ন্য হি তৈজস-দদৃশাতে উদৈব তে ॥ ৫৪

মুর্তিমস্তি চ তীর্থানি নানারূপানি তানি বৈ । দেহদেশাধুবাধ্যাদিরূপানি বিষ্ণুতানি চ ॥ ৫৫

মুখতো জজিরে তস্তা ব্রহ্মতীর্থানি সর্গশঃ । পাদেভ্যো দেশতীর্থানি জলতীর্থানি বক্ষসঃ ॥ ৫৬

কর্ণয়োর্জজিরে তস্তা আকাশতীর্থসঞ্চয়াঃ । ললাটাজজিরে চৈব দিব্যতীর্থানি ভাস্বরাং ॥ ৫৭

অঙ্গতীর্থানি অদেভ্যো জাতান্তান্তা তথা । তানীহ সর্গতীর্থানি নানাবর্ণানি তত্র বৈ ।

সর্গাষয়বর্ণানি ভূষণৈরজ্জলানি চ ॥ ৫৮

শৃংখতাং মুনিদেবানাং বিজয়াজয়োন্তথা । তুষ্ণুহৃষ্টচেতাঃসি সর্গেবাং পশ্চাত্মনি ॥ ৫৯

তীর্থানুচূঃ ।

ও নমো বিমলবদনায়ৈ তুর্ভুবঃসংপরমহংকলায়ৈ কেবলপরমানন্দমদোহরুপায়ৈ লোক-  
জয়মৌলিবলাকতিমিরাপনারকপরমজ্যোতিরূপায়ৈ অসদপলাপতিস্তরসদৃশিতরসনাদোষা-  
সারংপরমামৃততরসরসায়নামৃতরূপায়ৈ মুক্তিমতীত্যা কোটিকোটীচন্দ্রধবলায়ৈ স্করাসনায়ৈ  
তে গঙ্গে শ্বেবি অমুনি বিহুপানোভবে ব্রহ্মময়নারায়ণতৈজসশরীরব্রহ্মশরীরে পরমাত্মনু  
প্রমীদ প্রমীদ তে নমো নমঃ ॥

নমস্তে দেবদেবেশি গঙ্গে ত্রিপথগামিনি । ত্রিলোচনে খেতরূপে ব্রহ্মবিহুশিবাক্রিষ্টে ॥ ৬০

বেগধতিব্রহ্মাণ্ডকটীহে দোষখণ্ডিনি । ব্রহ্মকোটিকিরীটেন মণ্ডিতামলমস্তকে ॥ ৬১

দেবদেব্যাদিকীরীটশৃষ্টপাদাযুজবয়ে । কামদে কামরূপানি তীর্থানাং প্রমুখসি ॥ ৬২

শ্রীমে শ্রীমলসজ্জারুকুণ্ডিতামলকুন্তলে । শিবপ্রিয়ে শিবারণ্যে শিবীর্ধকৃতালয়ে ॥ ৬৩

শিবে শিবপ্রদে শৈবং কুরীণ্য নিখিলং জগৎ । অচ্যুতেন্দ্ৰচ্যুতভূষাচ্যে অচ্যুতাদ্বৈতমুত্তমে ॥

অচ্যুতাক্ষকপাদাজে ধরাগমনপাবনে । অচ্যুতপ্রেমধারাঢ্যা ব্রহ্মাণী ব্রহ্মরূপিণী ॥ ৬৫

ব্রহ্মানন্দময়ী ব্রহ্মপ্রসূরক্ষরনাম্বতা । ব্রহ্মহৃদায়িনী ব্রহ্মনদী হ্রস্বনী হ্রা ॥ ৬৬

ভেদশূভাভেদকরী ভেদকপ্রাণহারিণী । অভেদবুদ্ধিরূপানি অভেদবুদ্ধিমংগলিয়ে ॥ ৬৭

সত্যপ্রথংগহিতে অনিন্দ্যে দোষবর্জিতে । কমলে বিমলে শুদ্ধে তত্ত্বরূপরাস্নিকে ॥ ৬৮

বেগাধারে বেগমগ্নে হিরবাসুপ্রভতিনি । সূর্য্যমণ্ডলমস্তিরে মদ্যাকিনি মহেশ্বরী ॥ ৬৯

সুরাক্রিষ্টে মহামল্লৈ কোণামুখি রণপ্রিয়ে । বলিমাংসপ্রিয়ে কালি মংস্তাসনসুখপ্রহে ॥ ৭০

জবারন্তাকি লোলাকি রক্তবস্ত্রপিধায়িনি । নিঃশব্দমেষ্যে নিঃসেষ্যে নিষ্কণ্ঠজনপ্রিয়ে ॥ ৭১

দিগম্বরপ্রিয়ে দিব্যে বীররূপে মনোহরে । আকাশনিলয়ে শ্বেবি নদা পরুতবাসিনি ॥ ৭২

ধরালয়ে চ পাভালনিলয়ে খেচরে চরে । নদা খড়্গাকরে ভীমে মহাভৈরবসংখিতে ॥ ৭৩

ভয়হারে ভয়ধারে ভবপিত্তি ভবানলে । ভাবজ্ঞে ভাবরসিকে গিরিজ়ে গিরিশৃঙ্গপ্রে ॥ ৭৪

শৃঙ্গাটকগতে কান্তে শৃঙ্গারলশোভনে । কামরূপে কামভবে কামনাভবমম্বয়ে ॥ ৭৫

হুর্গমে হুর্গজিহ্নে হুংখহ্রি হুখালয়ে । হংসকারণবক্ৰৌঞ্চমণ্ডিলবয়ে শুভে ॥ ৭৬

দেবানীনেবিততটে স্মৃতিপাপবিনাশিনি । ব্রহ্মহত্যাগিপাপেণু নামমাত্রমহাশনে ॥৭৭  
 স্মৃতে মোক্ষদে মাতঃ সৰ্বেষাং জগতামপি । চাতালগৃহিসন্ন্যাসিগোবিন্দেবা চ যোগিনী ৭৮  
 বিশ্বাখ্যাবিশ্বজালাহরে বিশ্বহরে হরে । হারে দশহরে গঙ্গে কলিপাপহরে পরে ॥৭৯  
 হকাররূপে ঐশ্বর্যরূপে হ্রীংস্বরূপিনি । অশ্বিকে ভগবত্যং তীক্ষ্ণসূক্তে নমো নমঃ ॥৮০  
 ইষ্টৈসিক্তিকেরেফে কোঁ হ্রী হ্রী স্বাহাস্বরূপিণী । বিমলমুখি চন্দ্রমুখি কোলাহলে থর্কৈপ্রসাদ  
 রাজলক্ষ্মীশ ভূপানাং গৃহিণাং গৃহিণী শুভা । যোগিনাং যোগ এষ ত্বং মতিঃ সন্ন্যাসিনামপি  
 কৰীমাং বিশ্বতোদৃষ্টবুদ্ধিভুং রাজসেবিনাম্ । লজ্জাসি চ কুলদ্রোণাং বালানাং মধুরা চ গীঃ ॥  
 ভবতী সমরে স্পৰ্ধা সাধুনাঞ্চ ক্ষমা ধনু । সরস্বতী চ বালীকে ব্যাসে বাচালতা তথা ॥৮৪  
 ঐতিঃ স্মৃতিশ্চ সংজ্ঞা চ কবিতালহরী তথা । গতিস্বত্বেব ভূতানাং মন্ত্ৰানামুদকং যথা ॥৮৫  
 জাড্যহরী ময়ূরুপা কালরূপা কপালিনী । কুমারী ভরুণী বৃদ্ধাঃ সজ্জাঃ রসমুন্দরী ॥৮৬  
 স্বর্ণে নন্দাকিনী ত্বং হি দেবেদেবীনিষেবিতা । ক্ষিতাবলকনন্দা ত্বং কৃতার্থীকৃৎসবে নরান্ ।

পাতালে নাগলোকাদৈব্যার্ভোগব্যতিনি সেবিতা ॥৮৭

পূৰ্ণস্মাংদিশিসীতা ত্বং ভদ্রাখ্যা চোত্তরত্রৈব । পশ্চিমস্মাং হি বংকুসুমলকনমা চ দক্ষিণে  
 ত্রাশ্নী ত্বং বৈষ্ণবী শৈবী কুমারী বৃষতী তথা । কপালমালিনী চ ত্বং বিকটাকাঃ সরস্বতী ।

ঋশানবাসিনী চ ত্বং চিত্তাঙ্গারাহিসংঘা ॥৮৯

সরস্বতী জাহ্নবী চ গঙ্গা ভাগীরথী শুভে । হংসী পদ্মমুখী পদ্মসহস্রদলবাসিনী ॥৯০

বয়স্ক মাতঃ পরমমঙ্গলায়নবাসাবগাহদর্শনস্বরূপেন বিধানি ভীৰ্ণানি কিলেত্তরখা  
 জাতানি চ ভগবতি ভবতীমেবাশ্রয়মাত্রিতানি তীৰ্ধেভেন প্রপঞ্চরূপাণি ভবত্যা এব সর্গ-  
 রূপায়া বে পুনস্কুরি ভক্তান্তান্ বয়ং পুনীমহে ত্বিত্ত্বিত্ত্বিশেষবদীক্ষমা ভক্ত ভক্ত ভ্রমতঃ ।  
 ত্ব্যভক্তান্ত ভূতভক্ত্যজামহে । ত্বং পুনস্তত্ত্বম্বয়তাদেবানাং ভীৰ্ণানাং বর্ষাণাং মাতা  
 সর্গসাক্ষিণী প্রণমানে শতশঃ । প্রাহুর্ভাবপ্রলয়ে নশ্বন্ত ইতি পরমম্, কিং ক্রমস্তব মহিমা  
 নাস্তি যতো ব্রহ্মহত্যাগ্নীহত্যাভরহত্যাগ্নিমহাপাতকাত্তিপাতকানামেকাধিকরূপং ; জনস্ত-  
 জ্ঞলকণদশস্বাদিনৈব পুতো ভবতীতি । তদর্শনাদেব পরমব্রহ্মপদপ্রাপ্তিঃ কুলমিতি চ যো  
 মহিমপরমাহ ন তত্ত্বংপাপভাগিতি যথার্থবাদঃ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুত্থা তানি ভীৰ্ণানি নিলিন্দুগুহ সর্গশঃ । রুদ্রাখ্যা মহ গঙ্গা সা একরূপা বভূব হ ॥৯১  
 জমা চ বিজমা তত্র ব্যাকুলে ন বিলোকা ভাম্ । বভূবভূঃপ্রশস্তন্ত্যোত্তমোত্তম তু পার্শ্বতী ॥

অস্তহিতাত্তরুপা সা রুদ্রাণী সমরাজত ॥৯২

দেবভাষ্যবিমুখ্যাণাঃ সর্গে চান্তহিতা গতাঃ । ভাত্যাংসহৈব সা দেবী বিস্মিতাত্যাংজগামহ

ইতি বৃহদ্রথপুরাণে পূৰ্বেখণ্ডে তীৰ্ধপ্রাহুর্ভাবো নাম পঞ্চমোধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

## বঠৌখ্যাঃ ।

সখ্যাবৃত্তঃ ।

স্বাস্থ্যনি সর্গতীর্থানি দৃষ্টানি চ বিশেষতঃ । জাতা চ গঙ্গা তৎস্বেন তৎপ্রসাদাৎসহৈবরি ॥১  
শ্রুতম্ পরমঃ পুণ্যো দেবাতীর্থকৃতস্তবঃ । যে পঠন্তি চ শ্রুন্তি নাস্তি তেবাং পরাভবঃ ॥২  
গর্গতীর্থবিগাহস্ত হমমেষস্ত চ ক্রতোঃ । গয়াশ্রাদ্ধশতস্তাপি ফলমেব প্রযুজতে ॥

অত্র নাস্ত্যেব সন্দেহতৎপ্রসাদাৎসহৈবরি ॥৩

অস্বখ্যাদিগর্গতো যঃ স্তবস্ত্বংপরমাক্ষয়ঃ । স চাপোবাবিধস্তান্তাং লোকমাতর্নমঃসহে ॥৪

তীর্থানাং বদ নামানি যানি দৃষ্টানি সর্গতঃ ॥৫

দেখ্যবাচ ।

প্রোক্তং বঃ প্রথমং তীর্থং গঙ্গাখ্যংপাবনং পরম্ । অস্বামজানি তীর্থানি কবয়ামি ববাভধম্ ॥  
তদ্বিকোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি সুরয়ঃ । যস্মাদ্গঙ্গা প্রভবতি তীর্থং তৎ প্রথমং মতম্ ॥৭  
ততো ধ্রুবাধিলোকৈক্যং গঙ্গাসমুদ্রকং স্থলম্ । নবমধ্যাকমাখ্যাতং তীর্থং পবনপদ্মতো ॥৮  
যত্র গঙ্গা প্রভবতি মহাবেণা মহাবলী । নিকৃদেববিপ্রমুখাস্তত্র সাস্তি গঙ্গাপতৈঃ ॥৯  
ততঃ সূর্যমগ্নিশিখরি ধারাপাত ইতীরিতম্ । তীর্থং যত্রোদ্ধিলোকাংস্ত তিভ্রা গঙ্গা পপাত হ ॥  
তত্রৈব হি চতুর্দ্বাভূতাদ্ধা গন্তং দিশঃ সমাঃ । অশ্বেষ চতুরছেভো যোভোঃ গঙ্গাবরোহতি ।

তানি চহরি তীর্থানি তেবাং নামানি বর্ণয়ে ॥১১

নীতালকং নাম পূর্কং দক্ষিণখালকালকম্ । পশ্চিমং বংকুভঙ্গং ভ্রাত্তরমখোত্তরম্ ॥১২  
মেরোরখোৎসং গৈলানামটানং যত্র যত্র চ । সংযুক্তা চ বিযুক্তা চ তানি তীর্থানি ষোড়শ ॥  
পরপাতং পূর্কপাতং পূর্কস্তাং গঙ্গমাদনে । শাক্তরী বিলসন্তী চ তীর্থে পশ্চিমপর্কতে ॥১৪  
পুণ্যপ্রভা প্রকাশাকী গোমতী গোতম্রী তথা । মণিকর্ণা মণিজ্যোতা এতান্যাস্তরতোহপি চ ১৫  
মণিদর্শো মহাবেগঃ অবন্তী ব্রহ্মবেগিনী । শিবেশ্বরী শঙ্কুমুখী দক্ষিণাদিবিমান্যাত ॥১৬  
পশ্চিমোত্তরপূর্কেষাং গিরীণাং মধ্যদেশতঃ । শঙ্খপাতাখ্যকং তীর্থমেবংপূর্কাদিপূর্ককম্ ॥১৭  
হিমালয়নিভমে তু যত্র শঙ্কুঃ শিবোববিশং । শিবপ্রোতোহতিধানততীর্থমুজং মহাফলম্ ॥১৮  
গঙ্গাধারাদি চতুর্গি তীর্থানি ক্ষিতিমণ্ডলে । কেতুমালে কুরৌ চৈব তত্রাবে ভারতেতথা ॥ ১৯  
ব্রহ্মধারং শিবধারং তেজোধারং ততঃ পরম্ । হরিধারং ভক্তস্তত্র সন্তোষতঃ প্রকীর্তিতম্ ॥২০  
সন্তোষাং প্রীত্যেবভুং স্বর্গদী যত্র সপ্তথা ॥২১

কেতুমালে শিবানন্দা সঙ্গতা যত্র সা নদী । গৌকলং নাম তীর্থংতদ্বিচ্ছেদ্যং পরগৌকলম্ ॥  
সানুমত্যা ভানুমত্যা গঙ্গানদ্যাং কুরৌ তথা । পুণ্যমালং নাম তীর্থং বিচ্ছেদ্যং সোমমালকম্  
ভদ্রাবে বৈকুণী নাম মাকরীংনাথ চাপরাম্ । সঙ্গতা বিগতা গঙ্গা তীর্থে সাকলদেশলে ॥ ২৪  
গঙ্গানাগরসঙ্গত সোতস্ত পশ্চিমে বনে । উত্তরে ত্রিশতশ্রোতঃ পূর্কং সপ্তকলেবরম্ ॥২৫

ভারতে কানিচিং সখ্যা তীর্থানি শৃণুতং মম ॥ ২৬

জন্মস্থাপ্য ততস্তীৰ্ণং যত্র নান্য তু জাহবী । ততঃ প্রয়াগো নাম স্তাং তত্রাক্ষয়বটৌষপি চ  
 তীৰ্ণে যে সমপাদ্য়ত্র যমুনা চ সরস্বতী । যত্র মুণ্ডিতমুণ্ডস্ত্র ত্রয়তাং যত্র কৃত্তচিৎ ॥২৮  
 প্রনঙ্গতো গতো যত্র নর উত্তশিরা ভবেৎ । ততো বাসন্তকং ক্ষেত্রং বাগম্ভী যত্র পূজাতে ॥  
 ততো বারাপদী নাম পূৰ্বী শস্তোঃ সত্যংগতেঃ । মরণং দুৰ্লভং যত্র যত্র গঙ্গোত্তরশ্রবা ॥ ৩০  
 জলে হলে মুক্তিলাভী স্বধূমী মণিকৰ্ণিকা । যস্মিন্ ভগবতঃ শস্তোণিদ্ভানি স্বেহুহুত ॥৩১  
 ভবন্তি তানি তীৰ্ণানিনামভেদাং পৃথকপৃথক্ । বিশেষোৎসাহিত্তিবিজ্ঞেয়ঃ পুরাণে মংস্তভাবিতে  
 ততোষপি কথিতং তীৰ্ণং পদ্মাবত্যাঃ সমাপমঃ । ত্রিবেণী নাম তীৰ্ণং পৃথগ্ভূতে চ যত্রৈব  
 সরস্বতী চ যমুনা প্রয়াগকলদায়কম্ । গঙ্গাগাগরসঙ্গচ্চ তীৰ্ণং পরমকং মত্তম্ ॥৩৪  
 যত্র ধারানহশ্রেণ গঙ্গা সাগরগা ভবেৎ । সহস্রং তাস্চ দ্বারাস্চ তীৰ্ণানি কথিতানি চ ॥৩৫  
 যত্রাক্রাশে হলে তোয়েমোক্ষেনৃবাংসদা ভবেৎ । কামেনবা মৃতঃ কাম্যতং তমাপোত্যানন্তরম্  
 নারী বাধ নরো বাপি যত্র গঙ্গাপি দুৰ্লভা ॥৩৬  
 এবং যত্র চ যত্রৈব গঙ্গাতীরে দ্বয়ে শুভে । শিবালয়া ব্রহ্মবিষ্ণুরাক্ষণীনাং তথালয়াঃ ।  
 তেষুপি তীৰ্ণবিশেষেণ দেবীশীঠাশ্চ যে পুনঃ ॥৩৭  
 এবং বাং কথিতা নৰ্যো গঙ্গায়ান্ তীৰ্ণনঞ্চয়াঃ । ব্রহ্মতীৰ্ণানি চৈতানি গঙ্গামন্তকজানি বৈ ॥  
 ক্ষিতাবস্থানি তীৰ্ণানি নিবোধ বিজয়ে জয়ে ॥৩৯  
 ইতি বৃহদ্রথপুরাণে পূৰ্ণপাঠে তীৰ্ণপ্রাচুর্ভাবো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

### সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

দেব্যাচ ।

নিবসন্তি ষিঞ্জা যত্র তীৰ্ণং তং ক্ষিতিমণ্ডলম্ । যেবাং হি চরণৌ তীৰ্ণং সৰ্ব্বতীৰ্ণনমাশ্রমৌ ॥১  
 তীৰ্ণং পদ্মবনং প্রোক্তং তুলসীকামনং তথা । তুলসীমূলমারভ্য যাবদ্বস্তান্ত্র যোড়ণ ।  
 দশদিগ্ধু মহৎ তীৰ্ণং তদেব সুরবন্দিতম্ ॥২  
 যত্র চ ঐকলতরঃ সোহপি দেশঃ সূতীৰ্ণকম্ । তুলসীবাৎ সমাখ্যাতং বৃক্ষমানন্তং তথা ॥৩  
 নথ্যাবুচুঃ ।  
 মাতহর্ষে মহেশানি তুলসীবিল্লুকক্ষমোঃ । জমমাহাভ্যাততানি কথয়ন্ত কৃপাময়ি ॥৪  
 দেব্যাচ ।  
 পুরা কৈলাশশিরসি ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদান হ । ধর্মদেব ইতি খ্যাতঃ সাধুবিদুপরাযণঃ ॥৫  
 বৃন্দা নাম তস্ত্র পত্নী ব্রাহ্মণী ধর্মচারিণী । সদা পত্যমুগা লাক্ষী পতিপ্রোষ্ঠী সুধাযিতা ॥৬  
 পত্যাজ্ঞয়া সদা দেবকার্যানি কুরুতে সতী । স্বয়ং দেবপুত্রায়ান্ পতিপুত্রাবিধাবপি ॥৭  
 মিথুজা সন্ততং নর্যো তিষ্ঠত্যেব সুধাযিতা । তপস্বিনী সবিময়া স্মিতবজ্রা সদা সতী ।  
 সন্নক্ষণৈঃ সন্মৈযুজা সম্যাক্তা সৰ্বদা জনৈঃ ॥৮

বর্ষদেবন্ত সততং কৃকভক্তিপরায়ণঃ । গায়ন সঙ্গা শিবং কৃকং পর্যটতৃণ্যিমণ্ডলে ॥১  
 দর্শনীয়ক বর্ষাক্ষা বর্ষজ্ঞক স্থিতাননঃ । পারণো গানবিদ্যারান্ সুবরঃ সাধুসম্মতঃ ॥১০  
 সঙ্গা সুবরণানেন বিহুভক্ত্যা চ শীলতঃ । রমরনু সর্ললোকানং চিত্তং ভ্রমতি পাবনঃ ॥১১  
 একদা ন বিজ্ঞঃ সর্ঘো গায়নু ব্রাহ্মণসংসদি । অতীহার গৃহে কালং ভোজনন্ত বিজোত্তমঃ ॥  
 বৃক্ষা তু তদুগৃহে ভাৰ্যাসংপূজ্যাতিথিমাগতম্ । পতিং ধ্রুণ্যদেবোক্তপুত্রহিজ্ঞজলং পর্ণো ॥  
 পক্ষাদাগত্য তদুভর্তা বর্ষদেবঃ স্বকালয়ম্ । বিলোক্য পত্নীং বারোণিতীক্যগেহে হিতাং তদা ।  
 হঠাদৈববলাং সাক্ষীং শশাপ ব্রাহ্মসীমিতি ॥ ১৪

না শপ্তা স্বামিনা সন্দো ব্রাহ্মসং ভাবমাগতা । বিচটার সঙ্গা লোকে কৈলাশশিখরে শুভে ॥  
 আরত্যা ক্ষাতলং লোকানু ভক্ষয়ামাস সা ক্ষুধা । সঙ্গা ক্ষুধাশীড়িতা চ সরোবা সততং না ॥  
 বনে বনে ব্যায়সিংহগজবড়িাশাদিকানু । খানয়ামাস সা বৃন্দা যুগাধমহিবানু বহুন্ ॥ ১৭  
 পূর্নাসুভূতবর্ষণে তাকু পোবিশ্রবৈকবানু । সর্লানু জন্তু নুদাভূক্য মহীং চক্রেহহিমালিনীমু  
 ততঃ সঙ্গার কৈলাশশিখরং গন্তুমিচ্ছতী । উপোবিতা ত্রিরাত্রং ক্ষুধাশীলা বৃভূক্ষিতা ॥ ১৯  
 আগত্যা গিরিমূর্দানং চিত্তয়ামাস খাদিতুম্ । সর্লৈতত্ত্ব জন্তবঃ শৈবা ব্রাহ্মণান্ত স্বভাবতঃ ॥২০  
 কো মে দন্তপ্রহারস্ত পাত্রং ভবতু সম্প্রতি । বৃক্ষা অপি ন মে ভক্ষ্যাঃ শিবলোকেহত্নতদগ্নয়াঃ  
 এবং চিত্তাঙ্কনাং বৃন্দাং ব্রাহ্মসীতি চ বিপ্রতায় । দৃষ্টী সর্লৈ মিথো বিপ্রা জগদুঃ শিবপর্কতে  
 ইয়ং বৃন্দা ঔবৈযুক্তা সঙ্গা দোষণে বর্জিতা । জগাম ব্রাহ্মসং ভাবং নচ দৈবাং পরং বলমু৩০  
 জীবাংলোলূপভানামধ্রুণানংদোষউচ্যতে । নির্দোষায়ুঃসোংপায়ুযুঃ ন চ দৈবাংপরংবলম্ ॥  
 অতএব বলং দৈব যথাবলমুচ্যতে । ভাগ্যং বিভক্তি ক্লীণোংপি ন চ দৈবাং পরং বলম্ ॥  
 বনং বলংমতংকৈলিংকৈলিংসামর্থ্যমুচ্যতে । বলংবুদ্ধির্দ্বিতং কৈলিন্দ চ দৈবাংপরংবলম্ ২৬  
 তপোবলং মতং কৈলিন্দব্রাহ্মণদ্বং কৈলচন । ঐশ্বর্যং বলং কৈলিন্দ চ দৈবাং পরং বলম্ ২৭  
 বলবানু বুদ্ধিমানুপি জনঃ পরবশঃ সঙ্গা । আত্মানং মন্ততে শ্রেষ্ঠং নচ দৈবাং পরং বলম্ ॥২৮  
 কর্তব্যো নিয়মাচারে বভূবানু সততং ভবেং । জানীয়াং সততং ধীরো নচ দৈবাং পরং বলম্  
 যতে কুতেহপি সূদৃঢ়ে যদি কার্যং ন সিধ্যতি । তদা নানুভবেদুঃখং ন চ দৈবাং পরংবলম্  
 দৈবং পুরুষকারণে যো নিবর্ত্তিহিতুমিচ্ছতি । ন স জানাতি মূর্খত্বাং চ দৈবাং পরং বলম্ ॥৩১  
 দৈবেন লভ্যতে স্বর্ণা দৈবেন ধোক্ষ ইধাতে । ত্রৈলোক্যং দৈববশগং নচ দৈবাং পরংবলম্  
 দৈবত্ব প্রাক্তনং কর্ণ কিং বেষ্বরবিচেষ্টিতম্ । উভয়ং তুলামেবোক্তং ভক্ষাৎ দৈবং পরংমতমু৩০  
 ইদং পূর্নবর্ষণে যুজৈব মোক্ষমাপ্যতি । অশ্রী কৃকস্ত নামানি লক্শী নামময়ীং তদুহু ॥৩৪  
 ইতু তু তে জন্তঃ কৃকং সর্লপাপহরৈ রবৈঃ । শুশ্রাব সততং বৃন্দা ব্রাহ্মণী শাপব্রাহ্মসী ॥৩৫  
 বত্র বত্র ব্রজস্তী না ক্ষুধা শীড়িতাপি চ । তত্র তত্র হরেনীমাবলীং শুশ্রাব সর্লসী ॥৩৬  
 না তু অশ্রী হরেনীম সত্ত্বাং সমুপোষ্য চ । জহাবহুং গিরৌ তত্র কৈলাসে শিববর্ধিনি ॥৩৭  
 অথ নঃবংসরেংতীতে মহাদেবো মম্বা মহ । বিচরনু বনশোভাং বৈ ব্রহ্মে সর্ঘো কুতুহলাং  
 দদর্শ মালভীমল্লীযুক্তাক্তগরাক্ষয়ানু । কন্দমল্লারশেকালীকুটজানু কনকাক্ষয়ানু ॥৩৯

চম্পকং কেশরীকেশ শিরীষং নবমল্লিকাঃ । মুচুকুন্দঞ্চ বজ্রকং পুষ্পবৃক্ষাদ্ পৃথক্ পৃথক্ ॥৩০  
ততঃ কদম্বপদমচূড়াভ্রাত্ৰাকাদিকান্ । অখথবটানিধানিঃ তথা শিংশপচন্দনান্ ॥৩১  
নাঙ্গলীতালহিস্তালগুণাকান্ বেত্রকীচকান্ । বর্জ্জান্ বেডমান্ নীপান্ নলান্ শালপিয়ালকান্  
নমেষকোবিদারাদীনু দদর্শ বিপিনে শিবঃ । এবং চচার বিপিনে ফুলপঙ্কজসারসে ॥৩৩  
কুজংকোকিলকেকালোজমরাদিকপাক্ষিযু । গণৈঃ সার্কিং প্রণায়ঙ্কিন্ ত্যক্তিবীম্যাকারিভিঃ ॥৩৪  
করবাদ্যং বজ্রবাদ্যং কুর্কীঙ্কিত মুদারিভৈঃ । হুঙ্কারঘোষণং বিবিধং প্রোংফালগময়ং তথা ।

কুর্কীঙ্কিতঃ সহ মুদিতো ঘিচচার দুবধ্বজঃ ॥৩৫

তত্র পুষ্করিণীতীরে প্রফুল্লকমলাকরে । দদর্শ নারীং জলস্তীং মৃত্যং বৃন্দাং হি রাক্ষসীম্ ॥৩৬  
মামুবাচ মহেশানো দৃষ্টী তদ্রাক্ষসীবপুঃ । দৃষ্টতঃ গিরিজে বৃন্দা রাক্ষসী রাক্ষসী পুরা ।

বিহুতভক্ত বিপ্রস্ত ভার্যা পরমবৈকুণ্ঠী ॥৩৭

দৈবেন রাক্ষসী তুয়া মৃত্যাপি শোভতে পরা । সংবৎসরমৃত্যয়াশ্চ নাস্তা নষ্টমভূচ্ বপুঃ ॥৩৮  
ঐবিহুতভক্তিমাহাত্ম্যং তদ্রাক্ষসীবপুঃ চ । অস্তা অদেষু কিং নাম দৃষ্টতে দেববন্দিতে ॥৩৯  
এবং শ্রদ্ধা তু বাক্যং তদগ্ৰহেয়ং সখীয়য় । দৃষ্টী বৃন্দাং মৃত্যং দীপ্ত্যা জলস্তীং বিম্বিতাভবম্ ॥  
প্রত্যাবোচচ্ দেবেশং দেবদেব প্রভো হর । দৃষ্টন্তে বিহুমানানি অস্তা অবয়বেষু হু ॥৪১  
বাদশাক্ষরমন্ত্রং দৃষ্টতেহস্তা বপুযুক্ত । অপঠ্যন্ত তদা মন্ত্রং গণাঃ শব্দোমুদারিভিঃ ॥৪২  
তৈজসং তচ্ছরীরঞ্চ পশ্যন্তঃ শিবকিন্দরাঃ । তেষাং সংস্পর্শমাত্রেন গগণভীকৃতং বভৌ ॥৪৩  
প্রতিবৎসেহু তং মন্ত্রং দদৃশুর্বাদশাক্ষরম্ । ঐ নমো ভগবতে বাসুদেবায়ৈত মহাকলম্ ॥৪৪  
মন্ত্রস্ত প্রতিবর্ণস্ত গর্ভে নামসহস্রকম্ । এবং তস্তাঃ শরীরং তদদৃশুঃ বগুবোচিশঃ ॥৪৫  
ততো মংপুরতঃ নাক্ষাচ্ছকরো লোকশব্দরঃ । উবাচ ন গগান্ ত্রীতো হর্ষিতাংশ্চ স্বভাবতঃ ॥

মহাদেব উবাচ ।

ইদং বৃন্দা রাক্ষসী তু ধর্মদেবস্ত বৃন্দরী । বৈকুণ্ঠী যান্তিশপ্তাশি ব্রহ্মহিংসাং ন চাকরৌং ॥৪৭  
ন বৃন্দা ভবিষ্যৎ যোগ্যা বিহুতীভিকরী হিহম্ । বিহুতীভিঃ করোতেশ্বা তরুর্ভূতা মহীতলে ॥৪৮  
শরীরমর্জ্যতামস্তাঃ ঐবিহুতীভয়ে গণাঃ । অস্তাঃ পত্রেণ বৃন্দায়াঃ পুজিতঃ স্তাঃ স্বয়ং হরিঃ ॥  
নাশ্তেনেতি স্থবিজ্ঞেয়ং মণিযুক্তাদিনাপি চ । নামাস্তাশ্চলনীভাস্ত পবিত্রায়াঃ স্পৃগাবনম্ ॥৫০  
তকারো মরণং প্রোক্তং তদ্দোষগং স্নাহকরতঃ । মৃত্যু লমতি চেতস্যং তুলনীভোব গীয়তে  
হিতঃ প্রতিবলেবস্তা ময়ো বাদশবর্ণকঃ । অধিতাত্রী দেবতাস্তামাং দেবীমহেশ্বরো ।

নারায়ণ উপাস্তোহস্তাঃ প্রিয়েয়ং বৈকুণ্ঠী মতা ॥৫২

অত্রান্তরে ধর্মদেবঃ প্রিয়াং স্মৃতা লমাগতঃ । ক্রীণো মণীমদঃ শাকান্ বৃন্দা হৃন্মতি বৈ রুদন্  
কানি বৃন্দে প্রিয়ে কান্তে ময়াপকরণায়না । রাক্ষসীভাভিশপ্তাশি নির্দোষা মামিহাস্ত ধিক্ ॥  
শিবেন নাজিতো বিপ্রঃ হিরোভূতা প্রণমা তম্ । পুনর্জগর্হ চাক্রান্ বিদ্রাহং যেন মোহিতঃ

শিবং নাক্ষাৎসহাদেবং নাভিবন্দিতবানহম্ ॥৫৫

দেবুবাচ ।

জ্ঞাত্বা বৃদ্ধান্তমন্তাঃ ন বৃন্দায়াঃ পরিতোষদম্ । শিবং শান্তং মহেশানং প্রোচে বিপ্রঃ সগাশ্বিকঃ  
ঈদি নারায়ণার্থেহয়ং বভূব তুলসীতরুঃ । তরুশূলমহং স্তাং প্রিয়য়াঃ প্রিয়কাময়া ॥৬৭  
এবমেবেত্যাহ শত্বর্ষদেবস্তথাভবং । শিবাজ্ঞয়া শিবগণাঃ পৃথীয়াগতা হর্ষিতাঃ ।

রোপয়ামাস তদেহং কালিন্দীতট উত্তমে ॥৬৮

বত্র গোবর্ধনো নাম গিরী রাজতি রাজিতঃ । অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিস্তত্র দেশো যমুনয়া কৃতঃ ॥৬৯  
নারা বৃন্দাবনো যমাঃ কৃষ্ণজীতিস্থলং পরম্ । ত্রৈলোক্যাগোপনীয়োহন্যো দেশো বৃন্দাবনাথকঃ  
যোগিনাং শিরসাং বেষ্টং মহাসদলপঙ্কজম্ । রোপয়িত্বা যদুঃ শৈবাঃ কৈলাসং শ্বেতপর্কীতম্ ॥৭১

ইতি বৃহৎসংখ্যাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে তুলসীপ্রার্ছাবলৌ নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

## অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

দেবুবাচ ।

অথ মথো কাস্তিকে বৈ মাসি দামোদরপ্রিয়ে । অমাবাস্ত্যাতিথৌ পুথ্যাং প্রাতঃ প্রার্ছবভূবনা  
তুলসী জীতয়ে বিকোঃ শিবায়াক্ত শিবস্ত চ ॥১

প্রার্ছতে তরো তস্মিন্ দেবো নারায়ণঃ প্রভুঃ । আজগাম মহেশেন দমর্ষ তুলসীং ভূবি ॥২  
মহামেষপ্রভাং স্তাম্যং স্বরূপলবণোভিতাম্ । দলৈরসমৃদ্ধাঃ সম্পূর্ণা মহামজ্জময়ীঃ শিরাম্ ।

জলন্তীং শ্বেন মহা গন্ধামোদিতদ্বিজুধ্যাম্ ॥৩

তাং বিষ্ণুঃ স্মরমালোকা হর্ষিতঃ শশিবোহভবং । ততো যুষ্টিমতী দেবী বভূব তুলসীশুভা ॥৪

স্তামাপচৈত্রাকবদনা দ্বিজুজা শ্রিতভাষিণী । শঙ্খপদ্মকরা শ্বেতবসনা যুবতী মতী ॥৫

নানালঙ্কারভূষাঢ্যা সিন্দুরাকর্ণমালিকা । মধুপৈর্গন্ধসংযুক্তৈরাণীচবদনাকুজা ॥৬

দৃষ্ট্বা নারায়ণং দেবং তুষ্টাবানন্দমন্দিতা ॥৭

তুলস্থাবাচ ।

ও রমো ভগবতৈ তুভ্যং নারায়ণ জগৎপতে । শ্বেবলাভূভবানন্দধরুণ পরমেশ্বর ॥৮

কংসারমে মহেশাং কেশবায় নমোহস্ত তে । হরয়ে নরসিংহায় ত্রীকান্তায় নমো নমঃ ॥৯

নমো ভৈরবকলভায় তর্কভূষ্য তে নমঃ । নমো বেদান্তবেদায় বিদ্যাবেদায় তে নমঃ ॥১০

নমস্তে শ্রুতিগম্যায় শ্রুতিস্তুভ্যায় তে নমঃ । নমো নীলযনস্তামভনবে দ্বুতযুক্তয়ে ॥১১

বহুরুপোদ্ধরুপায় নীলুপায় নমো নমঃ । পূজকায় চ পূজায় পত্রপুষ্পকলৈঃ প্রভো ॥১২

অভবায় ভবজ্ঞেয়ে স্বর্ঘদুঃখপ্রদায় চ । তবৈবাহং সুখকরা ত্বং মে প্রভুরীশ্বর ।

নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং হরে নমঃ ॥১৩

ইতি স্তব্ধা দণ্ডবঃ সা কৃতা ত্বং প্রদক্ষিণম্ । পুনঃস্তবী বতুগোভিরমলৈঃ সখি ॥১৪

ওজ্জ্বল্যায় নমস্তেহস্ত শৰ্ভায় নমো নমঃ । শিৰায় হরয়ে দক্ষগলিক্ৰুত্ৰহায় তে ॥১৫  
একত্রিপুরহস্তে তে কৈটভাক্ষকষাভিনে । ত্রীগৌরীপতয়ে কৃষ্ণ মহাদেব নমোহস্ত তে ॥১৬  
ইত্যাশি স্তবতীং দেবীং তুলসীং শিবসন্নিধৌ । জগাদ বরদো দেবো দৈবকীনন্দনো হরিঃ ১৭  
হরিকৃতাচ ।

তুলসি ঈমতি শ্রেষ্ঠে বৃন্দে বৃন্দাবনে প্রিয়ে । হিরীভব মম জীতৈ ঘাবদাচ্ছত্ৰাতরকম্ ॥১৮  
সদাভিনন্দ্য বন্দ্য চ সুরাসুরনগোরগৈঃ । তব পত্নমুত্তে পূজা মাদ্যারভ্য ভবেশ্বম ॥১৯  
একতঃ দক্ষনৈবেদ্যানানাপুষ্পবিভূষণম্ । একতঃ পত্নমেকং তে দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রবৎ ॥২০  
ত্ৰাং যঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রণমেদগুণং তত্তম্ । সসপ্তদ্বীপা পৃথিবী কৃত্য তেন প্রদক্ষিণা ॥২১  
প্রাক্বে চ তৰ্পণে চৈব দানে নৈবেদ্যদাপনে । ত্বংপত্রেণ বিনা ন স্ত্যং তত্তৎকৰ্ম্মফলোত্তরম্ ।  
পূজিতে মরি পত্নৈস্তে তুষ্টাঃ স্যাত্তঃ সৰ্পদেবতাঃ ॥২২

কার্ত্তিকে মাসি তে পত্নমেকং যচ্ছতি যো জনঃ । ন গোমহেশদানন্ত ফলমাপ্নোতি মানবঃ ২৩  
মাবে মাসি চ তে পত্নমালাং যচ্ছতি যো জনঃ । তস্মা অহং প্রযচ্ছামি বাজিমেষজ্ঞতোঃকলম্  
বৈশাখেমাসি তে পত্নৈর্ঘো মে শয্যাং প্রযচ্ছতি । তস্মা অহং প্রযচ্ছামি স্বমেবকিমিতোৎপিকম্  
বৈশাখে মাসি তে পত্নজলেন যোততিবিকৃতি । তস্মা অহং প্রযচ্ছামি সন্ধ্যামৃতনিধিহিত্তিম্ ॥  
আবাঢ়ে মাসি যো মহাং ত্বংপত্নসবাসিতম্ । জলং দদাক্ষি তস্মৈ চ দদাম্যপদকৃত্তবম্ ॥ ২৭  
ত্বংপত্নং যত্র তত্রাপি পতেত নৃ যত্র মহীতলে । তদহং শিরসা প্রাণং করিয়ামি শিবাক্ষয়া ২৮  
ত্বংপত্নজলসিক্তাং যো ভুক্তো মানবঃ কচিং । তদেবামৃতমিত্যুক্তং ভুক্তং ভাগ্যবতা শুভে ॥  
ত্বংপত্নরনভোজী যো গন্ধাজলমময়িতম্ । মোহমিতোব বিক্লেবং সত্যং সত্যং শপে শপে  
স্পৃষ্টা বস্ত্রলনীপত্নং মিথ্যা বদতি শোভনে । ন তন্ত মরকাহুগ্রাহুদ্বারঃ কল্লকোটিম্ ॥ ৩১  
ত্বংকার্ঠমালাং ত্বংকার্ঠঘৃষ্টপদকং যোহদধাৎ । অহং তস্তাহুগঃ শুদ্ধে ভবামি হৃৎবৎপিতৃঃ ॥৩২  
ইত্যাশা সত্যতঃশম্ভোঃসৈম্ভদৈবগণৈঃসহ । মোহতিষিচাক্ষিকৈর্দেবীংতুলসীংপাপনাপিনীম্ ।

অন্তর্জায় ঘৰ্ণো দেবো দেবৈঃ শত্ৰুগণৈস্তথা ॥ ৩৩

এবং বাৎ কবিতং সর্থো তুলস্তা জয় কৰ্ম্ম চ । এতামুদ্दिष्टা ভীর্ণানি ক্রীড়াস্তানি চ খাদিষু ॥  
এতাং সস্পৃজয়েমৰ্জ্যঃ গাদয়েণ হরৈর্মতাম্ । দর্শনে প্রণতো স্পর্শে হানসম্মার্জ্জনে তথা ।

পূজনে চরমে সর্থো ক্রমাশ্রয়াদীরয়েৎ ॥ ৩৫

দেবি বিষ্ণুপ্রিয়ে মাতঙ্গলসি প্রিয়দর্শনে । হরিদর্শনদীপাভিঃ প্রদীপ বিজবল্লভে ॥ ৩৬  
নর এতেন মন্ত্রেণ প্রকৃত্যসিঃ প্রণে শুভাম্ । প্রপশ্চেষ্ম যমং পশ্চেষ্ম প্রণমেয়ং তদনন্তরম্ ॥ ৩৭  
বিষ্ণুঐতিকরে মাতর্নমস্তে তুলসীশরি । পবিত্রীকৃত্ত মোহদানি বিষ্ণুহৃদ্ব্যকারিণি ॥ ৩৮  
মন্ত্ৰেণাধেন তুলসীং বন্দেভাষ্টান্দলোঠনঃ । নরঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য ন চ্ছায়াং লজ্যয়েদপি ॥ ৩৯  
বৈকুণ্ঠেশ্বরপাদজবাসিনি প্রিয়দর্শনে । স্পৃশামি ত্ৰাং মহাপাপনধ্যানু মে প্রণায়ম্ ॥ ৪০  
মন্ত্ৰেণানেন তুলসীং স্পৃশেমেক্যো বিমুক্তিতাক্ । হানসম্মার্জ্জনে মন্ত্ৰং কথয়ামিনিবোধ তম্ ॥  
মাতঙ্গলসি কল্যাণি হলং তে স্মনোহরম্ । ক্রীড়ন্ত্যাপত্য বিদ্যা মাৰ্জ্জমে ত্বংপ্রদীপ মে ॥

104082



ময়োনেন তুলসীবাং হস্তচতুষ্টয়ম্ । সত্যার্জয়েচ্ছৃদিত্ব সগৌমরজলৈর্দ্বন্দ্বা ॥ ৪৩  
 ও তুলসী নম ইতি ময়েণ শক্তিসম্ভবাম্ । যড়করেণ সস্পৃহ্য জপেদষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ৪৪  
 ষাডম্বলসি কল্যাপি গোবিন্দচরণদ্বয়ে । কেশবার্ধে তিরোমি ক্কাং প্রসীদ শুভদর্শনে ॥ ৪৫  
 ময়োনেনম তুলসীপত্রানি প্রচরেৎ কৃতী । এইতঃ পূর্বাষিডৈক্যাপি পূজা কার্য্য হরেঃ সখি  
 নাশুচিঃ সংশ্লেষেভ্যামোপানতরগোহপি চ । পক্তিমাস্তো ন চিস্মাংপক্ষাশ্চান্নীষপি ॥  
 স্পর্শেইষ চ সংক্রান্ত্যাং ন রাত্রৌ গায়মেব চ । নিষিদ্ধেষপি কালেষু বিকর্ষে স্বল্পমর্জয়েৎ  
 যদাতিকম্পতে শাখা ন ভঙ্গং যাতি বা তথা । চিস্মাং তুলসীপত্রাণোবাং বিহৃদ্রিমৌ ভবেৎ  
 তুলসীমূলমুত্তমং যুগং যুগং বিততি যঃ । দধতি রূপং গোবর্কশ্চ তমোনামায় কেবলম্ ॥ ৫০  
 গঙ্গামুদ্রা চন্দনেন ভস্মলস্ত যুগাষপি বা । যুক্তং পত্রং স্বশীর্ষে যো নরোক্ত তীর্থমেব সঃ ॥ ৫১  
 তুলসীকাননং যত্র ভক্ত নাস্তি যমক্ৰিয়া । তত্র চেন্ম্মিরতে জহন্ন জহতং পুনর্ভজেৎ ॥ ৫২  
 তুলসীং স্থাপয়েন্নরী উচ্চহানে পরিকৃতে । অক্ষয়বর্ষবাসো হি তেন লভ্যো ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩  
 প্রাক্ষং দানং তপো হোমঃ সঙ্কোপাগমনপূজনে । পুরাণপঠনঞ্চাপি তুলসীসম্মিথো চরেৎ ॥ ৫৪  
 চরিতবিনয়পূর্ণং বামবোচং হু সখ্যো ঋতিস্থতকরমিষ্টং কালদৌষয়মকম্ ।  
 • শিবহরিস্থতক জীতিসং যানমানাং প্রবণপঠনমস্তানন্তপুণ্যপ্রদং স্তাৎ ॥ ৫৫  
 ইতি বৃহৎসপ্তপুরাণে পূর্বপাঠে তীর্থনস্তবে তুলসীমাহাত্ম্যং নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

## নবমোহধ্যায়ঃ ।

দেবুবাচ ।

অখাতঃ শূণ্ডং সখ্যো মাহাত্ম্যং শ্রীকলত্র চ । বজ্রহা সদ্য এব স্মাক্ষনঃ শিবজনঃ স্মৃতঃ ॥  
 ব্রহ্মাভোপরি বিখ্যাতো ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ । যত্র সর্গে চতুর্দ্বীপবদনা বেদবাদিনঃ ॥ ২  
 শিবলোকস্তত্ত্বোক্তঃ যত্র সর্গে শিবাত্মকঃ । বৈকুণ্ঠাখ্যং পরং ধাম তত উর্দ্ধং হরঃপদম্ ॥  
 যত্র সর্গে বনস্তাম্রাঃ শীতকৌষেয়বাসিনঃ । চতুর্ভূজাঃ শঙ্খচক্রগদাপাশধরাঃ সখি ॥ ৪  
 উচ্ছলংকুণ্ডলমোতকপোলাস্তরুপুংগাঃ । দুর্গালোকস্তত্ত্বোক্তঃ যত্র সর্গাঃ ত্রিঘ্নঃ শুভাঃ ॥ ৫  
 যঃ পুৰিষাং কামরূপ ইতি দেশোত্তমঃ সখি । তত উর্দ্ধং গোলে'কো লসেত্তেজোময়ঃ পরঃ  
 যঃ পুৰিষাংসমাব্যাহিতোন্নাত্মানুদানভিঃ । এতেষু যো মমো প্রোক্তো বৈকুণ্ঠাখ্যো মনোরমঃ  
 নারায়ণস্ত দেবস্ত পরমং ধাম বিজ্ঞতম্ । তত্রৈকদা হরিনিদ্রাসময়ে দদুশে শিবম্ ॥ ৮  
 কোটিচন্দ্রপ্রভাকাশং ত্রিলোচনবিরাজিতম্ । ত্রিশূলভরবরং স্বর্গাভরণভূষিতম্ ॥ ৯  
 পুৰিষীজলতেজোভির্বাণীকাশবজ্রগুটৈঃ । গোমেঘ রবিগা চাপি স্তরমানং সূরৈরুত্থা ॥ ১০  
 সিদ্ধিভিক্ষাপিমাঘাতিঃ পরিতঃ সর্গতো দিশম্ । এবজ্জতং মহাদেবং নৃত্যন্তং মুদিতং পরম্ ॥

আনন্দেনাতিপাচেন মধ্যমঃ হরিঃ স্বয়ম্ । উত্তমোঁ সহস্ৰা তন্ত্ৰে পৰ্বাকৈ শ্ৰীবিৰাজিতে ॥ ১২  
অহো কিমিতি লক্ষ্যোক্তঃ প্ৰবৃদ্ধঃ শুক্লবদ্বৰ্ত্তো ॥ ১৩

শ্ৰীৰূপাচ ।

কিমিদং তে প্ৰভো দৃষ্টং স্বপ্নে বদ নার্দন । প্ৰেমসীং প্ৰতি য়াং নাথ স্বপ্নবৃত্তং বদনম্ মে ॥  
দেবুবাচ ।

ইতি পুষ্টো মহালক্ষ্মী দেবদেবো জনাৰ্দনঃ । বকুং ন শক্ত আনন্দেনানোলিভমনন্তমুঃ ॥ ১৫  
গন্ধাদাক্ষরয়া বাচা ভামুবাচ হ কেশবঃ ॥ ১৬

ভগবানুবাচ ।

দৃষ্টঃ স্বপ্নে মহালক্ষ্মি ময়া দেবো মহেশ্বৰঃ । আনন্দময়দেহোহতিশূন্যরোহতুতদৰ্শনঃ ॥ ১৭  
উত্তীৰ্ণ গচ্ছ কৈলাসং ময়া সহ সমুদ্রজে । মহাদেবঃ মহাত্মানং ভক্ষ্যামাস্য ত্ৰিলোচনম্ ॥ ১৮  
মন্ত্ৰে হস্ত স্মৃতং ভাগ্যেন কেনচিৎ সত্য ॥ ১৯

দেবুবাচ ।

ইত্যুত্ৰা বিশ্ৰিতা লক্ষ্মীস্তথা চক্ৰে বসামিতি । নারায়ণোহপি কৈলাসগমনায় মনো দধে ॥ ২০  
অথ মধ্যপথে দেবশত্ৰুমৌলিৰ্মহেশ্বৰঃ । গচ্ছন্ বৈকুণ্ঠভবনং দৃষ্টৌ নারায়ণেন সঃ ॥ ২১  
উভয়দৰ্শনং তত্র মিথঃ সন্দৰ্শনান্বিনোঃ । অভ্যাংকঠাবতোৰ্বিহুশিবয়োৰ্বিস্বপ্নম্ ॥ ২২  
ন বাচা প্ৰতিপাদ্যং তদ্বৎ আনন্দো মহাত্মনোঃ । উৎপন্নস্তত্র সময়ে মম লক্ষ্মীশ্চ সন্নিধৌ ২৩  
তাবুভৌ হুমহোংসাহাবুভৌ প্ৰণতিভংগয়োঃ । মিথঃ কৃতালিঙ্গনৌ চ যৌমাকিতস্বপ্নগ্ৰহৌ ॥  
আনন্দাশ্চুভুভৌ যৌ চ দ্বাবেব গন্ধাদোক্তিকৌ । কন্দাদাগমনং কুত্ৰেত্যুক্তিকৌ ভৌ হরীশ্বৰৌ  
তত্রাহ বিহুঃ গিরিশঃ ক্ষণং ন্যস্তভ্য কেশব । ময়া হং স্বপ্নে দৃষ্টৌহসি শ্ৰীমহাদেববিগ্ৰহঃ ॥  
শ্ৰীকৃষ্ণামপাৰ্শ্বচ শঙ্খচক্ৰগদাধরঃ । অভ্যতুতমহাশোভো যথা দৃষ্টৌহসি দৃষ্টতে ॥ ২৭  
তং পুনঃ কেশবানন্ত নারায়ণ জনাৰ্দন । কুতো গচ্ছসি নোংকঠৌ মন্ডাগোপহিতঃ পথি ॥

হরিশ্ৰুবাচ ।

দৃষ্টঃ স্বপ্নেময় পি তং শিবশঙ্করসৰ্গদা । স্বপ্নেষথেক্ষিতোহসি তং তথা দৃষ্টৌহস্মিহুনাপি চ ॥ ২৯  
নমোহষ্টমূৰ্ত্তয়ে তুভ্যমেকাংশভবায় চ । পিনাকপাণয়ে দেবীপত্নয়ে তে নমো নমঃ ॥ ৩০  
আগচ্ছ মৎপুৰং নাথ বৈকুণ্ঠং গিৰিশ প্ৰভো । তত্র ত্বং পূজয়িষ্যামি যোনিং পরমীশ্বরম্ ৩০  
তমেব জষ্টুমিচ্ছোমে মিলিতোহসি পথি প্ৰভো ॥ ৩১

শিব উবাচ ।

অজস্বৰূপ হে দেব মমৈবং মতমীপিতম্ । ব্যতীকৃতং মদাত্ম্যং ভস্মাসংপুৰমারজ ॥ ৩২  
দেবুবাচ ।

এবম্ভৌ নিগদন্তৌ হি সৰ্বীশ্বর পরম্পরম্ । কেন কন্ত পুৰং গম্যামিতি প্ৰেমাপি সংশয়ঃ ॥ ৩৩  
উভৌ সংশয়িতৌ তত্র সমাশ্রিতক নারদম্ । পদ্মচ্ছত্ৰঃ পূজয়িত্বা মধ্যাহ্নেভন জৌভদ ॥ ৩৪

নারদোৎপিভ্রমচ্ছিত্তো নশক্তস্ত্রনিশ্চয়ে । প্রোবাচকিংহু দেবেশোপ্চুখোহত্রপ্রিয়ং শিবাম্  
ইমে দেবো যুক্তিদক্ষে কর্তব্যং বক্ষ্যাতোহত্র বাম্ ॥ ৩৫

দেবদেবাবুচতুঃ ।

বদন্ত গিরিজে লক্ষ্মি কঃ কস্ত পুরমেতু নো ॥ ৩৬

ইত্যুজাহং ততস্তাতাং কৃষ্ণশাভাং নখীৰয় । স্বৰ্জমাং তয়োঃ প্রেম চানুমানবিকং তদা  
লক্ষিতা যামনশ্রাক নিৰ্বেত্রীং সমুপহিতাম্ । তয়োৰিব মনো মেৎপি মন্দেহি সমজায়ত ॥  
ততস্তদা হিরীভূম সমবোচমিদং নখি । তো দেবদেবো পূৰ্ণমধীতিমন্তো পরম্পরম্ ॥ ৩৭  
যুবয়োৰ্যাদৃশী প্রীতিদুঃখতে হৃদ্যপাবিকা । মন্তে তয়া প্রমাণেন ন ভিন্নবগতী যুবাম্ ॥ ৪০  
যাদৃশী দর্শিতা প্রীতিবৃষাভ্যাং নাথ কেশব । মন্তে তয়া প্রমাণেন আত্মিকোহন্তুশুর্ধ্বিঃ ৪১  
যা প্রীতিদর্শিতা দেবো যুবাত্যাংনাথকেশব । মন্তে তয়া প্রমাণেন ভার্যোদ্যাবাং পৃথঙ ন বাম্  
যাদৃশী দর্শিতা প্রীতিবৃষাভ্যাং নাথ কেশব । মন্তে তয়া প্রমাণেন দেব একস্ত ন স্বয়োঃ ॥ ৪৩  
যাদৃশী দর্শিতা প্রীতিবৃষাভ্যাং নাথ কেশব । মন্তে তয়া প্রমাণেন একা পূজা স্বয়োর্মতঃ ॥ ৪৪  
যাদৃশী দর্শিতা প্রীতিবৃষাভ্যাং নাথ কেশব । মন্তে তয়া প্রমাণেন অপজৈকস্ত চ স্বয়োঃ ॥ ৪৫  
যাদৃশী দর্শিতা প্রীতিবৃষাভ্যাং নাথ কেশব । মন্তে তয়া প্রমাণেন ভেদকৃৎ চিত্রং পতেৎ ৪৬  
কিং জামরসি মধ্যস্থতিং ভেদপ্রদর্শনাং । যোগিনো যং প্রপশ্যন্তি নাম্না ত্রিকৃৎশঙ্করো ॥ ৪৭  
অতএব বদাম্যেবং গচ্ছতং স্বং স্বমালয়ম্ । বৈকুণ্ঠোৎপি চ কৈলাসঃ কৈলাসস্তংপৃথঙ ন চ ৪৮  
আত্মানং শিবমালোক্য বৈকুণ্ঠং বাহি কেশব । বিষ্ণুমালোক্য বৈকুণ্ঠং কৈলাসকং ময়া শিব ৪৯

দেবুবাচ ।

ইত্যুফা শবচঃ শ্রুত্বা হসিত্বা হরিশঙ্করো । হৃদ্যালিস্তিসরসীন্দ্রো যামেব প্রশংসাতুঃ ॥ ৫০  
আলিঙ্গনপ্রণামাদি কৃত্বা মথ্যো শিবাচ্যুতো । গতৌ কৈলাসবৈকুণ্ঠৌ নারদশ্চ হ্যাস্তরম্ ৫১  
ইতি বৃহদ্রথপুরাণে পূৰ্ণেখণ্ডে ত্রিকলপ্রোক্তাবে কৃষ্ণশঙ্করসমাগমো নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

## দশমোহধ্যায়ঃ ।

দেবুবাচ ।

কৈলাসমাগতে শন্তৌ বৈকুণ্ঠে গরুড়ধ্বজম্ । সুখানীনং প্রিয়া লক্ষ্মীঃ পপ্রচ্ছ মুদিতাননা ॥ ১  
প্রভো দেব ভগবতি প্রসন্নাত্মম্ প্রিয়ঃপতে । কতি প্রিয়তমাঃ নতি ভগবন্ ভবভোজনয় ॥ ২  
মাতা গুণগামবিকা পুত্র এবাস্মনো বরঃ । সুহৃদাঞ্চ প্রিয়াণাঞ্চ বরা ভার্য্যা জনার্দন ॥ ৩  
মন্তোহতএবমাত্মানমনস্তাং তে প্রিয়াং প্রিয়ম্ । মন্তোহপি হৃদিকঃপ্রোতৌ দৃষ্টেঃ ত্রীকুট্ট ঈশ তে  
অতোহপিহৃদিকঃ প্রোতন্তে মাজাতোহস্তিকোহপি তে । তমেবদপ্রভো দেবভার্য্যাংহৃদিতেনমতা

ভগবানুবাচ ।

ন মে প্ৰিয়ভৰ্গাঃ সন্তি শিব একঃ প্ৰিয়ো মম । অহেতুকঃ প্ৰিয়োহংসো মে স্বকায়ঃ প্ৰাণিনামিব  
পুত্ৰাৰ্হা বোঁবনাৰ্হা চ গুহাৰ্হা জী প্ৰিয়া নৃণাম্ । পুত্ৰঃ প্ৰিয়ন্ত পিতাৰ্হঃ কীৰ্ত্তাৰ্হন্ত সমুজ্জ্বে ॥৭  
ধৰ্মঃ প্ৰিয়ং সুখাৰ্হং বিপজ্ঞাৰ্হংমেব চ । প্ৰিয়ং শরীৰং ধৰ্ম্মাৰ্হে তে চ ধৰ্ম্মাৰ্হানাং তথা ॥ ৮  
সৰ্গে প্ৰয়োজনেনৈব প্ৰিয়া লোকেষু পদ্মিনি । কেবলপ্ৰীত্যে প্ৰেৰ্ত্তঃ প্ৰিয়ে ন কোংপি দৃশ্যতে  
জীবাং যথা পতিঃ প্ৰেৰ্ত্তঃ জী পুংসাং ন তথা প্ৰিয়া । অহেতুকঃ প্ৰিয়ঃ স্বামীস্ত্ৰীসহেতুঃ প্ৰিয়ামতা  
অতোহুৎপল্লভে পত্নী বৰ্হা দীপ্তেমুতং পতিম্ । পুমান্ পত্ন্যাং যুত্যাঙ্ক পুত্ৰামোহহতেত্তরাম্  
ঐতিহ্যহেতুকা পুংসাং পুত্ৰযেবেব পুত্ৰান্তে । ন জীযু ভিন্নধৰ্ম্মান্তা মৈত্ৰী সাম্যমপেক্ষতে ॥১২  
পুত্ৰা স্বমজ্জ্বাৰ্হাং পৃথিবাং লম্পহিতৌ । ভক্তাং প্ৰিয়কাম্যায়ৈ চরন্ কাতে দিশো দশ ।

মনসা নিচ্ছন্নং চক্ৰে শূন্ তৎ কমলালয়ে ॥ ১৩

যথাং প্ৰিয়কাম্যায়ৈ চরামি বিদিশো দশ । তথা চরন্ যো দৃষ্টঃ স্তাং ন স্তায়েহেতুকঃ প্ৰিয়ঃ  
এবং মনসি নিচ্ছিত্য চরন্ দৃষ্টোহমীশ্বরম্ । মম তন্ত চ দৃষ্টেইব দৃষ্টন্ত নিয়তং যথা ।

বভূব মহতী ঐতিবিদ্যেব প্ৰাক্তনোক্তবা ॥ ১৫

ন এবাহং মহাদেবঃ ন এবাহং জনাৰ্হদনঃ । উত্তরোত্তরং নাস্তি ঘটজ্জলয়োৰিব ॥ ১৬  
শিবাংস্তঃ প্ৰিয়ো মেহন্তিভক্তো যঃ শিবপূজকঃ । শিবস্তাপূজকো লম্বি ন কদাপি প্ৰিয়ো মম  
দেববাচ ।

ইত্যুত্ কমলা দেবী বিহুনা প্ৰভবিকুনা । অমজ্জতাপ্ৰিয়াং বিকোঃ শিবপূজাপাৰ্হীক্ষীম্ ।

বিজ্ঞাং বিজ্ঞামিদং বাক্যং প্ৰবদন্তীং মুহুৰ্মুতঃ ॥ ১৮

তাং দৃষ্টী কমলাং কুলো মাতৈরিত্যাহ হবিতঃ । ময়া প্ৰবৰ্ত্তিতা নাসি শিবপূজাবিৰ্হো সতি ॥  
অদ্যারভ্য মহেশন্ত পূজাং কুরু যথাবিদী । এবাধেম প্ৰতিদিনং শিববশে প্ৰিয়া ভবেঃ ॥ ২০

দেববাচ ।

ইত্যুত্ প্ৰতিজ্ঞায় প্ৰাহিতং নান্দেব চ । শিবপূজাং সমাৰেতে কতুং পত্নাংস্তাং সখি ।

দিনে দিনে শিবে ভক্তিৰ্যুগে পূজয়া প্ৰিয়ঃ ॥ ২১

এবং বাতেযু কালেষু কদাচিচ্ছলং হতা । পপ্লবঃ কেশবঃ দেবঃ শিবভক্ত্য সমাদয়াং ॥২২

ঐক্ৰবাচ ।

প্ৰভো ত্ৰিপুণ্ডৰীকাক্ষ কেন পুষ্পং সৰ্ধ্বথা । পৰিতুষাতি তে প্ৰেৰ্ত্তঃ শিতিকঠিনলোচনঃ ॥২৩

তেন পুষ্পসহজং প্ৰভাহং নীললোহিতম্ । সন্তপ্তা পুঞ্জযিযামি তথে পুত্ৰং মানসম্ ॥২৪

ভগবানুবাচ ।

দেবি প্ৰিয়তমে নাথে লম্বি প্ৰাণাধিকে স্তভে । অহো তে ভগবানীশঃ সুপ্ৰসন্নো ন সংশয়ঃ ॥

শূণুযাক্ৰিহতে যেম তুষ্টৌ ভবতি শঙ্করঃ ॥২৫

স্বামীশ্চোত্তরশতং সৰ্বংসং সমলঙ্কৃতম্ । পৰস্মি দত্তা বিপ্ৰেভ্যো যং পুণ্যং লভতে নরঃ ।

তং পুণ্যং কৰবীরাধাং পুষ্পং দত্তা লভেৎ কৃতী ॥২৬

সুৰজ্ঞকৰবীৰেণ তৎ পুণ্যং বিজ্ঞপ্যং ভবেৎ । যেভেন কৰবীৰেণ তৎ পুণ্যং সমুপার্জয়েৎ ॥২৭  
শেকালিকাধাপুশ্পেণ রূপাকোটিফলং লভেৎ । শেকালিকাশতভুগং বৃক্ষপুশ্পাভ শতবে ।

ভতঃ শতভুগং প্রোক্তং বল্লীপুশ্পমুদাহৃতম্ ॥২৮

নিৰ্ধিতং যুক্তয়া লিঙ্গং যুক্তাভিঃ পুজয়েৎ যদি । তৎ পুণ্যং লভতে সাধুর্জ্ঞোপপুশ্পপ্রদানতঃ  
সুৰবর্ননিৰ্ধিতং লিঙ্গং শব্দোঃ স্বর্গেন পুজিতম্ । তৎ পুণ্যং লভতে দত্তা পুশ্পং চন্দ্রকনামকম্  
বৈশাখে মাসি শুক্লেন চামরেন হৃবীভিতে । শব্দো যা ফলসিদ্ধিঃ স্তাং না শিরীষপ্রসূনতঃ ॥

অৰ্ষমেধস্ত যৎ পুণ্যং তৎ পুণ্যং নাগকেশরাং ॥৩১

মূচুকমপ্রসূনক লক্ষ্য শব্দঃ সমুদ্রজে । পরাশ্রীকফলং দত্তে পিতৃণাং পরিতোষদম্ ॥

ভৎ ফলং স্ৰাচ্ছতভুগং তুলসীপত্রদানতঃ ॥৩২

শিবস্তগরপুশ্পেণ চন্দ্রপ্রাপ্তিফলং লভেৎ । উপোষা যৎ ফলং কাশ্মাং তৎ ফলং বক্রপুশ্পতঃ ॥৩৩  
উদ্যন্তপুশ্পং যো দদ্যাচ্ছিবায় পরমায়নে । স তৎ পুণ্যং লভেৎ যঃ স্ৰাচ্ছপোষ্যকাদমীশতম্ ॥  
এষমস্তানি পুশ্পানি বর্জয়িত্বা তু কেতকীম্ । শিবপ্রিয়াণি স্তেরানি মহালক্ষ্মি নিবেধ মে ॥৩৫  
এতানি সর্ষপুশ্পানি দত্তা যৎ ফলমাপ্নুয়াৎ । তৎ ফলং সমবাপোতি শিবায় পদ্মপুশ্পঃ ॥৩৬  
পদ্মপুশ্পাং পত্ন্যং নাশ্চিহ্নবীতিকরং সদা । তস্যাং পদ্মপ্রসূনানি দেহি সন্তন্যা শতবে ॥ ৩৭

দেব্যাষাচ ।

ইত্যাভ্য দেবদেবেন লক্ষ্মীঃ পদ্মালয়া শুভা । পদ্মপুশ্পপ্রদানায় সন্তনয় প্রচকার হ ॥৩৮  
স্বয়মাহৃত্য কামায়াং স্বয়ং প্রক্ষাল্য যতুতঃ । স্বয়ং দত্তে মহেশস্ত স্বর্গলিপোপরি ধ্রুবম্ ॥৩৯  
নহস্যং পদ্মপুশ্পানি ত্রিবারগণিতানি চ । এতাহং ভক্তিভাবেন স্মৃঢ়েন সখিবর ॥ ৪০  
এবং বর্ষে গন্তপ্রায়ে কদাচিচ্ছলধেঃ হতা । প্রাতঃ স্নাত্বা সরো গতা নির্মলেনাস্তরাঙ্গনা ॥  
প্রচিকায়গঙ্গোজানিসৰ্বো সংধ্যায়তৎপরী । পুনঃ প্রক্ষালয়ামাসনংধ্যায়ৈবসংক্রমাৎ ॥৪১॥৪২  
পূজ্যং কৃত্বা স্বর্গলিপে মহতঃ পবজানি না । সংধ্যায় দাতুমারেতে না পদ্মা বিজয়ে জয়ে ॥  
একমেকং ক্রমাদব্ধা শেষে নূনাপূজয়ম্ । বিলোকা চিত্তযামাগ শিবভক্তা সমুদ্রজা ॥৪৪  
অহো স্মৃকিমিদং জাতং ক গন্তং পবজয়ম্ । চোরিতং কেন বা কিংবা মহা নৈবচিতংক্রমাৎ  
বিল্লানদ্যা ত্রিণা নৈব গণিতং কিল কিং ভবেৎ । চয়নে ক্ষালনেংজ্ঞায়াং প্রতাহং গগয়ে যুতঃ  
অদ্যোপভক্তিধৈৰ্যিলাদ্বিধিরেব গণিতং মহা । তস্মাদনৈব বিহিতং জ্ঞাস্তব্যানর্থমেব হি ॥৪৭  
কিং কর্তব্যং তবেৎ কিংবা সন্তজ্ঞকতিরীক্ষতে । ন কুত্রাপি দিনে পুশ্পং পরহস্তাচ্ছিতংকৃতম্  
কথমদ্য পরবারা পবজয়মানয়ে । তাত্কা পূজাসনং নৈব গন্তব্যমপি যুজাতে ।

অদন্তয়োঃ পবজয়োরাপি সন্তনয়ানিকৃৎ ॥৪৯

ইত্যেবং চিত্তযিত্বা চ মনসা নিশ্চিন্তায় না । সন্মার বচনং বিকো রতিকালে বথোদিতম্ ৫০  
সমুদ্রকান্তে হে লক্ষ্মি প্রিয়ে তব কুচয়ম্ । দত্তবান্ কামদেবো মে পবজয়মর্জকঃ ॥৫১  
অত এভেন হে লক্ষ্মি সরসি ত্বয়ী সুন্দরম্ । অীতিদং পরমং চাক্র স্তনপবজযুগ্মকম্ ॥৫২  
অতএব স্তনাবেৰ্ধো পদ্মবে বিহৃষণীভো । ন মিথ্যা ভবিতুং যোষ্যো পদ্মাবেৰ্ধো মর্ত্যো মম

এতাত্মায়ৰ্জুনায়ীশং পূৰ্ণমন্ত মহত্বকম্ । অনেন কৰ্ণণা ঐতঃ কেশবোহপি ভবিষ্যতি ॥৫৪  
ইতি নিশ্চিতা মনসা দেবী পদ্মালয়া শুভা । দধার কৰ্ণকাং হস্তে ছেতুং য়ে ত্বনপকজে ॥৫৫  
ত্বনাত্মামিদমপূৰ্ণাচ্চ হৰ্ষিতাত্মাং সুহৰ্ষিতা । যথা নমস্তি মে বৌলির্দেবদেবং মহেশ্বরম্ ।

তথা ত্বনো মৎসরোজে ভবতঃ শিবপূজনে ॥৫৬

যথৈব শব্দরঃ কৃকো ন ভিন্নো ভবতঃ কচিং । তথা যুবাং মাতিভিন্নো ভবতঃ পতঙ্গাং ত্বনো  
হে ত্বনো ময়ি চেচ্ছাত্তো করমুৰ্দ্ধমুখাদিবং । তদা ত্বং শত্ৰুপূজাঙ্গমহত্বপূৰ্বকো মম ॥৫৮  
ইত্যাক্ষা না ত্বনং বামং দৃষ্ট্বা বামেন পাণিনা । চকৰ্ণ পাণিনা ভক্ত্যা দক্ষিণেন লকৰ্ণণা ॥৫৯  
হিত্বা চাবিকলাভৈকং ত্বনং কমলমগ্নিতম্ । প্রদুল্লভাক্ষণোপাভং স্পষ্টং পূৰ্ণকং বিহুনা ॥ ৬০  
পঞ্চাঙ্করেণ মন্ত্ৰেণাশ্রয়তী ছেদবেদনাম্ । হিত্বা দস্তা ত্বনং বামং মত্ৰাশ্রয়ং কৃতার্থিকাম্ ৬১

অপরং ছেতুমায়েতে ত্বনং দক্ষিণমুদম্ ॥৬২

লকক্ষাং তু ত্বনচ্ছেদাদৃশীভূতো মহেশ্বরঃ । মোংগহে ব্রহ্মশীশানশ্চেৎসমানং ত্বনং পরম্ ॥

আবিভূষ স্বৰ্ণলিঙ্গাঙ্গগাদ ভূরয়া ত্রিমম্ ॥৬৩

শিব উবাচ ।

মাতঃ সমুজ্জতনয়ে মা মা ছিদ্ধি ত্বনং পরম্ । যতে ছিন্নঃ ত্বনো বামো জায়তাং পুনরৈব সঃ

জাতা তে পরমা ভক্তিঃ পূৰ্ণস্তে চ মনোরথঃ ॥৬৪

যশু ছিন্নস্ত্বনো দন্তো মল্লিন্দোপরি ভেদ্যে । মোহন্ত বৃক্ষঃক্ষিতো পূৰ্ণো নান্নাশ্রীকলইত্যুত  
মুৰ্দ্ধিতাস্তব বৈ ভক্তিযুক্তঃ শ্রীফলনামকঃ । ত্বংকীৰ্ত্তয়ে ক্ষিতাবাধাং বাবলক্ষনাবিকরো ॥৬৬  
স তত্ত্বম্ বৈ লক্ষি পরমং সুপ্রিয়ো ভবেৎ । তৎপাত্রেণৈব মে পূজা ভবিষ্যতি নচাশ্রয়া ॥৬৭  
স্বৰ্ণমুক্তাপ্রবালাদিপুষ্পাণ্ড্রাণি চ ধ্রুবম্ । শ্রীফলচ্ছনে শস্ত্রকলাং নাইতি কোটিকাম্ ॥৬৮  
যথা মে জীনি নেত্রাণি যথা গঙ্গাজলং মম । তথা ত্রিমভমো লক্ষি ত্রিপাতঃ শ্রীফলচ্ছদঃ ॥৬৯

দেবুবাচ ।

এবং বদতি দেবেশে লক্ষ্মীঃ পরমহৰ্ষিতা । রোমাক্ষিতসমপ্রাক্ষী প্রণমাম পুনঃপুনঃ ॥৭০  
ঔ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণভ্রমহেতবে । নিবেদয়ামি চাক্ষানং ত্বং পতিঃ পরমেশ্বর ॥৭১  
এবং গঙ্গাদবাক্যেন স্ববস্তী না পুনঃপুনঃ । শিবঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রণমাম পুনঃপুনঃ ॥৭২  
উখামোখায় নমস্তী বিরীভূতা শিবাঙ্গরা । গঙ্গাদোক্তির্যহেহানং লক্ষ্মীঃ স্তোতিপুটাজলিঃ ॥

শ্রীব্রবাচ ।

শশধরশুচিমুৰ্ত্তে চক্ষমৌলেশ্বরম্ভগ্নাত ত্রিময়ন মুহুচাক্ষরেশ্বরবক্ত্রামুভাত ।

বলদ্ব্যভগুৰ্ণে জাজমান প্রসাদ প্রণতসময়দৃষ্টে দেবদেবাবিদেব ॥ ৭৪

ত্রিগুণময় বিরাজাক্ষধুতুরপুণ্ড্র প্রবলসিতসিতাতো ভিত্তিমল্লানবান্দিম্ ।

নভতমুখংস্থার্থো ত্বং শিবঃ সন্ বিহারী জয় জয় শব্দো পার্শ্বভীশ্চ প্রদীপ ॥ ৭৫

ভুবনবিচরণীনাথায় নাকার শব্দো অনলময়শিশিঙ্গাশাসভূতান্তনেশ ।

যজ্ঞসি হরসি পাসি বেচ্ছয়া ত্বং কথং ভদ্ৰং বিদিত ইহ নম্ স্তা ঈদৃশো বা ইদান্ বা ॥

মৃতনিলয়বিচারী প্রেতধূল্যাচিভান্দো বিবননকৃতমালাকীকশো ভূতনাথঃ ।  
 ভবনি বিভবভূতং ত্বাং পুণঃ সাদৃচিৎ লমতি বদিতুকামং প্রেতভূমীবগাধ্যং ॥ ৭৭  
 ত্রিপুরহর মহেশ ত্র্যক্ষ মর্কেশ নাথ প্রভব বিভবনীল শ্বেতবজ্র প্রমল ।  
 গিরিশ গহনগোপীঐশ্বর্যো নীলকণ্ঠ ক্ষয়কর হর হুংখং হুংখংহন্তঃ প্রণীদ ॥ ৭৮

দেবুবাচ ।

ইতি স্তবস্ত্যো সরিদীশপুত্রীমুবাচ শব্দুঃ পরমঃ প্রমমঃ ।  
 শুভে বরং প্রার্থয় বিষ্ণুকান্তে ঐশ্বেহমীশো বরদো বরায় ॥ ৭৯  
 ঐকুবাচ ।

অদাহং বিষ্ণুপত্নীং প্রাপ্তা ততোহ ভাবিতা । দৃষ্টস্বপ্নে মহেশানঃ কিমতোহস্তি বরঃ পরঃ ॥  
 স্বদর্শনাং প্রাপ্তবরা সদাহং নিগদে বতঃ । নমঃ শিবায় শাস্ত্রাযেতোবমস্ত বরঃ পরঃ ॥ ৮১  
 ভক্তিমেকাং প্রযাচেৎহং শিবে ত্বমি মহেশ্বরে । ভক্তোপযুক্তকৃত্যার্থ ভবেম চতুরঃ পরঃ ॥ ৮২  
 দেবুবাচ ।

ইত্যন্তঃ স তথে হ্যক্কা মহেশোহিত্তর্দধে নথি । কপালমোচনক্ষেত্রে বৃক্ষঃ শ্রীফলকোহর্জিতঃ  
 ইতি বৃহদ্রক্ষপুৰাণে পূর্বপণ্ডে শ্রীফলপ্রার্ভাবো নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

## একাদশোহধ্যায়ঃ ।

দেবুবাচ ।

বৈশাঞ্জে গুরুপক্ষস্ত তৃতীয়ায়াং সখিরয় । জাতো বৈ শ্রীফলতরুর্থাহাভ্রাং তস্ত কথ্যতে ॥ ১  
 জাত তু শ্রীফলতরো দেবাঃ নর্কো নবানবাঃ । ব্রহ্মা নারায়ণশ্চাপি দেবপত্ন্যাঃ সমাগতাঃ ॥ ২  
 দদুঃ স্নিগ্ধবিটপং ত্রিপত্রৈঃ সুদলৈর্যুগ্মম্ । দীপ্যমানং তেজসৈব শিবরূপং শিবপ্রদম্ ॥ ৩  
 প্রণেয়ঃ সিবিচুস্তত্র বাসং চক্লুঃ স্থাধিতাঃ । তত্র ক্ষণায় ভগবান্মুবাচ বিষ্ণুরবায়ঃ ॥ ৪

ভগবান্মুবাচ ।

অয়ং নামা বিধি ইতি মাল্যঃ শ্রীফলস্তথা । শান্তিল্যাম্ভাং দৈলুঃ শিবঃ পূর্যাঃ শিবপ্রিয়ঃ ॥ ৫  
 দেবাবাগন্তীপদঃ পাপপয়ঃ কোমলচ্ছদঃ । জয়ো বিজয়নামা চ বিষ্ণুস্ত্রিনম্রনো বরঃ ॥ ৬  
 ধূম্রাক্ষঃ গুরুবর্ণচ নংঘনী আক্কেদেবকঃ । ইত্যেকবিশতিং নাম্নাং স্খাভেয তরুগুণমঃ ॥ ৭  
 বহুঃশতকাস্ত্র মূল্যং থকাগ্রাং তীর্থমুচ্যতে । অথোভূমেনস্তথা তীর্থমতস্তীর্থগুণং নথি ॥ ৮  
 উর্দ্ধপত্রং হরো জ্যেয়ঃ পত্রং বামং বিধিঃ স্বয়ং । অহং দক্ষিণপত্রঞ্চ ত্রিপত্রদলমিত্যতঃ ॥ ৯  
 অস্ত চ্ছান্নাং পত্রঞ্চ লভয়েম পদা স্পৃশ্যং । হরতে লজ্জানাদায়ুঃ পাদস্পর্শাজ্জিয়ং হরেৎ ১০  
 পদপুস্পমহস্তঞ্চ ফলমত্র মমাপি চ । দর্শনে প্রণতো স্পর্শে হানিসমার্জনে তথা ।

পূজনে চয়নে দানে ক্রমাগতান্মুদীরয়ে ॥ ১১

বিষ্ণুৰূপ মহাভাগ মহেশ্বয় সদা প্রিয় । শিবধৰ্মনকৃষ্ণোতিঃ প্রসীদাঙ্কিস্তাত্তন ॥ ১২  
নর এতেন মন্ত্রেণ প্রফুল্লকঃ প্রণে শুভঃ । প্রপশ্যেৎ স শিবঃ পশ্যেৎ প্রণমেৎ তদনন্তরম্ ১৩  
ও নমো বিম্বতরবে সদা শঙ্কররূপিণে । সফলানি মমাদানি কুরুষ শিবহর্ষদ ॥ ১৪  
মন্ত্রেণানেন মালুরমষ্টোদৈঃ প্রণমেৎ কৃতী । স বৈকবো মতো ভক্তঃ স মে প্রিয়তমঃ পরঃ ১৫  
শিবপূজক মালুর দ্বিম্পর্শ মহাতরো । স্পৃশামি ত্বং মহাপাপসংহারী মে প্রণাশয় ॥ ১৬  
দেবরূক্ষবর প্রেতং হনং তে হৃদানাহরম্ । ক্রীড়ন্ত্যগত্য বিবৃণা মার্জ্জয়ে ত্বং প্রসীদ মে ॥ ১৭  
মন্ত্রেণানেন বিষ্ণু দশহস্তহনং মুজেৎ । মণোময়জলৈঃ প্রাতঃসময়ে ন তু বৈকবঃ ॥ ১৯  
ও ক্রমায় ত্রিফলায় নমো দশভিরক্ষরৈঃ । মন্ত্রেণ পূজয়েদ্বিষং জপেচ্ছক্তিক্রমাৎ তথা ॥ ১৯  
পুণ্যরূক্ষ মহাভাগ মালুর ত্রিফল প্রভো । মহেশপূজনার্থায় স্বপত্রাণি চিনোমাহম্ ॥ ২০  
মন্ত্রেণানেন চিনুয়াবিলপত্রাণি ভক্তিতঃ । পক্ষান্তবাদশীমায়ংমথ্যাহভিন্নকালতঃ ॥ ২১  
শাখাভঙ্গো ন কর্তব্যো নৈবারোহেৎ তথা তরুম্ । বরমাকরু চিনুয়ায় শাখাভঙ্গনং কচিং ॥  
ঋগৈতশ্চ শিবঃ পূজ্যঃ পত্রেয়স্তত্ত্বাণ্ডিতৈঃ । যথামানন্তরং বিষ্ণুপত্রং পর্য্যুগিতং ভবেৎ ॥ ২৩  
পূজ্যো এতেন বৈ দেবঃ সূর্যালম্বোদরো বিনা । বিলরূক্ষবনং যত্র না তু বারানসী পুরী ॥ ২৪  
পঞ্চবিষক্রমা যত্র তত্র তিষ্ঠেৎ স্বয়ং হরঃ । সপ্তবিষক্রমা যত্র তত্র দুর্গাযুতো হরঃ ॥ ২৫  
একো বিম্বতরুর্ভূত তত্র শত্ভূর্যয়া সহ । বিলরূক্ষা যত্র দশ তত্র শত্ভূর্যগৈঃ সহ ॥ ২৬

এতান্যুক্তানি তীর্থানি দেবাঃ সর্কসরুকাগৈঃ ॥ ২৭

যত্র বাটায় গৃহস্থস্ত কোণ দ্ধশাননামকে । জায়তে ত্রিফলতরুর্ন তত্র বিপদঃ কচিং ॥ ২৮  
পূর্বস্তাং যুধদঃ স স্তাদক্ষিণে যমভীতিহা । পশ্চিমে চ প্রজাদায়ী রুক্মো বিল উদাহৃতঃ ॥  
অশানে চ নদীতীরে প্রান্তরে বা বনান্তরে । বিষ্ণুরূক্ষতলং প্রোক্তং সিদ্ধশীর্ষহনং হুয়াঃ ॥ ৩০  
ন মধ্যপ্রাঙ্গণে রুক্মং স্থাপয়েৎ ত্রিফলাখাকম্ । দৈবাদ্ভূমি প্রজাহেত তদা শিববদর্জয়েৎ ॥ ৩১  
চৈত্রাদিচতুরো মামান্ শতবে পরমাত্মনে । দত্তং স্তাবিলপত্রৈকং লক্ষণেহুমমং হুয়াঃ ॥ ৩২  
মধ্যাহ্নকালে যে মর্গীয়া বিলং কুর্গাঃ প্রাক্ষিণম্ । তৈঃ সুমেক্ষগিরিবরঃ কৃত এব প্রদক্ষিণম্ ॥  
ন জিহ্মাং ত্রিফলতরুং ন দহেৎ কাষ্ঠমেব চ । বিনা ব্রাহ্মণযজ্ঞার্থং পতিতো বিলবিজ্রী ৩৪  
পঞ্চং বিলমসিদ্ধশ্রুৎ যো যন্তে মুনি মানবঃ । যমাবিকারো নাত্ৰ গ্যাৎ কৃতপার্ণেহপ্যপাতকে  
বিলপত্রং ফলং বীজং ভূমো পতিতমৌষধঃ । স্বয়ং হুয়াতি শিরসা বৈরর্থাভয়শঙ্কিতঃ ॥ ৩৬  
চৈত্রাদিচতুরো মামান্ সিকৈবিলতরুং কৃতী । যথা স্নিকোভবেদ্রূক্ষস্তথা তংপিতরোহপি চ  
চৈত্রাদিচতুরো মামান্ সদা ভ্রমতি শঙ্করঃ । নবীনবিলপত্রার্থী ভাক্ষমুক্তপ্রদায়কঃ ॥ ৩৮  
হরিদ্রানগরে যত্র বৈদ্যানাথো মহেশ্বরঃ । তত্রাক্ষরো বিলরূক্ষঃ স্বরূক্ষ উদাহৃতঃ ॥ ৩৯  
কামরূপে কামতরুঃ কাষ্ঠামুক্তস্তথাগমঃ । কাকীপুরেহংপরঃ প্রোক্তঃ ত্রিফলোৎক্ষরপুণ্যদঃ ।

ভেদপি তীর্থবিশেষাঃ স্তাবীর্থেষপি সদাতনাঃ ॥ ৪০

দেব্যাচ ।

এতন্নিম্নের কালে তু শতুরাগত্য বৈ সখি । ব্রহ্মণা বিহুনা পত্রেঃ পুজিতঃ ত্রিফলৈরুভূৎ ॥ ৪১



ততঃ সৰ্বে যথাহানং জগৎ নীরায়ণাদয়ঃ । কথিতোহয়ং ময়া সৰ্থো বিশ্ববৃক্ষস্তরুণ্ডমঃ ॥৪২॥  
 অয়ং বাৎ সন্তোক্তো নহু শিবকথাপূর্ণানিচয়ঃ পবিত্রঃ শ্রোতব্যঃ শ্রবণরমণীয়ঃ পশু সত্যাম্  
 শিবে বিকো ভেদাপহরণ উদারঃ সুনননাং হ্রসেবাঃ পাঠ্যক প্রভবতি শিবস্তাপি নিকটে ৪৩

ইতি বৃহদ্রথপুরাণে পূৰ্ণথণ্ডে বিশ্ববৃক্ষমাহাত্ম্যং নামৈকাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

### দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

সধ্যাব্চতুঃ ।

উক্তব্রহ্মা মহেশানি তুলনীবিষমস্তবঃ । অনয়োস্তল্যা একঃ কঃ শিববিশ্বপ্রিয়স্তরুঃ ॥১॥  
 তদাৰাং শ্রোতুমিচ্ছাৰঃ শিবস্মারি কথ্যাত্ম । তং গমী স্বামিনী তং বাৎ তং বাৎ পরমদেবতা

দেব্যাচ ।

অস্তি বিশ্বতুলনীতরুতুল্যঃ পুণ্য এক উভ বিশ্বশিবার্হঃ ।

নামতোহমলক ইত্যপি সৰ্থো রোপিতঃ কমলরাধ ময়াপি ॥৩॥

কদাচিত্তেবযাত্রায়াং প্রভাসপূণ্যভীৰ্বকৈঃ । সৰ্কে দেবাঃ সমায়াতা দিনে পুণ্যে চ কুত্রচিৎ ॥৪॥  
 তত্রায়াতঃ অয়ং ব্রহ্মা হংগারচকুর্ধ্ববঃ । শিবো ভূতগণৈঃ নার্কং চন্দ্রমৌলির্দয়া সহ ॥৫॥  
 লক্ষ্ম্যা চ সহ গোবিন্দঃ প্রসন্নবদনঃ সুরৈঃ । ইন্দ্রঃ সুরপতিশ্চৈব বহিঃ শমননৈব তে ॥৬॥  
 বাদোভির্বরুণশ্চৈব পবনঃ স্বরগণৈঃ সহ । কুবেরো ধনদঃ শ্রীমান্ মহেশ্বরধনাধিপঃ ॥৭॥  
 ঈশানশ্চ অয়ং দেবঃ শিবমুক্তিঃ সনাভমঃ । ইত্যাদয়ো দেবগণা নারদাদিযাঃ সহধিভিঃ ॥৮॥  
 গৌতমঃ কশ্যপঃ সাক্ষাৎসিদ্ধশ্যবনোহসিতাঃ । কশো মেঘাভিবির্বাগ্যঃ পলাশশ্চ পরাশরঃ ॥৯॥  
 বিশ্বামিত্রঃ সজাবালির্জৈমিনিশ্চ তপোধনঃ । আশ্রিতেনঃ পিল্লালোহোপ্যঙ্গিরাঃ পৈল এব চ  
 জামদগ্ন্যা তরবাজো জৈগীষবাঃ অয়ং মুনিঃ । ইত্যাদ্যা মুনয়ঃ সৰ্কে সশিষ্যাঃ স্কৃৎসুহৃদৈঃ ॥১০॥  
 অজিতশ্চ অয়ঃ সৰ্কে বেদবেদাঙ্গপারগাঃ । তে সৰ্কে পুণ্যকর্মাণি চক্রুরেব যথোচিতম্ ॥১১॥  
 সৰ্কে সংহত্য মুৰ্খিতাঃ শিবঃ কৃষ্ণঃ বিধিঃ তথা । অপূজয়ন সুরাধীশাতীৰ্জত্বান্ স্বয়ম্ভতান্  
 তজাহক্ অয়ং লক্ষ্মীরেকহানে সমাগতে । নানাকৌতুহলকথাকার হি তদা সহ ॥১২॥  
 তজাবরোহিতীর্জাতা শিববিশ্বপ্রপূজনে । অহং প্রিয়মবোচক্ সাদুহি শৃণু মে মতিম্ ॥১৩॥  
 স্বকলিতেন ব্রব্যেণ পূজয়েহং হরিং প্রভুম্ । হরিঃ প্রাণভৃতামাত্মা পূজ্যক পরমঃ সত্যম্ ॥  
 তচ্চিস্তম মহাভাগে কিং সৃষ্টী পূজয়ে হরিম্ ॥১৬॥

দেব্যাচ ।

ইত্যুচে চ যদি ময়া তদা অীরপি হৰিভি । যোমাকিতানী সজয়ে দণ্ডবৎ প্রণবাম বাম্ ॥১৭॥  
 অহং প্রণতাং লক্ষ্মীং সমুখাপ্যা চ বাহনা । সমালিঙ্গং সমুখায় পাচমেব শুভাননাম্ ॥১৮॥

মাম্বাচ ততো লক্ষ্মীৰ্গলাধাংকরভাবিণী । মমাপোবং যতির্জাতা ভববোচঃ স্বয়ং যথা ॥

অকলিতেন ত্র্যোণ পুঞ্জয়েৎসং মহেশ্বরম্ ॥১৯

দেবুবাচ ।

সজয়ে বিজয়ে দেবি নাবেবভূতয়োস্তদা । নয়নেষু সূক্তানি অমলাশ্ৰুতলানি চ ॥ ২০

তানি নো ময়নেভ্যশ্চ নিপেতুর্ভূবি হে সখি । অমলানি কানি নাম যযোরেব লসমুদোঃ ॥২১

ততো জাতা ক্রমাঃপৃথ্যাং চত্বারো বিমলপ্রভাঃ । খ্যাতা হামলকীমান্নাজাতাঃ কামলনাভ্যতঃ  
শ্রামলচ্ছদবৃন্তান্তে কর্করুপক্কমূলকাঃ । শিরাগ্রিখিতপৰ্জালী পত্রমালৈকপত্রকাঃ ॥ ২৩

বিস্তৃত চ তুলস্তাশ্চ বে গুণাঃ কথিতাঃ সখি । তে তে গুণাঃ সৰ্গেষু অমলক্যাং সমাহৃত্যঃ ॥

পত্রমালাদলৈরস্তাঃ শিববিস্ময়ৈরখরো । সৰ্গেণা পুজি তে স্মৃতাং সখো নাস্ত্যজ সংশয়ঃ ॥

মাঘে মানি সিভায়াঃতামেকাদস্তাং সমুত্তবাম্ । শুভামামলকীং দৃষ্টী সমেতাঃ সৰ্গদেবতাঃ ॥

ঋষয়ে শশিবাশ্চ তর্ধামাপুঃ পরং তদা । শিবাচ্যাতস্বরূপঞ্চ মদুগুপ্তবৃন্দদা ॥ ২৭

নয়ামামলকীং দেবীং পত্রমালাশ্চলস্তবাম্ । শিববিস্ময়প্রিয়াং দিব্যাং শ্রীমতীং সুন্দরপ্রভাম্ ॥

এতেন থলু ময়েণ সৰ্গা অস্তাঃ ক্রিয়াঃ মতাঃ । এতাস্মদিশ্চ তীৰ্থানি ত্রীণ্যজানি মনোবিভিঃ ॥

বিস্বক্ৰমদেবেহ পৃথিবাং কর্ণগাং স্থলে । সিবিচুস্তামামলকীং সৰ্গতীৰ্থজলৈরিজাঃ ॥ ৩০

অথ সৰ্গসুৰাণাঞ্চ মুনীনাঞ্চ তদাপ্রভঃ । মহা সংপুজিতঃ কুবঃ শ্রীশ্চ শত্ৰুপুঞ্জয়ং ॥ ৩১

তদা জয়জয়ধ্বানো বভূব ক্ষিতিমন্তলে । আকাশে পুশ্যবৃত্তিচ শঙ্খমলাশ্চ পুঙ্কলাঃ ॥ ৩২

দৃষ্টী হামলকীং দেবীং দধারানন্দমুত্তমম্ । তেম খ্যাতীতি নান্নাপি রাজহামলকী শুভা ॥ ৩৩

নমস্ততা হামলকীং গতা দেবা বিজাতুখা । ব্রহ্মবিস্ময়শিবাশ্চাপি তজ্জাদিষ্ঠানমাহিতাঃ ॥ ৩৪

জাতা হামলকীং দেবী পরমানন্দনায়িনী । সান্তা স্থাপ্যা চ পূজ্যা চ ঐশ্বৰ্য্যব্যা সখীদয় ॥ ৩৫

ইতি বৃহদ্রথপুৰাণে পূৰ্ণথণ্ডে অামলকীপ্রাহৃতীৰো নাম দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

## ত্রয়োদশোঃধ্যায়ঃ ।

দেবুবাচ ।

অখাতঃ শৃণুতং সখো দেশতীৰ্থানি নামতঃ । পদ্মায়া অন্ততো বাসি বিকৃতানি ক্ষিতৌ থলু ॥

প্রভান ইতি বিখ্যাতো দেশঃ পুণ্যতমঃ সখি । যত্র চক্ষো দক্ষশেখো বিমুতো বক্ষণা বভৌ ॥

ততঃ পশ্চিমতো নান্না তীৰ্থং সখো পুণ্ডকম্ । যজ্ঞাক্তিঃ স্বয়মাপজ্ঞা স্মৃতি প্রতি দিনং দিনম্

ততো বিদ্মনয়ো নাম তীৰ্থং সখো হুবিশ্রুতম্ । বিধেবজ্জ গন্তস্তাভূদনম্বাশ্রবো বহঃ ॥ ৪

যত্র স্বয়ং তপন্তেপে কুৰ্দ্দমো বৈ প্রজাপতিঃ । তত উত্তরতন্তীৰ্থং ব্রহ্মতীৰ্থমিতি শ্রুতম্ ।

যত্র পূৰ্ণমুখী দেবী নদী যাতি সরসভী ॥ ৫

তস্ত পশ্চিমতো নাম নৈমিষাৰণ্যমুদ্রমম্ । সততং যত্র মুনরন্তিষ্ঠন্তি নৃংক্রিয়াহিতাঃ ॥ ৬  
যত্র নাস্তি কলির্দেবঃ সত্ত্বহারী নৃণাং সদা । শৃণুতং যেন তৎ ক্ষেত্রং প্রশংসন্ত্যযয়ঃ সদা ॥ ৭  
পুরা সর্গে মূনিগণাঃ শশিয্যাঃ কলিমদ্রিধে । ব্রহ্মাণং শরণাপন্থাঃ কলিভীতা অথাবদন ॥ ৮

ঋষয় উচুঃ ।

ব্রহ্মবায় দেবেশ সত্ত্বমুর্থে সনাতন । চতুর্দিকু চতুর্দীপ্যে হংসবাহ নমোহস্ত তে ॥ ৯  
নমঃ খেতায় নীলায় ব্রহ্মণে শোণশোচিবে । সজ্জকব্রহ্মণে ব্রহ্মাব্রহ্মণে ধ্রুবায় চ ॥ ১০  
ব্রহ্মণে তে নমস্তভ্যং প্রমাণমায় তে নমঃ । প্রণব্যাবিষ্ঠীতদেব তুভ্যং ব্রহ্মন্ নমো ... ॥  
নমঃ কমলভূতায় কমলাসনশ্রিত । চতুর্মুখ নমস্তভ্যং নমস্তেহষ্টবিলোচন ॥ ১২  
নমোহক্ষহুত্রপাণে তে কমণ্ডলুকরায় চ । নমঃ পুস্তকহস্তায় নমস্তে কুশপাণয়ে ॥ ১৩  
সদা তিলকিনে তুভ্যং সদা বদ্ধশিখায় চ । সদোপবীতিনে তুভ্যং সত্যাব্যাসায় তে নমঃ ...  
গায়ত্রীপভয়ে তুভ্যং ব্রাহ্মণায় নমো নমঃ । নমো বিশ্বশিবারাধ্য দেববর্জিত তে নমঃ ॥ ১৫  
নমস্তে ঋগ্‌যজুঃসামাখর্ষবেদবিদে নমঃ । অনাদিমধ্যনিধনসর্গজায় নমো নমঃ ॥ ১৬

ব্রহ্মাবাচ ।

প্রসন্নো বোহহমুযয়ঃ শ্রুতিপ্রায়ং বদন্ত চ । আগতা বা কথং যুয়ং তস্মৈ কথয়তর্ষয়ঃ ॥ ১৭

ঋষয় উচুঃ ।

পৃথিবী কলিনা ব্যাণ্ডা নৃণাং সত্যাপহারিণী । বয়ং তপোধানা ব্রহ্মন্ কৃত্ত তপ্যামহে ক্ষিতৌ  
দেবু্যবাচ ।

ইত্যুক্তঃ স তদা ব্রহ্মা চিত্তরামান চ ত্রিধা । তস্ত চিত্তরতোহংকোহভূদেবঃ কশ্মিন্শাপ্রভঃ ॥  
শশাঙ্ককোটিধবলো বিবাহুশ্চ ত্রিলোচনঃ । খেতমালাশ্রয়ঃ শ্রিতশোভিস্তভাননঃ ॥ ২০  
যথানো হস্তযুগ্মেন জপমালাকমণ্ডলু । তং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সর্গেকোষমিতাক্রবন্ বিবিম্ ॥ ২১  
বিধিরাচ ।

এষ বৈ নিমিষো নাম সত্ত্বমুর্তিঃ সনাতনঃ । সত্যকালোচিতত্ত্বমুখদর্পেহপ্যুপস্থিতঃ ॥ ২২  
এনমগ্রীসরং কৃত্বা যুয়ং গচ্ছত ভূতলে । যত্রৈষ তত্র গন্তব্যং স্থাতব্যং যত্র তিষ্ঠতি ॥ ২৩  
যত্র চান্তর্হিতে হেয ভবিষ্যতি হরেন্তমুঃ । স দেশঃ কলিনা ভ্যক্তোমুদ্রিষ্টো ভবিষ্যতি ২৪  
দেবু্যবাচ ।

ইত্যুক্তান্তে মূনিগণা ব্রহ্মণা ক্ষেমদায়িনী । নিমিষাগ্রেসরা জগৎকলোকাঙ্করাতলমু ॥ ২৫  
উত্তরং বৃক্ষমাগতা ভূমিষ্ঠান্তে তদাভবন্ । অভীতা পর্কতান্ সর্কান্ বর্ষাণি যড়ভীত্যা চ ।

হিমাব্রেক্ষণে বর্ষে ভারত্যাধো চ বজ্রমুঃ ॥ ২৬

তত্রৈকত্র হলেপৃথ্য়াং সৌরাষ্ট্রস্ত সমীপতঃ । বিপ্রঃ সোহন্তর্দধে বেড়ৌ নিমিষাখাঃ সখীষয় ॥  
তত্র চান্তর্হিতে দেবে মুনয়ন্তে মহাব্রতাঃ । সর্গং নারায়ণময়ং দদুস্তঃ স্থাবরাদিকম্ ॥ ২৮  
বিশ্রিতা মুনয়ঃ সর্গে জগদুত্তম তে মিবঃ । ইদমেবোত্তমক্ষেত্রং নিমিষক্ষেত্রমাহিতম্ ॥  
অস্পৃষ্টং কলিনা নৃণাং পদমক্ষেমদায়কম্ ॥ ২৯

অত্র যে পশুপক্ষ্যাদ্যা লভ্যক্রমব্রাহ্মণঃ । সর্গে নরোদগা এব যথা গঙ্গাতটিকিতে ।

যজ্ঞাধারনদানানং স্থানমেকমিদং স্মৃতম্ ॥ ৩০

জম্বীপকিতে তত্র ভারতং বর্ষমুত্তমম্ । তত্রাপি নৈমিষারণ্যং তীর্থং পরমমুচ্যতে ॥ ৩১

ইত্যাঙ্ক্য মুনয়ঃ সর্গে তত্র বাসং দধুস্তিরম্ । জুহবুঃ সঃ তপশ্চক্ৰঃ সন্তুঃ কৃকণরাধণাঃ ॥ ৩২

এতৎ তু নৈকযজ্ঞেভ্যঃ নৈমিষারণ্যসংজ্ঞিতম্ । অধিত্যাদ্যাদ্যপি বিপ্রাঃ কুর্যন্তি সংক্রিয়াঃ সবা

যত্র স্মৃত উগ্রশ্রবা লোমহর্ষণজো মহাব্ । জীবন্মানান বহবা পুরাণানি স্মৃদীঃ শুচিঃ ॥ ৩৩

এতদ্বাং কথিতং লব্ধো নৈমিষারণ্যসত্তবম্ । এতদৃ যঃ শৃণুয়াৎসোহপি যুচ্যতে কলিযোবতঃ ॥

অত্র যৎ কথিতং স্তোত্রং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ । তজ্জুহা ব্রাহ্মণো বোক্ষমন্তে জ্ঞানান্তরে সতি ।

জায়তে ব্রাহ্মণো বিদ্বা যুক্তিপাত্রং হরেস্তম্ ॥ ৩৬

ইতি বৃহদ্রথপুরাণে পূর্বখণ্ডে নৈমিষারণ্যসত্তবো নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

## চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

দেবাবচ ।

পুলহস্তাশ্রমস্তীরে গগক্যাভীর্ষমুত্তমম্ । গগকী চ নদী তীর্থং গিরের্গগকতো ভবা ॥ ১

যত্র শালগ্রামশিলা বজ্রকীটেন নিধিতাঃ । ভবন্তি তসহং তীর্থং ক্রি়তে ত্রৈলোক্যাবিশ্রুতম্ ॥

অগস্ত্যাত্মাশ্রমস্তত্র মলয়স্তীর্ষমুচ্যতে । মহেন্দ্রপর্বতে চৈব ভৃগুশাস্ত্র চালয়ঃ ॥ ৩

কাবের্যাক তটে তীর্থং রত্ননাথস্ত চালয়ঃ । বিদ্যো গিরৌ চ বাসস্তীমিলয়স্তীর্ষমুচ্যতে ॥ ৪

শ্রীশৈলমুখভট্টকব পর্বতং প্রাহরেব চ । পঞ্চাঙ্গরঃসরস্তীর্থং গোকর্ষাণ্যং শিববলম্ ॥ ৫

স্পারিকং তথা তীর্থং দণ্ডকারণ্যমেব চ । মাহিমতী পুরী চৈব বিশালা চ তথা পুরী ॥ ৬

ত্রিত্বপং পরং তীর্থং কাঞ্চীষরক বেষটম্ । তীর্থমাহস্তথা বেণা কাবেরী চ সরস্বতী ॥ ৭

যমুনা সরযুঃ পম্পা চম্পভাগা চ কোশিকী । গোদাবরী বিপাশা চ নর্মদা চ সরিষরা ॥ ৮

কৃতমালা মহাপুণ্যা ভাস্রণী বটোদকা । এতানি জলতীর্থানি কথিতানি মনুবিভিঃ ॥ ৯

মথুরা হারকা চৈব তথা বোবর্জুনো গিরিঃ । রুদ্রাবনং মহাতীর্থং যমুনাস্তট্টে শুভে ॥ ১০

কুলক্লেদং তথা যত্র জামদগ্ন্যস্ত বৈ বশঃ । সাম্মুদ্রক তথা সের্ভুরবোধ্যা চ তথা পুরী ॥ ১১

গৌতমস্তাশ্রমঃপুণ্যং তীর্থং প্রোক্তং মনুবিভিঃ । তীরে ব্রহ্মনদস্তাপি কানকোজী চ পুণ্যদা

কামরূপমিতি ব্যাভং যত্র বোনিঃ শিবা মতা । দক্ষলয়ে যুতারি মে যত্র বোনিঃ পপাত হ ॥

উচ্ছ্রিতস্তাং তথা পুর্ধ্যাং পীঠং মঙ্গলকোষ্ঠকম্ । শুভা মঙ্গলচত্যাখ্যা যজ্ঞাহং বরদাহিনী ॥ ১৪

জাতস্তো বহবো যত্র মতং তৎ তীর্থমুত্তমম্ । হিংসানকার্ধ্যাজাতীনাং জাতিপুঞ্জারতো ভবেৎ

সহস্রাক্ষগেণ্ডলা একঃ যজন উচ্যতে । ব্রাহ্মণঃ সর্গভূত্যাঃ স্তাৎ যজনস্ত তু যো মতঃ ॥ ১৬

পুণ্ডিত যজনঃ কীনাং সহায়ঃ স্তাবিশপতিযু । কর্ণবা মনবা বাচা ধ্যায়োৎ যজনমঙ্গলম্ ॥ ১৭

যজ্ঞান্নাং ঋণং মত্বা যো গৃহ্মাভাবিকেন তৎ । তস্ত ঋণবিশ্লোপঃ স্ত্রীমৃতঃ শ্রেয়স্বাপূরুঃ ১৮  
 অগ্নেঃ যজ্ঞনং নীনং পুত্রং পুত্রিণঞ্চ যঃ । কুরতে স ভবেন্যে বর্ষো জন্ম জন্ম প্রতাপতিঃ ১৯  
 বাক্ৰবত্ৰ বিদগন্তং যঃ হাপয়তি বাক্ৰবঃ । শিবলিঙ্গলহসন্ত প্রতীষ্ঠাতি স গীয়েত ২০  
 অপাকার্য্যশতং বস্ত্র জাত্যর্থে কুরতে জনঃ । ন স দোষেণ লিপ্তঃ স্ত্রীং নখীঘরং ন সংশয়ঃ ২১  
 পাতকাদুহুদরেজ্জাতিং দোষান্ নাপি প্রকাশয়েৎ । বদোষমপি ন জাতোপোপহেতারহেতুত  
 রাজহাং বাক্ৰবার্ধে প্রপচ্ছেৎ পারকোহপি চেৎ । রাজহারে শ্মশানে চ বস্তুভিতি স বাক্ৰবঃ  
 আক্লমঃ সাধুশীলেন জাতিবহিঃ সবা নরঃ । শাস্ত্রেরদারকার্য্যে তু নোপেক্ষেত কদাচন ২৪  
 জাতিজ্যেষ্ঠঃ স এব স্ত্রীরেব দোষৈক লিপ্যতে । অতএব জাতিদেহঃ পরমং তীর্থেযুচ্যতে ॥  
 প্রসঙ্গ্য কথিতং সর্বো জাতিকার্য্যমিদং ময়া । যঃশূণোভিপঠেচ্চৈতৎসজাতিপ্রিয়কৃতবেৎ ॥  
 জনতীর্থে পুত্রং স্ত্রীদেহতীর্থে গ্নয়া মতম্ । পুরাণপঠনং যজ্ঞ যজ্ঞ পল্লবমনি চ ২৭  
 তন্ন তীর্থে সমাধ্যাত্য গুরুদেবগৃহং তথা । শালগ্রামশিলা যজ্ঞ তীর্থে তৎ জ্ঞোশযথকম্ ২৮  
 বৈদ্যনাথনমাধ্যাত্য তীর্থে কৈলাসনামিতম্ । বজ্রেশ্বরহরলৈকং স্ত্রীর্থে সমুদায়কম্ ২৯  
 যজ্ঞ পাণহরা নাম নদী পূণ্যজলা শুভা । ব্রহ্মাভাথো পুরাণেহস্ত জ্ঞেয়ং বিবরণং শুভম্ ৩০  
 দেবপীঠানি সর্গানি বিখ্যাতানি কিতৌ নপি । তীর্থাহ্যাতানি মুক্তীনাং ক্রোধানি বিবিধানি চ  
 লবণানুনিষেড়ীয়ে তীর্থে ঐশ্বর্য্যোত্তমম্ । যোকক্ষেত্রং পরং শ্রোতং যজ্ঞান্তে পুত্রযোত্তমঃ ॥  
 যাদ্রাণসী চ কাব্যাদ্যা যারকা পুত্রযোত্তমঃ । প্রয়াগক গ্নয়া বৃন্দাবনং তীর্থেত্তমনি চ ৩৩  
 বনবালগতো রামো যজ্ঞ যজ্ঞ ব্যবহিতঃ । তানি শ্রোতানি তীর্থানি শতমষ্টোত্তরং কিতৌ ৩৪  
 ইতি বৃহৎসর্গপুরাণে পূর্নধত্তে জাতিকর্তব্যানিরূপণং নাম চতুর্দশোধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

## পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ।

দেব্যাচ ।

লক্ষণতঃ শূণু বক্ষ্যামি তীর্থানীক্ষিরদেহতঃ । বিপ্রাণাং চরণৌ তীর্থে গ্নয়াং পৃষ্ঠং তথা মতম্ ॥  
 এতে যজ্ঞ ইতিভিতি তন্ন তীর্থযুদায়কম্ । স্ত্রীণাং সর্গানি চান্দ্রানি তীর্থাহ্যাতানিহুতিভিঃ ॥  
 বালানাক শিরতীর্থে ঋণ তীর্থে চকুরচ্যতে । তথৈব দক্ষিণঃ কর্ণতীর্থে ঋণ পরিশ্রয়াতে ॥ ৩  
 লতাবাক্যত বাক্ৰতীর্থে পুরাণপঠনং তথা । দেবলিঙ্গধরং চিত্তং তীর্থমিত্যচ্যতে নুৎ ॥ ৪  
 অলঙ্কিতাবিরহিতং বানসং তীর্থমুচ্যতে । দাতৃণাঞ্চ কর্ণে তীর্থে দেবপূজাকরৌ তথা ॥ ৫  
 অস্ততীর্থে ভূতওক্যা প্রাণায়ামৈক নানিকে । মস্ত্রিতকাসনং তীর্থে পৈতৃকী বস্তুভিতি ॥ ৬  
 অথাতঃ শূণু বক্ষ্যামি কালতীর্থানি হুম্মরি । বৈক্যবানি চ শাক্তানি শৈবসৌরাদিকানি চ ॥ ৭  
 কাল একো বিতুঃ সাক্ষাদেবো নারায়ণঃপ্রভুঃ । ক্রিয়াকৃতৈস্তবিত্তৈর্দেবৈর্ভোগ্যনজিবিধোমতঃ  
 বর্জমানক ভূতক ভবিষ্যতিতি সোপধিঃ ॥ ৮

চক্ষমলোৰ্গভা। পরমাধুক্ষণাদয়ঃ । উপাধয়ক বহবো বৈদিকব্যবহারতঃ ॥ ১  
 ১ মনুষ্যমানেন বটী রাজিন্দিবং যতম্ । তে পঞ্চদশ পক্ষঃ স্থান্যো পক্ষো মাস উচ্যতে ॥  
 দাঃ কলাস্ত তিথয়ো বর্ধমানাঃ পরস্পরম্ । শুক্লাস্তাঃ পঞ্চদশ বৈ শুক্লপক্ষ ইতি শ্রুতঃ ॥ ১১  
 ১১ নি দেবকাৰ্য্যাদি স্নানদানোৎসবাদয়ঃ । প্রশস্তন্তে তত্র মথো শশী যত্র হি বুদ্ধিমান্ ১২  
 অন্ত্যাস্ত পঞ্চদশ বৈ কৃষ্ণপক্ষ উদাহৃতঃ ॥ ১৩  
 ১৩ গোতি চক্ষমা যত্র মান্না প্রতিপদাদিম্ । চক্ষস্ত তু বলং ক্ষীণং কৃষ্ণপক্ষঃ স উচ্যতে ॥ ১৪  
 ১৪ পক্ষো শুক্লকৃষ্ণো পিতৃণাং তদবধিশম্ । আশ্বিনাদ্যা মতা মানাঃ সৌরচাক্ষরমাণতঃ ॥  
 ১৫ বয়ম্ভূঃ প্রোক্তো যথৈবং কার্ত্তিকো শরৎ । এবং বড়ু তথো মানা যাদশৈবায়নে সমা ।  
 সাহসিনশা চ দেবানামন্ননোত্তরদক্ষিণে ॥ ১৬  
 ১৬ ষাষ্টিঃ কার্ত্তিকস্ত মাঘো বৈশাখ এব চ । জ্যৈষ্ঠ্যাজ্যাদি মানা বৈ চত্বারোহজীঠমায়কঃ  
 ১৭ বাৎ ব্রহ্মচর্য্যাক্ষ কৃষাদেয়ু কৃতী নরঃ । স্নানং দানং তপো হোমো গুরুদেবদ্বিজার্জুনম্ ১৮  
 ১৮ হানপুৰাণাদিপাঠশ্রবণকৰ্ম্মণী । কৃপারামতড়াগাদিনীকান্যাস্ত ক্রিয়াঃ শুভাঃ ।  
 ১৯ মাসেষু প্রশস্তন্তে বিশ্রান্তীর্থাশ্রমা ইব ১৯  
 ১৯ যথৈ বো বনং কাষ্ঠাং গুচো ত্রীপুরুষোত্তমে । কামরূপেকার্ত্তিকে চ প্রারামেমাযমানিবৈ  
 ২০ যত্র বজ্র যুতোহপোযু নির্ক্ষণমুজ্জ্বলগ্ভবেৎ ॥ ২০  
 ২০ সৌ হমীষেব কালেনু চ যলেনু চ । অন্তর্জালে চ গঙ্গান্নাং যুতেহবশস্তং তথা ভবেৎ ॥ ২১  
 ২১ চিৎ পদ্মকুহ্নৈঃ কার্ত্তিকে তুলসীদলৈঃ । দ্বীপৈর্দ্রবীধৈশ্চৈব নৈবৈদৈকং যথোচিতৈঃ ।  
 ২২ কৈশোৰ্য্যে বিজগত্রে রাধে য়েঠান্ প্রপূজয়েৎ ॥ ২২  
 ২২ ষ্ঠিমানেষেতেষু কালভীর্ষং বিশিষাতে । তৃতীয়া নাম বৈশাখে শুক্লা মান্নাক্ষয়তিথিঃ  
 ২৩ লঘুগৃহে যত্র পক্ষা ভাতা চতুর্ভুজা । পূরণে কথিতা যা চ যুগাদ্যা প্রথমা সখি ॥ ২৪  
 ২৪ ১ জঙ্ঘনপুটমী চ যত্র মান্না চ জাহবী । তত একাদশী শুক্লা কালভীর্ষং হি নাদবে ॥ ২৫  
 ২৫ ততো হি দ্বাদশী শুক্লা প্রশস্তজলদানিকা ॥ ২৬  
 ২৬ ষাণী পৌর্ণমাসী চ নংযুতা চ বিশাখয়া । শুক্লাষাঢ়া দ্বিতীয়া চ বৈকুণ্ঠীতিথিরুত্তমা ॥ ২৭  
 ২৭ ১ সপ্তমী সূর্য্যজীতিকা দশমী ততঃ । বহুস্রা চ বিজ্ঞেয়া তত একাদশী শুক্লা ॥ ২৮  
 ২৮ তিতরায় শ্রেষ্ঠা যুক্তা তেনামুদায়রা । যত্র অগ্নিতি বৈ বিষ্ণুরাদ্যাদে ভগ্নপতিঃ ॥ ২৯  
 ২৯ মানী তথাষাঢ়া মতা বহুস্রা তু যা । ততো হি পঞ্চমী কৃষ্ণা মাদনৈবীপ্রিয়যতে ১৩০  
 ১৩০ ১ কার্ত্তিকে মাসি দ্যুতপ্রতিপদিত্যপি । শিবে গিরিজয়া যত্র কৃতং দ্যুতং জয়প্রদম্ ১৩১  
 ১৩১ ১ শুভমীপুত্র সেবন্তে তে বিজাতয়ঃ । পরাজয়ে ন কৰ্ত্তব্যং দুঃখচিত্তং নৃপৈঃ সদা ১৩২  
 ১৩২ ১ জাতুধিত্যয়েতি যমুনা যত্র চাগতম্ । অপূজয়ত্বর্ধরাজং স চ তাং উদ্ধাভূষণৈঃ ॥ ১৩৩  
 ১৩৩ ১ চ যমশ্চৈব তে পদস্পর্শপুঞ্জিতো । দ্বিতীয়ায়ৈ তু তিথয়ে দম্ভুঃ প্রথমঃ বয়ম্ ॥ ১৩৪  
 ১৩৪ ১ যৈ গুরুশক্ৰে প্রিয়ে জাতুঃ স্বহৃঃ সনা । স্বয়ং বৈ সৌমরাঃ পূজাং করিয়াস্তিবিধঃ স্বৈধঃ  
 ১৩৫ ১ চন্দনভাস্মৈর্ভোজ্যৈর্বিবিধৈঃ শুভৈঃ । তেবাং ভাসাং যগ্নঃ পাপক্ষয়ঃ স্তননসঙ্গতিঃ ॥

নাথে মানি নিত। খাতা চতুর্থী বরদা শুভা ॥ ৪৩

জ্ঞানে চার্কাস্যদানে চ মজ্জাবেতাবদীরয়েৎ ॥ ৪৭

দেব্যা মহাষ্টমী চৈব যোক্তব্যঃ স্মারপোষণং ॥ ৫১

इति बृहद्ब्रह्मसूत्रेण पूर्णवत्त्वे वैशाखान्तिकतीर्षकथनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ १६ ॥

## যোড়শোহধ্যায়ঃ ।

দেহুবাচ ।

পঞ্চমী চৈত্ৰমাসস্ত গুৰা তীৰ্থযুদ্ধাচ্ছতম্ । যত্র অীৰ্ত্তলোকোহসি সংপ্রাপ্তা বাসুদামহম্ ॥ ১  
তস্যাং তং পূজয়েৎ তত্র যন্তং লক্ষ্মীন্ মুখতি । এবা অীপঞ্চমী কার্ধ্যা বিহ্ললোকগতিপ্রদা ২  
ততঃ গুৰাষ্টমী চৈত্রে খ্যাতাশোকাষ্টমীতি বা । যন্তামশোককলিকায়ুক্তং বারি পিবেন্নরঃ

ভবভ্যাশোকভাক্ তেন স্নাত্বা দেবীঞ্চ জাহবীম্ ॥ ৩

তামশোক হরাভীষ্টে মধুমানসমুজ্জ্ব । পিবামি শোকনস্তপ্তো মামশোকং নদা কুর ॥ ৪  
গঙ্গে দেবি শিবে মাতুরণোকে শোকনাশিনি । ইহলোকে পরজাপি শোকং হর মহেশ্বরী ॥ ৫  
এভাভ্যামেব মজাভ্যাং স্নানং গঙ্গাজলে চরয়েৎ । অশোকপুষ্পকলিকায়ুক্তং বারি পিবেন্নপি ॥  
ততঃ ত্রিরাশনবমী পুযানক্ষত্রসংযুতা । যন্তাং রাবণনাশায় প্রাহুর্ভূতো জনাৰ্দ্দনঃ ॥ ৭  
যন্তাং ননীতানৌমিত্রিজরতং রামমীষরম্ । সংপূজ্যোপোবাত্তং অীতৈভ্যুদ্যোজয় ন লভ্যতে ।

দশম্যাংভোজয়েৎবিপ্রান্ ভূহ্মাক ভিলৈঃ শতম্ ॥ ৮

ততঃসমোদনী গুৰা চৈত্রে মানি শ্রুতা নথি । যন্তাং সংপূজ্যতে কামঃ সৰ্ব্বকামসমুদয়ে ॥ ৯  
ততশ্চতুর্দশী নাম মদনাধাঃ শিবপ্রিয়া । তত্র বে মূলমন্ত্রেণ সমূলদমনোচ্চরম্ ।

নিবেদয়ন্তি ধৌরীণে তেবাং চৈত্ৰার্চনং ফলম্ ॥ ১০

চন্দনাগুরুকপূরকুঙ্কমৈর্মাল্যবস্ত্রটকঃ । নানাবিধৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ পূজা কার্ধ্যা সমধীষম্ ॥ ১১  
ধ্বজচ্ছত্রবিভানানি দেয়ং কার্ধ্যাঃ প্রজাগরঃ । মহৎ পুণ্যমবাধোতি চাৰ্ষবেবশভাবিকম্ ॥ ১২  
ততঃ সৌভাগ্যদা চৈত্রী চিত্রানক্ষত্রসংযুতা । তস্তাংচিত্রাঙ্কংগাং পূজাং কৃত্বা চাক্ষপদ্বীং ব্রজেৎ  
পূজয়েদ্যাং ভক্তিভাবেকক্ষণোতিতমস্তকাম্ ॥ ১৩

বারেহর্কভক্তমন্দানং চৈত্রী মহন্তরা যদি । অধমেবাবিকং পুণ্যং তত্র স্নাত্বা লভেন্নরঃ ।

দানধাঁকরতাং বাতি পিতৃণাঞ্চাপি তর্পণম্ ॥ ১৪

বৈগ্যাণে মাসি গুৰার্যং তৃতীয়ার্যং জনাৰ্দ্দনঃ । যবাসুংপাদমামাল যুগধাঁরকণ্ড্যু কৃতম্ ।

ব্রহ্মলোকাং ত্রিপংগাং পৃথিব্যামিবতারয়ৎ ॥ ১৫

তস্তাংকার্যোববৈবৌমোববৈবিহ্লংসমর্চয়েৎ । যবাসুংদম্যাদ্বিজাতিভ্যাঃপ্রযতঃ প্রাণয়েদ্ব্যবান্ ॥  
পূজয়েচ্ছত্রং গঙ্গাং কৈলাসঞ্চ হিমাচলম্ । ভগীরথঞ্চ মৃপতিং লাপরানপি সর্গতঃ ॥ ১৭

স্নানং দানং তপঃ জ্ঞানং জপহোমাদিকঞ্চ যৎ । অঙ্করা ক্রিয়তে বহু তদানন্ত্যায় কল্যাতে ।

গঙ্গাতীরে বিশেষেণ সৰ্ব্বমক্ষয়মুচ্যতে ॥ ১৮

জ্যৈষ্ঠগুরুহৃৎয্যাক্ জাতা পূর্বমুবা নভী । তস্তাং সংপূজনীয়া না নুভিঃ সৌভাগ্যবৃদ্ধয়ে ॥ ১৯  
উপগায়ৈক বিবিধৈনুভ্যগীতোংসবাদিভিঃ । হোমংবিষদলৈঃ কুর্যাদ্ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ নথি  
যথ গুৰা চ দশমী জ্যৈষ্ঠে দশহরা শ্রুতা । হস্তকংসংযুতা তেঁদবানে তীৰ্থং বিশেষতঃ ॥ ২১



অস্তাং স্নানঞ্চ দানঞ্চ মহাপাতকনাশনম্ । যাংকাঞ্চিৎ সন্নিভং প্রাপ্য নদ্যাকর্ভভিলোপকম্ ।

পিতৃভ্যাঃ পাতকৈস্তেন মুচ্যতে দশভিঃ পটৈঃ ॥ ২২

গঙ্গাঞ্চ পুজয়েদুত্তম্য। মালাচন্দনকাদিভিঃ । গঙ্গাত্তবাংক শৃংগাদুভোজয়েদ্ব্রাহ্মণানপি ॥ ২৩

গঙ্গাবতীর্বা ধরণীমস্তাং শৈলাদ্ধিমানমাং । তস্যাং সংপুজয়েদগ্নিন্ শত্ৰুং ভূপং ভগীরথম্ ॥ ২৪

বিবিধং কুলশৈলাংক ধরণীং মাগরানপি । হংসকারওবাশীংক পক্ষিণঃ স্রীগণানপি ।

হোমং কুর্য্যাবিশেষেণ করবীতৈঃ সিতৈঃ শতম্ ॥ ২৫

এবং দশহর্যাপুত্রাং যঃ করোতি নরোত্তমঃ । ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা ভক্তিভংগরঃ

অথমেবাদম্যো বজ্রাস্তেনৈব ভুং কলৌ কৃত্যঃ ॥ ২৬

পূর্ণিমা জ্যৈষ্ঠমাসস্ত যুক্তা চেজ্জ্যৈষ্ঠয়া ভবেৎ । মহাজ্যৈষ্ঠ্যভিবিজ্ঞেয়া যুক্তা বাপ্যনূরাধরা ।

শনিবারস্ত যোগস্ত কলাধিক্যাং প্রশস্ততে ॥ ২৭

মহাজ্যৈষ্ঠ্যাত্ত যঃ পশ্চৎ পুরুষঃ পুরুষোত্তমম্ । বিহুলোকমবাপ্নোতি মোক্ষং গঙ্গানুমজ্জমাং ॥

ইন্দ্রপ্রহরহোম্যাং সূর্য্যপ্রহরভেদপি । ফলং দত্তে ভগবতী মহাজ্যৈষ্ঠী মহাফলা ।

স্নানং দানং জপং স্নানং গঙ্গাতীরে বিশেষতঃ ॥ ২৯

আধাঢ্যাঃ পরতঃ কৃকা পঞ্চমী অবণাযুতা । মহাবাজসনীশাধাঘাঘিনাত্ত বিজয়নাম্ ।

উপাকর্ষপি কেচাঞ্চিৎ কেবলাপি মতা তথা ॥ ৩০

সবি ভাঙ্গপদেংষ্টম্যাং কৃকপক্ষে কলৌ যুগে । অষ্টাবিংশতিমে জাতঃকৃকোংহস্যে দেবকীমুতঃ

গন্ধমাল্যৈস্তথা বস্ত্রৈর্ঘণ্টগাধুমপিষ্টকৈঃ । সর্গোরসৈর্ভক্ষ্যভোজ্যৈস্তথা বহুবিধৈঃ কলৈঃ ।

রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যান্ ত্যগীতমহোৎসবৈঃ ॥ ৩২

নির্ধায় প্রতিমাস্তাস্থ কৃকং নন্দবধুং তথা । দেবকীকাপি সংপূজ্য জন্তেং সর্কার্শনাধনম্ ॥ ৩৩

অষ্টম্যাং কেবলান্যক পূজা কার্য্যা বিশানতঃ । নিশীথব্যাপিনীযুক্তা রোহিণ্যা সা কলাধিকা ॥

ভস্তাং সংপূজয়েৎ কৃকং দুর্গাং নন্দবধুং তথা । দেবকীং রোহিণীং রামং যমুনাম্ নন্দমেব চ ।

বহুদেবং তথা কংসং নারদঞ্চ মহামুনিম্ ॥ ৩৫

বিনাপি ভাস্করাসেন রোহিণ্যা সহিতাম্ চ । কৃকাষ্টমীম্ সর্কার্শন সম্পূজ্যো শিবকেশবো ।

তস্তাপি রক্তনীধোপোংপেক্ষাতে বৈ কলাধিকঃ ॥ ৩৬

শৃংগাং কৃকমাহোম্যাং কৃকজন্মকথানপি । উপবাসক কর্ভব্যো জাগরন্ত মহোৎসবঃ ।

জয়ন্তী নাম যোগোৎসবং দৈবভৈরব প্রশস্ততে ॥ ৩৭

পুজোপবাসকর্ষার্ণো নবম্যা বেধ ইবাতে । জম্বাষ্টম্যাংদুর্ভরাজিহব্যাত্তরাং দৈনিকক্রিয়াঃ ॥ ৩৮

বহালো বহু কোমারে যৌবনে বার্ষিকে চ যৎ । সপ্তজম্বাক্ষিত্তং পাণং স্নানং বা যদিবাংবহ ।

তৎ কালমতি ভূতেশং ভস্ত্যমভ্যর্জ্য ভক্তিভঃ ॥ ৩৯

হোমজপাদিধানানাং ফলঞ্চ শতনমিতম্ । সংপ্রাপ্নোতি ন সন্দেহো বজ্রাস্তমসেন্দ্রিতম্ ॥

উপবাসক ভজোক্তো মহাপাতকনাশনঃ ॥ ৪১

এবং কৃকা বিধিনম্যাক্ পরজাহনি ভক্তিমান্ । অরুণোদয়বেলায়াং ত্রিমেংপি চ বিভূষিতাঃ

নদীৰূচ তড়াগেহু প্ৰতিমাঃ স্নাপয়েচ্ছতাঃ । কৃতা মহোৎসবাস্তত্ত্ব তা গচ্ছেদুৰ্গাহমপি ।  
 তিথিতান্তে যুগা কুৰ্যাৎ পাৰ্বণং বৈকটৈঃ সহ ॥ ৪৩  
 নদ্যেক্যামরাজ্যাদবিক্ৰে তিথিতে উভে । তথা সতীচ্ছয়া কালে পাৰ্বণাচরণং সখি ॥ ৪৪  
 দক্ষিণাং কচিরাং দদ্যাৎকৃতবে ব্ৰাহ্মণায় বা ॥ ৪৫  
 গৰ্বাং পূজা ১ বিবিধা কৰ্ত্তব্যানবমোদিনে । গোপানাং প্ৰীতিদানেন ধৰ্ম্মৈঃ সম্পূজ্য বৰ্ধতে ॥  
 কৃষ্ণকৈ তাম্ৰপদে চ্ছনোগানান্ বিজ্ঞানাম্ । পুষ্যায়াং প্ৰোক্তমতুলধূপাকৰ্ণ বিধানতঃ ॥ ৪৭  
 তাম্ৰে নিতা তৃতীয়া চ পুণ্যা মহন্তরা মতা । জীবাং তদ্রোৎসবং পুণ্যং স্নানদানাদি মঙ্গলম্ ॥  
 পঞ্চম্যাঞ্চ ততঃ কুৰ্যাৎ সৰ্পাণাং দেবভাৰ্জনম্ ॥ ৪৯  
 ততঃ বঙ্গী চ সামান্তা দানি তাম্ৰপদে শিবা । নান্না পাপহরা তত্র স্নানাদ্যাক্ষয়্যাতে ॥ ৫০  
 ততশ্চতুৰ্দশী কৃপা দাপয়াদ্যা মহাফলা ॥ ৫১  
 ততঃ প্ৰতিপদং শুক্লামায়ত্ৰ্য চাক্ষমা হরেঃ । ইন্দ্ৰঃ পালয়তে পুণ্যাং ব্ৰীহিশৰ্ভোবদীঃ সয়ম্ ॥  
 তন্মাং ন তত্র সম্পূজ্যঃ সত্যৰ্যাক্ষ দিনে দিনে । সগৰঃ সানুযাজ্ঞক সানুযজ্ঞক সন্যাসিনঃ ॥ ৫৩  
 পটতিভিকৃতো দেবো রাজ্যাপুজ্যো বিশেষতঃ । পক্ষেংপিসমুদায়েত্ব প্ৰত্যাহং মনবেজ্যতে  
 সপ্তম্যাঞ্চ তথাষ্টম্যাং মনম্যাঞ্চ বিশিষ্য চ । শিবং শিবাঞ্চ দেবীক পূজয়েৎ ত্ৰিন্নো দ্বৈতঃ ৫৫  
 দাদশম্যজ নৃপতিঃ শঙ্কমুখাপ্য পূজয়েৎ । তত্র পার্শ্বপৰীবৰ্ত্তঃ শ্ৰদ্ধাদন্ত হরয়পি ॥ ৫৬  
 ইয়ঞ্চ ঋণবোণাচ্ছবণদ্বাদশী মতা । কস্তপাদদিভো জাত উপেজ্যো যজ্ঞ বামনঃ ।  
 স্নানদানোপবাসাদি কুৰ্যাৎ তত্র হি বৈকৰঃ ॥ ৫৭  
 অত্রৈব শুক্লগন্ধে হি সিংহাংশে দিনসপ্তকে । অগস্ত্যং পূজয়েৎ প্ৰোক্তঃ প্ৰত্যাহং মানবে গৃহী  
 পঞ্চরত্নমায়ুক্তং যুতপায়সংযুক্তম্ । নানাতক্ষ্যাকলৈৰ্যজ্ঞং তাম্ৰিপাঞ্জলমধিতম্ ॥ ৫৯  
 অমৃতমাত্রপুৰুষং কুন্তজাতং চতুৰ্ভুজম্ । সুবৰ্ণপ্ৰতিমায়াক্ত পূজয়েদক্ষিণায়ুধঃ ॥ ৬০  
 ধাত্তপট্টাশ্বৰৈৰ্যজ্ঞে নিগধ্যাৎ প্ৰতিমাং বটে । ধেমুং সৰ্বসংক্ৰাং দদ্যাৎকৃতবে পৰম্বিনীম্  
 এবমেব বিধানেনাগস্ত্যায়ৈৰ্যজ্ঞাদপিয়েৎ ॥ ৬১  
 কাশপুণ্ড্ৰপ্ৰতীকাশ অগ্নিমাক্তসমস্তব । মিত্ৰাবরুণয়োঃ পুত্ৰ কৃত্বোনে নমোৎসজ্ঞে ॥ ৬২  
 হোমঃ কৃতা ততঃ পাকলভতে মানবঃ ফলম্ । এবং কৃতা চক্ষলোকং কুপারোগ্যসমধিতম্  
 প্ৰোক্তোক্তি সখি বঃ সম্যক্ সপ্তবার্হীনু এবচ্ছতি ॥ ৬৩  
 উদেতি যাবত্তগবানগস্ত্যো যোদ্ধি ভাবতঃ । কালোৎসংপুণয়েৎ তং বৈ কস্তাসিংহাংশকান্তরে  
 ভাবত ভোজয়েদ্বিধানু পৰমায়কলাদিতিঃ । দস্তা চ দক্ষিণাং শুক্লাংদদ্যাৎসৰ্গংবিজাতয়ে ৬৫  
 যদ্যহং প্ৰাণ্ধুয়াং কামং ভগবনু মনসেপিতম্ । তৎপ্ৰদাদাদবিরেণ ভূয়ন্ত্যং পূজয়ামাহম্ ।  
 ইত্যেবং প্ৰাৰ্থয়েৎ কানীযাসিনং কুন্তসমস্তম্ ॥ ৬৬  
 ইত্যেবং সখি তে প্ৰোক্তস্তোত্ৰানি তীৰ্থকানি বৈ । কালতীৰ্থানি পততঃ শৃণু বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ  
 ইতি বৃহদ্রথপুৰাণে পূৰ্ণৰাশিগন্ত্যায়াদানং নাম ষোড়শোৎসবঃ । ১৬ ॥

## সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

দেব্যাচ ।

সৰ্বো ভীৰ্মি তিথয়ঃ পিতৃণাং ক্রীতয়ে পরাঃ । অব্যবৃক্কপক্ষীয়াঃ পিতরন্তজ লিপ্যঃ ।  
প্রত্যহং তাম্ কুরীত জ্ঞানং বৈ পার্শ্বং বিধিम् । দেবীং নামেববিধিনাপিতৃরপামিষ্ঠিতা  
যজ্ঞেয়ঃ প্রযত্না মৰ্ত্যাঃ কন্তসংহে রবো মতি । পূজা মে আচ্ছন্নপেয়ঃ পরমকীৰ্তিধারিনী ॥ ১  
অহমেব স্বধা স্বাহা নম ওঙ্কার এব চ । বিশেষাং স্বয়মেবানং বিকো সুপ্তেহজ মৰ্জ্বা ॥ ২  
তস্মাদপরপক্ষেৎসিদ্ধিঃ কুর্যাদিনে দিনে । তদশজ্যা পঞ্চমীতো দশমীতন্ততোহপ্যলম্  
ততোহপ্যশজ্যে জ্যৈষ্ঠাবদিনানি তত্রনাপিঠেং । অমাবস্তাদিনেজ্ঞানং কৰ্তব্যং নাজ মংশ  
জ্ঞাপ্যভাবে কৰ্তব্যং জ্ঞানং নীপাধিতাতিথৌ । তস্মাদ্যতোহপরে পক্ষেকৰ্তব্যঃ প্রাক্ততর্প  
নভিলং তর্পণং কার্যং গঙ্গায়ামিত্রয় বা । নিবিক্লেহপি দিনে কুর্য্যৎ তর্পণং নভিলস্থিহ  
মযায়াঃ পিতৃদানন্ত ম কুর্য্যৎ পুত্রবান্ গৃহী ॥ ৩

আহবেম্ বিপর্যায় জন্মায়িত্তপাতিনাম্ । চতুর্দশ্যং ভবেৎ পূজা অমাবস্তাং তু কামি  
উপসর্গমুত্তমানং তথৈব চান্দ্রযাডিনাম্ । পিতৃধোদকদানঞ্চ কৰ্তব্যমিহ বর্ততে ॥ ১১  
ত্রিমাঃ স্ত্রিবিপর্যয়াঃ প্রাক্তমজ্য বিধীয়তে । শাকপ্রাক্তমিহাষ্টম্যঃ পিতৃণাং ক্রীতিদারকম্  
জ্যৈষ্ঠোদজ্ঞানং মধুনা পানৈঃ প্রাক্তমিযাতে । পুত্রবানপি তৎ কুর্য্যৎ চেৎ কাম্যং ভবেৎ  
ইহং যুগাধ্যাপি মতা কৃৎসিনজ্যৈষ্ঠদনী । অথাতঃ শৃণু বক্ষ্যামি শরৎপূজাদিনানি মে ॥  
জাষালিহুবাচ ।

পিতৃরূপা কথং দেবী স্বধাতোক্তৌ স্বয়ং শিবা । কথং বা শারদী পূজা অকালে যজ্যতে  
ব্যাস উবাচ ।

এবমেব ততঃ সৰ্বো দেবীং পপ্রচ্ছতুঃ শিবাম্ । তদহং তেহতিথ্যন্তামি শৃণু বৈকমনা বি  
মধ্যাবৃচতুঃ ।

কথং নু ভবত্যে ভূতা পিতৃরূপা স্বধাধিনী । শরৎকালে তথার্চ্য বা কথমাকালিকী শিবে  
ইতি ক্রীতবর্ষপুণ্যে পূৰ্ণধতে অপারপক্ষ প্রাক্তবিধানীম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

## অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

দেব্যাচ ।

আনীতাক। দশরথঃ কোশলাবিপতিনৃপঃ । সূর্য্যবংশনমুৎপন্নঃ সপ্তদীপপতির্য়হান্ ॥ ১  
যজ্ঞা দাতা ধর্মপন্নঃ শারঙ্গঃ সৎপরাক্রমঃ । সার্বজনগুণভঃ ভার্য্যাস্তস্তানস্ পৃথিবীপতেঃ ॥  
কোশলা্য কেবরী চাপি স্থিজে চাপি তস্ত হ । তিরোমহিষাঃ স্তবধাঃ সচ্ছীলান্দাকুলো

আনন্তস্ত নৃপস্তাসীং তান্ বোগ্যা ন সন্ততিঃ । বিতাককৃতং মায়ী স্বাশৃঙ্গং সমাপ্তিতঃ ।

পুৰ্ণাৰম্ভমাতঃ কৰ্ত্ত্বং কৃত্বং কৃত্বমতঃ বঃ ॥ ৪

এতন্নিবেশ কালে তু ব্রহ্মা সুরগণৈঃ সহ । গতা বৈকুণ্ঠভবনং বৈকুণ্ঠেশুবাচ হ ॥ ৫

ব্রহ্মোবাচ ।

নারায়ণ জগন্নাথ বৈকুণ্ঠ পরমেশ্বর । জনাৰ্দ্দন হৃষীকেশ কেশবানন্ত মাধব ॥ ৬

লক্ষ্মায়াং ব্রাহ্মণপতিৰিদিভস্তে হুয়াননঃ । তং নিহন্ত্যং ক্ৰিভো নাথ মাতৃযৌ তনুশাশ্রয় ॥ ৭

ময়া তস্মৈ বরো দত্তঃ সৰ্দ্ধাবদ্যমীশিতম্ । নাগুহাং ন স্বয়ং মোহান্ধানুবাধাত্যং কৃণীঃ ॥ ৮

ভক্ষ্যা নো মাতৃবা এবমবলোপোজ্ঞানৰ্দ্দন । তস্মাৎ তং মাতৃবো হুয়া রাবণং জহি কটকম্ ৯

রাজা নশরবো মহাং পুৰ্ণাৰ্য্যো বজ্রতেভরাম্ । তস্ত তং বৈকুণ্ঠ্যস্ত পুত্ৰতং বাহি মাধব ॥ ১০ ।

ভগবানুবাচ ।

ব্রহ্মনু সত্যনিদং জাতং ময়্যপি নিশ্চয়েন বৈ । মাতৃবোহং ভবিষ্যামি তংবধিষ্যামি ব্রাহ্মণম্

কিৎসেকমন্তি কৰ্ত্তব্যং গোপনীয়ং ত্বয়া সহ । দেব্যাং স্বখালয়ং যাতু সাহাব্যায় চ মে ভুবি ॥

ব্রহ্মবানবসজ্জেশু ভবন্ত ভাবয়ন্ত চ ॥ ১২

ইত্যুক্তা দেবভাবগান্ বিনিযোজ্য তথা তথা । ব্রহ্মণা সহ কৃষ্ণাংস্বাংকৈলাসং বজ্র পার্শ্বভী

ভো ভজ শত্ৰুনা দৃষ্টৌ পুজিষ্ঠো চ সমৰ্থৈঃ । ততো ব্রহ্মহরীশাণ্ডে উপতস্থকমাতু মাম্ ॥ ১৪

উদ্যতেষু প্রবৃত্তং মাং তেষু দেবেষু মন্তনোঃ । নিঃস্বৈক্যে ভগবতী মহামেঘপ্রভা শুভা ॥ ১৫

অষ্টাদশভুজা চক্ৰকলাকলিতমন্তকা । দেবীভিরষ্টভিহুতা জয়ন্ত্যাদিভিরন্তমা ॥ ১৬

নবযোবনসম্পন্নানানভরণকোজ্জলা বর্ণসিংহাসিনে পটে লসন্তী লোললোচনা ॥ ১৭

তামেব সংপ্রণম্যৈব জগদ্বন্তে নমীশিতম্ । ভজ বিকুৰ্ব্বাচেনং শূদ্রতঃ কামবৈরিণঃ ॥ ১৮

ভগবানুবাচ ।

মাতরস্ব বিষ্ণুমায়ে ব্রহ্মায়ং দৈবভৈঃ সহ । উপারণম্ভাবণস্ত বধঃ লোকদূৰিণঃ ॥ ১৯

অভিস্তস্ত বধাৰ্ণায় মাতৃবৎ ব্রহ্মামাহম্ । ব্রহ্মবানবসজ্জেশু দেবা যাত্ততি সন্তবম্ ॥ ২০

কিৎসং দেবিতাদেনে রাবণেন হুয়াননা । অয়ং পুজিতঃ শত্ৰুর্ধাবজ্জীৰ্ণং দিনে দিনে ॥ ২১

ঔজস্বঃ শিবভক্তো বা মদুভক্তো বা কথং ময়া । হস্তযাঃ শৈলতময়ে ন মাং বেষ্টিন কচিং

যুবাভ্যাং দেবদেবীভ্যাং বহ্নিতঃ ন চ দর্শিতঃ । বিশেষতস্ত্বমেবাস্মৈ দেবী লক্শ্মণ্যৌ শুভাং ৩

অভ্যন্ত্রৈলোক্যব্রহ্মায়ৈ রাবণস্ত বধাদিহ । চিত্তয়োপায়মতুলং যেন দেবি শ্লিষ্যন্তে নঃ ॥ ২৪

দেহুবাচ ।

ইত্যুক্তা সা ভগবতী চতিকা চতবিক্রমা । বিহস্তোবাচ দেবেশং বিষ্ণুং ব্রহ্মনামায়ম্ ॥ ২৫

চতিকাচ ।

নভ্যাং তেনারাবিভাহং তজ্জা চ সমুপাসিতা । শত্ৰুত্বাদাবিভজেন লক্ষা সম্প্রজ্ঞ ভাদৃশী ॥ ২৬

নৈবাবশিষ্টং কিঞ্চান্তি প্রাপ্যং তস্ত হুৰ্ণতম্ । অধুনা অবিনাশায় গোকাশ্বেজমত্যসৌ ॥ ২৭

ময়্যপি চিত্ত্যন্তে তস্ত নিধনায় হুয়াননঃ । ব্রহ্মণা তু বরো দত্তভেন চাহুপাসিতা ॥ ২৮

আরাধিতক ভূতেশ্বরাধ ন যেষ্টী স কচিং । মান্থা ভোজনং তন্ত কন্দাদেব মরিষ্যতি ॥২১  
উপায়শ্চিন্তিতো যো হি ব্রহ্মণা কৃত এব নঃ । যজ্ঞানুশরণং তস্য বধে মান্থবতাবতঃ ॥ ৩০  
কিত্ত ত্যক্তা ময়া লব্ধা তয়া নববিত্তোভবেৎ । ভস্মাংতাক্যামিতাংলভ্যং ভত্রোপায়ঃশৃণু মে  
ত্মি মান্থবতাং বাতে তব পত্নীক্ মান্থবীম্ । জিহ্মং দেবীং মবিভুতিং হরিষ্যতি হুরাজ্জবান্ ॥  
না তু লক্ষ্মীৰ্ণা তন্ত পুরীং যাস্ততি সুন্দরী । তদা শঙ্কোরমুহভেষ্টাংতাক্যামি পুরীং প্রভো  
মম প্রতিনিবীভুতাং যদা লক্ষ্মীং তব জিহ্মাম্ । অবমংস্ততি ভূষ্টাজ্জা তদা ন নাপমেষ্যতি ॥  
অভঙ্কং যাহি মান্থবাং তদধে চ মনঃ কুরু । তয়া চ স্মরণীয়াহং হৃদি ভূষ্টা তদা তদা ।

সাহায্যং তে করিষ্যামি শত্রুঃ সৈব প্রান্যাতাম্ ॥ ৩৫

দেব্যাষাচ ।

ইত্যুক্তঃ স তদা দেব্যা শূরভোদেবমোন্তমোঃ । পরমাং ঐতিমাপন্নঃ শিবমৈক্ষত কেশবঃ ॥  
দেব্যা অমৃতঃ শত্রুরীক্ষিতো হরিণা তদা । উবাচ বচনং হর্ষাৎ প্রোৎফুল্লময়নঃ শিবঃ ॥ ৩৭  
অহঙ্ক্যবতরিষ্যামি বামর্ঘ্যাং পৃথিবীতলে । ত্রৈলোক্যাঙ্করং কর্ম করিষ্যামি মূদে তব ॥ ৩৮  
তবাজামন্থবাস্তামি লোকাতীতপরাক্রমঃ । দশলীর্ধেণ তেনাহং নত একাদশো ন চ ॥ ৩৯  
তেন চৈবাপর্যাধেন মর্দয়িষ্যামি তং ধ্রুবম্ । নন্দিনা মেঘভিশপ্তোৎসর্গো রাবণো ব্রাহ্মসাবিপঃ  
মত্তুল্যবদনা জীবা ভবিভারো বধে তব । অতোহহং বানরো ভূত্বা করিষ্যামি মূহং তব ॥৪১  
মরি বাতেতু লক্ষ্মাং দেবীতাক্যতিতাংপুরীম্ । কিং করিষ্যতি চ ব্রহ্মা ক্রতাং তত্রতুর্কর্ষণি

দেব্যাষাচ ।

ইত্যুক্তঃ শূলিনা কৃকঃ পরং হর্ষমুপাগতঃ । হর্ষাশ্রুপূর্ণমা দৃষ্ট্যা ব্রহ্মাণং সমুদৈক্ষত ॥ ৪৩

ব্রহ্মাষাচ ।

অহঙ্ক্যবতরিষ্যামি বক্ষ্যোনো মহাবলঃ । তব মদ্রী ভবিষ্যামি শুভাশুভবিবেচনঃ ॥ ৪৪  
জাত এব পুরা তত্র বর্ষ এব বিভীষণঃ । সর্কষণা নক্ষ্যতে ব্রহ্মো দেব মান্থবতাং ব্রজ ॥ ৪৫

দেব্যাষাচ ।

ইতৌবমুক্তা বিজয়ে জয়ে সখি ব্রহ্মাদয়ন্তে সুমিতা বভূবুঃ ।

তং মেনিরে চৈব হতঞ্চ রাবণং জখুর্জথা চক্রুঃখোচিতাঃ ক্রিমাঃ ॥ ৪৬

সমাজগামাধ মহীং হরিঃ স্বয়ং রাজোহজপুত্রস্ত বধুহু জন্মেন ।

একশততুর্দ্ধা চরসংবিভাগাদ্ ব্রহ্মৈব তদাশরণং চতুর্কম্ ॥ ৪৭

ইতি বৃহদ্রস্পুৰাধে পূর্নধতে রাবণবধোপায়ো নামাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

## একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

দেব্যাচ ।

কৌসল্যা সূত্রে রামং ভরতং কৈকেয়ী সূপাং । সুমিত্রা সূত্রে শত্রুঘ্নলক্ষ্মণৌ যমৌ ॥১  
রামশ্চ ভরতশ্চৈব শ্রীমৌ দুর্বাদনপ্রভৌ । নীতৌ লক্ষ্মণশত্রুঘ্নৌ সর্কৌ সূক্ষ্মবিরজোঃ ॥ ২  
রামস্তাসুগতো বাল্যলক্ষ্মণৌ লক্ষ্মণাশিতঃ । ভরতস্ত চ শত্রুঘ্নৌ লোকচিত্তাসুগতঃ ।

সর্কৌ বভূবুঃ সন্ততঃ সর্কদা ধর্মচারিণঃ ॥ ৩

অবোধারামং সমাগত্য বিধামিত্রৌ মহামুনিঃ । রামং দশরথং ভূপমযাচত মহাবিশ্বম্ ॥ ৪  
রাজা কষ্টাদর্শো পুত্রং রামং লোকমনোরমম্ । রামশ্চ পিতরং নত্বা লক্ষ্মণাসুগতো যবৌ ॥ ৫  
তাড়ক্য রাক্ষসীং হত্বা লক্য চান্নাণি তমুনেঃ । জগাম মুনিনা সার্কিং যত্র রক্ষোভয়ং ক্রতো  
হত্বা স্ববাহুং তদ্বযজে রাক্ষসং তাড়কাসুতম্ । মারীচমপি নিঃসার্য বাণেনৈকেন হাবযঃ ।

রক্ষিত্বা তৎকৃত্বঃ নেতে মুনিভ্যশ্চ শুভাশিষঃ ॥ ৭

ততস্ত মুনিভিঃ সার্কিং বিধামিত্রেণ চরিণা । জগতুমিখিলাং বীরৌ জাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ৮  
পঙ্কজহল্যামিত্রেণ রতং গৌতমশাপিতাম্ । বিমুচ্য শাপাং প্রাপয্য গৌতমং রঘুনন্দনঃ ॥  
প্রবিশ্চ চ পুরীং তত্র দদৃশে জনকঃ সূপম্ । দর্শো পরিচয়ং তন্মৈ জনকায় চ কৌশিকঃ ।

রামলক্ষ্মণয়োজ্ঞৈঃ শ্রুত্বা ন মুমুদে নৃপঃ ॥ ১০

রামোৎথ চাপং পরমং শূণাণাং শৌর্ধানাননম্ । শ্রুত্বানামা সমানমা বভজ্ঞ ভীষনিষনম্ ॥১১  
স্তুতঃ স জনকো রাজা ভূপং দশরথং যুধা । দৃষ্টেঃ সপুত্রমানামা তৎসুজ্ঞেভো দর্শো সূতাঃ  
সীতাম্ দর্শো ন রামায় ভরতায় চ মাণ্ডবীম্ । লক্ষ্মণায়োর্থিলাং তস্তাসুজায় শ্রুতিকৌন্তিকাম্  
রামদয়ন্তে সম্প্রাপ্তসম্মানাঃ সহপত্রিকাঃ । অবোধায় পঙ্কজমারক্য দদৃশুঃ পথি ভার্গবম্ ॥১৪  
তস্ত দর্শং মহাক্রোধং তথা স্বর্গপথং প্রভুঃ । তন্ত্ৰৈব ধর্মবৈকেন বাণেন রঘুনন্দনঃ ॥ ১৫

হত্বা গৃহীত্বা তং চাপং ভার্গবেণ নতঃ স্তুতঃ । আজগাম যুধা সর্কৌ মহাবোধায় দৃষ্টাশ্রিতৈঃ  
রামস্ত বিরহেণার্তান্ পৌরান্ সম্পূরয়ন্তিষ । প্রমোদেবিশিষ্টশ্রুতৈঃ সবিভীষঃ স্রিমা তদা ॥  
মাতামহগৃহং যাতে ভরতে মাতুলেন বৈ । ইয়েব সমুদঃ সর্কৌ রাজা রামাভিবেচনে ॥ ১৮  
তদানীমুখতঃ শ্রুত্বা কৈকেয়ী বিমলানুভা । দাসীবুদ্ধা বিবচিত্তা প্রায়শা স্বধূনৌ যথা ॥ ১৯  
নিজপুত্রে তু ভরতে প্রতিপাদয়িতুং শ্রিয়ম্ । বিবাসরামাস রামং বদ্ধা সন্তোম ভূপতিম্ ॥২০  
না দৈবচোদিতা রামং সখি হে বিজয়ে জয়ে । ভূপাভিরামং সর্কৌবামারামং কটুবচমা ২১  
রামলক্ষ্মণপ্রভাতাং বৈ রাজলক্ষ্মীং বিহার চ । পিতৃঃসত্যংপালয়িতুং ক্রিষ্টাশোকার্ণবেজমান্ ।

যাত্রামরণাশাসায় চকার রঘুনন্দনঃ ॥ ২২

তাত্ত শোকার্ণবে ময়ং কৌসল্যাং মাতরং তথা । সুমিত্রাং সংপ্রদ্যোব স্কীতবক্রো জগাম হ  
অসুবদ্রাজ বৈদেহী লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ । চীরাজিনজটাধারং রামং রাজীবলোচনম্ ॥ ২৪

কৈকেয়ী বরদামান বনং গচ্ছেতি নির্ভূরম্ । রামশ্চ দত্তা বিধেভ্যো ধনানি ধ্রুব্যো পুরাং ২৫  
 পুয়ায়াং গুরুশশনীদিনে রামঃ সিতাননঃ । রাজ্যপ্রতিমিধীভূতং বনবাসমরোচয়ং ॥ ২৬  
 অনুজগ্মুঃ সমং পৌরঃ স্তম্ভসহিতং বধম্ । প্রাক্ষত্ব নাং সরমুং তীৰ্থী গন্ধাং দদর্শ সঃ ২৭  
 ততঃ সীতা সুরধুনীং নত্যা ক্ষত্বা চ ভক্তিভঃ । বলিভির্যন্তমাংগাদ্যর্গজাপারং ততো যমুং ॥  
 নৃপবেশপুৰে ভজ মংস্তলীবিভহালয়ে । স্তোত্রো বিসর্জিতোৎসবোধ্যামাশয়ং পৌরিকাং তে ।

বিলপ্য বহুধা রামং ব্যাধী প্রাণানু জঠো নৃপঃ ॥ ২৯

রামশ্চ সহ সৌমিত্রিসীতাত্যাং হি বনে জমন্ । যমুপাণিমু নীনু ব্রহ্মনু বজ্রাম বনরাজিম্ ।

চিহ্নকূটং যযৌ শৈলাং তরবাজস্ত শাসনাং ॥ ৩০

ইহ ব্রহ্মকেশমাত্যা বলিষ্ঠাদ্যাকং ভূমুরাঃ । আশায়া ভরতং ব্রহ্মঃ সংক্রিয়াঃ সমকায়ং ।

রামশূন্তাং পুতীং দৃষ্টী মাতরং সমভৎসরং ॥ ৩১

দপৌরঃ সানুপাখ্যাতো রামং ব্রহ্মং যযৌ বনম্ । শক্তয়েন সহ জাতী নরীতিরপি যাতৃভিঃ ॥

নমভাত্য বহুন দেশানু তরবাজং প্রণম্য চ । দদর্শ চিহ্নকূটাকৌ রামং চীরজটায়রম্ ॥ ৩৩

ভরতেনাথ পৌরৈশ্চ বলিষ্ঠাদ্যৈর্মহর্ষিভিঃ । উজং ব্যাকামবাদান রামো বনমরোচয়ং ॥ ৩৪

ভরতস্ত স্ত্রাণভূতং রামরাজ্যমুপাধনায় । পাদুকৈ চাভিষিচ্যাস্ত নমিপ্রাসে তথা হিতঃ ॥ ৩৫

রামশ্চন্দ্রকরারণ্যং জগাম দুর্গমং বনম্ । তত্র হত্যা বিরোধার্থং দনোঃ পুত্রং মহাবলম্ ।

হিতিং চক্রে পঞ্চবট্যাং কুত্বা পর্বতীষয়ম্ ॥ ৩৬

তত্র শূর্ণপথা নাম রাক্ষসী কামরূপিণী । রামমৈছয়ং পতিং কর্তুং সীতাং ভুক্তা নথীষয় ॥ ৩৭

তস্তান্ত হুত্নিরীকং দৃষ্টী সৌমিত্রিরেব হি । রামাজ্ঞয়া শরণ্যস্তা নাসে কর্ণে জঘান হ ॥ ৩৮

হিরনাসা শূর্ণপথা ধরদূষণাদিকান্ । জগাদ রুদতী সর্গং শ্রুত্বা তেহপি সমাগতাঃ ॥ ৩৯

তানু রাম এক একেন চতুর্দশমহর্ষিণঃ । জঘান সাপি তদৃষ্টী জগাম রাবণং প্রতি ॥ ৪০

রাবণস্তম্বাঙ্কুশা সীতাং পরমহৃৎশ্রীম্ । হর্ষুং মারীচমকরোং সংহায় ভাড়কামৃতম্ ॥ ৪১

নিবারিতোহপি বহুশো মারীচেন স রাবণঃ । কালেন বলিনাপন্নো নাগুহ্মাং তথচো হিতম্

মারীচো রাবণাঙ্কুশাং বরং মত্বা ভথাকরোং । সৌবর্ণো হরিণো ভূত্বা সীতাদর্শনমাগতঃ ৪২

তং জানকী যুগং চিত্রং চন্দ্রবোচ্ছয়ং প্রতিঃ পুরঃ । রামশ্চাগতিকমুপাণিলক্ষণো রক্ষকঃ হিতম্

স রাবণস্ত কার্ণার্থী মারীচো যুগদর্শনঃ । দূরং গতো হু রামোহপি যযৌ তং চিত্ররূপিমম্ ।

রামাক্ষিপ্তেযুগাং রক্ষঃ পপাত লক্ষণং ব্রবন্ ॥ ৪৫

লক্ষণেত্যাক্রান শবং শ্রুত্বা সীতাং লক্ষণম্ । অবদদুভাতরং যাদি মাশাবিনাশিতং ক্রতম্ ।

যদি বাস্তসি নৈব তং তদা পীত্বা বিধং স্রিয়ে । ইত্যাদি কটুবাচ্যে স যযৌ যজ্ঞ রাবণঃ ৪৬

এতদন্তর্যাসান্য রাবণো ভিক্ষুরূপধক্ । বাগতা চোক্তা কোমল্যা হাং বিদূষরিতি ভরা ।

গৃহীত্বা বধমারোপ্য শরপেণ ধমাপত্যং ॥ ৪৭

স্য দৃষ্টী খে গতাক্রানং রাক্ষসস্ত রথোপরি । রাক্ষসেন হত্যং মত্বা চূড়োশ রামলক্ষণো ॥ ৪৮

ক্রোধভীং তং ভূষণাদিকিপভী কো নৃপাঙ্কাজম্ । হরন্থেৎদৃষ্টতমপি পক্ষিরাজা জটায়ুঃ

ভট্টাৰুৰূপে ভূরি সখা দশবৎস্ৰ নঃ । তং পরাতৃত্বান্ দৈবাং তেন চৈব নিপাতিতঃ ॥ ৫০  
তং নিপাত্য গতো লভাঃ সাক্ষীগণবধ্যতঃ । অশোকবনিকামণে বরক্ষ জনকাস্ত্রজাম্ ॥ ৫১  
না রামহীনো তজ্জৈব তহেঁ রাবণবেশ্মনি । বহুশঃ কথিতা চাপি স্রষ্টা রাবণং সখা ॥ ৫২  
বক্ষণৌ বচনাদিষ্টঃ প্রাণরক্ষক মৈথিলীম্ । তেন তস্তাঃ স্রষ্টা ত্বা গতা যাবৎ স্থিতা তথা  
অথ রামঃ সখাগত্য তামদৃষ্টৌ প্রিয়াং রূপম্ । বলামাপ্রাপ্য হতা চ কবচং ঘোররাক্ষসম্ ।

সাগমাত্মাবশেষং তং দদর্শ চ জটায়ুসম্ ॥ ৫৪

স চোক্তা রাবণং নীতাহারকং সতৃদেব তু । ততাজ প্রাণমালোক্য রামং লক্ষণমেব চ ॥ ৫৫  
ততঃ স শবরীং দৃষ্টৌ কৃত্য স্বৰ্গগত্যঞ্চ তাম্ । স্বয়মুকং যযৌ শৈলং স্ত্রীবেণ যত্র বানরঃ ॥ ৫৬  
বানরৈর্হৃদয়মলিনলতারৈঃ সহ হিতম্ । স্ত্রীবেণ বালিনা জাতা হৃত্তার্থ্যং সূদুঃখিনম্ ॥ ৫৭  
দখ্যসমকরোহীতং সূৰ্য্যপুত্রং কশীশ্বরম্ । অস্থিহটং পদা ক্ষিপ্তা ভিত্তা তালান্চ সপ্ত বৈ ॥ ৫৮  
হতা চ বালিনং বীরং লাক্ষ্মণবদ্রাবণম্ । স্থাপনামাস কিকিদ্ধারাজ্যে স্ত্রীবেমীশ্বরম্ ॥ ৫৯  
এবম্ আবেণ মানি কর্ম কৃত্য বনে স্থিতঃ । স্ত্রীবেণ প্রতিজ্ঞায় নীতোদ্ধারং পুত্রং যযৌ ॥ ৬০  
পার্বমাস্ত্রজ কাক্তিক্যং স্ত্রীবেণ রামসাগমং । দৃষ্টেঃ কশীন্ লমানায জগাদ রতুনন্দনম্ ॥ ৬১  
ধ্রোণে এতে সমাযাতা রক্ষাস্ত বানরা অপি । জ্ঞানবদ্বালিপুত্রাদিপ্রধানাস্ত্রজিরাবিনঃ ॥ ৬২  
সকাদিশসহস্রাণি সশতানি নশৈব তু । লক্ষাণি ধনু কোটীনং তথা লক্ষাণি কেবলম্ ॥ ৬৩  
জাতিংসং সপ্ত চাপি তথা দশসহস্রকম্ । রক্ষবানরসজ্যানাং সংখ্যায়ং পরিগণ্যতে ॥ ৬৪  
যত্র লক্ষক্ রক্ষাণাং জ্ঞানবান্ যত্র চাবিপঃ । অপরং বানরাঃ সর্কে গোপাঙ্গলাদিভাতয়ঃ ॥ ৬৫  
মেরুমলরাপিহাঃ সর্গ এতে মহাবলাঃ । বাহু ভূমণ্ডলং সর্কে যুগবদ্ব নৃপাস্ত্রজাম্ ॥ ৬৬  
সিন্ধাত্যন্তরে হুতং কথয়িষ্যন্তি মামিতি । ইত্যুক্তা প্রেবরামাস্ত বানরাং ত্রিদিশঃ পরান্ ॥ ৬৭

ভতো যাতা দিশং স্যামাং জ্ঞানবান্দ্রদাশয়ঃ ॥ ৭০

স্ম্যাত্তত্র রামস্ত গৃহীতৈবাস্ত্রযীরকম্ । করিবান্ হৃকরং সাক্ষাদেবদেবেণ মন্তেবরঃ ॥ ৭১  
স্রীবেণিতান্ দেশান্ বিচিছ্যাপ্রাপ্য মৈথিলীম্ । অতীতকালনিয়মা মরণে নিশ্চয়ং দধুঃ ॥  
তয়িরেব কালে তু সম্পাতিঃ পক্ষিসত্তমঃ । স্রষ্টা রামং দক্ষপক্ষঃ পক্ষৌ প্রাপ্য তদগাং চ ।

নীতা বনত লক্ষ্যায়ং রাবণেন হতেতি তান্ ॥ ৭৩

দেহুবাচ ।

নং তে বৈ স্রষ্টা বচনমমলং পক্ষিবরভঃ সমুদ্বয়কৃষ্টৌ জলবিতটমীষুঃ কপিগণাঃ ।  
লোক্যোদ্ধেবলাং চকিতহৃদয়া আসিত স মে হনুমন্তংপাশং ত্রিগমিসুহৃদভবদগতঃ ॥ ৭৪

ইতি বৃহদ্রথপুরাণে পূৰ্ণবংশে নীতাত্মজাতং নানৈকোনবিশেষোৎপাদয়ঃ ॥ ১১ ॥



## বিংশোহধ্যায়ঃ ।

দেবুবাচ ।

বাহুজো বায়ুবেগেন য়ে গচ্ছন্তু হ্রস্বসামুদ্রম্ । এবিভ্রত কর্ণরঞ্জেন নিঃসারাত্ত্বতাং গতঃ ॥ ১  
পথি ন সিংহিকাং হৃদা স্পৃষ্টা মৈনাকবেষ চ । নারঃ বিবেশলক্ষ্যায় রাত্ৰৌ তু ষাচরণ পুরীম  
বিচিভা সত্তরাজিপি লক্ষ্যায় পবনাগ্নজঃ । রহস্তাতিরস্তাদি দর্শন চ জানকীম্ ॥ ৩  
মোহমুদেনেহমুমানজঃ যুতা চ জানকীতি বৈ । অদৃষ্টা চিন্তয়িতা চাদৃষ্টং স কপিকুঞ্জরঃ ॥ ৪  
অনোকানীবনং রক্তং পুষ্পিতং প্রদর্শনং হ । তদাভা রাক্ষসীমথো হিতাং পরমহুম্বরীম্ ।  
দৃষ্টান্মেনে তাং সীতাং সাক্ষীচিহ্নৈঃ স্তবীঃ কপিঃ ॥ ৫

ততমারুত স কপিরাগতঃ রাবণাস্থরম্ । প্রলোভয়ন্তঃ তাং ভীতাং তর্জনিতঞ্চ তয়া যুতঃ ॥ ৬

তর্জয়ন্তঞ্চ গচ্ছন্তঃ দর্শনং নিশ্চয়ঃ কপিঃ ॥ ৬

ততোহন্যত্রক যুদ্ধাং স প্রণবাম বিদেহজাম্ । রামদামোহংসি হুম্মানিত্যাতায়া সখীষর ॥ ৭  
সীতা তমভুতং দৃষ্টা ক্রুদা চ হনুৱাক্ষরম্ । পপ্রচ্ছ বিবিধপ্রার্থৈঃ স চোষাচ প্রমাবচঃ ॥ ৮  
ততো দদাধতিজ্ঞানং রামহস্তাজুরীমকম্ । সীতা রুরোধ তং প্রাপ্য বন্ধস্তারোপ্য সূপ্রভম্ ॥  
উবাচ সীতা অম বৈ মাসোহয়ং প্রাবণাথকঃ । প্রাপ্তক পরমঃ সার্থো নাথবৃন্তান্তলাভকঃ ॥ ১০  
কৃতভয়া কপে বৎস চিরং জীব স্তবী ভব । ততস্ত হনুমান্ বীরো দিবীথে ঘোরদর্শনে ।

প্রণম্য সীতামুত্তরো দ্বিদৃক্ষুস্তাং পুরীং পুনঃ ॥ ১১

চরন্ত দর্শনং তত্রৈব প্রোক্তাং হুমমোহরম্ । তিস্তিড়ীবনমধ্যাহ্নে স্বর্ণপীঠে চ পুঙ্কলে ।

কুরমেকমশোকাধাং যুদ্ধং ভয়লমুত্তমৈঃ ॥ ১২

দর্শনং মন্থিরং চারু মণিমুক্তাদিমিশ্রিতম্ । তেচ্ছলশিখরাকারং বৃহদারকবাটকম্ ॥ ১৩  
তদ্বিক্রান্ত বিহুতঘারে দর্শনং রুচিরাননাম্ । শ্রামায় রুচিরবোদ্ধিগতভুকাং স জিলোচনাম্ ॥ ১৪  
মুগ্ধৈর্মহারপুষ্পৈশ্চ মাল্যক দবভীং শুভাম্ । অট্টহাসাং দ্বিধ্বনয়ং বোধানাভরণোচ্ছলাম্ ॥ ৫  
অসংখ্যাক্ষয়সংহানকটাকাং শিজিনুপুরাম্ । নৃত্যাজীং বাদয়ন্তীং শঙ্খঘটাদিকাজুভাম্ ॥ ১৬  
দিশম্বরতিরষ্টাতিরষ্টবর্ণৈস্তথাবিধৈঃ । বোদিশিভিঃ পরিবৃত্তাঃ রাবণে জয়বাধিনীম্ ॥ ১৭  
বিলোকা যাকৃতিদাদৃশুং দারুণং নন্দন । সমুৎপত্যাপত্যং তত্র কালীতি তরনং বদন্ত ॥  
সাত্তং চকিতদৃগৃষ্টা সমাধাত্ত চ বোদিশিঃ । পপ্রচ্ছ কো ভবানেকবিধো বাশররূপম্বক ॥

হনুমানুবাচ ।

অহং বৈ হনুমান্ নাম প্রতজ্ঞমসুতো বলী । রামদামহমাগমোহংগেষ্ঠুং সীতাং সমাগতঃ ॥ ২০

সমব্রীং ধরণীং যুগ্মং নাগবৈঃ সারিকানদাম্ । দন্তৈশ্চক্ৰবর্তিতুং শক্ত এবৈব কবলেন হি ।

হং পুনঃ কালি যম য়ে রাবণে জয়বিচ্ছসি ॥ ২১

চত্বিকোষাচ ।

অহং হিমনিরেঃ কচ্ছ। চতুষ্কণী মহাভূজা । ভক্তা বনীকৃতানেন রাবণেন মহাস্ত্রনা ॥ ২২  
নান্নাহং চতিকা কালী পার্শ্বভীত্যানিনামিকা । তং পুনর্ভীমরূপং মহং দর্শয় বানর ॥ ২৩  
দেব্যাষাচ ।

ঐত্ম্যঃ স তদা বীরঃ কামরূপোৎপলিনাস্তজঃ । বভূব ভীষণাকারো বায়ুভাক্ষো মহামুখঃ ২৪  
দদর্শ তস্ত কাসে স শরীরানি চ রক্তসাম্ । নখদস্তাগ্রলম্বানি কোটিনঃ কোটিলক্ষণঃ ॥ ২৫  
তথাকারান্ মহাভীমান্ লোমলঙ্ঘিযু বানরান্ । নীর্ঘে তস্ত ধনুঃপানি নবদূর্কীদলদ্রুতম্ ॥ ২৬  
মলাবলং মহাসত্ত্বং রাবং কমললোচনম্ । রাবণস্তেহুল্লগ্নস্ত হরস্তং কিল জীবিতম্ ॥ ২৭  
কুন্তকর্ণং চাপমুঠো দধতং বামপানিনি । হনুমতো ললাটে'চ না দদর্শ চ লক্ষণম্ ॥ ২৮  
জাজ্ঞাম্যানং ভিলকং রোচনারা ইবাভুলম্ । চাপমুঠো চরণাশ্চৈব তিকায়ৈল্লজিতো নবি ॥  
লক্ষণস্ত কিরীটে চ দদর্শ জনকাজ্ঞাম্ । পশুস্তীং রামচরণৌ রাবণেন নিরীকৃতাম্ ॥ ৩০  
ক্রোধার্থেযো পুরীং লঙ্কাং জলন্তীং রাক্ষসৈঃ সহ । ততো দদর্শ কৌশস্ত জলয়ে তু বিভীষণম্ ॥  
মুর্তিমন্তং জাজ্ঞমানং বর্ধং লক্ষাপিং নবি । এষং তস্ত তথাক্ষেযু দদর্শ সফলং শিবা ॥ ৩২  
উবাচ বচনং কিঞ্চিদিনয়নেন মহেশ্বরী । জানামি হাং কপিভনো নাক্ষাদেবং মহেশ্বরম্ ॥ ৩৩  
রাবণস্ত বধার্থায় হৃষতত্ত্বং ব্রহ্মতমে । সমাপ্ত করণীয়ং কিং বদ তৎ সৌমাতাং ব্রজ ॥ ৩৪  
দেব্যাষাচ ।

ঐত্ম্যঃ স তদা দেব্যা চতীয়াহ হরীশ্বরঃ । ব্রজ স্থানান্তরং লঙ্কাং ভাঙ্ক্য রাবণপালিতাম্ ।  
সীতাবমানিতা যেন কিং তস্ত জয়মিচ্ছসি ॥ ৩৫  
তুয়ি হিতায়ামেতস্তাং রামো মৈনং হনিষ্যতি । অহতে রাবণে লোকঃ সমুলো হি বিনজ্যতি,  
মম বা লক্ষিতা শক্তিঃ সা চ কুঠীভবিষ্যতি । ন চেদিমাং শক্তিরূপাং তং লঙ্কাং পরিহাস্তসি  
চত্বিকোষাচ ।  
সীতাবমানিতা যেন তেনাহমবমানিতা । ভাক্কুকায়া ওমা চোক্ষা তাজ্জামোনাং পুরীং কপে ॥  
হনুবাযুষাচ ।

তাং নমামি মহেশানীং দেবীং পূর্বভদ্রমলিনীম্ । লব্ধে নীং বিদ্বানিলম্বাং কালরূপাং সৈন্যবীম্  
ব্রহ্মবিহুশিবারাধ্যাং শক্তিমাগাং সনাতনীম্ । হৃষ্টপালনসংহারকারিণীং ভক্তবৎসলীম্ ।  
দেবদেবাদিদেবানাং পালিনীং শক্রমালিনীম্ ॥ ৪০  
ঐরাম্য বরানু দেহি যথা জয়তি রাবণম্ । সাহাব্যাক্ষ বিধাতব্যং যথা জয়তি রাবণম্ ॥ ৪১  
চত্বিকোষাচ ।

বরানু দদামি রাবার রাবণং স বিজ্ঞেয্যতে । সীতাং প্রাপ্যতি কৌন্তিক রাজ্যেৎকাকুৎসিতম্  
সাহাব্যং যজ্যতে নৈব কর্তব্যং কালবিরোধতঃ ॥ ৪২  
দেবানুরনরানীনাং দেবভাঃ কার্যসাধনে । ভবন্তি বোহিতাঃ পূজ্যা বিধানৈর্বেদনির্ধীতৈঃ ৪৩  
পূজাকালজ্ঞঃ পৌৰুষজ্ঞঃ জ্যোতির্গণনাং পরম্ । জ্ঞায়েৎ দশমীং যাবদুৎপাতায়েৎ পরাপি বা ॥ ৪৪

দামস্ত পুজিতঃ পূৰ্ণঃ সগীতঃ সৰ্গদৈবতৈঃ । অকালপুজয়া কামাদহং স্তাং ধনু বোধিতা ॥৪৫  
বৈদিকস্ত বিধেঃ কালো যদি স্তাদেব মে কপে । তদা স্তাদুস্ত্যজা লভা হুৰ্জয়ঃ স্তাজ রাবণঃ  
অতএব বরো দন্তো রামো জেয্যতি রাবণম্ ॥ ৪৬

হনুমান্বাচ ।

স্বাহা তং দেবতাজীভ্য পিতৃণামসি চ স্বধা । ততঃ স্বধৈব সাহায্যে রামেণ পুজিতা ভব ॥  
ব্রহ্মণা তু পুরা যত্রাঃ পিতরো দর্শপর্শসি । তস্মাদর্শেহু সর্কেহু পিতরঃ কথ্যভোজিনঃ ॥ ৪৮  
তং রামদত্তং কথ্যং ভুক্তা রামজিয়ং কুর । অমা নাম কলেন্দোদী বনত্যর্কেহুগুরুপিণী ॥৪৯  
নিম্পপকা হুশেযা চ পরমাহুতরুপিণী । মিৰ্বাণমোকরুপাং যাং চন্দ্রহারেণ যান্তি বৈ ॥ ৫০  
স। কলা তং হি পরমা পিতৃণাং কথ্যরুপিণী । অরযাতো হি সাবাপ্তা পিতৃভির্দিক্ষিণায়নে ৫১  
চত্বিকোবাচ ।

এবমস্ত বলা রামঃ সমস্ততি পুরীষিমাম্ । ততঃ প্রভৃতি দর্শাস্তাং যাত্তামি পিতৃরুপতাম্ ॥  
অপর্শষপি পর্শ্বং তদ্দিনানাং তবিবাতি । তেন তেষেব কুরীত শ্রীহং পার্শ্বণৈবধিকম্ ॥  
বানরেজ্ঞ ভবেনৈবং গুরুপক্ষে হসন্তযাং । সংগ্রামে রাবণবধে পক্ষোহতোত্যনিতো যদি ।

তদা প্রাণহরা দৃষ্টির্ন রক্ষঃহু ভবেশম্ ॥ ৫৪

যে পঞ্চদশ বৈ দেবাঃ ক্রমেণেন্দুকলাশ্চ তাঃ । তে সমেযান্তি মামেব স্থণাকরকলার্ধিনঃ ॥ ৫৫  
কিত তং শবরঃ সাক্ষাৎ কলাময়ঃকতুর্দশীম্ । ন সমেযাসি মাং যুদ্ধে তজ পূর্ণপরাক্রমী ॥৫৬  
অতকতুর্দশীতিথ্যাং ন শ্রীহং বিহিতং ভবেৎ ॥ ৫৭

জুহুযুক্তেকর্ণেনৈব সর্গাকান্তহতান্ কপে । ঐশ্বর্যিযামি চেতুস্তং যথাবহুপযোগতঃ ॥ ৫৮  
হনুমান্বাচ ।

এষমেব বিধেয়ং তে ভবিবাতি ন সংশয়ঃ । অস্মাভিরপি যত্নেদ কাৰ্য্যং যুদ্ধং ত্রয়াযুতৈঃ ॥ ৫৯  
তামহং পুত্ররিযামি লভামামিহ সম্প্রতি । ভিত্ত হামান্তরে দেবি বাবৎভিষ্ঠামি চেহ বৈ ॥৬০  
দেবুবাচ ।

এষত্ ভাবমাশ্রিত গতপ্রায়া কপাভবৎ । ততাজ সীঠং তং দেবী হনুমান্ত ততঃ পরম্ ।

বতজ হুর্শমাণ্যেব বনানি কপিবৃক্কয়ঃ ॥ ৬১

তচ্ছ্রুত্বা প্রেষয়ৎ ক্রুদ্ধো রাবণো রাক্ষসান্ বহুং । তেষাং তন্তৈস্তু চ তৈযা পাদ্যার্য্যাস্তনাত্তদা  
ক্ষিপন্সপুশ্পানুকোষান্ পুশ্পস্তাংসমপুজয়ৎ । অক্ষাদিকান্বরাজপুত্রান্ হত্যা বলীনিহাপ্যদাং  
ততো রাজো মহাবুদ্ধঃ মেঘনাদেন ভক্ত হ । বহুঃ প্রাতর্ঘ্যো ত্রষ্টুং লঙ্ঘেয়ং নিজয়ে জয়ে ॥৬৪  
বকো হনুমানকরোং সংবাদান্ রাবণেন হি । বৈরুপাকরণাৰ্য্য তল্লাঙ্গুলমদীপয়ৎ ॥ ৬৫  
হনুমান্ দীপ্তলাঙ্গুলো দেবি দীপং গৃহাণ মে । ধূপাংস্ত বিধিবানেবং দ্যোতেন্নক্সং লদাহ সঃ  
যথো দেবী কামদ্রপং কপিচাপস্তজ্জীবকীম্ । জীতা তু জানকী শ্রোচে কপিং রামশ্রিয়ংসতী  
বৎস বাহুহুঃ জীম্ বশিরবন্নি রাবণম্ । গদা ব্রহ্মাসি তং তজ কথরিযামি মাং স্বধা ।

উক্তরেণ স রাক্ষসেশং হত্যা চাচিগতঃ স্বমম্ ॥ ৬৮

আগমন্তেৎস্বকাজ্জন্তী মো মাসো প্রাপ্যবায়ম্ । কৰোমিগতমো নৈবোহং ত্যাক্যামিজীবিভম্  
ইদঞ্চ বাচ্যং কাৰ্য্যক তবতাপি চ তাদৃশম্ ॥ ৬৯

দেবুবাচ ।

তমিত্যুক্তা কপিষরো যযো সাগরলজ্জযে । লজ্জয়িতা তথৈবাক্ৰি জাতীন্ সৰ্গামভোষমং ॥  
ইতুজং তে যথা পৃষ্টং পিতৃক্লণতমেব মে । উক্তানি কালতীৰ্থানি তানি পথং নৈব তু ॥ ৭১

ইতি বৃহৎসংপূরণে পূৰ্ণবচনং হনুমৎপ্রত্যাগমনং নাম বিংশোৎখ্যানঃ ॥ ২০ ॥

## একোবিংশোৎখ্যানঃ ।

দেবুবাচ ।

অথাগত্য ততঃ বড়ভিগিনৈঃ পবনম্ভনঃ । অঙ্গদাটোয়াঃ সহ শ্রীমান্ দদৰ্শ হনুমান্ভনম্ ।

প্রথম্য সৰ্গবৃত্তান্তং জগাদ মুমিতাননঃ ॥ ১

রামোৎপি দশমীং শুক্লাং প্রাপণে মানি নির্গমন্ । সৰ্গমা সেমরা সাক্ষিঃ যাত্রাং চক্রে মুদাহিতঃ

অহোরাত্রৈশ্চলন্তস্তে বোভশপ্রহরৈঃ সখি । হৃদিষ্টামপরাহু বৈ সমুদ্রং দদৃকুস্ততঃ ॥ ৩

নমুদ্রপারমস্খার্থো ভেবাং চিন্তয়তঃ ততঃ । তরোদস্তাং সমারাতঃ শরণার্থী বিভীষণঃ ॥ ৪

চতুর্ভিঃ কর্কটৈরুজং রামস্তত্র সনীকমা । বৃদ্ধা সখ্যং কৃচ্ছা চ লকারাজ্যোতাবেচয়ঃ ॥ ৫

তস্তৈব মদ্রগাজ্ঞামব্রাত্রনিম্নমৈঃ স্বয়ম্ । সিদ্ধুরাজং প্রসাদোষ চক্রে স্বীকৃতবন্ধনম্ ॥ ৬

নবিশতি শতকাঙ্কির্ঘোজনানাং স্বকং জলম্ । যন্ততরং তদা সেতুং কর্তুমারেতিরে স মে ॥ ৭

গিরিভির্গিরিশৃঙ্গৈশ্চ বৃকৈঃ শালপিরাদিভিঃ । ময়পুত্রো নলন্তক্রে সেতুং সিদ্ধো মুহুরম ॥ ৮

প্রাপণ্যং গোঁর্যাস্তাত্ত শেবে বামধয়ে হিতে । চকার সাগরে সেতুং যোজনানি চতুর্দশ ॥ ৯

ততোহষ্টযোজনং তাত্তা বিতীরণিবসে নলঃ । বড়বিশতিযোজনানি ববন্ধ সাগরে জলম্ ১০

যোজনানি ততঃ সপ্ত তাত্তাহনি তৃতীয়কে । পঞ্চাশতং যোজনানি ববন্ধ সাগরে জলম্ ১১

যোজনানি ততঃ পঞ্চ তাত্তাহনি চতুর্থকে । ববন্ধ সাগরে সেতুং চকার দশযোজনম্ ১২

বকে সেতো জিভুবনে বতো জয়জয়ধ্বনিঃ । ন দৃষ্টো ন ঐতো দৃষ্টে ঐতঃ সেতুঃ সরস্বতি ১৩

অয়ং রত্নাকরে সেতুর্ঘস্মাপ্রতিহতা প্রভোঃ । আজ্য বা ধনু যাক্সা বা স রাথো জরতি ঐতঃ ॥

কোটিনামর্দলক্ষেণ বানরাণাং সইব তু । রামঃ কুলব্রহ্মোদস্তাং পুণ্যারাং দক্ষিণং তটম্ ১৫

সিদ্ধোঃ প্রাপদহাবাহবিতীষণমহারবান্ ॥ ১৬

ঐত্বা দশাননঃ প্রাপ তরং শৌকঞ্চ দিগ্ভ্রমম্ । প্রলাপং বুদ্ধিমোহঞ্চ কল্যং চিন্তামহর্নিশম্ ॥

পরামর্শং সুহৃদ্যাক্রমণং কটুবাদিতাম্ । দশাবহাং তন্তক্রে তরপ্রাপনাদিকম্ ১৮

রামেণ প্রেযিতো দৃতো বালিপুত্রঃ প্রতাপবান্ । মুহুটং রাবণশিরাদানারাগাং প্রভোঃ পুরঃ

নিক্শিত্য রাবণো বৃদ্ধঃ পুরভণ্ডিমখাকরোঃ । রামশোভীর্ণমালোক্য বলং নিরবশেষতঃ ২০

সর্গস্য সেনয়া যুক্তো ভাষ্যোঃ পরদিনে ধ্রুবে । এবিবেশ পুরীং লব্ধাং ব্যাণ্ডী চ বানরৈঃ পুরী  
জলে যলেযু বৃক্ষেযু প্রাচীরেষু গৃহেষু চ । গৃহপ্রান্তরকোঠেষু দৃশ্যন্তে তত্র বানরাঃ ॥ ২২  
অথ রামো মহাবাহুর্হনুমন্তঞ্চ লক্ষ্মণম্ । বিভীষণং জাম্ববন্তং স্ত্রীশবনন্দং তথা ॥ ২৩  
সমাহারবীৰ্য্যাকাং বিত্তকাং মত্তিমুদহন্থ । মনো মম মহাভাগাঃ প্রসন্নং ভাতি সম্প্রতি ।

অপর্যক্ণি পিতৃনু যষ্টুং ত্রয়তে চ মতিমর্ম্ম ॥ ২৪

মস্তে তিথিরয়ং কৃপা ত্বয়্যুৎপ্রথমাতিথ্য । এতামারভ্য সর্গাস্থ পক্ষেত্স্র তিথিযু ধ্রুবম্ ।

অমাধ্যা ভাবিনী দেবী ব্যাধুতে পর্যায়পীণী ॥ ২৫

তস্মাদদ্য সমারভ্য বাবদ্বর্ষং মহন্তমাঃ । করিষ্যে পার্শ্বণেইব বিধিনা পিতৃপূজমম্ ॥ ২৬

হনুমাতৃবাচ ।

তত্রং তে পুত্ররীকাক্রিয়তামেব বৈ বিধিঃ । ধ্রুবং তব জয়ো ভাবী কীর্তিরেবা চ পৈতৃকী ॥  
সর্গে বনু করিষ্যন্তি শ্রাদ্ধাত্স্র সখাত্স্রজাম্ । জাতিভ্রষ্টাং শুভাং বুদ্ধিং বিপন্নানং ধনং বহু

জয়ং ধর্ম্মঞ্চ বিপুলং কামান্ প্রাপ্স্যন্তি চাপরান্ ॥ ২৮

পিতৃণামপরাধাণামর্জনাচ্চ যতঃ শুভা । তস্মাদপরাপক্ষোইরমযযুক্কৃক ইত্যুত ॥ ২৯

শ্রাদ্ধঞ্চ তপগন্ধাং তিগৈর্গন্ধোদকৈরপি । অনেকহম্মমেধানাং প্রদত্তে ফলমব্যয়ম্ ॥ ৩০

দেবুবাচ ।

ইত্যুক্তো বায়ুপুত্রোঃ রামঃ প্রীতিযুতঃ পরঃ । গাঢ়মাগিস্য শ্রাদ্ধার্থমুখান দক্ষিণামুখং ॥ ৩১

বদৈব প্রতিপজ্ঞাক্ষাং কৃপা রামো বাবহিভঃ । তদা দমর্ষং রক্ষাং নি যোরানি প্রেমিতামি চ ।

রাবণেন বলবতা চতুরঙ্গবলৈঃ সহ ॥ ৩২

অকম্পনাধ্যং সেনাত্স্র মহাবলপরাক্রমম্ । অকৌহিলীপতিং তত্চ মারুতিনির্জযান হ ।

মুমোদ পরয়া প্রীত্যা রামো দমরথাস্কজঃ ॥ ৩৩

এবং প্রতিদিনং শ্রাদ্ধং কৃপা যুক্তং করোত্যানো । নিহতাকম্পনং সখ্যো বৃদ্ধাক্ষং নিজযান হ ।

বৃদ্ধাক্ষং নিহতাপি বজ্রদংষ্ট্রং জযান হ । বজ্রদংষ্ট্রে হতে বীরে চিন্তয়া ব্যাহুলঃ পরঃ ।

এহন্তং মাতুলং যুদ্ধে প্রেবরামান লঙ্কিতম্ ॥ ৩৫

তস্ত যুদ্ধে রাজিরভূদুঃখং তত্র মহন্তরম্ । দৈত্যানুরনরাণাঞ্চ দৈত্যানাঞ্চ ভয়াবহম্ ॥ ৩৬

তস্মিনু বিদিতহতে প্রাতঃ সচিন্তোৎকৃষ্টশাননঃ । প্রিয়ার্থং তস্ত চার্যতো মেঘনাদন্তদাস্কজঃ ॥

মারাবিনা চেস্রজিতা শরৈর্বর্কো রবুত্তমো । গল্লদামোতিতো বীরো রাবণকাপিতস্ততঃ ॥ ৩৮

রামরাবণরোবর্কুং মহাশলীং তদভুতম্ । বজ্র বীরা নিপতিতা দশকোটিসহস্রকম্ ॥ ৩৯

মুণ্ডমালা রক্তনগোণা বহ্ন্যাস্তত্র সমাবহন্থ । স্কন্ধা অনৃত্যানু বহশঃ প্রোহসনু মুণ্ডকা অপি ॥ ৪০

অকৌহিলীপ্রদ্যাণেন বীরেষু নিহতেযু হি । স্কন্ধ একঃ সমুখাশ নৃত্যতে কুহকো বধা ।

দশস্কন্ধেষু নৃত্যাংসু যুগ একো হনত্যা ত ॥ ৪১

অথ রাক্ষসনাথোহসৌ বৃদ্ধা রাজিন্দিববয়ম্ । হতভয়রথাস্থানিঃ সমরেৎস্র পরাজুগং ॥ ৪২

ততঃ প্রবুদ্ধো যত্নেন কৃতকর্ণো মহাবলঃ । সর্গাং ভাং বানরীং সেনাং শতশতকর্ম্মিতুং সখি ॥

তস্মিন্ প্রবুদ্ধে দেবারো কৃত্তকর্ণে মহাবলো । দেবান্তিস্তাসমাধুস্তা ব্রহ্মাণমিদমব্রুবন্ ॥ ৪৩

দেবা উচুঃ ।

কোটীনাং পঞ্চলকৈশ্চ রক্ষোবীরৈঃ সুহৃদ্বৈদৈঃ । আনৃতঃ কৃত্তকর্ণোহসৌ রাবণঃ বোহন্ততিলংযুগে  
বয়ং স্বস্ত্যয়নং কুৰ্যঃ প্রভো ব্রহ্মনু মন্তং কুৰ ॥ ৪৫

দেবুবাচ ।

ইত্যাঙ্কো দৈবভৈরবো পক্ষং বুদ্ধাশ্চেষথকম্ । রাবণস্ত বথকাপি গুরুপক্ষেহপানস্তথা ॥ ৪৬  
দেবাদিষ্টিং বিনা নাপি মরিষ্যতি দশাননঃ । কদাচিৎ গুরুপক্ষে ন দেবীং যক্ষাতি রাবণঃ ॥  
অবিনাশস্তদা ন স্তাদভো দেবী প্রবোধতে । ইতি সন্ধিত্য মনসা তদা দেবানুবাচ হ ॥ ৪৮  
ব্রহ্মোবাচ ।

সর্কৈঃ স্বস্ত্যয়নং কার্য্যং ত্রীমস্ত জয়য় যঃ । বিধানজ্ঞাঃ কুৰুণ বৈ করোমাহমপি ধ্রুবম্ ।

কিস্কৃত্তে বোধনং দেব্যাঃ কার্য্যাসিদ্ধিঃ সুহৃদ্বৈত ॥ ৪৯

ইত্যাঙ্কো দেবগণাঃ সর্কৈ বৈ ব্রহ্মণা মহা । দেবীং সত্ত্বৈবুৰ্জত্যা রাবণেন প্রীড়িতাঃ ॥ ৫০  
দেবা উচুঃ ।

নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষীং দেবীং পরমদেবতাম্ । কালীং ত্রিনেত্র্যাং বরদাংশান্তবীং শক্তরীং শিবাম্  
ভক্তিপ্রিয়াং ভক্তিরূপাং ভবানীং ভববলভাম্ । ভৈরবীং ভীমবদনাং ভীমাং ভীমাননাং শুভাম্  
বৈকবীং বিরূপাক্ষাং বিরূপাৰ্য্যকরীং তথা । সংহারকারিণীং হৃষ্টিকারিণীং হিতিকারিণীম্ ॥ ৫৩  
কপদিনীং করালাক্ষীং চম্পশোভিতমস্তকাম্ । শ্রামাং ধোতাং তথা গোমীং বিচিত্রাং চিত্রমুদরীম্  
কোমারীং শক্তিধারীক্ দেবানাং শক্তিরূপিণীম্ । চতুর্ভূজাং বিভূজাং বদ্রভূজাষ্টভূজাং তথা  
দেবীং দশভূজাং কালীং বাহুবোড়শলংযুতাম্ । অষ্টাদশভূজাং কালম্বরূপাং লক্ষ্মেত্রিণীম্ ৫৬  
মহেশ্বরীং কোটিচ্ছবিং নিকলরূপিণীম্ । সূলাং সূক্ষ্মাং শুদ্ধাং থর্কাক্ষাং মহন্তমাম্ ॥ ৫৭  
দীর্ঘজিহ্বাং প্রমোহাং স্তবনীমাং বৃহজ্জিহ্বাম্ । কামরূপাং কামগম্যাং যমরূপাং জমদগ্নীম্ ॥ ৫৮  
ব্রহ্মাণ্ডকোটিজঠরীং সর্কামাকাশবাসিনীম্ । বিদ্যাজিহ্বিলয়াং শৈলতনয়াং লোকপাবনীম্ ৫৯  
শিববন্ধুং হিতাং বিশ্বদলহাং গিরিবাসিনীম্ । ত্রিহুগাং দুর্গভিহরাং শাস্ত্রাং শাস্ত্রজনপ্রিয়াম্ ॥  
পদ্মালম্বাং পদ্মাক্ষীং মহেশদলবাসিনীম্ । তং স্বাহা তং স্বাহা তং হ্রীং বুদ্ধিবিধা প্রহঃ ৬১

দেবুবাচ ।

এবমুক্তা তদা দেবী সত্ত্বরূপা সমাতনী । কস্তারূপেণ দেবানামপ্রভো দর্শনং দদৌ ॥ ৬২

দেবা উচুঃ ।

ত্যাং নমস্তামহে দেবীং দয়াদ্রুহদয়াং শিবাম্ । জীৱপাং পরমানন্দরূপাং ব্রহ্মসমাতনীম্ ।

নমামঃ প্রণমামস্ত্যাং নমামঃ সুভক্তিভঃ ॥ ৬৩

সর্কেশ্বরূপাং সর্কৈকীং সর্কেশজিসমমিতাম্ । ত্যাং নমস্তামহে দেবীং ভয়েভ্যাত্মাহি নোৎসিকৈ  
কস্তোবাচ ।

দেবা ব্রহ্মাবয়ঃ সর্কৈ পৈরিত্ত্বোদ্বি বো ধ্রুবম্ । দুর্গয়া প্রেবিতা চাহং যুৎসং বদ্রবীৰ্য্যি যঃ

যৌ বিশ্ববৃক্ষে তং দেবীং বোধয়িষ্যথ সম্ভাতি । যুগ্মাকমুগ্মরোধেন বোধনং সা গমিষ্যতি ৬৬  
 স্তথা প্রথম্যং নংবোধ্য পূজায়িষ্যথ তং শিবাম্ । ভবিতী কার্যাসিদ্ধির্যৌ রামস্ত চ মহীশ্বরঃ  
 ইত্যুক্তা সা তদা দেবী তত্রৈবাস্তরধীরত । ব্রহ্মা দেবগণৈঃ সার্ব্বং ক্ষিতৌ বিশ্বং সমাগতঃ ৬৮

ইতি বৃহদ্রত্নপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে দেবীবোধনোপায়ো নামৈকবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

### দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

দেবুবাচ ।

পৃথিবীভলমাপত্য ব্রহ্মা দেবগণৈঃ সহ । নির্জনে কাপি দদৃশে বিশ্ববৃক্ষং বৃহদ্রত্নম্ ॥ ১  
 তন্তৈকপত্রে রুচিরে স্ফটিকনবমালিকাম্ । নিভিতাং ভগ্নহেমাভাং বিবোধীং তদুম্বাম্যাম্ ।  
 অনাহুতাস্তাং শিকেষ্টাং রুচিরাং নবমালিকাম্ ॥ ২  
 বিরিস্মিরথ তং দৃষ্টী বিন্মিতস্তচ্ছত্রিত্রিবিং । তৃষ্টাব জুহুঃ প্রণতঃ সর্লৈর্দেবগণৈঃ সহ ॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ ।

জানে দেবীমীদৃশীং ত্বাং মহেশ্বীং ক্রীড়াহ্বানে স্বাগতাং ভূভলেনশ্চিন্মি ।  
 শক্রত্বং বৈ মিত্ররূপা চ দুর্গা দুর্গম্যা ত্বং বোগিনামস্তরৈংপি ॥ ৪  
 একানেকা সূক্ষ্মরূপাবিকারা ব্রহ্মাণানি কোটীকোটিঃ প্রযুযে ।  
 কোৎসং বিহুঃ কোৎসরো বা শিবাব্যো দেবাস্তাত্রে স্তোভুমীশা ভবেম ॥ ৫  
 ত্বং বৈ স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বক্ বোষট্ ত্বকোক্তারত্বক্ লক্ষাদিবীজম্ ।  
 ত্বং বৈ জী চ ত্বং পূমান্ সর্লরূপা ত্বাং সংমতা বোধয়ে নঃ প্রসীদ ॥ ৬  
 ত্বং বৈ বর্ধো দেবতা কালরূপা ত্বং বৈ মাসত্বং ঋতুশায়নে যে ।  
 কবাং ভুজৈঃ ত্বং যথা বৈ স্বধাখ্যা তত্বং স্বাহা হব্যভোক্ত্র্যাম দেবি ॥ ৭  
 ত্বং বৈ দেবাঃ গুরুপক্ষেযু পূজ্যাত্বং পিত্রাণ্যাম্ কৃৎপক্ষে প্রপূজ্যাসি ।  
 ত্বং বৈ সত্যং নিস্ত্রপকশ্বরূপং ত্বাং নত্বাহং বোধয়ে নঃ প্রসীদ ॥ ৮  
 যারৈণার্কৈণায়নে তাদ্যাকে ত্বাং যুক্তিং যান্তি ত্বংপদধ্যানযোগাৎ ।  
 চক্ষ্বারৈণায়নে তু বিভীয়ে ত্বাং বৈ যুক্তিং যান্ত্যামী দেবি সূক্ষ্মাম্ ॥ ৯  
 উচ্চৈর্নাচং নীচমুচ্চৈশ্চ কর্তুং চক্ষ্বকার্কং ত্বং বিধাতুং সমর্থ্য ।  
 তত্রাকালে শক্তিরূপা ভব ত্বং ত্বাং নত্বাহং বোধয়ে ত্বং প্রসীদ ॥ ১০  
 ত্বং বৈ শক্তি রাবণে রাবণে বা রত্নেজ্ঞানো মধ্যমীহাস্তি বা চ ।  
 সা ত্বং শুদ্ধা রামনেকং প্রবর্ত্ত ত্বং দেবীঃ বোধয়ে নঃ প্রসীদ ॥ ১১

দেবুবাচ ।

এবং তেজোঃ সা প্রবৃদ্ধা মহেশী বাল্যং ত্যক্তা সা যুবত্যা স্তম্ভাঃ ।  
মিহাং ত্যক্তা চোখিতা দৈবতানাং দৃষ্টিং প্রাপ্তা চোত্র চতেতি নারী ॥ ১২  
চত্বিকোবাচ ।  
তুষ্টাহং বো বাক্তিতং বৈ বৃগুধ্বং ত্যাং তে দেবাঃ সংপ্রপন্না বভূবুঃ ।  
ব্রহ্মোবাচ ঐমতীং ত্যাং স্বমিষ্টং দেবাদীনাম্ শৃণুতাং মোদযুক্তঃ ॥ ১৩

ব্রহ্মোবাচ ।

ঐং রাবণস্ত বধার্থায় রামস্তানুগ্রহায় চ । অকালে তু শিবে যোগেন্দ্রব দেব্যাঃ কুতো ময়া ১৪  
তন্মাদদ্যার ঈ যুক্তনবম্যামাশ্বিনে শুভে । রাবণস্ত বধু যাবদর্করিয়ামহে বয়ম্ ।

ততো বিসর্জিতাস্মাভির্ধবাহানং গমিষ্যসি ॥ ১৫

এবং ক্রিতিং লে অর্ধে পাতালে চ নরাদয়ঃ । অর্জিব্যক্তি বিশেষেণ যাবৎ স্বষ্টিঃ প্রবর্ততে ১৬  
নবম্যাং কৃৎপকাদ্রিানক্ষত্রে ত্যাং মহেশ্বরীম্ । বোধয়িত্বাস্তি পুঞ্জায় মহত্যা জগদধিকে ॥ ১৭  
দেবুবাচ ।

ইতুক্তা ব্রহ্মণা দেবী প্রত্যাচাচ দহাবতী । অনুগ্রহায় লোকানামিহ লোকে পরত্ব চ ॥ ১৮  
চত্বিকোবাচ ।

এবমেবাস্ত সত্যং তে বচো ব্রহ্মনৃ মহামতে । বোধিতাং বদা কার্য্যং করিষ্যামি ভবেস্মিতম্  
অদ্য রক্ষঃ বৃন্তকর্ণে মরিষ্যতি মহাবলঃ । অতিকায়দ্রমোদস্তাং লক্ষণাং ত্রৈমরিষ্যতি ॥ ২০  
রাবণস্ত চতুর্দশাং যুদ্ধযাত্রাং করিষ্যতি । মেঘনাদমবাস্তানিশীথে ন হনিষ্যতি ॥ ২১  
ততঃ প্রতিপদং প্রাপ্য মকরাক্ষো মরিষ্যতি । মরিষ্যতি দ্বিভীয়ায়াং বীরা দেবান্তকাদয়ঃ ॥  
ততো রামধর্ম্মদিব্যং সূমেরুগুহ চাভুতম্ । সপ্তম্যাং সংপ্রবেক্ষ্যামিততোঃ ষষ্ঠ্যাং বর্ণেণ তবেৎ  
রামরাবণমৌলীত্রং দৃষ্টং ত্রৈলোক্যাবাসিভিঃ । অষ্টমীনবমীসকৌ পতিষ্যন্ত্যন্ত মৌলয়ঃ ॥ ২৪  
পুনঃপুনঃ শিরোহৃন্দনিপাতোৎস্রস্ত ভবিষ্যতি । নবম্যামপরাত্নে বৈ রাবণোৎসো পতিষ্যতি ।

দশম্যাং পরমানন্দো জরী রামো ভবিষ্যতি ॥ ২৫

এবং পঞ্চদশাহানি মম পুজামহোৎসবঃ । অথ ত্রয়োদশাহানি বিধে মাং পুজয়েৎ কৃতী ॥ ২৬  
সপ্তম্যাং গৃহমানীম পুজয়েমাং দিনবয়ম্ । নানাবিধৈশ্চ বলিভিঃ পুজাজাগরণাদিভিঃ ॥ ২৭  
অষ্টম্যামুপবাসেন নবম্যাং বলিদানতঃ । অর্জয়েমাং মহাত্ম্যো যোগিনীচাপি কোটিশঃ ॥ ২৮  
অষ্টমীনবমীসন্ধিকালোৎসবং বৎসরাস্ত্রকঃ । তত্রৈব নবমীভাগঃ কালঃ কল্পান্তকো মম ॥ ২৯  
সর্কীষেরপি মে পুজা কর্তব্য্যা তু দিনবয়ম্ । ব্রাহ্মণঃ কল্পিরো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা ভক্তিসংযুতঃ ॥  
ত্যাং বিষমকার্য্যানি হিংসাকলহমৎসরান্ । স্বচ্ছচিত্তা অপচরে লাভবুদ্ধিযুতাঃ সদা ॥ ৩১  
নাথ্যাপমানং নাথায়নং ন যুদ্ধং ত্রৈবিক্রয়ো । ন চার্বো ন চ কর্ণাদি কর্তব্যং তত্র বৈ কতিং ॥  
ভগলিপ্তাভিধােনৈশ্চ শূদ্রারবচনৈশ্চবা । গানং কার্য্যং ভোজয়েচ্চ ব্রাহ্মণাং স্তোত্রবয়েৎ ত্রিযঃ ৩৩  
জুহুয়াধিবপত্রৈশ্চ লঘুতৈঃ পরমানদাং । এবং যঃ ক্লৃতে পুজাং ন সর্কীর্ষেবরো ভবেৎ ॥ ৩৪



অকুৰ্ণাণ ইমাং পূজাং শারদীং নম পূজ্যাম্ । প্রত্যাবাসী পিতৃন্ দেবান্ পীড়য়েতিরমারকী ॥  
মহাবিপত্তারকদ্বাদ্বীপ্তভেদেনো মহাষ্টমী । মহাসম্পদান্নকভাং সা মহানবমী মতা ।

কৰ্মণীক সমারভে বিজয়া দশমী মতা ॥ ৩৬

মুলাপুৰ্ণোত্তরাষাঢ়াশ্রবণাভানি চেৎ শুভা । তিথিযু হ্যঃ ক্রমাদ্ব্রহ্মাং শুভা বহুতরং কলম্ ।

যথা ত্রীতিৰ্ঘহাপূজান্নিত্যং ভবিষ্যতি ॥ ৩৭

যথা চ রাবণবধাৎ কীৰ্ত্তী রামস্ত পূজ্যম্ । তথা ভব মহাকীৰ্ত্তিৰ্যং পূজাহাপনাত্বেৎ ॥ ৩৮

পূজাং কুরু মহাভাগ মনাম্যাং বৃদ্ধ শারদীম্ । কারয়পি চ দেবাদীন্ স্বৰ্গজ্ঞানলোদিযু ॥ ৩৯

দেবীবাচ ।

ইত্যাক্কা সা মহাদেবী তত্রৈবাস্তবধীরত । দেবা অগুজয়ন্ দেবীঃ স্বৰ্গেৎথ পুৰিষীভলে ॥ ৪০

মহুযাক্রপতাং পরা মহাপূজামবৰ্জয়ৎ । রামোহপি নাশরামাস নবম্যাং রাবণীমুজম্ ॥ ৪১

ভতোহতিক্রামবরণং যাত্রা বৈ রাবণস্ত চ । ইচ্ছাক্রিমবরণৈব দেবাস্তবধন্তথা ।

কুরুষিতীয়াপৰ্য্যন্তং মকরাক্ষবধন্তথা ॥ ৪২

এবং নবম্ যশ্রেষু রাজিন্দিবমহারণৈঃ । নিপেতুর্দ্বানরা লক্ষকোটয়ো রাক্ষসৈহতাঃ ।

কোটয়ঃ পঞ্চ লক্ষাণি লহস্রাণি চ বৈড়শ ॥ ৪৩

নিপেতু রাক্ষসা বীরাঃ সাৰ্বেভরথপতিকাঃ । স্তম্ভা অন্ত্যাহ্ বহণে যুগান্তে জহুঃ সৰ্পি ৪৪

যুগ্মমালাবহা ঘোরা রক্তনদ্যন্ত লক্ষশঃ । ভূতাঃ সাগরগা বেগাশ্বহাযুধে ভয়ানকৈঃ ।

কাকা উৰ্দ্ধমুখা রক্তমণিবন্ পরমাদরাং ॥ ৪৫

তত্তত্ত্বতীয়াবিরভা রামরাবণয়োৰ্হিহৎ । মহাভয়ানকং বৃদ্ধং দারুণং লগন্তুং হ ।

নবাহবুছাদিগুণং যুগ্মমালীমহন্তরম্ ॥ ৪৬

ততো রামো ববর্ধাথ রাবণস্ত শরান্ বহুন্ । বাক্যমুচ্চ মহৎ কৃতা সুদীপ্তং বহুদানদে ॥ ৪৭

হুর্নিরীক্যন্তথা রামো বভূবাক্তিভয়স্বরঃ । মেরুভূম্যন্তরো চাপে দশবাণান্ সমাদর্শো ।

পাতয়মান দশ বৈ মন্তকান্ কালগন্ধিকৈঃ ॥ ৪৮

এবংগৌত্তরশতং ছেদান্ কৃতা রঘুশমঃ । নবম্যামপরায়ৈ বৈ পাতয়মান রাবণম্ ॥ ৪৯

পতিতে চ মহাবীরে রাবণে লোকরাবণে । সূভীমে বিংশতিভূজে দশান্তে লোককটকে ॥ ৫০

চক্ৰেণ পূৰ্ণিবী সর্গা গিরয়ঃ সাগরা অপি । ত্রিষো রক্তহরাগতা লক্ষকার বিভীষণঃ ॥ ৫১

ততঃ প্রত্যতে বিমল দশম্যাং বিজয়ে জয়ে । সীতামানসা সূরশাং দর্শনং রঘুনন্দনঃ ॥ ৫২

বানরা দদুগুঃ সর্গে সীতাং সাক্ষাদিব শ্রিয়ম্ । প্রণয়ঃ পরম ভক্ত্যা জানকীং জননীমিব ৫৩

সস্তা অৰ্ধে বরং সর্গা পুৰিষী বিচিত্রা মুহঃ । যথা বদৰ্ধে স্ত্রীণো বালী মঠৌ বদৰ্ধতঃ ॥ ৫৪

দস্তা লক্কা বদৰ্ধেন বক্ৰঃ সিদ্ধুর্দদৰ্ধতঃ । যস্তা অৰ্ধে হতাঃ সর্গে রাক্ষসাস্ত সরাবণাঃ ।

সেবং সীতা রামভাৰ্যা জানকী নৃপতেঃ সূয়া ॥ ৫৫

দেবীবাচ ।

সীতাং রামবাক্যেণ প্রবেষ্টুমধিমৈচ্ছত । ব্রহ্মপাশায়াঃ সূরাঃ সর্গে সমাগতাঃ স্তবেধবন ॥ ৫৬

অগ্নিঃ এবিষ্টাং নীতাঞ্চ রামঃ প্রাপ যক্ষল্যবাম্ । যুতান্ সৰ্বান্ বানরকর্ণাঘ্নিক্ৰান্তানুতবৰ্ণৈঃ ৫৭  
অজীবয়তাং নীতা গন্ধাযাঞ্চ বিভীষণম্ । ভূপাং কৃত্বা ভেন সার্বং বৰ্ণো রামঃ পুরাততঃ ৫৮  
নেত্ৰোশিবং স্থাপয়িত্বাভীত্বা সত্যং পিতুঃ প্রভুঃ । অযোধ্যামাগতো রামঃ পুন্মঃ পৌরান্ প্রমোদয়ন্  
দশবৰ্ণসহস্রাণি দশবৰ্ণতানি চ । রামো রাজামুশান্তানো ব্রহ্মলোকং ভজোৎসবম্ ॥ ৬০  
ইতোত্তরাং সমাখ্যাতঃ কালভীৰ্ণৈষকঃ সমম্ । আশিনী পৌৰ্ণমাসী চ শ্বেতভীৰ্ণং কিল্যসিনে  
ইতি বৃহদ্রথপুৰাণে পূৰ্ণৰঙে কালভীৰ্ণকথনে রাবণবধো নাম ষাণ্ণিশোঃখ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

### অয়োবিশ্ণোহখ্যায়ঃ ।

দেব্যাষাচ ।

আশিতাং পৌৰ্ণমাস্তাং লক্ষ্মীঃ কমলসন্তবা । রাত্রৌ ভ্রমতি সৰ্গজ কৃপয়া ক্রবতী যিমম্ ॥ ১  
উপোষ্য দিবসঃ সৰ্গঃ প্রদোষে মাং প্রপূজ্য চ । নারিকেলোদকং শীত্বা কো জাগৰ্তি মহীতলে  
উস্তাহমগ্নুগ্রাহমি ধৰ্ম্মার্থকামমোক্ষদা । তস্যাং সংপূজয়েন্নক্ষীং ভক্ত্যা শক্ত্যা সখীবর ॥ ৩  
প্রদোষনময়ে মৰ্ত্তাঃ সংলিঙ্গুঃ পরমাং প্রিয়ম্ । ভক্তঃ পরমাবাস্তা শুভাদীপাৰিতা শ্রুত্যা ॥  
পার্ষ্ণেয়ং বিধানেন শ্রীত্বং কুৰ্যাদিত্যেব তু । সায়ং বিজয়ৈকৈব পিতৃনস্তাং ভিৰ্ণো নবি ॥ ৫  
রাত্রৌ নিশ্চিন্ত্যাপ্যায়ামাবস্তাদিত্যেব তু । পৃথীভলং সমায়াতা কালী দিব্গনাবিকা ॥ ৬  
অনুগাণাং বধার্থায় ভবায় চ সুপৰ্জবাম্ । বদা চক্ৰেণ পৃথিবী উজ্জায়সহেন হি ॥ ৭  
ভদা শিবঃ শৰ্বো ভূতা ভাং বধায় জিলোচনাম্ । ভদা সৰ্গে হিরীভূতাঃ কুৰ্ণশেবধরায়ঃ ॥ ৮  
অভ্যস্তামজ বৈ ভক্ত্যা দেবদেবীং বিজাতয়ঃ । পূজয়েদুৰ্ম্মদা শ্রামাং পশুপুশ্চাৰ্য্যসম্পদা ॥ ৯  
বালোভিৰ্ভূবগৈরৈঃ পার্শ্বৈৰিবিধৈরপি । শীতৈর্বাঈক্যং মৃত্যুং নীপমালাসম্বিতৈঃ ॥ ১০  
মালনীপাননিরুতা ভগলিঙ্গাভিশাশিনঃ । জিতেন্দ্রিয়া জিতাহারা জিতদ্বিজা মহাশমাঃ ॥ ১১  
পূজয়েদুৰ্ম্মহাকালীং শ্রামাং গরুড়ভূজাম্ । বরাভয়করাং বামে দক্ষিণেৎসিন্মুণ্ডকাম্ ॥ ১২  
সংহারকালনিবিড়বাস্তকায়ং দিব্যব্রীম্ । পাপকোটিভয়ক্ষান্তং সংহরন্তীমিবেচ্ছনাম্ ॥ ১৩  
শবল্পপমহাদেবজদয়ে পরমাসনে । ভিষ্টন্তীং যুক্তকেশীঞ্চ ললজিহ্বাঃ হৃদয়যুগীম্ ॥ ১৪  
অবব্রজাং যক্ষণীভ্যাং দানবানাং ভয়াবহাম্ । সত্ত্বরপাং সদা শুদ্ধাং কেবলাংকিলাং শিবাম্  
পীনোরভন্তনীং দেবীং নানাভূষণভূষিতাম্ । ব্রহ্মবিক্রীক্সকালাদিপ্রভাং কালগ্নিপীমীম্ ॥ ১৬  
যোগিনীভিঃ পরিতৃতাং মৃত্যুভীতিরিতন্তুতঃ । দদন্তীভিঃ পিবন্তীভিঃ শোণিতঃ মধু চাসবম্  
ইত্যাদি তিস্তমিবা ভাং পূজয়েদুৰ্ম্মদাৰিতাঃ । ঐতরে সৰ্গদেবানাং বিকোচ পরমাস্তনঃ ॥ ১৮  
মহাষ্টমীবিধানেন বিধানাগমিকেন বা । পূজায়িমাং প্রকৃত্বা বলাদ্রাহীদ্যৰ্ঘ্যবোচিতাম্ ॥ ১৯  
ব্রাহ্মো মুহূৰ্ত্তনময়ে ভাং বিলজ্জ্য জগদ্বরীম্ । চতুঃস্রপূজয়া দদ্যাদিপুলদক্ষিণাম্ ।

পরজাহনি বৈ বিপ্রাং ভোজয়েডুক্তিভাবতঃ ॥ ২০

অতঃ কান্তিকী নাম পৌৰ্ণমাসী সুশিষ্টতা । বজ রালোৎসবঃ চক্রে গোপীভিন্নন্দনমনঃ ২১

তস্যাং তত্র যুগ্মা যুগ্মো গোপিকাগতিমীষরম্ । পুত্রয়েং লহ গোপীতিঃ প্রীতিমাস্থ যথাবিধি ॥  
 দিবসেৎসংগমঃ কৃত্য সায়ংকালীত্য মানবঃ । চন্দ্রে চ বিপুলে পূৰ্ণে পুত্রয়েন্নন্দনম্ ॥ ২৩  
 নবীননীরদ্রুমং কৃৎ কমললোচনম্ । বনমালানিবীভাকং হারকেয়ুরশোভিতম্ ॥ ২৪  
 তপ্তহেমোল্লংকাঙ্কি বসনেন বিরাজিতম্ । গোরোচনান্নাস্তিলকং ললাটে লোলকুন্তলে ॥ ২৫  
 শোভনম্ভং মঞ্জুরাবো নুপুরো চরণযয়ে । মদনালসবিলাস্তনয়নময়পঙ্কজম্ ॥ ২৬  
 যুবতীভী রম্যট্যাভিষ্কলংকনককান্তিভিঃ । কামভাবেন শীৎকারবাসম্বলনলালসম্ ॥ ২৭  
 নয়নময়মায়ত্নং দগান্নাতিঃ স্মৃতিভম্ । পার্শ্বহরোগ্রুবতোস্ত মধাহং নীলমুন্দরম্ ॥ ২৮  
 এবম্ গোপীবাচলাদনেকচাক্ষরবিশ্রমম্ । সর্গাতিঃ স্বয়ম্বিকটে পূর্ণরূপকং লক্ষিতম্ ॥ ২৯  
 যত্র প্রতিবিম্বাংক প্রপশুস্তীভিরঙ্কলম্ । এবং যুগলকৈশোবমুজ্জলং তাবমাস্মিতম্ ।

চিন্তয়েং সততং নন্দনম্ভং ব্রহ্মবন্দিতম্ ॥ ৩০

রম্যো রম্যাবন পুনোজ্যোত্সাপুন্লৈঃ সুশোভিতে । স্বাগতাননপাদ্যাদৈর্নৈবেদ্যৈঃ বিবিধৈরপি  
 বদনকারভূষাঈশ্যক্ৰম্ ব্রাহ্মণানপি । নৃত্যগীতাদিষাঈশ্যক কারয়েদ্ গোপিকোৎসবম্ ॥ ৩১  
 সংপূজা লক্ষণং দত্তো ব্রাহ্মণান্ পরিভোষ্য চ । বিসর্জয়েংতাঃ প্রীতিমাঃ পরজাহনিতুং নবৈঃ  
 ভোজয়েদ্ভাঙ্কবান্ মিষ্টং কুটুবেৎ বিধিযুক্তমম্ । সপুত্রপৌত্রস্বজ্ঞনো বিযুক্তঃ পাপসংকটৈঃ ।

বৈবৃষ্টেৎসংগমঃ সত্যং যতি নিরাময়ঃ ॥ ৩২

ততোঃ প্রহরঙ্গী নাম গোপমাসী চ পূণ্যবা । যুগ্মা যুগ্মিরোভেৎ কালভীর্য়ুগ্মহৃতম্ ॥ ৩৩  
 গোপমাধ্যমালোক্ত রবেবীরে দিবা যদি । অমাবাস্ত্রাযাতীপাতপ্রবণাঃ সন্তি যোগতঃ ।

ভদ্রাঙ্কোদয় আধ্যাতঃ কোটিহৃদ্যগ্রহৈঃ সমঃ ॥ ৩৪

স্নানদানাদি কুর্য্যত ভ্রাতৃকং তীর্থ উত্তমৈ । নাতঃ পরতরঃ কালো বর্জতে কালতীর্থতঃ ॥ ৩৫  
 অয়ং সুহৃৎকঃ কালো বাহিতঃ পুণ্যালিঙ্গুতিঃ ॥ ৩৬

ততশ্চ কালেন মাসি হৃদয়ী ধবলা শুভা । গোবিন্দঃ পূজ্যতে তত্র গোবিন্দদ্বাদশীতি সী ॥ ৩৭  
 অত্র সংপূজয়েদেবং গোবিন্দং পরমেশ্বরম্ । দেবদেবীভিরাব্যং নৈবেদ্যপুণ্যচন্দনৈঃ ॥ ৩৮  
 পূর্বেহি লংঘমী তুহা গোবিন্দমাসংস্রবম্ । চিত্রদ্বাদশীযন্তে পূর্বাঙ্কবাগকে সতি ।

হৃদয়ভেদপুন্লাপি তুলসীজ্ঞানমাসি চ ॥ ৩৯

দদ্যাৎস্বাদশনৈবেদ্যং ভোজয়েৎস্বাদশ বিজান্ । স্বয়ং ফলমূলানি তুঞ্জীত স্তমহাভিঃ ॥ ৪০  
 ইন্দ্রকং সুরভিষ্টৈব তথা গোবর্ধনং গিরিম্ । গোপোগোপাঙ্গীত যুগ্মা পুত্রয়েন্নন্দনাদিতিঃ ॥ ৪১  
 যথাহুচতুঃ ।

মাতর্দেবি শিশুং কন্যাবিধিরেব তু কালমে । যুজ্যতে ভারমানেংসো ন কথং বিধিরতমঃ ৪২  
 দেব্যবাচ ।

পূরাভিষিক্ত ইচ্ছেৎ গোবিন্দো মাসি ভাসকে । গোপগোপীসংগং মন্যে সর্গদেবেশ্বরং স্বয়ম্ ॥  
 সঙ্গমস্তং সমাকর্ষ্য পরোতিঃ সুরভেইরিম্ । অভিবিক্তং মহাস্বানং চিন্তয়ানান সাগরঃ ।

মম ভোমৈঃ কথং দেবে হরিঃ শ্রীমাদ্ সদাভনঃ ॥ ৪৩

ইতি সংতিষ্ঠ্য জলবিৰ্ভিৎকল্পেণ কৃত্বতলম্ । বনামাৰিষ্য ভাস্মীয়াং বাদশীং যজ্ঞবান্ পঠঃ ॥ ৪৭  
নপ্তমে মাস্তম্ভপ্ৰাপ্তে কান্তনে নাম ত্যাং তিষ্মি । অধোপ্ৰবৃক্ষাবিষ্টো জগান বাদশীং প্ৰতি ॥  
সমুদ্র উবাচ ।

তিষে বাদশি রে মূৰ্ধে কিং ন জানাসি মামপি । ত্বদিনে ধৰণীং সৰ্বাং প্ৰাণেষু প্ৰতিবৎসৱম্ ।  
যথা ত্বয়ি ন পূজা স্তাদ্ হরেঃ সৰ্বৈশ্বৰস্ত হি ॥ ৪৮

এবং যদা তু চুক্রোথ সমুদ্রো বাদশীং প্ৰতি । তদা প্ৰাহুৰ্ভুদেবী বাদশী সত্যম্ শুভা ॥ ৫০  
গৌৰাদী পীতবননা বিভূজা শ্ৰামপৃষ্ঠিকা । উবাচ বচনং কিঞ্চিৎসময়েন জলেশ্বরম্ ॥ ৫১

বাদশ্যুবাচ ।

অহং ভাস্মপদীয়া তু কান্তনে মায়াপহিতা । কল্পন্তিতা কান্তনীকৃত মামেব ত্বং ব্ৰতং কৃত্ব ॥ ৫২  
সমুদ্র উবাচ ।

বিত্তেবি বাদশি কথং ভাস্মীয়া কান্তনে শিতা । তস্যোব কান্তনীয়ায়াং ত্ৰিপতিঃ পূৰ্ণমেব চ ।  
অভিবিজ্ঞঃ কিলেজ্ঞেণ কষ্টপাদিত্তিসত্ত্ববঃ ॥ ৫৩

মোহভিবিজ্ঞঃ কিলেজ্ঞেণ গৃহীতযজ্ঞমুত্ৰকঃ । ছলয়িত্বা বলিং সৰ্বং দদামিহিমাং বামনঃ ॥ ৫৪  
তস্যাং ত্বয়ি পুরা ভূতো গোবিন্দোহদিতিমননঃ । তস্যাহং পুত্ৰমিযামি গোবিন্দং যজ্ঞমনম্  
তামভিক্ৰম্য ভাস্মীয়ামদ্যারভ্য তিষে ত্বয়ি । গোবিন্দং পুত্ৰমিযামি মা কৃপাশ্চিন্তকৃৎসমম্ ॥  
কথামেতাঞ্চ শৃণুয্যৎ তরোদস্তাং পুনঃ পুনান্ । ব্ৰাহ্মণান্ ভোজয়েত্ত্বয়ো ভোজনঞ্চ স্বয়ংচরেৎ  
দেবুবাচ ।

ইত্যুক্তা সা বাদশী চ প্ৰণম্য জলেশ্বরম্ । তদা প্ৰহুৰ্ভুদেবো দৈবকীমনন্দনো হরিঃ ॥ ৫৬  
সমুদ্রস্তাভুতং দৃষ্ট্বা শঙ্কিতাৰ্ধপ্ৰপূৰকম্ । রোমাঞ্চিতসমপ্ৰোক্ষো গোবিন্দমত্যয়েচয়ৎ ।  
তদা দিশাহু সৰ্বান্ বৰ্তো শঙ্কজয়ধ্বনিঃ ॥ ৫৭

অভিবিজ্ঞো যথো বৃকঃ সৌম্ভেঃ সুরগণৈঃ স্তুতঃ । সমুদ্রস্ত কৃতার্থোহংগাং স্বহানং দেবপুজিতঃ  
ইত্যেতৎ কথিতং সৰ্বো কালতীৰ্থং হি বাদশী । ব্ৰতমেতদ্বিধেয়ম্ কীপুঃসামন্যবাদিকম্ ॥ ৬১  
শুদ্ধকালে সমাৰভ্য বাদশাশ্বেষু বা শিতা । কান্তনে মাসি ভবতি বাদশী বাদশীশ্বরম্ ।

তস্যাং সংপূজয়েদেবং নরী নাৰ্ধ্যস্ত ভজিতঃ ॥ ৬২

সমপাৰেণ শুদ্ধকালে জুহুয়াদ্যাদিশাহতীঃ । ভোজয়েদাদিশাহাং সুমিষ্টং বাদশ বিজ্ঞান্ ॥ ৬৩  
বাদশাক্ষরমন্ত্ৰস্ত বাদশাপি স্তব্যাংস্তরেণ ॥ ৬৪

ঐক্যরূপ জগতাম্যাদ্য ব্ৰহ্মস্বরূপক । অনন্তজগদাধার গদাধার নমোহস্ত তে ॥ ৬৫  
তেজঃপ্ৰসাদরূপায় তেজোরূপায় তেজনে । তেজঃপ্ৰদীপ্তলোকাং নমস্তে তেজস্বাত্মনে ॥ ৬৬  
ন ক্ষীণত্বং ন ক্ষয়সি নারায়ণ মরোত্তম । নবনীতবরশ্চাম নমস্তে নলিন্দেক্ষণ ॥ ৬৭  
মৌলেনেবিতপাদজ মোহবাহবিনোহন । মোৰ্ধেনাস্ত্রবক্ষপেণ মৌদিত্যার নমোহস্ত তে ॥ ৬৮  
ভজন্ত্যং ভবনাশায় ভব্যোদিশিষায় চ । ভবায় ভবভক্তায় নমস্তে ভবলক্ষণ ॥ ৬৯  
গগনালকরূপায় গগনব্যাপ্তিকারিণে । গরিষ্ঠায় গরীশায় গহনায় নমোহস্ত তে ॥ ৭০

বরিলে বরবার্ণার বন্দনারপ্রদায় চ। বরবীজপ্রবীজার বরহস্তে নমোহন্তু তে ॥ ৭১  
ডেজপ্রদায়গণায় ডেজোঙ্গণায় ডেজমে। ডেজপ্রদায়গণোকার নমন্তে ডেজগাঙ্গনে ॥ ৭২  
বাগিনীধার বালায় বায়ুগুণায় বাহিনে। বায়ুগুণায় বলহাংবলগুণায় তে নমঃ ॥ ৭৩  
সুধায় সুধগম্যায় সুধকার সুধাঙ্গনে। সুধহস্তসমুদ্রকদম্পনেশায় তে নমঃ ॥ ৭৪  
দেবদ্রুদেবকরণায় দেশায় দেশকার চ। দেবত্রিকোটিদেহার দেবদেহার তে নমঃ ॥ ৭৫  
বামদেবস্বরুণায় বামবায় নমো নমঃ। বারাহস্তমবে বাহবপুণ্ডে তে নমো নমঃ ॥ ৭৬  
বজ্রযজ্ঞায় বজ্রয় যজ্ঞমায়ায় তে নমঃ। বজ্রুদ্রাবিবিদে বজ্রযজ্ঞবায় নমো নমঃ ॥ ৭৭  
হাদিশস্তব একোহর্নো জগ্গব্যো পের উচাড়ে। সর্কবেদার্ণনারোহংব্রজলোকেশপি গীরতে ॥  
ভগবন্ত বাহুদেবং তুবেদানেন চারমে। জ্ঞাতা নত্যা কাক্তনস্ত হাদিস্তাত্ বিশেষতঃ।

म युक्तः नर्त्तनापेक्षया वैकुण्ठमागच्छेति गतिम् ॥ १९

কৃতা চৈব গুহ্যং নহা দত্তা বিপুলদক্ষিণাম্ । সর্গাভীষ্টং লভতমহো গোবিন্দবাদীভবতাম্ ॥  
 ততস্ত কাল্জনী পোর্ণমানী বহভরা মতা । চৈত্র্যমাস্ত বা কৃতা তিথিনীম্ জরোদনী ॥ ৮ ১  
 বারগেন সমাযুতা বারলীতি চ লীমহে । ত্রিণা সা বিহিতা সন্তিমহা চৈব মহামহা ॥ ৮২  
 ননিবারস্ত বোগেন সা মহাবল্লী মতা । মহামহেতি বিখ্যাতা শুভযোগস্ত ভদ্র চেৎ ॥ ৮৩  
 সহস্রৈঃ শতসাহস্রৈস্ত কোটিভিঃ ক্রমাদিমাঃ । স্বর্ঘ্যেষুহফলং সর্গা দুর্গতা দদতে সখি ॥ ৮৪

ଉତ୍ତ: ଶୁକ୍ଳା ଦୃତୀରା ଚାନ୍ଦୀରା ମହାହରା ଶୁଭା ॥ ୮୫

এবং হি ভীর্ণানি মরোদিতানি নামেষু মর্কেষু বিশিষ্য মথ্যো ।

আত্মোপযুক্তানি নৃণাং হি ভীৰ্ধানুপাহরে তানি নিষোধত্ত্বং ॥ ৮৬

ইতি বৃহদ্রথপুরাণে পূৰ্ণাৰ্ধে কালভীৰ্ঘকথনে ব্রতবিধীনাং ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশোধ্যায়ঃ ।

দেখাযাচ ।

যজ্ঞমদিবন্যৈব পিত্রোর্মরণবাসরঃ । দৃশ্যতে চ স্তর্যর্থ তদা ভীষণ লভ্যতে ॥ ১  
 গঙ্গাদেশে সর্ষকালস্তীর্থেষোচ্যতে পত্রম্ । পুত্রাদিসংস্কারদিনং কালভীর্ষমুদাহৃতম্ ॥ ২  
 বদা চ লভ্যতে লাবুরতিথিচ্চ তথৈব সঃ । পুরাণপাঠকালচ্চ পুরাণারত্তকৃত্য ॥ ৩  
 বদারজ্জমবাণ্ডিচ্চ ন কালভীর্ষচ্যতে । লংকর্যবাসনা বজ্র স কালস্তীর্থে উত্তমঃ ॥ ৪  
 ষোণযুক্তানি ভীষণানি কালরূপাণিবিবলমি । অমাবাস্তা সোমবারে আদিভ্যাং হে চ সপ্তমী ॥ ৫  
 চতুর্দশারবারে চ ষষ্ঠীম্ স্তর্যবাসরে । স্বর্ষ্যগ্রহসম্য এতে কালঃ সন্তিঃ প্রযুক্তিতা ॥ ৬  
 ষষ্ঠীম্ মঙ্গলাং হে চ তথৈব চ চতুর্দশী । কালভীর্থে সমুদ্রিষ্টে চন্দ্রগ্রহশতোপমৈঃ ॥ ৭  
 স্তর্যবাসরে বদা পূষ্যা কেবলা বাধ সন্তবেৎ । তজ্জ্ঞানাদি গঙ্গান্নাং ত্রিকোটিকুলমুদ্বহেৎ ॥ ৮

নক্ষত্রে বাতীপাতো রবে। তৎসংক্রমোহপি চ । সংকৰ্ণগাং সমারন্তে দিবসাঃ সাধবভিমে ॥  
 ঈশীর্ষে গুরুপক্ষে দ্বাদশাং হরিদীৰ্ঘয়ঃ । বরনামানুরবরমবধীলোকতুষ্টমে ॥ ১০  
 হ্রদাদশী ভেন বরাহীতিদা পরা । সিতাষ্টমী বৃধে মাঘে বৃধজন্মদিনং মতম্ ॥ ১১  
 ত্রে চতুৰ্দশী শুক্লা তজ্জনন্তঃ প্রপূজাতে । কাৰ্ত্তিকে কৃত্তিকাদোগাং কাৰ্ত্তিকেরঃ প্রপূজাতে  
 গাদি নাশাতিথয়ঃ সন্দ্রবতানি চ যানি বৈ । তানি প্রোক্তানি তীৰ্থানি কিমন্তং কথরামিতং  
 ইতি বৃহদ্বর্গপুরাণে পূৰ্ণৰথো কালতীৰ্থকথনং নাম চতুৰ্দ্ধিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

## পঞ্চবিংশোধ্যায়ঃ ।

সখ্যাষ্টকঃ ।

হৃদৈর্মে মহেশানি পুরাণং যজ্ঞমোদিতম্ । কিং তবস্তমন্তং কিংবা মূলং তন্ত চ মো বদ ॥ ১  
 দেব্যাষাচ ।

ধনং শৃণুতং সখ্যো পুরা ব্রহ্মবিনির্মিতম্ । জগা ব্রহ্মক্ষিতং যজ্ঞাভবতীত্যং প্রকাশয়ে ॥ ২  
 ত্যো বনু শুক্লম্ তত্ত্বিমত্তো মদা মরি । শৃণুতং শৃণুতং সখ্যো গোপনীয়ং পরস্ত্রিমম্ ॥ ৩  
 । ব্রহ্মা সিন্দুর্বে স্বষ্টী নব প্রজাপতীন্ । অক্ষকারময়ং সৰ্বং ব্রহ্মে পরমাত্মতম্ ॥ ৪  
 মূকৈঃ স্বয়ং মুকে চিত্তাপনে প্রজাপত্যো । তপেতি বর্ণগুণলমাকশাহ্মভূতম্ ॥ ৫  
 নমঃ সৰ্ব্বতো ব্যাপ্তো রবেঃ কিরণবৎ সখি । চক্রে জ্যোতিৰ্হয়ং সৰ্বং ব্রহ্মা নিৰ্ভুতিমাপচ  
 মুখানি লেভে চকারি হঠাদিনু দিদৃক্ষয় ॥ ৬

১। ব্রহ্মা সনজ্জিহ্বা বাচ এব সুনির্মলাঃ । সনজ্জি চতুরো বেদানু সংহিতা বিবিধা অপি  
 : পবিত্রং পরমং বাচঃ স্বাহু পরমতম্ । বাচোহনুতং বিবং বাচো বাচো মাল্যংকরা বচঃ  
 । পবিত্রিতং সৰ্বং পবিত্রয়তি সৰ্ব্বথা । বাচো বেদাঃ সংহিতাক বাচো মত্ৰাঃ সুপুঙ্গবাঃ ॥  
 ১। কাবাং পুরাণানি বাচিসত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ । বৈবীপাভীৰ্যশৌৰ্যাদি বাগ্ভিরেবপ্রপাশ্যতে  
 । বাচঃ সনজ্জিহ্বা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ । অকারাদিস্বরাংশৈব ককারাদিহলাংস্তথা ॥ ১১  
 শ্রবণং মিলিতানু বর্ণানেতানু সমাহরণং । ততো ভাবাক সনজ্জি পঞ্চাশৎ বহু চ সংখ্যায় ॥  
 জ্ঞানায় চ বাণানাম তন্তব্যাকরণানি চ । পনজ্ঞানং ব্যাকরণৈবৈবৰ্ণজ্ঞানঞ্চ সৰ্গনৈঃ ॥ ১৩  
 জ্ঞানং পুরাণাদৈর্মত্ৰৈর্মুক্তিরদাহত । বাণেব ব্রহ্মরূপৈব ভাং যো মিথ্যাশু নিক্ষিপেৎ ॥  
 যাবাদী ন বিজ্ঞেয়ো নান্বকী পরমো মতঃ । বরং প্রাণাঃ পরিত্যজ্যাস্তাঃ শিরস্ছেদনংতথা  
 থাপি বচো ব্রহ্ম মিথ্যাবাচ্যং বিদীয়তে । ন হৃদস্ত্যাং পরোহুত্বং ইতিশাস্ত্রমন্তংমতম্ ॥  
 বাক্যং তুরো নেবা বরমেতং পরং মতম্ । এতদ্ব্যস্তান্তি কিং তন্ত তপোভিঃপরমব্রপি  
 ব্যাক্যানি সৰ্ব্বানি পুরাণানি বিধানি চ । উপপূৰ্ণং মহাপূৰ্ণং পুরাণং বিবিধং মতম্ ॥ ১৮

অষ্টাদশৈব সংখ্যাত্ম্যভয়ানি সখীযম্ । সাবধানেন চিত্তেন শৃণু তানি চ বর্ণয়ে ॥ ১৯  
 আদৌ ব্রহ্মপূরণঞ্চ পান্নং ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তং নৃসিংহং ততঃ পরম্ ॥ ২০  
 ভবিষ্যং গারুড়ং লৈঙ্গং শৈবং বারাহমেব চ । মার্কণ্ডেয়ং তথা স্বান্মংকোৰ্ম্মংমাংস্ত্বংপূরণকম্  
 তথাগ্নেয়ঞ্চ বায়ব্যাং শ্চিত্তাগবত্তমেব চ । এবমষ্টাদশৈবাতঃ পূরণানি মহাত্মাত ।

তথাপ্যাপপূরণানি কথয়ামি মুদা শৃণু ॥ ২২

আদ্যাদিপুরাণং স্ত্রাদাদিত্যাধাং বিভীয়কম্ । ততো বৃহন্নারদীয়াং নারদীয়াং ততঃ পরম্ ॥  
 নন্দীধরপূরণঞ্চ বৃহন্নন্দীখরং তথা । শাশং ক্রিয়াযোগসারং কালিকাছন্দমেব চ ॥ ২৪  
 ততো বর্ষপূরণঞ্চ বিষ্ণুধর্মোত্তরং তথা । শিবধর্মং বিষ্ণুধর্মং বামনং বায়ব্যাং তথা ॥ ২৫  
 নারসিংহং ভার্গবঞ্চ বৃহদ্বর্ষ্যং তথোক্তমম্ । এতাস্থাপপূরণানি সংখ্যাপষ্টাদশৈব তু ॥ ২৬  
 অষ্টাশ্চ সংহিতাঃ সর্গা মারীচকাপিলাদয়ঃ । সর্গত্র বর্ষকথনে তুলাসামর্থ্যমুচ্যতে ॥ ২৭  
 রামায়ণং মহাকাব্যমাদৌ বায়ীকিনা কৃতম্ । তথুলাং সর্গকাব্যাপানিতিহাসপুংগবয়োঃ ॥ ২৮  
 সংহিতানাঞ্চ সর্গানাম্ মূলং রামায়ণং মতম্ । তদেবাদর্শনারাধ্য বৈদব্যাসো হরেঃ কলা ॥ ২৯  
 চক্রে মহাভারতভাষ্যমিতিহাসং পুরাতনম্ । ভদেবাদর্শনারাধ্য পুরাণাশ্চ সংহিতাঃ ॥ ৩০  
 চন্দ্রা ভগবান্ বাসঃ স্বরমন্তে মংঘরঃ । সর্গত্র কীর্তিতো বর্ষো যধর্ষক্ নিবর্তিতঃ ॥ ৩১  
 শাক্তেযেষতেষু সততং যোবাং বুদ্ধিঃ প্রবর্ততে । তে ন মুযন্তি নিয়ন্তং ত এব বহুবিন্দমাঃ ॥ ৩২  
 রামায়ণং পূরণানি মহাভারতমেব চ । মবাদিধর্মশাস্ত্রানি বর্ষাধীনানি সনৈব হি ॥ ৩৩  
 পাঠে সমভাসেং তানি পাঠয়েদাচরেনপি । ন এব নবি সংসারাহুতীর্ণ ইতি মন্ততে ॥ ৩৪  
 কার্যাকাব্যনির্ণয়োব্রহ্ম স্মৃতির্বৈ বর্ষসংহিতা । ইতিহাসাদিবাক্যত্র তদ্বিধর্মসনাদিকম্ ॥ ৩৫  
 পুরা প্রজাপতির্দেবো বর্ণভাষাঃ পৃথগ্বিধাঃ । যুগ্মা বর্ষান্ সমর্জ্জিব বর্ণাশ্রমবিভাগজান্ ॥ ৩৬  
 চিত্তরামাস লোকানামুপকর্তৃং প্রজাপতিঃ । বর্ষজ্ঞানক্ লোকানান্ বিনা শাস্ত্রং কথং ভবেৎ ॥  
 ইতি নকিস্তরিষা চ ব্রহ্মা চিত্তরভাং বরঃ । চক্রে ব্যাক্তরণাষ্টাদৌ পদজ্ঞানায় সর্গশঃ ॥ ৩৮  
 ততঃ সমর্জ্জি ছন্দানি জনতাশুভবায়মঃ । ততঃ সন্থতী জাতা শুক্রবর্ণাক্রান্তিকা ॥ ৩৯  
 নানালঙ্কারভূষাঢ্যা জিনেজা শশিমৌলিনী । চতুর্ভূজা স্খ্যাবিদ্যাযুগ্মাক্তগংবারিণী ॥ ৪০  
 তাং যুগ্মা চান্ননয়নাং প্রজাপতির্যচ হ । কা ভং সমাপতা কস্মাদ্ যাচনে কিং করোমি কিম্  
 কন্তে পিতা পতিঃ কন্তে তমে বধ স্নোচনে ॥ ৪১

সন্থত্যাচাচ ।

আকাশপ্রতবে ব্রহ্মা বর্ষক্লোতি যং বিচুঃ । ততোবহং প্রতবা জাতা নারাহক্ সন্থতী ॥ ৪২  
 তং মে জাতা পুরো জাতো বদ্রবীদি শৃণু তৎ । হান্মমে কল্পর বিধে পতিং কর্ণ চ পুঙ্কলম্  
 সংকীর্তয়ে তবাহং হি জাতা নির্মলরূপিণী ॥ ৪৩

বিদিল্লবাচ ।

সমেষ্টমিধমেবেহ তদ্বং জাতং স্নোচনে । মুখানি নম চকারি প্রিয়হাষং তবেরিতম্ ॥ ৪৪  
 তব প্রিয়ো হি ভগবান্ হুদি মে বর্ত্ততে হরিঃ । ভব তং কবিতালভিঃ কবীনাং বকসেনু হ ॥

তে প্রকূৰ্ত্ত শাস্ত্রাণি ধৰ্মঃ সৰ্ব্বভাঃ ভভঃ । অবিত্ৰাতী দেবতা চ পত্তিৰ্ম্মারগন্তব ।

শাস্ত্রাণামপি সৰ্ব্বেষাং বিশ্বাত্মা বিশ্বভাবনঃ ॥ ৪৬

সরস্বত্বাচ ।

কথমেকাহ্মানেকেযাং কবীনাং কবিতাস্তিকা । ভবেয়ং নৈব মে যুক্তং বদ্যুত্তং ভবনম্ম মে ৪৭

বিধিব্বাচ ।

কৃত্বা পৰ্য্যটনং দেবি ত্রিলোক্যাং যোগায়ুক্তমম্ । পশু যজ্ঞ শুভা শক্তিঃ কবিতা ত্বং ভবিষ্যসি  
অহং বৰ্ণনীয়ানাং বৰ্ণনীয়মহুত্তমম্ । বিকোরাগিচরিজং হি সৰ্ব্বধৰ্ম্মনিদৰ্শনম্ ।

ভবিষ্যৎ কল্পয়িষ্যামি যং ত্বং তত্র বদ্বিষ্যসি ॥ ৪১

কবেত্তস্তৈব কৃপয়া কবরোহন্তেৎপি ভাবিনঃ ॥ ৫০

দেবুবাচ ।

ইতুজ্ঞা না বচো দেবী ব্রহ্মণো মুখবাসিনী । চচার জগতীমথোহবেষয়ন্তী স্বমীপ্তিতম্ ॥ ৫১  
সূরাদীনু সূরগোকেষু মাগাদীনু বিবরাদিষু । সৰ্ব্বং সত্যসুগং কালং বাপন্নামান হে সখি ৫২  
তত্ত্বেন্নেতাগুণস্তাদৌ পুৰিবাং ভারতে তদা । দদৰ্শ মুনিমত্যাং তপোজ্জলিতভেজসম্ ॥ ৫৩  
তমসাম্যং নাম নদ্যাং স্নাত্বা সন্তৰ্পা বৈ পিতৃবু । চরন্তু শিষ্যসহিতং বনশোভাকুতুহলাং ॥  
স্বৰ্ণজ্যোতীভারশিরসং তাস্ত্রয়োচিষম্ । কুশহস্তং স্থিতাস্ত্রাজ্জং ব্যায়চৰ্ম্মাশ্বরং মুনিম্ ॥ ৫৫  
উত্সবক্ষসং নাতীগাভীৰ্য্যগোভিমধ্যকম্ । আজ্ঞাহুবাং সগন্তগজবেলগতিং কবিম্ ॥ ৫৬  
সাগচ্ছান্তিক গচ্ছন্তির্মুনিভিঃ প্রণতং সদা । বান্দীকিং বিলসন্তুং ব্রাগশোকাদিবর্জিতম্ ৫৭  
বিচরংসুতমগাতীরে বনে বহলপাদপে । বান্দীকিস্তজ্ঞ দদুশে পক্ষিণং ব্যাঘমারিতম্ ।

পক্ষিণীং ক্লমভীং শব্দৈঃ করণৈঃ সবিলাপনৈঃ ॥ ৫৮

তচ্ছব্দা মুনিশাঙ্গীলঃ শোকাবিষ্টৌ বভূব হ ॥ ৫৯

শোকাবেশো মুনেন্তস্ত নোপযুক্তঃ কথঞ্চন । শোকাদির্ঘস্ত বৈ জ্ঞানং মহর্ষেৰ্মাবগাহতে ॥ ৬০

অভূভস্তস্ত বৈ শোক ইতি শিষ্যাস্ত মেনিরে ॥ ৬১

আকাশপ্রভবা দেবী ত্বং দৃষ্টী শোকসংযুতম্ । ন শেকে শোকমোহাদেহবোধ্যঃ তপস্যাংনিবিম্  
কবিতাশক্তিগুণা চ বিদ্যারূপা সরস্বতী । তস্ত শোকাপনোদায় মহর্ষেৰ্মুখমুখিযো ॥ ৬৩  
যদৈব না বচোদেবী বান্দীকেষু ধর্ম্মাক্রহং । তদৈব স চ বান্দীকিৰ্য্যাপং বজ্রি দয়াধিতঃ ॥ ৬৪  
মা নিধাদ প্রজিতাং তমিনং পাদং তদাধিমম্ । বিতীরপাদং পদ্যস্ত অগমঃ শাখভীঃসমঃ ॥  
যং ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমিতি পাদং তৃতীয়কম্ । চতুর্থং তদুখাজ্জাতমবধীঃ কামনোহিতম্ ॥ ৬৬

এবং পাদাস্ত চত্বারঃ শ্লোক ইত্যেতৎ কথ্যতে ॥ ৬৭

যদা তু নির্মলা দেবী বান্দীকেষুধর্ম্মাগতা । জয়ধ্বনিমুদা তুহানু বভূব ভুবনজয়ে ॥ ৬৮

শ্রুত্বা শ্লোকমিমং বিশ্রা জন্তঃ পরমযত্নতঃ । পক্ষিশোকং পরিভাজ্য শ্লোকমেনং মুনির্জগে ॥

ততো ব্রহ্মা সমাগত্য বান্দীকিমিমব্রবীৎ । মহর্ষে নমু বান্দীকে ভগবনু ভবতো মুনৈঃ ॥ ৭০

অবিতর্কো অয়ং দেবী বাণী কাব্যস্বরূপিণী । এতদর্থেৎবজ্ঞাতং ময়া সম্পাদিতঃ পুরা ॥ ৭১



যন্তঃ বেদার্থবক্তা স্তাঃ কাব্যরূপেণ সৰ্গশঃ । অহং যষ্টিকরো ব্রহ্মা তত্র লীলাকরো হরিঃ ৭২  
ত্বৰ্ণনস্ত কৰ্ত্তা তং যষ্টিকাকরো ভব । লোকানাং বর্ষরূপৈব বিকোর্মীনা মলাপহা ।

তয়া সা বর্ণিতা লোকে পরো বর্ষঃ হিরো ভবেৎ ॥ ৭৩

না চিন্তাং বৃক্ণ বাগ্নীকে শ্লোকরূপা সরস্বতী । তদ্বৃথে নির্খলা জ্ঞাতা কবিতা ব্রহ্মরূপিণী ॥ ৭৪  
ততুর্লগ্নকলপ্রাপ্তিঃ কাব্যাদেবোপজায়তে । মহত্ত্বং পূর্নসংস্কারাং কাব্যশক্তির্নূর্ণাং ভবেৎ ।

সা চেন্নীচেৎপি কবিতা নাবমান্তা কদাচন ॥ ৭৫

অপূণ্যো যদিবার্ধঃ স্তাংকাব্যবন্ধোভবেদ্যদি । তদাপি পুণ্যদঃ স স্তাং কিংপুংস্তাং সমর্থকঃ  
শ্লোকএকোভবেৎকাব্যং মহাকাব্যংতদুচ্চয়ঃ । অত্র সর্গাশ্চ কৰ্ত্তব্যঃ স্বস্তাঃ স্বস্তাঃ পৃথক্ পৃথক্  
নারদস্তোপদেশাঙ্কি বমর্ধং জ্ঞাতবানসি । তং বর্ণয় মহাভাগ স চ সর্গার্থসংকল্পঃ ॥ ৭৬

কুতে তয়া মহাকাব্যো ভাবার্থে রামচেষ্টিতে । লোকেবহুচরিষ্যন্তি কবরোংস্তে সতুচ্চয়ঃ ॥ ৭৭

তৎ ত্রিকালযুক্তিস্তঃ সত্যবাদী প্রতিষ্ঠিতঃ । নাহং ততঃ পৃথগ্ভূতঃ কবিরস্তঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৭৮

কবিত্রক্ষা কবিবিরূঃ কবিরেব স্বয়ং শিবঃ । কবিত্বৈ বর্ষবত্তা চ কবিঃ সর্গরসৈকবিঃ ॥ ৮১

ন কবের্বর্ণনং মিথ্যা কবিঃ যষ্টিকরঃ পরঃ । সর্গোপাখ্যেয় পশুন্তি কবরোংস্তে ন চৈব হি ৮২

কবীনাং বশগা দেবা ইন্দ্রোপেক্ষমাদয়ঃ । কবীনাং বশগা মর্ত্যাঃ কবরো দেবগোচরাঃ ॥ ৮৩

ইহ রামচরিত্রাণি মূনে ভব্যানি বর্ণয় । তৎ তু রামায়ণং নাম মহাকাব্যং ভবিষ্যতি ॥ ৮৪

র্ণমিথ্যানি যদ্বৎ তং তত্ত্ববিহুঃ কবিষ্যতি । বিকেঃ কীৰ্ত্তো ভবেৎকাব্যং হস্তাত্ম্যচক্ষতরকম্

৪১রামস্ত পরা মুক্তিঃ কাব্যং রামায়ণং ভব । শৃণু তৎকবচং যেন কৰ্ত্তা রামায়ণং ভবান্ ॥ ৮৩

ঔ নমোহষ্টাদশতত্ত্বরূপায় রামায়ণায় মহামন্ত্রস্বরূপায় না নিবাদেতি মূলং শিরোহ-

তু অহুজ্জ্বলিকা বীজং মুখমবত্ বধ্যশৃঙ্গোপাখ্যানমুনির্জিস্থামবত্ জানকীলাভোং-

বৃষ্টপুচ্ছন্দোবত্ গগ্নং কৈকেয়াজ্ঞা দেবতা হৃদয়মবত্ নীতালক্ষণাঃসুগমনশ্রীরামহর্ষাঃ

প্রমাণং জঠরমবত্ ভগবন্তক্তিঃ শক্তিরবত্ মে মধ্যং শক্তিমান্ বর্ধো মুনীনাং পালনং

মরোজ রক্তত্ মারীচচকনং প্রতিপালনমবত্ পাদৌ মূত্রীবমৈত্রমর্থোংবত্ স্তনৌ নির্ঘো

সুশক্রেষ্টাবত্ বাহু বাৰ্ত্তা সম্প্রতিপক্ষোক্ষামোংবত্ স্বকৌ প্রয়োজনং বিভীষণরাজ্যং

দীবাং মমাবত্ রাবণবধঃ স্বরূপমবত্ কর্ণৌ নীতৌদ্ধারৌ লক্ষণমবত্ নাসিকে অবগম্য

মোঘস্তরোংবত্ জীবাঙ্ঘ্রাণং ময়ঃ কাললক্ষণংবাংহোংবত্ নাতিম্ আচরয়ীং শ্রীরামাদি-

র্ঘং সর্গাদং মমাবত্ ইতি রামায়ণকবচং রামায়ণবাচকাঃ পঠেবুধ্বেৎকং জপ্তা রামায়ণং

৪২ সতকাতম্ ।

দেহ্যবাচ ।

বয়স্কাস্থা মুনিং ব্রহ্মা বর্ধো যং লোকমুত্তমম্ । বাগ্নীকিঃ কবিতাশক্তিঃ প্রাপ্য নির্কৃতিমাশ হ

ইতি বৃহদ্রত্নপুৰাণে পূর্নপঠে রামায়ণোৎপত্তিনাম পঞ্চবিংশোঃধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

## যজুৰিংশোহধ্যায়ঃ ।

দেব্যাচ ।

রামায়ণং মহাকাব্যং কৃতং বাল্মীকিনা স্বয়ম্ । তত্র রামচরিত্ত্বং ব্যাপদেশেন সৰ্গশঃ ।

সৰ্গে বৰ্ণ্যঃ সমুদ্ভিষ্টো বৰ্ণাপ্রমবিতাগশঃ ॥ ১

ক্রীৰ্ণা রাজবৰ্ণ্যাস্ত ব্রহ্মবৰ্ণ্যাস্ত পুৰুষাঃ । বৈশ্ববৰ্ণ্যঃ শূৰবৰ্ণ্যঃ বৰ্ণ্যাস্ত গৃহিণাঃ তথা ॥ ২  
নানাদেবচরিত্রাণি শত্ৰুমিত্রকথা অপি । ইতিহাসস্বরূপেণ সৰ্গে বৰ্ণ্যঃ নিরূপিতাঃ ॥ ৩

এতৎ পাঠ্যক বোধ্যক স্মরণীয়ং শমিচ্ছতা ॥ ৪

যন্ত গেহে সমগ্রং হি লিখিতং বৰ্জতে সবি । ন তত্র বিপদঃ কাপি নাধৰ্ম্মন্তত্র সংচরেৎ ॥ ৫  
যন্ত নাস্তি গৃহে সৰ্বো কাব্যং রামায়ণং শুভম্ । ঋশানভূমিস্তথাপি পিতৃদেববিবৰ্জিতা ॥ ৬  
সৰ্গং সৰ্গাঙ্কমেব বা শ্লোকং শ্লোকাঙ্কমেব বা । অহোব্রাহ্মণ্যন্তরে যন্ত ন স্মরেৎ ন মরাদমঃ ॥ ৭  
মা নিষাদেতি পদান্ত্বং যঃ পঠেদুভয়সংযুতঃ । অভ্যাস্তং হৃদয়ে ধতে স কবিঃ স্তার সংশয়ঃ ॥ ৮  
অনাগৃহীত-মহাপীড়-প্রহপীড়াপ্রপীড়িতাঃ । আদিকাণ্ডং পঠেদুর্থে তে মুচ্যন্তে ততো ভয়াৎ ॥ ৯  
পুত্রজন্মবিবাহাদৌ গুরুদৰ্শনং এষ চ । পঠেত শৃংগার্যাক্ষং বিতীৰ্ণং কাণ্ডমুত্তমম্ ॥ ১০  
যনে রাজকুলে বসিষ্মলপীড়ায়ুতো নরঃ । পঠেদারণ্যকং কাণ্ডং শৃংগার্যাক্ষং মঙ্গলী ॥ ১১  
মিত্রনাভে তথা মঠব্রহ্মণ্য চ গবেষণে । শ্রুত্বা পঠিত্বা কৈকিদ্ধ্যং কাণ্ডং উত্তমং লভেৎ ॥  
শ্রীক্ষেপু দেবকার্যোযু পঠেৎ সুন্দরকাণ্ডকম্ । শত্রোজয়ে সমুৎসাহে জনবাদে বিগর্হিতে ।

লক্ষ্যাকাণ্ডং পঠেৎ কিংবা শৃংগার্যাক্ষং মঙ্গলী ভবেৎ ॥ ১৩

যঃ পঠেচ্ছৃংগার্যাক্ষং কাণ্ডমভ্যাস্তরোত্তরম্ । অনন্দকার্যো ব্যাহার্যাক্ষং স জয়ী পরতোহত্র চ ॥  
মোক্ষার্থী লভতে মোক্ষং ভক্ত্যর্থী ভক্তিমেব চ । জ্ঞানার্থী লভতে জ্ঞানং ব্রহ্মতত্ত্বং তথৈব তু  
যঃ পঠেচ্ছৃংগার্যাক্ষং কাব্যং বাল্মীকিনা কৃতম্ । আদিকাণ্ডং মাঘমাসে বিতীৰ্ণকান্তানে তথা  
চৈত্রে আরণ্যকাকাণ্ডং কৈকিদ্ধ্যং মাঘমে তথা । জ্যৈষ্ঠে তু সুন্দরাকাণ্ডং শেষকাণ্ডম্ ॥  
শুভকালে সমাধত্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ । যঃ পঠেচ্ছৃংগার্যাক্ষং কাব্যং সৰ্গমুত্তমং ক্রমাৎ ॥

কলং তস্য প্রবক্ষ্যামি শৃণুতং বিজয়ে জয়ে ॥ ১৮

জীৱাজপিতৃগোহস্তা ব্রহ্মহা হেমচোরকঃ ! সুরাপো গুরুভাৰ্য্যাণো দেবদেবকরন্তথা ॥ ১৯  
নানাপাপরতা বাপি তৎক্ষণাদেব মুচ্যতে । জৈলোক্যাপাবনঃ সোহরং দেবানামপি হৃল্লভঃ ॥  
যজ রামায়ণস্তান্ত প্রস্তাবঃ খলু সন্তবেৎ । তত্র সৰ্গেহুপিত্তিত্তি তীৰ্থাদি পিতরঃ সুরাঃ ॥ ২১  
রামায়ণস্ত প্রস্তাবে বোহস্তং প্রস্তাবমাচরেৎ । সৰ্গপাপাপ্রসন্নঃ সঃ স্নানং স্নানী সৰ্গভূগুণবা ॥  
রামায়ণস্ত প্রস্তাবে তৎক্ষণাদেব যন্ত হি । ন পশ্যন্তি শোকদুঃখপরিভাষাঃ ন বঞ্চিতাঃ ॥ ২৩  
আধিনে তে শারদীয়মহাপূজাদিনেযু হি । পঠেদুভো রামচরিতং চারু বাল্মীকিনা কৃতম্ ॥ ২৪  
তস্ত দেবী মুক্তিদাত্রী ব্রহ্মবিদ্যা দিব্যমিতা । প্রসীদতি ন মনেহঃ সৰ্ব্বভীষ্টকপ্রদা ॥ ২৫

ঋক পঠিত্বা কাব্যত বিজ্ঞাট্যাবিবর্জিতঃ । দক্ষিণাং বিপুলং দধ্যাদান্নদারহৃতাদিকম্ ॥২৬  
ইতি বাঃ কথিতং সৰ্বো ক্রিয়দ্রামায়ণোচিতম্ । দ্রামায়ণগুণান্ বকুং শক্তা নাহমশেষতঃ ।

পরমা হ্রলতা যুক্তিঃ শুদ্ধবোধিত্ব কিসরী ॥ ২৭

ইতি বৃহদ্রশ্মপুরাণে পূৰ্ণবধৌ দ্রামায়ণোক্তকীর্তনং নাম বহুবিশেষোৎসাহঃ ॥ ২৬ ॥

## সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

দেব্যাষাচ ।

যদা দ্রামায়ণং কৃষা বান্দীকির্বিবরাম হ । তদা ব্রহ্মা সমাগত্য বান্দীকিমিদমববীৎ ॥ ১  
মহর্ষে নম্ বান্দীকে কৃতং দ্রামায়ণং কৃষা । নৈবাবশিষ্টং ক্রীড়ান্তি কর্তব্যং তব বর্ততে ।

অজ্ঞিতা পরমা কীর্তিরক্ষা ধর্মরূপিণী ॥ ২

কিঞ্চ তদুগ্ধকুল্লাজ্ঞে দেবী গগনমন্তবা । দেবিত্বং বাহুতে নিত্যং তৎ কুরব সদাতনম্ ॥ ৩  
দেব্যা ব্যবসিতং বৃদ্ধা মহাত্মারতনামকম্ । সনাতনং মহাপুণ্যমিতিহাসং পুরাতনম্ ।

একলিতং মহা সমাকৃ তব শ্রৌক্য তদ্ব্যনে ॥ ৪

বান্দীকিরূষাচ ।

প্রত্যো ব্রহ্মণ কৃষা সর্বং জায়তে ভলুখাপি তে । নিবেদয়ান্নাকুরজিৎ যদুগ্ধং তবদম্ম মে ৫  
কৃতং দ্রামায়ণং ব্রহ্মণ ব্যক্তং যোক্তব্যং সাধনম্ । নিঃসন্দেহোহুহং ভূতঃ ক্রোভমোহবিবর্জিতঃ  
কিমর্ষপরাং ব্রহ্মণ করিষ্যামি বুধোদ্যমম্ । সরস্বতী চেৎ সততং বিহর্তুং দেব বাহুতে ॥ ৭  
তদর্থে বাপরে বেদব্যাসনামা ভবিষ্যতি । স এব বহুচিয়ার্থং মহাত্মারতকৃৎ ভবেৎ ॥ ৮  
পুণ্যগোপপুণ্যগানি স এব বিরচিষ্যতি । নালেন ব্যসমায়েন নৃণাং ধর্মমন্ডিভবেৎ ॥ ৯  
লোকানাং ধর্মমভ্যর্থকর্তা গ্রহান্ বহুশ্চ স বৈ । বিকোঃ কলানৌ ভবিতা বেদভাগান্ করিষ্যতি  
অহং দ্রামায়ণং কৃতা কৃতার্থেতি ভবমীশ্বর । ব্যাদায়াহং বদিষ্যামি কাব্যবীজং সনাতনম্ ॥ ১১

যেনানৌ বহুধা গ্রহান্ বিধায় কুলং ভজেৎ ॥ ১২

দেব্যাষাচ ।

ইত্যুক্তস্তেন বৈ ব্রহ্মা হংসারূঢ়তুর্ধ্বঃ । এবমেবেতি সমস্তা বর্ষো লোকং সিজং সবি ॥ ১৩  
ততঃ কালে গতে দীর্ঘে বাপরাধৌ হরেঃ কলা । বেদব্যাসো বভূবাস সভাবত্যাং পরামরাং  
চক্রে বেদভরোঃ শাখাং দৃষ্টী পুংসোহল্পমেধনঃ । অথ ব্রহ্মনভায়াং বৈ সমারাতা মহর্ষয়ঃ ১৫  
কল্পপঃ কপিলোহজিত্তি ভার্গবশ্চ পরাশরঃ । বাসিশ্চ পরমোদারঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ॥ ১৬  
বাস্তবশ্চাকং বিষ্ণুশ্চ হারীতশ্চ বৃহস্পতিঃ । বিশ্বামিত্রো বামদেবঃ শঙ্খশ্চ লিখিতস্তথা ॥ ১৭  
জৈগীষয্যো বলিষ্ঠশ্চ একশ্চ বিতন্ত্রিতঃ । বালশিল্যশ্চ রথমে পৌতমো গলবো ভূতঃ ॥  
কাত্যায়নোহঙ্গিরাস্চ বশঃ প্রজানান্যো মনুঃ শ্রবশ্চ ॥ এতে চাক্ষে চ বহবো যুযনো দেবপুংসদে

এতান্ সম্পূজ্য বিবিধং সুধামীনান্ পিতামহঃ । উবাচ পরমজীতা তিরেণাবিগতং হৃদা ॥২০  
 পুরা রামায়ণং নাম ভাবার্থং বিহিতং ময়া । তজ্জ বান্দীকিনা কাব্যং কৃতং মহাপদেশতঃ ॥২১  
 পঞ্চবিংশতিমাহতী সংতিতা সপ্তকাভিকা । সৰ্গপ্রবন্ধবহলা গ্ৰন্থতয়া অশুগ্রহাৎ ॥২২  
 সা নিত্য পূৰ্ণাবহলা ভবনস্তরমেব চ । মহাত্মারতনামাত্মং পুরাণাহ্যভয়ানি চ ॥২৩  
 অষ্টাবশ তথাত্মানি বিহিতানি পুরা ময়া । কিম্ ন শ্লোকবদানি সংক্ষেপসংযুতানি চ ॥২৪  
 স্ববীণাং ধনু সর্পেবাং মথো কোষজ সমৰ্থকঃ । স করোতু পুরাণানি মহাত্মারতমেব চ ॥২৫  
 এতদৰ্থং পুরা প্রোক্তো বান্দীকিৰ্মুনিমন্তমঃ । স তু রামায়ণং কৃতা নিরপেক্ষোৎসাহভেদে ॥২৬  
 দেব্যাচ ।

ইত্থাক্তানাং মুনীনাং কোষপি কিঞ্চিদ্ চোচিবান্ । প্রণম্য নারদস্তত্র ব্রহ্মাণমববীদিসমু ॥২৭  
 নারদ উবাচ ।

নারদোহং নমস্তামি শৃণু বশে নিবেদনম্ । পুরা তুভ্যং বদেবাহ বান্দীকিরাসিকাব্যকৃৎ ॥২৮  
 তদৰ্থং হাপরে বেদব্যাননামা ভবিষ্যতি । স এব বহুচিঞ্জাৰ্থমহাত্মারতকৃৎভবেৎ ॥২৯  
 পুরাণোপপুরাণানি স এব বিরচিষ্যতি । নাজেন ব্যবসায়েন নৃণাং ধৰ্মমতিৰ্ভবেৎ ॥৩০  
 লোকানাং ধৰ্মমত্যাৰ্থকৰ্ত্তা গ্রন্থানুবহুন্ স বৈ । বিকোঃকনাসো ভবিতা বেদভাগান্ করিষ্যতি  
 অহং রামায়ণং কৃতা কৃতার্থোৎসাহবীৰ্ষব । ব্যাসান্নাহং বদিম্যামি কাব্যনীজং সমাতরম্ ॥৩১  
 যেমাসো বহবা গ্রন্থানু বিধায় কুশলং ভজেৎ ॥৩২  
 ভবাদিসো ব্যাস এব ভবদাজ্ঞাং করিষ্যতি । যদাশ্চে চ সমৰ্থাঃ শ্রুন্তে তদাত্ত বদন্ত চ ॥৩৩  
 মুনয় উচুঃ ।

সৰ্গে বয়ং সমৰ্থাঃ সঃ পুরাণকরণে প্রভো । যো যংপুরাণকল্পী স্তাৎ তসৈ তত্তদ্বিজ্যতাম্ ।  
 কিলেক এব ব্যাসোহং ভবদাজ্ঞাবহো ভবেৎ ॥৩৪  
 দেব্যাচ ।

শ্রুত্বৈবং বচনং ব্রহ্মা মুনীনাং ভাবিতাক্সনাম্ । হৃদৈব চিন্তয়ামাস বিরোধং তানুবাচ সঃ ॥৩৫  
 ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণুস্ব মনয়ঃ সৰ্গে বদহং প্রব্রবীমি বঃ । শ্রুতং বান্দীকিবচনং নারদাৎ স যদাহুঃ শাম্ ॥৩৬  
 সমৰ্থা অপি সৰ্গে বৈ পুরাণকরণে বিজাঃ । কিম্ গচ্ছত রাজানং জনকং ধৰ্মদৰ্শনম্ ॥৩৭  
 স বো বিবাসভঙ্গায় মধ্যাহ্নঃ প্রবিদ্যাতি ॥৩৮  
 দেব্যাচ ।

ইত্থাক্তান্তে মুনীগণা যযুঃ সৰ্গার্থদৰ্শনিনঃ । বর্ততে যত্র জনকো রাজা ধৰ্মদৰ্শকঃ ॥৩৯

ইতি বৃহদ্বৈশম্পায়ণে পূৰ্ণধৰ্মে ঋষিবিবাহো নাম সপ্তবিংশোৎসাহাধ্যায়ঃ ॥২৭ ॥

## অষ্টাবিংশোধ্যায়ঃ ।

দেব্যাষাচ ।

তান্ দৃষ্টী জনকো রাজা যুনীন্ সর্কান্ সমাগতান্ । আসনাং সহসোখায় পুজয়ামাসাদিরম্  
রাজোষাচ ।

কিমৰ্ঘমাগতা যুয়ং সর্কো যুৰ্যাসমপ্রভাঃ । সর্কো সর্কার্ধবোদ্ধারঃ সর্কো সর্কার্ধদর্শিনঃ ॥ ২  
সর্কো সর্কার্ধকুশলঃ যুয়ং গুরুতরা নৃণাম্ । বয়ং গৃহহা যুয়াকং কৃপাং বাহ্যামহে সদা ॥ ৩  
সাঁ কৃপা চেৎ সুকলিতা সর্কার্ধঃ সিধ্যতে তদা । বৈকবাঃ সাধবঃ শান্তা লোকানুগ্রহকারকাঃ  
অয়ং কৃতার্ধাঃ সততং যুয়ং যে তে মরেক্ষিতাঃ । কিমতোহন্তিগৃহস্থানাং লাভোক্তঃ সাধুসঙ্গমাৎ  
যুয়ং উচুঃ ।

সভাং ভবন্ত্যং রাজবিং ব্রহ্মকামা বয়ং সদা । ব্রহ্ম বর্ষতমুঃ সাক্ষারয়ং বর্ষান্তিকাজিক্রমঃ ॥ ৬  
প্রেষিতা ব্রহ্মণা সর্কো ভবৎসন্নিবিমাগতাঃ ॥ ৭

বহুত্রিংশতঃ পুরাণানি ভারতস্ত চ ভূপতে । ভবতুমীবাং কঃ কৰ্ত্তা তদ্বিদেশয় পৃচ্ছতাম্ ॥ ৮  
অয়ং পরাশরোহসাকং বজ্রা যযক্তি ভবতম্ । বয়ং হি সর্কোপ্রোতারোভবান্ সন্মাজ্জনিরূপকঃ  
রাজোষাচ ।

শক্তিপুত্র মহাতাপ পরাশর নমোহন্ত তে । কিমুক্তং ব্রহ্মণা কো বা বিবাদেনসংশয়হিতো ॥ ১০  
পরাশর উবাচ ।

রাজন্ ব্রহ্মা সমীপস্থান্ যুনীনাং সমাগতান্ । বাক্মীকির্ভগবান্ কাব্যং চক্রে রামায়ণং পরম্ ॥  
পুরাণানি ভারতস্ত কঃ কৰ্ত্তা ভবতাং ভবেৎ । ভজ্রাহ নারদো ব্যাসঃ কৰ্ত্তা বৈ ভারতাদিনঃ  
বয়ং বিবদমানা বৈ সমর্থাস্তত্র কর্ণপি ॥ ১৩

রাজোষাচ ।

ব্রহ্মা চ নারদকৈব ব্যাসপদ্ধাবৃত্তৌ মর্তৌ । ভবতোহনুমতাঃ কেন পুরাণাদি করিষ্যথ ॥ ১৪  
কৰ্ত্তা দেবঃ ধন্যঃ ব্রহ্মা সর্কশাস্ত্রস্ত সর্কণা । তেনৈবাহুতং ব্যাসং ভবন্তো নানুধর্ততে ॥ ১৫  
ব্যাসোহপি চ ভবন্তস্ত সর্কশাস্ত্রাৰ্ধদর্শিনঃ । মাহাত্ম্যং ভগবদ্ভাস্যং বদন্ত অয়তে যদা ॥ ১৬

পরাশর উবাচ ।

কিং বাচ্যং ভগবন্মামাহাত্ম্যং বিখিলাদিপ । যথাজ্ঞানং কিমবচ মি তুভ্যং জিজ্ঞাসবে সত্বং ॥  
কুকেতি মন্দলং নাম যন্ত বাচি প্রবর্ততে । ভগ্নীভবন্তি রাজেন্দ্র মহাপাতককোটয়ঃ ॥ ১৮  
ব্যাস উবাচ ।

নান্নোহন্ত যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরঃ । তাবৎ করুং ন শক্তঃ স্ত্রাংপাতকংপাতকীজনঃ  
এবং অহা মহারাজ উদযেবাং সরস্বতীম্ । পরাশরানীন্ ব্যাসঞ্চ প্রোষাচ জনকো নৃপঃ ॥ ২০

রাজোবাচ ।

কৰ্ত্তা মহাভারতস্ত বেদব্যানো হি নাপরঃ । বহিষ্কৃতঃ পুরাণানাং ব্যাসস্তাজ্ঞে চ যে বিজ্ঞাঃ  
কিত্ত গচ্ছত বাল্মীকিং মহৰিং চিরজীবিনম্ । স বো বিধাস্ততে ক্ষেমমাদিকাব্যকৃতী কৃতী ॥  
ঋতং ময়া বদাকাশে গচ্ছতশ্চৈকপক্ষিণঃ । শৃংখলং তদ্বিনিগদাঃ প্রোক্তং বাল্মীকিনা পুরা ॥  
তদৰ্থং বাপরে বেদব্যাননামা ভবিষ্যতি । স এব বহুচিত্তাৰ্থমহাভারতকৃতভবেৎ ॥ ২৪  
পুরাণোপপুরাণাদি স এব বিব্রতিষ্যতি । মাজেন ব্যাসনামেন নৃণাং বৰ্ণমতিৰ্ভবেৎ ॥ ২৫  
লোকানাং বৰ্ণমভ্যৰ্থকৰ্ত্তা গ্রন্থানুবহুন্ স বৈ । বিলোঃ কল্যাসো ভবিতা বেদভাগানুক্ৰিয়্যতি  
অহং রামায়ণং কৃত্বা কৃতার্থোহভবমীশ্বর । ব্যাসায়াহং বদিস্যামি কাব্যাবীজং সনাতনম্ ॥ ২৬  
যেনাসো বহুকা গ্রন্থানু বিধায় কুশলং ভজেৎ । ইদমেব হীপাধ্যায়ং বিধিং বাল্মীকিরব্রবীৎ  
মা তিস্তয় মহারাজ লোকো ব্যাসো ভবিষ্যতি । ইত্যেতদ্বিক্রান্তং বিপ্রা বগল্য মুখতো ময়া  
অতো গচ্ছত বৈ যুয়ং যত্র বাল্মীকভূমিঃ । স্বধিতীয়ঃ স্বয়ং ব্রহ্মা কাব্যবন্তৌ মুনীশ্বরঃ ॥ ৩০  
তন্তৈবাপ্রহ্লাদ্যুয়ং কবরোহপি ভবিষ্যৎ । আন্তেৎসো তমগাতীয়ে জপন্যামায়ণং পরম্  
দেবুবাচ ।

ইত্যুক্তান্তে মনিগণা জনকেন মহাজনা । প্রযুঃ পরমানন্দা যত্র চান্দিকবিশ্বমিঃ ॥ ৩২

ইতি বৃহদ্রথপুৰাণে পূৰ্ণৰথোত্তে ঋষিপরীক্ষণং নামাষ্টাভিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

দেবুবাচ ।

তে গতা তমগাতীয়ে বাল্মীকিং তপসাং নিধিম্ । দদৃশুঃ শিষ্যসহিতং ভূমিষ্ঠমিব ভাস্করম্ ॥  
প্রণেমুঃ পরমা তত্ত্বা ব্রহ্মণমিব দেবতাঃ । মহাবিরপি তানু দৃষ্টা মুনীন্ শক্তিসুতাদিকান্ ।  
স্বাগতাদ্যৈঃ পূজয়িত্বা পপ্রচ্ছ চাননহিতান্ ॥ ২  
বাল্মীকিরবাচ ।

পরশরব্যালমুখ্যা মুনয়ো যুয়মাগতাঃ । কিমর্থমিহ সস্তাপ্তাঃ সর্বে হৃদ্যসমপ্রভাঃ ॥ ৩

মুনয় উচুঃ ।

পুরা ব্রহ্মা মুনীন্ সর্গানম্যানু পপ্রচ্ছ সন্তমঃ । ভারতং পুরাণানি কঃ কৰ্ত্তা বো মহন্তমাঃ ॥ ৪  
তজাহ নারদো বাক্যং ব্যাস একো মহাকবিঃ । ভারতং পুরাণানি ক্রিয়্যতি মহামতিঃ ।  
তজান্যাকং মতির্জাতা পুরাণকরণে প্রভো ॥ ৫  
অস্মানু বিবদমানানু বৈ বুদ্ধা ব্রহ্মা চতুর্দ্বযঃ । বিবাদভগ্নকং ভূগং জনকং প্রজগাদ নঃ ॥ ৬  
তেনাদিষ্টা বয়ং সর্বে জনকস্ত চ সন্নিধিম্ । প্রাপ্তাঃ সন্তুজিতান্তেন পৃষ্ঠা নপি মুনীশ্বর ॥ ৭

তজ্জাম্বাকং পুণ্যবাংশ শক্তিপুত্রঃ পরাশরঃ । বভাভুচ্চ বয়ং সর্কে প্রোভারো জনকো দুপঃ ॥  
 প্রত্যাষাচ বিবাদস্ত ভস্মায় বো হু শ্রুতাম্ । ব্রহ্মণা সর্কশাভাণাং মূলকল্পা মহাম্বনা ॥ ১  
 নারদেনাপামুস্বতো ব্যাৰো ভারতকৃৎভবেৎ । অস্ত্রোবাঙ্গ পুরাণানাং ব্যানোংস্ত্রে চ মহর্ষয়ঃ ॥  
 অত্র মে নাস্তি মাধ্যহ্নং পূৰ্ণং তেননিরূপিতম্ । ব্যাসেন পুরাণকৰ্ত্ত্বং বিবাদোহপি ন বঃ কচিং  
 যুয়ং গচ্ছত বৈ যত্র বাম্বীকিত্তমহুগ্রহাৎ । বঃ কবিঃ স্তাৎ ন এব স্তাদ্ভারতাদিকৃতী কৃতী  
 ন জ্ঞানীতে কাব্যবীজং তস্মাদ্গচ্ছত তত্র বৈ ॥ ১২

ততস্তে নিকটং প্রাপ্তা বয়ং সর্কে মহর্ষয়ঃ । সর্কানু কবীন্ নঃকুরু বৈ এভো আদিকবে মূনে  
 বাম্বীকিরবাত ।

একো নারায়ণো দেবঃ নন্দরূপী সনাতনঃ । তস্মৈব বশগাঃ সর্কে কৰ্ম কুর্ন্ততি কৰ্মিণঃ ॥ ১৪  
 তস্মিন্নেব প্রীয়েতে তদ্বাৰেবোদ্ধবন্তি বৈ । তস্মৈব হি নিরোগেন ব্রহ্মাদ্যা অথ বৈ বয়ম্  
 সর্কে কুৰ্মঃ ক্রিমাঃ সর্কা যথোদ্দেশং যথাভবম্ ॥ ১৫

অহং নারায়ণঃ কাব্যমকার্ষং তস্মিন্নোগতঃ । মন্দিভীরঃ কবির্ব্যাসস্তেনৈব হি বিনির্দিষ্টঃ ॥ ১৬  
 মহাভারতকর্ত্তাসৌ বিধিবষ্টঃ পুরাতনঃ । পুরাণানাময়ং কৰ্ত্তা যিবিধানং মুনীশ্বরঃ ॥ ১৭  
 তবভ্যোহপি করিব্যক্তি পুরাণাম্যাত কানিচিং । ব্যাসস্তৈব প্রমাদেন তানি নৈবাজ্ঞঃ শংসয়ঃ ॥  
 ব্যাসামাহং বদিম্যামি কাব্যবীজং সনাতনম্ । তেনৈব যুয়ং সর্কে বৈ তবিষাৎ কৃতার্বকাঃ ॥  
 আদৌ মহাভারতাত্যং বেলব্যাসঃ করিষ্যতি । ততো বিষ্ণুপুরাণস্ত কৰ্ত্তা ভাবী পরাশরঃ ॥ ২০

এবং মহাপুরাণানি ব্যাস একঃ করিষ্যতি ॥ ২১

কৰ্ত্তা চৌপপুরাণানি ব্যানোংপ্যস্ত্রেহপি কেচন । বেদব্যাসঃ শ্লোককৰ্ত্তা সর্কেযামেবসর্কভঃ  
 লৌকিকঃ কোহপি বক্তা চ কোহপি চার্ঘনিরূপকঃ । কৰ্ত্তারঃসংহিতানাঞ্চ পরে মহাপরোহিজাঃ  
 মহদ্রিবিহুহারীতদ্বাজক্যোপনোদিতাঃ । যমাপত্তমসংবর্তীঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥ ২৪  
 পরাশরব্যাশমখ্যদ্বিষিতা দক্ষগৌতমৌ । শাতাতপো বসিষ্ঠশ্চ ধৰ্ম্মশাস্ত্রপ্ররোজকাঃ ॥ ২৫  
 এভেভ্যং কেহপি সক্তারঃ কেহপি শ্লোকার্ধকারকাঃ । অস্ত্রেপি মুময়ঃসর্কে সত্ত শাস্ত্রকৃতঃশ্বয়ম্  
 সর্কে স্বধমতেনৈব এহানু কুর্ন্ত পাশনানু । সর্কে যুয়ং নিবর্ত্তস্বং যাত স্বহাশনানু বিজাঃ  
 কাব্যবীজং বদিম্যামি ব্যাসামাহং মহাম্বনে । ব্যাসস্তানুগ্রহাদ্ভুয়ং কবরোহপি তবিষাৎ ॥

দেয়ুবাচ ।

ইত্যুক্তান্তে মুনিস্থাঃ সানস্বা এব হে সখি । প্রণম্যাদিকবিঃ ত্রীংবাম্বীকিং তে গতাভুতঃ ॥  
 বাম্বীকিত্তপ্রদে ব্যাসৌ বিরাম্ম সখীদয় । বাম্বীকিঃ কাব্যবীজানি ব্যাসামোবাচ সানস্বয় ॥

ইতি বৃহৎসং পুরাণে পূৰ্ণকথো ভারতোগদেশো নানেকোমজ্রিংশোহিধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

## ত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

বান্দীকিরবাচ ।

বেদবাস কিমাদো তং শ্রোতুমিচ্ছামি সস্ত্রতি । তদহং ভারতাদীনাং বীজং বৈ প্রবদামি তে  
বাস উবাচ ।

কীদৃশং ভারতং নাম কিং কলং তস্ত উদদ । কেন বাহং করিব্যামি কেন শক্তির্ভবেদম ॥ ২

বান্দীকিরবাচ ।

বেদঃ পরিণতো ভূত্বা মহাভারততাং গতঃ । বিকোর্মুবাং সমুদ্রভূতা ব্রাহ্মণা যে তপস্বিনঃ  
বাহতঃ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ পৃথিবীজমপালকাঃ । উরতো জজিরে বৈশ্ণাঃ শূদ্রাঃ পান্ডবশ্চ মূনে  
বর্গা অমী বৈ চত্বারিজেবাং কর্মণ্যাকল্পয়ং । যজ্ঞং যাজনকৈবধ্যরনাধ্যাপনে তথা ॥ ৫  
দানং ঐতিগ্রহৈশ্চ বহুৈকর্মা ব্রাহ্মণঃ শ্রুতঃ । বিপ্রপুত্রা প্রজারক্ষা দানং যুদ্ধং করগ্রহঃ ॥ ৬  
ক্ষত্রিয়ঃ পঞ্চকর্মা স্ত্রাদৈশ্চকর্ম চ কথ্যতে । ব্রাহ্মণক্ষত্রয়োঃ সেবা ধনসংগ্রহ এব চ ॥ ৭  
বাণিজ্যঞ্চ তথা দানং চতুর্কর্মা বণিগঞ্জনাং । ব্রাহ্মক্ষত্রবিশাং সেবা শূরস্ত কৃষিকর্ম চ ॥ ৮  
এতানি কিল কর্মাণি বর্ণানাং কথিতানি তে । ভক্ত ত্রয়াণাং বর্ণানাং বেদে যোগ্যত্বমিত্যভে ৯  
ব্রীহদ্রবিজবদুনাং অমী ন শ্রুতিগোচরা । ব্রীহদ্রবিজবদুনাং বেদার্থজ্ঞানহেতবে ॥ ১০  
ভারতং কৃতবান্ পূর্বে দেবো নারায়ণঃ স্বয়ম্ । রামায়ণং তস্ত বীজং পরাংপরতরং মতম্ ॥  
আদো রামায়ণং দেবো ব্রহ্মণে দত্তবান্ পুরা । দত্তঞ্চ ব্রহ্মণা মহং শ্লোকবদ্বাং ময়া কৃতম্ ॥  
বিস্তারিতঞ্চ রচিরং বোধার্শনারমমতম্ । পুনশ্চ ভারতং কর্তুং ব্রহ্মণা দেশিতোৎপাদম্ ॥  
নৈব স্বীকৃতবান্ পূর্বে ভারতং কর্তুমেব চ । ভারতস্ত বিধানার তং নারায়ণনির্মিতঃ ॥ ১৪  
রামায়ণঞ্চ বিদ্যীর্ণং তং মহাভারতং কুরু । রামায়ণপরাংপাট্যাং তং মহাভারতং কুরু ॥ ১৫  
রামায়ণস্ত কাব্যস্ত ভারতস্ত চ বৈ মূনে । বিশেষং শৃণু মহাক্যারায়ণমিরূপিতম্ ॥ ১৬  
এক এব স্বয়ং দেবঃ পরমাত্মা বিভূঃ প্রভুঃ । কালাকাশস্বরূপোৎসর্গো মৃগদুঃখবিবর্জিতঃ ॥  
সৌম্যঃ মাসুবতাং গতাং খেচ্ছয়া কমলাপতিঃ । চিক্রীড় জগতীমথো রক্ষোবৎখলেন বৈ ॥  
ধর্ম্যাংক দর্শয়ামান বর্ণাপ্রমবিতাগশঃ । অহং ভগবন্নিবামি কাব্যং রামায়ণাক্ষরম্ ॥ ১৯  
পরমাত্মস্বরূপস্ত সীতানারদস্ত চেষ্টিতম্ । বর্ণিতকৈকরূপস্ত তচ্ছরীরবিশেষম্ ॥ ২০  
ন এব দেবো ভগবান্ কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ । জীববিভীরক্তিক্রীড় ভূভারকরহেতবে ॥ ২১  
জীবাত্মপরমাত্মানো নরনারায়ণবৃত্তৌ । অর্জুনশ্চ তথা কুরুভাবেন খেচ্ছয়া বিতো ॥ ২২  
পঞ্চানাংপাতুপুত্রাণাংভৃতীয়ো গোবর্জুনো নরঃ । কুরুশ্চন্দেবকীপুত্রো বাসুদেবোৎবিলার্হিহা  
নারায়ণো বাসুদেবো নরশ্চৈবার্জুনাক্ষরঃ । নরনারায়ণময়ং তমহাভারতং বিভূঃ ॥ ২৪  
একং নারায়ণময়ং কৃতং রামায়ণং ময়া । রামায়ণে ভারতে চ বিশেষোৎসমুদাহৃতঃ ॥ ২৫  
মোপ্যাহ মোপ্যতরকৈব ন বাচ্যং বস্ত কতত্বিং ॥ ২৬



ইদৃশং ভারতং প্রোক্তং নরনারায়ণাঙ্ককম্ । ভারতং পরমং পুণ্যং ভারতং বেদমসিতম্ ।

ভারতং ভবনে বস্তু তন্ত হস্তগতো জয়ঃ ॥২৭

ভারতস্ত সমুদ্রস্ত মেরোরীরাষণস্ত চ । অশ্রমেয়াণি চত্বারি পুণ্যভোয়ত্বহাঙণাঃ ॥ ২৮  
ভারতস্তান্তরীকস্ত কালস্ত চ হরেরপি । অশ্রমেয়াণি চত্বারি ভাবঃ সীমা গতিঃ ক্রিয়া ॥ ২৯  
ভারতস্ত চ নদীয়াঃ শিবস্ত চ হরেরপি । অশ্রমেয়াণি চত্বারি নামপুণ্যার্থসঙ্কল্পঃ ॥ ৩০  
ভারতং ঐয়তে সর্গে ভারতং ঐয়তে ক্রিতৌ । ভারতং ঐয়তে চৈব পাভালে পরমাদরৈঃ ।  
ভারতে বিবিধা অর্থী ভারতে বিবিধাঃ কথাঃ । ভারতে বহুদর্শনানি ভারতে বর্ষসংক্রমাঃ ॥৩১  
ন ভারতমনাপ্রিত্য কথা কাচিং প্রবর্ততে । যথাহারমনাপ্রিত্য শরীরস্থৈষ ধারণম্ ॥ ৩২  
বজ্রাতৌ ব্রহ্মতে পাপং ব্রাহ্মণস্থিত্বিলৈকত্বম্ । মহাভারতমাখ্যায় পুরাণং সন্ধ্যাং বিমুক্ততি ॥  
বদহা ব্রহ্মতে পাপং ব্রাহ্মণস্থিত্বিলৈকত্বম্ । মহাভারতমাখ্যায় সন্ধ্যাং মুক্তি পতিমাসু ॥৩৩  
পুত্রয়েভ্যস্তারতং গেহে হাপয়েভ্যস্তারতং গৃহে । দম্যাক্তি ভারতং সন্ধ্যাঃ সূর্য্যাক্ষ পঠেসপি ॥৩৪  
ন এষ পরমঃ সীমান্ সার্বকং তন্ত লক্ষ্য চ । বুঝোৎসর্গশতৈকৈব গম্যশীক্ৰমতং তথা ॥ ৩৫  
রাজহুয়াধমেণা চ যজ্ঞো বিপুলদক্ষিণো । সদক্ষিণো ভারতস্ত প্রবণং পাঠ এষ চ ।

তুল্যাত্মেভ্যনি কর্ণাণি মিথঃ প্রতিনিবীজপি ॥ ৩৬

দক্ষিণা ভারতস্তাপি আত্মা সর্বস্বমেব চ । সর্বস্বং ভারতে দদ্যাৎ সর্বস্বং পিতৃমাতৃম্ ॥ ৩৭  
সর্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ সর্বস্বং ভগবত্ৰমাং । ইতোবাং তে কলং প্রোক্তং ভারতস্ত সমাসতঃ ॥  
কবচং কথ্যতে বিপ্র ভারতস্ত সূত্রং তৎ । উ নমো ভগবতে তুভ্যং বাহুদেবায় বীমহি ।

নরায় পরমেশায় জীবায় পরমাত্মনে ॥ ৪১

আদিপর্ক পাত্ৰ মূলবীজং পাত্ৰ দ্বিতীয়কম্ । অধিনীরাষণং পাত্ৰ শতী রামায়ণং তথা ॥৪২  
বিরাটপর্ক চন্দ্রমন্দ্ৰ দেবভার্য্য তুবোংবত্ । প্রমাণং ভগবদীজী শক্তিমাসু পাত্ৰ তীয়কঃ ॥  
প্রতিপাদ্যং দ্বোপর্ক কর্ণপর্ককোংবত্ । নির্বিঃ শল্যাপর্ক স্তায় কঠী পাত্ৰ গদাধিকম্ ॥৪৪  
প্রোজ্ঞনং শান্তিপর্ক স্বরূপমাখ্যমৈকম্ । লক্ষ্যং কাম্যম্যক্ লক্ষ্যশান্তিবত্ৰ মাসু ॥ ৪৫  
অব্যাহাচরণীয়ং পূর্নাক্ষর্যমধোজ্ঞম্ । এতৈব কবচং বৃদ্ধা ব্রহ্ম আত্মব্রহ্মমসু ॥ ৪৬  
ভারতে কলসিদ্ধিত্ব কথচাপ্যাত্মো ভবেৎ । পঠ-রামায়ণং ব্যাস কাম্যবীজং সনাতনম্ ॥৪৭  
পুরাণানাক্ষ সর্গেবাং ক্রম এবদ্বিধো মতঃ । অষ্টাদশ পুরাণানি শুদ্ধান্তর্য্যদৈব তু ॥ ৪৮  
এবধোপপুরাণানি শুদ্ধান্তর্য্যদৈব তু । মহাপুরাণেযু মুদ্রা জীভাগবতমুদ্রমসু ॥ ৪৯  
বৃহদ্রথপুরাণঞ্চ পুরাণেবিতরেষু চ । মুনে আচরণীয়ং সাক্ষ্যাদীনীতরাপি চ ॥ ৫০  
ব্রহ্ম সর্বপুরাণানি মহাভারতমেব চ । তেযু তেযু পুরাণেযু মহাভারত এষ চ ।

ব্রহ্ম রামচরিত্রং স্যায় ভদ্রং তত্র শক্তিমাসু ॥ ৫১

ব্রহ্মণো বচনং ব্যাস প্রোক্তপাণ্যং করোমি বৈ । অস্তেভ্যন্ত মুনীন্যং বৈ প্রোক্ষেযু সৎপ্রী কৃতী  
দেবুবাচ ।

ইত্যাক্ষর্য্য তদা ব্যাসঃ প্রোক্তং বান্দীকিনাদুতম্ । ভরণা চাক্ষিকবিশা বেদব্যাসো মনানতম্

বাস উবাচ ।

মহৰ্ষেহং কৃতার্ণোহস্মি কবিরসি মহামতিঃ । রামায়ণং পাঠিতং মে ঐশ্বর্যোহস্মি কৃতজ্ঞা ॥  
করিষ্যামি পুরাণানি মহাভারতমেব চ । ধৰ্ম্মানহং বদিষ্যামি ত্বৎপ্রদানান্নহামুনে ॥ ৫৫

দেবুবাচ ।

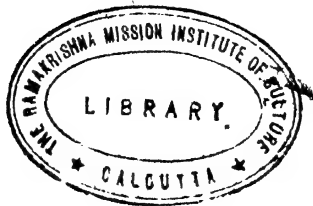
যদা রামায়ণং বাসঃ পঠিত্বা সুবাবহিতঃ । তদৈব ভারতাদীনাম্ মূৰ্ত্ত্যোঃ সমানন্দমৰ্শ হ ॥ ৫৬  
বট্টজিংশতঃ পুরাণানাম্ ভারতস্ত চ হে নথি । সংহিতানাঞ্চ সৰ্গানাং মূৰ্ত্ত্যোঃ সংসদৃশে মুনিঃ  
মুষ্টিমস্তি পুরাণানি ভারতাদীনি সৰ্গশঃ । ঐশ্বৰ্য্যং তৌ মুনিশ্ৰেষ্ঠৌ ভট্টবান্ভূতহিতানি চ ॥ ৫৮  
মুনিভিঃ সহিতৌ ব্যানৌ যযৌ বদন্তিকান্দ্রমম্ । ইতোক্তদ্বাং সমাখ্যাতংসখৌ যৎপৃষ্টম্বেব হি  
আগচ্ছত গৃহং বামৌ যত্র প্ৰেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৫৯

বাস উবাচ ।

জাবালে গিরিজা মতী নথিগুং সানন্দকুজাননং  
স্বাখ্যানপ্রবণোল্লসত্তরমনঃ প্রবাস্তরোমোক্ষামম্ ।  
গঙ্গান্না নিকটস্থান্দ গিরিবরং কৈলাসমপ্রাপরং  
সাক্ষিৎ শ্বেন মুনে বিলোকিতমিদং সাক্ষাৎ পরং কিং বদে ॥ ৬০

ইতি বৃহদ্রথপুরাণে পূৰ্ণখণ্ডে বাস-জাবালিসংবাদো নাম ত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

সমাপ্তমিদং পূৰ্ণখণ্ডম্ ।



## মধ্যখণ্ডম্ ।

### প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

জাবাগিরবাচ ।

রহাগীসবিসংবাদস্তথা প্রোক্তো বিশেষতঃ । তত্র গঙ্গা পুরাতন্য প্রোক্তা সর্গসরোস্তমা ॥ ১  
কা গঙ্গা কিংপ্রভাবাচনতবোধতাঃ কতোহধবা । কথং হিমগিরেঃ কস্তা জলরূপা কথং পুনঃ  
কথং পৃথ্বীমাগতা বা তৎসর্গং বদ মে শুরো ॥ ২

বাসি উবাচ ।

অত্রাপ্যাহরামোনমিতিহাসং পুরাতনম্ । শুকজৈমিনিসংবাদং জাবালে তং নিবোধ মে ॥ ৩  
পুরা শুকো নাম মুনির্জৈমিনিং শিষ্যমাত্মনঃ । অধ্যাপ্য সর্গশাস্ত্রাণি গঙ্গাং গন্তংসমাশিশং ॥  
তদা পঞ্ছন স শুরোঃ প্রমথতত্ব জৈমিনিঃ । তদা শুকন্তং শিষ্যং স্বং সমুবাচ কৃপাষিতঃ ॥ ৫  
শুক উবাচ ।

পুরা জগদ্বিশ্বাসীমঠেহাশ্বরজস্বনম্ । চক্ষুর্ধ্যাদিরহিতং শূন্তরূপং তথোদয়ম্ ॥

প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চোক্তৌ ন তৃতীয়ং তদা হিতম্ ॥ ৬

সিৎক্যং পুরুষঃ প্রাপ বদ্য কৈবল্যাসংহিতঃ । তদৈব প্রকৃতের্বোগাদেকং ব্রহ্ম ত্রিধা বভৌ ॥  
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসত্ত্বাঃ । তৈত্ত্বগৈঃ পুরুষা জাতা নামান্তেবাঞ্চ মে শৃণু ॥ ৮  
আদ্যন্ত সাধিকো নাম দ্বিতীযো রাজসঃ স্মৃতঃ । তৃতীয়স্তামস ইতি ব্রহ্মণোহমী জয়ঃ স্মৃতঃ  
পুরুষং প্রকৃতির্বাক্য ত্রিধাত্ত্বং ভূতৈব্রিতিঃ । চিত্তমামাস কল্মাষদেবু মাং সংগ্রহীষ্যতি ॥ ১০  
ইতি সাক্ষিত্য প্রকৃতিত্ৰয়াণামুপকারিণী । ব্রহ্মৈকমবিতীরঞ্চ বভূব পরমাণ্যকম্ ॥ ১১  
পুংসাং স্বপ্রতিমুচ্চানামভিজ্ঞা প্রকৃতিঃস্বয়ম্ । অপ এব সসংজ্ঞাদৌ রসং তাস্মৈ স্তবোজয়ং ॥ ১২  
আপো নারাইতিপ্রোক্তা আপো বৈনরস্স্বনবঃ । অয়নং তস্ত তাস্য পূর্কং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ  
নারায়ণ ইতি ষাতিং প্রাপ্য প্রকৃতিত্ৰয়ম্ । শরীরং গ্রাহয়ান্নাস পুরুষাংস্ত্রীন্ স্বয়ং কৃতান্ ॥  
তে জলেহু ভবন্তো বৈ হামমপ্রাপ্য চিন্তিতাঃ । শুক্লবৃক্ষ মতোবাণীং সর্ক্রে তপতপেতি চ ॥  
ঋষা তপতপেতোবং স্তকীভূতে চ বারিণি । আত্মস্বাত্মানমাবেশ্ত তপশ্চেষ্টঃ স্বয়ং বলাং ॥  
ভাস্তব্যা তপসাষিষ্টান্ বীক্য সা প্রকৃতিঃ পরা । পরীক্ষিতুং যতিং চক্রে উপায়েন তপস্ততঃ  
শবীভূতা জলে তত্র ভাসমানা ততস্ততঃ । বিকৃতান্য জিহ্বভিন্নসর্গান্য বিগলংকতা ॥ ১৮  
কৃমিভিন্দারুলাঙ্গা চ গলস্বাসংসবাবিলা । বীজংসন্তী বারিণি সা সাধিকস্তা ত্বিকং যযৌ ॥

সাত্ত্বিকতাং বিশোক্যৈব বিমূৰ্খঃ সমভূতভঃ । পূৰ্ণাদিক্ৰমাত্তবং তেন ততোহপি বিমূৰ্খোহভবৎ  
তত্রাপিসাম্যেযো তেন উত্তরাদিক্ৰমাত্তবং । তত্রাপিসাম্যেযো মোহপি ততোহপি বিমূৰ্খোহভবৎ  
পশ্চিমা দিপভূৎ তেন তত্রাপি সা গভাতবৎ । ততোহপি বিমূৰ্খঃ মোহভূদক্ষিণাদিপভূতভঃ  
এবং চতুৰ্থেণ ভূতানিৰ্কৃতিং বাণিময়া চ । পলান্নিতুং মতিং চক্রে সা চ তাং ততাজে বিজ

তাং দৃষ্টী বদনো বৃদ্ধস্তেন ব্রজা বভূব সঃ ॥ ২৩

তন্মৈ সাত্ত্বিকভাবস্ত রাজসং হৃতিভাবকম্ । দত্বা কৃত্বা রক্তবর্ণং সৰ্ক্ককং সংবিধায় চ ।

মিঃসলার ততঃ স্থানাদ্যেযো রাজসিকো যথা ॥ ২৪

তাং স রাজসিকো দৃষ্টী ব্যাপ্তবান্ সৰ্ক্কতো বিশঃ । মহেশ্বরীৰ্ধা পুরুষঃ মহেশ্বাকঃ মহেশ্বাণং ।  
স্থাপন জনে দেবো মুদ্রয়িত্বা তু চক্ষুযী । সা দেবী তং তথা দৃষ্টী তং ততাজ তন্মৈ হি  
তন্মৈ রাজসভাবস্ত সাত্ত্বিকং হৃতিভাবকম্ । দত্বা কৃত্বা গুরুবর্ণং পালকং সংবিধায় চ ।

মিঃসলার ততঃ স্থানাদ্যেযো তামসিকো যথা ॥ ২৭

তামসস্ত নদীপং সা জগাম শবরপিশী । ন চ কৰ্ণুং সমৰ্ণাভূৎ তৎসমাধিনিবারণম্ ॥ ২৮

ততো বায়ুং সনাজ্জানো জৈমিনে গন্ধবাহনম্ ॥ ২৯

বায়ুস্ত তস্তা বপুঃ পরমাণুং সুপুডিকান্ । পুংসো জ্ঞাপেজ্জিয়েণৈব যোজয়ামান তৎক্ষণাৎ ॥  
তেন হুতেন গন্ধেন পুমান্ ভগ্নসমাধিকঃ । দদর্শ জাম্ববন্তীং শবং বিকৃতবিগ্রহম্ ॥ ৩১  
তদৈবোখায় সলিলে তাং দৃষ্ট্বা পানিনা বিজ । তবক্ষসি সমাহার মনো দগ্ধে সমাধয়ে ॥ ৩২  
তদা সা বৃহৎ দেবী তং শিবাখ্যং শিবাশ্রয়ম্ । তং সমাধিত্রিয়ে শক্তিঃ পুরুষঃ প্রকৃতিঃ পরা  
শিবস্ত তাং সমারুহ চিত্তরামান চেতসা । চিত্তয়িত্বা মুহূর্তেন জাত্বা তাং মুল্লগপিশীম্ ।

অকৃত্তমাত্তঃ সমভূল্লগপিশী মহেশ্বরঃ ॥ ৩৪

তাং ল্লগপিপং দৃষ্টী দেবী সা শবরপিশী । শবরপং পরিভ্রাজ্য যোনিরূপা বভূব হ ॥ ৩৫  
ত্রিকোণমণ্ডলাকারে ল্লগমারোপা নাত্মনি । মাহেশ্বরপ্রজাহৃষ্টৌ মমজ্জ সলিলে বিজ ॥ ৩৬  
প্রকৃতোঃ পুরুষস্তাপি বাবল্লিঙ্গমিদং জগে । তাবমাহেশ্বরী স্থিতির্মমোগে প্রলয়ো ভবেৎ ॥ ৩৭  
যোনিঃ সাক্ষাদ্ভগবতী লিপং সাক্ষাদ্বেশ্বরঃ । তরোস্ত পূজনেন স্তাং সৰ্ক্কদৈবতপূজনম্ ॥  
এভয়োঃ পূজনাভাবে স্থিতিলোপো ন চাত্থা । অপূজয়িত্বা যো ভূত্বে ন সৰ্ক্কেষ্টপরাঙ্কম্ ॥  
তত্র লিপে জগে যথে প্রকৃতিঃ শবরপতাম্ । তাকুা চক্রে শিখং স্থলং স্বাৰ্ধায় ত্রিভুগাকম্  
ভূতেনৈকেন স্থিতিঃ স্তাদ্ভূতেনৈকেন পালনম্ । জিভিষ্ঠশৈবিনী ন স্তাং সংহারঃ কিল জৈমিনে  
অতঃ শিবস্ত জিওগঃ সৰ্ক্কেষ্টমুপকারকঃ । গুরুবর্ণো বরাজানো ত্রিমেজো নীললোহিতঃ ॥ ৪২  
অধৈবং প্রকৃতিং দেবীমদৃষ্টী পূৰ্ণসমভবৌ । নিরালম্বৌ ব্রহ্মমতুৰ্ভাহুলৌ চ বভূবতুঃ ।

ভরোৰ্যাকুলতাং দৃষ্টী প্রকৃতির্দর্শনং দদৌ ॥ ৪৩

নিরাকারাক্ তাং দৃষ্টী দৃষ্টী জ্যোতিঃস্বরপিশীম্ । ব্রহ্মবিহু তুষ্ণুভূতঃ স্ততিতিঃ পরমাদরায়

ব্রহ্মবিহু উচুতঃ ।

তং স্থলপ্রকৃতির্দেবি নিলিকারা সমাভবী । মহাদেবী বিকারভে বোদ্ধ প্রকৃতির্দেবি যে ॥ ৪৫

বরত পুরুষা নাম নততঃ ত্বনাঃ হিতাঃ । শিবং কিমেকং গৃহীবে তাঁজন্তাণাং কথং পুনঃ ॥  
শুক উবাচ ।

ইত্যুক্তা সা চ ঐকৃতির্নিরাকারা ববীতি তান্ । শিবঞ্চ সন্নিবীকৃত্য ব্রহ্মবিহ্বলহেম্বরান্ ॥ ৪৭  
ঐকৃতিরুবাচ ।

সত্যং ব্রজন্তম ইতি শুণা মে জগদীশ্বরঃ । তেন ত্রয়ো বৈ পুরুষাঃ কৃত্য যুগং পৃথগ্জতাঃ ॥ ৪৮  
কথং ত্যক্তা ময়া যুগং নৈবং বৈ মজ্জথ কচিং । যথা ত্রয়ো বৈ পুরুষা যুগং ত্বদনহং পুনঃ ।

ভবিষ্যামি পঞ্চভেদা ঐকৃতিত্রিশুণাঙ্গিকা ॥ ৪৯

ব্রহ্মা চতুর্গুণকান্দো করোতু সৃষ্টিগুণমাম্ । পালনঞ্চ করোতুৈষ বিহুঃ পরমপুরুষঃ ॥ ৫০  
নস্তুমুত্তিরমং দেবো মধ্যমো বৈ মহোত্তমঃ । নারায়ণাখ্যো ভগবান্ বাসুদেবঃ সনাতনঃ ॥ ৫১  
শিবোৎকলমন্তে প্রলয়ং করিষ্যতি শুর্ণজয়ী । ব্রহ্মা সজ্জতু ভূতানি হাবরাণি চরাণি চ ।

করোতু মানসীং সৃষ্টিং প্রজাবৃদ্ধির্ধা ভবেৎ ॥ ৫২

তদা হি জন্মস্যা সৃষ্টিবিধা সম্পাদয়িষ্যতে । দ্বীপুমানিতি ভেদেন বিস্তীর্ণা স্তাং প্রজা ভগ্না ॥ ৫৩  
দ্বীপুপাং ভবিষ্যামি পুরুষপঞ্চ মহেশ্বরঃ । লিঙ্গাঙ্কা চ ভগাঙ্কা চ ভাস্মাদ্যাহেশ্বরী প্রজা ॥ ৫৪  
এতমর্থং জন্মে লঙ্গং ভগবিদ্বং প্রবর্ততে । ভগলিঙ্গং প্রজাবৃদ্ধৌ প্রজাতিঃ পুর্ষিষ্যতে ॥ ৫৫  
যুধানি চ লঙ্গ্যামি দ্বিমো ভূত্বাথ পঞ্চ বৈ । গঙ্গা দুর্গা চ স্যাবিত্রী লক্ষ্মীশ্চৈব সরস্বতী ॥ ৫৬  
এতাঃ ঐকৃতয়ঃ পঞ্চ ভবিষ্যামি হরোত্তমাঃ । নানারূপা ভবিষ্যামো বরঞ্চ ব্রহ্মসৃষ্টিবু ।

লঙ্কাগিগুণকার্যো চ যুগং ভবত নামরাঃ ॥ ৫৭

শুক উবাচ ।

ইত্যুক্তা ঐকৃতির্দেবী নিরাকারা নিরঞ্জনী । নিববর্ত পুমাংলোহণি কার্যকালে ব্যবহিতাঃ ॥  
ইতি বৃহদ্রথপুরাণে মধ্যখণ্ডে শুকজৈমিনিসংবাদের পুঙ্খবোৎপত্তির্নাম প্রথমোৎখাযঃ ॥ ১ ॥

## দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

শুক উবাচ ।

অথ পূর্ণঃ পুমান্ বিহুঃ সত্তমাজিতা ভূতবার । অশ্রিষ্টে জন্মে তস্ত নাতোঃ পদমভুগহৎ ॥ ১  
সষ্টুং সমুদ্যতো ব্রহ্মা বহুধা সলিলে ভ্রমন্ । তদেব পদ্মং সূৰ্যহং হামং প্রাপ বিজ্যোত্তম ॥ ২  
তদ্বিত্রেব বহাগদে সষ্টুং সমুপচক্রমে । কালমাদ্যো সসংজ্ঞেব দগুণগবাদিকম্ ॥ ৩  
ততো জজ্ঞে মহত্ত্বং ততোহহং সমজায়ত । তদাত্মাণি ততঃ পঞ্চ তেভ্যো ভূতানি পঞ্চ বৈ  
পৃথিবীজলতেজাশি বায়ুকাশো তথৈব চ । সৃষ্টী মাত্ৰাণি তেযেব সাত্ৰয়াণ্যভবন্ ত্রয়াং ॥  
কিত্তো গন্ধো রসো বাসি রূপং তেজসি চাপ্রিতম্ । বায়ো স্পর্শস্তথা শব্দ আকাশে বিজলন্তম  
চক্রে দেহং পঞ্চভূতৈকতমাত্রৈরিজ্জিরাণ্যপি । অদিষ্ঠাতাত্বং তত্র বিহুর্জীবঃ স্বয়ং পুমান্ ॥ ৭

প্রকৃতা বীজিতো দেব এবং সর্বত্র কল্পনা । অহংমমেতি মানানং মানানপঞ্চ প্রাপ্তবান্ ॥ ৮  
প্রকৃতিত্রিবিধা প্রোক্তা বিদ্যাবিদ্যাব্যবঃ তথা । বিদ্যা তু পঞ্চা ভূতা পঞ্চান্যো কথিতাঃ পূত্রা  
অবিদ্যাব্যবমুক্তং বন্ধারাম পরমা তথা । নান্য হাবরিকা শক্তিঃ পরমা জীবমোহতা ॥ ১০  
জীবো নারায়ণো বিষ্ণুঃ পুরুষঃ পরমেশ্বিতঃ । নারায়ণো ন পরমাং প্রভুং প্রাপোতি বুদ্ধিমান্  
বহি তস্তাঃ প্রনাদেন তপস্তাদিত্যেন বৈ । তাং পশুতি তদা তত্ত্বং প্রাপা নির্কৃতিমুচ্ছতি  
ততো ব্রহ্মা নসর্জৈব মানমাংস্তনয়ান্ দশ । বসিষ্ঠমত্ৰ্যাস্থিরনো পুত্রস্ত্যং পুলহং ক্রতুশ্চ ॥ ১৩  
ভৃগুং দক্ষং নারদঞ্চ কর্দমং দশমং তথা । এতে যষ্টাঃ অপতিরং প্রাহব্রহ্মণ্যং কথং বয়ম্ ১৪  
যষ্টান্তানাহ বৈ ব্রহ্মা প্রজাঃ স্বজত পুত্রকাঃ । প্রতিমর্গে অকুশলাঃ যষ্টাং তপসি হিতাঃ ॥ ১৫  
ব্রহ্মা বপুর্বিধা চক্রে প্রজাহুর্জৈ বিজোক্তম । বামার্ধং শতরূপাণ্য দ্বী জাতা চারুণিশী ॥ ১৬  
দক্ষিণার্ধং পুমান্ ভূতো নান্য স্বায়ম্ভুবো মহুঃ । কন্দর্পঞ্চ হৃদঃ স্থানাজ্ঞনয়ামাস যষ্টয়ে ॥ ১৭  
তদা মৈথুনধর্ষণে প্রজাঃ সমভবনু বহু । ভার্যাস্তাং শতরূপাণ্য মহুঃ স্বায়ম্ভুবস্তদা ।

পঞ্চাপত্যান্তজনয়ং তিস্রঃ কস্তাঃ স্তবয়ম্ ॥ ১৮

আকৃতিং দেবহুতিকং প্রহৃতিমিতি কস্তকাঃ । প্রিয়ব্রতোস্তানপাদো পুত্রো চ বিজলন্তম ॥ ১৯  
তদা প্রজানাং হিতার্থং বিষ্ণুঃ শূকররূপম্বক্ । উদ্দধার ধরং ধীর প্রজাধারণকারিণীম্ ॥ ২০  
আকৃতিং রচয়ে প্রাদাং কর্দমায় তু মধ্যমাম্ । দর্শো প্রহৃতিং দক্ষায় বৈরেব বন্দিতাঃ প্রজাঃ  
কর্দমো জনয়ামাস দেবহুত্যাং স্ততান্ বহুন্ । অরুন্ধতীপ্রভৃভমো বসিষ্ঠাদিভিন্নঃ শুভাঃ ॥ ২২  
রুচেজ্জম্বুখ্যাক্তাং দক্ষস্তাপি প্রজাঃ শৃণু । কস্তাঃ সংজনয়ামাস দর্শো নানা প্রহৃতিভঃ ॥  
কস্তামেকাময়য়েৎদাং স্বাহানাম্নীং বিজোক্তম । নভীনাম্নীং মহেশ্বায় কস্তপায় ত্রয়োদশ ॥ ২৪  
অদিতির্দিতিদর্শঃ কাষ্ঠা অরিষ্টা সুরমা তিমিঃ । মুনিঃ ক্রোধবশা তাত্রা বিনতা কস্তরেব চ ।

ত্রয়োদশী ভাসুমভী শৃগপত্যানি জৈমিনে ॥ ২৫

অদিত্যাং সমভবৎ সুর্য্যঃ সুর্য্যাপুত্রো মহুঃ পবঃ । সুর্য্যবংশো মহানেশ পুণ্যকীর্তিরনাময়ঃ ॥ ২৬  
দিতৈশ্চ জাতা বৈ দৈত্যা দনোদীনবসন্তবঃ । কাষ্ঠায়াঃ পশবোৎখাদ্যা অরিষ্টায়াস্ত ভূক্কাহাঃ  
সুরমায়াস্ত মারীচোৎজনং পঞ্চনথান্ পশুন্ । তিমিঃ কুভীরমৎস্তাদ্যা মুনের্গোমহিন্দরঃ ২৮  
অত্রিঃ পত্যাক্ত কার্দ্দমাং পুত্রত্রয়মজীজনং । দত্তং চূর্দাসিং চন্দ্রং ব্রহ্মবিস্মশিবান্ধকান্ ॥ ২৯  
চন্দ্রপুত্রো বৃণো জাতো বৃহস্ত চ পুত্রবধাঃ । এবং হি চন্দ্রবংশোৎসবং পুণ্যকীর্তিরনাময়ঃ ॥ ৩০  
এব তু মানবী যষ্টিঃ সর্গশো হি চতুর্কিধা । ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চেতি পৃথক্ পৃথক্  
হ্রাঙ্গনরঃ পক্ষিপশুক্ষমলতাদয়ঃ । এবং চতুর্কিধা সর্গা প্রজা বর্গচতুষ্টয়ী ॥ ৩২  
ততঃ সন্ধ্যা সমভবৎ কস্তা বৈ ব্রহ্মণঃ শুভা । তস্তাং ব্রহ্মা মনসক্রে মনোভববিধবিতঃ ॥ ৩৩  
ব্রহ্মা শরীরং তত্যাজ নীহারঃ সমভূচ্চ তৎ । তাঞ্চ সন্ধ্যাং ত্রিধা চক্রে প্রোক্তঃ সায়ঞ্চ মধ্যমাম্  
ততো ব্রহ্মা পুনর্দেহী ক্রোধং চক্রে মহন্তরম্ । ততো জাতো মহারুহঃ কামনাশাম ধূর্জটিঃ ৩৫  
তং দর্শয় তদা ব্রহ্মা জটিলং নীলমোহিতম্ । ত্রিনেত্রং পঞ্চবদনমেকবক্তং বিবক্তকম্ ॥ ৩৬  
ত্রিবক্তঞ্চ চতুর্ভুজং ভীমং কোটিবিশ্রভম্ । দিবসস্তং মুহূর্ৎগয়নং নীলমোহিতম্ ॥ ৩৭

বায়ম্ হাবম্ ক্রোধাদ্ভ্রামমৌচ্ছতিহতি চ । মুহুর্দ্বহর্বদন্তকং ধাবন্তং দন্তদন্তরম্ ॥ ৩৮  
 তং দৃষ্টী তীব্রবরং ঐশমুখিম সর্গতঃ । বিভেদৈকাদশবিধং ব্রহ্মা একাদশাভবন্ ॥ ৩৯  
 তে তথা চোৎস্রগা বৈ তাভূবন্ হৃষ্টলোপকাঃ । ব্রহ্মা দক্ষং সমাহুয় জগাদ ভরবিস্কলঃ ॥ ৪০  
 বৎস শৃগু মহাভাগ জাতরোহনী তথোক্তমাঃ । বশে হাপয় চৈভাংভুং বা মাং ঐশবর্যং পণ্যঃ  
 ঐশৈবং ব্রহ্মবচনং দক্ষঃ পিতৃহিতে ব্রতঃ । যেন যোগবলেনৈব তান্ বশেহহাপয়ং স্বয়ম্ ।

সর্পানিব বিষাভ্রাণীন্ মহামন্ত্রবলেন বৈ ॥ ৪১

জনসিদ্ধা বিধা ব্রহ্মাংস্তজ্যাক্রৌঞ্চমাত্মনঃ । ক্রৌঞ্চস্ত স্বাত্মমক্রৌহী তং শ্রোয়োহর্থী পরিতাজেৎ  
 যত ক্রতুভয়াচ্ছা শরীরে বিকৃতিং গতঃ । যক্ষরক্ষোগণাক্তব ততো জাভাঃ সহস্রশঃ ॥ ৪৪  
 এবং যথোপযোগেন গন্ধরূপাশ্চ জজিরে । এবং সসজ্জ বৈ ব্রহ্মা হৃষ্টিকর্তা সনাতনঃ ।

বিষ্ণুঃ পালয়তে সর্গমবতীৰ্য্য নিজেচ্ছয়া ॥ ৪৫

ইতি বৃহদ্রত্নপুরাণে মধ্যখণ্ডে মামবীহৃষ্টির্নাম ত্রিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

## তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

শুক উবাচ ।

অশান্তরক্ত প্রহৃভেবিদ্যা সা পঞ্চমা মতা । ঋকং দাক্ষারণী দেবী সাবিত্রী পাদমেব চ ॥ ১  
 পাদমস্তদ্বিধাতুতং লক্ষ্মীরথ সরস্বতী । জত্র দাক্ষারণী দেবী সত্যী পিতৃমণ্ডে বিজ ॥ ২  
 ঐশা শিবস্ত নিম্নাং বৈ তস্মৈ তত্ভ্যাক্র মুনরী । তাত্কা দেহং বিধা ভূত্বা গঙ্গোদা চ নগীকৃত্যে  
 জৈমিনিরুবাচ ।

কথং দাক্ষারণী দেবী তস্মৈ তত্ভ্যাক্র ভাদৃশীম্ । কথং বা নিম্নরামাস শিবং দেবং মহেশ্বরম্ ॥ ৪  
 বিধা ভূত্বা কথং দেবী হিমালয়মগাক্ষুরো । তদদস্থানুপূর্বেণ শিবান্তেহহং প্রিয়ো যদি ॥ ৫

শুক উবাচ ।

পুরা প্রজাপতির্দক্ষঃ শ্বেতকৃত্যং সত্যীং শুভাম্ । অনন্তকান্তিসৌন্দর্য্যগুণাঢ্যং সত্যরূপিশীম্ ৬  
 জং দৃষ্টী পতিমদ্বাহ্যং কঠৈব দেয়েতি চিন্তয়ন্ । স্বয়ংবরা ভবত্বেবা দৃষ্টী যোগাং পতিংসত্যী  
 ইতি নিশ্চিত্য মনসা সমাহুয়াখিলানপি । চক্রে রূপময়ীং গোষ্ঠীং বিনা দেবং ত্রিলোচনম্ ৮  
 শিবমেব পতিং প্রাপ্তুং সত্যী যতুবতী সদা । আরাধয়ামাস সবা তং ন জানন্তি কেচন ॥ ৯  
 অথ প্রজাপতির্দক্ষঃ কালে প্রাপ্তে সুলক্ষণে । সত্যাং প্রবেশয়ামাস সত্যীং পরমহুমরীম্ ॥ ১০  
 জলংকমকর্পোরাক্তীং বোহয়ন্তীং জগজ্জয়ম্ । বাসঃপরিদধানাঞ্চ চন্দ্রকোটিরুচিচ্চবিম্ ॥ ১১  
 সুগন্ধিকুসুমাবল্লকেশপাশাং কুশোদরীম্ । সিন্দূরভিলাকং ভালে বচস্তীং চারুলোচনাম্ ॥ ১২  
 রূপরত্নাকরে রূপলক্ষ্মীমিব সমুখিতাম্ । মায়াহন্তাং ব্রতশীঠবরোপরি লসন্তরাম্ ।

জং দৃষ্টী সুদূতঃ সর্গে বাক্যানোঢ়েরূপিশীম্ ॥ ১৩

দক্ষ উবাচ ।

বৎসে সতি জিনয়নে যন্নং দৃষ্টী পতিং হুণু । মুনমো দেবদৈত্যাদ্যার্য্য সর্গে হুজ্জ সন্মাপতাঃ ॥  
তং যথা চারুসর্গাদী তথা সর্গাস্ত্রয়ন্দরম্ । দৃষ্টী নৈত্র্যজিভিঃ পুঞ্জি পতিং হুণু সন্মাজ্জৈত ॥১৫  
ইতুজ্ঞা সা তদা পিত্রা দৃষ্টী সন্মিতিসুভমাম্ । মহেশ্বরং ন দৃষ্টেব শিবশূভানমন্তত ॥ ১৬  
মনসা চিত্তসামান পিতা মম শিবং বিবন্ । শিবশূভাং সত্যং চক্রে কো যে শিবমুতে পতিঃ  
প্রভৌ দেব মহেশান বুদ্ধিরূপ সনাতন । নাগতোহসৌহ যস্মাৎ তং ভয়াস্ত্রে মামুপেক্ষসে ॥১৮  
কিত্ত্ব ত্বং দেববেশেণ ভগবন্তং বিনাপরম্ । নৈবাহং বরমিধ্যামি পতিং জিজ্ঞগতাংপতিম্ ॥  
কোহপি ত্বং বিবতু ক্রুরঃকোহপি ত্বং নিদতু ধ্রুবম্ । মাংসবহত্বাকোপিধত্বাদেব পতির্মম  
ভবমিন্দাকথা চৈব সান্ত মংকর্ণগোচরা । যদা তে নিদ্রাবচো মংকর্ণগোচরং ভবেৎ ।

তদা দেহং পরিভাজ্য লপ্যামি ত্বং ভবান্তরে ॥২১

ইতি নিশ্চিত্য মনসা দেবী দাক্ষায়ণী বিজ । ভূমৌ মালাং নিচিক্ষেপ নমঃশিবায়বদিসী ॥২২  
দেবদেব মহেশান ভক্তিলভা সনাতন । অনেন ভূমৌ বিস্তৃতমালোন যে পতির্ভব ॥২৩  
এবমুক্তবতী দেবী শিবঃভূমেঃ স্মৃতিতম্ । কঠলম্বিতভ্যালং দর্শয় দক্ষকন্তকা ॥২৪  
শিবং শশিসমুহাভং সুব্রহ্মচরং মহেশ্বরম্ । স্বদন্তমালানংশোভিগলং সাত্ত্বপ্রণাম জম্ ॥২৫  
আত্মানং দর্শয়িত্বা ন শিবো দাক্ষায়ণীং তদা । অধোচরন্তব্রাহ্মণো ভক্তৈবান্তরধীয়ত ॥২৬  
শিবায় সন্তমালাং ত্বং দৃষ্টী দক্ষাদমৌ জনাঃ । হাহাকারং তদা চক্রে সতীংপ্রতি শিবংগতাং  
কৃতবতাসি কিং মূর্খে শিবং পতিমুপাগতা ॥২৮

ইন্দ্রো বহিঃ পিতৃপতির্নৈব তৌ বরণৌ মরুৎ । কুবের ঈশ ইতোবাং ত্যাক্যচাত্তময়ং পতিম্  
প্রোক্তকুমিরজোভক্ষ্মশিতোরঃহলং পতিম্ । আলিঙ্গিত্বং মতিঃ কিং তে জাতা পুত্রিমমাত্মজৈ  
বিগন্ত তং বিধাতারং যেন রূপবতী কৃত। চারুপুষ্পকৃতা মালা খশানেনংবিগতা যথা ॥ ৩১  
ব্রক্ষহঠাবিমে সর্গে রূপবন্তঃ সমাহুতাঃ । সর্গং মে বিকলং জাতং ভস্মার্ঘ্যম্যামো বধা ॥ ৩২  
ন স্তাস্ত্বং যে যদি স্তূতা তদৈব শুভদং ভবেৎ । তং যে জাতা কুলঃকুটংকৃতংকস্মাংকৃতাগলঃ ॥  
দাক্ষায়ণমপি জানীষে ন শিবং ন চ মাধবী । শিবোপমাঃ কৃত। সর্গে কৃতবত্যা পতিং শিবম্  
কিং ন দৃষ্টী মম গৃহে রুতা একাদশৈব তু । তথাভূতং পরং রুতং ত্বং বৈ কৃতবতী পতিম্ ॥৩৫  
মন্ত্রে তেনৈব কুঠেন কুমরজানশালিনা । রহৌ বশীকৃতা-পুত্রী মমেরং নাজ নংশঃ ॥ ৩৬

শুক উবাচ ।

এবং ঋত্বা দক্ষবাক্যং শিবনিদাকরং পরম্ । দবীচির্মুনিশাৰ্দ্দলঃ সত্যমান দক্ষমবদীং ॥ ৩৭  
দবীচিরুবাচ ।

কিং নিদ্রাসি মহেশানং শিবং রাজীবলোচনম্ ॥ ৩৮

ব্রহ্মবিক্রমহেশানাক্ষক এষঃ সনাতনঃ । আত্মনো বাদৃশং ভাষ্যং ন ত্বং পশ্চসি মন্ততে ॥৩৯

কন্তা তে প্রকৃতিঃ দাক্ষাচ্ছিবঃ দাক্ষাং পুমান্ পয়ঃ ॥ ৪০

কথং মতিরিং জাতা শিবং নিদ্রাসিত্বং প্রভৌ । কঃ শিবঃ কা সতীত্যেবমজ্ঞা হুয়দ্রুতী



ନକ୍ଷ ଡବାଟ ।

ଜାନେ ନିଧଃ ଅଶାମହଃ ଭୂତପ୍ରେତଗଣାଦିଗମ୍ । ଭିକ୍ଷୁକଃ ବାୟୁବନଃ ନଦୀ ବିକ୍ଷେପବାସିନମ୍ ॥ ୫୧ ॥  
 ଶୃଙ୍ଗହୀନଃ ଶୃଙ୍ଗହୀନଃ ବୁଦ୍ଧିହୀନଃ ହରିଃକ୍ରମମ୍ । କଥଃ ମମ ହୃତାରାଃ ନ ଯୋଗ୍ୟଃ ଶ୍ରୀଗିର୍ବାହେ ଭବେଃ ॥  
 ବ୍ରହ୍ମା ହଜତି ଭୂତାନି ବିକ୍ଷୁଃ ପାଳୟତେ ଶ୍ରଜଃ । ଉଦାରୈର୍ବର୍ଷାବର୍ତ୍ତୋ ଗୌ ତତ୍ତୈର୍ବର୍ଷାଃ କୃତୋ ମତମ୍  
 ତନ୍ମାତୈର୍ବର୍ଷାୟୁକାଃ ବୈ ବ୍ରହ୍ମବିହ୍ନିବାଧାକାଃ । ଯତ୍ତେ ଶିବୋ ଯତ୍ତେଶାନୋ ଭିକ୍ଷୁକତ୍ବାଦିର୍ବର୍ଷବାନ୍ ॥ ୫୨ ॥

ନବୀଚିରବାଟ ।

ବହୁନା କପାତେ ଭିକ୍ଷୁଃ ଅଶାମହଃ ଏବ ଚ । ଦୃଷ୍ଟବାମସି କୁତ୍ରାପି ଶିବଃ ଭିକ୍ଷାର୍ଥମାଗତମ୍ ॥ ୫୩ ॥  
 ପାରମ୍ପର୍ୟୋପ ଲୋକେଷୁ ଶ୍ରୀତିମାତ୍ରଃ ଧରା ମତମ୍ । ଯେନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟେଷୁ ଦେବଃ ଭବାନି ଚ ନିନ୍ଦତି ॥  
 ଲୋକେଷୁ ତ୍ରିବିଧା ଲୋକା ଉକ୍ତବାସମନ୍ୟାୟାଃ । ବଧା ସ୍ବୟଃ ତଥା ଦେବାନ୍ ଜାନତେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏବ ହି ॥ ୫୪ ॥  
 ଦେବା ଲୋକେ ନିଜଃ ତାବଂ ଗର୍ହିତଂ ଗର୍ହିତେ ଜନେ । ବିଧ୍ୟାପୟନ୍ତି ନ ଦେବଃ ଶ୍ରୀଦର୍ଶୟନ୍ତି ଯତ୍ତତାମ୍  
 ମର୍ତ୍ତ୍ୟୋକ୍ତମଃ ଶିବୋଽହଃ ହି ନତ୍ୟାମତ୍ୟାଃ ବଦାମି ତେ । ଅତଃଶିବଃ ଯତ୍ତେଶାନଃ ନୈବଂ ନିନ୍ଦିତୁମର୍ହସି  
 ତବ ବଜ୍ରା ଶୃଙ୍ଗେରାତ୍ୟା ପତିବେତଃ ବଦାୟୁଗୋଃ । ଅତଃଏବ ହି ମନ୍ତ୍ରାୟାଃ ଶିବଃ ମର୍ତ୍ତ୍ୟେଷୁ ହୟଃ ॥ ୫୫ ॥

ନକ୍ଷ ଡବାଟ ।

ଭାଦ୍ରବଂ ଦେବଦେବେଷଂ ନିବଂ ଦେବଂ ମତୀପତିମ୍ । ଶ୍ରଦ୍ଧାମି ବାଞ୍ଛଜାନୀୟାତନାମେପ୍ରାତ୍ୟାୟୋଡଧେଂ ।  
 ଶୃଙ୍ଗମାତ୍ରୋଽକୀର୍ତ୍ତନାଂ ତୁ ଶୁଣୋ କୋବୋ ନ ବୁଧାତେ ॥ ୫୬ ॥

ନବୀଚିରବାଟ ।

ବାଦ୍ରବଂଭାଦ୍ରବଂ ଶୋଂଶୁ ତମେ ଚାହୁଁ ଅଂ ହୃତାମ୍ । ସଂପୃକ୍ତ୍ୟ ଚ ମତୀଂଦେହିନତ୍ୟବାହୁମତୋହିନଃ  
 ନକ୍ଷ ଡବାଟ ।

ଅହୁନା ତୁ ମତୀ ମତୀ ମ ଜାତେବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟେଷାଂ । ଇତ୍ୟୁକ୍ତା ଶ୍ରୀବିଶଦ୍ବେଶଂ ମତାଃ ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ଅସାମୟମ୍ ॥  
 ମତୀ ତୁ ନିବଳାତେମ ହରିତାଂ ବାଚୟଂ ନଦୀ । ଅଜ୍ଞତାମାମନସାନଭୂଲ୍ୟାତାବା ବିକ୍ରୋତମ ॥ ୫୭ ॥

ହିତି ବ୍ରହ୍ମସଂହାରମ୍ । ମଧ୍ୟାଧ୍ୟାୟେ ମତୀଂସଂବରୋ ନାମ ତୃତୀୟୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୩ ॥

## ଚତୁର୍ଥୋଽଧ୍ୟାୟଃ ।

ଶୁକ ଡବାଟ ।

କଳାତିଂ ନ ଯତ୍ତେଶାନଃ ମତୀଂ ଶ୍ରଦ୍ଧଂ ମମାଗତଃ । ନକ୍ଷାଳୟଂ ଭିକ୍ଷୁରୂପଂ ହୃଦା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୂପବାନ୍ ॥ ୧ ॥  
 ଯତ୍ତେ କହାଂ ବହୁଂ ଜୀର୍ଣ୍ଣଂ ବାୟୁନା ହୁରିବିହିମ୍ । ନହୁଲିତହୁଲକ୍ଷେଷୁକ୍ତାଂକ୍ଷୁ କରେ ମଧଂ ॥ ୨ ॥  
 ଦନ୍ତମେକଂ ତଥା ଜୀର୍ଣ୍ଣଂ ସ୍ବୟଂ ଜୀର୍ଣ୍ଣକେବରଃ । ବଳୀପାଳିତମର୍ତ୍ତ୍ୟାଃ କମ୍ପମାନସିରାସ୍ତଥା ॥ ୩ ॥  
 ଏବଂଭୂତୋ ମହାଦେବୋ ଯମଂଶତ୍ରା ବିକ୍ରୋତମ । ମତୀଂ ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ନିହିତାଂ ମବୀତିଃ ମତୁତିଃ ଶୁଭାମ୍ ॥ ୪ ॥  
 ଗାଳାଂ ମନିକଟୀହୁଁ ବହୋ ବଜ୍ର ମୁଖାକ୍ରମଂ ॥ ୫ ॥

বৃদ্ধ উবাচ ।

কেয়ং রুচিরমরীচী জলংকনকদেবতা । পুরন্দেবীং নক্ষত্র জমতীব বদুচ্ছয়া ॥ ৬

ব্রিয় উচুঃ ।

ইয়ং নক্ষত্ৰতা বৃদ্ধ কিমস্তা নহু পৃচ্ছসি । অস্তাঃ পিতা মহামুদ্বিঃ সভাক্ষে স্বয়ংবরে ॥ ৭  
তজ্জাহতাক্ষ দেবানু বৈ ভ্যক্তা শত্ৰুংসজ্জাহগোং । অযোধ্যংপতিমাপরাপিতানব্রীহতেংপি চ  
তথাশীমং সদা হর্ষান্নৈব দুঃখং কদাচন । চিত্তরজ্জী কৃতার্থেব জমতী হর্ষচিত্তয়া ॥ ৯  
তন্নিন্নর্থেৎযুযাস্ত পিত্রাদ্যা দুঃখিনঃ সদা । ন কেবা শিবপতী বৈ ভূতা নৈকং পতিংকতিং  
বৃদ্ধ উবাচ ।

অহো ইয়ং ঞ্জতা শত্ৰুং পতিং প্রাপ্তাপরোকৃতঃ । এতাদৃশীংব্রিয়ংপ্রাপ্যনৈতাংসরতানোবধক  
কথং বা দেববর্গেহু সৎশু শত্ৰুমুপাশ্রিতা । অহমেতাং শিবো ভূতা গৃহ্মানি যদি মন্তথ ॥ ১২  
ক স শত্ৰুঃ শশানহঃ কেয়ং রাজসুতা শুভা । অনয়া তস্ত মন্বদ্বো লক্ষ্যঃ কস্ত ভবিষ্যতি ॥ ১৩  
লক্ষা ভাগোন কস্তেয়ং নক্ষত্রং রুচিরামনা । অহমেতাং প্রহীযামি শিবস্তার্থঃ ব্রিয়া চ কঃ ॥ ১৪  
ব্রিয় উচুঃ ।

অহো যুর্ধোবসি বৃদ্ধোংসি কিমবাচ্যংব্রবীষিতোঃ । বাদেবানুপরিভ্যাজনাকিংবানবিসান্ততি  
ভিক্ষুকস্ত মহাজীর্জঃ ক্ৰীণসর্কেজ্জিরোংপিচ । মুযুর্ধোরিব তে বাক্যং গচ্ছ দুয়ং জিজীষিসুঃ ॥  
নবী ব্রতযুধী নাম জগাদৈবং শুচিস্মিতা । তাং নিবার্যাপরা প্রাহ সখীংতাং নীলকুন্তলা ॥ ১৭  
নীলকুন্তলোবাচ ।

সখি ব্রতযুধি প্রাপ্তো নারং বৃদ্ধবরো মতঃ । অয়মেব শিবঃ সাক্ষ্যমুর্ধ্বাণং বুদ্ধিবোধকঃ ॥ ১৮  
সখি পশু নভীমেতাং পশুভাং ভিক্ষুকাননম্ । দেবা হুংক্ষ্যচারিত্রাঃ পতিতস্তত্র মুহতি ॥ ১৯  
ব্রতযুধীবাচ ।

নভী যথা তথা তৎ ন ভিন্না যুধর্মোতিঃ । যথাতথা মহেশো বা কো বা বিধিনিবেশকঃ ॥ ২০  
নীলকুন্তলোবাচ ।

বহং জানামি বিশেষং শিবমেতং সনাতনম্ । অপতিতানি যুর্ধানি দক্ষোংপি যুর্ধসত্তমঃ ॥ ২১  
শিবনিলাকলংপি লক্ষ্যতেংসো কিলচিত্রাং । অসৌ নভী নক্ষত্ৰতা আঢ্যা সর্গভৈরপি ২২  
কিমন্তং পতিং যুর্ধে করিয়াত্যুন্নতমে । ইচ্ছাদরো লোকপালা বস্ত পাদানুবর্তিনঃ ॥ ২৩  
ন এষান্তাঃ পতির্দেবোংলক্ষ্যালিঙ্গো মহেশ্বরঃ । সন্ময়ং বহিঃপরা মন্ততাকোংপি কিঞ্চন  
ব্রতযুধীবাচ ।

ব্রববুদ্ধে মহামুর্ধে বদ মা নীলকুন্তলে । ব্রবৎ বাহি যেনারং ব্রবারগো ব্রজেনং পথি ॥ ২৫  
নীলকুন্তলোবাচ ।

এবমন্ত পরং ভাগ্যং শিববাহনভামগাম্ । শিবং শিবাং নভতং জ্ঞান্যোব যবেচ্ছয়া ॥ ২৬  
ইচ্ছ্যক্তা না যুধো ভূতা ভাং সমাকরুৎ শিবঃ । সাক্ষাৎ চ জয়ধ্বনিঃ পুণ্যবৃত্তা মহাত্মনঃ ॥  
ব্রবারগে ভিক্ষুকে হু নক্ষত্র নগরে তদা । নভীপতিঃ সমায়াত ইতি কোলাহলোভবৎ ॥ ২৮

শিবশাস্ত্রার্থে নরো জটুগ্ধাপি পরম্পরম্ । কুজ শব্দুঃ কুজ শব্দুঃ বাক্ত হইগতঃ ॥ ৯১  
 এতচ্চরণে শব্দুঃ জ্ঞানভেদকবেশমি । এবং লোকবরাঙ্গানো বিক্রীড়তি অহেশবঃ ।

কেনাপি দৃশ্যতে নৈব দেবদেবো জগৎপতিঃ ॥ ৩০

নন্দী নাম তত্র কশিৎ তাকিকঃপরিভো ভবম্ ॥ ৩১

অবেশবম্ পুরাষাহে নির্জনে কদুশে হরম্ । শাস্তং শরানং ক্ষুধিতং জীর্ণং পরমহর্ষলম্ ॥ ৩২  
 বৃহত্ নিকটে গুরুঃ চরন্তং বগিনাং বরম্ । তং তথাভূতমালক্য নন্দী বুদ্ধিমতাং বরঃ ।

এণনাম মহেশ্বর তস্মৈ জীর্ণায় রূপিণে ॥ ৩৩

বৃহত্ উবাচ ।

কথং মহেশ্বর ইতি মাং মমস্তসি সাদিরঃ । অহং পুনরিহায়াতো লোকোপগ্নবশিতঃ ॥ ৩৪

নন্দ্যুবাচ ।

জাতোৎসি মে শিবঃ সাক্ষাচ্ছরো বৃহত্তরপদম্ । বৃহত্তরপৎ চাগত্যা বিড়ম্বরসি কিং জমাম্ ॥  
 অহং নন্দী নক্ষত্রা নাক্ষত্রান্তরঃ সদা । শিবো নদীচেবিএর্বেদ্বৎপ্রভাববিধঃ সতঃ ॥ ৩৬

বৃহত্ উবাচ ।

অহং কেন প্রমাণেন শিবো জাতস্তদা বদ । কীদৃক্ তে মতিরংগম্য নামবৈষ্টুঃ মহামতে ॥ ৩৭

নন্দ্যুবাচ ।

অং বুদ্ধিগপি ভগবন্ শিবো সাক্ষারগীপতিঃ । অহং তদন্তরা মজ্যা জাতবাংস্তাং মহেশ্বরম্ ॥ ৩৮

শুক উবাচ ।

ইত্যন্তেষ্টেন বৈ শব্দতাক্ষা বৃদ্ধাবিবেশতাম্ । বৃষাক্ষতো মহেশোঃকুং শনিকোটিনমপ্রভঃ ॥ ৩৯

নন্দ্যুবাচ ।

নমামি তো মহেশ তে শতমুকোটিরোচিবে । ত্রিলোচনায় ক্ষায়তে গুণত্রয়স্ত বারিণে ॥ ৪০

নভীষয়ি বোদিনাং বদন্ত বোদধারিণে । ধরাধরৈকশারিণে কত্রৈ হত্রৈ মনোহত্র তে ॥ ৪১

বিবির্হিঃ শিবো ভবান্ গুণৈঃ প্রদানসত্তবৈঃ । অমন্তুবা বশীকৃত্যঃ প্রদানতোহবধানতঃ ॥ ৪২

তদা পুনর্দশীকৃত্য প্রদানমেব নরীধা । বতঃ প্রদানরূপিণী সত্যী ভবন্তমীহতে ॥ ৪৩

পূরে শরীরদামকে পুমান্ জড়ঃ স্বভাবতঃ । হিতঃ প্রদানসংজ্ঞকে প্রদান-কর্তৃত্বতঃ ॥ ৪৪

করোরাহং নরারাহং মনোতি বিজমন্তুঃ । সনাননোতি যঃ পুমান্ ন বৈভবায় মন্ততে ॥ ৪৫

ন-বৈ পুমান্ পুরহিতো হরির্হি নির্ভণো গুণম্ । প্রদানসত্তবং তথা জন্ম-প্রকাশরূপম্ ॥ ৪৬

যদং তু সন্দানকং সুবাদিতোপসংহিতম্ । ভবান্ত শেখরাকরঃ স্বরন্ত শেখররূপকঃ ॥ ৪৭

শিবো হরঃ সনাতনো মহেশ্বরঃ পুরাতনঃ । বৃবেশপৃষ্ঠশোভনো নমামি তে পদামূলম্ ॥ ৪৮

ভবংসদগোপাশিতাং জ্ঞানানি চিত্তবাহুনা । সমাপতোহমত্র তে সত্যীপতে প্রসাদ মে ॥ ৪৯

শিব উবাচ ।

অহং তস্মৈ মতো বসি প্রসাদিতাং মনোবী তং । সনানি তে বরং যদা মতিভবান্ত মনিনঃ ॥ ৫০

সনানি মুকুটকং প্রণেতুকাম উজ্জ্বলা । বৃত্তস্তানি তাং বিনা কচিৎ ক্ষণং ন ভাববাম্ ॥ ৫১

শুক উবাচ ।

এবং নদীশিখরিতয়াং প্রাপ্ততাদৃক্ প্রানাদো নিত্যাত্যাসহিতমতিপরশস্ত নভোবিক্রম ।  
স্বভা চার্দো বিজতমুকৃতং নন্দিনা সার্কমেব প্রায়াদ্বশিন্ নবিশগমুতা ত্রিমতী দক্ষকন্তা ॥৫৭॥  
ইতি বৃহদ্রথপুরাণে মধ্যখণ্ডে তিস্রুকাগমনং নাম চতুর্থোঃধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

### পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ ।

শুক উবাচ ।

অথ দক্ষপুরোদ্যানে তপস্বিনিলয়ে শুভে । বিপ্ররূপেণ ভূতেশ আজগাম সতীচ্ছয়া ॥১॥  
নবীতিঃ সপ্ততিঃ সার্কিং সতী তত্র শুচিশ্রিতা । বিচরন্তী মহেশেন দদৃশে বিপ্ররূপিণী ॥ ২ ॥  
পুষ্পাধারকরত্নময়মিহুজেন জৈমিনে । উৰ্দ্ধপুণ্ড্রং যুগ্মিলকং নধানেন বিবাসনা ॥ ৩ ॥  
বানোদগবজ্রহুত্রৈঃ খেভৈবিলসতা সতা । বেদান্ত পঠতা প্রোচৈর্গায়তা নাম বৈকবম্ ॥ ৪ ॥  
এষভূতং বিজং তৎ দৃষ্টো দাক্ষায়ণী তদা । প্রণনাম যুগ্ম তজ্জা যুগ্মনাং পশ্চতামপি ॥ ৫ ॥  
বিপ্রশ শিবরূপোৎপন্নো প্রণতাংতাংসতীংতদা । পাবিত্র্যাঃ ভূমেক্ষথাপ্যাজে ডেবকৃতানমুদ্রবদৌ  
ভক্তো মহানকুং পুর্য্যং হাহাকারো বিজোত্তম । সর্কো পশ্চত চাক্রাশেণিষোষাতি সতীংহরন্  
সর্কোপশ্চন্নখাশেণ সতীযুক্তং মহেশ্বরম্ । বামেন বাহনাক্রান্তাং বামোরো দক্ষকন্তাকাম্ ॥  
কোটিচক্সসমাভাসং শিবং হৈমচ্ছবিং সতীম্ । সর্কমাকাশমাকীর্ণং সতীশল্পহুরোচিবা ॥ ৬ ॥  
সর্কো বৈ দদৃশুর্লোকাঃ প্রাপ্তবস্তোংপি বিনয়ম্ । দক্ষস্ত দদৃশে তৌ চ কোটিসূর্য্যগমজ্ঞো  
অসন্তরুগণজিতৌ বিনসন্তৌ বিজোত্তম । সর্কো এব ত্রিরো দক্ষঃ সতীরূপা ব্যালোকয়ৎ ॥ ১১ ॥  
পুষ্পবানপি সর্কান্ বৈ শিবরূপান্ ব্যালোকয়ৎ । যাবৎ খেমস্তালোকানাতঙ্কুর্নিবয়তাংহিতৌ  
এবং বৃন্তে যুহুর্ভে তু তৌ চৈবান্তর্হিতৌ শিবৌ । দিব্যজ্ঞানক দক্ষস্ত লুপ্তমান বিজোত্তম ॥  
দক্ষস্ত দিব্যজ্ঞানং হি মুর্ছামিব ব্যতীত্য সঃ । উবাচ কিংসতী যাতা শিবং প্রাণসমা হুতা ॥  
পরাবর্তয় মে পুত্রো শিবাবানং সতীং কিল । হা বৎসে সতি হা পুঞ্জিকবাতাসি বিহারনাম্  
অবোন্যং পতিমাত্মসি কৃতেন খেম কর্ণণা ॥ ১৫ ॥

শুক উবাচ ।

এবং বিনয়মানং তং দক্ষং নাম প্রজাপতিম্ । নবীতিঃ স্বয়মাপত্য তমুবাচ প্রজাপতিম্ ॥১৬॥

দবীচিরবাচ ।

কিং রোদিসি প্রজামাধ পতিতো মূৰ্ছতাং পতঃ । দষ্টাপোষং নভির্নৈব জাতা কিমিদমকৃতম্  
দাক্ষাশে ধরণৌ তোমে হৃদ্যদো গুণপকিণোঃ । সর্কত্ৰীশিখপালিগং নৈকঃ শিবসতীদয়ম্  
শিবদিন্দাকলং বাবর প্রাণ্যসি প্রজাপতে । তাবর জ্ঞাতসি প্রায়ঃ সতীমপি শিবং তথা ॥১৬॥

বাক্তোহসি বিধাতা ত্বং বদ্রক্ষ পরমং জনং । উপেক্ষসে সমীপস্থং বকোহুত্মমিহাগতম্ ॥২০  
নৈব বচ আকৰ্ণ্য শ্রেয়ঃশ্রেণুঃ প্রজাপতে । প্রকৃতিং পুরুষকাপি হৃদি ধ্যায় নভীশিৰো ॥২১  
দক্ষ উবাচ ।

নভ্যং বদসি মে কস্তাং নভীং প্রকৃতিরূপিণীম্ । শিবং পুরাণপুরুষং বিষ্ণুং প্রভূমনাময়ম্ ॥২২  
ত্বাঞ্চ সত্যকথং জানে তথাপি পরমাখতঃ । মহেশাম্রাপরো দেব ইয়ং মে ন মতির্ভবেৎ ॥ ২৩  
স্বয়ং নভাবচন ইতি জানামহেশ্বরম্ । শিবমেবাভাস্থরামি তস্ত মূলং নিবোধ মে ॥ ২৪  
ব্রহ্মণঃ ক্রোধসম্ভূতা ক্রভা একাদশৈব তু । ব্রহ্মযষ্টিবিলোপায় সযজুস্তে প্রজাস্তথা ॥ ২৫  
তথা দৃষ্টী বিধী ক্রদাংস্তথাভূতান্ সমস্ততঃ । আজয়্য স সমাহর মাংসপি ভগদে বচঃ ॥ ২৬  
দক্ষ ক্রহানিমান্ পুত্র বশে রক্ষ মমাজয়্য । যথা বৈ চাপকর্ষণঃ প্রশ্রয়ং যাস্তি নৈব হি ।

ইত্যেবং ব্রহ্মবচনাদ্ ক্রভা এতে বশে মম ॥ ২৭

বর্তন্তে ব্রহ্মণা যষ্টী একাদশ মহন্তরাঃ । সর্গে তে ভীমকর্ষণো ক্রভা অংশাধতারকাঃ ॥২৮  
মমাজয়্যমমুবর্তন্তে তস্মৈ দেয়া কথং মুতা । সংপাঞ্জে হি মুতাদানং কুলকীৰ্ত্তিকরং ভবেৎ ।

অতঃ সংকুলভূতায় দদ্যাদ্ হিতরং কৃতী ॥ ২৯

অহং নভ্যা অভিপ্রায়ঃ সত্য নভ্যাঃ স্বয়ং বরে । শিবং মাহুতবান্ ক্রভং ক্রদাণামীশ্বরং মূদে ৩০  
শৃণু মে বা মতির্জাতা অভিপ্রায়ঃ নিবেদয়ে ॥ ৩১

বাগদেতে মহারজাঃ প্রভো মম বশে হিতাঃ । ন নামভিক্রমিষ্যন্তি ভাবদেবঃ শিবে মম ॥৩২  
যদা তু মামতিক্রম্য তস্মিন্ দেবে মহেশ্বরে । মিলিতাঃ সম্ভবিষ্যন্তি তদা পূজা শিবে মম ॥৩৩  
শুক উবাচ ।

এষযুক্তা নবীচিক্ প্রণম্য স প্রজাপতিঃ । প্রায়াদ্গৃহং মুনিস্থাপি তথেষ্ট্যক্কা নিজাজয়ম্ ॥

ইতি বৃহদ্রথপুরাণে অধ্যায়ে ৩৩ ব্রহ্মবেবনিবেদনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

## চৌহধ্যায়ঃ

শুক উবাচ ।

অথ সঙ্গম্য দেববিদকং দক্ষাগয়েত্বরত্নাং । চরন্তি কিল লোকেষু উপকারায় সাধবঃ ॥ ১

নায়দ উবাচ ।

অহো প্রজাপতে দক্ষ ত্বয়া শম্ভুশ্চ নিন্দ্যতে । মহেশস্তৎকলং দাতুং চিকীৰ্ষতি তথা শৃণু ॥ ২  
নিবোভূতগণৈঃ সার্কিমাপত্য তৎপুত্রান্তরম্ । অহিতস্মাদিনিক্ষেপং কৰ্ত্তা দুৰ্দ্ধৰ্গঃ পরঃ ॥ ৩  
ইত্যুক্তা স মুনিসরো বর্ষো বিপ্র বিহায়স। । দক্ষোহপি চিন্তয়ামাস কর্তব্যং মমিতিঃ সহ ॥  
শ্বেতভূমিপ্রিয়ঃ শম্ভুরাগমিষ্যতি মে পুরম্ । অহং পুণ্যক্রিয়ারন্তং করিষ্যামি হুতৈঃ সহ ॥ ৫  
ইদং মম পুণ্যং পুণ্যং পুণ্যকর্ম্মবিশেষিতম্ । নৈবাগমিষ্যতি তদা এষ এবান্ত নির্গমঃ ॥ ৬

ইতি নিকিত্য মনসা জৈমিনে স প্রজাপতিঃ । বজ্রমারুদ্রবান্ কর্ণে শিবধেবে-মতিং মধ্যং ॥ ৭  
দক্ষোঃপ্যাহুতবান্ সর্ষান্ দেবান্ রাক্ষসকিমনান্ । সিন্ধান্বকং শগন্ধকানন্দরঃ পিত্তচারণান্  
দুর্নান্ বহুবিদান্ দৈত্যান্ নরাসুরগণধরান্ । সর্ষানাহুতবান্ দক্ষো বিনা দাক্ষায়ণীশিবে ॥  
ময়া শিবস্ত নাহুতঃ সত্যী নাপি শিবপ্রিয়া । এবং যে নাগমিষ্যন্তি তে হ্যর্ভাগবহিকৃত্যঃ ॥ ১০  
এবং দক্ষবচঃ শ্রুত্বা ভীতা এব সুরাদয়ঃ । শিবশূক্যং সমিতিমাগতাঃ সর্ষ এব হি ॥ ১১  
বস্ত্র বিদ্যাসমা বস্ত্রে বাসোহম্মাদেস্ত পর্ষতাঃ । পরোষুতাদিবতুনাং নমো দীর্ঘাঃ প্রকল্পিতাঃ  
অথ হিত্বা তু কৈলাসে সত্যী শ্রুত্বা পিতৃর্য়ম্ । গন্ধমিচ্ছূর্হাদেবং সত্যী বিনয়সংযুতা ॥ ১৩  
সত্য়াবাচ ।

দেবদেব মহেশান লোকনাথ মহামতে । প্রসাদ শরণাপ্তব্রহ্মাণ্ডিতার্থপ্রসূতক ॥ ১৪  
ত্বং সৃষ্টিকারকো ব্রহ্মা ত্বং বিজুঃ পালমে রতঃ । ত্বং বৈ ত্রিভুগমবাক্তো ব্যক্তঃ ধরসি তামসঃ ॥  
হঃ সংহরতে বিশ্বং সর্ষং স্বাবরজসমম্ । ব্রহ্মবিকু পরিভাজ্য প্রকৃত্তিত্বমি নিকলা ॥ ১৬  
তামাপ্রব্রিতুকামা সা পরং বভূব দধাতি বৈ । অতো মাং দেবদেবেশ প্রসীদ বরদেষ্বর ॥ ১৭,  
শিব উবাচ ।

কিমর্থং ত্যোষি মাং দেবি তদবদ্যাদিভাষিতম্ । কিং তে প্রিয়ং করিষ্যামি নিগ্রাহানুগ্রহাবপি  
সত্য়াবাচ ।

ভগবন্ দেবদেবেশ ত্রিলোচন মহেশ্বর । দক্ষস্তে ঋগুরো বজ্রং করোতি বহুসমায়ম্ ॥ ১১  
তত্রাধাঞ্চ গমিষ্যামো যদি দেবানুমন্তসে । আব্রহ্মোন্তত্র সম্মানং করিষ্যতি প্রজাপতিঃ ॥ ২০  
শিব উবাচ ।

মৈবং সতি প্রিয়ে চিন্ত্যং মনসাপি সমাচর । অনাহ্বানস্ত গমনং মরণঞ্চ সমং স্বয়ম্ ॥ ২১  
দক্ষো বিদ্যানুলব্ধনৈর্গঞ্জিতো মম হেলনম্ । করোতি পশ্চিমা দিক্ সা রবিবারোদ্যমে সদা ॥  
ঋগুরস্ত মম ত্রীমান্ মমাপমানহেতবে । বজ্রমারুদ্রবান্ দেবি কথং ত্বং গন্ধমিচ্ছসি ॥ ২৩  
জামাতা ঋগুরহানেতপেক্ষতে পরমাদরম্ । বিজুং জামাতরং সত্যী ঋগুরোহপি সমাচরেন ॥ ২৪  
অনাহ্বানঞ্চ দুর্জাকামনহকরণং তথা । অদানমপ্যাবাসল্যাং জামাতরি ন চাচরেন ॥ ২৫  
যদ্যচ্চাধা চরেদেতচ্ছুরো হুহিতুঃ পতৌ । তদা তস্ত ধর্মহানিঃ ক্রিয়াহানিশ্চ লক্ষ্যতে ॥ ২৬  
যদৈষ প্রদীয়তে কৃত্বা জামাতা যদি ত্বং প্রতি । অসদাচরণং ভাতি মৃতঃ স্মাক্ষুরস্তদা ॥ ২৭  
জামাতা ঋগুরাপি প্রিয়ং সূর্য্যং নদৈবহি । অমানিতো ন গচ্ছেচ্চ জামাতা ঋগুরালয়ম্ ॥  
রূপবহুিঃ প্রজারহিঃ ঋগুরপীতিভো ভবেৎ । ঋগুরো হুহিতুঃ পত্নাশ্চক্রনু জাতুনথাপরান্ ॥ ২৯  
সমাত্মাংকার্যেচ্ছক্ত্যা স্তবধা ধর্মলোপকৃৎ । কস্তাঃ সম্মানয়েদ্বিধান্ জামাতৃপ্রিয়কামায়া ৩০  
কস্তাপমানাজ্জামাতুরপমানং বিধীয়তে । ঋগুরস্ত তু পুজাদ্যা দেববন্তগিনোপতিম্ ।

চিন্তয়েৎ পুঞ্জয়চ্চৈব বয়োজ্যোতৌ ভবেদ্বদমি ॥ ৩১

এবং পাত্রমনাদৃত্য দক্ষো মে ঋগুরঃ প্রিয়ে । জামাতরং মাং নাহর্য সৎকর্মাচরতে কথম্ ॥ ৩২

যেচ্ছামপি ন মৰ্যং ত্বাং দত্তবান্ ন প্রজাপতিঃ । ত্বাহং যেচ্ছামি লোকো ন মমাজামতিক্রম  
ভাৰ্য্যাপতিমতিক্রান্তো ন কচিৎ স্বৰ্ণমাধুতে ॥ ৩৩

সত্ৰাচাচ ।

বহুত্বং তচ্ছি বৈ সত্যং প্রোভো নৈবাজ্ঞ সংশয়ঃ । সূতা কথংধরৈর্দৈৰ্ঘ্যং ঋত্বা পিতৃমহোৎসবম্  
অনশ্বাভ্যঃ সমাহুতা লপ্সান্তে যজ্ঞ পুত্রনম্ । সম্যাস্তন্তৎ সমাকৰ্ণ্য কথং বৈৰ্যং সমাচরেৎ ৩৫  
অহং পুত্রো পিতৃবীট্যাং কিমাহ্বানমপেক্ষতে । অপেক্ষতে পিতা মে চ মমাপমনমীপ্সিতম্ ॥

তন্মাদহং গমিষ্যামি কুলস্থানুমতিং প্রোভো । ভবতি মম সম্মানায়ং তব সম্মানমুত্তমম্ ॥৩৭

পিতা মে বসিধূৰ্ণোহয়ং ত্বাং ন জানাতিবৈ শিবম্ । তত্রাভিমানংকৃত্বাকিংনিজভাগমপেক্ষেনে  
মুৰ্ণায় তস্মৈ দক্ষায় জ্ঞানঞ্চ দাতুমর্হসি । তস্মাৎ তে গমনং যুক্তং মহেশ্বর মমাপি চ ॥৩৯

শিব উবাচ ।

যৎ ত্বং বরসি তৎ সৰ্ব্বং পুত্রা মমাবধারিতম্ । ন তত্র গমনং যুক্তং তথাপি চ মমাপি চ ॥৪০  
ন তু মাভ্য অনাদৃত্য বজ্রমারুৰবান্ সুরৈঃ । লপ্সাতে ভংকলং সৰ্বৈর্মুৰ্খৈঃতথাপি হান্ততি ॥ ৪১  
ত্বত্ত গতা কতিং স্বীয়াংকরিষ্যামিবিলাকাসে । ত্বাং দৃষ্টেব ন তে ভাভো মম নিশ্বাং করিষ্যতি  
তজ্জ্যোষামি স্বকর্ণাভ্যাং হঃসহং তে ভবিষ্যতি । অতস্তে তত্র নো যুক্তং গমনং দক্ষপুত্রিকে ।  
সৰ্ব্বথা জ্ঞানবৃন্দা ন মমাক্যমপেক্ষ্যতাম্ ॥ ৪৩

সত্ৰাচাচ ।

বহুত্বং ভবতা দেব তত্র মো নোচিভো গমঃ । আবাত্যামস্ততস্তৎ তু যুক্তং তত্র নিষেধ মে ।  
যজ্ঞদানতপোহোমাস্ত্বংপরাস্ত্রিদশেশ্বর । ত্বং দেবাৰিপো নাথ সৰ্ব্বযজ্ঞেশ্বরোহপি চ ॥৪৫  
আদৃত্য বাপানাদৃত্য তামনো কুরুতে মথম্ । তমেব পুঞ্জিতস্তত্র ময়া সহ মহেশ্বর ॥ ৪৬  
বৰ্ণাহং তৎসূতা দেব তামনাতুতমপাগাম্ । তথা তৎকৃতযজ্ঞোহনো তামেব হ্যাপগম্যতে ॥৪৭  
অতঃ পরোকলজোহর্থং গতা গৃহাণ চেশ্বর । কিমাহ্বানমমাহ্বানং বিশেষয়সি তে উভে ॥৪৮  
বিশেষতস্ত্বত্ত যোগী সমঃ পূজাপমাময়োঃ ॥ ৪৯

শিব উবাচ ।

আহ্বানং বাপ্যনাহ্বানং ন চ যোগী বিশেষয়েৎ । কিং তত্র গমনেনৈব প্রয়োজ্যমমিহাস্তি বা  
ন যোগৌৎপিনিবাকৰ্ণ্য ন চ কৰ্ম্ববিনোচিভম্ । মাগ্ধস্তপূজাহ্যচিতাপূজো নাপুজকং ব্রজেৎ ।  
অপুজকস্ত পূজাপি নৈব পুজ্জতি গণ্যাতে ॥ ৫১

যন্ত পূজ্যমাদৃত্য পূজ্যমারভতে জনঃ । ন সা পূজাপি কলহা বিপৎকারণমেব সা ॥৫২  
প্রতিবদ্রাতি হি প্রেয়ঃ পূজাপূজ্যাতিক্রমঃ । তস্মাৎ তত্র ন তে যুক্তং মমাপি গমনং সতি ॥৫৩  
তত্র তন্নি গভারাত ময়িন্দাং সাধুহঃসহাম্ । ঋত্বৈব ত্যক্ত্যসি প্রাপান্ দক্ষৌহপি সমৰ্থঃ সতি  
অহং গতা স্বাং নিশ্বাং ঋত্বা নজ্যামি হুৰ্ণধম্ । ত্বং বৈ পিতৃবৰ্ণাং লীতা ময়ি নৈব তবিষ্যসি  
অলীতিদ্বর্গপক্ষেতে সমে তে আবয়োস্তুদা । ভবিষ্যত ইতি জ্ঞাহা স্বয়মেবোচিভং বৃহ ॥৫৬

সত্ৰাঘাট ।

বহুজং ভবতা তত্র গহ্বাহং মে বিগর্হণাম্ । শ্রোযামি নিজকর্ণাভ্যাং কথং তমে ভবিষ্যতি ॥  
পুত্রা স্বয়ংবরহানে তুভ্যং সংপ্রার্থিতং ময়া । ন মে ভবতু তে নিশা মংকর্ণবিবরাঃ কচিং ॥৫৮  
বদা মে কর্ণবিবরা ভব নিশা ভবিষ্যতি । তদা প্রাণান্ পরিত্যজ্য লপ্যামি ত্বাং ভবান্তরে ॥  
নরৈতৎ প্রার্থিতং নাথ তত্র চাবহিতং তথা । অধুনা ত্বং কথং তত্র নাথানং করিষ্যসি ।

তস্যাং কুর্যৈব ত্যক্তাহং মরিষ্যামি ন চাস্তথা ॥৬০

শিব উবাচ ।

ভবত্যা বাহুতং যং তু বাৰ্হিৰ্যং তৎস্বয়ংবরে । মম বিন্দ্যাক্ষভৌ দেবি তচ্চ সম্পাদিতং ময়া ॥  
অধুনা তু হমেবেহ মরিন্দ্যাক্ষভিমীহসে । যতো মরিন্দ্যকগৃহং গন্ধমিচ্ছসি লক্ষ্যাসে ॥৬২  
তস্মাদবারিতা দেবি যথেষ্টং কুরু সর্কথা । অপকর্ষ স্বয়ং কুরুস্ব পরং দূষয়তে কুর্বা ॥৬৩  
ঋষিক্রবাচ ।

ইত্যাঙ্ক্য সা তদা দেবী সতী দাক্ষায়ণী বিজ । স্ত্রাকাক্য মোমমাহার সাহুয়া শিবমৈকত ॥৬৪  
বীক্ষ্যমাণা শিবেনৈবা স্ত্রাকাক্যী চারুপাণী । ভয়ানকৈক্সিভিনেত্রৈঃ শিবমেব ব্যমোহয়ৎ ॥  
তাং দদর্শ মহাদেবঃ ক্রোধদীপ্তবিলোচনাম্ । অগ্নিরাশিচয়োক্ষারি-ভূতীয়নয়নামপি ॥ ৬৬  
অট্টহাসনমুক্ষারি-ভদ্রদৃষ্টপত্নিকাম্ । মধুরস্মিতভূষাচাষক্ৰোধরদাবলীম্ ॥৬৭  
যেদাক্ষনিখিলবাস্নাং কামালললসত্তমম্ । এবং শিবেক্ষ্যমাণা সা তাত্কা হৈম্যৈঃ ক্রচিং সতী ॥  
বভূব তৎক্ষণাদেব ধোজাজনচয়প্রভা । লোমাকিতসমপ্রাক্তী নীনোরতপমোহরা ॥৬৯  
তীরধৌবনমাদেশাগণয়ন্তী মহেশ্বরম্ । মুক্তকেশা বিবস্ত্রা চ বীরবাহুচতুর্ভুজী ॥৭০  
দেহভারেণ তং শৈলং কম্পয়ন্তীব সর্কতঃ । এবং ভূত্বা সতী দেবী শ্রামা কমললোচনা ॥৭১  
উত্তরো নহনা চারুবিলসংপাদপঙ্কজা । তাং তাদৃশাকৃতিং বীক্ষ্য শিবো বৈর্যামপোহ চ ।

পলায়নে মতিং চক্রে ধাবমানো বিমুগ্ধবৎ ॥৭২

তং ধাবমানং গিরিশং দৃষ্ট্বা দাক্ষায়ণী সতী । মাইভর্গ্যাইভরিতি গিরা মা পলায়েত্ৰাঘাট সা ॥  
তথাপোনং পলায়ন্তং হনিবুতং বিলোকা হ ॥৭৩

দশমূর্ত্তির্বর্তা দেবী দশদিক্শু শিবেক্ষিতা । ভয়ক্রতো দিশং যাং যাং শিবঃ পশ্চতি জৈমিনে  
তস্তাং তস্তাং দক্ষকস্তাং সতীং পশ্চতি ভীষিতঃ । অপ্রাপ্য শত্রুশ্চ দিশমশজঃ স পলায়িতুম্  
তত্রৈবোষাশ নেত্রাণি মুদ্রয়িত্বা ত্রিলোচনঃ । পুনঃ সমীল্য নেত্রাণি দদর্শ গিরিশঃ স্বয়ম্ ॥৭৬  
শ্রামাং বলিতসর্কাসীং শিতশোভিমুখাযুগ্মাম্ । দক্ষিণাভিমুখীং দিবাংমুক্তকেশীং শুভভনীম্  
তাং দৃষ্ট্বা ক্রচিরাপাঙ্গাং শ্রামবর্ণাং হসন্তীবীম্ । সতীত ইব তস্তাশ্চে কম্পমানহৃদয়বীং ॥৭৮

শিব উবাচ ।

যং কাসি চারুনয়না শ্রামবর্ণা লসত্তমঃ । সতী দাক্ষায়ণী বা মে ক গতা সহচারিণী ॥৭৯

সত্ৰাঘাট ।

অহং দক্ষমুতা দেবী কথমেবংমতিভবান্ । বর্ণ-মাত্র-পরাতৃতাং কিং মাং লক্ষয়সেংস্তথা ॥৮০



শিব উবাচ ।

কথং ত্বং শ্রামবর্ণভূঃ কথং বাভূর্ভরপ্রদা । ইমা বা ভব দেব্যাঃ কাঙ্ক্ষাশাং কন্তমা বদ ॥ ৮১

নতুবাচ ।

অহং প্রকৃতিঃ স্মৃক্ষা প্রহৃত্যাং দক্ষভোহভবম্ । লসৎকনকগৌরাদী লিপ্সুস্তাং পুরুষোত্তমম্  
 বদা যুগং ত্রয়ো জাতা ব্রহ্মবিকৃশিবা ইতি । তদাহং শবরূপেণ যুদ্ধাকং নিকটং গতা ॥ ৮৩  
 তত্র মাং বিকৃতাকার্য্যং পূৰ্ণাভ্যাং নমুপেক্ষিতাম্ । গৃহীতবান্ ভবানেন তেনাহং বশগা ভব  
 ত্বং মে প্রাণাঃ সূক্ষ্ণভূতী পুরুষঃ প্রকৃতিপ্রিয়ঃ । তামেব লিপ্সুর্দক্ষস্ত ক্লেতে ধৃতবতী বপুঃ ॥ ৮৪  
 তব নিম্নাক্রান্তে কালে বাবির্য্যং বশয়েক্ষিতম্ । তব ত্যাগলক্ষণং তদ্বদা পূৰ্ণনিরূপিতম্ ৮৫  
 যদি শ্রোয়ামিতে নিম্নাতদা তাক্যাম্যহং তনুম্ । কথ্যতেভবতাপোবৎময়িন্দা শ্রোযাতেতদ্বদা  
 যত্র ত্বয়া ন গন্তব্যং তজ্জাতাহং ন তে প্রিয়া । অতএব ময়া তাজ্যং দেহকোভয়থা শিব ৮৭  
 দক্ষজেন শরীরেণ নাহং তে নিকটোচিতা । ইতি কৃত্বা কিয়ন্তেনং শরীরং বিহিত্বং ময়া ৮৮  
 ইমাক্ষং যোয্যো নব বৈ অহমেব বিভূতিভঃ । ঐ বানিষ্ঠৌ যজ্ঞদক্ষৌ বাশশ্চে যদি বশসে ।

দক্ষযজ্ঞবিনাশায় সার্বভ্যাং তে প্রদর্শিতম্ ॥ ৮৯

শিব উবাচ ।

যদি ত্বং প্রকৃতিঃ স্মৃক্ষা অহংকং পুরুষঃ পরঃ । কথং মে বশগা ভূতা স্বতন্ত্রা শক্তিরূপিণী ॥ ৯০

নতুবাচ ।

শৃণু দেব মহাদেব শুহাদ্ভুততরং পরম্ । আদিসৃষ্টৈরুপাখ্যানং ব্রহ্মবিকৃদ্যগোচরম্ ॥ ৯১  
 যা মূলপ্রকৃতিঃ স্মৃক্ষা পরমা নিরূপাধিকা । ব্রহ্মাণ্ডকোটিকোটীনং মূলং মূলান্তবজ্জিতা ॥ ৯২  
 নত্বং রজন্তম ইতি গুণান্তত্বাঃ পৃথক্ পৃথক্ । অথ জাতানি স্মৃক্ষাত্তাঃ স্বয়ভূতা সনাতনী ॥ ৯৩  
 নিস্কায়াক জাতায়ং ত্রয়ন্তে প্রকৃতের্ভূগাঃ । একীভূতাঃ পূমান্ জাতশ্চেতনারহিতঃ ক্ষণাৎ ৯৪  
 তং দৃষ্টী পুরুষং জাতং গুণত্রয়ময়ং শিব । নিস্কায়ং তত্র পুরুষো সমক্রায়দিক্ষয়ী ॥ ৯৫  
 নংক্রান্তায়াং নিস্কায়ান্ পুরুষে তত্র তাদৃশে । শক্তিমান্ পুরুষো ভূতত্রিবিদশ্ শুণৈজ্জিতিঃ  
 ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবশ্চাপি রজঃসত্ত্বতমোময়াঃ । ত্রীনেতান্ পুরুষান্ জাতান্ দদর্শ পরমা যদা ।

পরমোপাধরো ভূতান্তদা তে পুরুষাঙ্গরঃ ॥ ৯৭

তথাপি হৃষ্টীর্ন ভবেদিতি জাতা মহেশ্বরী । পুরুষাংক বিধা চক্রে জীবক্ পরমং তথা ॥ ৯৮  
 জীবন্ত পরমোপাধি পুরুষং তং মরেক্ষিতম্ । সদা পশ্চান্ন বাতি ভবন্ত নৈব হৃষ্টিস্তদাভবং ॥ ৯৯  
 তদা সা মূলপ্রকৃতিরাত্মানমকরোং ত্রিণা । ময়া বিদ্যা চ শক্তি য়ে পরমা চ সনাতনী ॥ ১০০  
 ময়াভূবশগা পুংসঃ পরমন্ত বয়াবৃতম্ । পরমং দেক্ষতে জীবঃ পুরুষং পুরুষো বতঃ ॥ ১০১

মহামায়া মোহময়া হৃষ্টিরিষ্টা প্রবর্ততে ॥ ১০২

ততস্ত্রয়াণাং পুংসাক্ পরমোপাধিশালিনাম্ । গুণেভ্য উপকারায় বিদ্যাভূৎ প্রকৃতির্হি সা ॥  
 বিদ্যারূপা চ প্রকৃতিরাকাশে তু শিরাকৃতিঃ । পুরুষান্ ভ্রমতঃ প্রাহংসজাবসংহরেতি চ ।

ঈদর্শং ভগভপেত্বাক্ষা তত্রৈবান্তরীয়ত ॥ ১০৪

তে স্রষ্টা বচনং শুভ্রা ব্রহ্মা সত্ত্বগুণাশ্রয়ঃ । অপ এব সমজ্জাদো তত্র তে তপ উত্তমম্ ॥১০৫  
তান্ দৃষ্টা ভগবান্বিষ্ণুং দেবী প্রকৃতিরম্ভমা । কো মাং প্রহীযাতীত্যেবং বজ্রাং শব্দ্রপিনী ॥  
তত্রানির্মান তে ব্রহ্মা মাং দৃষ্টা ভয়মাপ্রিতঃ । চতুর্দিকু চতুর্দিকো বভূব তদনন্তরম্ ॥১০৭  
মধ্যমোহতুজ্জলে মধ্যো মুক্তিকাক্ষো বিচেতনঃ । ততঃ পরং শিবং বাতা স তাং জগ্রাহ সাদরঃ  
স তং সাহং ব্রহ্মণা ন ভাত্তা তাদৃশী বতঃ । তত্রাহং যষ্টিকর্তারং চক্রে ব্রহ্মাণমখরম্ ॥১০৯  
বিক্রম পালকং চক্রে শরানো যো জলেহতবৎ । সংহারকারকং ত্বাৎ শিবনামানমক্ষরম্ ॥১১০  
বিক্রম মধ্যমো দেবঃ সত্ত্বগুণী বিভূঃ প্রভুঃ । ময়ৈক্ষিতঃ সত্ত্বদৃষ্টো সর্গশ্চেষ্টভূমাপ্তবান্ ॥১১১  
ধেরকঃ সর্গভূতানামন্তর্যামী চ কল্পিতঃ ॥১১২

স চক্রে সাত্ত্বিকীং যষ্টিং ব্রহ্মাণ্ডজ জলান্তরে । ততশ্চক্রে ষিণীং হৃৎ চূরাণি হৃৎলাদি চ ॥  
জলপূর্ণাঙ্কিতাং তদধোহুং দদৃশে তমঃ । তন্ত নাভেরতুং পদ্মং তত্র ব্রহ্মা সমজ্জং চ ॥১১৪  
জলাদুখাপ্য পূরয়ং কলাবোড়শনংযুতম্ । সর্গাবয়বসম্পূর্ণং স্রষ্টুং সমুপচক্রমে ॥১১৫  
ইয়ং রাজনী যষ্টিঃ স্রষ্টা বৈ ব্রহ্মণা তু যা । সংক্ষিপ্তা সাত্ত্বিকী যষ্টিবিম্বতা রাজনী মতা ॥  
সংহারকারিণী যষ্টিত্রয়মনী পরিকীর্ণিতা । সাত্ত্বিকীযষ্টিকর্তা বৈ বিক্রেব সমাতনঃ ॥১১৭  
রাজনীভামনীয়ষ্টোত্রৈক্ষো রাজসঃ পূম্যান্ । শেবে সংহারকৃত্যর্ঘ্যং শিবস্বং ত্রিগুণাস্বকঃ ॥  
সত্ত্বং ব্রজন্তম ইতি গুণাঃসর্গে পরম্পরম্ । সাত্ত্বিক্যং কুর্কতে তস্মাদৈকৈত্রিকং কেবলঃ ॥ ১১৯  
প্রাণাত্মনৈব সত্ত্বাদেঃ সাত্ত্বিকত্বাদিক্রিয়াতে । অহং ত্রিভিষ্ঠগৈর্হোঁন বিভামি সত্ত্বধেন বৈ ॥  
তেন ত্রিগুণকাম্যায়ৈ ত্বামেব শিবমাপ্রিতা । ব্রহ্মবিক্র চাপ্রিতাহং অংশেন ত্র্যক্ষ তাদৃশী ॥১২১  
ত্বাক মুখ্যতমাপ্রিতা বিহরামি বিশেষতঃ । ব্রহ্মযষ্টৌ বয়ং সর্গে যষ্টৌ ইবামুমোদিতাঃ ॥১২২  
অতোহহং দক্ষভাষ্যায়াম্ জাতা নামশরীরিণী । এবংজ্ঞানীসরস্বত্যৌ সাত্ত্বিকী চ পুরো যমোঃ ॥  
ঐতরে বৈ অহং জাতা তদধে দক্ষকন্তকা । মন্তোহপি হৃদিকা হৃক্ষা যা মূলপ্রকৃতির্হি সা ॥  
অথৈতা দশ বৈ দেবো য়ঃ স্ত্রিয়ো মম পশু তাঃ । মহাবিদ্যা ইমাঃ প্রোক্তা নামাত্মানাত্ত বর্ণমে  
কালী তারা মহাবিদ্যা বোড়নী ভুবনেশ্বরী । তৈরবী জিন্নমস্তা চ সূন্দরী বগলামুখী । ,  
ধূম্রবতী চ মাতঙ্গী মহাবিদ্যা দশৈব তাঃ ॥ ১২৬

শিব উবাচ ।

প্রোক্তাশ্চয়া মহাবিদ্যাঃ কস্তাঃ কিং নাম কথ্যতাম্ । আনামুপাসনা কা বা কথয়ত্বং মহেশ্বরি  
সত্বাবাচ ।

এবা তে পুরতো যা তু সা তু কালী দিগেশ্বরী । বাস্তবীক্ষে শ্রামবর্ণা সা তার কালরূপিনী ॥  
দক্ষিণে জিন্নমস্তেয়ং বামে তে ভুবনেশ্বরী । বগলামুখী পশ্চাৎ তে বর্হো ধূম্রবতী তব ॥  
সূন্দরী তে চ নৈব্র্যত্যং বামৌ মাতঙ্গনামিকা । বোড়নী চ তথৈশাত্মাহং তে তৈরবী তনৌ  
এতাভিঃ খলু বিদ্যাভিষ্টম দেবকরং পশুম্ । সযজ্ঞং পিতরং দক্ষং নাশয়ামি বদন্ত চেৎ ॥  
এতাঃ সর্গা মহাবিদ্যা ভজ্যতাং মোক্ষদাঃ পরাঃ । মারোগোচ্চাটিনকোভ-মোহনপ্রাণনি চ  
জ স্বপ্নস্তম্ভহারান্ বাহুিভাৰ্হান্ প্রকুরীতে । এতত্তে কথিতং তত্ত্বং যং পৃষ্টাহং ত্বমা শিব ॥

স্বাৰ্থোহং মা কুরু শমে মনো গেহি মহেশ্বর । গোপনীয়ং পরমৈশ্বর্যং একান্তং কদাচন ॥১৩৪  
 দিব্যজ্ঞানেন ভগবন্ পশু মাং জগদধিকাম্ । মমারামণ্যশাস্ত্রাণি করিষ্যসি তথা স্বয়ম্ ॥ ১৩৫  
 কালীভারাদিগুণায়া মম মন্ত্ৰান্ মহাফলান্ । স্তব্যান্ত কবচান্তেবং তং বদিষ্যসি সৰ্ব্বথা ॥  
 অহং বৈ সৰ্ব্বদেবানাং ব্রহ্মা পুৰমাহনা । মম বৈ মন্ত্ৰতন্ত্রাণি ব্রহ্মতন্ত্রানি সৰ্ব্বথা ॥ ১৩৭  
 তেযাং বস্তা চ কৰ্ত্তা চ ভবানেব ভবিষ্যতি । আগমস্ত ভবান্ কৰ্ত্তা বেদকৰ্ত্তা হরিঃ স্বয়ম্ ॥  
 আদ্যাদাগমকৰ্ত্তৃত্বে ভবান্ বৈ বিনিযোজিতঃ । পশ্যতৈ বেদকৰ্ত্তৃত্বে হরিঃ সম্যক্ত্বনিয়োজিতঃ ॥  
 আগমশ্চৈব বেদশ্চ যো বাহু মম পুরুষো । স্বাভ্যামেব দ্ব্যতং সৰ্ব্বং ত্রৈলোক্যং তুৰ্ব্বাদিকম্  
 যশ্চাগমঞ্চ বেদঞ্চ বিলজ্জয়তি ধ্বজ্যটে । লোভঃপততি হস্তাভ্যাং গমিতো মে চিরং চিরম্ ॥  
 যশ্চাগমং বা বেদং বা বিলজ্জ্যস্ততমং ভজ্যেং । তস্তাহং বিকলাশ্চাভ্যাং সমকৰ্ত্তৃমশক্তিকা ॥  
 যাবেব শিবপস্থানে দুরহো দুৰ্ঘটাবপি । দুৰ্জেরো চ সুদুশ্চারো ভেদয়েন্ন কদাচন ॥ ১৪৩  
 সৰ্বদেবামেব দেবানাং মন্ত্ৰতন্ত্রাদিকুস্তবান্ । তন্ত্ৰমন্ত্ৰাচ্চ মে গোপ্যা বৈষ্ণবাচারশাসিতাঃ ॥১৪৪  
 তন্ত্রাসদীক্ষকাঃ শস্তো ভবেয়ুঃ শক্তবৈষ্ণবাঃ । শক্তো বিকো বস্তভক্তিঃশশক্তঃস্তায় চাপরঃ  
 বিহুভক্তিমনাসিত্য কথং শক্তিবিধিং চরেং । বৈষ্ণবানাস্ত মন্ত্ৰাণামহং দৈবভক্তমেব হি ॥ ১৪৬  
 তন্ত্রাসমোপালকঃ স্তাদিহুদীক্ষাবিধো ভুজঃ । শক্তেরদীক্ষিতো যন্ত শক্তিদীক্ষাং এবৰ্ত্তয়েং ॥  
 তাবুভো ঘাতিতো স্তাত্যং কুপেৎকাষি বহুতী ॥ ১৪৭  
 এতবচো মে গুরমং ধ্যায়হস্তো ত্রিলোচন । অহং যামি দক্ষদক্ষঃ পিতা মে সঃ প্রজাপতিঃ ॥

শুক উবাচ ।

ইত্যুক্ষা সা মহাকালী ভারা গগনবাসিনী । একরূপা বভূবৈব দেবদেবী ত্রিলোচনা ॥ ১৪৯

শিব উবাচ ।

ত্বং দেবি প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা পুংসামৰ্শে শরীরিণী । মৎপত্নীহমসুপ্রাপ্তা ক ত্বং কাং পুমান্ জড়ঃ  
 ত্বং বদ গমিষ্যসি শিবে দক্ষস্ত নিলয়ং স্বয়ম্ । কা মে শক্তিঃস্মিবেবে ত্বং বৈ সৰ্বস্বরূপিণী ॥  
 যদস্মা কথিতং তুভ্যং প্রভুত্বাভিমত্তেন বৈ । তৎ ক্ষময়া মহেশানি যথাক্রি তথা কুরু ॥১৫২

শুক উবাচ ।

প্রভৈবং দক্ষকস্তা শিববচনমথো মুক্তকেশী হুরেশী  
 কালী কালাদুদাত্তা গগনপথগতিবাহদৈক্যতুর্ভিঃ ।  
 ধাবন্তী বেগযুক্তা পবনবিচলিতবায়ুচর্দোরভাঙ্গা  
 গীনোৰ্ভূঙ্গস্তনাত্যা ভয়দতরমুখী নীপ্তমেজজরাভুৎ ॥ ১৫৩

ইতি বৃহৎসপ্তপুৰাণে মধ্যখণ্ডে মহাবিদ্যানদর্শনং নাম ষষ্ঠোধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

## সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

শুক উবাচ ।

ততঃ সতী সমাগতা দক্ষস্ত নিলয়ং পিতৃঃ । সতী সমাগতেভ্যাবং বাচামকরোং সমম্ ॥ ১  
সৰ্কে সৰ্কাণি সন্তাজ্য কর্ণাণ্যাবালম্বকাঃ । সতীং ব্রষ্টুং সমায়াতাঃ শ্রামীভূতলসন্তম্ ।

বিবেশান্তঃপুরং দেবী যত্র মাতা প্রস্থরিতি ॥ ২

প্রস্থর্বিলোক্য তাংপুত্রীংক্লেদেঁকৃৎচাচিরাগতাম্ । ররোদবৎসেবৎসেতিসিঞ্চন্তীনেত্রজৈর্জলৈঃ  
বৎসে প্রাপ্তানি শেবেশং শিবংস্বামিনমুত্তমম্ । অশোচানিগতাশ্রম্যান্শোচান্কৃৎচাচিঞ্চিতে  
তিরোণাবিগতঃ শোকো দূরীভূতোবৎ সৰ্কাণা । পিতা ভব মুকুর্ভুক্তিঃ শিববেষকরঃ সদা ॥ ৫  
অনাহুয় শিবং ভূক্য করোতি বজ্রমুত্তমম্ । অন্য স্বপ্নে ময়া দৃষ্টং তৎ সমাকর্ণ্যতাং হুতে ॥ ৬  
প্ররাপতিঃ স্বক্ষহীনো যত্রকুণ্ডটে হিতঃ । রাক্ষস্তো বিকৃতাকারঃ খাদিতুং তৎ সমুদাতাঃ ॥  
নৃত্যন্তি চ হস্তান্তাঃ পিবন্ত্যন্তাশ্চ শোণিতম্ । স্বতা দক্ষশিরশ্চান্তাঃ কক্ষং বিহরন্তি চ ॥ ৮  
ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ কৃৎশকটপূতনাঃ । দক্ষং প্রদক্ষিণীকৃত্য নৃত্যন্তি চ হস্তান্তি চ ॥ ৯  
দৃষ্টৈবহ বয়ং সৰ্কে দক্ষস্ত নগরব্রিতাঃ । ব্যাকুলা রোদমানাশ্চ নির্বৃতিং ন লভামহে ॥ ১০  
তদনন্তরমেবাহ দৃষ্টো কচিৎসহেবরী । মহামেঘপ্রভা শ্রামা যৌবনাভরণোচ্ছলা ॥ ১১  
স্বধাকোটিচ্ছবিদেবী সট্টহাসা দিগম্বরী । ত্রিনেত্রা চারবিলসদোশতুকা মহারবা ॥ ১২  
তামায়াতাং সমালোক্য সৰ্কে তে রাক্ষসাদয়ঃ । দূরং বিহৃদ্বর্জীতাতাক্রান্তা ইবাহরঃ ১৩  
তদ্বৃষ্টী মৎপুরহারী ব্রজ একাদশো যবো । পপ্রচ্ছ কানি কন্তানি কিমৰ্ঘমিহ চাগতা ॥ ১৪  
তৎ ব্রজং সা জগাদৈবং সতী দাক্ষায়ণী হহম্ । পিত্রারকং মহাবজং রাক্ষসাধ্যাঃ প্রতৎকতে  
পিতা মে ছিন্নমস্তোহভূদপোষমিতিদর্শনাং । ব্যাধী বয়ংসমাগতা সৰ্কারিষ্টানি মৎপিতৃঃ ॥  
ব্রজ কঃ পরমো হ্যত্রঃ সদনে ভীমরূপবান্ । ততস্তামাহ রব্রোৎসর্গো রজ্রোহহং দক্ষকন্তকে ॥  
অস্ত্রশ্চ দশভিঃ সার্কং বসামি দক্ষপুত্রে । তৎ পুনর্দক্ষকন্তা চেদক্ষং জীবয় জীবয় ॥ ১৮  
ইতুক্তা ভেন সা দেবী ভেন ব্রহ্মেণ তৎক্ষণাৎ । পতিং শিবং সমানাত্য দক্ষঞ্চ সমজীবয়ং ॥  
দক্ষশ্লাগমুখং লক্ণা শিবং তুষ্টাব হর্ষিতঃ । দূরীভূতকুর্ভুক্তিঃ সাক্ষাচ্ছিবসতীপদে ॥ ২০  
তদা সৰ্কে সমায়াতা দেবাঃ সেক্সা বিবিস্তৃণা । বিহুশ্চ পরমোদারঃ ক্রভূতসম্পূরণং মমুঃ ॥ ২১  
এবং স্বপ্নে ময়া দৃষ্টং গজরাত্রৌ হুতে সতি । সৈব তৎ শ্রামবর্ণা বৎ সমায়াতানি মেঘস্তিকম্  
অবিভবায় ময়া দৃষ্টং দক্ষস্ত শিবনিদ্দিনঃ । শিবনিদ্দাকলং প্রাপ্য দক্ষোবাৎ জ্ঞান্ততি ধ্রুবম্  
বৎসে জীব তিরং নাহংত্যক্তব্য চ ব্রহ্মা কচিং । তৎ বস্ত্রসহশোচান্তাং ভৎসন্ত স হি সার্ককঃ

সন্ত্যাবাচ ।

মাতরেবং বধোক্তং তে মামস্মৃজাতুমর্হসি । পিতরং ব্রষ্টুমিচ্ছামি বজ্রশালীগতং প্রভুম্ ॥ ২৫  
ইতুক্তা মাতরং নত্যা প্রাপ্য সন্মানমুত্তমম্ । আগতা মদৃশে দক্ষং ভগ্নীভিঃ সহ চারুভিঃ ॥

বাহা ববইচ বোবইচ চ' বব্রাহ্মচর্যতাং পঠিঃ । অধৰ্ঘ্যাক্রোড়হোত্রাদিষু হে বজ্রবলে হিতম্ ।

শিবধেবোক্তব্যং হৰ্ষং ব্যাপন্নন্তং পুনঃপুনঃ ॥ ২৭

অথ নক্ষো নদর্শনাং কালীং কমললোচনাম্ । ভগ্নীগণস্ত মধ্যাহ্নে তারাগাং রোহিণীমিব ॥

দক্ষ উবাচ ।

কা ঙ্গ কস্ত সূতা কালী লক্ষ্যসে ভংসতীব মে । কিংবা শিবাসমাদাতা সূতা মম সতীত্যাদি  
সত্য়াবাচ ।

কিং পিতঃ স্বাং সূতাং প্রেষ্ঠাং মাং ন লক্ষ্যসে-সতীম্ ।

প্রজাপতিত্বং নক্ষোহসি পিতরং স্বাং নমাম্যহম্ ॥ ৩০

দক্ষ উবাচ ।

হা সূতে প্রাপপ্রতিষে সতি বংসে সুলোচনে । শ্রামীভূতানি ভূতানামধিপং পতিমীহিতা ॥

জানাম্যহং তঞ্চ ক্রত্বং তং যস্ত তু সমীপমা । লসৎকনকগোরাঙ্গী শ্রামরূপমুপাশ্রিতা ॥ ৩২

এবং তস্ত চরিত্রং যৎ ক্রত্বং চ হ্রাস্তনঃ । তদোবাদেব হে বংসে নাইভা তঞ্চ মংসূতা ॥ ৩৩

ইতঃ পরং ন গন্তব্যং তস্মা তত্র শিবান্তিকে । কস্তা হি স্বামিনা ভগ্না পিতৃগেহে সমর্হতি ॥ ৩৪

তস্মাৎ তমত্র মে তিষ্ঠ পুনর্মা বাহি তং শিবম্ । লসৎকনকগোরাঙ্গী যেন শ্রামা কৃত্য সতী ॥

শক উবাচ ।

ইত্যেবং না সমাকর্ষ্য পিতৃবাক্যং সতী সতী । ক্বা প্রকুরিতাপাঙ্গী সতী পিতরমব্রবীৎ ৩৬

সত্য়াবাচ ।

বাচং নিষচ্ছ হে দক্ষ যদি কল্যাণমিচ্ছসি । শিবনিন্দাকরীং জিহ্বাং হ্রিষি বর্ষাভিলিঙ্গয়া ॥

শিব স্বাত্মা চ ভূতানাং প্রভুদপায়মাবয়োঃ । নিন্দা তু যাতনং তস্ত নাত্ত্রযাতিত্বমাপ্নুহি ॥ ৩৮

সতী ভব মহামুর্খা দগুর্হা শিবনিন্দিনী । শিবনিন্দাকলং সমাক্ প্রাপ্যাত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৯

দক্ষ উবাচ ।

বাগিকে স্বল্পমতিকে নিজবুদ্ধ্যা সমর্জিতম্ । তমেব হি পতিং নীতা স্ববোধ্যং স্তম্ভমাপ্নুহি

অস্মাকমিহ তস্তোভ্যং কথং কীর্তিং ভনোষি বা । বয়ং তং থলু জানীমো যথা স মূর্খতায়ুতঃ ॥

অহং প্রজাপতির্দক্ষো দেবদেবীসুগোচরঃ । কিং সমাগ্রে তৎপ্রশংসাং কবোষি মম দুঃসহায় ।

স তুভ্যং রোচতে সাধুনীন্তেভ্য ইতি মন্ত্যাম্ ॥ ৪২

সত্য়াবাচ ।

বাচং নিষচ্ছ হে দক্ষ পুনস্তাং প্রব্রবীম্যহম্ । নিমন্তা চেন্ন বিদ্যেত ন কচ্চিৎকর্ম্মমাচরং ॥ ৪৩

তাজ্ঞাপামতিং দক্ষ শৃণু মনচনং হিতম্ । প্রণমন্ত মহাক্রত্বং দেবং দাক্ষায়ণীপতিম্ ॥ ৪৪

সূতায়্য অপি মে বাক্যং গৃহ্যণ্ডভূবন্তব । কদীর্ন্ত চ সধাক্যং গৃহুন্তি থলু সাধবঃ ।

স এব থলু সাধুঃ স্তাং সদসদৃজানবান্ হি যঃ ॥ ৪৫

ত্বজ্ঞাপামতির্দক্ষঃ সাধুতরহিতঃ পরঃ । বাবজ্জম শিবধেবং কৃত্বা কলমবাস্যসি ॥

বা যাপন্ন কৃথা কালং নিন্দয়িত্বা মহেশ্বরম্ ॥ ৪৬

সৰ্গৈঃ ন বশিতঃ শৰ্ভূৰ্ভবতা নিম্বাতে কথম্ । সৰ্গৈঃ সম্পূজিতঃ শতশ্চর্য্য কস্মায় পূজাতে ॥

দক্ষ উবাচ ।

অহৌ সফা অম্বাঃ কিং প্রাণঃ স্রুতে ন বা । প্রজাপতিং মাং পিতরং পুত্ৰী যদদভীদৃশম্  
এনাং বাঁক্যোঃ শাস্ত্রয়ত হানাদ্ধূরয়তাপি বা । ইমাং শিবাং শিবগতাং শিববশে সূচুঃসহায়  
রে হুশ্রিত্রে শিবগে চক্ষুবোৰ্হে বহিৰ্ভব । বদা শিবং পতিং প্রাপ্তা তদৈব ত্বং মৃত্যু মম ॥  
পুনঃপুনঃ স্মারয়সি ক্রত্বং নাম নিজং পতিম্ । ত্বানল ইবাভুঃহো বহিৰ্হে যেন বর্ধতে ॥ ৫১  
এবঞ্চ নৈব জানৌবে কুলজে মম কন্তকে । ক্রত্বায় দত্তাং ত্বাং দৃষ্টী কথং জীবৎ প্রজাপতিঃ ॥  
নন্তি মে বহবো ক্রত্বাঃ শূলহস্তাঃ কপাদিনঃ । একাদশহানগতা নাহং বেদ্বি মহেশ্বরম্ ॥ ৫৩  
একাদশাণাং ক্রত্বাণামুতে হস্ততমং হতে । কং শিবাখ্যং মহীক্রত্বং পতিং প্রাপ্তাসি হৃদয়ে ॥

সত্ৰুবাচ ।

ধর্ম্ম এব পিতা মাতা গুরুবন্ধুঃ পিতামহঃ । পত্নী জাতা স্ত্রুতঃ সৰ্গে ধর্ম্ম এব ন চান্তথা ॥ ৫৫  
ঋণধর্ম্মমতিঃ কস্মাৎ পিতা ভবিতুমিচ্ছসি । অহং ধর্ম্মমতির্ভূত্বা ত্বংসুতা স্ত্রাং কথং বদ ॥ ৫৬  
ন তে ভবতি পুত্ৰী ত্বং ত্বাং বক্ষ্যাম্যাহমন্তথা । অহন্ত শিবমেবাশ্তা ভগবন্তং ত্রিলোচনম্ ॥  
ন মে ভর্তা মহাদেবঃ শান্তো বন্ধুঃ কৃপাকরঃ । অশেষী সর্গভূতাত্মা কূটমো জগদীশ্বরম্ ॥ ৫৮  
হন্ত সর্গভয়া ত্বং বৈ সদা যেষবরনে কিল ! শিবেতি ব্যাক্ষরং নাম বস্ত্রমঙ্গলনাথকম্ ।

কেবলস্মরণেনৈব পাপরাশীন্ নিবারয়েৎ ॥ ৫৯

স্তু বৈ নায় এতাদৃক্ ত্রৈলোক্যে হ্যাপকারিতা । কিং তন্ত্র সাক্ষাদভজতামুগারিতমুচ্যতে  
শবভক্তিযুগং তুভ্যং বিধাতা নৈব নীয়তে । বক্ষিতোহসি বিধাতা ত্বং কিং কথিযাসিচাবশঃ  
শবষেকলং সাক্ষাৎ কিং হ্রদী নাসুভূয়তে । শিবশূন্তঃ শিববৈবী নিকল্যাণঃ সমার্ধকাঃ ॥  
স্মাং সর্গপ্রযতেন ভজ ক্রত্বং মহেশ্বরম্ । অধুনাপ্যপকারায় বদামোভ্যং প্রজাপতে ।

শিবঃ স্তবয় হে দক্ষ নান্তথা মঘচঃ কুরু ॥ ৬০

দক্ষ উবাচ ।

ধে মে স্তবশবোহয়মন্তধৈব শিবার্ধতঃ । পুনঃপুনঃ কথং ক্রবে সর্গৌ ভিন্নকচির্জনঃ ॥ ৬৪  
ধ মে চক্ষুবোক্ষীহী ভব নীত্রং হ্রাস্বিকে । তদর্শনামনোহুঃখং দাবাগ্রিবি বর্ধতে ॥ ৬৫

সত্ৰুবাচ ।

। মূৰ্ধ অধমাচার শিবশূন্ত বখোচিতম্ । কলং প্রাপ্তুহি যকোক্তং স্তবশবোহন্তথা মূৰ্ধে ।

তদপ্যন্ত্র মুখং তেহন্ত্র যথা চ্ছাগমুখং তথা ॥ ৬৬

দন্ত চ্ছাগ্রবৎ তেহন্ত্র যথাত্ৰিবিম্বনম্ । তদ্বাদাপি শৃংখ্তি ন কোবপি কচিদপ্যুত ॥ ৬৭  
হং তে দূশোবীহী ভবিয্যামি ন কেবলম্ । তজ্জাতদেহবাহাপি ভবিয্যাম্যচিরাপিহ ॥ ৬৮

শুক্ উবাচ ।

ইত্যেবমুক্তস্ত তদা প্রজাপতিঃ প্রাণানমস্হাগ্রবন্ত জৈমিনে ।

সর্গে চ দেবা মুদয়ন্তপোধনাঃ প্রাপ্তাঃ পরং বিন্দয়ন্তেব সর্গতঃ ॥ ৬৯

তথা চক্ৰেণ সমিতিঃ সৰ্বাসুৰা বদা চচাৰৈব সতী স্তম্ভঃ স্থলাৎ ।  
 কালী চলন্তী কিল কৰ্ণায়ন্তী ধৰাং সমগ্রামতিহুনিবারিতা ॥ ৭০  
 হুশ্ৰেক্ষণীয়া-জুটীযুথোজ্জ্বলা সংস্তম্ভরন্তী চ বচোহখিলানাম্ ।  
 ন কেংপি শক্তা বচনঞ্চ বকুং নিবারণায়ৈতি গলদ্বিরো জমাঃ ॥ ৭১  
 হা হেতি চাধ্যাক্ষরবাচ সৰ্গতঃ সতীমদৃষ্টী চরতাং বভূবুঃ ।  
 দক্ষঃ সমুখায় সতীতি বকুং ছাগধ্বনিং তত্র দধচ্চচাৰ ॥ ৭২  
 সৰ্কে ধৰণ্যাং গগনে দিশাহু বিদিক্ষু লোকাঃ পৰিতো বিচেষ্টঃ ।  
 সতী সতীত্যেব বচঃ সমাকুলাঃ কান্তে সতী কা চ সতীতিবাদিনঃ ॥ ৭৩  
 সতী তু গহ্বা নগরাজমৰিণৌ মহাধনে কাপি সুহৰ্গমে যুনে ।  
 ত্যাক্ষা বপুর্দক্ষভবং শিবপ্রিয়া বিধা ভবন্তী প্রযথৌ হিমালয়ম্ ॥ ৭৪  
 দক্ষালয়ে তু প্রগতে মহৰ্তে স্বহা বভূবুনিখিলা জনৌষাঃ ।  
 দক্ষঃ লসচ্ছানমুখং ত্রিবিদ্য ভূয়োভবন্ বজ্রবিধৌ প্রযুস্তাঃ ॥ ৭৫  
 কর্জুং প্রযুস্তা অপি তে তদা মথং ন চালভস্তেব স্বেং তদানীম্ ।  
 প্রজাপতিবৈ স্বয়মেব যত্র চ্ছাগাননচ্ছাগরবং প্রকুৰ্মন্ ॥ ৭৬  
 কেচিদ্ধসন্তোহনুতপন্ত একে কেচিদ্ধসন্তোহনুপঠন্ত একে ।  
 কেচিচ্ছক্তঃ কিং কিল কন্তকৈবা দক্ষস্য পুত্রাভুতশক্তিরেকা ॥ ৭৭  
 কেচিচ্ছক্তঃ শত্ৰুগণাপলাপফলং প্রকাশং সমপাদিহৈব ।  
 কেচিচ্ছক্তঃ কাথ বধৌ সতী বা কেচিচ্ছক্তঃ শত্ৰুগণাং সতী সা ॥ ৭৮  
 ঞ্জন্তঃপুৰহা চ তদা প্রযুতিঃ সতীপ্রযুজ্ঞানবতী বিমোহা ।  
 সতী তু মূলপ্রকৃতিঃ পরাধ্যা পুত্ৰীতি মিথ্যামতিরেব জাতা ॥ ৭৯  
 ইতি বৃহৎসংহিতাপুৰাণে মধ্যখণ্ডে সতীদেহোৎসর্গো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

## অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

শুক উবাচ ।

ব্রহ্মণা প্রেবিতো ব্রহ্মণু নারদো মুনিপুঙ্গবঃ । সতীদেহপরিভ্যাগং শত্ৰুমাগতা চারবীং ॥১  
 দেবদেব মহাদেব ত্রিলোচন মমোহন্ত তে । দক্ষযজ্ঞগতা দেবী সতী দেহং জহৌ প্রভো ॥  
 দক্ষো নিদিন্দ বহধা তং সমাকৰ্ণ্য সা সতী । দক্ষং শত্ৰু৷ রযাবিষ্টা জহৌ দেহং মনোহরা ॥  
 দক্ষচ্ছানমুখো ভূত্বা চ্ছাগশৰ্ভেন বৈ রদন্ । সতী সতীতি ব্যাক্ৰিপ্য পূমৰ্যজে মনো মৰ্ণো ॥  
 এষং প্রভা মহাদেবো নারদস্ত মুখাবচঃ । রুদিশা বহধা শৌকারারনং সমভাবত ॥ ৫

শিব উবাচ ।

বৎস নারদ কৰ্ত্তব্যং বদ মে বচ যুক্ততে । তত্যাঞ্জৈব সত্যী দেহং মাঞ্চ ব্যাকুলচেতনম্ ॥ ৬

নারদ উবাচ ।

সত্যীং প্রাপ্যসি মা চিন্তাং কুৰ দেব মহেশ্বর । সত্যী তবৈব সত্ত্বং ত্বঞ্চ সত্যাঃ সদা প্রিয়ঃ  
ব্রহ্ম প্রাজাপতেৰ্বীণীং যত্র দেহং সত্যী জহৌ । জানাহি চরিতং তস্ত দক্ষস্ত চ প্রজাপতেঃ ॥ ৮

কিং বিধন্তে কিমাচষ্টে কিং বা চ্ছাগাননন্দরেং । সত্যাচ্চ মরণং সত্যং কিম্বা চ্ছলকৃতং যথা  
ভবতা তদপি জ্ঞেয়ং তত্র গতা ন সংশয়ঃ ॥ ৯

ভূত্বা চ্ছাগাননো দক্ষো যদি ত্বাং নিন্দরেং পুনঃ । তদা যজ্ঞঞ্চ দক্ষঞ্চ নাশয়িষ্যসি সৰ্ব্বথা ॥  
বে তস্ত ভবনে গন্তি রুদ্রা একাদশৈব তু । তেযামস্তভনৌ ভূত্বা গচ্ছ তত্র মহেশ্বর ॥ ১১

শিব উবাচ ।

এবমেবং ব্রজাম্যেব দক্ষস্ত নিলয়ং ত্বর । ত্বঞ্চ গচ্ছ যথা বাঞ্ছা ব্রহ্মপুত্র মুনীশ্বর ॥ ১২

শুক উবাচ ।

এবং নিশ্চিত্য মনসা দেবদেবেণ মহেশ্বরঃ । বভূব ভীষণাকারো মহারুদ্রো মহাবলঃ ॥ ১৩

ব্রহ্ম পদে পদে ক্রমো মুৰ্ত্তৌবেলক্ষণং চরন্ । তাম্রবর্ণজটাজুটৌ ধ্বজটীঃ সশত্ৰুং হ ॥ ১৪

দীর্ঘে ললাটফলকে ভস্মলোপো ব্যাজত । তুযারাভাস্তর ইব চক্ষুঃকবিত্ত্ববদম্ ॥ ১৫

মুহূৰ্দ্ধঃ বনন্ ঘোরং হসরট্টট্টমেব চ । মুণ্ডমালাবিভূষাণো নাগবজ্রোগম্বীভবান্ ॥ ১৬

কালদণ্ডং দণ্ডং স্বস্তে যুতা বায়েন পাণিনী । কপালং দক্ষিণে হস্তে ভিক্ষাপাত্রং দণ্ডং তথা  
গজাজিনং পরিদধদাগবন্ধং শ্রবজ্জসম্ । দীর্ঘজাম্বুদীর্ঘজজ্যো মহাভলংফো মহাপদঃ ॥ ১৮

জগাম দক্ষনিলয়ং কল্যায়ন্বিব মেদিনীম্ । তং দৃষ্টী দারুণাকারং ভীতাঃ সর্পে বিহুত্বান্ ॥ ১৯

দক্ষশালাবহিঃ হিহা রুরাবৌচৈস্তরাং যুনে । অহৌ দক্ষ অহৌদক্ষ ভিক্ষাং মে দেহি ভিক্ষবে  
শনমেতং মহাঘোরং তে সর্পে সদসি হিতাঃ । শ্রুত্বা হসরদৌর্জল্যাং প্রাপুঃ কর্ণহু শৈখিলম্

দক্ষস্কাগরং কৃতা নক্বেতেনাববোধয়ন্ । প্রেষয়ামাস বৈ কণ্ঠদেবং তিস্তুবভূংসরা ॥ ২৫

দক্ষেন প্রেবিভো দেবঃ কুযায়্য বহিরাগতঃ । দদর্শ ভীষণাকারং পঞ্চৈচ্ছ তদদর্পবান্ ॥ ২৩

কত্বং কিং যাচনে ভিক্ষো দর্পিষ্ঠৌ দৃষ্টতে ভবান্ । নৈতাদৃশং তিস্তুবপং তিস্তুবাবিনয়বিভাঃ

ব্রহ্ম উবাচ ।

অহঞ্চ বলু ভিক্ষাবী রুদ্রাধ্যো নাত্র সংশয়ঃ । স্বভাবেনৈবভীমোহং সত্যীংযাচে সবাগতাম্

ত্বং নাতুং শকাতে মহং সত্যীং চারুশুলোচনাম্ । নচেৎকোদাস্তভেদমহং সত্যীং তদ্বদ ভোতরা

বাস্তুর্গরন্বনৈবমুখঃ স তং তদারবীণ । দক্ষোহস্তি বজ্রশালায়াং তং গতা ভিক্ষাতাং সত্যীম্

ইত্যাঙ্ক তং মহারুদ্রং হাপরিতা গভস্ত নঃ । যজ্ঞশালাং মহারুদ্রো প্রবিবেশাত্তোভোরঃ ॥

তং দৃষ্টী তু মহারুদ্রং দক্ষঃ ক্রুদ্ধঃ স্ক্রুব্ধমুখঃ । অয়ং রুদ্রঃ সত্যীচোর ইতি ব্যাকিণ্ডবান্ বহ

বার্যাতাং বার্যাতামেব রুদ্রো দাক্ষায়ণীপতিঃ । সত্যীমসীকৃতং যেন কুলং মে বিমলং পরম্ ॥



রত্ন উবাচ ।

কিং বৈ বদসি ছাগান্ত ছাগশব্দকুটং বচঃ । নভী মে দীপত্যং মহৎ শ্রীমা পরমহৃদয়ী ॥৩১  
নচেৎ মহা ত্বাং বজেন নাশয়ামি চ পশুতাম্ । ইতু্যক্তা বৃগ্ণয়ামাস ত্রীণি নেত্রাণি চৈকদা ॥  
তং দৃষ্টী হৃদয়ঃ সর্কে দেবর্ষিনরকিররাঃ । শত্ৰুস্ত তান্ সমাক্রম্য হস্তাত্মাশবলীলয়া ।

তহৌ পশুন্ দৃশ্য দক্ষঃ সর্কেষাং কেশকর্ষণঃ ॥ ৩৩

রত্নহস্তগতৈঃ কেশৈস্তে দেবর্ষিনরাদয়ঃ ॥ হিতা দক্ষস্ত তান্ ব্রহ্মানীহ্রয়ামাস শব্দয়ন্ ॥৩৪  
দক্ষচ্ছাগিরবাহ্রান্যং প্রধাবজ্ঞোহকৃতোভয়াঃ । রত্না একাদশৈবেত্য দদৃশু রত্নমৌষধম্ ॥৩৫  
যেবামেব হস্ততমং দৃষ্টী স্মরণনাযুজম্ । সত্ব দক্ষ্যাদিভিষ্কাপি কুরীন্তং কলহং পরম্ ॥৩৬  
অভিন্নমতরো ভূতাঃ সংধ্যায়ৈকাদশ্যপি চ । বদা তে মিলিতাঃ সর্কে রত্না একাদশৈবত্ ।

তদা প্রজাপতিং প্রোচে মহারত্নঃ শিবাহ্বরকঃ ॥ ৩৭

মহারত্ন উবাচ ।

কিং বিবক্ষসি মে দক্ষ নভীং দান্তসি বা নবা । যুত্বং বা জীবনং বাপি বাঞ্ছমে তদদম্ম মে  
এবং শ্রদ্ধা তদা দক্ষো মাসুযীং গিরমাণ্ডবান্ । উবাচ রুধিতে বাচং মহারত্নং মহেশ্বরম্ ॥৩৯

দক্ষ উবাচ ।

নভী মম যুতা পূর্বে তুভ্যং দষ্টৈব মে ন বৈ । অধুনা তে কথং দান্তে রত্ননাম্বেশিবাম ॥৪০  
যেচ্ছা বা নভী প্রাপ্তা ভট্টদব লা যুতা মম । অধুনেহ সমাগম্য যুতামেব জ্ঞৌ তনুম্ ।

তামবেষয় কৃত্রাপি প্রেতাং প্রেতহলধিয় ॥ ৪১

দৈত্যং হানং প্রেতভূমির্নাহং প্রেতাবিপোহপি চ । আগতস্ত ভবান্ কন্সাসরণায়ৈহ শব্দয় ।

ইতো নিঃসর মে যজ্ঞে ন বৃথা বিষমাক্ষর ॥ ৪২

শুক উবাচ ।

এবং প্রোক্তঃ স দক্ষো দেবো রত্নঃ সনাতনঃ । বীরভক্ত ইতি খ্যাতিং যথো রত্নেবু তেহু বৈ  
একাদশৈব তে রত্না নিবনস্তো যুহুর্নৃহঃ । বহুহংপাদয়ামাহুর্বারান্ রত্ননমান্ যুনে ॥ ৪৪  
তাংস্ত বীরান্ সমুৎপন্নান্ কিং করোমীতিবাদিনঃ । হিঙ্গি ঔদ্বীতি চাক্ষুণ্ডাচাচক্লুঃসুহৃদ্বদাঃ  
যজ্ঞকুণ্ডং তদা চক্রে যুতপূর্ণং ততঃ ক্ষণাৎ । কেশেনাক্ষ্য দক্ষস্ত পীড়য়ামাস চিত্রণা ॥৪৬  
দেবাঃ সর্কে বিভিন্নাক্ষাঃ প্রাণমাত্রাবশেষিতাঃ । প্রাণাপচয়ভীতাস্ত মহামর্দং ব্যলোকয়ন্ ॥৪৭  
কেচিৎ ক্ষতাক্ষা ঘোরান্ বৈ শব্দাঙ্কুক্রুরুখিতান্ । কেচিচ্চ দদৃশুষ্কাপি মহাঘোরং বিমর্দনম্  
ব্রাহ্মণান্ত সমাক্রান্তা দ্বানবজ্রাঃ সুহৃৎখিতাঃ । বয়ং বিপ্রা বয়ংবিপ্রা ইতি তাক্ষাঃ পলারিতাঃ  
বীরভক্ত বয়ং দেবো মহারত্নঃ প্রতাপবান্ । চকর্ত দক্ষমর্দান গিরেঃ শৃঙ্গমিবোজসা ॥ ৫০  
পূশা চ তদয়দন্তোহভূহু ভগ্নাকস্ত ভগ্নোভবৎ । অন্তঃপুরং সমাক্রম্য ত্রিমো ব্যাপাদিতা অপি  
এবং দক্ষমহাযজ্ঞং বিনাশ্ত বিররাম সঃ । প্রমুত্যা বীক্ষিতঃ শব্দঃ শাস্ত্রপ্রায়োভবৎ কিয়ং ॥  
শাক্যসুখং তং দৃষ্টী তু প্রমুতিনক্ষবলতা । দিব্যজ্ঞানং পরং জ্ঞায়া তৌতুং সমুপচক্লব ॥৫৩

ঐহৃতিরবাচ ।

নমামহে তব পদপঙ্কজধরং বদধরং তরুরমিষ্টসাধকম্ ।  
 স্রজি বৈ স্রবরকিরিাদয়ঃ সমো ভবানু নিধিলজনেবিশেষকৃৎ ॥ ৫৪  
 শিবো হরঃ স্রবর ঈশ উত্তমো মহেশ্বরো ভবভরুভবোহরিহা ।  
 জিলোচনঃ শশিরবিবহিলোচনো মহামনা মনসি বিরাজ মাদৃশাম্ ॥ ৫৫  
 শতেন্দ্রবো রবিকূলকোটিরেব তে প্রভাকরপ্রভমিতি নাবগমাতে ।  
 বদীদৃশাঃ প্রবিলসদণ্ডকোটয়ো ভবন্তনোঃ কণবিদরেষু লক্ষিতাঃ ॥ ৫৬  
 মতির্ভবানপি যজমান এবচ তুমুত্তমো মথ উপকলিতো হরম্ ।  
 স্বমিজ্যাসে ক্রতুসু সমেযু সেবকৈঃ পশোরিহঃ গণয়তি কিং বচোহসমম্ ॥ ৫৭  
 তব প্রিয়া প্রকৃতিবিশেষবরণিণী নমাগতা ময়ি জমুবেহজমুঃ সত্যী ।  
 অমুপ্রহস্তদপর এব লক্ষিতো ন নিপ্রহোহ্যপায়মধুনা ত্বয়া কৃতঃ ॥ ৫৮  
 বদীধরেক্ষণকণ এব বাহ্যতে মহাকলঃ সতৃদপি বিশ্বভাবন ।  
 ইদং হি তে থলু পরিপূর্ণবীক্ষণং বিনিপ্রহাস্তকমিতি গণ্যতে ময়া ॥ ৫৯  
 প্রজাপতিস্ত্রয়মতিকুংসিতং বচঃ সদাজমুঃ সমবদদেব যমতম্ ।  
 অমুপ্রহাং ন চ ভবতা বিমর্দনচ্ছলাধিনা কনকদিব্যাভিগোষিতম্ ॥ ৬০  
 প্রজাপতেজঃস্রিহ দেব সার্বকং কৃতং ত্বয়া ন চ কুরু বৈ বৃথা কচিং ।  
 মতিং শুভাং প্রভজতু তে পদাঙ্গুজং সূতক্ষিতঃ প্রণমতু লক্ষ্যতে সত্বং ॥ ৬১  
 ইদং বপুস্তব বিলসন্তরং পরং শশিপ্রভং কমলতরং প্রগোপাতু ।  
 অদর্শয়ঃ কথমিতি গহিতার্থকং গুণাগুণাঃ প্রভুতরমেব বাস্তি বৈ ॥ ৬২

শুক উবাচ ।

ঐহৃত্যবিহিতেনৈব স্তবেন ভগবানু হরঃ । চারুরূপঃ প্রসন্নাস্রী বভূব সুবাহমঃ ॥ ৬৩  
 তদা ব্রহ্মা নমাগত্য ধংসাক্রটকতুর্ধ্বং । বিহুস্ত গরুড়াকটো জগাদাতে সুবক্ষজম্ ॥ ৬৪  
 কৃতাপরাধং দেবেশ দক্ষমেনং বামদয়ঃ । কৃতং তত্তু নমোচীনং শান্তিমোবাধুনা চর ॥ ৬৫  
 দেবানু প্রকৃতসর্গাঙ্গানু কুরু দক্ষং, জীবয় । হিতা তে শাশ্বতী কৌর্গির্দক্ষযজ্ঞবিনাশনাং ।  
 দক্ষযজ্ঞহরামেতি স্তোষাস্তি ত্বাং সুরাদয়ঃ ॥ ৬৬

রুদ্র উবাচ ।

এবমেবান্ত দেবান্ত প্রকৃতাঃ সন্ত সর্গশঃ । নৈকং কদাচিৎ কুর্ন্তু মমাপমানসঙ্গমম্ ॥ ৬৭  
 দক্ষায় চ শিরো দেহি ছিন্নমস্তং পশোরিহ । মমিচ্ছাকলুষখ্যাতিং হৃদ্যা নিকলুবো ভবেৎ ॥

শুক উবাচ ।

এবং রুদ্রবচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মবিক্রাদয়োগপি চ । নন্দী স্বয়ং যুনে ভক্ত ছাণ্ডান্তান্ত্র কন্তচিং ॥  
 মূর্খানং বোজয়ামাস তদা দক্ষোহপি জীবিতঃ ॥ ৬৯  
 দদর্শ পুরুষাংস্ত্রীন্ বৈ ব্রহ্মবিহুমহেশ্বরান্ । অতুতং পরমাং শোভাং দৃষ্ট্বা দক্ষোহপি বিস্মিতঃ

সম্বাৰ্জিভেদে চিত্তেন সৰ্পণেনৈব চারুণা । দদৰ্শ স মহেশানং মহাত্মানং পরাংপরম্ ॥ ৭১  
পরমামন্দনস্পূর্ণং পারাবারমিষাপরম্ । কোটিচন্দ্রপ্রভাকশং ত্রিলোচনবিরাজিতম্ ॥ ৭২  
ভিশূলডমরবরং সর্পাভরণভূষিতম্ । অণিমাদিসিক্তিতিক্ত মূর্ত্যভিঃ সমুপাসিতম্ ।

বিরাজমানং মধ্যস্থং ব্রহ্মবিকৌর্মহাক্রোচোঃ ॥ ৭৩

এবং দৃষ্টী মহাদেবং দেবদেবং মহেশ্বরম্ । স্তোতুং সমুপচক্রাম বকুংনৈব তদাশকং ॥ ৭৪  
ততঃ স্ত্রী ভগবান্ ব্রহ্মা বিহুস্তাপি সনাতনঃ । উচতুঃ পরমোদারো মহাত্মানং প্রজাপতিম্ ॥

ব্রহ্মবিকু উচতুঃ ।

প্রজাপতে মহাভাগ ভগবান্ধ্বং বভূবিধ । অহং সাক্ষান্মহাদেবন্তব দৃক্পৰ্যমানতঃ ॥ ৭৫  
যৎপূৰ্ণমপরাধো বৈ ন ক্ষান্তোহনেন সৰ্গধা । স্তুহি প্রণম দেবেশং ভক্ত্যা পরময়া মুদা ।

আশু তুব্যতানো দেবঃ স্বভাবাচ্ছিবনামকঃ ॥ ৭৬

ন হস্তান্তে হৃদা কিঞ্চিৎস্বয়মাং তৎকৃতে পুনঃ । দধ্যাংস্ত নগ্নয়তোষ নাপরাধমপেক্ষতে ॥

শুক উবাচ ।

ইতুতঃ ন তদা দক্ষঃ প্রণনাম চ ভানু মুদা । স্তোতুং সমুপচক্রাম মহাত্মানং মহেশ্বরম্ ॥ ৭৬

ইতি বৃহৎসর্গপুৰাণে মধ্যখণ্ডে দক্ষবজ্রধ্বংসো নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

## নবমোহধ্যায়ঃ ।

দক্ষ উবাচ ।

নমস্তে দেবদেবেশ সুরাসুরনমস্কৃত । বিশ্বভাবন বিশেষ তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥ ১  
তামাদিমাদিকর্তারং বিশ্বাণ্যং বিশ্বরক্ষকম্ । পশবঃ কিং যু জ্ঞানন্তি দক্ষাখোহহং পশুপদঃ  
কিং মে দৈবং পরং জাতং জগৎ বৈ ব্যর্থমাহিতম্ । ভগবন্তুং মহাদেবং ভবন্তং বৈ ব্রজানতঃ ॥  
তমাজ্ঞা সৰ্বভূতানাং তং পতিঃ পরমা মতঃ । তং ভবে ভগবানাদিত্যমনন্তো ভরাপহঃ ॥ ৪  
তং শিবাখ্যো মহাভাগঃ পরমেশঃ পুরাতনঃ । হরঃ সনাতনো দেবঃ পরমাত্মা পরেক্ষিতঃ ॥  
ক্ষমাসীলশান্তোভোবঃ সন্তোষক প্রভোবকঃ । করুণাসাগরঃ শান্তঃ কমলীয়ঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৬  
বিশেষরো বিশ্বরক্ষুঃ পূর্ণানন্দো বিশ্বকর্ষীঃ । কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৭  
বিরূপো বিশ্বরূপশ্চ কালঃ কালীপতিঃ পতিঃ । সতীনাথঃ সতীবন্ধুঃ লবজুর্গন্ধরূপবান্ ॥ ৮  
ভগবান্ ভগহা নমো মহানন্দো মহামনাঃ । বিধোন্তবঃ প্রনরাত্মা কামরূপঃ প্রতাপবান্ ॥ ৯  
কালানলঃ কালকর্তা কালরূপী কলানিধিঃ । কামিনীনায়কঃ কামী কোভুকী কামলালসঃ ॥ ১০  
কামঃ কালপ্রিয়মাত্মা কোবেদ্যবরভূষণঃ । কপর্দী কটকম্বালঃ কুটস্থঃ কেবলাদ্ভকঃ ॥ ১১  
কোকরঃ কোমরীকরঃ কোম্বেষকটবানকঃ । ক্রীড়াক্রয়পরিজ্ঞাতঃ ক্রীড়াকারী কলিঃ কলঃ ॥  
কান্নী কেমী কেমকরৌ কেমরীশোকনামনঃ । কালীপদঃ কপালী চ করপালীনিভূষণঃ ॥ ১৩

কপালভূষণো ভব্যো যোগবিদ্যোগরূপবান্ । যজ্ঞরূপো যজ্ঞকর্তা যজনীমো যমঃ স্বয়ম্ ॥ ১৪  
 যক্ষারশৌযকো যাতা যন্তনো যন্তযন্তকঃ । যোনিদেবো যোনিমালী যশসী যজুবান্ পরঃ ॥ ১৫  
 যক্ষনাথো যক্ষপারো যক্ষরাজেশ্বরো যমী । পুণ্যঃ পবিত্ররূপী চ পরমানন্দবিগ্রহঃ ॥ ১৬  
 পূর্ণঃ পূরয়িতা পাতা পূণ্যশ্রবণকীর্তনঃ । পদ্মগন্ধঃ পদ্মহন্তঃ পদ্মমুদ্রাপদাবুজঃ ॥ ১৭  
 পটুঃ পটীমান্ পবনঃ পণ্ডিতঃ পরমার্থবান্ । গোপনীমো গোপনাথো গোপালো গোপনহিতঃ  
 গুরুগর্গনবানী চ গোঁরাঙ্গো গোঁরমন্তকঃ । গোলোকবানী গতিমান্ গেরো গানকৃতী গদী ॥  
 গণাধাক্ষো গম্মারিষ্ঠ পিতা মাতা পিতামহঃ । নদ্বুদ্ধিদাতা নদ্বুদ্ধিঃ সাত্ত্বিকঃ সত্ত্বরূপবান্ ॥  
 নাক্ষী ত্র্যক্ষো দয়ানারো দিব্যভাবো দিবিহিতঃ । প্রেতভূমিপ্রিয়ো ভূতিপ্রীতি ভূবিভাব চ  
 ত্বং প্রেতজ্বং জীবরূপোহনিম্যজ্বং পুজিতো ভবান্ । যজ্ঞত্বং ভবতে পুৰ্ণনিম্যাবাকোনতুতিদ  
 তৈশ্চ ত্বং প্রতিপাদ্যোহনি নিম্যরূপঃস্বরূপবান্ । বেদাগম্যো বেদকর্তা বেদবেদোবিদাংস্বরঃ  
 দক্ষজ্বং কল্পপজ্বক চক্ষঃ সূর্য্যো ভবানপি । ত্বং বিষ্ণুজ্বক বৈ ব্রহ্মা রাজনস্তানমো ভবান্ ॥  
 স্মৃতিঃ স্মৃতিজ্বক শাস্ত্রকর্তা প্রকর্ষণঃ । জ্ঞাপ্যো মোহনজ্বং বৈ দ্রাবণঃ ক্ষোভণো ভবান্ ॥  
 একাদশাত্মা ব্রহ্মজ্বং জগজ্জানকরঃ পরঃ । কোহহমেকঃ পশুদক্ষজ্বং জানে পরমেশ্বরম্ ।

যস্তোদর ইদং সর্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ২৬

কিমিদং দৃশ্তভে নাথ শূদ্রং বৃত্তমিবেক্ষ্যতে । অহো যজ্ঞঃ সমারক্কো বম্বা স্বরণমাগতঃ ॥ ২৭  
 ন এষ দৃশ্তভে নষ্টঃ কৃতং সাধু মহেশ্বরৈঃ । ন যত্র পূজ্যভে শত্ৰুস্তৎকৰ্ণ ন সমাপ্যভে ॥ ২৮  
 শুক উবাচ ।

ইত্যেবমপরাধেন ভূয়সী ন প্রজাপতিঃ । ভীভো নিপত্য পদয়োৱিৎ স্তোত্রং চকার সঃ ॥

ভেন জীতাঃ সর্বদেবা বভূবুর্বিজ জৈমিনে ॥ ২৯

নিপত্যোখায় চোখায় প্রণাম পুনঃপুনঃ । ভক্ত্যা প্রজাপতির্দক্ষঃ বহুভিঃ স্তোত্রৈর্মহেশ্বরম্ ॥  
 দক্ষ উবাচ ।

নমস্তামি দেব তদীমাজি যুগ্মং বদাখ্য চিত্তে তাজে মৃত্যুভীতিম্ ।

ভবব্যাদিশাস্ত্রো ভবরামভিন্নং ন ভৈষজ্যামন্তে ঐতিস্তংপ্রমাণম্ ॥ ৩১

প্রভো দীনবক্ষো কৃপাপারসিক্ষো মনশ্চক্ষুরাত্মাখিষ্টানকারিন্ ।

মনোবুদ্ধিসাক্ষিন্ নমস্তামি তেহজ্যী ক্ষমস্বাপরাধং মহাদেব শভো ॥ ৩২

পুরো জম্বজম্বাজিভাং কর্ণণো বৈ শরীরাত্মকোহনো ধ্রুং বন্ধ এষঃ ।

অভো বন্ধমুজ্যৈ নমস্তামি তেহজ্যী ক্ষমস্বাপরাধং মহাদেব শভো ॥ ৩৩

ইদং যচ্ছরীরং বৃথা মোহরূপং মহাং তবৈত্যাদিদৃষ্টগ্রহক্ ।

জিহাসুঃ কদা বা নমস্তামি তেহজ্যী ক্ষমস্বাপরাধং মহাদেব শভো ॥ ৩৪

মনস্তে বচস্তে দূশো ভে করো তে ব্রজাপাদে তে ঐতী তে নদীয়ে ।

বিনিকিভ্য চেনং নমস্তামি তেহজ্যী ক্ষমস্বাপরাধং মহাদেব শভো ॥ ৩৫

পিপাকাপকালস্বরূপো মহাত্মা ন ভবন্ত বজ্র ত্বমেকো ন তামি ।

শরীরী সদাগা নমস্তানি তেজস্বী ক্রমবাপরাধঃ মহাদেব শভো ॥ ৩৬  
 শরীরম্ভাব্যং সদাগঃ প্রযক্ষো ন চেৎ তং প্রভুঃ সন্ ক্রমেণা মহেশ ।  
 কৃ যামোষ তস্মান্নমস্তানি তেজস্বী ক্রমব পরাধঃ মহাদেব শভো ॥ ৩৭  
 ক্রমবাপরাধঃ ন বা নে ক্রমব প্রভো তে গৃহীতে পদে পতজাতে ।  
 মূর্তো বা জনো বা যুতে জীবনে বা গতিত্বং গতিত্বং মহাদেব শভো ॥ ৩৮

শুক উবাচ ।

ইত্যেবং পতিতঃ পদে ভক্তিমন্তঃ প্রজাপতিম্ । আকুৰ্য্য নিজপাণিত্যামৃদধার দয়ানিধিঃ ॥ ৩৯  
 শিবদেহায়ুতস্পর্শনিরুতঃ ন প্রজাপতিঃ । আত্মনঃ পূর্ণতাং মেনে তৎক্ষণাৎ কল্পকোটিবৎ ॥  
 নরকাদিষ বৈ যোত্রাহুদধার মহেশ্বরঃ । আত্মানামীদৃশং মেনে তদা দক্ষঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৪১  
 ত্রৈলোক্যানাথো ভগবান্ শিবঃ পরমপূরুষঃ । যন্তোদ্ধারকরঃ সাক্ষাৎ তস্মা আত্মা নম্যতে ॥  
 পশ্চাম্যাস্তদহরানুত্বং তথা চৈবান্ততোযতাম্ । আজ্ঞানিন্মকো দক্ষঃ সতুং স্বয়া বিমুক্তিতাক্ ॥  
 তস্মাৎ সর্গপ্রযত্নেন ভক্ত দেবং মহেশ্বরম্ । যোরসংসারতঃ পাতা শিব একো মহেশ্বরঃ ॥ ৪৪  
 যৎ করোষি বদন্তানি যজ্ঞহোষি দদামি যৎ । যৎ তু পশুসি বা বৎস তৎ কুরূষ শিবাপণম্ ॥  
 বরং প্রাপ্যপরিভ্যাগঃ শিরসো বাপি কর্তনম্ । ন তসম্পূজা ভুক্তীত ভগবন্তং ত্রিলোচনম্ ॥ ৪৬  
 অথ ভক্তিযুতং দক্ষঃ বিলোক্য বিবিকেশবো । উচুতঃ পরমপীতৌ মহেশস্ত চ শ্রুতঃ ॥ ৪৭  
 ব্রহ্মবিষ্ণু উচুতঃ ।

প্রজাপতে মহাভাগ বজ্রমারকবান্ ভবান্ । তং সম্পাদয় সর্গেযাং দেবানাং জীতিহেতবে ॥ ৪৮  
 সর্গেযাং বন্ দেবানাং ভাগাঃ সঙ্কলিতাস্থয়া । ন কল্পিতো তু যো ভাগো নভ্যা অপি শিবস্ত চ  
 ভাবিহাপি চ কল্যাণাতঃ ভাগো নভ্যাঃ শিবস্ত চ । অনমোঃ শেবপূজা তু নাক্ত সন্মানহানিকৃৎ  
 মর্যাদা শ্রয়তঃ তত্র বাধ্যায়তা নিরূপাতে । কালী শিবস্ত যাবেতো সর্গদেবমর্যো মর্তো ॥  
 এতমোঃ পূজনে যুতে নাশপূজাং পুনশ্চরৎ । তস্মাৎ সর্গাংস্ত্র সংপূজা শেষে এতৌ প্রপূজয়েৎ  
 সর্গদেবাংস্ত্র সংপূজা ন পূজ্যোতে শির্ষো যদি । তদা বৃথাসমা পূজা প্রমাণং তত্র তে মথঃ ॥  
 পূজয়ন্ সর্গদেবান্ যো হনমাণেযস্ত্র পূজনে । শির্ষো সংপূজয়েদ্ যস্ত্র তেন তস্ত্র কৃতার্ণভা ॥  
 ততো ন পূত্রেদেবস্ত্র শিবপূজনতঃ পরম্ । তত্র সংপূজাতাং শত্ৰুর্বিদ্য দেবীক্ সস্ত্রাভ ॥ ৫৫  
 প্রীহীযতি হন্যাবেযং ভাগো যাবেব সস্ত্রাতি । উভয়োরপি পূজায়াং শিবপূজা বিশেষতঃ ॥

অমৃষা পূজনেইব তস্ত্রাঃ পূজা বিশেষতঃ ॥ ৫৬

অমৃষা পূজনেইব তস্ত্রাঃ পূজাপি বর্ততাম্ । তস্মাচ্ছিবস্ত্র পূজাস্ত্র সর্গশেবে বিধীয়তাম্ ॥ ৫৭  
 শুক উবাচ ।

ঐত্ববং ন তরোর্বাক্যং প্রজেশো বিষ্ণবেধাসোঃ । তথা চক্রে বিধানমজো বিধানজৈর্নর্হিভিঃ  
 দেবাঃ সর্গে প্রাপ্তভাগাঃ পুজিতাঃ স্বহস্তং যয়ঃ ॥ ৫৮

ততো সস্ত্রা-চ বিষ্ণু দেবো দেবগণৈঃ সহ । দক্ষেন পূজিতো জীর্ভো স্বলোকো যিজ জগতুঃ  
 সর্গে চ স্ববেদান্তে চ গরুর্গাপ্তরিকিররাঃ । যয়ুঃ স্বং স্বং সর্গে যথাযোগ্যং প্রপুজিতাঃ

## মধ্যখণ্ডম্ ।

ইতি তে কথিতং বিপ্র দক্ষবজ্রবিনাশম্ । সতীদেহপরিভ্যাগো দক্ষোক্তঃ শাস্তবঃ স্তবঃ ।

পুনর্যজ্ঞস্ত সৎসিদ্ধিদেবানাম্ পরিতোষদা ॥ ৬১

এতদ্ব্যং শৃণুয়ামিত্যং পঠেদা যঃ সমাহিতঃ । তস্ত পাপবিলোপঃ স্তান্ন তঃ শিবভূতগ্ ভবেৎ ॥

প্রাত্ৰকালে পঠেদেতমধ্যায়ং শৃণুয়াচ্চ বা । সদা স্যঃ পিতরন্তষ্টা বধাণামমৃতামৃতম্ ॥ ৬৩

যাত্রাকালে বিবাহে চ পুত্রসংস্কারকর্মসু । ভক্তিযুক্তঃ পঠেদেতমধ্যায়ং শৃণুয়াচ্চ বা ॥ ৬৪

গঙ্গাতটেংথ ধনু নাধুনমীপতো বা লিঙ্গঞ্চ শৈবমপি যত্র বিরাজতে বা ।

সুশ্রুয়সজ্জনসমীপগতোহপি বায়ং শৃণু পঠনু ভবতি শতশরীরধারী ॥ ৬৫

ইতি বৃহদ্রথপরাণে মধ্যখণ্ডে দক্ষবজ্রস্তবো নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

## দশমোহধ্যায়ঃ ।

### জৈমিনিব্রহ্মচ ।

ততঃ কিমকরোদক্ষঃ শিবংপ্রাপ্য ত্রতো কৃত্যে । গঙ্গা বা সমভূৎকৃত্র ভয়ে বদ গুরো এভো  
শুক উবাচ ।

গতেষু তেষু সর্বেষু দেবধীমানবাদিশু । ঐহুত্যা ভাব্যামা সাক্ষং দক্ষো মুক্তঃ পরোহু ভবঃ ॥২

শিবো মোহপরশাপি বভূব মুনিপুঙ্গব । ভাষ্যং বিনা ন জামাতা শোভতে বস্ত্রালায়ে ॥৩

নকোহন্যুতেপে বহশো হা সতীতি মুক্তঃ স্বরনু । ক গতাশি মহাভাগে বংগে সতিহুলোচনে

অস্মাংস্ত জম্বনৈবান্ধান্ ফিষ্টা কৃপবরে হুতে ॥ ৪

দিব্যজ্ঞানেন দেবেশং জ্ঞাত্বা হং শিবমীশ্বরম্ । পতিং প্রাপ্তাসি হিহৈব দেবাদীনুদেববন্দিতে

দেবাদিবন্দিতা ত্বঞ্চ দেবাদিবন্দিতঃ শিবঃ । উভৌ তু দম্পতী যোগ্যৌ নৈবং জানে কুধীরহম্

মমভাগ্যস্ত মে দৌষাংস্ত্যক্তা চৈনংপতিংশিবম্ । পরলোকংপ্রভাতাসি মাদৃশো নাস্তিহু কুত্র

ত্বচ্ছ জমাতুরেংপোনং পতিং প্রাপ্যাসি শোভনে ॥ ৭

নান্দ্যভিস্কৃৎবা দৃষ্টৌ যুবাংচারসতীশিবৌ । হাহা হতোবশ্মিদক্কোবশ্মিবৃথাপ্রাবোবশ্মিতানি

ত্রৈলোক্যহুর্লভং লব্ধা ফিষ্টং গস্তীরপাথসি । শিবং রাজীবতাম্রাক্ষমেতং পরমপুংসম্ ।

যষ্টুং জামাতৃবৃদ্ধ্যাপি ন প্রাপ্তৌ বিবিধকিত্তঃ ॥ ৯

শুক উবাচ ।

ইত্যাদিমহুতাপং তং কুর্লভং বৈ প্রজাপতিম্ । ক সতী ক সতীত্যেবং জগাদ মুক্তবজ্রিবঃ ॥

উবাচ চ ততঃ স্থানং যথো গ উত্তরামুখং । সতী কালীতি কালীতি শব্দয়নুভবদং পঃম্ ॥১১

তদা ন হনিরীক্যোবভূদেবৈরাপি গবাসবৈঃ । দক্ষাদ্যা দূরতন্তুঃ শিবোবশ্মাদুর্গমং পঃম্ ॥

দক্ষতজ্জ বহসা দীপ্যমানা যুতামপি । সতীং দাক্ষায়ণীং কালীমহুস্তানামনাদৃতাম্ ॥ ১৩

ইষ্টা ভাং কালমেঘভাংভূমাবুত্তারলোচনাম্ । শিবোহহং তে পতিঃসাক্ষিবকোতিষ্ঠেত্যভ্যত

କୃତାର୍ଥୀ ଓ ଅଭାବେନ ଗତା ଭାବାର୍ତ୍ତରଂ ଗତି । ଅକୃତାର୍ଥେ ବିଧାୟିବ ଶିବଦକ୍ଷେ କୃତାର୍ଗମେ ॥ ୧  
 ଦକ୍ଷେ ମୌର୍ତ୍ତ୍ୟମୁପ୍ରାପ୍ତୋ ଭବତୀଂ ନୋପଲବ୍ଧବାନ୍ । ଅହତ୍ତ୍ଵାଂ ସ୍ମୃତାମେନାଂ ନ ତ୍ୟକ୍ତାମି କଦାଚନ  
 ଏବଂ ବିଲପ୍ୟ ବହୁଞ୍ଜା ହରଃ ପ୍ରାକୃତଲୋକବ୍ୟଂ । ବାହତ୍ୟାଂ ତାଂ ପରିଷଦ୍ୟା ଜହ୍ରାହ ଶିରନାପି ତାମ୍ ॥  
 ଶୂନ୍ୟାଂ ଶିରନା କାଳୀଂ ଦେବୀଂ ନାକ୍ଷାତ୍ରୀଂ ଶିବଃ । ପରମଂ ଯୋଗମାପନ୍ନୋ ଜଗନ୍ନାତ୍ମାନାତ୍ମନାଂ ॥  
 ଅହୋ ମେ ପରମଂ ଭାଗ୍ୟଂ ସ୍ୟ ତାହଂ ଶିରନାବହମ୍ । ଭାର୍ଯ୍ୟୋଽତି ଲୋକଲଞ୍ଜାଭିର୍ବା ଓଂ ନାରାବିତାମୟ  
 ଇତ୍ୟାକ୍ତା ପରମାନନ୍ଦବିହରଣୋ ନର୍ତ୍ତୁମୁଦ୍ୟତଃ । ଆକାଶେ ଶ୍ରୁତୁମାରାତାଃ ଶର୍ବେ ବ୍ରହ୍ମାଦୟଃ ସୁରାଃ ॥ ୨୦  
 କଦାଚିଞ୍ଚିରମାସାୟ କଦାଚିଦ୍ଦାମପାପିତଃ । କଦାଚିଦ୍ଦକ୍ଷିଣେ ହସ୍ତେ ଧୃତ୍ଵା ନାକ୍ଷାତ୍ରୀଂ ଶିବଃ ।

ନନର୍ତ୍ତ ବରଣୀଧୈଃ ମହାତାପସପତିତଃ ॥ ୨୧

ତଦା ବରଣୀଂ ଗଗନେ ତିଳକାସିତଚକ୍ରମାଃ । ନ ଯନ୍ତେ ନ ମହାଦେବଃ କୃତଭୂଷଣଭାନ୍ତରଃ ॥ ୨୨  
 ବାହକ୍ଷେପୈର୍ବହ୍ନିବୈର୍ନିକ୍ପାଳାନ୍ତାଡ଼ିତା ଗତାଃ । ଜଟାବେଗ ପ୍ରତିକ୍ଷିପ୍ତାଭୂଷଣସ୍ତାରକାଗମାଃ ॥ ୨୩  
 ବରଣୀ ବୈର୍ବ୍ୟସ୍ତୁଂସାର୍ଯ୍ୟା ଚଟାଳ ହଟାଳାପି ସା । କୂର୍ଦ୍ଧାନନ୍ତେ ବରାଂ ବର୍ତ୍ତୁଂ ସ୍ୟାଦିତେ ନସ୍ତଭୁବତଃ ॥ ୨୪  
 ପାଦପ୍ରାକ୍ଷେପନଭୂତବାୟୁନା ପରିନିତ୍ତିତାଃ । ଅଚଳା ଅପି ତେ ଚେତୁଃ ଶୈଳାଃ କୈଳାସମେରବଃ ॥ ୨୫  
 ଅକ୍ଷୟୋଽପ୍ୟୁଚ୍ଛଳନ୍ତୋଽସତରଂସା ବୈର୍ବ୍ୟମତ୍ୟଜନ୍ । ଶର୍ବେ ଚ ପଞ୍ଚପକ୍ଷୀୟା ନୀରବା ସୁତକା ଇବ ।

ଭୂତା ଆକାଳିକାପାୟେ ଆକାଶିକ ଉପାଗତେ ॥ ୨୬

ଆନନ୍ଦବିହରଣୋ ଦୈବୀ ଲୋକାନାଂ ବିପଦଂ ପରାମ୍ । ନାବଧାୟିବ ବହୁଧା ନନର୍ତ୍ତ ସ୍ଵର୍ଗତେଜ୍ଞଂ ॥ ୨୭  
 ଶର୍ବେଷାମିହ ଲୋକାନାଂ ଦେବାଦୀନାଂମହାତ୍ମନେ । କେନୋପାୟେନଦେବୋଽର୍ଯ୍ୟୋ ଶାୟୋଽପିତିହ୍ନାନନ୍ଦଃ  
 ଉତ୍ରୋପାସଂ ବିନିକ୍ଷିତ୍ୟା ବିହୁଃ ପାଳୟମତିତଃ । ମତୀଦେହଂ ମହାଦେବଶରଂହଂ ଭୀତଭୀତବ୍ୟଂ ।

ସୁଦର୍ଶନେନ ଚକ୍ରେଣ ଚିତ୍ତେନ ଶଂଖଃ ଶନୈଃ ॥ ୨୮

ସଦା ନିକ୍ଷିପତେ ପାଦଂ ବରଣେ ନ ମହେଶ୍ଵରଃ । ତଃସ୍ତ୍ରୟ ଯୋଗମନେନ କ୍ଷିପଂଶ୍ଚକ୍ରଂ ଚକର୍ତ୍ତ ନଃ ॥ ୩୦  
 ଚକ୍ରେଣ ବିହ୍ନୁନା ଛିନ୍ନା ଦେବୀଂ ଅବସ୍ୟାନ୍ତ ତେ । ନିପେତୁର୍ବରଣୀ ବିଶ୍ଵା ନା ନା ପୁଣ୍ୟତରା କ୍ଷିତିଃ ॥  
 କଚିଂ ପାଦୋ କଚିଞ୍ଚକ୍ଷେପ କଚିଞ୍ଚିହ୍ନା କଚିନ୍ମୁଖମ୍ । କଚିଂ ଶୂନ୍ୟୋ କଚିବକ୍ଷଃକଚିସାହୁ କାଚଂ କରୋ  
 କଚିଂ ପାର୍ଶ୍ଵେ କଚିନ୍ସୌନିଃ ପପାତ ଶିବମନ୍ତକାଂ ॥ ୩୨

ସତ୍ର ସତ୍ର ମତୀଦେହଭାଗାଃ ପେତୁଃ ସୁଦର୍ଶନାଂ । ତେ ତେ ଦେଶା ବରାତୀନାଂ ମହାତୀନାଂ କିଳାତବ୍ୟଂ ॥  
 ତେ ତୁ ପୁଣ୍ୟତମା ଦେଶା ନିତ୍ୟାନ୍ଦେବୀ ହବିତ୍ତିତାଃ । ନିକ୍ଷିପିତାଃ ସମାଧାତା ଦେବାନାମପିତୃର୍ଲତାଃ

ମହାଭୀର୍ଯ୍ୟାନି ଥାନ୍ନାସନ୍ ସୁକ୍ତିକ୍ଷେତ୍ରାଣି ଭୂତଳେ ॥ ୩୪

ଭୂର୍ଯୋ ପତିତମାତ୍ରାନ୍ତେ ଦେବୀଂ ଅବସ୍ୟାଂ କିଳ । ଜଘ୍ନୁଃ ପାଦାଂଗତାଂ ଶିତ୍ରଂ ଲୋକାନ୍ସୁଗ୍ରହେହେତବେ ॥  
 ତତ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ଚ ବିହ୍ନୁଃ ନିକ୍ପାଳାନ୍ତାରଣାଦୟଃ । ଅଲୋକେତାଃ ସମାଗତ୍ୟା ସେବନ୍ତେଽହରଃ ମତୀମ୍ ॥  
 ଭୀର୍ବହ୍ନିଞ୍ଜାମିନ୍ତତ୍ର ସତ୍ର ସୌନିଃ ପପାତ ହ । ଭୀରେ ବ୍ରହ୍ମନଦୀଞ୍ଜାନ୍ତ ମହାବୋଗହରଂ ହି ତଂ ॥ ୩୬  
 କାଶୀପୁରାଣେ ବିଜେୟଂ ଯୁନେ ବିବରଣଂ ତତଃ । ମାହାନ୍ୟାଂ ତତ୍ର ଦେଶନ୍ତ୍ର ବିହ୍ନୁର୍ଜ୍ୟୋତିର୍ନାମନଃ ॥ ୩୭  
 ଏବଂ କୃତେ ମତୀଦେହେ ନୂତାନ୍ ଦେବୋ ମହେଶ୍ଵରଃ । ଲଘୁର୍ଭୂତୋ ଦିଶଃ ଶର୍ବୋ ଦର୍ଶନ ଶାନ୍ତିମିବାବହମ୍ ॥  
 ଦେବାଃ ଶର୍ବେ ହୃତାତୁହୃତୀତାଃ କାପି ଚ ବ୍ରତଚିଂ । ନାରୟଃ ମହେଶ ପଞ୍ଚଂ ଗତିଂ ତନ୍ନିକଟେଽବଶ୍ୟୋ  
 ଶନୈଃ ଶନୈଃ ଶବ୍ଦଂ ଗନ୍ତା ନାରଦୋ ଯୁନିପୁଞ୍ଜଃ । ପୂର୍ତ୍ତାଞ୍ଜଳିଃ ପୁରତର୍ହୋ ନୂତାତତନ୍ତ୍ର ଜୈନିନେ ॥ ୩୮

দৃষ্টী চ নারদঃ শব্দঃ প্রাজ্ঞনিঃ পুরতঃ হিতম্ । পপ্রচ্ছ কো ভবান্ দৃষ্টঃ গভীঃ দাক্ষায়ণীমিতি  
নারদ উবাচ ।

প্রভো দেব মহেশান গভীঃ প্রাপ্যগি সৰ্ব্বথা । আকালিকোৎসর্গে প্রলয়ঃ স্বকৃতো নাবধীয়তে  
প্রভূর্ভবসি লোকানাং কর্তা পাতাভিরক্ষিতা । কথং নৃত্যচ্ছলেনেদং জগন্নাশয়সি স্বয়ম্ ।

নৈতাদৃশং প্রভোঃ কর্ণ নাশয়েদ্বৎ সমাপ্রিতান্ ॥ ৪৪

শিব উবাচ ।

অনৃত্যঃ শান্তভূতোহং শান্তাঃ সন্ত সুবাদয়ঃ । সত্যদৈহঃ শিরঃস্থো মে ক গতো বদ শৃবতঃ ।

সত্যী বা লপ্যতে কৃত্ত ভদপি ক্রুহি নারদ ॥ ৪৫

নারদ উবাচ ।

ভগবন্ ভূতভবোশ জিলোচন মহেশ্বর । ত্রৈলোক্যবিপশং দৃষ্টী ত্বাং শান্তয়িতুমর্ষিনঃ ।

উপাযজন্ত বিকোন্ত চক্রেণ হচ্ছিরঃহিতঃ । বৎখণ্ডীকৃতো দেহঃ সত্যাত্মক লঘুঃ কৃতঃ ॥ ৪৬

দৃষ্টত্বাং যত্র যত্রৈব পতিতা অঙ্গমঞ্চয়াঃ । মহাপীঠাংস্তে ভূতাঃ কামরূপাদয়ো হব ৪৮

শুক উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ স মহাদেবো দদর্শ যোনিমণ্ডলম্ । লোমাক্ষিতসমপ্রাক্টো বভূব দর্শনাং ততঃ ॥ ৪৯

দৃষ্টমাত্রা তু সা যোনিঃ শয়ুনা মুনিপুংসব । ধরাং বিভিন্দ্য পাতালং গচ্ছতীব বভূব হ ॥ ৫০

তদা তু ব্যাকুলং সৰ্বং দৃষ্টী দেবো মহেশ্বরঃ । স্বয়ং গিরিবরো ভূষা দদ্রে তদ্যোনিমণ্ডলম্ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তত্রাপি সাহায্যার্থমুপাগতৌ । সৰ্বৌ ভূতান্ডুৰ্ভাগাং দেবীং বর্জুং ভগাজিকাম্

হরশ্চ পৰ্ব্বতো ভূষা স্বতী যোনিঞ্চ মোদিতঃ । যত্র যত্র সত্যদৈহভাগস্তত্র স্বয়ং যুনে ।

পাষাণলিঙ্গরূপেণ স্থিতিষ্ঠায় ব্যবেষত ॥ ৫৩

ততঃ স নারদং প্রাহ ক সত্যী তৎ তু মে বদ ॥ ৫৪

নারদ উবাচ

ইহৈব কামরূপে তং যোগেনাধায় মানসম্ । বিভ্রাম্য তে সত্যীং দেবীমবেষ্টুং প্রবজামহুম্ ॥

স্মা চঞ্চলত্বং গন্তব্যং মাত্তভাবঃ কদাচন । ভ্রামুতে ন সত্যী কপি বৎস্ততে চিরতঃ প্রভো ।

অহং তে দর্শয়িষ্যামি সত্যীং সত্যেন তে শপে ॥ ৫৬

শুক উবাচ ।

ইত্যুক্তা দেবদেবেশং তং প্রণম্য মহেশ্বরম্ । যযৌ বিধাবসা তত্র শয়ন্ত শান্তিমান্ হিতঃ ॥

সৰ্বৌ চ শান্তিপালনা দিক্শিচ্ছান্ত তদা জন্তঃ । যদিন স্তাদানৌ বিষ্ণুঃ প্রলয়ঃ স্তাওদা পরঃ ॥

বস্তোহপি নারদশাস্তো যঃ শস্তো নিকটং গতঃ । ত্রৈলোক্যদুষ্করং কর্ণং বিষ্ণুশ্চক্রে প্রপালকঃ

যঃ সংহারকরো দেবো মহাদেবো মহাপ্রভুঃ । তদ্যুখাং জিহ্বাক্ষৈতদুদ্ব্যস্তং পুনরপালয়ং ॥ ৬০

সত্যাবেষ মহাত্মানৌ লোকপালমকারকঃ । যদি ন স্তাদয়ং দেবঃ কিং তদা স্তাদিহৈব তু ॥

ইত্যেকং চিন্তয়িত্বা তু ব্রহ্মেন্দ্রান্যাস দেবতাঃ । জগুর্নারায়ণো যত্র স্তোতৃকামা হরিক্ তম্ ।

বিহুলোকং সমালিন্য বিষ্ণুং তুষ্ণুয়ুযিতাঃ ॥ ৬২



দেবা উচুঃ ।

বিষ্ণুং পুরাণপুরুষং ত্বাং নমস্ত্যামহে বরম্ । ত্রিভুগায়বিকল্পায় নমো নারায়ণায় তে ॥ ৬০  
 সত্যব্রতায় সত্যায় নমস্তে সত্যায়োনয়ে । নমঃ সত্যানিধানায় নমঃ সত্যাজ্ঞায় তে ॥ ৬৪  
 ইষ্টায় যজ্ঞমানায় যজ্ঞদেবায় তে নমঃ । দেবদেবাধিপত্যে বিষ্ণবে শোকধারিণে ॥ ৬৫  
 নমঃ কারণশূন্যায় সর্গেষামপি হেতবে । পুরুষায় চ জীবায় সুখদুঃখার্থকায় চ ॥ ৬৬  
 নমঃ কমলপাদায় নমঃ কমলপাণয়ে । নমঃ কমলনেত্রায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে ॥ ৬৭  
 যজ্ঞেশ্বরায় যজ্ঞায় দৈত্যদানবঘাতিনে । শিবায় শিবরূপায় শিবদাত্রে চ তে নমঃ ॥ ৬৮  
 সর্গা পালনকল্পে চ নমঃ সত্ত্বগুণায় তে । গুণাতীতায় গুণবন্ধুটায় পরমেশ্বিনে ॥ ৬৯  
 বেদজ্ঞায় বেদকল্পে বেদাচরণকারিণে । নমঃ সূক্ষ্মায় সূক্ষ্মায় নমস্তে শাস্ত্রকারিণে ॥ ৭০  
 নিকশায় বিশেষায় প্রসন্নায় প্রসাদিনে । কল্পে হলে প্রবক্ত্রে চ নমস্তভ্যং নমো নমঃ ॥ ৭১  
 প্রায়োগী বিনাশিতা স্তুতিঃ পুনঃ সংরক্ষিতা হুয়া । সংহারকারকাজ্জ্যোতাঃ কোহপয়ো বা ভষাপহ  
 সংহারকারকঃ শত্ৰুঃ সত্যমেব ন সংশয়ঃ । ত্বং পালনকর্ত্তা বৈ তত্র নাস্তিহ সংশয়ঃ ॥ ৭৩

শুক উবাচ ।

ইত্যেবমুক্ত্বা তে দেবাঃ স্তব্যা দেবং সনাতনম্ । ব্রহ্মবিষ্ণুভ্যোঃ সর্গে শিবং ব্রহ্মপুণ্যমম্ ॥ ৭৪

ইতি বৃহদ্রথপুরাণে মধ্যখণ্ডে মহাপীঠোক্তবো নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

শুক উবাচ ।

ততো ব্রহ্মা চ বিষ্ণু চ তপস্তত্ত্বং মহেশ্বরম্ । আগত্য বৈ দদৃশুঃ কামরূপে মহাপ্রভুম্ ॥ ১  
 তম্চতুশ্চ তৌ দেবৌ পূজিতৌ চ সমর্হণেঃ । নিরুজ্জনে তত্র মুদিতৌ শিবদর্শনতত্ত্বদা ॥ ২  
 ব্রহ্মবিষ্ণু উচুতুঃ ।

দৈবদেব মহাদেব তব ভার্য্যা সতী শুভা । ততাজ্জ দেহং রুচিরং দক্ষযজ্ঞে মনস্বিনী ॥ ৩

কিং কণ্ঠব্যমবশ্যং যন্তাব্যং তন্তাব্যামেব হি ॥ ৪

ভার্য্যা পুত্রাশ্চ ভৃত্যশ্চ ধনানি বান্ধবাস্তথা । ন কোহপি কস্তচিৎ কাপি শরীরমপি নান্নমঃ

ইত্যেবং নিশ্চিতং জ্ঞাত্বা ন বিমুহুস্তি পতিভাঃ ॥ ৬

বিশেষতস্ত মরণং জাতস্ত নিয়তং মতম্ । তস্মাদপরিহার্য্যোবর্ধে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৭

ত্বং জ্ঞানী মহাবোগী শিবব্রহ্মলোক্যবিশ্রুতঃ । হীনমোহোহংসি সজ্জতং বচো নঃ সৌহৃদ্যার্থকম্  
 না চ ত্বয়া সতী প্রাপ্তা বিনা যতেন সূক্ষ্মী । ত্বাং প্রাপ্তং বভূবতী পুনঃ প্রত্যাগমন্যতে ॥ ৯  
 অপি চৈষা সতী ভার্য্যা ন তে ভার্য্যেব কেবলম্ । সা মূলপ্রকৃতির্দেবী যচ্ছয়া দেহধারিণী ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুরিমাযাব্যং ত্বং শত্ৰুঃ সনাতনঃ । ত্রয়ো বৈ পরমাত্মানন্তরা পরমরেকিতাঃ ।

বহামো বৈ গুণাংগুস্তাঃ সহান্নাশ্চ পরম্পরম্ ॥ ১১

সর্বানস্মান্ হি না প্রাপ্তা মতীরূপেণ রূপিণী । তত্র হাং পূর্ণভাবেন আবাংশেন বৈ ত্রিধা  
তস্তান্তে খলু ভাব্যায় দাক্ষায়ণ্য মহেশ্বর । প্রকলিতং মহাপীঠং কামরূপাখ্যমভূতম্ ॥১৩  
ইহৈব তং পরাং স্তুতা ব্রহ্ম্যামোয়দিমন্তমে । দৃষ্টী তস্যা তং সংযোজ্য যাব আবাংবধাগতম্  
শিব উবাচ ।

নারদস্ত প্রতিজ্ঞায় তস্তা অব্যবণায় বৈ । জগাম তৎকথকাদা যুবাং মে দর্শয়িষ্যথঃ ॥ ১৫  
তস্ত দর্শনপর্যাক্তমহমজ্ঞ তপঃপরঃ । না মতী মে কচিদযতা মাত্ত প্রাপ্যাত তদ্বতা ॥ ১৬  
ব্রহ্মবিষ্ণু উচুতুঃ ।

নারদস্তাগমো দেব চিরেণ সম্ভাবিষ্যতি । অচিরেণৈব লভ্যা চেৎ কথং চিরমুপেহসে ॥ ১৭  
শিব উবাচ । •

এবং ভবতু তাদেবীংস্তোত্র্যামোভক্তিংসংযুতাঃ । ব্রহ্ম্যমএবতাদেবীং লক্ষালক্ষাস্ত বা তথা ॥  
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা উচুঃ ।

দেবি প্রসীদ পরমেম্বিলমূলরূপে চিত্রপিণী পরমসুন্দরী সদাসি ।

ন ক্ষণেন ন চ দৃশ্যপি চ লভ্যসে হং ন ধায়সে চ পরমাগুহ্যদী নমস্তে ॥ ১১

নিম্নাং গতস্ত পুরুষস্ত তনুকহেবু গচ্ছৎপিণীলিগতিবোধ ইতীহ যশ্চ ।

সৈব ত্মাত্মনি যুগোপবিবিজ্যচিন্তে সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্মমতিরেব নমোহস্ত তে বৈ ॥ ২০

এভাদৃশং পরমসুন্দরং মহেশি জ্ঞানং ন সম্ভবতি দেবমন্যাকৈবু ।

যন্ত প্রশ্ণকাত্তিতরামচলাবোধঃ দৈবানি মুক্তিরপরা প্রশ্ণামি তুভাম্ ॥ ২১

কিং সম্ভবেৎ পরমসুন্দরলাক্ষিকার্যঃ স্তোত্রপ্রণামমনানি ভবাতিসুক্ষে ।

তত্রাপি দেবি ভবতীং প্রতিলকু কামাঃ স্ত্র্যামো বয়ং কুপয় দেবি পরিপ্রসীদ ॥ ২২

হং স্বেচ্ছয়া স্বজমি পামি গুণত্রয়াহীক্লেবে চ মংহরসি নোহপি জগৎ কিমন্তং ।

ত্বানি সুক্ষপরমাসি মহাজ্ঞিকাসি তং নিকলানবগমাসি নিবেশেষ্য ॥ ২৩

নাশুগ্রহাকৃততনুরপি নির্দিকারা জডদ্বন্দ্বকলিতাওচয়সি দেবি ।

ভেন প্রশ্ণামমনস্তবনাদিকানি কার্য্যাপি কুর্ষ ইহ দেবি বরে প্রসীদ ॥ ২৪

নির্হেতুভক্তিফলভে ভবদ্বর্ভতা হং নির্হেতুভক্তিরপি দুর্ঘটিতা জনৈশ্চ ।

তস্মাচ্ছত্রীধ্যাপি শরীরবিবদ্ধহীনো যন্তাং অয়েং ন ভবতীং সমবৈতি লোকে ॥ ২৫

হং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবদেহকরী চ বিষ্ণুরাকাশকালবদতীন্দ্রিয়কাসি মাতঃ ।

ব্রহ্মাণ্ডকোটিসমুদ্রলোমকূপা কিং ক্ষুদ্রচেতসি জনৈঃ পরিচিন্তনীয় ॥ ২৬

দাক্ষায়ণীমপি মতীং হুরুচিং রবীন্দ্রসাহস্রকোটিকটিকাং পরিভঃ শ্রবামঃ ।

স্ত্র্যামসি চন্দ্রধবলসি চ হেমগৌরী রক্তাসি চিত্তমহরূপতম্ শ্রবামঃ ॥ ২৭

হং বৈ মনস্তমকল্যাহু বর্ধমানা যদ্বদ্বিধোজ্জয়সি দেবি ভদেব মর্দে ।

কুর্ষতি চাধ খলু যে মম তেহহমেতৎ সম্যক্ করোম্যুত কিলেতি শিবাসি ময়া ॥ ২৮

কালী নবীনঘনরূপপরাক্ষচন্দ্রবিজ্ঞানমণ্ডলমোজিতলামলা চ ।

দুৰ্গা লগচ্চরণপদ্মতলা ভবানী মাতাবিকা চ সদয়া সন্ততঃ প্রসীদ ॥ ২৯

এনং শিবং সকলপুত্রমগ্রারূপং ভীমং ত্রিনেত্রমপি সত্তপরং মহেশ্বম্ ।

তাত্ৰা কথং কৃতবিভাবতরা হিতামি হেনং নিরীক্ষ্য দয়য়া ধনু জীবনান্মান্ ॥ ৩০

শুক উবাচ ।

এবং তান্ স্তবতো দেবান্ দেবী কমললোচনা । নারীসহস্ররূপেণ তেবাং সন্দর্শনং যযৌ ৩১  
সর্গান্তান্তারসর্গান্তো যুবতোহতিমনোহরাঃ । নানান্তরণভূষাঢ্যাঃ স্মেরোংকুল্লমুখান্বজাঃ ॥৩২  
তাস্তে নন্দদুগুর্দেবা নানারূপাঃস্ববাসনঃ । ক্ষণে শ্রামাঃ ক্ষণে গুরাঃ ক্ষণে রক্তাঃ ক্ষণেহস্তধা  
ক্ষণে বিবস্ত্রান্তরূপীঃ ক্ষণে কানকবাসনঃ । নৃত্যান্তীশ্চ হমন্তীশ্চ গানবাদ্যকরাঃ ক্ষণে ।

পুরঃ পঠে পার্শ্বয়োশ্চ উদ্ধৃকাঃ ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৩৪

দৃষ্টেব তাদৃশীস্তাস্তে চুলকিতা মহামুনে । লেভিরে নির্বৃতিং নৈব কিমাত্যো জমহেবশ্বম্ ॥৩৫  
পশ্যামো বা দিশংক্যং দিশং কাঞ্চাভিগংজম । ইমা হি সা ধ্রুবং দেবী স্বরূপং সমদর্শয়ং ॥  
দেবী তু তাস্তে ব্যামুখান্ বিলোক্যকৃপয়াবিতা । একীভূতা বভৌ বিপ্রসতী ভিন্নেব নির্দিতা  
ব্রহ্মবিহুশিবা উচুঃ ।

এতে বয়ং ত্রয়ো দেবা ভবদর্শনকাজিহ্নাঃ । ত্বং সতী তব শত্ৰুর্বে সদয়া পূর্নবস্তব ॥ ৩৮

দেব্যাষাচ ।

যুখ্যকং বিহিতাং স্তোত্রাং তুষ্টাহং দর্শনং গতা । তাত্তদেহা কথং শত্ৰুমশরীরা হ্যপাশ্রয়ে ॥  
এবংকৃৎনবতোহভীষ্টং বিকাশব্রহ্মণস্তথা । তং কথং মে বপুশ্চিন্নং ত্রৈলোক্যাপাঙ্গকাতরাঃ  
ভচেষপু রক্ষিতং স্যাস্তদা তজ পুনর্গতা । প্রাপ্তা শিবং আং দেবেশাস্তদুদ্যুভির্বিনাশিতম্ ॥  
যাবদন্ধে কৃণাঃ সমাগুং বিনষ্টা ন ভবেদপি । অহং তাবদ্বপুস্তাত্কা তিষ্ঠাম্যাজ্ঞজ সন্ততা ॥ ৪২  
শুভাং মতিং গতে দক্ষে পুনস্তত্বপুবাশ্চিতা । শিবমেব ভজিয্যামীত্যেবং মে মনসি হিতম্ ॥৪৩  
শিবো মাং পরমানন্দপূর্ণঃ সন্ শিরসাকরোং । তেনৈবাসন্নজীবাহং যুখ্যভিঃ প্রত্ভিবাধিতা ॥৪৪  
কিন্তু শত্ৰুশিরশ্চৈকো বাসো মম তদাভবং । ভক্ত সম্পৎস্রতে পশ্চাৎ সন্তবিয্যামাহং যদা ॥৪৫  
দুস্তম মম বৈ দেবা যবাহ্তিভবিরোধকাঃ । বভূব তেন বৈ ব্রহ্মা মুচ্যম্ভ্রাবশং ব্রজ্যেং ॥ ৪৬  
বিহুর্নিদ্রাবশং গচ্ছেন্মামান্ বৈ চতুরোহদিকান্ । ব্রহ্মা চতুর্গুণদিনে গতে নিদ্রাস্ততে তথা ॥  
প্রলমানন্তরাং সৃষ্টিং করোত্বেষ পুনঃপুনঃ । স্মরা বিপন্ন্য তুহ্মানুঃ সম্পত্তিযাচকা অপি ॥ ৪৮  
এবং শ্রুত্বা বিমমনসো বভূবতুর্ভবী বভৌ । ব্রহ্মাবিহু মহাস্থানো প্রোচতুঃ প্রাজলিহিতো ॥  
আবাং কৃতংগর্দোদেবি ত্রয়াশস্তোনিজ্জচ্ছয়া । কথমেব শিবো নাম নাস্তো ভিতাতে কচিং  
শাপেৎসংশিষ্যতে দেবি বয়ং তে সর্কতঃ সমাঃ ॥ ৫০

শুক উবাচ ।

ইত্যুক্তা সা তদা দেবী স্ততিবাকোন চাক্ষণা । ক্ষুয়ংসিতমুখাভোজা জগাদ মধুরাকরম্ ॥৫১

দেব্যাষাচ ।

এবমেব মহেশোহয়ং শাপমর্হতি নাত্থবা । প্রেতভূমিপ্রিয়োহস্তেষ দরিত্রো ধনবানপি ॥ ৫২

যুবাভ্যাঞ্চ বরানিষ্টান্ সদামি স্তবতোষিতা । ব্রহ্মন্ প্রজাপতির্ভূয়া বর্ণানাম্ জনকোংপি চ ॥  
 ব্রাহ্মণান্তে প্রজাজ্যোতী ভবন্ত শুচয়ঃ সদা । পৃথিবীধারকাঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ ক্ষয়িণঃ সদা ॥ ৫৪  
 দেবৈরপি সনারাধ্যা বর্ষপূর্ণা মহাপ্রভাঃ । নরৈষ্যামেব দেবানাম্ মুখানি তীর্থপাটকাঃ ॥ ৫৫  
 ত্বঞ্চ বিকো ভব ত্রীমান্ দেবৈঃ নরৈরভিষ্টুতঃ । সত্ত্বশ্রুতী ভগবান্ নরৈর্ভূতমমঃ সূহ্যং ॥ ৫৬  
 বিজুহ্বন্ ব্যাপকত্বাচ্চ মহাশক্তিঃ সনাতনঃ । অজরশ্যামরঃ সত্যঃ সদ্দৃশ্যী বিশ্বরূপবান্ ॥ ৫৭  
 তং নানিধিতারান্ কৃতা প্রজাঃ সংপালয়িষ্যামি । মনস্তরেণু সন্দেশু লবতানান্ করিষ্যামি ॥ ৫৮  
 যদা যদা হি বর্ষশ্চ ক্ষয়ো বৃদ্ধিঞ্চ পাগুনঃ । তদা ত্রয়বর্ষীঃ স্তা বর্ষরুদ্ধো অবর্ষশ্চুট ॥ ৫৯  
 বর্ণাশ্রমাণামাচারান্ বহুন্ বর্ষান্ প্রবর্তয়েঃ । অহঞ্চ তানুয্যস্তামি ত্রিবিভ্যংশেন বর্ষিণী ॥ ৬০  
 যত্র যজ্ঞাবতারন্তে তত্র ত্রিষতারিণী । আদৌ কুতে ক্ষুণ্ণ দেব ব্রহ্মচারী ভবিষ্যামি ॥ ৬১  
 যিতীয়ে নারদো ভূত্বা বহুংস্তত্রান্ করিষ্যামি । বরাহমূর্ত্যা পৃথিবীমুক্তরিষ্যামি লীলয়া ॥ ৬২  
 হিরণ্যনয়নং নাম ভদ্রং সংবদিষ্যামি । ততো ভূহস্তপংকর্তা মরো নারায়ণস্তথা ॥ ৬৩  
 ততশ্চ কপিলো ভূত্বা সাংখ্যযোগং বদিষ্যামি । ভবিষ্যামি ততঃ যত্র আত্রৈমো দণ্ডনামকঃ ॥  
 ততো রুচোঃসুতোহুত্যাং যজ্ঞাখ্যাংসংভবিষ্যামি । ততঃ প্রৈয়ব্রজে বংশে স্বভাখ্যোভবিষ্যামি  
 ততো রাজা পৃথুর্ভূত্বা পুরাদীন্ কল্পয়িষ্যামি । দশমঃ শকরো ভূত্বা বেদান্ সমুদ্রয়িষ্যামি ॥ ৬৬  
 মহান্ যমদ্বয়ং শৈলং কৃষ্ণং পৃষ্ঠে বরিষ্যামি । তেন দেবাহ্নরৈরক্টিং মথিষ্যামুতমঃহারেঃ ॥ ৬৭  
 ধরন্তরিততো ভূয় আয়ুর্দেদপ্রবর্তকঃ । নরসিংহস্ততো ভূত্বা দৈত্যরাজং ববিষ্যামি ॥ ৬৮  
 রাবণং কৃতকর্ণক রামো ভূত্বা হনিষ্যামি । ততশ্চ বামনো ভূত্বা রাজ্যামাচ্ছিদ্য বৈ বলৈঃ ॥ ৬৯  
 দান্তনাজায় দেবায় ততো গঙ্গা প্রবর্তন্ততি । ভূত্বাথ ভার্গবো রামো নিঃকন্ডাঃ স্ত্রাংকরিষ্যামি  
 ত্বা মহর্ষির্বাঈকীর্ষ্মহাকাশং করিষ্যামি । ভূত্বা পারাশরির্বাসঃ পুরাণাদি করিষ্যামি ॥ ৭১  
 ততো লোকবিগোহায় বুদ্ধস্তং হি ভবিষ্যামি । পৃথ্বীং তদা বর্ষবেষিভাষাণীভূত্যাং স্বয়ম্ ॥ ৭২  
 বিলোক্য ধরণীধণ্ডে কৃষ্ণরামৌ ভবিষ্যামি । বহুদেবাং তু দেবক্যাং জন্মনী সপ্তমাস্টমে ॥ ৭৩  
 গোপকলে গোপবৃন্দানামীষ্যে তং ভবিষ্যামি । বিহিংসিতুং তদা কংসং প্রাপেব পুত্ৰনাদিকান্  
 হত্বা গতা চ মথুরাং কংসং শত্রুং হনিষ্যামি । ইক্ষবাণং বিথতৌব ধর্তা গোবর্দ্ধনং পুত্রঃ ॥ ৭৫  
 সর্কাসাং গোপরামাণাং যুবতীনাং মহোৎসবঃ । শৃঙ্গারমমিচ্ছনাং পররেস্বং মনোরথম্ ॥ ৭৬  
 তদা মে ত্রিভিরিকা দদর্বে সস্তবিষ্যতি । তং তু তে পুণ্যং কৰ্ম্ম লোকে গেমঃ ভবিষ্যতি ॥ ৭৮  
 জরাসন্ধবলং হত্বা ভীতস্তং যবনাং পরম্ । সমুদ্রে দারকানারীং পুরীং পুণ্যায় করিষ্যামি ॥ ৭৮  
 হলেন যবনং হত্বা যুচুর্কন্দবরপ্রদঃ । বোড়শর্গীসহস্রস্ত অষ্টোত্তরশতন্ত চ ॥ ৭৯  
 পতির্ভূত্বা তথা যুতীঃ কৃতা তত্র যুথী ভবেঃ । পুত্রপৌত্রাদিকং গোষ্ঠীংকৃতা গেহীভবিষ্যামি  
 তেনৈব তু গৃহস্থানামাশ্রমজ্ঞানদৌ ভবেঃ । জরাসন্ধবটকৈব শিশুপালবধং তথা ॥ ৮১  
 শোভং শাশ্বং নিহতাপি দম্ববজ্রং হনিষ্যামি । ততোবর্জ্জনস্ত কোন্ত্রেয়পাতিবন্ত নরন্ত চ ॥ ৮২  
 সত্বয় নারিণি ত্রীমান্ হত্বা দুর্যোধনাদিকান্ । কৃষ্ণার্জুনৌ নামতো বৈ নরনারায়ণৌ যুযাম্  
 ত্বা ভারং ভূবো হত্বা পৃথ্বীং সংস্থয়িষ্যামি । বৃষিষ্ঠিরং ধর্মপুত্রং নাকাকর্ম্মবিপায়ম্ ॥ ৮৪

ধর্মসিংহাসনে ভূপং স্থাপয়িত্বা পুরীং ব্রজে : । ততস্ত ব্রহ্মশাপেন চ্ছলেন অক্লান্তকম্ ॥ ৮৫  
হরিষ্যসি ধরাভারং বৈকুণ্ঠক গমিষ্যসি । বৈকুণ্ঠাখ্যং তব স্থানং পশু সঙ্কল্পিতং ময়া ।

নামানি তব গাংস্তত্তি পুণ্যানি পরমাণি চ ॥ ৮৬

নারায়ণাচ্ছাত হরে মধুকৈটভারে ষৌৰিষ্য কেশব ভরাপহ পুতনারে ।

গৌণীজনপ্রিয় বকাস্তক নন্দমুনো চানুরমুটিকবিনাশক কংসশত্রো ॥ ৮৭

ঐন্দেবকীতনয় গোপপতে মুরারে গোপালপালক ধরাধররাজধারিন্ ।

ঐমাথনাথ গজরাজবিপত্তিমোচিন্ কংসালয়ে কুবলয়েভশিরোবিদারিন্ ॥ ৮৮

দামোদর ত্রিপদবিক্রমলজ্জিৎবার্কচন্দ্রাদিমণ্ডলবিধগুণশঃ প্রসীদ ।

ভূভারহারক নবাবুদমান্জয়ুর্ভে ভূদেবদেব বহুধোদ্ধরণাব্যায়ন ॥ ৮৯

লোকেশ ষৌদ্বিজস্মৃতিহরাবতার ভীমান্জাজতরথসারথিভূত পাহি ।

দেব প্রলম্ববধকাঘবিনাশকারিন্ গারিষ্টধেতুকবিনাশপবিত্রনামন ॥ ৯০

বিকো মুকুন্দ পুরুষোত্তম পদ্মনাভ বৈকুণ্ঠ বামন জনার্দন বাহুদেব ।

রামান্জাজত মথুরেশ্বর রৌহিণেয় ব্যামোহনাশন নবাবুজনেত্র পাহি ॥ ৯১

গৌণীপতে ব্রজপতে বমুনাবিহারিন্ দুন্দবনেশ্বর গদাধর বাদবেল্ল ।

বার্হেয়সাত্তপতে জয়মতাতামার্থ্য্যাক্রজাধেব সুধাকর মাধবেশ ॥ ৯২

ঐক্লজগীধেব মাধব কৌন্তভাভাশোভাঢ্য শাস্ত্র'কর কামকলারগজ ।

নাগেন্দ্রমর্দন ভয়ান্নন যজ্ঞভোক্তঃ ঐমন্ নৃসিংহ হরভক্তহরৈকভক্ত ॥ ৯৩

ভক্তৈকবশ্চ রত্নবীর মনো মহর্ষে রাজাধিরাজ জয় জীবনরূপ কৃষ্ণ ।

পদ্মান্ববোডনসহস্রশত্টিভাৰ্য্যা-ভংগপুত্রপৌত্রসমুপার্জিতবংশগেহিন্ ।

প্রহ্লাদদেব অনিরুদ্ধ সদানিরুদ্ধ সত্ত্বগুণভয়দ শাস্ত্রিকর প্রসীদ ॥ ৯৪

ইত্যাদি খলু নামানি তব গাংস্তত্তি নিভাশঃ । পাভালে শেবশয্যায়াং লক্ষ্মীসংসেবিতঃস্বরাই

শিবো ব্রহ্মা তথা কৃষ্ণ ন ভিন্না বৈ কদাচন । মদ্যয়াঃ খলু যুগ্মং যৎ তস্মাভিরা ন বোহপাহম্

অভিন্নানীং ভেদার্থী নারকী পরমো মতঃ । অহঙ্ক ভবভাং সর্গকারণোখু খলু সংসৃতা ॥ ৯৭

অভীষ্টং নাধম্মিষ্যামি যুগ্মকমিত্যামংশয়ম্ । অহঙ্ক গোপনীয়া যো নারীণাং যোনিরুগ্মিণী ॥ ৯৮

সর্গাস্থ খলু নারীযু মমাবিষ্ঠানযুগ্মম্ । কুমারীযু চ সর্গাস্থ যুবতীযু বিশেষতঃ ॥ ৯৯

আমাং নোমিং স্তনং দৃষ্টী প্রণমেমামসুস্বরন্ । কটুহাক্যাং তথা পীড়াং পুষ্পেণাপি চ বোধিতি

শাক্তো বা বৈকুণ্ঠঃ শেবে ন কদাপি সমাচরেৎ । জীযু পীড়াদিকর্ভা হি দেবানু বৈমুখ্যমাচরেৎ

অহং মাতা হি জগত্যাং সর্গাস্থ জীঘৃষিষ্ঠিতা । মম তত্ত্বাংক মজ্জাংক শিবো বন্ধ্যাত নাপরঃ ॥

অহং ত্যক্তশরীরৈব কাপি লব্ধা জন্মঃ পরম্ । দ্বিধা তুভা শিবং প্রাপ্যো চিন্তিতব্যো নসংশয়ঃ

বৃহৎ পরম্পরং কার্য্যো সহায়ো কুরুত ক্রিয়াঃ । ময়া নিরীক্ষিতাঃ সর্গে শক্তিমন্তো ন চাত্তথা

শুক উবাচ ।

ইত্যাভ্যাস্তদর্শে দেবী ব্রহ্মবিহু ততো গতো । শিবক নারদাপেক্ষী কামরূপে উপহৃষিতঃ ॥

সতী চ তাত্তদেহা না বিধা ভূত্বা হিমালয়ম্ । জগাম যেনকাগর্ভে বভবৎ কস্তাবয়ং বিজ ॥  
সত্য্য সূতাং তস্মৈ শত্ৰুঃ শিরসা বিদধে যদা । তদৈব শত্ৰুমৌলো মা বান্দ্রাপ সতী শুভা  
তদর্থং শিরসি স্থাতুং শস্তোঃ কিল সতী শুভা । গঙ্গা বভূব যেনারঃ উমা তস্তাঃ স্বগান্ধী  
তত্রাদৌ জমকর্ষানি গঙ্গারিঃ শৃণু কথ্যতে ॥ ১০৮

ইতি বৃহদ্বর্ষপুরণে মধ্যখণ্ডে সতীত্রক্ষাদিসংবাদো নান্দ্রেকাদশোঃখণ্ডায়ঃ ॥ ১১ ॥

### দ্বাদশোঃখণ্ডায়ঃ ।

শুভ উবাচ ।

যামেনাকুমারমাসুন্নগিঃ সত্য্যাততঃ সন্তবা গঙ্গা স্বর্গপুত্রং সত্য্য সুরগণৈর্নোতা চ ভাতেবিধেঃ  
তত্রৈবাপপতিং শিখরহরিতম্বাভাসবীকারিতাঃ সারিকোন্দরপাণ্ডগী খবশাং ত্রৈলোক্যাগাশ্বধী  
সতী দেহং পরিত্যজ্য দক্ষস্বস্ত্রে মহামুনে । পুনঃ সা জন্মেন শৈলং যযৌ দেবী হিমালয়ম্ ২  
পুত্ৰী স্মরোঃ সূতগা যেনা নাম মনোরমা । তস্তা গর্ভে জন্মলভে সতী গঙ্গতি ঘোচ্যতে  
বৈশাথে মানি শুক্রায়াং তৃতীয়ায়াং দিনাঙ্ককে । বভূব দেবী সা গঙ্গা শুক্রা সত্য্যগাঙ্কতিঃ  
সূতায়ং তত্র জাতায়ং শৈলরাজো হিমালয়ঃ । বভূব পরমজীতো মঙ্গলকরোবহু ॥ ৫  
দিনে দিনে চ সা কস্তা বভূবে শিরিবেশ্বনি । ত্রিমেত্রী শুক্রবর্ণা সা চতুর্কীহঃ স্মোচনা ॥ ৬  
এবমুত্থাৎ তং দৃষ্টী মর্শে মূরদিরে বিজ । তত্র শৈলাধিরাজস্ত ববর্দ্ধ স্নেহ উত্তমঃ ॥ ৭  
তস্তাং সূতায়ং চার্কিষ্ঠাং কোটিচন্দ্রমমহিবি । ক্ষুদ্রাণিব সা জাতা গতে মাসচতুষ্টয়ে ।

অথ দেবালয়ে দেবানভ্যভাষত নারদঃ ॥ ৮

নারদ উবাচ ।

দেবা ত্রক্ষাদয়ঃ মর্শে শৃণুতেদং ময়োরিতম্ । তত্রদেহা সতী জাতা হিমালয়গৃহে সূতা ॥৯  
ইয়মেবাভবাক্ষা ভাগার্কিন মহাশ্রভা । ভাগার্কিমপরাধাপি তত্রৈবোমা ভবিষ্যতি ।

সাম্প্রত্যন্ত বয়ং গঙ্গাং ভূবি স্ফাক্যামহে বয়ম্ ॥ ১০

দেবা উচুঃ ।

অহৌ নারদ কিং সত্য্যং প্রাপ্তদেহা সতী পুনঃ । বদ গঙ্গা শিবং শীত্রং সতীবিরহদুঃখিনম্ ॥

নারদ উবাচ ।

অহৌ নৃপং ন জানীধমবিচার্যা বচো হি বঃ । ময়া বহুচ্যতে ব্যাক্যং তবিতারতাবিলম্ব ॥১২  
যদা শত্ৰুঃ সতীং স্থাশা শিরসা সংননর্ত । তদা তস্ত মহানুতাস্থং যুগ্মহিনাশতম্ ।

ভেনানন্দবিরোধেন শিষো বে হৃদ্যাপি হুঃখিতঃ ॥ ১৩

অতঃ শিবস্ত সন্তুষ্টো শিবায় গিরিজাং সতীম্ । বয়মেব হি দাস্তামঃ সত্য্যানীতামিহেব হি ১৪  
অত আদৌ গিরিসূতাং গঙ্গামানসভামরাঃ । পক্ষাচ্ছিবো জাপনীযৌ লক্ষা দাক্ষায়ণীতি ১৫

দেবা উচুঃ ।

কথং শৈলোদয়াভাগো দেবীং তাক্ষাতি নঃ সূরান্ । কথং বা ভংপরিভাজ্যাদিবং দেবাণি মিয়াতি  
না দেবী ভক্তিহীনতা ভক্তিমাংশ্চ হিমালয়ঃ । আগমিয়াতি কিং দেবী তন্মাদম্মাকমালয়ম্ ॥  
নারদ উবাচ ।

যুয়ং দেবামহাজ্ঞানোদাতারং তং হিমালয়ম্ । যাচক্ষ্বং ন হি বো দাতাগক্ষ্মাং দাস্ততি নাস্তথা  
গক্ষ্মা চ সংস্কৃত্য স্বর্গং সূর্য্যাকমাগমিয়াতি ॥ ১৮

শুক উবাচ ।

ইত্যুক্তা নারদেনৈতে দেবা ব্রহ্মাদয়োঃ খিলাঃ । এবমেবেতি নিশ্চিত্য তথা কর্তুং সমুদাতাঃ  
ব্রহ্মেন্দ্রশ্চ কুশেবশ্চ বরুণশ্চ যমশ্চ তথা । হিমালয়গৃহং গন্তং মতিং চক্রুঃ সুরাধিপাঃ ॥ ২০  
গক্ষ্মা চাত্মানমমলাং হিমালয়মদর্শয়ং । স্বপ্নে দদর্শ তং শৈলশ্চাক্ষরুপাঃ চতুর্ভুজাম্ ॥ ২১  
স্কল্লাং জিনয়নাং দেবীং মকরাসনমসংস্থিতাম্ । চতুর্ভুজাং বরং পদ্মমভয়কীমুতং তথা ॥ ২২  
দধানাং যুবতীং চাক্রসর্কসীং সম্মিতাননাম্ । নানান্তরগজ্যুচ্যাং প্রণতাং সর্কদৈবভৈঃ ॥ ২৩  
ভাসয়ন্তীং দিশঃ সর্কীঃ স্রজা কান্ত্যা লসন্তরাম্ । পাপভূষণদাবানিশিখামিব হি সর্কভৈঃ ২৪  
এবং না স্বং নিজং রূপং দর্শয়িত্বা হিমালয়ম্ । অভ্যভাষত দেবানাং প্রবিধাতুমুগ্রহম্ ॥ ২৫  
শৈলাধিরাজ বর্ধ্যাস্ত্রযোহং তনয়া শুভা । শ্রুতং তে দক্ষসবনে ভরো দাক্ষাশ্চী তুহুম্ ॥ ২৬  
সৈবাহমদ্বিভাগেন হস্তো লঙ্ঘ্যতী বপুঃ । পুনরস্তা ভবিষ্যামি হৃদি তা তে হুলোচনা ॥ ২৭  
মাং নেতুং স্বর্গমমরাত্মামাস্তান্ত্রিয়াচকাঃ । তেষাং দাস্তসি তত্রৈব পতিঃ প্রাপ্যামাহং শিবম্  
ত্বৎপাত্নাং তনয়াং তমৈ শিবায়াহুয় দাস্তসি । অহং দেবোপরোহেন স্বর্গং যাস্তামি ভূতলাং  
মদ্বিচ্ছেদান্না বিমোহং ভবান্ কাপি করিষ্যতি । এতদর্থে পুরোহবোচং মোহশান্তিকরং বচঃ  
ইত্যুক্তান্তর্ধে দেবী শৈল উথায় তল্লতঃ । চিন্তয়ামাস যদষ্টং শ্রুতং স্বপ্নে কিলানুভূতম্ ॥ ৩১  
তস্মাশ্চ হৃদিত্ত্বং সর্কং জ্ঞাত্বা ধরাধরঃ । মোহং ততাজ্ঞ কল্লয়ং মমেতি যঃ পুরাকৃতঃ ॥ ৩২  
শরনে ভোজনেন্নত্রেণ কথারাক্ষসদা গিরিঃ । দধৌ তং পরমাং দেবীং দেবদেবীভিরর্জিতাম্  
অথাগতাঃ পঞ্চ দেবা অবতীর্ষ্য নভস্তলাং । হিমালয়ং মহাভাগং দদৃশুঃ স্নাতভাবিণঃ ॥ ৩৪  
হিমালয়তান্ পট্টং স্বতেজোভিঃ সমুজ্জলান্ । পূজয়ামাস বিধিবৎ ব্রহ্মবৃদ্ধা মহাপ্রভান্ ।

আসনেন সুপবিষ্টাং স্তান্ শৈলরাজোহভ্যভাষত ॥ ৩৫

হিমালয় উবাচ ।

কে যুয়ং সুপ্রভাবন্তঃ কিমর্থং বা সমাগতাঃ । মমাত্র বাস্তজ বা বো বিদাতে কার্য্যামুতমম্ ॥

দেবা উচুঃ ।

বরমেতে মহাভাগ দেবান্তে নিকটাগতাঃ । কিঞ্চিদর্থং যাচিত্বক্ সমায়াতাঃ শৃণুয তৎ ॥ ৩৭  
অয়ং ব্রহ্মা অয়ং কল্লোযমোহয়ং বরুণোহপ্যয়ম্ । অয়ং কুবের আখ্যাতঃ পট্টক্চে দেবতাবিপিঃ  
কশ্চিদন্তি মহাহৃকো নানাবিধফলৈর্যুতঃ । তস্মৈকন্ত ফলং নেতুমাগতা বৈ বরদ্বিমৈ ।

সহায়ো ভব তত্র ত্বং যেন তৎ ফলমাপ্নম্ ॥ ৩৯

শুক উবাচ ।

ঐহিকং বচনং তেবাং শৈলরাজো হিমালয়ঃ । জাতবানুখলু গঙ্গাং তাং মেতুকামানু হরোত্তমানু  
গঙ্গায়্য বচনং শ্রুত্বা দৃষ্টী চ তানু হরোত্তমানু । গঙ্গাভাগং হুঃসহং চিন্তয়িত্বাহব্রবীচ তানু

হিমালয় উবাচ ।

জ্ঞাতা সূর্য ময়া দেবা ব্রহ্মাদ্যাঃ পরমোদয়াঃ । যুথাক্ষং সমায়াতং মহাভাগ্যোদয়োদ্বয়ম্ ॥  
এবঞ্চ খলু জানামি তথাপোষং নিবেদয়ে । অচনোহহং বিবিকৃতঃ ক যাস্তামি হৃশক্তিভঃ ।

কোবর্সো বৃক্ষো ন জানেবর্সো ফলং বা তস্ত কীদৃশম্ ॥ ৪৩

দেবা উচুঃ ।

অস্তি সৌবর্সো মহাবৃক্ষো ভবতো বশপোষপি চ । ফলঞ্চ তদ্বশে তস্ত বর্ভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥  
দদাসি চেৎ অচ্ছদ্দা বয়ঞ্চ প্রাপু মনুজা । সর্গঃ স্বার্থপরো লোকো ন বেদ পরমম্বটম্ ।

যদি বেদ ন যাচেত নেতি নাহ যদীশ্বরঃ ॥ ৪৫

হিমালয় উবাচ ।

অস্তি ভাবম্হাবৃক্ষঃ ফলং তস্ত চ বর্ভতে । অনিষ্পন্নং তচ্চ ফলং তদ্বিচ্ছেদোহতিভুঃসহঃ ॥ ৪৬

দেবা উচুঃ ।

বৃক্ষ এব ফলং ধন্তে পরার্থমেব নাত্রথা । উপহিভেষ্যঃ পাত্রেভ্যো দত্তং স্তাৎ তত্ত্বি সার্থকম্  
বিশেষতো বয়ং দেবাস্তৎফলার্থাঃ সমাগতাঃ । ন প্রত্যখ্যাহি শৈলেশ জব নানীযোষপি চ

শুক উবাচ ।

এবং ভবচনং শ্রুত্বা বিবক্ষুং তং ধরাধরম্ । জ্ঞাতা গঙ্গা সমাগত্য কস্তারপেৎ চাব্রবীৎ ॥ ৪৭

কস্তোবাচ ।

কিং দেবৈঃ সহ সংবাদং বৃক্সবে পার্থক্যং পিতঃ । যদু ব্রবন্তি তদেবেষ্টং সমাচর ধরাধর ॥ ৫০

অহং তে নিকটেষ্টেব কিং প্রাকৃত ইবাচর । অদূরহাপি দূরহা কর্ণবিক্ষিপ্তচেতসাম্ ॥ ৫১

দূরহাপি হৃদিস্থাহং সদা ভক্তিমভ্যমিহ । ভক্ত্যাহমেকরা প্রোহা ন ধ্যানায় চ চর্চনাৎ ।

অতন্তে নিকটস্থঃ মাং ন দূরস্থং বিচিন্তয় ॥ ৫২

হিমালয় উবাচ ।

স্বয়ংকেন্দু বদানসৌ দেবী গন্তমিচ্ছতি বঃ পুত্রম্ । তদহং কেন যত্নেন বক্ষিষ্যাম্যাবিদূরতঃ ॥ ৫৩

কিত্ত মনুখতো বাক্যং যাচ্ছ চেতি ন নিঃসরেৎ । দেব্যা অভিমতং মত্বা ব্রহ্মধর্মুচিতং সুরাঃ ॥

শুক উবাচ ।

ইত্যাশ্রান্তে হরগণাঃ প্রমুল্লবদনাস্তদা । আকাশে বর্ভমানা বৈ দেবীং ভক্ত্যা প্রোষ্টুযুঃ ॥ ৫৫

দেবা উচুঃ ।

যাং নমস্তামহে দেবীং সতীং সজ্জননেন বিভাম । মহাপ্রভাবাং দেবেশীং নিভ্যামাকামবাসিনীম্

অজামান্যামনন্তাঞ্চ প্রকৃতিং পরমেশ্বরীম্ । হর্ষমাং সূভগাং গঙ্গাং কোটিক্রান্তবাসিনীম্ ॥ ৫৭

আদিপতিং মহাপতিং শুক্লাং সভ্যস্বরূপিণীম্ । তরুণীং রূপসম্পন্নাং দেবনীরাং কলাবজীম্ ॥



গীতাং নবৈশ্বরীং বন্দ্যাবন্দ্যাবন্দ্যাস্ত্রিলোচনাম্ । ত্রিগুণামগুণাং শুদ্ধাংপরমাংপাপনাশিনীম্  
পবিত্রান্দ্রীং পূৰ্ণাখ্যাং পূৰ্ণাকীৰ্ত্তননাময়াম্ । অব্যয়াং পাবনীং রামাংবামাকীংবীররূপিনীম্  
বরদামীশ্বরীং বাল্যং ত্রিজগৎপালপণীম্ ॥ ৬০

শুক উবাচ ।

ঐবং প্রথমতঃ তেষাং সুরাণাং গিরিজা সতী । ভাঙ্গা ভূমিভলং যাতা ব্রহ্মাদিনিকটং নভঃ ।  
তাং তে সূহৃৎভাঃ লক্ষ্মী যুদা পরময়া যুতাঃ । যতঃ স্বৰ্গপুং নরৈর্গে নরৈর্দেবা যুতং যতঃ ॥ ৬১  
সদা তাং পরমানন্দময়ীং গিরিসুতাংশিবাযু । সেবমানাঃ সুরগণা যুদযাপুঃ সূহৃৎসাম্ ॥ ৬২  
মেনকাধ্যাক্ষনালোকা ত্যাং দেবীংপুত্রীকপণীম্ । ষাযুক্তা হা হতানষ্টা ক না বালেতি চারুদনু  
প্রদোবিতাক্ষ শৈলেন জাহ্নবা বৃহত্তমাদিতঃ । অভিষেকপুস্তদা গঙ্গাং হুংখেন মহতা তদা ॥ ৬৩  
যদান্নান্ভিনৈষ্যাব গতা স্বৰ্গং নিজেচ্ছিয়া । তস্মাত্তুরো নদী ভূতা হলাহুচ্ছৈরবঃপতেঃ ॥ ৬৪  
গাং স্বৰ্গং সঙ্গতা যস্মাং তস্মাক্সাভিবা ভব । বয়ং তদপরাং প্রাপ্য পুনর্মিচ্ছতিমাপুংমঃ ॥ ৬৫  
ততো যাতেযু কালেযু নারদো দেবদর্শনঃ । যযৌ যজ্ঞ মহাদেবঃ সতীং ব্যাযংস্তপস্শ্রুতি ॥ ৬৬

নারদ উবাচ ।

নারদোহং মহাদেব প্রণমে ভবধেহি মাম্ । সতী ভূয়ঃ প্রলভা তে তাং জটুমুদ্যমং কুরু ॥ ৬৭

শুক উবাচ ।

শিবোহভুজমিব শ্রেষ্ঠা রোমাঞ্চিতমুখেনে । কিং কিং কিং কিং কৃতঃ কৃতোহ্যচৈত্বর্ণমুহুর্দ্বিহঃ  
আননাং সহসোখার গন্ধৈমচ্ছদ্দিদৃক্ষয়া । সর্গতস্তারয়ংস্তুককিতে হরিণৌ বধা ।

ক গন্তব্যং ক গন্তব্যং সতী না মে ক বেতি চ ॥ ৭১

নারদ উবাচ ।

প্রভো মহেশ শামান্য কিমেবং বদনে বচঃ । ক্ষণং সংসৃজ্য মৰাকং সাবধানঃ শৃণু চ ॥ ৭২  
ধীরো ভব ন চাধৈৰ্য্যং কৃতা কার্য্যং করিষ্যামি । অধৈৰ্য্যোণাবসরা হি স্বস্তুকার্য্য ভবন্তি বৈ  
ময়া নানাহলং জাহ্নবা ভূপাতালস্বরাসিকম্ । সতী চিমবতঃ ক্ষেত্রে লব্ধদেহা ময়েক্ষিতা ॥ ৭৪  
শুকো চতুর্ভূজা চারুমেত্রত্রয়বিরাজিতা । আনীনা মকরৈঃ শুক্রে প্রকল্পবদনাবুজা ॥ ৭৫  
শিবেশাম মহাদেব প্রভো আমিহ্ন মহেশ্বর । এবং জপন্তী সত্ততঃ সতী দুষ্টা ময়া ভব ॥ ৭৬  
আনীতা চ স্বৰ্গপুং হিমালয়গৃহাং হুঁরৈঃ । ব্রহ্মেক্ষবরুণৈঃ কালকুবেরাভ্যাং প্রবৃত্ততঃ ।

অধুনা বর্ততে স্বৰ্গে তাং গতা পশু স্মরীম্ ॥ ৭৭

শিব উবাচ ।

জীব জীব চিরং বৎস মহর্ষে দেব নারদ । ইমা পুনর্ষে দেহেৎস্বিনু প্রাণাঃ সংক্রামিতা ইব ॥  
আলিন্দ্রয়ামি তে পুত্র চারু শুক্লতরং বপুঃ । ভবেব থলু জানীবে সতীং প্রাণাবিকাং মম ।

ব্রজ যামি ইমা সার্কঃ বজ্র মা মে সতী প্রিয়া ॥ ৭৯

শুক উবাচ ।

ইত্বাক্ষা বৃষমাক্ষ নমিনা সহ শঙ্করঃ । যযৌ স্বৰ্গং পুং যজ্ঞ গঙ্গা বসতি পার্শ্বতী ॥ ৮০

শিবমগতমাকৰ্ণা নৰ্কে তত্র দিবৌকমঃ । ব্রহ্মাদ্যা বিলিতাঃ নৰ্কে সভাং চকুঃ স্রোতনাম্  
অগতাস্তত্র দিক্পালাঃ সায়ুধাঃ মহাবাহবাঃ । মহেশ্রৈঃ পরিবারৈশ্চ সায়ুধৈঃ নবলা যুনে ॥ ৮২  
মানভরণভূবাচ্যা মুদিতাঃ পরমাদরৈঃ । দিদৃক্ষবক্তিরষ্টপার্বিতীশিবসঙ্গমম্ ॥ ৮৩

ইতি বৃহত্তর্ষপুরণে মধ্যখণ্ডে গঙ্গাজলকথনং নাম ষাটশোঃখণ্ডঃ ॥ ১২ ॥

### ত্রয়োদশোঃখণ্ডঃ ।

শুক উবাচ ।

অথ নৰ্কে তদা দেবাঃ সহ নৰ্কেণ তাং সভাম্ । প্রাবিশন্ মেরুশিরসি নৰ্কেদেবগণাজয়ে ॥ ১  
সভামথো তদা গঙ্গা বর্ডো চক্ৰচয়োজ্বলা । নৰ্কেস্ত্রিষাতিমুখোন পরমেবাজ্জরপিনী ॥ ২  
তস্মাক্ চারুসর্ঙ্গাদ্যা মুখচক্ৰং সমুজ্জ্বলম্ । আনন্দামৃতপানস্ত পাত্রং মৈত্রৈঃলভ্যত ॥ ৩  
নেত্রাণি শতোত্তরজ্জ্বলং বীক্ষমাণানি যততঃ । কালান্ সংযাপয়ামাসুতৃপ্তিং নাপ্তানি জৈমিনে ॥ ৪  
নৰ্কে দেবাস্তদা দেবো গঙ্গায়ৈ স্রুৎসাহিতাঃ । মালামেকাং দহুঃ শুক্লাং শুভাং চান্ধ্রমসীমিব  
না চ গঙ্গা সমুখায় তাং মালাংপ্রাপ্য জৈমিনে । দদৌ শিবায় দেবায় শঙ্করায় মহাজ্ঞানে ॥ ৬  
না চ মালা প্রোভার্মুর্ধি বিরাজ বিরাজিতা । ন চ মৌলিং পরিত্যজ্য গতা কঠোরলং তদা ॥ ৭  
বদা মালা মৌলিগতা শিবস্তাভূত্বহায়ুনে । দশদিক্শু তদা ভূতা জয়শব্দাদিনিবনাঃ ।

মহাদেবঃ প্রিয়াং মালাং প্রাপ্য দেবামুবাচ হ ॥ ৮

শিব উবাচ ।

ইয়ং মালা ময়া দেবা গৃহীতা শিরসৈব হি । শিরসৈব হৃতা ভাব্যা গদেষ্যমিতি মন্ততাম্ ॥ ৯  
বদা মুক্তবপুঃ সভ্যাঃ শিরসা হৃতবানহম্ । তদৈব মে শিরোবানমিয়ং প্রাপ মনসিনী ॥ ১০  
বস্ত্রভো হৃদি মে যোগো বামাঞ্জে শক্তিরস্তি মে । দক্ষিণাস্ত্রত বৈ পুংসাং কস্তাপুত্রাদিধারকম্  
তস্মাৎ সম্যগ্গিচর্য্যোব শিরসীয়ং হৃতৈব মে । এতচ্ছিক্তায় যুগলং সংশয়ং ভ্যজত ক্রবদ ॥ ১২

শুক উবাচ ।

ইত্যুক্তান্তে দেবগণাঃ শিববাক্যামৃতং পরম্ । বিমুক্তসংশয়াঃ নৰ্কে প্রবেযুঃ শিবমুদমাঃ ॥ ১৩  
তদালাশিরসং দেবমজ্জ্বলং দদৃশুঃ শিবম্ । শিবশক্তিময়ং ব্রহ্মমূর্ত্তং চক্ষুরিাপদম্ ॥ ১৪  
গঙ্গাং নীচা জিগমিযুঃ শিবং বুদ্ধা বিধিতদা । বিনয়েনাতিলসঙ্গম্য চতুর্বাঞ্ছৈরুভাষত ॥ ১৫

ব্রহ্মোবাচ ।

ইয়ং গঙ্গা ক্রিড়ো জাতা প্রাপ্তাশ্রাভিস্ত ডিক্ষয়া । তুভ্যং দত্তা বগায়ৈব হৃদিভেদামানন্দা  
ককিংকালমিহৈবাস্ত পিতৃগেহে স্রাজয়ে । অতীতে কতিচিংকালে তব গেহং গমিষ্যতি ১৭  
শিব উবাচ ।

দত্তা গুণাভিরেবেয়ং কথং পুনরপেক্ষতে । নারীণাং চিরবাসো হি বান্ধবে নোপপদ্যতে ১৮

ভবাদ্যৌব মে গেহমিষমারাতু সৰ্গবা । অথবেয়ং স্বমে ষ্টং ববীতু তন্ধি মে মভন্ ॥ ১১  
ব্রহ্মোবাচ ।

ব্রহ্মহং শিবং প্রাপ্তা দস্তা বুযাভিরেব চ । বিনা শিবং ন মে বুজ্জা হিতিঃ কুতাপি সম্ভবেৎ  
বুযৎ ভক্তিমন্তো মাং প্রাপ্তা এব ন চাচ্চবা । অতঃ কমণ্ডলৌ ব্রহ্মন্ মম বাসন্তিরন্তমঃ ॥ ২১  
ন ত্যাজ্যঃ ন চ মে বানৌ দেব তে বৈ কমণ্ডলুঃ । নিত্যং হবিষ্টিতা তত্র ভব ব্রহ্মন্কমণ্ডলৌ  
সদা বুযৎকার্য্যাকালে তৎকণে মাং প্রলপ্সাথ । মুৰ্ত্তা হেবা সদা শজ্যোঃ স্বাস্তামি নিকটেকিল  
অহং বিবা শিবো হেব নাথরোবিচ্ছিদা কচিং । সদা ভক্তিমতাকাপি নিকটেযু বনামাহম্ ।  
এবং বিজ্ঞায় সন্দেহং ত্যক্ত্বা স্থমবাগুত ॥ ২৪

ব্রহ্মোবাচ ।

একমেব মহেশানি গিরিজে শিবস্থন্দরি । তদীয়া হি বয়ং সৰ্গে যথোচিতমথো কুরু ॥ ২৫  
শুক উবাচ ।

ইত্যুক্তা তে ভদা দেবা ব্রহ্মান্যব্রহ্মণৌবুখাৎ । প্রণেযুঃশিরসা ভক্ত্যা শিবংগঙ্গাং তৎপরাঃ  
গঙ্গা চ মুৰ্ত্তিভাগেম শিবং প্রাপ্তা জগাম সা । অন্তর্দীনান্শভাগেম স্থিতা ব্রহ্মকমণ্ডলৌ ॥ ২৭  
দেবাঃ সৰ্গে যথাহ্মং গতা এব যথাগতম্ । ব্রহ্মা যথো ব্রহ্মলোকং মুদা পরময়া যুতঃ ॥ ২৮  
কমণ্ডলুগতাং গঙ্গাং বুবোধ পরমার্ঘতঃ । গঙ্গাং কমণ্ডলৌ কৃত্বা ব্রহ্মলোকং জগাম সঃ ॥ ২৯  
ইতি বৃহদ্রথপুরাণে মধ্যখণ্ডে শিবগঙ্গাসমাগমো নাম ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

## চতুর্দশোধ্যায়ঃ

শুক উবাচ ।

গতে শিবে তু কৈলাসং গঙ্গাং নীত্বা শিরঃস্থিতাম্ । যথো চ নারদো বিপ্র বৈকুণ্ঠঃ দেবনগ্ধমঃ  
দমর্শন চ বৈকুণ্ঠে দেবং নারায়ণং প্রভূম্ । লক্ষ্মীসরস্বতীযুক্তপার্ষদস্বং মহাপ্রভূম্ ॥ ২  
নারদোহং নতোহস্মীতি প্রণনাম হরিং প্রভূম্ । ন চ নারায়ণো দেবো নারদং দেবদর্শনম্  
দর্শনং মহনা ভাভং জটামণ্ডলধারিণম্ । শঙ্খচক্ৰং মহোরকং দীর্ঘমাজাসুৰাহকম্ ॥ ৪  
বেতাশ্বরধরং দিব্যং দিব্যভাষযুতং মদা । বীণাতব্রীলসংপাণিপদ্মাজুজিহবং সুনিম্ ॥ ৫  
তং দৃষ্ট্বা পূজয়ামাস পাণ্ডার্য্য্যচমনাসনৈঃ । ততঃ পঞ্চাঙ্কং মহসা তদাগমনকারণম্ ॥ ৬  
নারদ উবাচ ।

প্রত্যো দেব জগদাৰ্থ লক্ষকর্তা মতী পুনঃ । চিমালয়গৃহে জাতা দেহং লব্ধবতী বর্তো ॥ ৭  
না ভুতলাং সমানীতা স্বৰ্গং ব্রহ্মাদিপঞ্চতিঃ । তত্রৈব সা সূরৈর্দত্তা শত্ৰবে পরমপ্রভা ॥ ৮  
তাং প্রাপ্য ন যথো স্থানংকৈলাসংগঙ্গাসাহ । ব্রহ্মা কমণ্ডলুহাং তাং বুজ্জা নীত্বা যথো নিজম্  
এতদেব প্রত্যো ভূতাং ময়গতা নিবেদিতম্ । ন দৃষ্টে ভবতা তাদৃক পরমাত্মভীষর ॥ ১০

হরিকৃবাচ

অহো প্রাপ্তঃ সতীং শত্ৰুঃ প্রনষ্টামিব বৈ চিরম্ । তথাভূতমহং তঞ্চ প্রক্ষ্যাম্যেব ন সংশয়ঃ ১১  
গত্বা প্রক্ষ্যাম্যাহং তৌ বা তৌ বাজ্রাগচ্ছতাং মম । কিমত্র ক্রহমুঠেয়ং দেবর্ষে নমু নারদ ১২  
নারদ উবাচ ।

তব বৈকুণ্ঠভবনং তাবৎবাগচ্ছতামিদম্ । গঙ্গা পশুত্বং বৈকুণ্ঠং ভবেমং পূরযুক্তমম্ ১৩  
ইদমেব মতং মেঘেন্দ্র যদ্ব্যুজ্ঞং তং সমাচর । অহং গারামি নিকটে ভবেতি যদি মন্ত্রসে ১৪  
হরিকৃবাচ ।

গায় নারদ দেবর্ষে বীণাপাণে মহামতে । গানকু পুরমং ব্রহ্ম বিধিকৃপেণ তত্তবেৎ ১৫  
নারদ উবাচ ।

ত্বত্ত ব্রহ্ম পদং বিকো গানঞ্চ ব্রহ্ম চাবায়ম্ । উভয়ং মিলিতকাস্ত লক্ষ্যমানীতি মন্ত্রতে ১৬  
হরিকৃবাচ ।

যথাবিধি কৃত্বং গানং জগদমোহয়তেৎচিরাৎ । তস্মদ্ব্যথাবিধানং বৈ গায় নারদ শ্রয়তে ১৭  
সৌম্যধাৎ বিদিজ্ঞানং গানে দ্বয়মপেক্ষাতে । অভিশেতে বিধিজ্ঞানং সৌম্যধাৎ কলাধিকম্ ১৮  
পদালী তু পদার্থানি বাচিকা ন তু দর্শিকা । স্বরবন্ধবিশেষেণ রসসাক্ষ্যংকরী তু সা ১৯  
মুলাধারে বসেন্দগ্নিস্তম্ভান্নাদোহভিশদাতে । পঞ্চস্থানানি ভিত্ত্বাদো ব্যাতৌ ভবতি মুর্ধনি ২০  
নাভৌমুশ্লেস্তাংতপুর্নঃ স্তাৎমুশ্লেস্তাদিবিষিয়াতে । কঠেভবতিচাব্যাতৌমুখেকৃত্রিমতাংব্রজেৎ  
মুর্ধনি চ তথাব্যাতৌ নাদ এব প্রকৌষ্ঠিতঃ ২১

নাভেষ্ঠ মুর্ধগর্ধ্যাত্বং সতি স্বাবিশতিঃ ক্রমাৎ । শ্রুতয়ো নাম বিখ্যাতা দদাবত্যাংনয়ো মতাঃ ২২  
তা বৈ চত্বরৌ ধৌ তিস্রস্তত্শস্তিস্র এব চ । ধৌ চ যট্ চ সংহতাঃ স্তাঃষড়্জাভ্যাঃসংগৌ বৈ স্বরাঃ  
ষড়্জন্ত ঋষতশ্চৈব গান্ধারৌ মধ্যমস্তথা । পঞ্চমৌ ধৈবতশ্চৈব নিষাদশ্চৈব তেজ্রমাৎ ২৪  
এতে সপ্তস্বরাঃ প্রোক্তান্ত্রিধৈবাং গতয়ো মতাঃ । যোরৌ মদ্রস্তবোচ্চৈষ্ঠ স্বরবন্ধবিশেষকাঃ ২৫  
স্বরপ্রবন্ধনামানৌ রাগা রাগিণী এব চ । কোটয়ঃ পঞ্চ লক্ষানি পঞ্চ তসং সহস্রকম্ ।

রাগিণীশ্চৈব রাগান্ত শিবকঠে বসন্ত্যামী ২৬

ভেবাং প্রধানভূতান্ত যজুরাগাঃ কামদাদয়ঃ ২৭

যট্ ত্রিংশদপি ভেবাং বৈ ভাৰ্য্যা দাসীসমব্রিতাঃ । সালকাতাঃ সুরপাস্তাঃ পরমানন্দমুর্জয়ঃ ২৮  
এবম্ থলু রাগাণাং স্তম্যাক্ প্রতিপত্তয়ে । আরোহস্ত্যাবরোহস্তি সঞ্চরন্তি স্বরা যিহঃ ২৯  
আরোহী চাবরোহী চ সকারী তেন তে ত্রিধা । এতে যন্ত্রেষপি প্রোক্তা যন্ত্রকর্থাবুর্ভৌ সর্মে  
নারদ উবাচ ।

রাগাণাং বদ নামানি রাগিণীলাকা সন্তম । কান্ত দাস্তঃ পরিরোক্তা দাসী বা ক্রমলক্ষণ ৩০  
হরিকৃবাচ ।

কামদন্ত বসন্তক মল্লারক বিভাষকঃ । গান্ধারৌ দীপকশ্চৈব রাগা এতে যড়ীরিভাঃ ৩১  
মাহুরী ভৌটিকা গোড়ী বরাড়ী চ দিলোলিকা । ধামাশ্রিপি বিখ্যাতা কামদন্ত প্রিয়া শুভা ৩২

বাণীধরী শারদী চ শ্রামা বৃন্দাবনী তথা । বৈজয়ন্তী জয়ন্তী চ দাস্ত এতাঃ প্রকীর্তিতাঃ ৩৪

পরজ্ঞৈব দামন্ত ভবেৎ কামদকন্ত হি ॥ ৩৫

কেদারী চৈব কল্যাণী শিকুরা হৃহরা তথা । অখারুচী চ কাণ্ঠী বনস্তস্তাঃ প্রিয়া মতা ॥ ৩৬

শ্রামকেনী দেবকেনী মালিনী কামকলিকা । মন্তাবতী মনরা চ দাস্তস্তাসাং ক্রমাৎ শ্রুতাঃ

হিলোল ইতি বিখ্যাতো বনস্তরাগতিকরঃ ॥ ৩৮

নটী চ সুরহট্টী চ পাহিড়ী চারুপিণী । নীলা জয়জয়ন্তী চ বড়ুবে মল্লারবোধিতঃ ৩৯

চক্রবাকী চন্দ্রযুথী রসিকা চ বিলাসিকা । যামিনী শ্রামঘটিকা দাস্তস্তাসাং ক্রমাৎ শ্রুতাঃ ৪০

রামকেনী চ ললিতা কোড়রা কোমুদী তথা । ভৈরবী শর্করী চৈব বিভা স্ত প্রিয়া মতা ৪১

তরঙ্গিণী নাগিনী চ কিশোরী হেমভূষণা । কল্লোলিনী ভীমদেবী দাস্তস্তাসাং ক্রমাৎ শ্রুতাঃ ॥

শ্রামঘোটক ইত্যাপ্যো বিভাষস্ত তু কিস্করঃ ॥ ৪৩

ঐর্বে রূপবতী গৌরী ধানগী চ তথাপরী । মঙ্গলাখ্যা চ গান্ধারী গান্ধারস্ত প্রিয়া ইমাঃ ৪৪

পটমঞ্জরী চ মঞ্জুরা মহাপদ্মাবতী তথা । বেলাবতী চ ভূপালী গন্ধিনী চেতি দাসিকাঃ ৪৫

গৌড়রাজ ইতি খ্যাতো দামো গান্ধারসেবকঃ ॥ ৪৬

উত্তরী পূর্ষিকা চৈব শুক্লরী কালশুক্লরী । তথা গোমুকরী খ্যাতা মালতি দীপকপ্রিয়া ৪৭

দীপহস্তা দীপবর্ণা দীপকর্ণা প্রদীপিকা । দীপাকী দীপবক্তা চ দাস্তস্তাসাং প্রকীর্তিতাঃ ৪৮

প্রদীপনাত ইত্যাপ্যো বিখ্যাতো দাম এব চ ॥ ৪৯

এতে প্রোক্তা রাগবর্ণা গায় নারদ তত্ত্বিৎ ॥ ৫০

শুক উবাচ ।

নারদন্ত তথৈত্যাঙ্ক্য গাভুং নৃপচক্রমে । যত্ববান্ পরমো ভূতা বীক্ষমাণো যুধং হরেঃ ॥ ৫১

যে প্রোক্তা हरिणी रागाः साक्षादान्वितुं क्त्वान् । साक्षाद्वैष्ण्वनिश्चैर्ভো न चापकान्तमर्कणः

कश्चिं हानपरिजयः शृङ्गःपथि रज्जा श्रितः । कश्चिंकार्णो भिरवर्गः कश्चिन्नागोऽपि बिह्वलः

कश्चिदूर्जलतां वातः कश्चिद्वलितभूषणः । पद्मीहीनः कोऽपि कोऽपि कश्चिद्विरतां गतः

एवं विवृतिरा रागा नारदेन कृतान्तया ॥ ৫৪

সাহৃত্য বননেনাস্তং জহামে যৎ সরস্বতী । শুদ্ধষ্টী তত্যজে গানং নারদো নানবজ্রতঃ ॥ ৫১

হরিশ্রবাচ ।

গানাদিরম দেবর্ষে কৃতং গানং বিলক্ষণম্ । নবশিক্ষাপরীপাকাক্ষানবিতং ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ৫২

গানং ব্রহ্মণ চেত্বাতো যো গায়তি স মুচ্যতী । জিজ্ঞাসোর্মিকটে বিপ্রঃ স্তস্ত গানং বিবিক্তত

লতএব ন গায়তে প্রোক্তো জিজ্ঞাসুনা কচিৎ । ময়া জিজ্ঞাসুনা ত্বং গায়ত্বাক্ষন্ত গীতবান্

উত্তিষ্ঠ মৎপুত্রঃ পশ্ত বৈকুণ্ঠং নকলং মম । পুরেহস্মিন্ রাগবর্ণা মে সন্তি তান্ পশ্ত নর্কণঃ

শুক উবাচ ।

ইত্যাতো हरिणी त्वेन नारदो मुनिपुङ्गवः । उवाच हरिणी सार्द्धं नमस्कृत्य नकलं पुरम् ॥ ৫৩

যত্র নর্কো লসকারবক্তাস্তারচতুর্ভুজাঃ । শখচক্রগদাপন্নবরাঃ নর্কো ঘনপ্রভাঃ ॥ ৫১

কিরীটমঃ কুণ্ডলিনো লমৎপুঙ্করমালিনঃ । সর্কে চ নৃত্তবয়সঃ সম্ভবদনানুজ্ঞাঃ ॥ ৬২  
দিশোভিতিমিরালোকাঃ কুর্লভঃ স্বেনভেজমা । তত্র কাপিহলেৎপদ্মাদ্ভ্যাস্ কান্টিচ্ছরীরিণঃ ॥

নারদ উবাচ ।

দেব ত্রীপুণ্ডরীকাক পুরেৎশ্মিন্তে স্থানয়ে । এবজ্ঞতানি ভূতানি কথং নরকদেশবৎ ॥ ৬৪  
হরিক্ৰবাচ ।

এতৎ কৃতা রাগা ভবতা ব্যঙ্গচক্ষুঃ । যত এব সরস্বত্যা হসিতকাঁকৃতাশ্চয়া ।

এতে মজ্জীভবিযান্তি সান্ধোপাঙ্গাঃ শিবাগমাং ॥ ৬৫

শুক উবাচ ।

ইত্যুক্তস্তেন হরিণা নারদো লজ্জয়াধিতঃ । ন জগাদ মুখে কিঞ্চিদ্রিণা মহ চাবয়ং ॥ ৬৬  
হরিলক্ষ্মীসরস্বত্যোর্মধ্যাগো বিররাজ সঃ । উবাগ নারদস্তাপি পূর্ককল্পিত আসনে ॥ ৬৭  
অজ্ঞে চ ঋষয়স্তত্র বৈকুণ্ঠপুরবাসিনঃ । উষ্মবিস্তমভায়াং তে পরমামোহনির্কৃত্যঃ ॥ ৬৮  
সম্মার চ হরিঃ শত্ৰুং সগঙ্গং বেধনং ভবা । ভেন স্মৃতান্তে স্বহানাজ্জতুর্ভুজা চ দৈবভৈঃ ॥ ৬৯  
বাগতা চৈব গঙ্গা চ স্মৃতা কৃতেন বিহুনা । ব্রহ্মা বিহুঃ শিনাকী চ ইক্ষাদ্যাশ্চৈব দেবভাঃ ॥  
ঋষয়ো নারদাপ্যাস্ত তত্রোযুঃ ষাশনেষু চ । গানং শুশ্রবঃ সর্কে যৎ তু শত্ৰুঃ করিষ্যতি ॥ ৭১  
অথ তত্র মহাদেবং বসন্তং পরমাসনে । স্তব্রমালালমচ্ছীর্ষং গঙ্গাসংশোভিবামকম্ ॥ ৭২  
শিনাকপাণিং শুক্লাভং পিহিতব্যাব্রচর্মকম্ । বিলোকা পূজরিতা চ ব্রহ্মদ্যর্চনপূর্ককম্ ।

উবাচ পরমজীতো বৈকুণ্ঠেশো গদাধরঃ ॥ ৭৩

হরিক্ৰবাচ ।

চন্দ্রশেখর হে শভো কিংলোকোপরমংস্থম্ । কিং শৌকমাশনং লোকেকিংবা হুংখবিমোচকম্  
শিব উবাচ ।

স্বনেনবং স্থং লোকে ত্ৰ্যম্বকং শৌকমাশকম্ । হুংখানং মোচকং কৃকৃ তবৈব নাম নাস্তথা  
অস্তি চাস্তং পরমাদৃগ্গগনং ত্বংকীর্তিকীর্তকম্ । যন্ত ভেৎসেভ্য উৎপন্ন্য রাগা রাগিণ্যএবচ  
চিত্রিতাঃ পুষ্পিতা বাতো নচেৎস্বকীর্তিবোধিকাঃ । মিথ্যা হেমক্ষিত্তিতাত্ত্বেমজ্ঞো নাস্থধাবতি

বিনা গানেন তে নাম পবিত্রয়তি নাস্তথা ॥ ৭৮

নারায়ণাচ্যুতানন্ত কৃকৃ অমধুসূদন । ইতি গায়ন্তি যে নিত্যং ন তে সংসারিণঃ পুনঃ ॥ ৭৯  
গোবিন্দ কেশবানন্ত অগ্রাম পুঙ্কযোত্তম । ইতি গায়ন্তি যে নিত্যং ন তে সংসারিণঃ পুনঃ ॥ ৮০  
যুগ্মদ পদ্মনাভেতি পুণ্ডরীকাক মাধব । ইতি গায়ন্তি যে নিত্যং ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥  
হরিক্ৰবাচ ।

উক্তং মনামাহাভ্যাস পুণ্যকীর্তন শব্দর । কর্ণো অগ্নয় মে গানান্ সর্কে শুশ্রবঃ স্থিতাঃ ।

গানাস্ততমহাবিদ্যাকুললোহসি ন চাপরঃ ॥ ৮২

শুক উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ অমতা ভেন হরিণা প্রভুনা বিজ । গাতুং প্রচক্রেমে শত্ৰুর্গানশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৮৩

ভেন চানুজগে গান্ধনারদোহপি মহামুনিঃ । লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ব্রহ্মা বিষ্ণুদ্যাক্ষশ্রুতঃ শিভাঃ  
আদৌ নাদং সমুখাপ্য গান্ধারং সমভাবয়ং । ব্রহ্মবিষ্ণুদয়ঃ সর্বেষু শব্দং গান্ধারমাগতম্ ॥ ৮৫

ললংসুহেমাভরণং সমুজ্জলবানুদানিমপূৰ্ণসুন্দরম্ ।

গৃহীতগীতাস্বরপাশজবয়ং দদর্শ গান্ধারিমিং সভা চ সা ॥ ৮৬

সুচাক্ৰহেমানমমাসিতে বরং মহাশ্রুতে রাগবরে মহেশ্বরঃ ।

জগৌ হরিং কাপি চ দৃষ্টিকাপতা শ্রিয়ৌজসদেশবচোব্রবীদিতি ॥ ৮৭

দূতিকোবাচ ।

কেশব কমলমুখীমুখকমলং

কমলনয়ন কলয়াতুলমমলম্ ।

কুঞ্জগেহে বিজনেহতিবিমলম্ । ধ্রুবাঃ ॥ ৮৮

সুহৃদির হেমলতানবলম্বা ভরুণভরুং ভগবন্তম্ ।

জগদবলয়নমবলম্বিতুমমুকুলরতি সা তু ভবন্তম্ ॥ ৮৯

ইতীহ সঙ্গায়তি গানপতিভে মহেশ্বরে চাক্রতরস্বরে হরে ।

দদর্শ দৃতীং সমুপস্থিতামিব শ্রিয়ঃ পতিঃ স্তব্ধবিলোচনধরঃ ॥ ৯০

সভা চ সানন্তরবোধবজ্জিতা শিবেষু পিতাক্ষা অচলা ইব হিতা ।

সরস্বতী ত্রিগুণি ভাদুর্শো ভদা ব্রহ্মা বিশ্বীকৃত্তুরাননোহভবৎ ॥ ৯১

পুনঃ শিবো গায়তি গানমন্তবপ্রমোদবিচ্ছেদবিরাগভো দ্বিজ ।

সমাবভাবে স্বরবন্ধনস্তবা ত্রিনামিকা রাগবরস্ত বল্লভা ॥ ৯২

জলংসুবর্ণমলচাক্ষাসিক্য করষয়ে গজমুগকং বিজতী ।

বিচিহ্নভূষাতরণৌজলাংগুকা ত্রিগুণি রাজতি সন্নিভানমা ॥ ৯৩

বা দৃষ্টিকাহৃতবতী হরিং পুরঃ সৈবাস্ত্রুথাকারগভেব সা শ্রিয়া ।

“ হরিং প্রলভ্যেব রহঃ হিতান্নিষং ভদেতি সাক্ষাদিব বাক্যতে হরিঃ ॥ ৯৪

শ্রিয়োবাচ ।

রসিকেশ কেশব হে । রসরসনীমিষ মামুপযোগ্যয় রসময় রসমিবহে । ধ্রুবাঃ ॥ ৯৫

শুক উবাচ ।

এবং গায়তি দেবেশে দেবো নারায়ণস্তদা । অগ্নিস্থিতেব ভাদ্রাক্ষ্যাহুরির্নিবলম্বনঃ ॥ ৯৬

রসোহভুত্ৰসতাধাক্ষাদপভজাসনাং ভতঃ । তৈজসং তচ্ছরীরুহু প্রবীজুতং লসন্তরম্ ।

সংপ্রাবল্লিত্তমারেভে বৈকুণ্ঠং পুরমুত্তমম্ ॥ ৯৭

ভদা সর্বে ভগ্ননিষ্ঠা ইব ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ । প্রাচ্যমানং পুরং সর্গং সদৃশুস্তাপ্যচিন্তয়ন্ ॥ ৯৮

কুত এতচ্ছলং জাতং বৈকুণ্ঠস্থ বিপাদকম্ । ক বা বাতো হরির্দেব আসনে চ ন দৃশ্যতে ॥ ৯৯

ব্রহ্মা ভগবৎপরিধা শিবগানকলং ভদা । সঙ্গাবিকরণং তত্র কমলমুদবর্ণয়ং ॥ ১০০

গানব্রহ্মভবং ব্রহ্ম হরিদেহজবাখ্যাকম্ । গঙ্গাব্রহ্ম সংবৃণুয়াদিতি ব্রহ্মা হ্যাপায়ৎ ॥ ১০১

ভাণ্ডসংস্পর্শমাত্রেন সর্কো হরিতম্ভবঃ । গঙ্গাং বিবেশ মহা তৎক্ষণাদেব পশ্চতম্ ॥১০২

তদা নীরমী গঙ্গা বভূব পাপনাশিনী ॥ ১০৩

যথৈবাত্মানমাত্ৰিত্য শরীরং প্রবিদ্যাজতে । তথা গঙ্গাং সমাত্ৰিত্য হরের্দেহম্ভবো যতো ॥১০৪

কমণ্ডলৌ তদা ব্রহ্মা নিহিতং ব্রহ্ম চূর্ণভম্ । নীরা যযৌ ব্রহ্মলোকং শিবোহপি প্রযযৌ তথা

অথৈ চ বাসবাদ্যাশ্চ যযুঃ স্বহানমুত্তমম্ ॥ ১০৫

শিবগানপ্রভাবেণ ব্রহীভূতোহচ্যুতোহভবৎ । ইতি বৈ বোধয়ামাহুঃ সর্কো ত্রৈলোক্যবাসিনঃ

তদা লক্ষ্মীসরযত্যৌ বিনাভূতে বভূবতুঃ । তদের্দেহগ্রঃ ভুরৌ স্থপেক্ষভ্যৌ হিতে তথা ॥১০৭

কৈলাসে তং শিবং দেবী গঙ্গা বৈ শিশ্রিয়েতরাম্ । সাকারত্বকলং তৎ তু যদাঙ্গা শিবভাবিনী

ইয়ং তে কথিতা গঙ্গা হিমাশয়ম্ভা শুভা । কমণ্ডলৌ স্থিতা দেবী ব্রহ্মণৌ ব্রহ্মলোকগা ॥১০৯

সৈব বিকোঃ পদং প্রাপ্তা বামনস্ত মহাত্মনঃ । ততো বিষ্ণুপদভূতা সমায়াতা বণাডলম্ ।

রাজো ভগীরথশ্চেষ্টং সম্পূরয়িতুমিচ্ছতী ॥ ১১০

ততো ভূমেরণো গত্বাপাবয়ং সগরাস্তজান্ । ততোহনন্তং সমাসাদ্য বিরাম জলাধি ॥১১১

ইত্যেতৎ কথিতংবিষ্ণুসংক্ষেপাৎ নকলং বচঃ । শ্রোতুমিচ্ছসি কিং ভূয়ঃ পুচ্ছতম্যাবদামিতং

ইতি বৃহস্পতিপুত্রেণ মধ্যখণ্ডে শিবগানং নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

### পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিব্রবাচ ।

কথং বিষ্ণুপদং প্রাপ্তা গঙ্গা ব্রহ্মকমণ্ডলোঃ । কথং বা বৈকবাং পাদাঙ্গাঙ্গারাতা ধরাভলম্ ॥ ১

কথং বাহবাধম্ভাঙ্গাং দেবীং রাজ্ঞা ভগীরথঃ । কথং সগরপুত্রান্ বাহপাবয়ং পরমেশ্বরী ॥ ২

বিরাম কৃতো দেবী প্রদানেনতান্ বদস্ব মে । সংক্ষেপাদ্ যৈ তস্মা প্রোক্তান্তেষাং পুষ্পমুদাহর

শুক উবাচ ।

মরীচির্ব্রহ্মণঃ পুত্রস্তম্যাজ্জাতস্ত কশ্চপঃ । হিরবাকশিপূর্জাতঃ কশ্চপাদিত্তিগৰ্ভভূঃ ॥ ৪

উস্ত পুত্রাশ্চ চত্বারঃ প্রাকৃসংপূর্বেকবলাঃ । হাদাদ্যন্তেষাং প্রহ্লাদৌ ক্ষোভৌ বিষ্ণুপরাযণঃ ॥ ৫

বিরোচনস্তস্ত পুরৌ বলিস্তস্তাভবৎ মৃতঃ ॥ ৬

ন ইজ্ঞাদীনু দেবগণানভিত্য মহাবলঃ । ভুরাদিঃ বৃভূজৈ লোকং সর্কোদৈতাগণেশ্বরঃ ॥ ৭

অদিতির্দেবমাতা বৈ পূত্রাণাং দুঃখণাত্ময়ে । পতাজ্ঞয়া হরিং দেবমারাদ্যং সমরায়ণং ॥৮

বনে সা নির্জনে কাপি তপঃ পংমমাহিত্য । আরাধয়ামাস হরিং বরদং জগদীশ্বরম্ ॥৯

তাং তদা উপসাবিষ্টাং বিলোক্য দিভিনন্দনাঃ । দেবমুষ্টিধরা ভূতা শঠা অসিভিন্নকবম্ ॥১০

দৈত্যা উচুঃ ।

দেবী বয়ং নমস্তামৌ ভবত্যাপ্তরণমমম্ । ইদমেব পদম্বন্দনম্যাকং কুশলার্চকম্ ॥ ১১

কথং তপস্তসি প্রায়ৌ দেহকর্ষণমুগ্রকম্ ॥ ১২



যক্ষৈঃ তিষ্ঠন্তি জীবন্তী তদা নো মঙ্গলং মহৎ । ত্বৎকৃৎশেক্ষসে দেহং কৃতো নঃ কুশলং ভবেৎ  
 যন্ত নাস্তি গৃহে মাতা ভাৰ্য্যা বা প্রিয়বাদিনী । অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথা রণ্যং তথা গৃহম্ ॥  
 যন্ত নাস্তি গৃহে মাতা ভাৰ্য্যা বাক্যকরঃ সূতঃ । বিরক্তস্ত পতীবীরো গন্তব্যং তেন বৈ বনম্  
 কিমস্বাদন্ত রাজান কিং সুখেনাশ্রুনাপি বা । যত্র তং মহতাবিষ্টা তপসোপেক্ষসে তনুম্ ॥ ১৬  
 অশ্রোগৃহং ভবতী হৃদয়বর্ষেভিঃ কুংখিনী । তপস্তুতি যতো মাতস্ততো নো বিক্ প্রবর্ততাম্ ।  
 দ্বিবরঃ সুখদুঃখানং কৰ্ত্তা মাতোহস্তি কুত্রচিৎ । অনরাধিত এবানো কৰ্ত্তা স্থাৎসুখদুঃখয়োঃ  
 অস্বাকং সুখদুঃখং যদস্তি যোপাঞ্জিতং পুরা । তৎ কিং তং তপসোগ্রাণ শক্তা বারয়িতুং ভয়ে  
 তস্মাৎতাত্ত্বা তপশ্চৈতৎ স্মরণেহে হরিং প্রভূম্ । চিত্রং বৰ্ণম্ হে মাতস্তদ্রাজাং নো মহন্তরম্  
 অস্বাকং দ্রুদদৃষ্টন্ত রাজানামাশয় চাঞ্জিতম্ । তং তদাস্তবিনাশেন ন বৰ্ণম্ পরেইদম্ ॥ ২১,

অদিতিক্রবাচ ।

যুয়ং সদা মম প্রায়ঃ সৰ্ব্বমঙ্গলচিন্তকাঃ । দেবা অপি চ যুয়ং বৈ ধ্বন্তরাজ্যোঃ স্থ চাচিরাং ॥  
 অহং হি বঃ পরীহাস্তা পরিহাসং যথাপি চ । দেবা ইষাপাতদুঃখাঃ দুঃখভাজঃ স্ব সৰ্বসং ॥  
 অহমারাধয়ামীশং বিষ্ণুং প্রভুমনাময়ম্ । কৰ্ত্তারং সুখদুঃখানাং বিগিণ্ডেবাস্ত্ৰ বোংপি চ ॥

শুক উবাচ ।

ইত্ৰাজ্ঞাস্তে দৈত্যগণা অসিদ্ধার্থাঃ ক্রোধাঘিভাঃ । দৈত্যৈর্দন্তান্ বিনিপীডা নিখলন্তো মুচ্যস্বঃ  
 উল্লীৰ্ব্য মুখতো বহিঃ নিধানবায়ুনেরিডম্ । বনং তজ্জালয়ামাহুঃ সমন্তাং তদ্বিৎক্ষমা ॥ ২৩  
 বনদহন্তরাইদত্যাস্ততো যাতা বলিং যযুঃ । সৰ্ব্বং নিবেদয়ামাসুদন্ধা চাদিত্তিহিতাপি ॥ ২৭  
 ইহ ত্বরণো দেবানাং মাতরং দাবমবাগাম্ । সুদর্শনেন স্বাস্ত্রেণ বরক্ষ হরিরব্যয়ঃ ॥ ২৮  
 ততোহদিত্তিস্তপস্করে মহোগ্রং হরিশীক্ৰিতম্ । বায়ুমাত্রাশনা চোর্দ্ধঃ ভিষ্টত্যঙ্গুষ্ঠম্পষ্টভূঃ ॥  
 এবং বর্ধে গতে দিবো অীহরিদেবমাতরম্ । দর্শয়ামাস চান্নানং পরমাজুতবিগ্রহম্ ॥ ৩০  
 দেবং মরকতস্ত্রাং পীতবাসনমচ্যুতম্ । অীমদীর্ঘচতুর্কীহং তপ্তকান্ধনকুণ্ডলম্ ॥ ৩১  
 গুণ্ডরীকান্তিগামক্ষং ক্রীটশোভিমৌলিনম্ । স্নেহস্বরূপরূপজমালোলতুলনীভ্রমম্ ।

অরুচবিনতাপুত্রং দশার্শাদিতিরচ্যুতম্ ॥ ৩২

দর্শনোপাদিত'নন্দভারনস্ত্রেব সা তদা । প্রণতাদিতিরেবাহং দেবমাতাভিঃ কুংখিনী ॥ ৩৩  
 কাহমঙ্গমতিবোং কিং তং ত্রৈলোক্যানারকঃ । বনুগ্রহস্বভাবাত্মা প্রাপ্তোহসি মম দর্শনম্ ॥  
 তস্মাৎ ত্বাং প্রণমামীশং কমলাপতিমবায়ম্ । অভীষ্টপুরুষকৃন্তু স্বভাবেনৈব কিং বদে ॥ ৩৫

প্রদীপ লোকেশ জগন্নিবাস স্থৌলেন সৌন্দর্যেণ চ ব্যাপৃতাত্মন ।

জপ্তস্ত্রিলোকেষু স্বতঃ প্রসিদ্ধস্তং কালরূপী জগতাং বিধাতা ॥ ৩৬

তং নন্দরূপী জগদেকবন্ধুরতর্কাক্রপো ভগবাননন্তঃ ।

কুটস্থ আদ্যঃ পুরুষঃ পুরাণো মহানলাত্মা শশিসূর্য্যারূপঃ ॥ ৩৭

যন্তং হি দোণেন দৃঢ়েন যোগিভিঃ প্রলক্ষ্যানে বিস্তররূপঃ ।

বপুঃসু সর্গেযু ভবাননেকো বহির্ঘণা দাক্ষম্ভে নমোহন্তঃ ॥ ৩৮

মৃত্যুভয়ে স্বাক্ষরকবোধরূপিণে স্বরূপিণে সৰ্ব্বজন্মে যত্নম্

তস্মৈ নমস্তে গুরবে পরাগবে মহাত্মনে বেদমতঃ বিকো ॥ ৩১

শ্লোক উবাচ ।

ইত্যাদি স্তবজীং দেবমাতঃ তপসা কৃশাম্ । উচে মধুরা বাচা দৈবকীন্দনোৎপত্তিহ্ম ॥

হরিরূবাচ ।

বরং বৃণু মহাভাগে বরদোহ্মি তবাগতঃ । তপসা পরিতুষ্টোহ্মি স্তবোনানেন চানবে ॥

অদিতিরূবাচ ।

নারায়ণ নমস্তেহস্ত শঙ্খচক্রগদাধর । অহং বরাধিনী সত্যং কৃণু দেবো বরপ্রদঃ ॥ ৪২

অন্তর্ধামী ভবানু কাম্যাসং পুচ্ছতি বিশেষবিৎ । স্বয়মেব হৃদিহং মে জানীব্বেহম্মন ॥

স্বয়ং মে হৃদয়ং জ্ঞাতা বরং দেহি যথোচিতম্ ॥ ৪৩

অহস্ত বরদেধানং ত্বাং মোক্ষপরিষেবিতম্ । ন বক্ষ্যামি বৃথাবাক্যং রাজ্যাদিষাচনার্থকম্ ॥

বহুধা বাসনা দেব শরীরধারণাকলম্ । তস্মৈ প্রাহিতং জীবং নৈব ভাজতি দুস্ত্রাজম্ ॥ ৪৫

তস্মাৎ তস্মৈব বিজ্ঞেয় বরোদেহো যথাক্রিতি । মমাত্তিপ্রায় এষোৎপাদ্য প্রাপ্যামি যথোচিতম্

হরিরূবাচ ।

তথাস্তদেবমাতস্তে যত্না বাহ্লিতং হৃদা । ইচ্ছাদয়ন্তে পুত্রা বৈ রাজ্যং প্রাপ্যান্তি নাস্তথা ৪৭

তব গৰ্ভে লব্ধজনা রাজ্যং বলিস্তং তব । দাস্যামি তব পুত্রায় পুত্রিষ্ঠায় সৰ্ব্বথা ॥ ৪৮

শ্লোক উবাচ ।

এবং ঋয়া হরের্বাক্যং দেবমাতাদিতিস্তদা । কম্পমানহুদা ভীতা হরিং বচনমবয়ং ॥ ৪৯

অদিতিরূবাচ ।

প্রভো বিশেষ বিশ্রাজ্জানু বরবীণং মত্তং মম । কথং ত্বাং ধারয়িষ্যামি স্বগৰ্ভে জগদীশ্বরম্ ৫০

তং বিশ্বমুর্দ্ধিভগবানু বিশ্ববাণী পূমানু পরঃ । যন্ত তে লোমকৃপস্বে ত্রক্ষাণ্ডপ্রচয়ঃ প্রভো ।

ত্বাং কথং ধারয়িষ্যামি স্বগৰ্ভে জগদীশ্বরম্ ॥ ৫১

অহস্ত রূপণা যোনিং তাপনী চ কুশোদরা । কথং ত্বাং ধারয়িষ্যামি স্বগৰ্ভে জগদীশ্বরম্ ॥ ৫২

প্রসীদ জগত্যা নাথ গোবিন্দ পুরুষোত্তম । বরো বরং বিরমত্যাং কথং ধার্যো ময়া ভবানু ॥

ভগবানুবাচ ।

মাতৈর্দ্যাভদৈবমাতঃ কথং মাং ন ধরিষ্যসি । মাং তে গৰ্ভুং কথং চিস্তে ভয়ং প্রাবিশদত্র হি

অহংজগদীশানঃ প্রবেক্ষ্যামাদরে তব । ইতি হৃদপি শক্তাস্তা গৰ্ভুং মাং জর্যে স্বকং ॥ ৫৫

সৰ্ব্বভঃ সমচিন্তাস্তা সদা সর্কোপকারকঃ । সত্যবাদী ক্ষমশীলো মাং ধারয়তি বৈকুণ্ঠঃ ॥ ৫৬

দুঃখেষু দ্বিগমনাঃ সুখেযু বিপত্তস্পৃহঃ । সৰ্ব্বজনমভ্যাবো যঃ সমাং ধরতি নিত্যশঃ ॥ ৫৭

পিতৃমাতৃঃ পিতৃকরো গুরুভক্তঃ প্রিয়বদঃ । শিবপুত্রায়তঃ সাধুর্দ্যং ধারয়তি নিত্যশঃ ॥ ৫৮

ভোক্তেন শরনে যানে কথনে পুণ্যকর্ম্মহু । যঃ সদা মৎপ্রিয়ং কর্ত্তা স মাং ধরতি নিত্যশঃ ॥

যঃ পুরাণার্ণবজ্ঞানু সাধুসঙ্গসমীহকঃ । ভুলসীধারণপরঃ স মাং ধরতি নিত্যশঃ ॥ ৬০

যঃ পুমান্ পুত্রবিতার্কো পদ্মপত্রজলোপমঃ । স বৈ ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ স মাং ধরতি নিত্যশঃ  
 পদ্মান্নানরতো যন্ত ব্রাহ্মণে ভক্তিসংযুতঃ । স বৈ ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ স বৈ ধরতি নিত্যশঃ ॥৬২  
 যন্ত ক্রমাক্রমালোবানু ক্রমবিহ্বলপুত্রকঃ । স বৈ ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ স মাং ধরতি নিত্যশঃ ॥৬৩  
 যন্তীপাঠনিরতকণীজপপরায়ণঃ । স বৈ মহাভাগবতো মাং ধারয়তি নিত্যশঃ ॥ ৬৪  
 যঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ স্বয়ং ধৰ্ম্মানচরেন্থংসমাশ্রয়ঃ । স বৈ ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ স মাং ধরতি নিত্যশঃ ॥  
 যো বৈ মনীষনামানি সদা গায়তি নিত্যশঃ । স বৈ ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ স মাং ধরতি নিত্যশঃ  
 রামনারায়ণানন্ত মুকুন্দ পুরুষোত্তম । ইতি গায়তি যো নিত্যং স মাং ধরতি নিত্যশঃ ॥৬৭  
 পদ্মনাভ কৃপানাথ গুরো ঐশ্বর্যোত্তম । ইতীরয়তি যো নিত্যং স মাং ধরতি নিত্যশঃ ॥৬৮  
 গরুড়ধ্বজ গোবিন্দ মধুসূদন কেশব । ইতীরয়তি যো নিত্যং স মাং ধরতি নিত্যশঃ ॥৬৯  
 শিব শঙ্কর ক্রমেশ নীলকণ্ঠ ত্রিলোচন । ইতীরয়তি যো নিত্যং স মাং ধরতি নিত্যশঃ ॥৭০  
 বৃষকেতো ভবেনান কীৰ্ত্ত পার্ব্বতীপতে । ইতীরয়তি যো নিত্যং স মাং ধরতি নিত্যশঃ ॥৭১  
 চন্দ্রমৌলে বাসুদেব হরে হর হরিংপতে । ইতীরয়তি যো নিত্যং স মাং ধরতি নিত্যশঃ ॥৭২  
 মহাবিপত্তিযুক্তোযপি যো নগৰ্হংজহাতি বৈ । স বৈ দেবপ্রিয়ো নিত্যং স মাং ধরতি নিত্যশঃ  
 কর্ণভূমিমাং প্রাপ্য যো মাং ভজতি ভক্তিমান্ । স বৈ দেবপ্রিয়ো জ্ঞেয়ঃ স মাং ধরতি নিত্যশঃ  
 হুর্গতি ভঙ্গকালীতি বৈকবী চতিকেতি চ । মুদা গায়তি যো নিত্যং স মাং ধরতি নিত্যশঃ  
 পতিপূজাপরা যা জী সন্তজা চ দদায়িতা । সুকীলা নাগ্চিহ্না চ মাং ধরতি নিত্যশঃ ॥৭৬  
 অহং মহানহং দীর্ঘো বামনোহমহং কৃশঃ । স্তূলকান্ধমগুচ্ছাহং স্ক্রগপন্ত ক্লগপকঃ ॥৭৭  
 বাদৃশং মাং বর্জুশীশা ভবিষ্যি বৃগুং তৎ । তেন রূপেণ তে সাধি ভবিষ্যামি সূতোহদিত্তে  
 অদিত্তিকবাচ ।

বরনো যদি মে দেব বরাহী যদি বাপ্যহম্ । তদা মে বামনো ভূত্বা পুত্রত্বং বাহি কেশব ॥৭৯

নাভিস্থলো নাভিকূশো যথা ত্বাং বর্জুগুংসহে ॥৮০

স্বয়ং বামনকো ভূত্বা ষণ্ডরিষা বলিং হরে । ইক্ষন্ত রাজ্যমিচ্ছায় দাতুমহঁসি কেশব ॥৮১

মদগর্ভে তব জাতস্ত বলিং ষণ্ডয়তস্তথা । কীৰ্ত্তিষ্ঠে বিপুলো লোকমলয়া ভাগবিদ্যাতি ॥৮২

শুক উবাচ ।

ইত্যুক্তো দেবমাত্ৰা স হরির্মারায়ণঃ প্রভূঃ । শিবগানায়ষ্টদেহো দেহার্বা ত্বাং তথোতি বৈ ॥

উক্তা চান্দর্দধে সদাঃ পশুন্ত্য অদিত্তেঃ পুরঃ । অদিত্তিষ্ঠ যথো কালে সেবিতুঃ কস্তপংপতিস্

ইতি বৃহজ্জপ্পুরাণে মধ্যখণ্ডেহদিত্তিবরপ্রাপ্তিনাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

## ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

শুক উবাচ ।

অথ কালে দেবমাতা দেবী কশ্চপভাবিনী । কশ্চপাংক উমাংস্ত প্রাচী দ্বিবিব ভাস্করম্ ॥ ১  
অদিতিং গর্ভিণীং শ্রদ্ধা নরো শক্রানয়ঃ সুরাঃ । স্তোভুং প্রচক্রমুর্বিহুমলক্ষ্য। অসুরাদিভিঃ ॥২  
দেবা উচুঃ ।

ঐ নমঃ কৃষ্ণায় জগদেকনাথায় গোবিন্দ পুরুষোত্তম বাহুদেব নিখিলজগদধমজ্যোত্তমাত্মক  
বিবিধপাপনিচয়নিধনকর ভাস্কর দেবাধিদেব বৈকুণ্ঠ পুরুষোত্তম সকলস্বরমরকিম্বরগণশরীরেযু  
ব্রহ্মনন্দমুঃশ্রবণরসজ্যোত্মাণাধিত্যজে জাননরপায় বাক্যপানিপাদপায়ূপহমনোংঘিত্যজে  
কর্ণরূপায় মহাত্মনে ত্রীপত্যে নির্ঝলায় তে নমঃ ॥৩

শুক উবাচ ।

এবংগাহরহর্দেবাঃ স্তবস্তি জগদীশ্বরম্ ॥৪

কালে প্রাহুরভূদেবঃ কশ্চপস্ত গৃহে প্রভুঃ । ভবায় বিপ্রদেবানামভবায় বলেরপি ॥ ৫  
ভায়ে মানি নিতে পক্ষে বাদস্তাং বিজপুদেব । শ্রবণানন্দব্রহ্মতে মুহূর্তেংভিজিতি প্রভুঃ ॥৬  
অদিতিঃ কশ্চপশ্চাপি হরিং দদৃশুতুস্তথা । চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপন্নৈর্বিরাজিতম্ ॥৭  
মণিা কোস্তভাখ্যেণ জাহ্নল্যামানবক্ষ্যম্ । কুণ্ডলোক্তাগিগণ্ডকং কৃষ্ণং ত্রীবাং মলাঙ্কনম্ ॥৮  
গীতাধরং রক্তবর্ণং ব্রহ্মেন্দ্রাদিভিরীড়িতম্ । তং দৃষ্টীভ্যভ্যুতং দেবং প্রণামং চ কশ্চপঃ ॥৯  
কশ্চপ উবাচ ।

ঐ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় হরয়ে পরমাত্মনে । প্রণতক্ৰেণনাথায় ত্রীনাথায় নমো নমঃ ॥১০  
অদিতিক্রবাচ ।

তন্মৈ নমস্তে কৃষ্ণায় হরয়ে পরমাত্মনে । অজায় চাদিতেয়ায় কাশ্চপায় নমোংস্ত তে ॥ ১১  
নমস্তে পুণ্ড্রিগর্ভায় কৈবল্যাপত্যে নমঃ । দেববদিতপাদাজ নমস্তভ্যং নমো নমঃ ॥১২  
স্মৃতাশ্চিনাশকানস্ত দেব পদ্মবিলোচন । নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমো নমঃ ॥১৩  
ইদং ব্রহ্মাণ্ডমখিলং ক্রীড়াগেহুকমেব তে । নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমো নমঃ ॥১৪  
বিকো তব কৃপা বস্ত পরমানন্দবর্ধিনী । নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমো নমঃ ॥১৫  
তপন্তে বস্ত জদয়ং ভক্তিস্তে বস্ত দর্শনম্ । নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমো নমঃ ॥১৬  
পরমায় নিকলাং সূক্ষ্মায় প্রাপ্য যশ্চাত্মনি হিতঃ । নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমো নমঃ  
প্রাণায়ামাদিনির্দুঃখকল্যায়ো যং সমীক্ষতে । নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমো নমঃ ॥১৮  
চক্ষাদিত্যো দূরো বস্ত ব্রাহ্মণা বস্ত বৈ মুখম্ । নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমো নমঃ ॥  
নিক্ষিপ্তোংক্ষিপ্তবিক্ষিপ্তপ্রতিক্ষিপ্তা বয়ং পুনঃ । নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমো নমঃ ২০  
অগ্নির্বস্ত মুখ্যাস্ত কর্ণো বস্ত বিশো দশ । নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমো নমঃ ॥২১  
বায়ুর্বস্ত স্বয়ং শালো মায়া হান্তকং বস্ত বৈ । নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমো নমঃ ॥২২

পৃথী যজ্ঞাননং সত্যং লোকো যুক্টমেব বৎ । নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমো নমঃ ॥২৩  
 দক্ষিণা চোত্তরা দিক্ চ ভূজো যজ্ঞা মহাবলো । নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমো নমঃ ॥  
 মাসাএং যজ্ঞ পূৰ্ণী দিক্ পৃষ্ঠং যজ্ঞ চ পশ্চিমা । নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমো নমঃ ॥  
 যজ্ঞাজ্জাকারিণো বায়ুর্হৃদ্যচক্ষুঃপরাধ্বনাঃ । নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমো নমঃ ॥ ২৬  
 ত্রৈলোক্যং লজ্জিতং যেন চূর্ণজ্বাশামনেন বৈ । নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমো নমঃ ॥  
 যন্তোদরস্থং সকলং ত্রৈলোক্যং ভূৰ্ভুবাদিকম্ । নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমো নমঃ ॥  
 যুধবাহুকপাদেনভো বর্ষা যজ্ঞা বভূবিরে । নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমো নমঃ ॥২০  
 মননক্ষুঃশ্রুতিতৃপ্ত্যো যজ্ঞাত্ববন্তথাশ্রমাঃ । নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমো নমঃ ॥৩০  
 মহেন্দ্রীর্ষা যঃ কূটঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপুং । নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমো নমঃ ॥ ৩১  
 আদিত্যাকোটিবর্ণো যো যোহতীতো নিখিলন্তমঃ । নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমো নমঃ  
 এক উর্ধ্বরিতো যন্ত কলান্তে মহতি ধ্রুভুঃ । নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমো নমঃ ॥৩৩  
 এতানেন বৈ নৈব ত্মনস্তপ্তবশস্তিমান্ । নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমো নমঃ ॥৩৪  
 ত্রিগুণানামপার্ক্যায় স্রষ্টাদি কুরুষে চ যঃ । নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমো নমঃ ॥৩৫  
 তন্ত্বেচ্ছাযুগতো যন্তঃ মম গর্ভগতোহতবঃ । নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমো নমঃ ॥৩৬  
 গর্ভে জাতোহসি মে দেব গর্ভহুঃশ্রবিরজ্জিতঃ । গর্ভহুঃখবিমোচী ত্বং পুত্রবৃদ্ধির্ন তেহন্ত মে  
 ব্রহ্ম পুত্রঃ পিতা মাতা গুরুত্ব পরদেবতা । ভাৰ্য্যা পতিশ্চ শিষ্যশ্চ সর্গরূপো ভবান্ পৃথক্ ॥  
 শুক উবাচ ।

ইতি শ্ববস্তীমদ্বিতিং ভগবান্ দেবমাতরম্ । যোচনঃ কিল হৃথানং জগাদ বিজপুস্তব ॥ ৩৯  
 ভগবানুবাচ ।

মাতরেবং যদেবাথ তত্তদেব নচাত্মথা । এযোহং বামনো ভূতন্ত্বংকার্য্যার্থং সমাধন ॥৪০  
 শুক উবাচ ।

ইত্যুক্তা তৎক্ষণাদেব বিভূজো বামনোহতবৎ । কশ্চপন্তস্ত মঙ্গলাং চকার বহুধা যুনে ॥৪১  
 সর্গমঙ্গলপূর্ণোৎপি সমুদ্র ইব পর্শপি । জবাকুম্ভমঙ্গলাশঃ কাশ্চাপেন্নো মহাদ্রাতিঃ ॥৪২  
 বরাজ বামনো বালঃ কশ্চপাদিত্তিবেশ্বনি । চকার নামকরণং তন্ত বালস্ত কশ্চপঃ ॥ ৪৩  
 ইন্দ্রাযুজহাদুপেন্নো বামনম্বাচ বামনঃ । কাশ্চপিশ্চাদিত্তেন্নক রক্ত ইত্যপি নামতঃ ॥৪৪

ত্রেতাযুগেহবতীর্ণোহনো রক্তবর্ণশ্চ বামনঃ ॥ ৪৫

ততঃ কালে গুতে কাপি নিশ্চিত্যোপনমার্য্যতাম্ । স্বযানু দেবাস্তথা মঙ্গলা সংকর্তুং পুত্রমুদ্যতী  
 জাহ্নব বহিঃ সংশুভঃ হত্যা বিধিবদেব চ । বৃহস্পতির্যজ্ঞহৃত্রং দদৌ তস্মৈ হুলসিতম্ ॥৪৭

সবিতা স্বরমাগত্য গায়ত্রীং প্রদদৌ বিজ ॥ ৪৮

অথ দেবী সমাগত্য পার্কীতী শিবমুন্দরী । দদৌ তিষ্ণাং বামনায় বটুমানবকার বৈ ॥৪৯

পার্কীত্যাচ ।

বিপ্র ভূভ্যং প্রবচ্ছামি তিষ্ণাং তে প্রথমমহম্ । ত্বৎ প্রতিগৃহাণেমাং জরামরণহারিশীম্ ॥ ৫০

বামন উবাচ ।

মাত্তর্ভগবতি শ্রেষ্ঠাং ভিক্ষাং মে দৈতি পার্শ্বতি ॥ ৫১

শুক উবাচ ।

ঐ স্বতীতি সত্বং প্রোচ্য ভগবান্ বটুবামনঃ । অসুষ্ঠানামিকাভান্ন গৃহীত্বা তস্তু বৈ কিমং ৫২

মূর্খা ববন্মে চেতোব প্রতিজগ্রাহৈ জৈমিনে ॥ ৫৩

ততো দৌঃ প্রদদৌ চ্ছত্রং পাত্ৰকেপ্রদদৌধরা । ভিক্ষাপাত্ৰং দদৌ শত্ৰুঃ কৌশীনৰ্গলমন্তঃম্  
দণ্ডং বৈণবং প্রাদাৎ প্রজানং যমনৌ যমঃ । ব্রহ্মর্ষয়ো দহর্দভান্ ব্রক্ষা প্রাদাৎ কমণ্ডলুম্ ।

গিরমন্তুলকং গুরুমূর্খপুত্রঃ বিরাজিতম্ ॥ ৫৫

এবং পরমতেজস্বী ভূহা বটুবামনঃ । ররাজ রাজরাজস্ত কির্তো রাজেব চাপরঃ ॥ ৫৬

ততঃ স বামনৌ বিপ্রঃ কুত্ৰা পরিসমুহনম্ । মাতরং পিতরঞ্চৌভৌ প্রণনাম ক্রমাদ্গুপ্ত ॥ ৫৭

ব্রহ্মাদিদেবতাঃ সর্গাঃ স্বধীন্ সর্গানবৈকদা । ব্রাহ্মণেভ্যা নম ইতি প্রণনাম মহাপ্রভুঃ ।

• প্রথম সর্গানিতোৎসং প্রাঞ্জলিঃ প্রজগাদ বৈ ॥ ৫৮

বামন উবাচ ।

অহং ব্রহ্মমি গুরুষু যুগং তত্রানুমোদত । সমাহৃত্য পুনঃ সর্গান্ ব্রক্ষ্যাম্যহমুপাগতঃ ॥ ৫৯

শুক উবাচ ।

ইতাকুা যাতি তনয়ে চিন্ত্যমামান চাদিতিঃ । অন্ত্রে চ কশ্চপাদ্যা বৈ যথাযোগ্যমচিন্তয়ন্ ॥

অয়ং দেবোৎবাহো বিহুঃকশ্চপান্ভজৌ যম । মহাপ্রভাবোবিপ্রোহুদুদ্যাতি বস্তং গুরাবপি  
কীদৃশেন হ্যাপায়েন বলিঞ্চ মোহয়িষ্যতি । ইক্ষ্যাম রাজাং তদগ্রন্থং কথমেব প্রদাস্ত্যতি ॥ ৬২

অরক্ত বামনৌ বালৌ ব্রাহ্মণৌ নৃভনৌহপি চ ॥ ৬৩

কথং দানববৈভ্যানাং পতিং তং বলিনামকম্ । ঋগ্নিষ্যতি রুদ্রায়া দেবা উবেজিতা যতঃ ॥

মন্ত্রে হস্ত ভেজসৈব মুক্কৌ বৈরোচনৌ বলিঃ । সর্গং রাজ্যমমুখৈ তু দাস্ত্র্যতোষ ন সংশয়ঃ ॥

অয়ং পুনর্দানলক্ সর্গমিক্ষ্যাম দাস্ত্যতি । বলিস্ত দাতা ধর্ম্মায়া দণ্ডমর্হতি নৈব হি ॥ ৬৬

ডেনায়ং বিপ্ররূপেণ শত্রুর্ধে ভিক্ষয়িষ্যতি ॥ ৬৭

এবং চিন্তয়তাং তেষাং বামনৌ বিপ্রনন্দনঃ । কতিচিদ্ব্রাহ্মণৈঃ সার্কং যযৌ গুরুনিবেশনম্ ॥

তত্র সর্গানি শাস্ত্রাণি পপাঠ বটুবামনঃ । বৃহস্পতির্ব্যাকরণং পাঠয়ামাস তং তদা ॥ ৬৯

ততো দেবান্তমৌমাংসে শ্রায়পাত্ৰলৌ তথা । সাংখ্যং বৈশেষিককাপি পপাঠ দর্শনানি বটু

ততঃ পপাঠ সর্গানি স্মৃতিশাস্ত্রাণি ব্যকৃপতেঃ । আগমাদ্বিগমাংস্চৈব পুরাণানি পপাঠ চ ॥ ৭১

শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং মিত্রজং জ্যোতিষাং চিতিঃ । হনুমাং বিচিত্তিক্টৈব যড়কৌ বেদ ইবাতে

সর্গং কশ্চপপুত্রোৎসৌ পপাঠাস্মিন্নানুভবোঃ ॥ ৭২

এবমল্লেন কালেন বিদ্যাঃ সর্গাঃ অধীতবান্ । গুরুদক্ষিণয়া জীবং হনুশ্যামাস বামনঃ ॥ ৭৩

বামন উবাচ ।

বৃহস্পতে মহাত্মান ভরো শাস্ত্রাণি মে ভবান্ । অধ্যাপয়দক্ষিণয়া কয়া স্তাং নিগ্ধয়িষ্যমি

একমণ্যক্ষরং যন্ত গুরুঃ শিথোসমর্পমেৎ । ত্রৈলোক্যে নাস্তিতত্ত্বজ্ঞব্যং যদত্মা সৌহৃদ্যগোভবেৎ  
যদি তত্র গুরুর্দেবঃ প্রদীপতি কিল স্বয়ম্ । তথা স্বরূপং বৈ ভব্যং দক্ষিণাধীশ কল্পতে ॥ ৭৬  
ত্বমে সর্গশাস্ত্রাণাং জ্ঞানদাতা প্রদীপ মে । অহং জ্ঞানো কিমভীঃ তত্ত্বমেব বৃহৎপতে ॥

গুরুব্যাচ ।

তথানু ব্রাহ্মণপেণ হৃদভীর্ণোহখিলেশ্বরঃ । লোকযাত্রামুহুরীণো বিদ্যাঃ সর্গাঃ পপাঠ বৈ ॥  
সর্গশাস্ত্রস্ত কৰ্তা ত্বং সর্গলোকপতির্ভবান্ । লোকাভীতো ভবানেশ প্রাপ্তোহসি ভগবান্ ময়া  
অতঃপাঃ দক্ষিণা কা যৎ ত্বাং প্রাপ্য পরং স্মৃহে । যদৰ্শমবভীর্ণোহসি দক্ষিণা পরমৈব সা ॥  
অতরাভ্যাঃ পুনঃ শত্রুঘ্নতো বাসং প্রাপ্সাতে । প্রসন্নোহহং গুরুস্তে বৈ গচ্ছ যত্র প্রয়োজনম্  
শুক উবাচ ।

ইত্যুক্তেনৈব গুরুণা বামনোহদিতিনন্দনঃ । গুরুং প্রণম্য প্রযযৌ কতিচিদ্ব্রাহ্মণৈঃ সহ ॥ ৮২

ইতি বৃহৎসংখ্যাপুরাণে মধ্যখণ্ডে বামনচরিতে বামনজন্ম নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

### শপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

শুক উবাচ ।

পঞ্চজ্ঞ ব্রাহ্মণান্ বিপ্র বামনোহদিতিনন্দনঃ । বিজ্ঞাতার্থোহপি ভগবান্ লোকযাত্রামুষ্ঠিতঃ  
বামন উবাচ ।

অহং ভূমিতিক্ষার্থী ভগঃস্থানায় সস্ততি । কো মে দাস্ততি বৈ ভূমিং যত্র ভক্ষ্যামি ভাপনঃ  
ব্রাহ্মণা উচুঃ ।

অধুনা সকলা ভূমিবলোর্বৈরোচনস্ত হি । সৌহৃদ্যেণ যজ্ঞতে তীরে নৰ্মদায়্য অথোত্তরে ॥ ৩  
স ভূত্যাং দাস্ততে ভূমিং যজ্ঞা দাতা বিজপ্রিয়ঃ । ত্বং গতা ধনু যাতস্ব ধরাং স্বাৰ্থস্ত সাধনীম্  
শুক উবাচ ।

এবমেবেতি চোক্ত্বাসৌ বলিং গন্তং মনো দধে । পদে পদে চক্ৰেণ চ বরাণী তস্ত গচ্ছতঃ ॥  
আগচ্ছন্ত ততো দূরাবাসনং তং বলিনৃপঃ । যজ্ঞাসনে হিতোহব্রাহ্মীদৃমিশুলমধ্যগঃ ॥ ৬  
তর্করামাস বহবা কোহয়মিত্যেভ্যম্ ভূপতিঃ । দৃষ্টতে দিবিস্থর্যোহনৌ নোদেতি দিবসে শব্দী  
অয়িমমাত্র সম্পূর্ণঃ কোহয়মশ্রোবতিলক্ষ্যতে । সনৎকুমার এবানৌ দৈব ব্রহ্মহলক্ষণাং ॥ ৮  
ইত্যেবং বহবা তর্কং কুর্ত্তন্তস্ত বৈ বলঃ । উপাজগাম সর্কোবাৎ পশুভ্যাং চালয়ন্ ধরাম্ ।  
বলিন্ত বৈধ্যয়ুৎসাধ্য ভক্তানা ক্ষিপ্তমানসঃ । দীক্ষাসনাৎ সমুত্তরৌ বারিভো বামনেন চ ॥ ১০  
ভতোবজির্বাসমায় দদাবাসনমুত্তমম্ । সৌবর্ণং জলদধ্যাত্বং স ভক্তোবাস বামনঃ ॥ ১১  
তস্ত পাদবহুং রাজা কালয়ামাস বৈ স্বয়ম্ । তৎপাদকালনজলং শিরসা চ দধার সঃ ॥ ১২

যজ্ঞকর্ম পদিত্যজ্ঞা তৎপূজায়াং মনো দধে ॥ ১৩

তৎ পূজয়িত্বা বিবিবদ্রিখলেনাস্তরাঙ্গনা । কৃতাজলিপুটৈঃ হিবা বামনং বলিরব্রবীৎ ॥ ১৪

ব্রাহ্মণাচ ।

স্বাগতন্তে মহাবাহো নমস্তভ্যং মহাক্ষম্ । ব্রহ্মর্ষীণাং তপঃ সাক্ষান্নমদৃপ্তগৌচরো মতঃ ॥  
দাতুমিচ্ছামি তে কিঞ্চিদ্ব্যক্তিতত্ত্বং সংশয়ঃ । ব্রাহ্মণা হি বয়ং স্বল্পং যাচেম বহুনিপুংহাঃ ॥

বামন উবাচ ।

উচিতস্তে বচনং তং প্রহ্লাদপৌত্র পার্থক্যং । অহং যাচক আশ্রিতো যজ্ঞতন্তে মথোত্তমম্ ॥  
নহং দাস্ত্যপি যৎকিঞ্চিদ্ব্যক্তিতত্ত্বং সংশয়ঃ । ব্রাহ্মণা হি বয়ং স্বল্পং যাচেম বহুনিপুংহাঃ ॥

বলিরূবাচ ।

কথং বহুতরং ত্যক্তা স্বল্পং যাচিষ্যতে ভবান্ । অহমাত্যঃ পরো ব্রহ্মস্বরূপভেদজীয়মানঃ বয়ঃ ॥১৯  
মাং প্রাপ্যপ্রাপ্তসর্গার্থো ন ভূমোহর্হতি যাচিষ্যতুম্ । ভবান্ কথং স্বল্পমর্থং নীতান্তং যাচস্মিষ্যতি  
তন্মাত্যং নহং যাচস্ব দ্বীপঃ গিরিমথাপি বা । সাগরং বা স্মিয়ো বাপি প্রাধান্ বা নগরাপি বা  
বনানি বাথ হস্ত্যশ্বরথান্ বা কোটিকোটয়ঃ । মণিমুক্তাস্বর্ণরূপাকোবান্ বা লঙ্কাকোটয়ঃ ॥

অপর্যাপ্তধনঃ কস্যং স্বল্পং দাস্ত্যে ভবাদৃশে ॥ ২২

যজ্ঞ প্রসাদাৎ সর্গা মে বিপুল্য রাজ্যসম্পদঃ । তস্মৈ তে ব্রাহ্মণভ্রষ্টে দাতুং কৃপণতা ন মে  
তস্মাদ্ব্যচকদাত্রোর্নো যোগ্যং যাচস্ব বামন । নোপহাস্তো যথাহং ত্বং স্তাবঃ কল্যাণম্ ॥২৪

বামন উবাচ ।

যজ্ঞং তচ্চি সত্যং তে বদান্তস্ত দয়াবতঃ । কিন্তু দাতা তবান্ যবনান্নমর্ষী চ তাদৃশঃ ॥ ২৫  
অহং তাপসবংশে হি জাতোহল্লার্থেৎসর্গকো নৃপ । ত্বদুপর্যাপ্তমৈশ্বর্যপ্রাপ্তোহস্তেব ন চান্তথা  
স্বল্পং বিস্তরত্বংপর্যাপ্তমপেক্ষয়া । যং তু স্বল্পমহং যাচে পরাপেক্ষত্ব তদহং ॥ ২৭  
ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যধারং স্তাদশব্রহ্মাণ্ডচিস্তয়া । তস্মাৎ কিংহু ত্বয়া জাতং বহুতং স্বল্পতাপ বা ॥  
অর্ধিনো যাদৃশে দ্রব্যে কার্ধ্যং ভবতি ভূপতে । তদেব দেয়ং দাতা বৈ নাত্ স্বল্পাদিত্যবনা  
ন দেয়ং স্বল্পমিত্যেবমিত্যাদ্যতুর্বচস্ত্যজ । স্বল্পং বা বিস্তরং বাপি দাতারো দদতে প্রবম্ ।

অহং তেষাং তু যাচে বৈ ত্বলে দীয়তাং মম ॥ ৩০

বলিরূবাচ ।

যাচস্ব কিং তবাতীষ্টং তদেব প্রায়তে বদ । অজ্ঞাতা তে হস্তপ্রায়ং কথমেতদৃপ্তা বচঃ ॥

বামন উবাচ ।

অহং তপস্ক্রিয়য়ামি বলে ব্রাহ্মণবালকঃ । তদর্থং তে ধরাং যাচে ভূভ্যাং ত্রিপদসম্বিতাম্ ॥  
এতেনৈব কৃতার্থোহস্মি ত্বং সর্গপ্রদো ভবেঃ । নিরীহা ব্রাহ্মণাঃ সর্গো তত্রাহং যাচকস্তব ॥

বলিরূবাচ ।

অহো ব্রাহ্মণদায়াদ অযোগ্যং কিংহু ভাবসে । ন লঙ্কসে বচস্তত্র ত্রিপদসম্বিত্যাচমে ॥৩৪  
সভ্যাঃ শৃণুত নো যুযং কিসেব ভাবতে দ্বিজঃ । অহমেতকঃ কথং কুর্যাং বিবাদঃ পরমং জনাঃ

বামন উবাচ ।

শূণ্ণরাজনু বলে দীর বচো মম সমার্থকম্ । যম্মা যাচাতে তমে দীয়তাং ত্রিপদসম্বলম্ ॥৩৬



যৎ ত্রয়োক্তং বাচনায় দ্বীপবর্ষাদি বস্ত্ত্বৈ । প্রত্যেকং দাতৃকামেন বলিনা কামপুরিণা ।

সমুদায়ফলং তে তৎ ত্রিপদক্ষিণিতো ভবেৎ ॥৩৭

মী চিত্তয় মহাভাগ দানবোগ্যন্ত বাচিতম্ । মৎপাদত্রিকলম্মাননম্মিতাং দেহি মে ধরাম্ ॥৩৮  
বলিক্রবাচ ।

অহো তে বামন বচঃ সূদৃঢ়ং নাপার্বকম্ । কৃতন্তে মত্তিরুংপন্ন্য যাচনেনত্র বিজয়ত ॥৩৯  
সর্ব্বথা বামনোহসি তং তেজসাস্ত্রমিতো মতঃ । কিং কৃত সভ্যা এতস্মৈ বাহুিতার্থঃ প্রদীয়তে  
সভ্যা উচুঃ ।

বদেশ ব্রাহ্মণসূতো যাচতে তৎ প্রদীয়তাম্ । যাচমানস্ত্র চান্নং হি দাতৃর্নাকীর্তিসূচকম্ ॥৪১  
' শুক উবাচ ।

ইত্যেবং নিশ্চিতং জ্ঞাত্বা বামনস্ত্র বচঃ পরম্ । দাস্ত্যামি ধর্ম্মং তে হৃদ্যাং গৃহ্যতামিভ্যাচনঃ  
ইত্যুক্তা জগৃহে রাজা তদ্বিৎসূর্জলভাজনম্ । ভাস্ত্রপাত্রে কুশজলং ত্রিলাংশাদায় বৈ বদা ।

ও তৎসদিত্যাদাহার্য্যং তদা শুকোহভ্যভাবত ॥ ৪৩

শুক উবাচ ।

অহো বিরম হে রাজানু সভামেব দদামি হ । ভ্যজ্যতাং ভাস্ত্রপাত্রঞ্চ বহুব্রহ্মণি শৃণু ব তৎ ॥

দাতা দত্তে বিচার্য্যেব দানং পাত্রঞ্চ সন্তম ॥ ৪৪

জাতোহয়ং তে প্রহীতায়োদানং কিং তচ্চ তেমতম্ । রাজানিচাষিচার্য্যেব কথং কর্ম্মকরোষি ভোঃ  
বলিক্রবাচ । \*

নম আচার্য্য মে তুভ্যং পুরোহিত ভূগৃহহ । তেজসা ধর্ম্মিতোহস্মাদ্য ব্রহ্মরূপেণ ভার্ষব ॥৪৬

জিজ্ঞাসিতং ন মে কিঞ্চিৎপ্র ইত্যেব দীয়তে ॥ ৪৭

ভবাংস্ত্ব যদি জ্ঞানীতে এনং ব্রাহ্মণসন্তমম্ । তস্মাং কথং নামাস্ত্র গোত্রং কর্ম্মপাত্তিপিতম্  
শুক্ৰাচার্য্য উবাচ ।

অয়ং বলে মহাভাগঃ কস্ত্রপাদিত্তিমন্তবঃ । মায়য়া বামনো ভূতো বিহুরেব সনাতনঃ ।

দেবানাং কার্য্যানিদ্ধার্থমবতীর্ণোহপকৃৎ তব ॥ ৪৯

বলিক্রবাচ ।

অহো বিহুরয়ং দেবো হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ । দেবানাং কার্য্যানিদ্ধার্থমবতীর্ণোহত্র মে কথম্ ॥৫০

শুক্ৰাচার্য্য উবাচ ।

ইক্ষন্ত রাজ্যং নিখিলং যৎ ত্বয়া নৃপ ভূজাতে । তদেব ত্বাং ত্রিপাদেন চ্ছলেনৈব প্রযাচতে ॥

ধরামেকপদেনৈব বিতীয়েন দিবং তথা । ক্রমিষ্যতি চ কায়েন সর্ব্বমেব মভ্যন্তলম্ ।

তৃতীয়পাদকার্য্যার্থং নাস্তি বৎ ত্বং প্রদাস্তসি ॥ ৫২

বলিক্রবাচ ।

যৌ পাদাবস্ত দৃষ্টেতে তৃতীয়ো নাস্ত্র দৃষ্টতে । কথমেব ত্রিভিঃ পাদৈর্বাচতে ত্রিপদমূলম্ ॥

পাদৌ বাবেব সর্ব্বেবাং বর্ত্ততে খ্যাতমস্ত্র চ । অবেন বা কৃতো লক্শং তৃতীয়চরণমূজম্ ॥৫৪

গুক্রাচার্য্য উবাচ ।

ইন্দ্ররাজ্যগ্রাহীভূতে ঋণমায় পদবরম্ । রজন্তমঃস্বরূপঞ্চ বরাকম্পানকৃদন্তরু ।

ধৃত্যন্তান্তবাত্রেহ বিহুর্বাশমনরূপম্বক্ ॥ ৫৫

তব বৈ সাদ্বিকাবাক্যাদপরং লভ্যরূপকম্ । জাতং পদং তৃতীয়ং বৈ লব্ধ চৈব প্রকাশকম্ ॥ ৫৬  
অতএব পদান্তস্ত ত্রিণি জাতানি ভূপতে । দত্তা ত্রিণাদপ্যনামগ্রীং ত্বং বুদ্ধ নম্ হ্যাস্মিন ॥ ৫৭

বলিরূবাচ ।

এবমন্ত ভূগুপ্তেই ত্রিণাদচ্ছলনশুকং । তৃতীয়পাদবাসার্থং স্থানং হ্যাস্ততি সর্কষা ॥ ৫৮

নামং দেবোংবিলার্য্য বৈ মন্ত্রিয়ং কিম্ব য়াচতে ॥ ৫৯

কিমন্তঃ পরমন্তীহ ভাগ্যং মম মহত্তরম্ । যদয়ং বামনো বিহুর্থাচতে মাং সনাতনঃ ॥ ৬০  
ইদং সর্কষমুদ্বোধে তচ্চ যদ্যপি যাচতে । পরমোহনুগ্রহো মেহনো কৃত এভেন নাস্তথা ॥ ৬১  
নামং ব্রাহ্মণভক্তিং বর্জ্যেতে মম চেতায়ম্ । স্তোত্রৈশ্চ ব্রাহ্মণো ভূত্বা যাচতে মামতোহস্তিকিম্  
জাতয়ে ব্রাহ্মণায়ামৈ বিকবে যজ্ঞরূপিণে । যাচকায় স্বয়ংঐত্য দদামীষ্টং ন সংশয়ঃ ॥ ৬৩

দদামীতি বচঃ কশ্যাপম মিথ্যা ভবিষ্যতি ॥ ৬৪

গুক্রাচার্য্য উবাচ ।

কচিমিথ্যাপি ধর্ম্মায় নভ্যধাধর্ম্মকুং কচিৎ । যদাদিকবিনা গীতং তচ্ছ্রুত্ব মহামতে ॥ ৬৫  
গ্রীষু নর্ধবিবাহেবু যুগ্মার্থে প্রাপনম্বতে । গোব্রাহ্মণার্থে হিংসার্য্য নানুতং স্তাজ্জুক্তসিতম্ ॥  
তস্যং সর্কষাপচরে মিথ্যাবাক্যং সমাচর । যেন সর্কষরক্ষা স্ত্যং প্রাপরক্ষা চ শাশ্বতী ॥ ৬৭

বলিরূবাচ ।

এবং চেদম্বজ্ঞানীয়ে প্রোক্তমেতৎপুত্রা ন কিম্ । দাস্ত্যামীতি যদা প্রোক্তং তদৈতৎকথিতংত্বরা  
অহো তে মন্তিরাজ্ঞাতা বিহুকার্য্যাম্বুলিনী । চরন্তি ব্রাহ্মণাঃ কেহপি কৃটভাবেন ভূতলে ॥

ভবিভবাং ভবভোব বিকবে দীযতেহখিলম্ ॥ ৬৯

বাহুয়ভাং সতী ভার্য্যা মম বিক্যাবলিঃ প্রিয়ার । তয়া যুক্তোহমীশানমর্জয়ামি সনাতনম্ ॥ ৭০

ন বাহুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যাতে কচিৎ ॥ ৭১

অস্মাকং কুলমেবোংস্থং বিহুর্নারায়ণোংব্যয়ঃ । প্রহ্লাদপ্রাপরক্ষার্থং নরসিংহো বভূব হ ॥ ৭২

শুক উবাচ ।

ইত্যাঙ্ক্য ন বলির্ভূপো জগ্রাহ জলভাজনম্ । তাম্রপাত্রে কুশজলং তিলাংস্তাদায় বৈ তদা ॥

ঔ তৎ সদিভূদাহৃত্য মামপক্ষাদি চোল্লিখন্ । নিকামন্ত সভার্য্যাঃ সন্ দদে এবমুদাহরং ॥ ৭৪

পদপ্রবণমাত্রেণ বামনোহভূদবামনঃ ॥ ৭৫

সাত্ত্বিকং যৎ পদং বিকোরুংপপাত দিবং হি তৎ । ব্রহ্মাভংকোটায়ামান তৎপদং দিবমুৎপতৎ

ব্রহ্মা কমণ্ডলুজলং গদ্যেতি পূর্কসংখিতম্ । দর্শো পদায় তস্মৈ চ বিররাম তদা চ তৎ ॥ ৭৭

রাজসং তৎপদং তস্ত তেন ব্যাপ্তং ধরাতলম্ । কায়েন থক্ত নিচিতিং ললম্বে তামসং পদম্ ॥

তৃতীয়পাদবাসং মে দেহীভোবং ববন্ধ তম্ । বন্ধং দৃষ্টী পতিং ক্লিষ্টং বিক্যাবলিরূবাচ হ ॥

বিক্রাবল্লিঙ্গাচ ।

প্রভো দেব জগন্নাথ পূর্ণপ্রবণকীৰ্ত্তন । বন্ধ কথমর্দো প্রাপ্তঃ সেবিতা ত্বাং বিশ্বজিতম্ ॥৮০  
অহং নিকপটো রাজা বলিবৈরোচনোহম্বরঃ । কথমর্হভানো বন্ধং সেবিতা ত্বাং বিশ্বজিতম্ ॥  
যদব্রহ্ম হানং তে সত্ত্বমপাঙ্গদন্তি চ । শিরো ন সত্ত্বং তচ্চাস্ত গৃহ্যতাং চরণপর্ণিণাং ।

মুক্তোহয়মম্ব্রহ্মাস্ত্রাণ্যাতোহস্ত তব সেবকঃ ॥ ৮২

শুক উবাচ ।

এবং বিক্রাবল্লিঙ্গাণ্যং গৃহীত্বা ন জনাৰ্দ্ধনঃ । তস্ত মর্দ্যপর্ণিমাণস তৃতীয়ং চরণং হরিঃ ॥ ৮৩  
তদা জয়জয়ধ্বানো বভূব কিল মর্দতঃ । মোক্ষমিতা বলিং ভূপং জগাদ মধুরাক্ষরম্ ॥৮৪

ভগবানুবাচ ।

ইন্দ্রায় রাজ্যং সক্ষমং তুর্পিভং বর্ততাং নৃপ । ত্বংপি সূতলং গচ্ছ পিতামহসমমিতঃ ॥৮৫  
অষ্টমেবস্তুর আয়াতে ভবিতেশ্চো ভবানিতি ॥৮৬  
অহং ত্বয়া পরিক্রীতো হ্যস্মি ভেৎহং গদাধরঃ । ত্বয়া সন্দেহিতঃ হ্যাতা সূতলেহপি মহামতে  
হিতা তে বিমলা কীর্তিঃ সর্বস্বদানকারিণঃ ॥ ৮৭  
ত্বতুল্যো ব্রহ্মণঃ স্যঠো ন সন্ ভাবী ন ভূতবান্ । যঃ শত্রবে ব্রাহ্মণায় মর্দ্যো সর্বস্বমাত্মনা ॥  
তদধর্মবতারোহয়ং বামনাখ্যঃ কৃতো ময়া । প্রজ্ঞাদার্পঃ পুরা যদ্বারাসিংহো মহাভূতঃ ॥৮৯  
সমাপ্য কণ্ঠ চারুকং সূতলং প্রবিশ ক্রথম্ ॥ ৯০

শুক উবাচ ।

ইত্যুক্তস্তেন কৃষ্ণেন বামনেন মহাজনা । কণ্ঠ সন্তানসামাস বিদিশিষ্টঞ্চ যং হিতম্ ॥৯১  
বলির্ঘর্যো চ সূতলং পিতামহসমমিতঃ । বিহুস্তান্ত্রর্দধেৎশেন তলে তহো গদাধরঃ ॥ ৯২  
ইত্যেভং পূর্ণাখ্যানং চরিতং বামনস্ত তে । কথিতং জৈমিনে সাধো যথামতি ভবেচ্ছয়া ॥  
ইদং পঠেৎ শৃণুয়াং সর্বপাপিণৈঃ প্রমুচ্যাতে । ধনানী চাপ্ন তে কৃৎস্নং ধনং ধর্ম্ববশস্বরম্ ॥৯৪  
রাজ্যার্থী লভতে রাজ্যং পুত্রার্থী লভতে সূতম্ । বন্ধ্য্য প্রসবযোগ্যো স্তাৎ নরূপাশ্চ নরূপভাম্  
বিদ্যাং ধর্ম্মং তথারোগ্যং প্রদত্তে কলমবায়ম্ । দিনেযু খলু পুণ্যায় পঠেদেভং সমাহিতঃ ॥  
প্রাক্কালে পঠেদেভদেবতারাধনেন চ । আব্রহ্মণ্য বিহুস্ত্র্যো ন মুক্তিং পরমাং লভেৎ ॥৯৭

ইতি বৃহদ্রথপুরাণে মধ্যখণ্ডে বামনচরিতং নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

শুক উবাচ ।

সব্রহ্মণো হরেঃ পাদো যদা ব্রহ্মাণ্ডমন্তকম্ । আক্ষেটিয়ং তদা ব্রহ্মা কমণ্ডলুজলং মর্দ্যো ॥১  
তদা পর্যাণুবানু পাসং হরিঃ সত্ত্বগুণাধরঃ ॥ ২

প্রহরকমলাভঃ স পাণঃ কৃষ্ণ সীতিমান্ । তথৈব তর্হো তত্রৈব গঙ্গা তত্র বভঃ হিতা ॥৩  
হরিতস্বর্দধে তস্ত পাণো গঙ্গাজয়ঃ হিতঃ । তস্মাদপি সমুভূতা গঙ্গারাতা ধরাতলম্ ।

তথা তে বর্ণবিবাসি তদিত্যেকমনাঃ শূন্থ ॥ ৪

পদ্মনাভনাভিপদ্মাদ্রব্যা জাতকতুর্ধ্বঃ । ততো মরীচির্মারীচঃ কণ্ডপস্তংসুতো রবিঃ ॥ ৫  
তস্ত পুত্রো মমূর্জাতঃ শ্রাবণেব ইতি ঋতঃ । তস্ত পুত্রঃ পটুর্জজে ইক্ষাকুরিতি বিক্রতঃ ॥ ৬  
তস্ত পুত্রো বিকৃষ্ণিক বিবৃকেন্ত পুরঞ্জয়ঃ । পুরঞ্জয়াদিনেনাক পৃথুচাতুর্নেনমসঃ ॥ ৭  
পুথোজীতো বিবৃকনিক্কিঃ স্তম্ভাতব্যং হৃতঃ । চক্ষাক্ষাতো যুবানাবঃ শ্রাবস্তস্তংসুতোহভবৎ ॥  
শ্রাবস্তাদ্রহদধোবভূদধুদ্বারস্ততঃ হৃতঃ । ধুদ্বারাদ্ধৃঢ়াধোবভূদ্বারপস্তংসুতোহভবৎ ॥ ৯  
নিকৃডস্তংসুতো জজে বহির্গাধোহভবস্ততঃ । কৃশাধস্তংসুতো জাতস্ততঃ সেনজিমাধ্যাকঃ ॥ ১০  
যুবানাবস্ততো জাতো মাহাতা তনয়স্ততঃ । মাহাতুঃ পুরুষংসক ত্রনদপস্ততোহভবৎ ॥ ১১  
অনরগাঃ স্ততঃশ্রাব্দ্যাবশ ততোহভবৎ । ততঃশ্রাব ইত্যেব ততো জজে ত্রিবন্ধনঃ ॥ ১২  
ত্রিবন্ধনাঃ ত্রিশব্দক হরিতস্বস্ততঃ হৃতঃ । হরিতস্বজ্যোহিতোহভূজ্যোহিতাকুরিতোহভবৎ ॥  
হরিতস্ব স্ততঃপাণঃ সুদেবস্তস্ত চাক্ষজঃ । বিজয়স্তংসুতো জজে বিজয়াদ্ ভরকস্তথা ॥ ১৪  
ভরকা তু হৃকো জাতস্তংসুতো বাহকোহভবৎ । বাহকস্তহুতো জজে সগরো নাবনীর্বাণা  
যে ভার্যো সগরস্তাপি স্মভিঃ কেশিনীতি চ ॥ ১৬

ঔর্ধ্বস্ত চ প্রাদেনে স্মভিঃ সগরান্ পাণ । পুত্রান্ বষ্টিসহস্রাণি কেশিনী ষসমঞ্জসম্ ।

সুযুবে তৈস্ত সগরঃ শুভন্তে রাজ্যসম্পাদি ॥ ১৭

ন পুত্রান্ বলিনো দৃষ্টী পুৰিষীধারণক্ষমান্ । স্ময়ং বহুং মনসক্রে আহুয় ঋষিদেবতাঃ ॥১৮

তস্ত বজ্রহয়ং বিশ্বে জহুর্নাগা অসুয়মা ॥ ১৯

জ্জ্বা তং যজিয়ং সপ্তিং মহাতলনিবাসিনঃ । কপিলস্তান্তিকৈংস্বরক্ষং সমাবিহন্ত সর্গদা ॥২০  
প্রোপ্তবোটকো রাজা বষ্টিসাহস্রমাস্তজান্ । স্ত্রযুজ্ঞাত্যেবধেৎবস্ত তে তথা চক্রুরেব হি ॥২১  
দ্রিষ্য নববর্ষেযু সপ্তবীপেযু চৈব হি । সপ্তবর্ষেযু চাদ্রিষ্য ন প্রাপুর্বিজিয়ং হমম্ ॥ ২২  
।তঃ কুদান্নাশাথ স্ত্রয়ং স্বষ্টী ধরাতলম্ । নিচথ্ হ্রবহতিতৈস্ত প্রাবিশন্ বিবরানপি ॥ ২৩  
অতঃ বিতলকৈব স্ততঃ তলমেব চ । রসাতলং বভূবুস্তে নাপশন্ যজিয়ং হমম্ ॥ ২৪  
মহাতলে বভূবুস্তে নাগা অন্তর্হিতাস্তদা । দদৃশুস্তে মথহয়ং যুনেরেকস্ত সন্নিধৌ ॥ ২৫  
তং তে পিতুর্হয়ং জ্ঞাতা তং যুনিং হয়চোরকম্ । পলায়িতজনে দেশে তং দৃষ্টী তে হতাড়রন্  
দাদৌ চক্রবর্তাহাশ্বান্ চকাদ্যানপানাস্বরন্ । তদা পাদৈরপ্রহাৰ্য্য ভাড়ানামাহুরৈকসী ॥ ২৭  
ততো ভগ্নমমাবিক কপিলো নাম বৈ যুনিঃ । উদ্রিক্মিতা নমনে তান্ দদর্শ ন ভায়মান্ ২৮  
হকারশদনংযুক্তচক্রূর্দর্শনতো যুনিঃ । তৎক্ষণাদেব বৈ ভয়ং চকার তান্ কৃতাপসঃ ॥ ২৯  
তত্কিরিতিভান্ দৃষ্টী সগরঃ শ্বান্ স্ততান্ বহুং । চিস্তয়ন্ নারদাদেবান্ ভাঙ্কু শ্রাব তাস্তথা  
ততঃ ন পৌত্রং সগরং আলমঞ্জসমুত্তমম্ । অংগমস্তং স্ত্রযুজ্ঞৈব দর্শয়ন্ ব্রাহ্মণাত্মকম্ ॥ ৩১  
পির্জামহেন চাক্ষজঃ সোহংস্তমানাসমঞ্জসঃ । তেযাং পত্যন্তসারেন যবো সাগর্মহাতলম্ ॥৩২

বর্ষকপিলং তত্র মহাপুরুষমীশ্বরম্ । অগ্ন্যা দত্তবশেষং প্রোক্ষণিঃ পুনরববাৎ ॥ ৩৩

অন্তমাস্থাচ ।

প্রত্যো বিবেশ বিধায়াং ভগবন্ বিশ্বসত্ত্ব । নারায়ণ স্ত্রীরীডা সাংখ্যযোগপ্রবর্তক ॥ ৩৪  
পিতামহো মে নগরস্তুক্ৰবর্তী মহাবলাঃ । ধর্যাং যজ্ঞতে দেব হ্রস্মেধেন দেবতাঃ ॥ ৩৫  
হয়ং তন্ত মধস্তমং দ্বাধা নাগা মহাবলাঃ । বন্ধুরিতা সমীপে তে নাগা অস্তহিতাঃ কঠিং ॥  
এতদর্থাঃ পিতৃব্যো মে আনতা ইহ তে প্রত্যো । তমোভাবেন পূর্ণান্তে নষ্টোদ্বি কৃতাগলঃ ৩৬  
ব্রহ্মসত্ত্বতা এতে হুর্ভক্তিং পরমাং পতাঃ । অসুগ্রহস্বভাবান্না মোক্ষয়ামু কৃতাগলঃ ॥ ৩৮  
পিতামহপুণ্ড্রাং দাতুমর্হসি মে প্রত্যো ॥ ৩৯

কপিল উবাচ ।

আনমগ্নস তে তত্র নীরতাং যজ্ঞিষ্ঠো হয়ঃ । হসি তদ্বক্ত পিতৃক নগরস্ত মহাজনঃ ॥ ৪০

নষ্টো এতে পুরা হেব স্মৃতিস্ত বৃথাজ্ঞা ॥ ৪১

এবাং মত্তস্বভাবানাং ন কিঞ্চিৎ সাধু বিদ্যাতে । বিনা মদর্শনং তাত নাকলং দর্শনং মম ॥ ৪২  
এতেবাং ধনু সর্কেয়ামুদ্বারানামগ্নস । গঙ্গা যদি সমারাদি ভিত্তা ব্রহ্মাণ্ডমকুতম্ ।

বিকোঃ পদাং পুণ্যজলা ভদৈভেবাং পতিভবেৎ ॥ ৪৩

সী হুরারাদিতা দেবী পার্শ্বতী শিববল্লভা । আরাদিতা চেৎ সারাদি তদা তেবাং পতিভবেৎ  
তত্ৰ আনয়নং তাত কুর বহুতম ভূমদা । সা হমস্তা পতির্দেবী গঙ্গা পাপবত্যাং কিল ॥ ৪৫  
পিতামহতে নগরস্তুদর্শং যত্ববান্ ভবেৎ । তত্কেৎ কার্যসিদ্ধির্ন তদা তং যত্ববান্ ভবেৎ ॥ ৪৬  
যতোঽপি চেৎ তৎ কার্যং তদা পুত্রাদয়ন্তব । আরাদয়েদুর্ভিক্ষাং বৈ তত্র কোৎপাদিরিবাতি  
গচ্ছ নীড়া ক্রতুহয়ং নগরস্ত সমাজ্ঞয়া ॥ ৪৮

শুক উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ কপিলেনৈব নগ্ণা নগরভূপতেঃ । অথং নীড়া বর্ষো যজ্ঞ যাজ্ঞিকঃ নগরো নৃপঃ ॥ ৪৯  
নরপুং পিতৃব্যাগাং হুর্ভিকাপি জৈমিনে । উদ্বারহেতুং দেবোক্তং ভূপতো ন্যস্তবেদয়ৎ ॥ ৫০  
নগরো জাতসর্কারঃ ক্রতুং প্রারদ্ধমার্পরং । গঙ্গামারাদয়ামাস পুত্রাগাং কুশলায় সঃ ॥ ৫১  
নাশকোভ্যাং দুহরাধাং গঙ্গাং বিহুপদহিতাম্ । তন্ত চাংগুমেতে রাজ্যং কালস্ত বশমীরিবান্  
ততর্কৈবাংগুমাং নাম গঙ্গানয়নকামায়া । ভগবন্তেরে বহুং কালান্তানামেতুং ন চাশকৎ ॥ ৫৩  
তন্ত পুত্রো দিলীপোবভূমহারাজোঽতিবার্ষিকঃ । তন্ত পুত্রে দিলীপে স রাজ্যংসর্গমকটকম্  
গঙ্গাকথাং স্মতে দ্বা কালস্ত বশমীরিবান্ ॥ ৫৪

স দিলীপো মহারাজো বহুকালান্তপোচ্চরৎ । নাশকোদ্বৈকবাং পাদাকালাননিরুৎসিজ  
পুত্রে ভদীরথে তন্ত সপ্তবীশেখতাং নৃপঃ । কালপর্যং গতো ধাত্যা দেবীং গঙ্গাং পরং বর্ষো  
রাজা ভদীরথতানো সপ্তবীশেখরঃ কৃতী । স্রুতবান্ পূর্বেকস্তানাম্ হুর্ভক্তিং ব্রহ্মসত্ত্বতঃ ॥ ৫৭  
চিন্তারামান চোদ্যত তেবাং পরমচিন্তয়া । অন্নেনৈব সমারাদ্য গঙ্গাং দেবীং দর্শকং বৈ ॥ ৫৮

ইতি বৃহদ্ধর্ষপুরাণে মধ্যখণ্ডে নগরস্তুভিশাশো নাম অষ্টাদশোঃখ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

## একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিব্রবাচ ।

পূর্বেইপারিতং কথং কথং রাজা ভগীরথঃ । অশক্লোচ্চ্যেন না গঙ্গা ধরণ্যামবতারিতা ॥ ১

তবদশ মহাভাগ প্রোক্তং কোতুহলং মম । কীদৃশং বা তপশ্চরে তদা রাজা ভগীরথঃ ॥ ২  
ব্যাস উবাচ ।

এবমুক্তো জৈমিনিনা শুকদেবঃ প্রহর্ষিতঃ । জগাদ নমু জাবালে গঙ্গাবতরণং পরম্ ॥ ৩  
শুক উবাচ ।

রাজা ভগীরথো নাম দিলীপভদ্রমঃ পুরা । বশিষ্ঠং পরিপ্রচ্ছ সন্দেহেহেম চেতসা ॥ ৪  
রাজোবাচ ।

কথং বশিষ্ঠ ব্রহ্মর্ষে মম পূর্বেপিডামহাঃ । গঙ্গামানসিছুং শক্তা নাভবন্ কৃতপুণ্যকাঃ ॥ ৫  
মহং বা তৈর্ন শক্তং যং তৎ করিষ্যামি বা কথম্ । তবদশ মহাভাগ কথং তেবাং পতির্ভবৎ  
বশিষ্ঠ উবাচ ।

গঙ্গা দেবী হুরারাধ্যা কথমলতপস্তরা । মনুষ্যালোকং ধরণীমান্তান্তি নৃপাতম ॥ ৭

তব পূর্বেইত পূর্ববৈবং তপঃ সঞ্চিতং পরম্ । তৈত্তপোভিঃ কুতৈরৈগ্রেতপসা চ তব প্রভো ।  
চতুর্ভিঃ পূর্ববৈবংসারাবিতা সাগমিষ্যতি ॥ ৮

তব জন্ম তু তেবাং বৈ তপসাং সার্থকারকম্ । সমারাম্য তাং গঙ্গাং সর্কৈবানসিষ্যামি ॥ ৯  
রাজোবাচ ।

গঙ্গা কীদৃক্ কুত্র চান্তে তদর্শং বা কথংহম্ । করিষ্যামি তপো ব্রহ্মংস্তথে বকুমিহাহঁসি ১০  
বশিষ্ঠ উবাচ ।

যোয়া গঙ্গা বেত্তরপা জিনেত্রা বরদা শিবা । অভয়া পদ্মহস্তা চ সীম্বঘটপাদিকা ॥ ১১

চতুর্ভূজা দিব্যরূপা বলন্তী মকরে শুভো । নানাজঙ্ঘারভূষাঢ্যা ক্ষুরংসেরমুবাধুজা ॥ ১২

জালমালা দশ দিশো দীপয়ন্তী মহাপ্রভা । জলংকমকহেহাভা বাসোবুগপিবারিনী ॥ ১৩

কলিকল্পবনংহস্তী পাডু পর্কডকঙ্ককা । এবং যোয়া হুয়া গঙ্গা সরসীয়া মুখপ্রদা ॥ ১৪

ভবিকোঃ পরমং পদং ব্রহ্মাতোপরি রাত্রতে । ভস্মিন্ বলতি না গঙ্গা ভাস্তা ব্রহ্মকমতলম্ ॥

পতিভক্তা মহাপেবো মূর্ত্তা তজাপি ভিত্তি ॥ ১৫

হিমালয়স্ত নিকটে তং মূ তাবৎ তপঃ কুর । দ্যাবস্ত লঙ্ঘ্যসে গঙ্গাং দেবদেবীভির্যুজিতাম্ ॥ ১৬

কুলপ্রদীপো হি তব্যাং গঙ্গাং পরমপাশনীম্ । হুরারাধ্যাং মহাপুণ্যাং লোকেহবতারিষ্যতি ॥

বজ্রলোচাব্যবিকোণাপি ন ভূভো ন ভবিষ্যতি । ত্রৈলোক্যপাশনীংগঙ্গাং বৃকাবতারিষ্যসি

যং তপো বিহিতং পূর্বেইতু পিতাকৃতং হি সৎ । তবানেন বভূবেহ যদপূর্বাভতারকৃৎ ॥ ১৭

কীর্ত্তিতে বিপুল্য পুণ্যা লোকে হ্যন্ততি দিক্‌শা ॥ ২০

বদুব্রজ পরমঃ হুত্বঃ নরদৃগ্গোচরো ভবেৎ । যেষাং পূৰ্ণভুবাং পুংসাম্ব্রাহ্মণ্যাবতারিতা ।

অন্যান্যেনৈত্রিলোক্যে ভবেদ্বব্রজকুসুমিনী ॥ ২১

ভাগীরথীতি তে নামা না গঙ্গা ধ্যাতিমেঘ্যতি । বৎস সার্বো চিরং জীব ক্রিমপূৰ্ণং করিষ্যসি  
নরেন্ত্যো হ্রলভাং গঙ্গাং স্নানভাৎ করিষ্যসি । গঙ্গাপূজাহুগা রাজন্তব্যং পূজা ভবিষ্যতি ॥ ২৩

শুক উবাচ ।

এবং তেন বশিষ্ঠেন প্রোক্তো রাজা ভাগীরথঃ । ভগাম উপাসে ধীমান্ গঙ্গানয়নকারণে ॥ ২৪

একপাদহিত্তোদ্ধিৎ নভোদৃষ্টির্নিরাশ্রয়ঃ । তপন্তেশেৎশমং ত্যক্তা দিব্যান্ ষাণ্শবৎসরান্ ॥

এবং তপস্ততি হ্যগ্রে মহারাজে ভাগীরথে । দেবাঃ সর্গে নিরুচ্ছ্রাণাঃ শিবং গতাঃ শ্রবেণমন্ ॥

দেবদেব মহাদেব চন্দ্রমৌলে মহেশ্বর । ত্রিলোচন নমন্তেংস্ত পঞ্চবক্ত্র নমোংস্ত তে ॥ ২৭

নমন্তে নীলকণ্ঠায় শিতিকণ্ঠায় তে নমঃ । নমো বৃষাকপে ভূভ্যাং তৈরবান্ নমোংস্ত তে ॥ ২৮

সর্কার ক্ষিত্তিমূর্তে তে সর্কাধারায় শাশ্বত । নমস্তভ্যাং নমস্তভ্যাং নমস্তভ্যাং নমো নমঃ ॥ ২৯

ভবায় জলমূর্তে তে জীবনামৃতরূপিণে । নমস্তভ্যাং নমস্তভ্যাং নমস্তভ্যাং নমো নমঃ ॥ ৩০

রুদ্রায় চান্দিমূর্তে তে সর্গদেবযুধায় চ । নমস্তভ্যাং নমস্তভ্যাং নমস্তভ্যাং নমো নমঃ ॥ ৩১

উগ্রায় বায়ুমূর্তে তে প্রাণাপানাদিরূপিণে । নমস্তভ্যাং নমস্তভ্যাং নমস্তভ্যাং নমো নমঃ ॥ ৩২

ভীমারাক্ষসমূর্তে তে ভূভায় বিহুতরূপিণে । নমস্তভ্যাং নমস্তভ্যাং নমস্তভ্যাং নমো নমঃ ॥ ৩৩

পশুপতয়ে যজ্ঞনামমূর্তে লগায় নাথকাস্তনে । নমস্তভ্যাং নমস্তভ্যাং নমস্তভ্যাং নমো নমঃ ॥

মহাদেবায় তে সৌম্যমূর্তে চ অশ্বরূপিণে । নমস্তভ্যাং নমস্তভ্যাং নমস্তভ্যাং নমো নমঃ ॥ ৩৫

ঈশানায় সূর্য্যমূর্তে ভোক্তারূপায় ভাষতে । নমস্তভ্যাং নমস্তভ্যাং নমস্তভ্যাং নমো নমঃ ॥ ৩৬

অষ্টমূর্তে নমস্তভ্যাং নমন্তে কালমূর্তয়ে । নমো ভগবতে ভূভ্যাং প্রপন্নান্ পাহি নঃ প্রোতো ॥ ৩৭

ভাগীরথস্তপস্তন্ বৈ ন যন্তে কিং করিষ্যতি । ভাগীরথস্ত উপাসো মহোপ্রাণ নভয়া বরম্ ।

ভবন্ত্য শরণাপন্ন্য যথোচিতমথো কুরু ॥ ৩৮

ভগবাহুবাচ ।

না চিস্তয়ত বৈ দেবা নারং রাজা ভাগীরথঃ । যুযাক্ষমপকারায় তপস্ততি মহামনাঃ ॥ ৩৯

চিকির্ষুর্ধনয়ং রাজা ভগবতা পুরষিষ্যতে । যুয়ং গচ্ছত নির্ভীতাঃ স্বস্বহানানি হর্ষিতাঃ ॥ ৪০

শুক উবাচ ।

ইত্যাকর্য ভদ্রা দেবাঃ প্রণম্য চন্দ্রশেখরম্ । যদুঃ প্রহৰিতাঃ স্বর্গং গঙ্গাং নন্দায় শকরঃ ॥ ৪১

স্মৃতা গঙ্গা নমাংসতা দেবদেবাং ত্রিলোচনম্ । প্রণিপত্য হিতা তত্র শিবো গঙ্গানামধারবীঃ ॥ ৪২

শিব উবাচ ।

স্বাগতস্তে বরারোহে গঙ্গে পার্শ্বতি সুনরি । যদর্থং ত্বং স্মৃতাঃ সেবি কথামসি শৃণু ত্বং ॥ ৪৩

সূর্য্যবংশোপভবো রাজা বর্ষচারী ভাগীরথঃ । ন তপস্ততি বভেদ ত্বং কথং করসে ন তদম্ ॥ ৪৪

দ্রুমা হি পরমো ধর্ম্মস্তেন শূদ্রাসি মন্ততে ॥ ৪৫

তাং নমারাব্রাহ্মণায়ঃ লগ্নরাংভদ্রদায়ঃ । ন তেমুদৃষ্টিপাতক কৃতবত্যসি পার্শ্বতি ॥ ৪৬

১ সর্বে পরমার্থজ্ঞা জিতান্নানো জিতেশ্বরাঃ । শুভয়ঃ পুণ্যকর্ষণো যজ্ঞানো দানশীলিনঃ  
 ২ যাং চতুর্থাং ভূপানামেক এব তপস্তয়া । ব্রহ্মং ত্বাং শক্যতে কিত্তদ্বজ্ঞ সর্বে কৃতপ্রমাঃ ॥৪৮  
 ৩ তাতং তকাতং দেবি দর্শয় স্বং ভগীরথম্ । ন তপস্ততি বর্ষান্না হৃদর্থে ভ্যক্তজীবিতঃ ।

চিরাধঃপতিতাংস্তস্ত চোদ্ধর প্রপিতামহান্ ॥ ৪৯

শুক উবাচ ।

বমুক্তা তদা গঙ্গা বিঘ্নবদনা শিবম্ । অভ্যভাষত বৈ কিঞ্চিদানমনাক্ষদর্শিনী ॥ ৫০

গঙ্গোবাচ ।

ভো শব্দর দেবেশ কিংমাং তাক্সানি মস্ততে । অহংস্তয়া পরিত্যক্তা কুত্র হ্যস্তানি তে প্রিয়া  
 ত্বেন মহতা দেব তালক্সানি পতিং প্রভো । তাংমাং ভ্যক্তসি ক্সাত্বং সাপরাধানি মস্ততে  
 । মারাধ্যতি রাজানো পাতালগমনায়হি । কথং ত্বমীদৃশে কার্য্যে করোব্যানুমতিং প্রভো ৫৩  
 স্তোপামেন ভংপূর্কানু সমুদ্ধর মহেশ্বর । ন মে পাতালগমমে উপরোধং সমাচর ॥ ৫৪  
 নো ধরাভলে মর্ত্যা অবমংস্তস্তি মামিমাম্ । কথং পাপস্ত গীড়াং ত্বাং সহিষ্যামি মহেশ্বর  
 রাণাং পশুধর্ম্মাণামবমানভন্নাদহম্ । সগরাধিকভূপানং নৈব দর্শনমায়মো ॥ ৫৫

তঃ ক্ষমস্ব মে দেব মোচিতং পতনং মম । পরামুশ ত্বমেবেদং কথমেবং ভবেদমম ॥ ৫৬  
 যিাহংস্তে শিরঃ প্রাপ্তা দৃশ্যেন তস্ত ফলং মতম্ । ভাৰ্য্যা পতিমতিক্রান্তা চাবনীদতানংশমম  
 । হং গতা শিরঃ পত্ন্যালোকনাথস্ত শব্দর । সাহং কথং ভবিষ্যামি পাতালভলগামিনী ॥ ৫৭  
 স্তা মে বসতির্দেব চতুর্ভুক্তকমণ্ডলো । সাহং কথং ভবিষ্যামি পাতালভলগামিনী ॥ ৬০  
 । হং হিমালয়মূতা পার্শ্বভীতি মতা শুভা । সাহং কথং ভবিষ্যামি পাতালভলগামিনী ॥ ৬১  
 । হং শৈলমূতা ভাক্সা ধরাং স্বর্গং গতা সূরৈঃ । সাহং কথং ভবিষ্যামি পাতালভলগামিনী ॥  
 । হং দেবৈশ্চ ভূলভ্যা পুন্নিতা মেক্সমুর্দ্ধনি । সাহং কথং ভবিষ্যামি পাতালভলগামিনী ॥ ৬৩  
 । হং ভাক্সা বপুর্দিব্যং ত্বাং প্রাপ্তুং তনুমাপ্রিতা । সাহং কথং ভবিষ্যামি পাতালভলগামিনী  
 । হং গতা ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মভাণ্ডকৃতালয়া । সাহং কথং ভবিষ্যামি পাতালভলগামিনী ॥ ৬৫  
 । হং বৈকুণ্ঠভবনং গতা চ ভবতা মহ । সাহং কথং ভবিষ্যামি পাতালভলগামিনী ॥ ৬৬  
 । হং জৈল্লৈর্গতির্ভিস্তা মমাতৃহৃদরোস্তরা । সাহং কথং ভবিষ্যামি পাতালভলগামিনী ॥ ৬৭  
 । রাকারাণি যাক্সারং প্রাপ্তা হরিভক্ষ্যবম্ । সাহং কথং ভবিষ্যামি পাতালভলগামিনী ॥ ৬৮  
 । হং স্ত্রমেবদোহিতী কস্তা হিমগিরেঃ শিব । সাহং কথং ভবিষ্যামি পাতালভলগামিনী ॥ ৬৯  
 । ক্সা বাহং ব্রহ্মভাণ্ডং প্রাপ্তা লব্ধং দুরৈঃ পদম্ । সাহং কথং ভবিষ্যামি পাতালভলগামিনী  
 । কারাণি নিরাকারাং জলাকারং গতা যতঃ । অতএব ননী ভূতা পতিব্যামাহমপ্যাত ॥ ৭১  
 । হ্যাক্সৈঃশিরলো দেব নিপাত এব নান্তথা । অত্রোদাহরণেনাহং নিষোজ্যে ভবতৈব হি ॥ ৭২  
 । হং মেপুণ্ডিবানংলকোংবংপাতএব চ । নহন্তোঁকৈঃপরিত্যাপো নহন্ত্যাপো হিনহতে ॥  
 । ত্ভো যদি মুর্দ্ধানং লজে বাতা ধরাভলম্ । তদা মে হর্ষিত্বং স্তাক্সাত্বং বিঘ্নবপ্যাত ॥ ৭৪  
 । মহং রোচতেংজাণি বৈহৃষ্টং পুরোদ্ধমঃ । ক্সানৈব লক্ষ্য সর্গজ ভূলাভাযা হিতা প্রভো ॥



শুক উবাচ ।

এবং করুণবাক্যেন স্নিগ্ধচেতা মহেশ্বরঃ । মধুগ্রন্থিগুণ্ডীরং গঙ্গাং বচনমববীৎ ॥ ৭৬

শঙ্কর উবাচ ।

দেবি গঙ্গে মহাত্ম্যেণ জ্ঞানং হাং মৎপরাধণাম্ । অহং হাং শিরসা বাস্তে মদীভূতাঞ্চ তত্র হি

যদা ভগীরথো রাজা পাঁতালং কথয়িষ্যতি ॥ ৭৮

তদা হং বক্ষ্যামি নৃপং শিবকেশ্যাং পরিষ্যতি । তদাহং পৃথিবীবজ্রা যাস্তামি বিশ্বং ধ্রুবম্ ॥

অনাধারং পতিষ্যন্তীং ধরা ধৰ্ত্তুং ন শক্যতি । মম গীড়া ধরাস্মাকু তদা গীড়া ভবিষ্যতি ॥ ৮০

এবমুক্তো নৃপঃ শৈবো মামপ্যারাধয়িষ্যতি । অহং হাং নিজে মৌলো ধরিয়ামি ন চাত্মথা

কলৌ পাপবনশ্রেণীদাবভূতাভিষ্যামি । ন পাপেভ্যো ভয়ং তে স্তাৎ পাপানাম্ ভয়না ভবে:

কলৌ পাপাশ্রমে কালে কীর্ত্তিস্তে পাপনাশিকা । ভবিষ্যতিজ্জিলোকেশু ত্বং ব্যাপ্তা হিতা ভব

অভিশাপোৎপি তেহন্তোষ মেনকাধেঃ সুদূরৈঃ । অস্মান্ত্যাক্ষা গতা যস্মান্ত্যাত্মাত্মতদধঃপতে:

অতস্তে ভবিতব্যঃ হি নদীত্বং নহু বর্ত্ততে । তস্মাদপরিহার্যেহং ন হং শোচিভুমহিষি ॥ ৮৫

ত্বংপ্রবাহহুগং সর্গং শিরো মম ভবিষ্যতি । সর্গজ স্কলান্ মেবান্ মদা চালোকয়িষ্যামি ॥ ৮৭

প্রাণভ্যাগং করিষ্যন্তি ত্বয়ি যে কৃতনয়ক্রিয়াঃ । তে মযোষ বিলীনাঃস্যাঃ সত্যং সত্যংবদামাহম্

হম্ চাবিধিতং সর্গমুদ্বকথং ক্রিতিস্তথা । ত্বাপ্রভাবং বিজ্ঞেয়ং মা চিন্তয় শিবে কচিং ॥ ৮৮

শুক উবাচ ।

ইত্যুক্তা সা সমাধস্তা শঙ্করা গিরিজা সতী । তথেন্তি হর্ষিতা ভূতা রাজানং ব্রহ্মৈচ্ছত ॥ ৮৯

ইতি বৃহৎসপ্তপুৰাণে মধ্যখণ্ডে ভগীরথতপস্তা নামৈকোনবিশোঃধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

## বিশোঃধ্যায়ঃ ।

শুক উবাচ ।

অথ দেবী তদা গঙ্গা তপস্তত্ত্বং ভগীরথম্ । আত্মানং সৰ্গয়ামান বেতরপাং চতুর্ভূজাম্ ॥ ১

তাং দৃষ্টী ধ্যানমাত্মৈকলদ্ধাং দৃগ্ ভ্যাগ্ ভূপতিঃ । অলভ্যাত্মভবোথেন বহুমেনে নৃপাত্তমঃ ॥

হর্ষাকুলিতসর্গাঙ্গো রোমাঞ্চিতমুখিগ্রহঃ । গঙ্গাদাম্বররা বাচা গঙ্গাং তুটীং ভূপতিঃ ।

সহস্রনামভির্দ্বিধোঃ শক্তিং পরমদেবতাম্ ॥ ৩

ভগীরথ উবাচ ।

অহং ভগীরথো রাজা দিলীপতনয়ঃ শিবে । প্রাণমামি পদমন্তং ভবত্যা অতিদুর্লভম্ ॥ ৪

পূর্নজানাম্ হি পুণ্যেন তপসা পরমেন চ । মরুদ্বর্গোচ্চরীভূতা হং গঙ্গা করুণামরী ॥ ৫

নার্ককংস্থ্যবংশে যে জনপ্রাপ্তংমহেশ্বরী । কৃতার্ণোৎস্নিকৃতার্ণোৎস্নি কৃতার্ণোৎস্নি মনঃপরঃ ॥

নমো নমো নমন্তেঃস্তগন্ধেরাজীবলোচনে । দেহোৎসংসারিকোমেহস্ত নর্কীকৈঃ প্রণমামাহম্  
মহত্নামতিঃ স্তব্ধা বাচং সার্বভৌমামাহম্ ॥ ৮

শুক উবাচ ।

গন্ধাগহন্যনোমোৎসত্তত্তত্ত পুণ্যভেজলঃ । ঋবির্ব্যালস্তথাশুভ্রুপ্ হনো বিধ প্রকীর্তিতম্ ।

সী মূলপ্রকৃতির্দেবী গন্ধা বৈ দেবতেরিতা ॥ ৯

অধমেধনহস্ত রজিম্রশত্তত্ত চ । বাজপেয়শত্তস্তাপি গম্যপ্রাক্ষত্তত্ত চ ॥ ১০

ব্রহ্মহত্যাঙ্গিপাপাণাং ক্লেষে চ পরহুকরে । দীক্ষাপমক্ষলাভে চ বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ১১

ঔকাররূপিণী দেবী শেভা নত্যম্বরূপিণী । শান্তিঃ শান্তা ক্রমা শক্তিঃ পরা পরমদেবতা ॥ ১২

বিষ্ণুরায়ণী কামা কমলোয়া মহাকলা । হর্গী হর্গতিসংহর্জী গন্ধা গগনবাসিনী ॥ ১৩

শৈলেন্দ্রবাসিনী হর্গবাসিনী হর্গমধ্রিয়া । নিরঞ্জনা চ নিলেশা নিকলা নিরহংক্রিয়া ॥ ১৪

এসরা শুক্লদশনা পরমার্ধী পূবাতনী । নিরাকারা চ শুদ্ধা চ ব্রহ্মাণী ব্রহ্মরূপিণী ॥ ১৫

দয়া দয়াবতী দীর্ঘা দীর্ঘবক্তা দুয়োদরা । শৈলকন্তা শৈলরাজবাসিনী শৈলনন্দিনী ॥ ১৬

শিবা শৈবী শান্তবী চ শক্তরী শক্তরধ্রিয়া । মন্দাকিনী মহানন্দা স্বধূনৌ স্বর্গবাসিনী ॥ ১৭

মোক্ষাখ্যা মোক্ষনরপিতৃপুত্রিপ্রদায়িনী । জলরূপা জলময়ী জলেন্দ্রী জলবাসিনী ॥ ১৮

দীর্ঘজিহ্বা করালাকী বিধাখ্যা বিধতোমুখী । বিধকর্ণী বিধদৃষ্টিবিশেষী বিধবন্দিতা ॥ ১৯

বৈকুণ্ঠী বিষ্ণুপাদজমন্তবা বিষ্ণুবাসিনী । বিষ্ণুরূপিণী বন্দ্যা বালা বাণী বৃহত্তরা ॥ ২০

সীম্বপূর্ণা সীম্ববাসিনী মধুরজবা । সরস্বতী চ যমুনা গোদা গোদাবরী তথা ॥ ২১

রেণ্যা বরদা বীরী বরকন্তা বরেশ্বরী । বলবী বলবপ্রোষ্ঠা বাথীরী বারিরূপিণী ॥ ২২

বারাহী বনসংহা চ বৃক্ষহা বৃক্ষসুম্বরী ॥ ২৩

দারুণী বরগজোষ্ঠী বরা বরগবল্লভা । বরগপ্রণতা দিব্যা বরগানন্দকারিণী ॥ ২৪

দ্বা বৃন্দাবনী বৃন্দারকেড্যা বৃন্দাবহিণী । দাক্ষায়ণী দক্ষকন্তা শ্রামা পরমসুম্বরী ॥ ২৫

শিবধ্রিয়া শিবাতাখ্যা শিবমন্তকবাসিনী । শিবমন্তকমন্তা চ বিষ্ণুপাদপদা তথা ॥ ২৬

বেপতিনাসিনী হর্গতারিণী ভারিণীশ্বরী । গীতা পুণ্যচরিতা চ পুণ্যমায়ী শুচিশ্রবা ॥ ২৭

ঈদামা রামরূপা চ রামচন্দ্রকচন্দ্রিকা । রাঘবী রঘুবংশেন্দ্রী সূর্য্যবংশপ্রতিষ্ঠিতা ॥ ২৮

সূর্য্যা সূর্য্যধ্রিয়া দৌরী সূর্য্যামণ্ডলভেদিনী ॥ ২৯

তপিনী ভাগ্যদা তথ্যা ভাগ্যপ্রাপ্যা ভগেশ্বরী । ভব্যোচ্চরোপলক্কা চ কোটিজম্বতপঃকলা ॥

তপস্বিনী ভাপনী চ তপস্বী ভাপনাসিনী । তত্তরূপা তত্তময়ী তত্তরূপা মহেশ্বরী ॥ ৩১

বৃহদেহজ্বাকারী শিবগামাযুতোভবা । আনন্দম্রবরূপা চ পূর্ণানন্দময়ী শুভা ॥ ৩২

কোটীসূর্য্যপ্রভা পাপকাস্তসংহারকারিণী । পবিত্রা পরমা পুণ্যা ভেজোৎসাহা শশিপ্রভা ।

শশিকোটীপ্রকাশা চ ত্রিজগদীপ্তিকারিণী ॥ ৩৩

ভাতা নত্যস্বরূপা চ নত্যজ্ঞা নত্যসম্ভবা । নত্যজ্ঞা নত্য শ্রামা নবীনা নরকাস্তকা ॥ ৩৪

মহেশ্বরী দেবেন্দ্রী মহপ্রাকী মহলপাং । লক্ষবক্তা কপাদা লক্ষহস্তা বিলক্ষণা ॥ ৩৫

সদা নৃতনরূপা চ দুৰ্লভা সুলভা শুভা । রক্তবর্ণা চ রক্তাক্ষী ত্রিনেত্রা শিবসুন্দরী ॥ ৩৬  
 ভঙ্গকালী মহাকালী লক্ষ্মীর্গগনবাসিনী । মহাবিদ্যা শুদ্ধবিদ্যা ময়রূপা সুমুখিতা ॥ ৩৭  
 রাজসিংহাসনভট্টা রাজরাজেশ্বরী রমা । রাজকন্যা রাজপুত্র্যা মন্দমাক্ষভট্টাসরী ॥ ৩৮  
 বেদবন্দিত্রীশ্রীতা চ বেদবন্দিত্রীবন্দিতা । বেদবন্দিত্রীশ্রীতা দিব্যা বেদবন্দিসুখবর্তিতা ॥ ৩৯  
 সুবর্ণা বর্ণনীয়া চ সুবর্ণগাননন্দিতা । সুবর্ণদামলভ্যা চ গানানন্দপ্রিয়াংমলা ॥ ৪০  
 মালা মালাবতী মালা মালাতীকুহুমপ্রিয়া । দিগম্বরী দুইহরী সদা দুর্গমবাসিনী ॥ ৪১  
 অমরা পদ্মহস্তা চ শ্রীযুবকরপোষিতা । ঐজাহস্তা ভীমরূপা শ্রেনী মকরবাহিনী ॥ ৪২  
 শুভদ্রোতা বেগমতী মহাপাশাংগভেদিনী । পাশালী রোদনকরী পাশসংহারকারিণী ॥ ৪৩  
 বাতনাচরবেগবাহিনী পুষ্যবর্দ্ধিনী । গভীরালকনন্দা চ মেরুশৃঙ্গবিভেদিনী ॥ ৪৪  
 স্বর্গলোককৃত্যাসাং স্বর্গলোপানরূপিনী । স্বর্গঙ্গা পৃথিবীগঙ্গা নরল্যেবা নরেশ্বরী ॥ ৪৫  
 হৃদ্বন্ধি কুব্জি ক্রীড়াক্ষীঃ কমলালয়া ॥ ৪৬  
 পার্শ্বভী মেরুশোহিত্রী মেনকাগর্ভলভ্যা । অযোনিমুখা হুমা পরমাশ্রা পরহুমা ॥ ৪৭  
 বিহুজা বিহুজনিকা শিবমন্তকবাসিনী । দেবী বিহুপদী পদ্মা জাহ্নবী পদ্মবাসিনী ॥ ৪৮  
 পদ্মা পদ্মাবতী পদ্মধারিণী পদ্মলোচনা । পদ্মপাদা পদ্মমুখী পদ্মমাতা চ পদ্মিনী ॥ ৪৯  
 পদ্মগর্ভা পদ্মশয়া মহাপদ্মভূগাবিকা । পদ্মাক্ষী পদ্মলিতা পদ্মবর্ণা সুপদ্মিনী ॥ ৫০  
 মহেশ্বরপদ্মহা পদ্মাকরনিবাসিনী । মহাপদ্মপুরহা চ পুরেনী পরমেশ্বরী ॥ ৫১  
 হংসী হংসবিত্ত্বা চ হংসরাজবিত্ত্বা । হংসরাজসুবর্ণা চ হংসরাজা চ হংসিনী ॥ ৫২  
 হংসাক্ষরস্বরূপা চ ষাক্ষরা ময়রূপিণী । আনন্দজলসংপূর্ণা শেতবারিপ্রপূরিকা ॥ ৫৩

অনায়াসসদামুক্তির্যোগ্যযোগ্যবিচারিণী ॥ ৫৪

ভৈরোরপজলাপূর্ণা ভৈরুনী দীপ্তিরূপিণী । প্রদীপকলিকাকারা প্রাণায়ামস্বরূপিণী ॥ ৫৫  
 প্রাণদা প্রাণনীয়া চ মহৌষধস্বরূপিণী । মহৌষধজলা চৈব পাণরোগচিকিৎসিকা ॥ ৫৬  
 কোটিজমতপোলক্ষ্যা প্রাণভ্যাগোত্তরায়ুভা । নিঃসন্দেহা নির্দ্বিধা নির্দ্বন্দ্বা মলনাসিনী ॥ ৫৭  
 শবরাজা শবহানবাসিনী শববন্তী । শশানবাসিনী কেশকীকসাচিতভীরিণী ॥ ৫৮  
 ভৈরবী ভৈরবশ্রেষ্ঠলৈবিতা ভৈরবপ্রিয়া । ভৈরবপ্রাপ্তপা চ বীরদামনবাসিনী ॥ ৫৯  
 বীরপ্রিয়া বীরপত্নী কুলীনা কুলপতিতা । কুলরুদ্ধিতা কোলী কুলকোমলবাসিনী ॥ ৬০  
 কুলপ্রভা কুলা কুলামাজপপ্রিয়া । কোলদা কুলপ্রক্ষিতী কুলবারিশ্বরূপিণী ॥ ৬১  
 ব্রহ্মজী ব্রহ্মত্ৰয়া বহোংসাহপ্রিয়া বহে । বৃহৎমালাধর্যা বৃহৎকরবারিণী ॥ ৬২  
 বিবদ্রা চ মবদ্রা চ হুম্ববদ্রা চ যোমিনী । রসিকা রসরূপা চ জিতাহারা জিহেজ্জিয়া ॥ ৬৩  
 বামিনী চারুয়াহা কুর্চবীজস্বরূপিণী । লক্ষ্মীশক্তিঃ কাপ্র পা নারী নরকহারিণী ॥ ৬৪  
 তারা তারস্বরূপা চ তারিণী তারস্বরূপিণী । অমলতা চারিহিতা মধ্যমুখা ব্রহ্মপুত্রী ॥ ৬৫  
 নক্ষত্রবাসিনী ক্রীণা নক্ষত্রহলবাসিনী । ভরণাদিত্যসংকাশা মাতঙ্গী যুত্বাযুক্তিতা ॥ ৬৬  
 অমরামরল্যেবা উপাশ্রা শক্তিধরপুত্রী । ধ্বাকারায়িসংভূতা ধ্বা ধ্বাবতী রতিঃ ॥ ৬৭

কামাখ্যা কামরূপা চ কানী কানীপুরস্থিতা । বারানসী বারঘোবিং কানীনামশিরঃস্থিতা ॥ ৬৮  
 অযোধ্যা মথুরা বারা কানী কাশী স্ববন্তিকা । বারকা জলদগ্নিঃ কেবলা কেবলত্বদা ॥ ৬৯  
 করনীরপূরহা চ কাবেরী কবরী শিবা । রক্ষণী চ ককালাকী ককাল শঙ্করপ্রিয়া ॥ ৭০  
 জাম্বুবতী ক্ষীরিণী চ ক্ষীরক্রামনিবাসিনী । রক্ষাকরী দীর্ঘকর্ণা হৃদন্ত দন্তবর্জিতা ॥ ৭১  
 দৈত্যদানবসংহরী হৃষ্টহরী বলিপ্রিয়া । বলিমাংসপ্রিয়া শ্রামা ব্যাভ্রচর্মপিধারিনী ॥ ৭২  
 জম্বাকুহ্মনকাশা নাটিকী রাজনী তথা । ভামনী ভরুণী বৃদ্ধা যুবতী বালিকা তথা ॥ ৭৩  
 যক্ষরাজমুতা জম্বালিনী জম্বালিনী । জাম্বনদবিভূষা চ জলজ্জাম্বনদপ্রভা ॥ ৭৪  
 রত্নাণী রত্নদেহহা রত্না রত্নাক্ষারিণী । অগ্নুচ পরমাগ্নুচ হৃদা দীর্ঘা চকোরিণী ॥ ৭৫  
 রত্নাণীতা বিকুণ্ঠিতা মহাকাব্যস্বরূপিণী । আদিকাব্যস্বরূপা চ মহাভারতস্বরূপিণী ॥ ৭৬  
 অষ্টাদশপুরাণহা ধর্মমাতা চ বর্ধিণী । মাতা মাতা স্মরা চৈব ঋগ্বেদচৈব পিতামহী ॥ ৭৭  
 ভরুচ ভরুপতী চ কালসপ্তভয়প্রদা । পিতামহমুতা নীতা শিবসীমন্তিনী শিবা ॥ ৭৮  
 রত্নাণী রত্নবর্ণা চ তৈম্বতী তৈম্বতী সুরূপিণী । সত্যভামা মহাজক্ষীভরী জাম্ববতী মহী ॥ ৭৯  
 নন্দা ভদ্রমুখা রিত্তা জয়া বিজয়দা জয়া । জয়িত্রী পূর্বিমা পূর্ণা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা ॥ ৮০  
 ভরুপূর্ণা সৌম্যভয়া বিষ্টিঃ সংবেশকারিণী । শনিরিত্তা কুজজয়া সিদ্ধিমা সিদ্ধিরূপিণী ॥ ৮১  
 অমৃতাত্মস্বরূপা চ ঐমতী চ জলামুতা ॥ ৮২  
 নিরাতঙ্কা নিরালম্বা মিশ্রপঞ্চা বিশেষিণী । নিবেশশেষরূপা চ বরিত্তা ষোড়শাংসরা ॥ ৮৩  
 বশস্বিনী কীর্তিমতী মহাশৈলাগ্রবাসিনী । বরা বরিত্তা বরনী নিকুব্ধুঃ সবাঙ্কবা ॥ ৮৪  
 সম্পত্তিঃ সম্পদীশা চ বিপত্তিপরিমোচিনী । জম্বপ্রবাহহরণী জম্বশূতা নিরঞ্জনী ॥ ৮৫  
 নাগালয়ালয়া নীলা জটামণ্ডলধারিণী । সূত্ররঙ্গজটাজুটা জটাবরশিরঃস্থিতা ॥ ৮৬  
 পট্টাবরধরা বীরা কবিঃ কাব্যরসক্রিয়া । পুণ্যক্ষেত্রা পাণহরা হরিণী হারিণী হরিঃ ॥ ৮৭  
 হরিত্রাণগরহা চ বৈদ্যানাথপ্রিয়া বলিঃ । বক্রেশ্বরী বক্রধারা বক্রেশ্বরপুরঃস্থিতা ॥ ৮৮  
 বেতগঙ্গা নীভলা চ উদ্বোধনকরী রুচিঃ । চোলরাজপ্রিয়করী চন্দ্রমণ্ডলবর্তিনী ॥ ৮৯  
 আদিত্যমণ্ডলনতা সঙ্গাদিত্যা চ কাশ্মণী । মহানাকী ভয়হরা বিবজ্জালানিধারিণী ॥ ৯০  
 হরা দশহরা স্নেহদায়িনী কলুযাশনিঃ । কপালমালিনী কালী কলা কালস্বরূপিণী ॥ ৯১  
 ইন্দ্রাণী বারুণী বাবী বলাকা কালশব্দরী । গোপীর্দ্বৈপ্যস্বরূপা চ বীঃ ঐশ্বরী ধনজয়া ॥ ৯২  
 বিং সংবিং স্বঃ রুবেরী ভূভূতিভূমিবরা বরা । ঈশ্বরী হীমতী জীড়া জীড়াময়া জয়প্রদা ॥ ৯৩  
 জীবন্তী জীবনী জীবা জয়াকারা জয়েশ্বরী । সর্বোপভবসংশূতা সর্বপাপবিষর্জিতা ॥ ৯৪  
 শাবিত্রী চৈব গায়ত্রী গণেশী গণবন্দিতা । হুস্ত্রেক্ষা হুস্ত্রবেশা চ হুর্দর্শা চ হুবোগিনী ॥ ৯৫  
 হংসহরী হংসহরা হুর্দাক্ষা যমদেবতা । গৃহদেবী ভূমিদেবী বনেশী বনদেবতা ॥ ৯৬  
 গুহালম্বা ধোরূপা মহাধোরনিত্যিনী । জীচকলা চারুমুখী চারুনন্দা লম্বাশ্রিকা ॥ ৯৭  
 কান্তিঃ কাম্যা নিশুর্গা চ রজঃসত্ত্বভমোময়ী । কালরাজির্মুহারাজির্জীবরূপা সনাতনী ॥ ৯৮  
 যমহংসখাদিতোক্তী চ যমহংসখাদিবর্জিতা । মহাযজ্ঞিনসংহারী যজ্ঞিনস্বাস্তমোচনী ॥ ৯৯

হলিনী বলহস্তী চ বান্ধনীপানকারিণী । নিম্নাযোগ্যা মহানিভ্রা যোগবিভ্রা যুগেশ্বরী ॥ ১০০  
উদ্ধারয়িত্তী স্বৰ্গঙ্গা উদ্ধারণপূরঃসিতা । উদ্ধৃতা উদ্ধৃতাংহারা লোকোদ্ধারণকারিণী ॥ ১০১  
শম্বিনী শম্বয়াজ্ঞী চ শম্ববাদনকারিণী । শম্বেশ্বরী শম্বহস্তা শম্বয়াজ্ঞবিধারিণী ॥ ১০২  
পশ্চিমাত্মা মহাত্মোক্তা পূৰ্ণদক্ষিণবাহিনী । সার্কোজমবিস্তীর্ণা পাবশ্যাস্তরবাহিণী ॥ ১০৩  
পতিতোদ্ধারিণী দোষক্ষমিণী দোষবজ্জিতা । শরণ্যা শরণ্য শ্রেষ্ঠা শ্রীমুখা শ্রীকৃৎদেবতা ॥ ১০৪  
স্বাহা স্বধা স্বরূপাকী সুরূপাকী শুভাননা । কোমুদী কুমুদাকারী কুমুদাশ্বরভূষণা ॥ ১০৫  
সৌম্যা ভুবানী ভূতিহা ভীমরূপা বরাননা । বরাহকর্ণা বহিষ্ঠা বৃহজ্জ্যোতী বলাহকা ॥ ১০৬  
বেশিনী কেশপাশাঢ্যা নভোমণ্ডলবাসিনী । মল্লিকা মল্লিকাপুষ্পবর্ণা লাম্বলবারিণী ॥ ১০৭  
তুলনীদলগন্ধাঢ্যা তুলনীলমভূষণা । তুলনীভরসংহা চ তুলনীরসলেখিণী ।

তুলনীরসমুদ্ভাসলিলা বিল্ববাসিনী ॥ ১০৮

বিশ্বক্ৰুশিবাসা চ বিশ্বপত্নরময়বা । বাসুরপত্নমাল্যা বৈবী শৈবার্কদেহিনী ॥ ১০৯  
অশোকা শোকব্রহ্মতা শোকদাবাগ্নিহজ্জলা । অশোককৃষ্ণনিলয়া রত্না শিবকরহিতা ॥ ১১০  
দাড়িনী দাড়িনীবর্ণা দাড়িমস্তমশোভিতা । রক্তাকী বীরকৃষ্ণা রক্তিনী রক্তদন্তিকা ॥ ১১১  
রাগিণী রাগভাৰ্য্যা চ নদা রাগবিবজ্জিতা । বিরাগা রাগসমোদা সৰ্গরাগস্বরূপিণী ॥ ১১২

তানন্দরূপিণী তালরূপিণী তারকেশ্বরী ॥ ১১৩

বান্ধীক্লিন্নোক্তিত্যেভ্যো হনন্তমহিমাদিমা । মাতা উমা নগভী চ বরাহাবলিঃ শুচিঃ ॥ ১১৪  
স্বর্গারোহণভাক্তা চ ইষ্টা ভাগীরথী ইলা । স্বর্গভারায়ুতজ্জলা চারুবাচিস্তরঙ্গিণী ॥ ১১৫  
ব্রহ্মভীরা ব্রহ্মজলা গিরিদারণকারিণী । ওহাবিদারিণী দীৰ্ঘা দরীদারণকারিণী ।

ব্রহ্মাওভেদিনী ঘোরনাদিনী ঘোরবেগিণী ॥ ১১৬

ব্রহ্মভাণ্ডবাসিনী চ হিরণ্যযুগ্মভেদিনী । শুক্লধারাময়ী দিব্যশম্ববাদ্যাম্বলারিণী ॥ ১১৭  
বদিস্ততা শিবস্ততা ঐতবর্ষপ্রপুজিতা । স্তম্ভেশ্বরীশিবনিলয়া ভব্রা সীতা মহেশ্বরী ॥ ১১৮  
কংক্ষুস্তালকনন্দা চ শৈলসোপানচারিণী । লোকাশাপূরণকরী সৰ্গমামনোহরী ॥ ১১৯  
জৈলোক্যপাবনী বস্তা পৃথ্বরক্ষণকারিণী । বরনী পার্শ্বিণী পৃথ্বী পৃথ্বীকীৰ্ত্তিনিরাময়া ॥ ১২০  
ব্রহ্মপুত্রী ব্রহ্মকণ্ঠা ব্রহ্মমাতা বনাশ্রয়া । ব্রহ্মরূপা বিষ্ণুরূপা শিবরূপা হিরণ্যায়ী ॥ ১২১  
ব্রহ্মবিশ্বশিষ্যাঢ্যা ব্রহ্মবিশ্বশিষ্যদা । মজ্জজ্জনোদ্ধারিণী চ স্রবণাক্তিবিধাশিনী ॥ ১২২  
স্বৰ্গদাত্তী স্বধ্বংসী মোক্ষদর্শনদর্পণা । আরাগ্যদায়িনী নীলক্ নালাভাপবিনাশিনী ॥ ১২৩  
ভাপোৎসারণশীলা চ ভাপোদামা ভ্রমাপহা । সৰ্গহুঃখপ্রশমনী সৰ্গশোকনিমোচনী ॥ ১২৪  
সৰ্গপ্রমহরা সৰ্গস্বধা স্বধসেবিতা । সৰ্গপ্রাশস্তিস্তমসী বাসমাত্মমহাতপাঃ ॥ ১২৫  
সত্ত্বনিস্তনিস্তনী ভবদারণবারিণী । মহাপাতকদাবাগ্নিঃ শীতলা শশবারিণী ॥ ১২৬  
সেমা জগা চিন্তনীয়ো যোরা অরণলক্ষিতা । চিদানন্দস্বরূপা চ জ্ঞানরূপাগমেধরী ॥ ১২৭  
আগম্যা আগমহা চ সৰ্গাগমনিরূপিতা । ইষ্টদেবী মহাদেবী দেবদীয়া দিবিহিতা ॥ ১২৮  
দস্তাবলংহয়াজ্ঞী শঙ্করাচল্যারূপিণী । শঙ্করাচল্যারূপতা শঙ্করাচল্যাসংস্কৃতা ॥ ১২৯

শঙ্করাভরণোপেতা লক্ষা শঙ্করভূষণা । শঙ্করাচারীলা চ শঙ্কা চ শঙ্করেশ্বরী ॥ ১৩০  
শিবলোভাঃ শঙ্কুম্বী গোঁরী গগনদেহিনী । হুঁমা হুঁমা গোপা গোপনী গোপবন্তা ॥  
গোমতী গোপকতা চ যশোদানন্দমন্দিনী । কৃকামুজা কংসহত্যা ব্রহ্মরাক্ষসমোচনী ।

শাপসংমোচনী লক্ষা লক্ষ্মী চ বিভীষণা ॥ ১৩২

বিভীষাভরণীভূষা হারাবলিরমুত্তমা । ভীৰ্ষস্ততা ভীৰ্ষবন্দ্যা মহাভীৰ্ষক ভীৰ্ষঃ ॥ ১৩৩  
কতা কল্লতা কেনীঃ কল্যাণী কল্লবাসিনী । কলিকল্মষসংহতী কালকাননবাসিনী ॥ ১৩৪  
কালদেব্যা কালময়ী কালিকা কামুকোত্তমা । কামদা কারণাধ্যা চ কামিনী কীৰ্ত্তিধারিণী ।  
কোকাম্বী কোরকাকী কুরঙ্গনয়নী করিঃ । কঙ্কলাকী কান্তিরূপা কামাধ্যা কেশরিস্থিতা ॥  
খণা খলপ্রাপহরা খলদূরকরা খলা । খেলন্তী খরবেগা চ খংকারবর্ষবাসিনী ॥ ১৩৭  
গঙ্গা গগনরূপা চ গগনাধ্বজধারিণী । গরিত্তা গগ্ননীয়া চ গোপালী গোপগস্থিতা ॥ ১৩৮  
গোপর্ত্তিবাসিনী গম্যা গভীরা গুরুপুন্দরা । গোবিন্দা গোবন্ধরূপা চ গোনারী গতিদায়িনী ॥  
গুণমালা গুণহরা গুণলোভা গমোপমা । গুণাধ্যাদোষহরণী গুণহন্তী জগজ্জয়ম্ ॥ ১৪০  
ঘোরা যুতোপমজলা ঘর্গরারবোধিণী । ঘোরাভোঘাভিনী ঘূষা ঘোবা ঘোরাঘহারিণী ॥ ১৪১  
ঘোষরাজী ঘোষকতা ঘোষমীরা ঘনালয়া । ঘটটিকারবটী ঘাংকারী ঘজ্জচারিণী ॥ ১৪২  
ভাণ্ডা উকারিণী ভৌী উকারবর্ষসংগ্রহা । চকোরনয়নী চাক্রম্বী চামরধারিণী ॥ ১৪৩  
চন্দ্রিকা শুভ্রলজ্জিলা চন্দ্রমণ্ডলবাসিনী । চৌকারবাসিনী চর্জ্যা চমরী চন্দ্রবাসিনী ॥ ১৪৪  
চর্ঘহন্তা চন্দ্রম্বী চূচকদ্বয়শোভিনী । ছত্রিলা ছত্রিতাঘাষিচ্ছত্রান্নরশোভিতা ॥ ১৪৫  
ছত্রিতা ছদ্মসংহতী ছুরিত ব্রহ্মরূপিণী । ছায়া চ হলশূন্তা চ ছলহন্তী ছলাবিতা ॥ ১৪৬  
ছিন্নমস্তা ছলংঘরাচ্ছবর্ণা ছুরিতা ছবিঃ । জীমূতবাসিনী জিহ্বা জঘাকুসুমহনুৱী ॥ ১৪৭  
জরাশূরজরাজালা ভবিনী জবনেশ্বরী । জ্যোতিরূপা জমহরা জমার্জুনমোহরা ॥ ১৪৮  
ঝঙ্কারকারিণী ঝঙ্কা ঝঙ্কারী বাদ্যরূপিণী । বমন পুরসংলক্ষা বরাব্রহ্মবরাবরা ॥ ১৪৯  
ঞকারেণী ঞ্কারহা ঞ্কারমধ্যমানামিকা । টঙ্কারকারিণী টঙ্কারিণী টঙ্কটঙ্কনা ॥ ১৫০  
ঠঙ্কারী ঠঙ্কারেণী ঠঙ্কারী ঠঙ্কারিণী । ডামরী ডমরাধীশা ডামরেণীশিরঃস্থিতা ॥ ১৫১  
ডমরুধ্বনিমৃত্যন্তী ডাকিনীভয়হারিণী । ডীনা ডরিনী ডিঙী চ ডিঙাধ্বনিমদাধিরা ॥ ১৫২  
ঢকারা চ ঢকারী ঢকাগদনভূষণা । ঞ্কারবর্ষধরণী ঞ্কারায়ানভাবিনী ॥ ১৫৩  
তৃতীয়া ত্রীতাপাত্রী ত্রীতা তরুণীমণ্ডলা । তুষারকরতুখাস্তা তুষারকরবাসিনী ॥ ১৫৪  
থকারাকী থবর্ঘহা দন্দশূকবিভূষণা । দূরদৃষ্টিদূরগমা দ্রুতগন্তী দ্রবজ্জবা ॥ ১৫৫  
দীর্ঘচক্ষুর্দীর্ঘরথা ধনরূপা ধনেশ্বরী । নীরজাকী নীররূপা নিকলা নিরহংক্রিয়া ॥ ১৫৬  
পরাপরা পরাপেক্ষা পারায়ণপরায়ণা । পারকর্ত্তা পণ্ডিতা চ পণ্ডাপণ্ডিতসেবিতা ॥ ১৫৭  
পর্য পবিত্রা পূণাধ্যা পালিকা পীতবাসিনী । কুংকারদূরছুরিতা কাণবন্তী কণাশ্রয়া ॥ ১৫৮  
ফেমিলা ফেনদশনা ফেনাফেনবতী কণা । ফেংকারিণী ফণিধরা ফণিলোকনিবাসিনী ॥ ১৫৯  
ফাটীকৃতালরা ফুলা ফুলাবিনন্দোচনা । বেণীধরা বলবতী বেগবাধিধরাবহা ॥ ১৬০

বন্দ্যারন্য্য বৃন্দেণী বনবালা বনাশ্রয়া । ভীমরাজী ভীমপত্নী ভবনীৰ্ভূতালয়া ॥ ১৬১  
 ভাস্করা ভাস্করধরা ভূষা ভাস্করাবাসিনী । ভয়ঙ্করী ভয়ঙ্করা ভূষণী ভূমিতেদিনী ॥ ১৬২  
 ভগভাগ্যবতী ভবা ভবভূঃখনিবাসিনী । ভেক্ৰভা ভেক্ৰমৃগমা ভক্তকালী ভবহিতা ॥ ১৬৩  
 মনোরমা মনোজা চ মৃত্যুমোক্ষমহামতিঃ । মতিদাত্রী মতিহরা মঠহা মোক্ষরূপিনী ॥ ১৬৪  
 যমপূজা যজ্ঞরূপা যজ্ঞমানী যমমলা । যমদণ্ডস্বরূপা চ যমদণ্ডহরা বতিঃ ॥ ১৬৫  
 রক্ষিকা রাক্ষসরূপা চ রমণীয়া রমা রতিঃ । লবঙ্গলেশরূপা চ লেশনীয়া লবঙ্গপ্রদা ॥ ১৬৬  
 বিদূষা বৃষহস্তা চ বিশিষ্টা বেশধারিণী । শ্রামরূপা শরণকৃত্য শারদী শরণশ্রুতা ॥ ১৬৭  
 ঋতিগমা ঋতিস্তুত্যা ত্রিমুখী শরণপ্রদা । বগী বটুকোণমিলয়া বটুকর্মপরিবেষিতা ॥ ১৬৮  
 নাট্যিকী সত্যাবলতিঃ সানন্দা মৃগরূপিনী । হরিকৃত্য হরিশ্রুতা হরিষ্যা হরীষরী ।

ক্ষেমঙ্করী ক্ষেমরূপা ক্ষুরধারাহুশোণিনী ॥ ১৬৯

অনন্ত ইন্দ্রিয়া ইশা উমা উষা স্ববর্ষিকা । স্বধারূপা ঈকারহা ঈকারী এলিতা তথা ॥ ১৭০  
 ঐশ্বর্যধারিণী ঔককারিণী ঔমকারিণী । অশ্বশূতা অশ্বধরা অংশুশা অশ্বধারিণী ॥ ১৭১  
 সর্কর্বণময়ী বর্ণব্রহ্মরূপাধিলাঙ্গিকা । প্রসঙ্গা শুক্লদশনা পরমার্থী পূতাতনী ॥ ১৭২

গুণ উবাচ ।

ইদং মহেশ্বরামাখ্যং ভগীরথকৃতং পুরা । ভগবত্যা হি গঙ্গায়্য মহাপুণ্যজয়প্রদম্ ॥ ১৭৩  
 পঠেযা পাঠয়েষাপি ভক্ত্যা পরময়া যুতা । তস্ত সর্কর্বং হৃদিস্তং স্থাশ্বিনিসুখং কলং বিজ্ঞ ।  
 লক্শন বরদা তস্ত ভবেৎ সর্কর্বধারিণী ॥ ১৭৪

জ্যোত্বে দশহরতিথ্যাং পূজয়িত্বা লগ্নাশিষাম্ । তুর্গোৎসববিধানেন বিধিনাগমিকেন বা ।

গঙ্গাসহস্রনামাখ্যং স্তবমেতমুদাহরেৎ ॥ ১৭৫

তস্ত সংবৎসরং দেবী গৃহে বন্ধৈব ভিত্তিতি ॥ ১৭৬

পুত্রোৎসবে বিবাহাদৌ শ্রীদ্ধাহে জন্মবাসরে । পঠেযা শৃংখায়াপি তৎসংকর্ষ্যাকরং ভবেৎ ১৭৭  
 ধনার্থা ধনমাপ্নোতি লভেদুভাধ্যামভাধ্যাকঃ । অপুত্রো লভতে পুত্রোক্তাতুর্বার্ধনামকান্ ।  
 যুগাদ্যাহ পূর্ণিমাং রবিনংক্রমণে তথা । দ্বিঘটক্রে ব্যাভিপাতে পুণ্যায়ং হরিবাসরে ॥ ১৭৯  
 অমাবাস্তাহ সর্কর্বাহু হুতির্ধো চ নমাপ্নতে । শুক্রধো মতি সংসঙ্গে গবাংস্থানপতোষপি ॥

যতপে ব্রাহ্মণানাঞ্চ পঠেযা শৃংখায়ং স্তবম্ ॥ ১৮০

স্তবেনানেন সা গঙ্গা মহারাজো ভগীরথে । বভূব পরমজীতা ভগোভিঃ পূর্কর্জৈর্ধবা ॥ ১৮১  
 তস্মাদ্ বো ভক্তিভাবেন স্তবেনানেন স্তোতি চ । তস্তাপি তাদৃশী জীতা সাগরাদিতপো বধা  
 স্তবেনানেন সন্তুষ্টা রাজ্ঞে দেবী বরং ধর্দো ॥ ১৮২

দেবুবাচ ।

বরং বরম্ ভূপাল বরদাস্মি তবাগতা । জানে তব হৃদিস্থং ভবাগি বদ কথ্যতে ॥ ১৮৩  
 রাজোবাচ ।

দেবি বিকোঃ পদং তাক্ষা প্রবিশু বিবরহলম্ । উদ্ধারহ পিতৃন্ সর্কর্বান্ ধরামণ্ডলঃ সর্কর্বান্ ॥

অন্তোৎসবভীংষক তেন যঃ স্তোতিমানযঃ । ন ত্যাজ্যঃস্তাংস্ব্যাসোহপি যঃ এব বিতীয়কঃ  
দেবুবাচ ।

এষমন্ত মহারাজ কস্তামি তব বিপ্রজা । ভাগীরথীভিগেয়া স্তাং বর এবোৎসবিকস্তব ॥ ১৮৬  
মাং স্তোবাতি জনো যন্ত বৎকৃতেন স্তবেন হি । স্তস্তাহং বশগা ভূমাং নির্লীণমুক্তিদা নৃপ ॥  
শিব আরাধ্যতাং রাজনুশিরসা মাং দধাতু সঃ । স্তস্তাহং নিরালম্বাধরাং ভিস্তাক্ষধা বজ্রে ।  
পৃথিবী চ ন মে বেষং সহিব্যাতি কদাচন । স্তমেরশির আকৃষ্য শম্বধানং করিষ্যসি ॥ ১৮৮  
তেন ভামহুস্তামি ব্রহ্মাণ্ডকোটিভেদিনী ॥ ১৮৯

শুক উবাচ ।

ইত্যাঙ্কু সা ভদা দেবী তত্রৈবান্তরবীষত ॥ ১৯০

ইতি বৃহদ্রথপুরাণে মধ্যখণ্ডে পদান্তবো নাম বিংশোঃধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

### একোবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

শুক উবাচ ।

শূশু বিপ্র মহাকর্ষ্যং পদ্মাবতরণং ক্রিভে । অ্রবণং কীর্তনং যন্ত মহাপাতকনাশকম্ ॥ ১  
রাজা লব্ধবরো দিব্যং বরমারুহ্য কাঞ্চনম্ । মহাজবং মহারপং চতুর্ভির্ভাজিভ্যুতম্ ॥ ২  
ররাজ শম্বহস্তঃ স জলংকনকরূপবান্ । নানাভরণভূষাটো মুকুটোজ্জলমন্তকঃ ॥ ৩  
দীর্ঘবাহুদীর্ঘদৃষ্টিদীর্ঘদর্শী মহাতপাঃ । ললাটকলকে দীর্ঘে সুদীর্ঘভিলকোজ্জলঃ ॥ ৪  
উত্পলবন্ধা বজ্রাক্ষঃ পীতবাসা লমন্তরঃ । হস্তে তস্ত শুভঃ শুক্লো ররাজ শম্ব উত্তমঃ ॥ ৫  
স্তমেরশৃঙ্গবিপুলে সকলকল্লমা ইব । সন্তুষ্টমানলোকেশ ঐবিত্তির্জয়বাগিভিঃ ॥ ৬  
উবাচ সারথিং রাজা কিঞ্জকাক্ষয়যুগ্মমম্ । স তেনোক্তো নৃপেশেণ চালয়ামাস ষোটকম্ ॥ ৭  
উৎপেতুর্ষোটকান্তে চ নতস্তহার এব চ । নিম্ননঃ পবনৈশ্চৈব মানসস্তারকম্বধা ॥ ৮  
চতুর্ভির্ষোটকৈরেত্তৈরারহনুস্নেহমন্তকম্ । তত্র ভং লদৃশুর্দেবো মহাহুঙ্করকর্ষণঃ ॥ ৯  
মহাসত্তং মহাত্মানং সপ্তসপ্তিদিবাপরম্ । স্তমেরপর্কতে হিহা শম্বধানং চকার সঃ ॥ ১০  
মধুরং স্নিগ্ধমস্ত্যং বিপুলঞ্চ যথোচিতম্ । স শব্দো হরিপাদাজমুর্ধগত্যা জগাম হ ॥ ১১  
সুস্রাব হরিপাদাজং তেন শব্দেণ চারুণী । মহাবেগবতী গঙ্গা বভূব চ নিজেচ্ছবা ॥ ১২  
ভিত্তা ব্রহ্মাণ্ডমুর্ধানং বধু সুস্রাব সা নদী । ব্রহ্মাণ্ডোপরি বদ্ববারি বর্ন্ততে তেন সংযুতা ॥ ১৩  
বৃদ্ধবেগা ভদা দেবী শম্বয়ন্তী বভূব হ ॥ ১৪

ভতোৎসব সা মহেশ্বরী চচাল চাক্ষরপিণী । সুনির্মলাসুত্রপিণীবিষদ্বতা বিরাজিনী ॥ ১৫  
হিরাণ্যমধ্যভেদিনী গভীরচাক্ষরাদিনী । মহপ্রশম্বাশিমী বিষদ্বিবৃত্তা বায়িনী ॥ ১৬  
সপ্তবিংশতিলক্ষাণি যোজনানানং বিভিন্দা সা । পপাত মেরশিরসি নীপয়ন্তী গিষো দশ ।  
আগত্যা মেরশিরসি বিররাম মহেশ্বরী ॥ ১৭



শখকানবিরামঞ্চ চক্রে রাজা ভগীরথঃ । তদা সর্কে দেবমণি দেবাক্যভরণোচ্ছলিতঃ ।

পুষ্পচন্দনহস্তান্তাং পদ্মাদেবীং নিবেষিতঃ ॥ ১৮

জয়শবৈঃ শখশবৈঃ পুষ্পচন্দনমগোরিতৈঃ । ব্যাপ্তা দশ দিশস্তত্র কৈবল্যমিব চাপ্তভূমি ॥ ১৯

ভদ্রা সর্গদিশীশানা ভগীরথমবাক্রবন্ ॥ ২০

ভো ভোঃ ক্ষত্রিয়শার্ঙ্গ্য গঙ্গামানীভবামসি । দিশাং চতুর্থ্যাং লোকান্ কৃত্যর্ধান্ কুরুত্বপতে  
দিশান্ চতুর্থ্যেব কীর্তিস্ত তবামলা । তবৈব ধরণী সর্গা পদ্মায়ান্ত কৃত্যর্ধিনী ॥ ২১

শুক উবাচ ।

এবং ঐশ্বা শিবং বাক্যং তদা রাজা ভগীরথঃ । উবাচ গঙ্গাং বিনম্যঃ প্রণমোক্ষাক্রনম্মনঃ ॥ ২২  
রাজোবাচ ।

মাতর্গঙ্গে নমামি ত্বাং প্রাজ্ঞলিঙ্গং নিবেদয়ে । ধরাচতুর্ভূতী ভূত্বা গচ্ছ দেবি চতুর্দিশঃ ॥ ২৪  
(দেবুবাচ ।

চতুর্ধা ভব ভূপ তং শিবাশ্চত্বার এব চ । তদাহক চতুর্ধা স্তাং গমিষ্যামি চতুর্দিশঃ ॥ ২৫  
রাজোবাচ ।

তমীশা সর্গলোকানান্ সর্গলোকান্ততরী । তপসা বিদ্যাতে শক্তির্মহ্যাক্ত কথং মম ॥ ২৬  
তদপ্রেশোন শঙ্কু নরান্ শঙ্কু করিষ্যামি । উপাযজ্ঞা স্বয়ং দেবী দৃষ্টোপায়ং দিশো ব্রজ ॥

শুক উবাচ ।

ইচ্ছাত্তা না মরয়েৎ দেবেশপরিবেষিতা । স্বয়ং গঙ্গা চতুর্ধাভূচ্ছখপজকরা শুভা ॥ ২৮  
বেগেনাদেন ভাতিতো ধারাত্ততাঃ সমুচ্ছলিতাঃ । ধনবিতা চ তান্ শখান্ মুক্তিমর্ত্যঃ পুরঃসরাঃ  
নীতা পূর্বাং দিশং বাতা ভ্রাতায়া চোত্তরং যদৌ । বংশুকপতিমাং বাতা গিরিলোপানমঙ্গমা  
ভ্রাতায়ে কেতুমালে চ কুরৌ বর্ধে চ তা বিজ্র । ত্যক্তা শখান্ বেগবত্যৌ বিবিগুর্জলধীনুপৃথক্  
দক্ষিণেংলকনম্বাখ্যা মেরৌ মন্দাকিনী তু বা । সা ধারা বিপুলা চাক্র মহাবেগী মহাবলা ।

দক্ষিণাভিমুখী প্রাগাদ্ ভগীরথরথানুগা ॥ ৩২

মেরোন্ত দক্ষিণে শূন্যে গুহ্যং দৃষ্টী ভগীরথঃ । শখকানং পরিভাজ্য গঙ্গাং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৩  
রাজোবাচ ।

দেবি গঙ্গে গুহ্যং হেবা হস্তবেশবিদির্গমা । তমোময়ী মহাদোরা কথমেতান্ তরান্যহম্ ॥ ৩৪  
দেবুবাচ ।

সত্যবেগা বরী বোরা হস্তবেশবিদির্গমা । ঐরাবতঃ শক্রহন্তী গুহ্যমেতান্ বিদ্যারয়েৎ ।

ভমানয় মহাভাগ যদি তং গচ্ছমিচ্ছসি ॥ ৩৫

শুক উবাচ ।

ঐশ্বৈবং বচনং ভক্তা যবাবৈরাবতঃ নৃপঃ ॥ ৩৬

ভগীরথ উবাচ ।

ঐরাবত মহাভাগ নমস্তে গুরুভাষয় ॥ ৩৭

ঐরাবত উবাচ ।

কিং করিষ্যামি তে কার্যং কথং মাং ত্বমশ্বতঃ । মৎসাধ্যং কিম্ তে কর্ণং ন নিশ্পন্নং যদাশ্বিনা  
রাজোবাচ ।

অহং ভগীরথো রাজা দিলীপতনয়ঃ শ্রুতঃ । গঙ্গাং নীচা ব্রজাম্যেব উদ্বিদীযুঃ পিতামহান্ ॥৩৯  
গচ্ছন্তী তত্র গঙ্গেশ্ব মেরোর্দক্ষিণশৃঙ্গতঃ । দৃষ্টী দরী মহাঘোরা হুস্ত্রবেশবিনির্গমা ॥ ৪০  
ত্বয়া সা চেদ্বিদীর্ণা স্তাং তদা গঙ্গা বিনির্ভজ্যেৎ । ত্বয়া বিনা দরী সা তু ন স্তায়াৎ প্রমা গজ

ঐরাবত উবাচ ।

এবমেব করিষ্যামি প্রবিশামি গুহামহম্ । তত্র গঙ্গা ময়া সার্দ্ধং নিশাদ্যেকাং বনেচ্ছ বদি ॥৪২

রাজোবাচ ।

ত্বয়া সার্দ্ধং বনেচ্ছ গঙ্গা মহেশ্বাশ্চৈক্যং পরম্ ॥ ৪৩

শুক উবাচ ।

এবং শ্রুত্বা তু রাজানং সুরগৃজোইত্যভাবত ॥ ৪৪

ঐরাবত উবাচ ।

যদি ভক্তা অহং বেগং ন সহিষ্যে ভগীরথ । তদসাধ্যং কথং কর্ণং করিষ্যামি তদা বদ ॥ ৪৫

রাজোবাচ ।

যদি ভক্তা ভবান্ সোচ্চুঃশক্ৰোতি ভবতা তদা । নঙ্গমিষ্যতি সা সত্যং মাঞ্জ কার্য্যাবিচারণা  
দেবী বিদারং কর্ণুং না সমর্ষেতি কিম্বচতঃ । মেরুমেব বিনার্যোবা গঙ্গং শক্ৰোতি শঙ্করী ॥৪৭  
ইন্দ্রস্ত দেবরাজস্ত দেবী সন্মানকারিণী । ত্বামাহ্বয়তি তৎকার্য্যে যথোচিতমথো কুরু ॥ ৪৮

ঐরাবত উবাচ ।

তত্র ভক্তা অহং বেগং সহিষ্যে প্রবিশে গুহাম্ । বনেৎ সা চ ময়া সার্দ্ধং নিশাদ্যেকাং বনং পরঃ  
শুক উবাচ ।

ইত্থাক্তা শক্রমাতঙ্গ আগত্য প্রাবিশচ্ছ গুহাম্ । শখং সন্ধান রাজাপি গঙ্গা বেগবতী বভৌ ।  
দৃষ্টী বেগবতীং গঙ্গাং শ্রুত্বা ঘোরং জবস্বনম্ । তত্র বিলাস্তমমনো গজরাজোৎতমং তদা ॥৫১  
প্রতিগঙ্গং নচাশক্ৰোৎ প্রাবসচ্ছ বারদেহতঃ । দক্ষিণাতিমুখো জুহা নেকশৃঙ্গং বিনার্য্য লঃ ॥

হস্তায়ং বোরমুদাদো ব্রজাব চ পশ্যামিতঃ ॥ ৫২

এতেনৈব হ পায়েন প্রাপ্য নিঃসরণং শিবা । ভগীরথকানুগতা শিরগাচ্ছ বেশশালিনী ॥ ৫৩  
অতোহপি তাত্ত্বা সা হর্ষানু শিরীনু গঙ্গা গরীরনী । নিবধং হেমকূটক ব্যাভীয়ায় মহেশ্বরী ৫৪  
বিলম্বতী উরদৈশ্চ নৃত্যন্তীভ্য ততস্ততঃ । কচিৎপার্বত্যমটনা নীর্ঘপ্রোভাঃ কচিং কচিং ॥ ৫৫  
করিকেশরিলজ্জাতৈঃ পরীতৈঃ প্রবিলোকিতা । বিক্ৰিষ্টানু দেবদেবীতির্বহন্তী পুষ্পলক্ষ্মণানু ॥  
মহেশ্বরশিরঃ প্রোষ্ঠং মহাবেগবতী বভৌ । কথং সলেখ্যে মে বেগং শিরসা শিব ইত্যাত ॥

বাহুতমানলংকৃত্বা যথো শঙ্খধনানুগা ॥ ৫৮

শিবোহপি গঙ্গাং তং বভূং যোনিং বিভাৰ্য্য ধূৰ্জটীঃ । হিমালয়চতুৰ্ভাগমাক্রম্য স তথাহিতঃ

গঙ্গায়াঃ কদৃশো বেগো যন্তা জেয় ইত্যধাৱা ॥ ৫১

ততো গঙ্গা দেবমদী বেগফেনবতী সতী । যথাবিশচ্ছভুশীৰ্ষং মহত্ৰাপি হিমালয়াং ॥ ৫০

যোজনানি ত্রিপঞ্চাশত্তজ্জলিতা মহাবলী । একদৈবাপত্যচ্ছতোৰ্ধোলিং বহুজটাবনম্ ॥ ৫১

যথেষ্টেনৈব বেগেন পপাত শির ঐশ্বরম্ । বভ্রাম শত্ৰুশিরসি ব্রহ্মানী বিনিৰ্ভমম্ ॥ ৫২

যত্র যত্র ব্রজতোষা শিবশীৰ্ষজটাবনে । তত্রৈব নৃত্যং হানং দদৰ্শ সুরনিয়গাং ॥ ৫৩

এবং বভ্রাম শিরসি শিবস্তানন্তডেজনঃ । শ্রীস্তা বভূব পরমা শঙ্করমুপকৰ্ণিতা ॥ ৫৪

আবির্ভূয় বৎসরান্তে গঙ্গা শিবমথাববীং ॥ ৫৫

দেব্যাচ ।

অনন্তশক্তে ভগবন্ দেহি নিঃসরণং মম । শঙ্করানাক্রুশেনৈব মাংকৰ্ণতি তুপতিঃ ॥ ৫৬

ভেনাহং শীতিতা তুতা শ্রীস্তা ভব জটাবনে । ব্য্রমপ্রাপ্য নিৰ্বেণা তামহংসরণং গতা ॥ ৫৭

ত্মনস্ত জটাবণো ব্য্রং দেহি মহেশ্বর । ভূয়াং সগরপুত্রাণাং ব্রহ্মদণ্ডবিমোচনম্ ।

কৃতাপরাধাং মে দেব বক্ষস পরমেশ্বর ॥ ৫৮

ভগবান্‌বাচ ।

মাংসপি স্বং ভলং নেতুমিচ্ছোবেগেন ভূয়সা । স তে বেগঃ কৃতো ব্যতঃ কথমীদৃক্ প্রভাবসে

গতা মাং শরণং যস্মাদভো ব্রজ যথেষ্টয়া ॥ ৫৯

ইত্যুক্তা ন মহাদেবো জটামেকান্ত দক্ষিণে । ক্ষারসামাস সংযম পাণিনা ব্রহ্মসমুৎপঃ ॥ ৬০

ভতঃ প্রাপ্য বরং ব্য্রং নিঃসারামরাপণা । পক্ষিণী লোকবশণা মুক্তব্যারেব পঞ্জরাং ॥ ৬১

অথ জ্যেষ্ঠে মহাত্মনা দশম্যাং শুক্লপক্ষতঃ । হস্তানক্ষত্রবোগেণ তৌমে ব্যরেমহামুনে ॥ ৬২

হিমালয়ঃ পরিভ্যক্তা পপাত ধরশীভলম্ । তদা জয়জয়ম্বানো বভূব ভূবি সৰ্ব্বতঃ ॥ ৬৩

বরা ক্ষুৰ্ণাপি ন ক্ষোভং গঙ্গালীভাহপালভং । গঙ্গাপি চ ব্য্রং প্রাপ্য পরামাপ হৃদিৰ্কৃতিম্

অমলমিশিখাকোটরিব জজ্বাল ভেজন। । পাপং ব্যাতদা ভীতান্তদৈব পরিভ্যক্তাঃ ॥ ৬৫

ইতি ধমু ধরণীভলং মহেশী সমগমদিস্মহলশুক্ল বর্ণা ।

অরণশতসহস্রদীপ্তিবৃদ্ধা ব্য্রজয়তু হুর্হু হুরধিভিঃ সমীঢ্যা ॥ ৬৬

ইতি বৃহৎসপ্তপুৰাণে মধ্যখণ্ডে গঙ্গাবতরণং নাম একবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

## দ্বাবিংশোধ্যায়ঃ ।

শুক উবাচ ।

এব গঙ্গা তদা দেবী দক্ষিণত্যাং বরান্তলম্ । আনন্দমস্পদা চাঢ্যা যযৌ বিপুলভাৱম্ ॥ ১

ভরদ্বাচাপজাঢ্যা কেনপূষ্পবিরাজিতা । গঙ্গাথ্যা মুক্তলভিকা ব্য্রজ ধরণীং গতা ॥ ২

বারা সুবনিতা চারু গুহা পরমশোভনা । করিনিঃচমহাশাপমহাপক্ষিগণাকুলে ॥ ৩  
অত্রৈ তপীরথো রাজা শঙ্খহস্তো রথোপরি । প্রগচ্ছনু বাণবেগেন গঙ্গা শব্দানুগামিনী ॥ ৪  
বনানি পরীতানুচ্ছানু গ্রামাংক নগরাণি চ । সরাংসি সুরময়ানি প্রাবয়িত্বা মহাজিবা ।

দেবযিভিঃ সুরম্যানা পদেদ গঙ্গা ধরাভলম্ ॥ ৫

যত্র যত্র যথো গঙ্গা তত্র তত্র মহেশ্বরঃ । ভূমিভাগং শিরশ্চক্রে অষ্টহস্তাধিকে তটে ॥ ৬  
সার্কিযোজনবিন্দুগাং ধারাং চক্রে মহেশ্বরী । অষ্টহস্তাধিকাং মৌলিং সার্কিযোজনকং শিরঃ ॥ ৭  
দীর্ঘাং চক্রে শিবঃ শত্ৰুমিভং বিশতযোজনম্ । অক্কেঃ প্রমিত্তিপর্বাভ্যংকিকিঙ্গানং বিজর্জ্বত ॥ ৮  
ব্যতীতে যোজনে নপ্তবয়ে গঙ্গা জবাযিতা । হিমালয়সমীপে ভূ দদর্শ নপ্ত বৈ যুনীন্ ॥ ৯  
তে তু নষ্টেষ যুনয়ঃ নপ্তশঙ্খধ্বনিং দধুঃ । নপ্তবারা তরা ভূতা নপ্তর্বাণাং স্থাবরা ॥ ১০  
ততঃ প্রাপ্য হরিবারং ধারাঃ সন্ধ্যোচ্য বৈকুণ্ঠী । অতুং সর্কযুখী দেবী মহাপাষাণভেদিনী ॥  
ততঃ সা পরগুহাভিনীভিঃ সঙ্গতাভবৎ । সখীভিরিব সংযাতা সা বর্ধকু কুতুহলাৎ ॥ ১২  
ততোঃসিকোণমুখতো যথো গঙ্গা ধরাভলে । যমুনা চ তথা গুপ্তা সঙ্গতাভুৎ সন্ন্যস্তী ॥ ১৩  
প্রায়ঃ ইত্যয়ং দেশঃ পূণ্যঃ পরমতঃ পরঃ । ততঃ সর্কযুখী গঙ্গা পুরৌষোতা ব্যরাজত ॥ ১৪  
কাশীং বামাং ততশ্চক্রে বামা শক্তিরনুযো । তত্রাতুদুত্তরশ্রোতাঃ শিবদর্শন কোতুকাং ॥ ১৫  
সপাদযোজনম্ ততঃ দেশং পৃথীবহিকৃতম্ । ততঃ পূর্কযুখী ভূতা তত্র রাজা ভগীরথঃ ।

প্রান্তাবনারিধিভূতঃ শঙ্খধ্বনিং ব্যরাময়ৎ ॥ ১৬

এতস্মিয়েব কালে তু জঙ্ঘুর্নাম মহামুনিঃ । চক্রে শঙ্খধ্বনিং চারু গঙ্গা গুপ্রাব তং তদা ।

তমেব শঙ্খকান্তস্ত গন্তুং দেবী প্রচক্রমে ॥ ১৭

ততো বিপ্রম্য রাজা চ শঙ্খশব্দং চকার হ ॥ ১৮

গঙ্গা গঙ্গাকিয়দূরং ত্র্যহস্তশঙ্খনিখনম্ । কোৎসমস্তো ধ্বনিং শঙ্খে দগ্ধাবধ বুবেগ চ ॥ ১৯  
কর্ম জঙ্ঘুর্নেনস্তত্র রৌষকুরিতকৃদ্ বভৌ । যুনে রম্যাশ্রমং সর্কং প্রাবয়ামীত্যাবত ॥ ২০  
গচ্ছ রাজনু মহাতাগ যত্র জঙ্ঘুপ্রমো হাহম্ । প্রাবয়িষ্যাম্যহং তস্ত যুনেরাশ্রমমগলম্ ।

স্বাশ্রমং নেতুকামো মাং যোৎস্বং শঙ্খমপুরয়ৎ ॥ ২১

শুক উবাচ ।

ইত্যুক্তম্ নৃপোৎস্রোত্বোৎস্রুৎগঙ্গা চানুযথো জবাং । তদ্বিজায় যুনির্জঙ্ঘুর্লক্ষভেজঃ সমস্রবৎ  
উবয়িত্বা যুনিবরো ভূমৌ বৈ দক্ষিণং করম্ । অর্পয়ামাস তত্রাতুদু গঙ্গামালাপালকিতা ॥ ২২  
প্রাপ্তং গঙ্গাজলং সর্কং পার্ণো ব্রহ্মকরোপমে । গমুখীকৃতা ত্যাং প্রস্রাব পর্ণো জঙ্ঘুর্হাহমুনিঃ  
হাহাকারস্তথা জাতো ভূবি থে দিষ্টু সর্কতঃ । গঙ্গা চ মুষ্টিমাসাদ্য জগাম যুনিপুত্রবৎ ॥ ২৩

দেবুবাচ ।

যুনে ব্রহ্মনু মহাতাগ জানে ত্যাং ব্রহ্মভেজম্ । ক্ষমস্ব সমদৌরাত্ম্যং চিকীর্ষোলৌকমঙ্গলম্ ॥

তব পুত্ৰীহমাগমা ভ্যজ মাং জঠরাৎ স্বকাং ॥ ২৬

প্রাপু বহু নতিং দিব্যাং তনয়াঃ সগরস্ত বৈ । ভগীরথস্ত ভূপস্ত কুরুষ সার্ককং তপঃ ॥ ২৭

জাহ্নবীত্যেব মে নাম লোকা গান্ধারী পাননম্ । ভবৈবা পরমা কীৰ্ত্তিলোকেশু বিনলা হিতা  
ব্রাহ্মণাশ্চ মহাত্মানো দৈবৈরপি হুমানসঃ । ইতি জনৈঃ ক্রমশ্চ তৎ ত্যক্তা মাং কার্যসিদ্ধয়ে  
শুক উবাচ ।

তস্যান্ত ব্যাকুলং ব্যাক্যং ক্রুমাৎ মহাতপা । জাম্ব ব্যাপানরামাস নিঃসনার ভতঃ শিবা ॥  
জাহ্নবী জম্বতীত্যেবং বভৌ পূণ্যভরক্ষনিঃ । ততঃ ক্রিয়দ্ গতো দূরং রাজানীজ্জাহ্নবাহনঃ ॥  
এতন্নিম্নেব কালে তু সময়ং প্রাপ্য কাচম । নান্না পদ্মাবতী কস্তা মুনৈর্জহৌর্মহাজনঃ ।

শৃংখা গা ধ্বানয়ামাস দ্বিদৃক্ষুর্ভগিনীমিতি ॥ ৩২

ভবেনাদ্রুগতা শব্দং ববৌ পুরুষতনুশিনী । অধিকোণমুখী কিঞ্চিদ্রুং প্রাপ্তা তথাবিবা ॥ ৩৩  
দৃষ্টী ভগীরথো রাজা ব্রজতীং শিবাম্ । উত্তিষ্ঠ নারথে গচ্ছ গঙ্গা যতি তথাস্তরম্ ॥

ইত্যাঙ্ক্য ধ্বানয়ামাস রাজা শব্দং মহারবম্ ॥ ৩৫

তক্ষুত্বা শব্দমিনয়ং জলান্বিতাং বিমিতা । দদর্শ দূরে রাজন্তং কুরুভং শব্দনিশ্বনম্ ॥ ৩৬  
চক্রোঃ পদ্মাবতৌ সা সা তৎক্রোধায়সী বভৌ । সা চ পদ্মাবতী দেবী বিত্তীর্ণসলিলা পুনঃ

পূর্বমুখং ববৌ পূর্বং সমুদ্রমপি সঙ্গতা ॥ ৩৭

গঙ্গা তু বেলাং সংক্ষিপ্য গঙ্গং সমুপচক্রমে । বভূব দক্ষিণস্রোতাঃ বুদ্ধাক্ষিনিকটাদিব ॥ ৩৮  
গঙ্গায়মুনরোঃ সঙ্গং পরিত্যজ্য সুরাপনা । রাজানং দক্ষিণং কৃত্বা সংবিত্তেদ নরিংপতিম্ ॥  
সমুদ্রস্তত্র উবাচ পুণ্ড্রচন্দনসংযুতঃ । অর্জুনামাস তাং গঙ্গাং বেলায় সহ ভার্যয়া ॥ ৪০

ততঃ স সাগরং ভিত্তা ব্যতীত্য বিবরানপি । মহাভলে চ কপিলং দদর্শ স্মমহাশ্রুতম্ ॥ ৪১  
তন্নিব ভগীরথো রাজা গঙ্গাং ভাগীরথীং বিজ । পুঞ্জয়ামাস বিবিধৈর্বলিভিধু পদীপটকঃ ॥ ৪২  
কপিল উবাচ ।

মাতর্গঙ্গে মহেশানি স্বাগতং তে মহেশ্বর । অতীত্য সুবহুং দেশানান্নাতা স্মমহাতলম্ ॥ ৪৩  
ইমে সাগরয়ঃ বহ্নিসহস্রাবি মহাবলাঃ । সংক্রোধবহ্নিনা দৃষ্টা হর্ষতিং পরমাং গতাঃ ।

এতান্ পাষয় হে মাতরনস্তা ত্বং গতির্নৃণাম্ ॥ ৪৪

যাত্ৰ দিব্যাংগভিঃদেবি উত্তীর্ণাহর্গতেরপি । অহংকৃত্যংল্লামোষ কৃতার্থঃ স্তাং ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫  
শুক উবাচ ।

ইত্যাঙ্ক্য কপিলেনৈবা দেবী নারিণঃ স্নেহিতা । আগ্রাবয়ং সাগরাংগং ভজ্যানি বিজয়নম্ ॥  
তস্তাঃ সংস্পর্শমাত্রেনেব তনয়াঃ সগরস্ত চ । যমলোকে চাকরগা বভূবুরমিতোজলঃ ॥ ৪৭  
পশ্চাত্তাং যমদূতানং তে বৈ দিব্যবপুর্ধরাঃ । বিয়ংপথৈর্বিনামহা অল্যরোগশ্চেনেহিতাঃ ।

গীয়মানগুণা দৈবৈর্ঘণ্ডৈঃ স্বর্গং ত একদা ॥ ৪৮

বিযুক্তবন্ধনা দেবা ইবপক্ষিগণাঃ কচিং । রাজা ভগীরথস্তাপি পুরেচক্রে মহোৎসবান্ ॥ ৪৯  
ততো নান্দালয়ে দেবী ধ্যাভ্য ভোগবতীতি সা । মহীতলমতীত্যানো ববৌ পাভালবেব চ ॥  
তদানন্তং সন্যাসান্ত মহেশ্বরিলং প্রভূম্ । জীনাভুং সলিলে গঙ্গা ব্রহ্মাণং যত্র ভাসিতে ৫১  
ইত্যেবং কথিতং তুভ্যং বৎপুত্রং ভবতা মম । গঙ্গা সুরমণী পূণ্যা যাতারাতা ধরাতলম্ ৫২

ইদমাধ্যানমাত্মন্যং বশস্তং বশবর্জিতম্ । বস্তং বশ্যং শৌকহরং কুণ্ডলাগরশৌবকম্ ।

মঙ্গলং পরমং দিব্যং গঙ্গাবতরণং বিজ্ঞম্ ॥ ৫৩

ব্রাহ্মণঃ কজিষো বৈভ্য ইদমাধ্যানমুত্তমম্ । পঠেয়ুঃ শ্রবণং কুর্য়ান্ তৈরহং পরমং গতিম্ ।

ত্রিষং শূদ্রাশ্চ শৃণুয়ুর্ভেদমুর্গতিমুত্তমাম্ ॥ ৫৪

কুপারামতড়াগাদিবৃক্ষমশিরকর্ষম্ । অশৌচাত্তাদ্ বিতীয়েৎকি নরেষু শুভকর্ষম্ ।

পঠেচ্চ শৃণুয়াচ্ বাপি আধ্যানমিদমুত্তমম্ ॥ ৫৫

এহীড়াস্থ বোরাস্থ জলাদিগীড়নেচ্চ । পঠেবা শৃণুয়াবাপি ইদমাধ্যানমুত্তমম্ ॥ ৫৬

ইমে একাদশধায়া বাবিশতিরথাপি বা । অগস্ত্যদেশে বিজ্ঞায় নিকটং মরণং জনঃ ॥ ৫৭

মহাপাতকযুক্তোৎপি যুক্তো বা নরুপাতকৈঃ । পঠেচ্চ শৃণুয়াবাপি ইদমাধ্যানমুত্তমম্ ॥ ৫৮

আজমগঙ্গান্নানন্ত কলমাপা ন বৈ জনঃ । গঙ্গাস্তর্জলমু ভ্যোচ্চ কলমাপোতি মানবঃ ॥ ৫৯

এবং তস্মা শুচিভবচেতসা যুনে স্রাপগাচরিতমপূর্ণমুত্তমম্ ।

স্রাহুর্দৈর্দিবি ভূবি গেমমর্ষণং মরোদিভ্যং মতিপঠনাস্রাপগতঃ ॥ ৬০

কৃত্যে যুগে শুভমতিভির্বদজ্যতে বিতীরকে কিল বজ্রতা যদজ্যতে ।

তৃতীরকে জলকুহ্মৈর্বদজ্যতাং স্রাপগাজলকণ্ডঃ কলৌ হি তৎ ॥ ৬১

বদোচ্যতে নিরবরকস্তকেত্যনৌ শিবংপতিং সমগমদিত্যদৌ তদা ।

বদা পুনর্দিবি স্রমজ্যকস্তকা তদোচ্যতেহনলবমিতা শুহব্রহ্মঃ ॥ ৬২

বদা পুনর্দ্বিগদনস্তবাতবং তদা পতিং স্বমুপগতা ব্যারাজত ।

বদা পুনর্মুনিভনয়েতি কথ্যতে তদান্তবম্ পবনিত্যেব ভীষ্মঃ ॥ ৬৩

বদা পুনী রবিকুলরাজকস্তকা তদা গতা জলনিবিনেব সংপতিম্ ।

ইতীদৃশী হনিয়তরুপিণী শিবা শিবং গতা বহত্তর রূপবলভম্ ॥ ৬৪

ইতি বৃহদ্রথপুরাণে মধ্যখণ্ডে সগরপুত্রোদ্ধারো নাম বাবিশোঃধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

## ত্রয়োবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিব্রবাচ ।

উক্তং তস্মা শিবা প্রাপ্তা গঙ্গা সত্যার্জরুপিণী । উমাস্তাশ্চ শিবপ্রাতিং বদ ব্রহ্মনু মহামতে ॥ ১

ঋষিব্রবাচ ।

সত্যায় গভায়াং ত্রিদিবং সূর্যবে মেমকা পুংসঃ । অস্তায় হুহিতরং চারুগুণশীলসমবিতাম্ ॥ ২

জলংকনকর্ণোরাসীং বিভূজাং চারুলোচনাম্ । সন্তায় ভবন্ত্যায়মেদাস্যঃসর্গেগঙ্গাতটংজহঃ

হিমাচলগৃহে সা তু ররাজ কিল জৈমিনে । কলেব শশিনঃ গুরে বর্জমানা দিনে দিনে ॥ ৪

কশাচিন্মারদো দেবস্তুভ্রাতঃ পুরমাগতঃ । নিৰ্জন্মে জগদে নরীং মেনকাই নভীকথাঃ ॥ ৫  
ভজ্জুতা মেনকা দেবী মূৰ্বেচনমৰ্ধৰং । মেনে স্তুতাং মূলগপামজাং শিবশিবামিতি ॥ ৬

নারদশ্চ ভভো গতা শৈলরাজমখারবীং ॥ ৭

নারদ উবাচ ।

কস্তা তে শৈলরাজেন্দ্ৰ জাতা কমললোচনা । দানযোগ্যাণি ভূতেশ্ব কঠৈ দেৱৈর্মিথ্যাতে ৮  
হিমালয় উবাচ ।

ইয়ং মম স্তুতা দেব তপস্ততি বনাস্তরে । যোগাং পতিং পরিপ্রাপ্তুং স্বয়মেব শুণাবিতা ॥ ৯  
পূৰ্ণলকঃ পতিৰ্যোঃস্তাঃ ন এবাহ ভবিষ্যতি । কিং নস্তুভ্রাতি কৰ্ভুং কস্তাবরনমাগমে ॥ ১০

নারদ উবাচ ।

যহুতং তং সত্যমেব তত্রোদ্যোগী ভবেৎ পুনঃ । অহুদ্যোগক পুরুষঃ ঐশতে কাৰ্য্যাক্ষনঃ ॥  
ভবানপি পিতা না তে তৎপতিং লভতে যথা । কস্তানিনকলং প্রাপ্তুং তত্রোদ্যোগী তথাভব  
বস্ত লক্শ্যলাভেন নো যুক্তং গৃহিণাংকুদীঃ । তন্ত কিঞ্চিৎ কৃতংনাশ্চি ন গৃহী নান্তিকথ্যতে  
অতএব ভবান্ স্বস্তা হুহিতুৰ্বরমেধম্ । ব্রাহ্মণৈর্দুঃখিতিশ্চৈব তৎপরামৰ্ধং কুরু ॥ ১৪

হিমালয় উবাচ ।

প্রভো যমেকতত্ত্বজ্ঞো হুহিতুমে বরং বদ । কঠৈ দেৱা চ মে কস্তা কংপ্রাপ্তা স্তুধীমী ভবেৎ  
নারদ উবাচ ।

অস্তি যোগ্যপতিঃ শৈল হুহিতুস্তব নাস্তথা । যং প্রাপ্তুং বততে পুত্ৰী তব জানামাহুত তম্ ॥  
কৈলাসে বসতিস্তস্ত ত্বাপোষ চ তিষ্ঠতি । স্বয়মাক্সা মহাবাহুঃ কুবেরো যস্ত কিম্বরঃ ।

তস্মৈ দেহি স্তুতাং কস্তামৰ্জুনীয়ায় নৈবতৈঃ ॥ ১৭

হিমালয় উবাচ ।

তস্মৈ দেৱা ময়া কস্তা যং তং বদনি নাস্তথা । তমানয় মহাবাহো শিবং কস্তবরেন্দ্রিতম্ ॥ ১৮  
শুক উবাচ ।

তথৈতাক্ষা যদ্যো দেবো যত্র দেবো মহেশ্বরঃ । কৈলাসে তং শিবং নভা বচনকেন্দ্রমবীং ॥  
নারদ উবাচ ।

শস্তো ভব নভী প্রাপ্তা পূৰ্ণস্তুত্বমুনোরথঃ । যত্র গঙ্গা স্তুরৈঃ প্রাপ্তা তত্ৰৈবেয়মুপহিতা ॥ ২০  
তাং প্রাপ্তুং নহেমগৌরী তপস্ততি মহাবনে । তব বার্ভাং মহাদেব নন্দ্যভীভ্যাং স্তবেদমম্ ॥  
তং তত্র কুরু বৈ বাসংগিরিরাজে হিমালয়ে । তাত্ত দেবিষাতে গৌরী তাংতং লক্ষ্যাসি নাস্তথা  
শিব উবাচ ।

গঙ্গাল্লগা নভী লক্কা কামস্তাং তং বদম্যত । যামহং শিরসা ধৃতা বহু মন্তে স্বমেব হি ॥ ২৩  
নারদ উবাচ ।

নভী চ বিবিধা ভূতা গঙ্গোমা চ হিমালয়ে । একা ধৃতা ত্বয়া নীৰ্বে বামাদেহং যং ধরিষ্যসি ।  
পূৰ্ণং বামাল্লগা ভাৰ্য্যা বামাদেহং দ্যাণি লভ্যতাম্ ॥ ২৪

শুক উবাচ ।

এষমুক্তা যযৌ দেবো মূনির্নারদসংজ্ঞকঃ ॥ ২৫

হিমালয়ঃ যযৌ শত্ৰুপুস্তানজমানসঃ । তপস্ত্যতীং সতীং গ্রাহ বিজ্ঞাপেণ জৈমিনে ॥ ২৬

শিব উবাচ ।

কাসি কস্তানি রক্তোর কিমর্থং বা উপস্তমি । নায়ং তপস্তাকালন্তে সূক্ষ্মার্থ্যাঃ সূশোভনে ॥  
দেবুবাচি ।

অহং হিমালয়হৃত্য শিবমীশ্চ পুণ্ডরিকম্ । অহং দাক্ষায়ণী পূর্ণং ত্যক্তদেহা বিজ্ঞোত্তম ॥ ২৮  
শিব উবাচ ।

কথং শিবং শ্যশানহং কুরুণং পতিমীহসে । ইক্ষাদিঃ বা বর্জয়সি গুণসম্পৎসমম্বিতা ॥ ২৯  
কথমেতং তপন্তেপে শিবং প্রাপ্তং পতিং সতী । কৃপাম্ভাববশগঃ শিবন্তেতন্ত পদংনতঃ ॥ ৩০  
দেবুবাচি ।

নৈবমেবং ব্রহ্মচারিন্ বদ মাং শিবনিম্ননম্ । বজ্রহাঃ পুরা দেহং জহৌ কন্দাদ্রবীষতঃ ॥  
স্তহি শত্ৰুং মহেশানং প্রায়স্কিন্তং তদন্ত নো । শরীরং নতাজ্ঞে যেম প্রভুত্বা শিবনিম্নরা ॥ ৩২  
শিবরূপব্রাহ্মণ উবাচ ।

শিব হর গিরিশেখ ত্র্যক্ষ বিবেশ দেব প্রমথগণবিহারিন্ সর্গদামনরূপ ।

সকলভুবনগোপ্তা হং ভবান্ কালরূপী নিখিলবৃজিনহারিন্ দেবদেব প্রসাদ ॥ ৩৩

দেবুবাচি ।

ব্রহ্মচারিন্ নমন্তেতন্ত শিবজ্ঞায় শিবায় তে । ব্রহ্মচারিষ্বরূপেণ ভবানেব শিবো যতঃ ।

প্রসাদ দেবদেবেশ হাং নমস্তামি তজ্জিতঃ ॥ ৩৪

শুক উবাচ ।

ইখং প্রণামযুক্তায়ায়ুমায়াং ন মহেশ্বরঃ । স্বরূপং জগৃহে সদ্যো বৃষরূপবিরাজিতঃ ॥ ৩৫

শিব উবাচ ।

মাং হং প্রাপ্সাদি নাস্ত্যত্র সন্দেহস্ত কদাচন ॥ ৩৬

শুক উবাচ ।

ইত্যাভ্যুত্তর্জ্বে শত্ৰুরমা পিত্রালয়ঃ যযৌ । শিবোহপ্যথ মহাবোণী গন্ধাং প্রাপ্য শিরঃস্থিতাম্  
ভার্ঘ্যার্বং নিঃস্পৃহস্তত্র গিরিসানো মনো যথং ॥ ৩৭

তদা নারদবাক্যেন জ্ঞাত্য শৈলেশ্বরঃ শিবম্ । শিবস্ত পরিচর্য্যাদৈর উমাং পুতীং দিদেশ হ ॥

পিত্রাজ্ঞয়া স্বাভিমতং শিবেষে যত্নতঃ শিবম্ । ন চ তং কাময়ামান মহাবোণরতঃ শিবঃ ॥ ৩৯

পূর্ণং ব্রহ্মা স্বাং তদুজ্জ্বলং সন্ধ্যাধ্যায়ুপগম্যতি । তদা শিবেন হাসিতং তন্তত এব হৃদয়য়া ॥

কন্দর্পং প্রেমযামান শতোর্ধোগবিষাতকম্ ॥ ৪০

কন্দর্পস্ত সরাগত্যা পুণ্ড্রবদা স্মিতাশ্রিতঃ । সন্দর্পে পুণ্ড্রবদা মোহনাদৌনি জৈমিনে ॥ ৪১

মূর্ত্তস্তত্র বসন্তোজ্জ্বলং বিলসৎপুণ্ড্রবদাঃ । তদুদ্ভূতী তু মহাদেবেষা বসন্তারন্তমাস্তনঃ ॥ ৪২



তৎকারণং যুগ্মাণো মণ্ডলীকৃতকার্ষুকম্ । কামং দদর্শ পার্শ্বং দৃকপাতাদ্ভুতম্ চাকরোং ॥  
কন্দর্পে ভাসমান্তে দেব্যা অঙ্গৈশু গচ্ছতি । অনঙ্গ ইতি বিখ্যাতিং জগাম পঞ্চমার্গণঃ ॥ ৪৪  
কামদেবস্ত ভ্রম্মানি শিলেপাদ্বে মহেশ্বরঃ । দেব্যা সকাময়া দৃষ্টৌ বভূব কামভাববান্ ॥ ৪৫  
সকামং বীক্ষ্য গিরিশং ব্রহ্মাদ্যা জহুযুস্তদা । হিমাশ্রয়ঃ সূতাং তস্মৈ দাতুং সমুপচক্রমে ॥ ৪৬  
ব্রহ্মবিকৃদি দেবানাম্ পুত্রতঃ স মহেশ্বরঃ । উপবেশে উমাং দেবীং বিধিযুক্তেন কর্ণণা ।

শিবঃ প্রাপ্য স্নিগ্ধং ক্ষীভাং পার্শ্বভীং স্বহৃদং বর্ষৌ ॥ ৪৭

তারকোপক্রতা দেবা যোদ্ধু কামা মহেশ্বরম্ । শিবতেজঃসমুদ্ভূতং সেনাপতিমবাচত ॥ ৪৮  
স ভেবাং কার্যাসিদ্ধার্থং যেকমুলে ইলায়তে । উমামুপজগামাশ দিব্যং বর্ষশতং যযৌ ॥ ৪৯  
তদৃষ্টৌ হুঃসহং কর্ণ ভীতা ব্রহ্মাদিদেবতাঃ । অনর্থং চিন্তয়ামাস্তমোদৈধুখনকর্ণনি ॥ ৫০  
যন্ত মৈথুনকার্যেযু দিব্যং বর্ষশতং গভম্ । তস্মাক্সাতঃ সূতঃ কৃত্ত ধারীণ্যৌ ভবিযতি ॥ ৫১  
ইতিসঙ্কিন্ত্যৈ দেবান্তমোস্তাং মৈথুনক্রিয়াম্ । দর্শয়িত্বা বিজানুকাংচিং ত্যাজয়ামাস্রোজনানি  
বিপ্রান্দৃষ্টীতনাদেবীত্রাড়িতাপিদবেহং শুকম্ । দেবীত্রীতৌহলং তৎ তু শিবশন্তং ততোহবধি  
পুংসামগমাং সমভূৎ পুংসাং ব্রীহকরং বিজ ॥ ৫৩

হানভষ্টং শিবঃ স্তম্ভঃ তত্যান্ত পৃথিবীতলে । তৎ সর্গব্যাপকং ভূতমগ্নিঃসংজগৃহে চ তৎ ॥ ৫৪  
অগ্নিস্ত সর্গদেবানাম্ সম্মতে ন চ তৎ কিম্বৎ । গঙ্গায়ৈ ধারয়ামাস সা তু গঙ্গা হৃদ্বর্জম্ ।

শৈবং ভেজন্ত তত্যান্ত কৈলাসে শিবকাননে ॥ ৫৫

তস্মাং প্রাপী সমুত্তরৌ সেনানীদীর্ঘলোচনঃ । মহাবলো মহাসম্ভঃ শিবপুত্রৌ মহাভূজঃ ॥ ৫৬  
জলংকনকগৌরাসৌ নানাভরণভূষণঃ । সেনাপতিভেদে দৈবঃ স হৃতিবিক্রো বভূব হ ॥ ৫৭  
কুস্তিকাদিগংবাং বরাং মাতৃগাং স পয়ঃ পপৌ । তেনাসৌ কার্তিকেয়াদিনামকৌ শুহনাদ্ভুতঃ  
বড়ুভিবিক্রোঃ পপৌ হুঙ্কং তেন বড়ু বক্ত উচ্যতে । দহুঃ শিবাদয়ন্তস্মৈ শত্রুকাঙ্গাদিবাহনম্ ॥  
তেন ভেবাং হতঃ শক্রস্তারকাণ্যো মহাবলঃ । উময়া সহ দেবোহসৌ কৈলাসশিখরেহবসৎ  
তত্র দেহাদ্বিকং শতোজ হার থলু পার্শ্বভী । শিববিচ্ছেদনাশকাপ্যাহসন্তী বিজর্ষত ॥ ৬১  
তত্রহাং পার্শ্বভীং দেবীং পৃচ্ছতীং স মহেশ্বরঃ । জগাদ মরুতানি সর্গদেবতকানি চ ॥ ৬২  
ইতোবঃভবতে প্রোক্তং যৎ পৃষ্টৌহমিহত্বয়া । যেন লেভউমাংদেবীং সত্যীং পূর্নপ্রিয়াং শিবঃ  
ইদমাখ্যানমিষ্টৌপ্রাপকং পুণ্যদং শুচিঃ । পাঠাং শ্রাব্যঞ্চ জপ্যঞ্চ কিমন্তং কথ্যতে তব ॥ ৬৪

ইতি বৃহৎসম্বলপুরাণে মহাশব্দে উমালাভো নাম ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

## চতুৰ্কিংশোহধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিব্রশচ ।

উক্তা বরা মহাপুণ্যা গঙ্গা ত্রিপথগামিনী । গঙ্গান্নাং যৎ তু কৰ্ত্তব্যমকৰ্ত্তব্যং বদন্ত তৎ ॥ ১

বরক্ৰবাক্যপীযুষবিৰিডি-নৌপলভাতে । নদৈব ভবতো বাক্যমুদ্গিরত্যৰ্থমচ্যুতম্ ॥ ২

বাস উবাচ ।

এবং পুৰো জৈমিনিনা মহাতাগবতো মুনিঃ । হৰ্ষিতেনাশ্রনা ধ্রোচে জৈমিনিং শিবামাশ্রমঃ

শুক উবাচ ।

শৃণু রাজন্ মহাপুণ্যান্ গঙ্গাধৰ্ম্মান্ মনোরমান্ । গঙ্গান্নানফলং ভেবাং শ্রবণেনোপজায়তে ॥

হিমালয়াচ্ছিন্নরাজাদ্ গঙ্গানাগরসম্মমঃ । দেশঃ পরমপুণ্যোহনৌ যৎপারো নৈব বৰ্ত্ততে ॥ ৫

অযোধ্যা মথুরা যান্না কানী কাণী অবন্তিকা । পুরী হারাবতী চৈব সপ্তভা নোক্ষদারিকাঃ ॥

অযোধ্যা রামনগরী মথুরা কৃষ্ণপালিকা । যান্না চ কামরূপাণী কানী শিবপুরী ন ভূঃ ॥ ৭

শিবকাণী বিষ্ণুকাণী কাণ্ডবৃক্ষাঃ সমুদ্রম্ । অবন্তী চ সমুদ্রস্ত তীরে ত্রীপুৰুষোত্তমঃ ॥ ৮

হারাবতী সমুদ্রস্ত মধ্যো কৃষ্ণকূটা পুরী । এতাস্ত পুৰিষোমধ্যো ন গণ্যন্তে কদাচন ॥ ৯

ঐরামবনুগঞ্জহা অযোধ্যা হি মহাপুরী । মথুরা কেশবশ্রেষ্ঠী সুদৰ্শনবিধারিতা ॥ ১০

যান্না চ শিবলিঙ্গস্ত ব্রহ্মবিক্ৰাদিসেবিতা । কানী শিবলিঙ্গশূলহা কাণ্ডো হরিহরাস্থকঃ ॥ ১১

বামদক্ষিণহস্তাভ্যাং ধৃতো যো বিজগুপ্তব । অবন্তিকা পুরীদিব্যা হরেঃ পদ্মোপরি স্থিতা ॥ ১২

পুরী হারাবতী বিকোঃ পাক্ষজন্তোপরি স্থিতা । এতাঃ সৰ্গী মুক্তিদাত্রী একত্র গণিতাঃ সুরৈঃ

একভো বৈ সুরধ্বনী শিবশীৰ্ষোপরি স্থিতা । এতাং ধৰ্ত্তুং মহাদেবঃ শশিরঃ সার্বভৌজমম্ ॥ ১৪

অষ্টহস্তাবিক্ৰৈৰ বিশালং বিমধে স্বয়ম্ । দীৰ্ঘং যোজনপথে কিঞ্চিন্নুনে চকার হ ॥ ১৫

তস্মাদ্ গঙ্গাশ্রয়া দেশা নৈব পৃথী কদাচন । বিবাস্তনো মহেশস্ত শির এব হি তে মতাঃ ১৬

ইহকালকলম্বাণী গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী । কচিং পূৰ্ণস্রবা গঙ্গা কচিং পশ্চিমগামিনী ॥ ১৭

কচিকাণ্ডোত্তরস্রোতাঃ কচিদক্ষিণবাহিনী । দক্ষিণায়াঃ শতগুণা গঙ্গা তু পূৰ্ণবাহিনী ॥ ১৮

ভতঃ শতগুণা ধ্রোক্তা গঙ্গা পশ্চিমবাহিনী । তৎসহস্রগুণা ধ্রোক্তা গঙ্গা চোত্তরবাহিনী ১৯

গঙ্গা বানস্ত সৰ্গস্ত ভারতস্ত বিদৌ যম । সাক্ষী হি জায়তে বিদ্র সৰ্গভো মুক্তিদারিকা ২০

নাস্তি গঙ্গানমঃ তীৰ্ণং গঙ্গা চ পরদেবতা । গঙ্গা চ বসতিস্থানং গঙ্গৈব পরমা গতিঃ ॥ ২১

সাক্ষীশিবানিনী দেবী গঙ্গা সা গিরিবাসিনী । গঙ্গা ধরাবাসিনী চ গঙ্গা পাতালবাসিনী ২২

সৰ্গেব শুভঃকালঃ সৰ্গৌ দেশস্তথা শুভঃ । সৰ্গৌ জনস্তথা পাতালং স্রাবীজলে ২৩

অপি কীটপতঙ্গাদীয বদি গঙ্গাজলে যুতাঃ । অপি ত্যক্তা কীটভৃগুং স্বৰ্গং যান্ত্যতিদূৰ্গতম্ ॥

যজ্ঞলক্ষ্মণমাজেণ সগরস্ত স্ত্যক্ত তে । সদাপন্নাস্তমোভাবং সংকল্পরহিতাক্ত তে ॥ ২৫

ব্রহ্মদণ্ডহতাশাপি ভবীভূতাস্তসর্গতঃ । চিরকালান্তরকাপি স্বর্গতাঃ স্মৃটবর্ণনাঃ ।

কিং পুনর্ধে তু সেবন্তে ভক্ত্যা গঙ্গামধাপহাম্ ॥ ১৬

গঙ্গা গঙ্গেন্তি যোজ্ঞানাদ্ যোজ্ঞানানং নভিরপি । মুচাতে সর্গপাপেভ্যো বিহুলৌকং গচ্ছতি  
যাজ্ঞমপাপকর্মণি যঃকুর্ধ্যাং সর্গনা কুণীঃ । গঙ্গা চেম্ ত্যাকালেস্তাংতদা মোক্ষোৎসুকিস্বরঃ  
তস্মাদ্ গঙ্গা রক্ষণীয়া সর্গযত্নেন জৈমিনে । গঙ্গা চেংস্তাং পরিত্যক্তা ন ত্রাণংকন্ত বৈকটিং  
জৈমিনিব্রবাচ ।

গঙ্গায়া রক্ষণং কীদৃক্ ত্যাগকৃত্যন্ত কীদৃশঃ । ইতি মে সংশয়ং ব্রহ্মংহেতুমহিসিসর্গনা ৩০  
শুক উবাচ ।

প্রবাহমবিবিং কৃতা যাবদন্তচতুষ্টয়ম্ । অত্র নারায়ণঃ স্বামী নাত্তঃ স্বামী কদাচন ॥ ৩১

অত্র কিঞ্চিদগুহীয়াং প্রাট্যং কঠগঠরপি । অত্র কিঞ্চিদদ্যাক সাক্ষ্যং পাত্রায়পূণ্যবান্ ৩২  
প্রতিব্রহ্মতাভাষে হি দানাতাভাষে হি কল্পতে । পরকৃতিকরং কার্যং গঙ্গায়ানোপযুক্ত্যতে ॥

অত্র প্রতিব্রহ্মে রাজন্ বিক্রীতা জাহ্নবী ভবেৎ ॥ ৩৩

বিক্রীতায়াক্ জাহ্নবাং বিক্রীতোহভূজ্ঞানর্দনঃ ॥ ৩৪

জনর্দনে চ বিক্রীতে বিক্রীতং ভুবনত্রয়ম্ । কোহপি ন ত্রাণকর্তাস্ত নিঃসবন্ধপ্রসঙ্গতঃ ॥ ৩৫  
মিথ্যাবাক্যংপ্রতিব্রাহো দানংসাক্ষাদ্গ্রহীতরি । অপারমার্ধিকং বাক্যং জৈমিনেভ্রমবিত্রমো  
বস্ত্রস্তকালনকৈব স্বগাত্রমলকর্ষণম্ । কটুবাক্যং শস্ত্রপাতিং পরশীড়াকরং হি যৎ ॥ ৩৭  
পরদ্রব্যেণ পূজাক্ প্রামাণ্যক্ ভোজনম্ । অশাস্ত্রকথনকৈব অস্ত্রাতা কথনং তথা ॥ ৩৮  
বিনা তিলং তর্পণক্ পানক্কালনমেব চ । অপানবায়ুনিঃসারং নিশীববমতাপি চ ॥ ৩৯  
অস্তভীর্ধপ্রশংসাক্ জলান্তরপ্রশংসনম্ । উচ্ছিষ্টেক্ষেপণকৈব দণ্ডসংতাড়নং তথা ॥

অভ্যক্তোহপি চ ন স্নানাদ্ গঙ্গায়াং দেবমাতরি ॥ ৪০

অভ্যক্তো বিবিধোবারিমাঙ্কনক্ শিরোবধি । তৈল বগাহঃ পাদান্তঃ শিরোনিক্শিপ্ততৈলভঃ ॥  
গঙ্গায়াং শপথং নৈব প্রাণান্তেহপি সমাচরেৎ । স্বচ্ছন্দপাদনিক্ষেপং হানাহানবিকল্পনাঃ ॥ ৪২  
এতবাসোহনেকবাসোহপানস্বর্ধপ্যকম্ । স্নানকাপি নবৈবুর্ধ্যাদালস্তক্ তথাবিধম্ ॥ ৪৩  
শৌকং মোহং হুংধতিস্তাং নাস্তিক্যংপাপচিত্ততাম্ । লিপ্যাক্বিঘ্নাদীনংগঙ্গাতীরেমচাচরেৎ  
ভারকৃচ্চতুর্দশাং যাবদ্রাজমতে জলম্ । তাবদ্ গর্ভং বিজানীয়াং তস্মৈ তীরমুচ্যতে ॥ ৪৫  
সার্কিহন্তগতং যাবদ্ গঙ্গাতীরমিদং স্মৃতম্ । তীরাদ্ গবুতিমাত্রক্ পরিভঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে ॥ ৪৬  
ভীরকেত্রমিদংপ্রোক্তং সর্গপাপবিবর্জিতম্ । শতহন্তং প্রবাহাদ্ধি গর্ভক্ষেত্রমিহোচ্যতে ৪৭

নিরূপ্যতে তত্র বর্জ্যং সাবধানমনাঃ শৃণু ॥ ৪৮

হিংসাং বেধক্ কলহং মিথ্যাবাক্যং প্রতিব্রহ্ম । হানাহানবিকল্পক্ অশাস্ত্রবচনং তথা ॥ ৪৯  
পরায়ভোজনকৈব পরদ্রব্যোপভোজনম্ । শৌকং মোহং হুংধতিস্তাং নাস্তিক্যং পাপচিত্ততাম্  
ভিক্ষাং লিপ্যাক্ চাঞ্চল্যং পরাহাসক্ বর্জয়েৎ ॥ ৫১  
গঙ্গাতীরে বর্জনীয়াং কথ্যতে বিজপুষ্প ॥ ৫২

মিথ্যাবাক্যং শোকমোহনাত্তিক্যংপাপচিত্ততাম্ । কটু বাক্যংপরশীড়াকরংকার্যক্ৰবৰ্জয়েৎ ॥  
 অশাস্ত্রকথনকৈব অজ্ঞাতা কথনং তথা । অস্ততীর্থপ্রশংসাকং জলাস্তুরপ্রশংসনম্ ॥ ৫৪  
 হানাহানিবিচারকং গঙ্গাতীরে বিবৰ্জয়েৎ । গঙ্গাজলেনোক্তেন কুৰ্ঘাৎ সৰ্ব্বাং ক্রলক্রিয়াম্ ॥  
 গঙ্গাতীরস্থিতো যন্ত নাস্তদ্ব বারি স্পর্শেদ্ব যদি । দ্রবং ভেদপ্রতিজ্ঞাতং ব্রহ্মাহমিতিনাস্তথা ॥  
 সৰ্ব্বাম্ দেবপুত্রাম্ পিতৃপুত্রাম্ চৈব হি । মহাতীৰ্থে হি গঙ্গায়ং ক্ষতার্থোচং ন বিদ্যাতে ॥  
 তাকুং মৃতপুত্রীষাদি গঙ্গাতীরং বিবৰ্জয়েৎ । গঙ্গাজুঘমিশাকৈব তাকুং মৃতমলাদিকম্ ॥ ৫৮  
 ন ব্রহ্মেন্নাচরেন্নৈব কদাপি বিজপুস্তব । যা যাঃ সন্নিহিতা ভূমাস্তান্তাঃ পূণ্যভমাঃ স্মৃতাঃ ॥৫৯  
 পাপপুণ্যক্রিয়ানাংক তথৈব নদতে ফলম্ । নীলাকং দেবপুত্রাকং জপং গঙ্গাতটে চরয়েৎ ॥ ৬০  
 নারায়ণক্ষেত্রমথো কৰ্ত্তব্যাকং মিত্রপাভে ॥ ৬১  
 শুক্লাসঃ পিণ্ডায়াপি সাবিজীজপমাচরয়েৎ । শ্রাদ্ধকং তর্পণকৈব পরোপকারকৰ্ম্ম চ ॥ ৬২  
 জব্যোৎসর্গমিষ্টদেবমস্তীতিকরণং তথা । পাত্ৰোদ্দেশকং মনসা ভ্যক্তব্রবাস্ত দাপনে ॥ ৬৩  
 তবপাঠক মৌনক নীচালাপবিবৰ্জনম্ । কেবলং বারিপানকং কৰ্ত্তব্যং ব্রহ্মভাবতঃ ॥ ৬৪  
 এতানি কিল কৰ্ম্মাণি ক্ষেত্রে নারায়ণে চরয়েৎ ॥ ৬৫  
 ইতি বৃহদ্রথপুরাণে মধ্যখণ্ডে গঙ্গাকৃত্যং নাম চতুর্বিংশোঃধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

## পঞ্চবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

ঋষিরবাস ।

গঙ্গাবাত্রাং চরেষ্যন্ত্যো মন উৎকণ্ঠতে যদা । স্নাত্বা দেবানুবীংকৈব পিতৃংকৈব সমৰ্চয়েৎ ॥১  
 পিণ্ডায় বাসনী শুক্রে প্রাণায়ামং সমাচরয়েৎ । মৈথুনং কলহং হিংসাং বৰ্জয়েৎ গাঙ্গাবাত্রায়া ॥  
 বাসন্ত মলিনকৈব গৃহীরাদৃ গাঙ্গাবাত্রিকঃ । শুক্লং গৰ্বেশং বিষ্ণুং শিবং হর্গাং সরস্বতীম্ ।  
 গোব্রাহ্মণসতীকৈব প্রণমেদৃ গাঙ্গাবাত্রিকঃ ॥ ৩  
 শুসবঃ পিতরো দেবা দিক্পালাশ্চ গ্রহাস্তথা । ঋষয়শ্চারণাঃ সিদ্ধা গন্ধর্বাঃ কিন্নরাস্তথা ॥ ৪  
 সৰ্ব্বা দেব্যশ্চ দেবানাং প্রণম্যাস্তে ময়াদুনা । গঙ্গাস্নানার্থবাত্রায়াং ভবন্ত সৰ্গসাধকাঃ ॥ ৫  
 ইত্যেবং ব্রহ্মমুখ্যাং গঙ্গাবাত্রাং সমাচরয়েৎ ॥ ৬  
 বিষ্ণুং তুভসীকৈব প্রণম্য ভক্তিসংযুতঃ । বিলপত্ৰমুপাভ্রায় গঙ্গাবাত্রাং সমাচরয়েৎ ॥ ৭  
 শরমে ভোক্তনে দানে পথি রাত্রৌ দিবা তথা । গঙ্গা গঙ্গোতি সংস্মৃত্য কালং সংযাপয়েন্নরঃ  
 গঙ্গাবাত্রাং সমানায় পথি চেন্দ্রিয়ভে জমঃ । গঙ্গায়ুত্মাকলং তস্ত ভবভোব ন সংশয়ঃ ॥ ৯  
 গঙ্গায়্য নৰ্পনে দেবা আচরন্তি বিরোধনম্ । যেমানাববত্রাষ্ট্রেনাং নামাভিঃ সমভামিরাং ১০  
 কৃতগঙ্গার্ববাত্রস্ত শরীরে পাপসংস্থাঃ । ভবন্তি বিকলাঃ সৰ্ব্বো ভমাংসীব ক্ষপাত্মরাঃ ॥ ১১  
 ত্বেংপি বিদ্যানাচরন্তি তেনানো নৈব গচ্ছতি । গঙ্গায়্য বায়ুসংসর্গং প্রাপ্য পাঠির্বিমুচ্যতে ॥

তদা বিরোধং বৈ দেবা আচরন্তাস্ত গচ্ছতঃ । গন্ধাবারোহ সংসর্গঃ পঠেৎ স্তবমিযং নয়ঃ ।

সর্গদেবেষরো যেন পরিভূষাতি কেশবঃ ॥ ১৩

যে মহিম্বি স্থিতং দেবমগ্রমেষমজং বিভূম্ । শোকমোহবিনির্মুক্তং ধ্যায়েদ্ বিহুং সনাতনম্ ॥  
আসনান্যায়সংস্পৃষ্টং সেবিতং যোগিভিঃ সদা । নিষ্ঠুং সর্গং শান্তং ধ্যায়েদ্বিহুং সনাতনম্  
সর্গদেববিনির্মুক্তং সুপ্রভাং কুনির্মলম্ । নিকলং শাশ্বতং দেবং ধ্যায়েদ্ বিহুং সনাতনম্  
অতুলং সুধর্ম্মাণং যোমদেহং সনাতনম্ । ধর্ম্মার্থসমায়ুক্তং ধ্যায়েদ্ বিহুং সনাতনম্ ॥ ১৭  
করাকরবিনির্মুক্তং জন্মমৃত্যুবিবর্জনম্ । অভয়ং সত্যসকলং ধ্যায়েদ্ বিহুং সনাতনম্ ॥ ১৮  
যমুতং সাধনং সাধ্যং যং পশুন্তি মনোবিগঃ । জ্ঞেয়াখ্যং পরমাত্মনং ধ্যায়েদ্ বিহুং সনাতনম্  
যাসান্যায়বিত্তিঃ সর্গেখ্যানযোগপরাক্রমৈঃ । অর্জিতং ভাবকুসুমধ্যায়েদ্ বিহুং সনাতনম্  
বিকৃষ্টকমিদং পুণ্যং যোগিনাং হর্ষদায়কম্ । যঃ পঠেৎ পরয়া ভক্ত্যা স বিকাশভ্যাতামিযং  
বিহুত্বানন্তদা ভূষা গন্ধাং পশুত নাস্তথা । দৃষ্টাং গন্ধাং মহাপুণ্যং গ্রণমেদত্তবমুদা ॥ ২২  
গন্ধে দেবি জগদ্ব্যভঃ শিবনীধিকৃতালয়ে । জন্মতং সকলং মেঘস্ত ভবতীং গ্রণমামাহম্ ॥ ২৩  
এতেন ধলু ময়ৈগ জ্যোতীশে গ্রণমেচ্ছিষাম্ । স্মৃতাশি গন্ধে দৃষ্টাশি স্পৃশামি ত্বাং মহেশ্বরীম্  
বিহুহেহব্রহ্মকারে প্রসীদ জগদ্যিকে । এতেন ধলু ময়ৈগ স্পৃশেদেবীং সনাতনীম্ ॥ ২৫

ততো বিবাসাঃ স্মারাজ ইষ্টদেবপ্রিয়ার্থকঃ ॥ ২৬

মজ্জন্তি যেন্মিন্ কিল দেহভাজো ন তে নিমজ্জন্তি পুনর্ভবাক্তো ।

সোমঃ পুরস্তাং পয়সাং প্রভাবো গন্ধেতি যং গায়তি দেববর্গঃ ॥ ২৭

আবাহনঞ্চ তীর্থানাং নাপেক্ষজার্বীজসে । নিঃসঙ্কলোৎপি যঃ স্মার্যং স চ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে  
দেবর্ষিপিতৃদেবানাং তর্পণং বিধিতশ্চরেৎ । সম্পূজয়েদ্বিষ্টদেবং চিন্তান্তরপরাক্রুৎ ॥ ২৯  
গন্ধাতীরে বসেন্দ্র্যাস্ত্রিরাশ্রমপি নাস্তথা । যং ক্রণং তত্র বলতি স এব সার্থকঃ ক্রণঃ ॥ ৩০

গমনে প্রার্থয়েদেবীং পুনর্দর্শনকামরা ॥ ৩১

মাত্ৰা পিত্ৰা হিহিতা বা ভাৰ্য্যাপুত্রধনাদিভিঃ । ত্যক্তস্ত ন তথা হুংধং বকু গন্ধাবিরোগজম্ ॥  
নৈ স স্ত্র্যাং ক্ৰণোব্রহ্মন্যত্রগন্ধা ন বিদ্যাতে । ন গম্যতে চ দেশেহংসো যত্র গন্ধা ন বিদ্যাতে  
একপাদহিতো যন্ত পতত্যুতবৎসরান্ । দণ্ডমাত্রং গন্ধায়াং বসেৎ স তু বিশিষ্যতে ॥ ৩৪  
এবম্ দণ্ডসংখ্যাতির্দাসপাকাদিবাসতঃ । ফলং দণ্ডে ভগবতী গন্ধাগ্নিস্নানায় বৈ ॥ ৩৫  
বান্ কালান্ ষধুনীভীরে বসেন্দ্র্যাস্ত্রিঃ নমাহিতঃ । ভাবদেবাস্তপিতরো দেবাস্ত পরিভোষিতাঃ  
তাবৎ তু ব্রহ্মচর্যোগে কালং সংযাপয়েন্নরঃ । ভাবদেব পরস্তায়ং ন ভূজীত কদাচন ॥ ৩৭

তৈর্দত্তঞ্চ ন গৃহীত্বাং পরনিশ্চাং ন চাচরেৎ ॥ ৩৮

গন্ধাতীরে হিতো যন্ত পরনিশ্চাং সমাচরেৎ । সর্গভূতমমো বিহুস্তমৈ ক্রোধোৎ পরাক্রুৎ ৩৯  
গন্ধাস্তান্যার্থমাগত্য ন গৃহীতি গৃহী জনঃ । তথুলং বা হুবর্ণং বা বস্ত্রাদি বা কদাচন ॥ ৪০  
ন তস্ত কলসিকিঃ স্ত্র্যাং সমাগুগন্ধাপ্রয়োজনম্ । সপজুঃ স সদা কালঃ স এব পাপপাশিনান্  
যো গন্ধানিকটং প্রাপ্য গন্ধাস্তানম্পেক্ষতে ॥ ৪১

নায়ং প্রোক্ত মধ্যাক্ষে দ্রষ্টব্য। ভীরবাসিন্তিঃ । গঙ্গাভীরাদ্গতো দূরং ন স্নাতোযজ্ঞজাহ্নবীম্  
ব্রহ্মহত্যান্তিঃ পাটপত্তংক্ষণং স প্রলিপ্যতে । গঙ্গানানরভং মর্ত্যং গঙ্গাভীরনিবাসিনম্

পুঞ্জয়িত্বা যথাভায়মমধমেকলং লভেৎ ॥ ৪৪

অগঙ্গদেশবাদী যো ভয়বানো বিজয়তঃ । ন গঙ্গামাশ্রয়েদ্ দেবীং পরঃ স বিবিধক্ৰিঃ ॥ ৪৫  
প্রামা জনপদাঃ শৈলা আশ্রমাঃ শুচয়ো হি তে । যেষাং ভাগীরথী গঙ্গা মথো যান্তি সরিধরা  
মানুষ্যং হ্রলভং প্রাপ্য বিদ্যাংসম্পাদচঞ্চলম্ । গঙ্গায়াঃ সেবতে সোহত্র বৃদ্ধেঃপারংপরংগতঃ  
কৃতপুণ্যা মহাত্মানো দেবলোকপ্রপুজিতাঃ । মহত্শ্রুত্যাঃপ্রতিমাং গঙ্গাং পশুন্তি তে ভূবি ৪৮  
সাধারণজলাপূর্ণং সাধারণমীমিব । পশুন্তি নাস্তিকা গঙ্গাং পাপোপহতলোচনাঃ ॥ ৪৯

অগঙ্গবাসঃ সন্তজা যো গঙ্গাবানমারজেৎ । স হি বুদ্ধিহতাং শ্রেষ্ঠো দেবৈরপি সুদুর্গতঃ ৫০  
পৈতৃকী বসতির্ভ্যং গঙ্গাভীরে বিজয়তঃ । মনুষ্যচর্যাণা লকঃ স শিবো নাজনংখরঃ ॥ ৫১

গঙ্গাভীরনিবাসায় কত্যাং দত্তে তু যঃ শুভাম্ । প্রত্যাং পিতরস্তস্ত গয়াপ্রোক্তভোগিনঃ ॥  
গঙ্গাভীরনিবাসায় যো ভূমিং প্রদদাতি বৈ । স্বর্গরাজ্যং প্রভুত্বজং স যাবদিক্ষাত্তুর্দশ ॥  
কৃতপরাধক নরং গঙ্গাভীরনিবাসিনম্ । যন্তাড়িয়েদ্বচোদৈঃস্তস্ত পাপকলং শূণ্ ॥ ৫৪

বিমুখাস্তস্ত বৈ দেবাঃ পিতরস্তাপুপাসিতাঃ । গঙ্গা পরিতাজেৎ তং বৈ স তিষ্ঠেতিন্নরকী  
গঙ্গাভীরালয়ং মর্ত্যং সূর্য্যত্বাং য ইক্ষতে । তস্তৈব বিমলং চন্দ্রদেবদর্শনসাধনম্ ॥ ৫৬

গঙ্গাভীরালয়ান্ লোকান্ গঙ্গালোকং বদেত যঃ । স এবাসুগৃহীতঃ স্নাদ্গঙ্গয়া বিজপুসব ॥  
গঙ্গাভীরালয়ান্ মর্ত্যান্ শৈবৈরজ্যান্ কুবীর্জনঃ । মনুষ্যবৃত্ত্যা পাপিত্তা জৈমিনে হবমস্ততে ॥

দেবা মনুষ্যরূপেণ গঙ্গাভীরে চরন্তি বৈ । তস্যাং তানবমস্তেত শ্রেয়োর্থো ন কদাচন ॥ ৫৯  
গঙ্গাভীরবয়ে বিপ্র পিশাচাক শিবাজ্ঞা । কোটমঃ পঞ্চলক্ষাণি তিষ্ঠন্তি বায়ুরূপিণঃ ॥ ৬০

শূণ্ তেভ্যক্ত কর্মাণি বদধেৎ চ নিরূপিতাঃ । যে তত্র পাপকর্যাণো গঙ্গাভীরে বিজয়তঃ ৬১  
ভ্যজন্তি বিষ্ঠামুদ্রাণি শ্বেদকেশনখাদি চ । তত্রৈব ভাংস্তে সর্গাণি ভোজয়ন্ত্যমুরূপতঃ ॥ ৬২

যে শিখাবাদিনো দুষ্টা শুকলেবাপরাজুখাঃ । বৃথাহিংসারতাঃ কুরা বিবাসযান্তিনশ্ববা ।  
তাংস্তে গঙ্গাপিশাচা বৈ মুমূর্গাঙ্গরোধসি ॥ ৬৩

অত্র নারায়ণা নীচা হ্যাপরন্তি নভঃহলে । শূন্তে সন্ত্যক্তপ্রাণান্তে যান্তি দুর্গতিমুত্তমাম্ ॥ ৬৪  
তত্র পশুন্তি পাপিষ্ঠাঃ পশুন্তি দিব্যচক্ষুযঃ । জৈমিনে বর্ণয়াম্যন্ত লক্ষণানি নিবোধ মে ॥ ৬৫

শনিমঙ্গলবাবে বা নিশীথে লুপ্তবোধনঃ । বিষ্ঠাং মুদ্রান্ ভ্যজন্ ভূরি তির্যগৌ বহুনিপ ॥ ৬৬  
বানরান্ লুপ্তসংজ্ঞক সঙ্গা সূরিভলোচনঃ । উর্দ্ধবাসঃ কুরুদেহো গতসর্কেষ্ট্রিমাণসঃ ।

যো ভ্রিয়েত স এবায়ং পিশাচৈর্বস্ত ক্ষিপ্যতে ॥ ৬৭

গঙ্গাভীরবমানান সন্ত্যজেত শিবকিররাঃ । তে রক্ষন্তি সঙ্গা গঙ্গাং নানারূপবিহারিণঃ ॥ ৬৮  
তে তু কুরুন্তি কর্মাণি তানি বিপ্র নিবোধ মে ॥ ৬৯

যান্তদন্তানি পুষ্পাণি নৈবেদ্যাদানি যানি চ । গঙ্গাপ্রবাহস্পৃষ্টানি গৃহীত্বা তানি তে শিবান্  
পুঞ্জয়ন্তি মহাভাগ শিববিকৃাদিকানপি ॥ ৭০

বস্তুনিম্পীড়িতং বারি ত্যক্তধাধোংগুতং জলে । গৃহুস্তি শিরসা তে বৈ গঙ্গাপাতাভিশঙ্করা  
মদমাংসর্ঘ্যাহিংসাদিযুক্তান্ হুষ্টবিমো জনান্ । দূরীকুর্ষত দেবা যং তে বৈ হ্যরততো যুতাঃ ॥

তস্মাদ্ যতেন মাংসর্ঘ্যং হিংসাদি ত্যাজ্যমেব হি ॥ ৭৩

ইতি তে কথিতং বিধি যথাজ্ঞানং যথামতি । গঙ্গামরণকার্যাস্থ কলং বিধি নিবেদ্য মে ॥ ৭৪

ইতি বৃহদ্রথপুরাণে মধ্যখণ্ডে গঙ্গামাহাত্ম্যকথনং নাম পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

### ষড়বিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষিকবাচ ।

যো জমকোটি নিম্পাপঃ স গঙ্গামরণং লভেৎ । এবাহমবধিং কৃত্বা যাবদ্বস্তুততুষ্টিমস্মৃ ।

অত্র চেম্মিয়তে দেহী ন দেহং পুনরারজেৎ ॥ ১

যত্র জমনি গঙ্গারায় যুত্বাভবতি দেহিনঃ । তদা পাপাদি কৰ্ম্মাস্থ ঋণাতে ন কদাচন ।

কোটিক্ষমার্জিতং পুণ্যং তদা তস্তানুযীতে ॥ ২

দেহিনাং মরণং বিধি জমবা সহ জায়তে । তচ্চৈকাদিকালে তুতং জমবা সহ মশ্রতি ॥ ৩

অপ্যাকার্যশতং যন্ত গঙ্গামরণমেব চ । পাপং তন্ত গুরুত্বেন যথো গচ্ছতি জৈমিনে ॥ ৪

পুণ্যং বলীহো লাঘব্যাচুর্ধ্বং গচ্ছতি সৰ্ব্বথা । দেহী তু পুণ্যমাজিত্য চোৰ্দ্ধং গচ্ছতি নাত্থথা

জ্ঞানতোহজ্ঞানতো বাপি তির্ধ্যগ্ বা যোগবিচ বা । গঙ্গামৃত্যুমবাপ্যৈব পরং পবনবানুতে

জৈমিনিব্রবাচ ।

মিথ্যাবাদাদিহুষ্টান্ত ক্ষেত্রাদিয়ারণ্যাকাং । গঙ্গাপিশাচা ঝাকাশং নয়ন্তীতি তরোদিতম্ ৭

তির্ধ্যগ্ যোনিগতানাঙ্ক কথং যুত্বাভবেৎ প্রভো । কথং বা ব্রহ্মহত্যাধোঃপ্রাশক্তিগুণ্ডবেদিতি

ক্রতং মে সংশয়ং ব্রহ্মহেতুর্মহি নিমমস্মৃ । অভীদ্রিয়ঞ্চ হৃদ্বাঞ্চ সম্যক্ পশুস্তি যোগিনঃ ॥ ১

ঋষিকবাচ ।

যে মিথ্যাবাদিনো হুষ্টা গুরুসেবাপরাজুথাঃ । হৃথাহিংসারতাঃ ক্রুরা বিশ্বমবাতকাত্থথা ॥ ১০

তেষাক্ত ভানি পাপানি গঙ্গাদর্শনকৰ্ম্মণি । ভবন্তি প্রতিবন্দীনি যাবজ্জীবতি জৈমিনে ।

অতন্তে পাপকৰ্ম্মাণো মভস্তেব ত্যক্তাস্মহু ॥ ১১

তন্তন্তে শ্রুতমরণা দূরতঃ ক্রিপ্তকীকশাঃ । হৃষ্টারিপাপা অপি তে পাপরাত্তভিগামিনঃ ॥ ১২

ভূতপা ভোগাংক পাপিষ্ঠাঃ পুনর্জাভাঃ শুভে কলে । গঙ্গারায় মরণংপ্রাপ্যলভন্তেমুক্তিমুত্তমাম্

তির্ধ্যগ্গন্ত পাপতোগশরীরাদেব যোগতঃ । গঙ্গাং প্রাপ্য স্বর্গভাস্ত পিশাচা ন ক্রিপন্তি তান্

স্বর্গান্তে তে পুনর্জাভা সর্কীণং প্রাপ্য বন্তি বৈ ॥ ১৪

ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি শৌকীহত্যাশিকানি চ । কৃতান্তজানতস্তানি হিংসাবিরহেতব্যা ॥ ১৫

সত্যং ভেজনঃ স্বাহ্যং ভেবাংশকরে উভে । অতো যে ব্রহ্মহত্যাদীগোহত্যাদিকপাপিন :

সত্যবাদাদিপুণ্যেণ গঙ্গাং প্রাপ্যন্তি মুক্তিদাম্ ॥ ১৬

অতঃ কোহন্তি সংশয়ন্তে তং পুচ্ছস্ব মহামুনে ॥ ১৭

জৈমিনিরুবাচ ।

এবম্ গঙ্গামরণং কং কুত্র প্রাপ্তবানতঃ । তদ্ব্য মহাতাগ প্রোতুঃ বাহ্যে হতীব মে ॥ ১৮

ঋষিরুবাচ ।

উক্তা নগরপুত্রাণাং গতিঃ পরমদুর্লভা । অথাত্তদপি বক্ষ্যামি শৃণু ত্বং বিজপুঙ্গব ॥ ১৯

কীকটে নাম দেশেহস্তি কাককর্ণাধ্যাকো নৃপঃ ।-প্রজানাং হিতকৃত্তিতাং ব্রহ্মবেষকরন্তুণাং ২০

তস্ত বর্ষকথা বিপ্র কর্ণে বজ্রায়তে বিজ্জ । ব্রজনা তমসাবিষ্টে সততং স নৃপেশ্বরঃ ॥ ২১

তত্র দেশে গয়া নাম পুণ্যদেশোহস্তি বিখ্যতঃ । নদী চ কর্ণদা নাম পিতৃণাং স্বর্গদায়িনী ।

তদ্বিক্পরাঙ্গুধো রাজান কোহপি চ প্রয়াতি বৈ ॥ ২২

অথ তত্র বণিকৃ কচিং তস্ত দর্শনমাগতঃ । গঙ্গান্নাদিতঃ সাধুর্গঙ্গান্নানসমমিতিঃ ॥ ২৩

স বৈ বহু ধনং তস্মৈ দদৌ ভূপায় বৈ বণিকৃ । তেন তস্ত সহ ক্রীর্গঙ্গান্নানবিরোধকৃৎ ২৪

বণিকৃ নোহপি নৃপক্ৰীত্যা তত্র বাসং চকার হ ॥ ২৫

তদ্ব্যত্যাগস্তরে তস্ত কাককর্ণস্ত ভূপতেঃ । মহাদাহজ্বরাক্তস্ত মৃত্যুকালো হৃদ্যবিত্তঃ ॥ ২৬

তদা স বণিজং দৃষ্টী রাজা পরমনান্তিকঃ । করোদ তস্ত বিচ্ছেদদুঃখাংস্তদন্তবন্ বহুঃ ॥ ২৭

কাককর্ণ উবাচ ।

মথে বণিজহাভাগ স্নিয়েৎহং নাত্র সংশয়ঃ । ত্বং মে স্তত্কাঙ্ক্ষী শূন রাজ্যং সমুদ্রং বলবত্তরম্ ।

পাতাদ্ধবধা ত্বয়া ত্যক্তো ঘাম্যহং মরণং প্রভো । ত্বং মে সূক্তং সখা বন্ধুবর্ষান্তঃ সর্ষককর্ণম্

বণিষ্ঠবাচ ।

রাজন্ মরণমন্ত্যেব সর্ষেবামেব জগদ্বিতাম্ । ঈশ্বরঃ স্তুত্বদুঃখানাং কর্তা নাত্রঃ কদাচন ॥ ২৯

আত্মৈব শোচ্যঃ সর্ষেবাং নাপরোহিকদাচন । সর্ষেঃ শোপাক্ষিঁতং ভুঙ্তেনপরোপাক্ষিঁতং কচিং

দেহ এবাক্সনো নৈব কিমন্তে পুত্র-বাক্সবাঃ । অতএব মহারাজ অর গঙ্গাং হরিং শিবম্ ॥ ৩১

যেন ত্বং দেহবন্ধেহ মুক্তো যান্তসি সফলিতম্ । ভবতোহনেনব বর্ষণে পুত্রাদ্যাঃ শুভমাংগুঃ

কাককর্ণ উবাচ ।

মথে নৈতৎ সখিবচো বিপৎকালে সমাধূনা । পুত্রমানয় মে বালাং তঞ্চ তুভ্যং সমর্পয়ে ॥ ৩৩

বলিনোহন্তেৎহস্তথা ভূপাঃ পুত্রং মে দীড়রন্তি বৈ । যদুজং ভবতা কিং তদ্বরা নাজঘনঃশ্রুতম্

বাণিষ্ঠবাচ ।

ত্বং ন শোচস্ব হে রাজন্ পুত্রাদীনপি পালয় । অহংপি মরিষ্যামি পুত্রং তে পালয়ে কথম্

কাককর্ণ উবাচ ।

অহং পশ্তানি বৈ বীরোভীর্নেশ্বরতমেকর্ণে । প্রোতুমিচ্ছামিনহাতুং প্রাপ্যতে ব্রহ্মকিতাইমাম্ ॥



শুক উবাচ ।

এবমুজ্জৈব রাজাসো কাককর্ণো হৃদাধিকঃ । লুপ্তসর্কেজ্জিন্নজ্ঞানঃ পশ্চন্ বসতটম্বয়ম্ ॥

অতীৰ কৃচ্ছাং ন জ্ঞাণাংস্ততাজ্জ চিরকালতঃ ॥ ৩৭

তং নীরমানং দূতাত্যং যমস্ত বিজগৃহব । দূত একঃ সমাগত্য বারমামাস বৈ বলাং ॥ ৩৮

গঙ্গাভীরবঃ নোহনো চাক্সা ভৈরবনামকঃ । শুক্লঃ পরমতেজস্বী ত্রিনেত্রোদ্যোতভূষ্টমী ॥ ৩৯

জটামণ্ডলনঃশোভি-মুকুটোজ্জলমস্তকঃ । শীতকোষেয়বননো নৃপুংস্বনিভাজ্জিহ্বঃ ॥ ৪০

দীপয়ন্ত দিশঃ সর্কীঃ শূলপক্ষাক্ষপাণিকঃ । অভয়ঃ দদং নাধুরভূতঃ শিতশোভিতঃ ॥ ৪১

গঙ্গাভৈরব উবাচ ।

রেদূর্তোতিষ্ঠতং কৃত্রগচ্ছতং বা মমেক্ষিতো । কো যুবাং বাকিংমূলোন্মায়ুকোব্রজতংযবা ॥

ঋষিরুবাচ ।

ইত্যাকো ভেন তো দূর্তো জ্ঞোণবিষ্টো বভূবভূঃ । তদাভূতং মহারূপং দৃষ্টী জগদভূবচঃ ॥ ৪৩

দূতাবৃত্ততঃ ।

আবাং বৈ ধর্মরাজস্ত দূর্তো তদাজ্ঞয়া চরো । কাককর্ণময়ং ভূপং নীহা যাবো বয়ালয়ম্ ॥ ৪৪

ভৈরব উবাচ ।

কথং বৈ ধর্মরাজস্ত যুবাং দূর্তো ভবিষাণঃ । পতপাপমিযং বস্মারীহা যাবোংষ ষাডমাম্ ॥

নাহং প্রত্যেমি যুখ্যকং যমদূতভমেব হি । ন যমো যমদূতা বা ধর্মাতীতজ্জিন্নাপরাঃ ॥ ৪৬

দূতাবৃত্ততঃ ।

সত্যমাবাং যমভটো পাপীরানপ্যয়ং নৃপঃ । কীকটে চ যুতোংপোষ পাপভূমো ন সংশয়ঃ ॥

অয়ং কিং যমদণ্ডাহো ন ভবেৎ ত্রিবারিডঃ । কো ভবানভূতং রূপং দধানো ভবতীদৃশম্ ॥ ৪৮

ভৈরব উবাচ ।

গঙ্গাভৈরবনামাহং গঙ্গাজ্ঞানুচরঃ সদা । গঙ্গাবাসিন্জনস্পৃষ্টং ভাজ্যতং ভূপময়াম্ ॥ ৪৯

নাস্মিন্ বমাবিকারোংস্তি বশিকুসংসর্গকারিণি । ভবভ্যামীক্ষিতঃ কিং ন গঙ্গাস্মারী বশিধরঃ

গঙ্গাবাসিন্জননৈঃ সার্ধং কৃতা ধর্মার্থবন্ধনম্ । ন মর্ত্যাঃ ক্লেশমর্হন্তি গঙ্গাগঙ্গাজিভৌ নমো ॥ ৫১

ভগ্নাং ত্যক্তা নৃপং হেনং ব্রজতং তজ্জিজীবিষু । ন চেহ্মযাবিকারং বো লোপয়েন্নরবেণিতঃ

ঋষিরুবাচ ।

ইত্যাকো ভয়বিজতে যমদূতাবৃত্তো ভূ তো । মহাপাশমহাদণ্ডনামানো তং প্রণেমভূঃ ।

জগৎকৃত ধর্মরাজং ভৈরবোহন্তর্দর্শয়েৎপি নঃ ॥ ৫৩

রাজাণি কাককর্ণোংসো বিমানদিব্যমাক্রহন্ । বীজিতোদেবকস্তাতিঃ প্রযকো বিমলং পদম্

যং সর্গার্জকমস্তেদং কথিতং সঙ্গতাং কলম্ । তস্যাং সাক্ষাৎ কলং বিপ্র জ্ঞেয়মাস্ত্রবিমৈব হি

বশিক্ চ ভূপপুত্রং তং নীহা গঙ্গাজ্ঞয়ং যবো ॥ ৫৫

ভস্মাদ্গঙ্গামুতির্বিপ্র জায়তে পূর্নভাপ্যতঃ । নৈকপাদন্ত সন্ত্যজ্য গঙ্গাং পত্নং প্রযুক্তো ॥ ৫৭

সর্গবদপি চেদ্বাত্ত ন চ গঙ্গা বিহীয়তে । গঙ্গাত্যাগাং পরা নাতি বিপত্তিঃ পৃথিবীতলে ॥

গঙ্গানারায়ণক্ষেত্রে পিঙ্গব্ গঙ্গাজলং নরঃ । রামনারায়ণাদীনি স্বরম্ নামানি বা পঠম্ ।

গঙ্গা গঙ্গোতি শৃংখল যুতো বা কিং ন সাধয়েৎ ॥ ৫১

রাম নারায়ণান্তু মুকুন্দ মধুহৃদম । কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বাসম ॥ ৬০

গৌড়িষ্য বাসুদেবেশ বিকো অীপুরুবোক্তম । পুণ্ডরীকাক ভগবন্ পদ্মনাভাচ্ছাত স্বভূতঃ ।

এবং শৃংখ পঠন্ মর্ত্যো যুতঃ কিং ন হি সাধয়েৎ ॥ ৬১

শিব শঙ্কর পঞ্চান্তু মহারত্ন ত্রিলোচন । হরেশানেশ দেবীশ নীলকণ্ঠাজলোচম ॥ ৬২

পার্বতীনাথ গঙ্গেশ গঙ্গাধর নভীপতে । যুড় ভীম গুরো নাথ শস্তো ভূতপতে পর ।

এবং শৃংখ পঠন্ মর্ত্যো যুতঃ কিং ন হি সাধয়েৎ ॥ ৬৩

গঙ্গা নারায়ণী মাতা মোক্ষনেবিতপাহুকা । সংসারবন্ধনাদম্মাৎ ত্বং নিস্তারয় তারিণি ।

এবং শৃংখ পঠন্ মর্ত্যো যুতঃ কিং ন হি সাধয়েৎ ॥ ৬৪

চতালেমাপিবস্তান্তেহ্নমেন্গঙ্গাজলংপরম্ । সোমপি মুক্তিংলভেৎমর্ত্যঃকিংবাশ্রাদাদিনাবিজ ॥

নীচোক্তমবিচারন্ত কালাকালবিচারণা । দেশাদেশবিচারঞ্চ ন গঙ্গাসলিলে চরেৎ ॥ ৬৬

প্রাপ্তমাত্রন্ত গঙ্গাসু প্রণমেৎ সংগ্রহেৎ পিবেৎ ॥ ৬৭

গঙ্গানারায়ণক্ষেত্রে ব্রাহ্মণমাধু নম্রিষ্যে । গায়ত্র্যং হরিনামানি মরণং যুক্তিলক্ষণম্ ॥ ৬৮

ব্রহ্মাকড়লনীবিষদলযুক্তাদ্রতা তথা । গঙ্গাস্মৃতিগুণাভঞ্চ মরণে যুক্তিলক্ষণম্ ॥ ৬৯

শিবঃ স্বয়ং নমাগত্য গঙ্গায়্যং হি মুখ্যভঃ । কর্ণে জপতি বিমলঃ জ্ঞানং পরমদর্শনম্ ॥ ৭০

অন্ত এব ন সম্ভবো গঙ্গামরণমোক্ষণে ॥ ৭১

রাত্রৌ দিবা বা সন্ধ্যায়্যং প্রাতর্মধ্যাহ্নাৎ এব বা । অরনে দক্ষিণে চৈবেত্তরে বা বিজপুদব ॥

গঙ্গানারায়ণক্ষেত্রেভ্যাক্তা গঙ্গাজলান্তরে । নির্কীর্ণমোক্ষং দ্রুশ্রীপং নরো যাতি ন সংশয়ঃ ॥

গঙ্গামরণমহাস্র্যং বকুং বর্ষণতৈরপি । ন শক্যতে বিঘজাপি কিম্ মর্ত্যো ন জৈমিনে ॥ ৭৪

গঙ্গা দাক্ষায়ণী ত্যাক্তা দেহংদক্ষত্রতো পুরা । জন্মমৃত্যুব্যথাং জাত্যা প্রপন্নান্মোচয়েৎভূতঃ ॥

ইতি তেতথিতং ব্রহ্মন্ যৎপৃষ্ঠোহহং যথামতি । গঙ্গায়্যং দেবপূজাদেদ্যাহাস্র্যং শৃণুখ্যাতৈ ॥

ইতি বৃহদ্রথপুরণে মধ্যখণ্ডে গঙ্গাধর্মেয়ু কাককর্ণোপাখ্যানং নাম বহুবিশেষোৎখ্যায়ঃ ॥২৬॥

## সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষির্বাচ ।

যোজনমাত্তত্তরহা হি লিপ্যবঃ কলমক্ষয়ম্ । নিভ্যংনৈমিত্তিকং কাম্যং কুর্ধ্যাহি ত্রিদিবংবিবিম্

গঙ্গাতীরং সমাগত্য কর্তব্যং সর্কতো ভবেৎ । কালান্তর্ঘ্যে চ যৎকার্য্যং বলমাসেৎথবা চ যৎ

নিবিধাতে শুদ্ধিকার্য্যং গঙ্গাতীরমুপাগতৈঃ ॥ ৩

কালপাত্রবিচারন্ত গঙ্গাতীরে ন বিদ্যাডে । প্রায়শ্চিত্তন্ত ভূতৈব বজ্র গঙ্গা ন বিদ্যাডে ॥ ৪

গন্ধাধিবাহে শালগ্রামশিলায়াঞ্চ স্মার্কিতেন । বিজপুস্তব নাপেক্ষে আবাহনবিসৰ্জনে ॥ ৫  
বিক্রং সূৰ্য্যং গণেশঞ্চ দুৰ্গাং লক্ষ্মীং সরস্বতীম্ । বজীঞ্চ মনসা দেবীং দিকপালান্চ ব্রহ্মানপি ৬  
শিবং ভূতেশ্বরং দেবং মুনীনপি যথাবিধি । তুতান্ শ্বেতান্ পিশাচান্চ গন্ধরীপ্সরসন্তথা ।

পিতৃন সৰ্গান্ পুঞ্জয়েচ্চ বিজ গন্ধাজলে শুভে ॥ ৭

শুদ্ধে শুভে চ বসনে পরিধায়াগমেন হিতঃ । পুজয়েন্নিধিলান্ দেবান্ পূৰ্ব্বোক্তো বোস্তরাধ্বঃ ৮  
আসনং আগতং পাদামৰ্ঘ্যমাচমনীয়কম্ । গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ বস্ত্রালঙ্কারমেব চ ॥ ৯  
মধুপৰ্কং তথা মালাং নৈবেদ্যং বিবিধং তথা । তাবুলমাচমনীয়ঞ্চ পুনৰ্ব্যং পরিকল্প্যতে ।

উপচারৈরমীভিস্ত পুজয়েৎ সৰ্কদেবতাঃ ॥ ১০

আসনং স্বৰ্ণরূপাদ্যৈঃ কুশকাশাদিকৃং তথা । আগতং প্রস্রবচনং পাদ্যং পাদার্ঘ্যঞ্চ কলম্ ॥ ১১  
অৰ্ঘ্যত্ব কথ্যতে ব্রহ্মস্তুদ্বিহৈকমনাঃ শৃণু । ত্রিকোণমণ্ডলে বামে তৎপাত্রস্ত্ব নিধায় হ ।

ত্রিভাগপূৰ্ণমিলিং তত্র শঙ্খং নিধাপয়েৎ ॥ ১২

শুক্লতুলাদূৰ্কাদি তত্র দদ্যাদিতচ্ছিত্তিঃ । ধেনুশ্রুত্যাং যোনিমুদ্রাং দর্শয়ৈচ্চাকুশেন চ ।

আবাহয়েচ্চ তীর্থানি যদি গন্ধাজলং ন হি ॥ ১৩

অগ্নিসূর্য্যোন্মনামভাস্তত্র পুষ্পাণি নিক্ষিপেৎ । ত্রিকোণপাত্রশঙ্খেযু ক্রমেণ বিজপুস্তব ॥ ১৪  
অষ্টধা মূলমদ্রঞ্চ জপেৎ তত্র যথাভবম্ । মদ্ররূপমিদং বারি অৰ্ঘ্যমিত্যুচ্যতে বৃধৈঃ ।

ভঙ্কলস্পর্শনাং সৰ্কং কুৰ্য্যান্নম্রময়ং কৃতী ॥ ১৫

জলমাচমনীয়ঞ্চ গন্ধাস্ত বহবা মতাঃ । চন্দনাশুককস্তুরীচন্দনাদিপ্রভেদমভঃ ॥ ১৬  
পুংদেবেভ্যো গোবিশুক্লবসনে উচিতৈ মতে । দেবীভ্যো রক্তগোবাহি সূর্য্যো রক্তং বিশিষ্যতে  
মীলঞ্চ মনসা দেবৈয কৃৎস্না ন কদাচন । দেবানাং বাদুশৌ বর্ণস্তদ্বদ্রং তস্ত তুষ্টিদম্ ॥ ১৮  
অলঙ্কারান্তথা জেয়াঃ স্বৰ্ণরূপো বিশেষতঃ । কাংস্তপাত্রে মধুনিভাদবীনি স্বতমিপ্রণাং ।

মধুপৰ্কৌ হুয়ং জেয়ঃ সৰ্কদেবস্তুষ্টিদঃ ॥ ১৯

ধূপস্ত বোডশাক্ শ্রাদ্ধশাক্ কচিহ্নতঃ । দীপক স্তুতদীপঃ স্ত্রাং তৈলদীপোহস্ততঃ কিলঃ ॥  
মালাং পুষ্পৈঃ স্ত্রব্ধবন্ধৈঃ সৃগন্ধৈর্বিবিধৈরপি । নৈবেদ্যং ফলহৃষ্টাদিস্তুতশ্রুতং বিশেষতঃ ॥ ২১

শৰ্করাদি সুষধুদ্রমর্ঘ্যং যুতাপ্রদর্শিতম্ । নিবেদয়েদগ্নিতং স্ত্রাং পুনরাচমনে ভুতঃ ॥ ২২

তাবুলং কথ্যতে ব্রহ্মস্তুদ্বিহৈকমনাঃ শৃণু । শুবাকপূৰ্ণচূর্ণৈশ্চ লবঙ্গাদিবেশেযিতম্ ।

তাবুলমুচ্যতে দেবতুষ্টিদং যুথশোভনম্ ॥ ২৩

এতাদৃশৈস্তুপহারৈর্গন্ধায়াং দেবমৰ্কয়েৎ ॥ ২৪

পরভাষাং নীচকথামণ্ডলস্পর্শনং তথা । পূজাসনপরিত্যাগমসমাপ্তে স্মার্কিতেন ॥ ২৫

ক্রোণং হিংলাঞ্চ পৈণ্ডশ্রং চিস্তচাক্ষ্যামেব চ । অহংভুঞ্চমমেতাদিবিবৃদ্ধিঃ শোকঃ ভয়ং তথা ।

তথার্ববিষয়ে চিত্তং বর্জয়েৎ পূজকো জমঃ ॥ ২৬

পূজাকালে শুক্লং প্রাপ্য পূজামেব পরিত্যজেৎ । ভরোঃ পুত্রঞ্চ পৌত্রঞ্চ দুষ্টাণি চ তথাচরেৎ  
তানৈব পুজয়েৎ তত্র তেনৈব হৃদিকং কলম্ । ইষ্টং সম্পূজয়েদমৰ্ত্তা এবমেব বিধানতঃ ॥ ২৮

নৈবেদ্যাদীনী ত্র্যযাণি ত্র্যাক্ষণীয় সমর্পয়েৎ । শিবপূজাবিধিং বিপ্র উদ্দিহেকমনাঃ শৃণু ॥ ২৯  
 নির্দ্বাংগ শিবলিঙ্গত্ব দেবীসহিতমাদখৎ । স্বর্গপায়াদিনী গ্রীষ্মমুদ্রিকাকৃতমেব বা ॥ ৩০  
 অঙ্গুষ্ঠপরিমাণত্ব লিঙ্গং কুর্য্যাৎ ততো বিজ । কুর্য্যাচ্চ বেদিকাং দিব্যাং সোমযজ্ঞেণ সংহৃতাম্  
 তদধশাসনং কুর্যাদ্রবরূপত্ব তদ্ব্যতম্ । দেবীং কুর্যাদ্ঘোনিরূপাং নৈব দেবী প্রকীৰ্ত্তিতা ॥  
 দতাকারক লিঙ্গং স্ত্রীং স চ সাক্ষ্যমহেশ্বরঃ । অঙ্গুষ্ঠপরিমাণত্ব নুনত্ববিধিরিত্ত্বঃ ॥ ৩৩  
 ততোহধিকং যথাব্যং স্ত্রীং তাদৃগেব ফলং ভবেৎ । শৈলাকারকপর্যায়ং রচয়েচ্ছিবলিঙ্গকম্ ॥  
 অবিদীর্ণং ধিলমমং ন ব্যঙ্গমপি কারয়েৎ । যাবন্ন পূজয়েল্লিঙ্গং তাবচ্ছুভং ন রক্ষয়েৎ ।

স্বাস্তত্বগুণদৃষ্টীদৈবশৃংগং লিঙ্গমীকরয়েৎ ॥ ৩৫

লিঙ্গনির্দ্বাংকার্ধ্যার্থী মূঢ়ঃ নাম্না তথা হরেৎ । উপচারৈস্তৈ ভৈরেব পূজনীযো য়েশ্বরঃ ॥ ৩৬  
 শিবার্ঘে মূর্ত্তিকাদানং ধনিতা মূঢ়মাহরেৎ । গঙ্গাগর্ভবিদারস্ত ন দোষস্তত্ব কন্দন ॥ ৩৭  
 বিদ্যপত্রক শতোহি পরমশ্রীতিদায়কম্ । কেবলং গাঙ্গতোয়ং বা শিবশ্রীতিকরং পরম্ ॥ ৩৮  
 গঙ্গাতটে শত্ৰুপূজাং যত্নিকীৰ্ত্ততি চেতসা । বকুং তস্ত ফলং বিপ্র সহস্রাশ্রোহপিভীষতে ৩৯  
 বিদ্যপত্রং পানতোয়ং যঃ প্রযচ্ছতি শস্তবে । ভয়োৱস্ত্রতমং বাপি কিং ন দত্তং শিবায় তৎ ॥ ৪০  
 শিবায় থলু নৈবেদ্যং লিঙ্গোপরি বিনির্দিশেৎ । বর্ষব্যক্ৰেণ শুদ্ধস্তুরাগ্রিকপেণ তদুগ্রহেৎ ।

তদৈব ভক্ষ্যমাজুতং তন্নান্নীত কদাচন ॥ ৪১

অগ্রাহং শিবনির্দ্বালাং পত্রং পুষ্পং ফলাদিকম্ । গৃহ্নু নরকমাশ্রোতি শিবদেবকরঃ পরঃ ॥  
 তান্ত্রিকৈশ্চ বিধানেন শিবং সম্পূজ্য সাধকঃ । লিঙ্গোপরি হনিক্ষিপ্তং নৈবেদ্যং বদদ্যতি বৈ  
 তস্ত কিঞ্চিৎ তু ভুঞ্জীত ন চেদেবো ন খাদতি ॥ ৪৩

সর্গং তদ্ব্রাহ্মণে দদাদ্গৃহীষাদ্ভ্রাহ্মণৌষপি তৎ ॥ ৪৪

সিদ্ধায় শস্তবে দত্তমদ্রাতি পঞ্চভির্মুখৈঃ । পুষ্পচন্দনকাদীনী ন কদাপ্যাদদে জনঃ ॥ ৪৫  
 পূবা ব্রহ্মা চতুর্ভুজঃ শিবপূজাং সমাচরন্ । চকার শিবনৈবেদ্যং বহুমিষ্টফলাবিতম্ ॥ ৪৬  
 অগ্নে শত্ৰুরাগতা স্বয়মদ্রাতিবেদিতম্ । বিধান মনসা চৈব মর্জয়ামাস শস্তরম্ ॥ ৪৭  
 তদা বৃক্ষরূপেণ শত্ৰুরাগতা চ বিজ । খাদয়ামাস নৈবেদ্যং জাহ্নুং জাহ্নুং বেষমঃ ॥ ৪৮  
 শিবকর্মানভিজঃ স ব্রহ্মা দৃষ্টী স্বভক্ষিতম্ । তং খানং তাদ্রায়ামাস হাহেতি নন্দমাদদন্ ৪৯  
 শিবঃ স্বরূপং তদুগ্রহে ব্রহ্মাণকপাতায়ত ॥ ৫০

শিব উবাচ ।

কথং কুরুব্রহ্মা মাং বেদস্তাডিভবানসি । অসংখ্যাপূর্ণার্থায় নৈবেদ্যং ভোক্তুমায়তম্ ॥ ৫১  
 তস্মাৎ কলঙ্কী ত্বং ভূষা যস্মাৎ খানমভ্যাদয়ঃ ॥ ৫২  
 ব্রহ্মোবাচ ।

অগৃহীতা স্বকং রূপং যং তমত্র সমাগতঃ । অকুখাস্তং পরীহাসং শঠরূপধরন্তুতঃ ॥ ৫৩  
 তব নৈবেদ্যভোজী স্ত্রীং কুরুো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৪

ঋষিরবাচ ।

এবং শিবোহুত্শিষ্টোহুগ্নান্ধবী বিজপুস্তব । যনৈবেদ্যাভোজনায় দেবানীংকৃত্তবেদয়ং ।

অতো হি শিবনৈবেদ্যমগ্রীহুং বিজপুস্তব ॥ ৫৫

এবমাদিবিধানেন পূজয়েচ্ছ্রীলোচনম্ । অষ্টমূর্তিসমুখ্যভ্যর্চ্য ক্ষময়েতি বিসর্জয়েৎ ॥ ৫৬

শিবলিঙ্গোহপি সর্গেযাং দেবানাং পূজনং তবেৎ । সর্গলোকময়ে যন্মাং শিবলজী বিভূঞ্জুঃ ॥  
বরং গ্রাণপরিভাগহেদমং শিরসোহপি বা । ন তসম্পূজ্য ভূজীত ভগবন্তং শ্রীলোচনম্ ॥ ৫৮

গ্রীতাহং যমুক্করীত শিবলিঙ্গপূজনম্ ॥ ৫৯

ব্রাহ্মণঃকস্মিন্নো বৈশ্বঃ স্রীশূদ্রস্ত্যজোহপি চ । পরাঙ্ঘ্রঃশিবার্চ্চায়াংযোহর্চয়েদেবভাগম্  
বিকলং তস্ত তং সর্গং যথৌষধমমগ্নিতম্ ॥ ৬০

পরাঙ্ঘ্রঃ শিবার্চ্চায়াং যো ভূজ্ঞেহু জলাদিকম্ । অন্নংবিষ্ঠা পরোমূত্রং যুৎ তস্ত ন দৃশতে  
গুহঃস্রঃশিবঃসাকাদৃগুরুপত্নী চ পার্শ্বতী । ভাবনভ্যর্চ্য যোভূজ্ঞেহু যুৎ তস্ত ন দৃশতে ॥

শিবঃসাক্ষাৎপিভাদেবঃপার্কীভীজননীশিবা । তে ন পূজ্য তু যো ভূজ্ঞেহু যুৎ তস্ত ন দৃশতে

শিবং নাভ্যর্চ্য যস্ত স্তু উভে ভোজনককর্ষণী । ন এষ শূকরঃ খা চ মনুষ্যরপভাং গতঃ ॥ ৬৪

যতকে যতকেহশোচে ন তাজেচ্ছিবপূজনম্ । বর্জয়িত্বা দশাহান্তং মহাভরুনিপাতনৈ ॥ ৬৫

পূর্কস্তাং দিশি বৈ শব্দোঃ ক্ৰিতিমূর্তির্বিজর্ভত । দক্ষিণস্তাং বহিমূর্তির্নভোমূর্তিস্ত পন্তিমে ॥

উত্তরে সোমমূত্রং সোমমূর্তিঃ প্রকীর্তিতা । জলাগ্নয়জমানার্কী অগ্নির্নৈরুতকাদিমু ॥ ৬৭

সর্কো ভবো রম উগ্রো ভীমনারপশোঃপতিঃ । মহাদেবস্তথেশানঃপূর্বাধ্যাদিনু সংজিতাঃ ॥

মথো শিবক সম্পূজ্যো বেষ্যাং শক্তিক পূজ্যতে ॥ ৬৮

ততো জপ্তা নৃত্যগীতবাদ্যৈঃ স্তব্ধা গ্রণম্য চ । সর্গদেবময়ং শত্ৰুং বিহরেৎ তু যথামুখম্ ।

বর্জচক্ষাকৃতিঃ শত্ৰুঃ প্রদক্ষিণনতিঃ স্মৃতা ॥ ৬৯

তত উত্তরতো গতা সোমমূত্রং ন লভয়েৎ । নাভঃ পরত্তরং কর্ণ ত্রিহু লোকেষু বিদ্যাতে ৭০

গঙ্গারামন্ততো বাপি তথোক্তং শিবপূজনম্ । গঙ্গাতীরে শত্ৰুপূজাকলং বকুং শিবো জড়ঃ ৭১

ইতি বৃহদ্রথপুরাণে মধ্যখণ্ডে গঙ্গাধর্মেণু শিবার্চ্চাবিধির্নাম সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

## অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষিরবাচ ।

গ্রীহুং কুর্যাৎ তু গঙ্গারাগপার্কণেনবিধানতঃ । ভীর্ষগ্রাহুং হিতংপ্রোক্তংপিভূগাংপরিভোবপন  
বস্ত গঙ্গাং লমাসিয়া প্রাচ্যং সাংবৎসরং চরেৎ । গঙ্গাপ্রাঙ্কমকৃৎপাশি পিতৃণাং দিবগন্ত সঃ ৭২

গঙ্গারাগং গঙ্গারাগং পিতৃদানং সমং যতম্ । বিশেষতঃ কলিযুগে গঙ্গাপিতঃ প্রশস্ততঃ ॥ ৩

অপমৃত্যুমৃত্যুতাপি গঙ্গায়্য পিতৃদানতঃ । যাতি হর্গতিমুৎসার্যা ক্রিমাহীঃ পরম্যঃ গতিম্ ৭৪

ধৰ্মাৰক্ষাস্থ গঙ্গায়ান্ আত্মং তৰ্পণমেব চ । কুৰ্ব্বাণ্ সহ তিলৈৰ্বিধ তুলনীকুসুমাতৈঃ ॥ ৫  
তৰ্পণে তিলনিবেষন্ত বারে ভাস্করকাব্যরোঃ । নোৎকৃত্য ন তু গঙ্গায়ান্ জৈমিনে নাত্মগংশয়ঃ

শ্রাদ্ধপূৰ্ণদিনে যানি বর্জয়েৎ তানি মে শৃণু ॥ ৭

তৈললৈক্যমিযং মাংসং মসুরঞ্চ বিভোজনম্ । ভাত্তব্রহ্মণ্যং মৈথুনঞ্চ রৌবং শোকঞ্চ পৈশুনম্ ৮  
ক্ৰোশোদ্ধিগমনলৈক্যে কলহং হিংসনং তথা । রোদনং রক্তপাতঞ্চ শস্ত্রাত্মবারণং তথা ।

পরামতোজনলৈক্যে শ্রাদ্ধপূৰ্ণদিনে ভাজেৎ ॥ ৯

নদ্যাঙ্গিণারগমনং ব্যায়ামং ক্রয়বিক্রয়ো । শ্রাদ্ধাহেৎপি পরিভ্যাজ্যাত্তোত্তমানি মে শৃণু ।  
অধ্যাপনকাব্যরম্যং সান্নংসক্যাং তথৈব চ । বাস্তুমুদামসুরাদৈরান্নাতঞ্চ বিবর্জয়েৎ ।

ভক্তমির্দীপনম্বাহ্যং বাক্তা চ পরবেশনি ॥ ১১

স্নানস্নানাদাকৃষ্যপি যৌ গঙ্গাং লভয়েজ্জনঃ । তন্ত ত্বিকলং কর্ণ পূর্বকর্ষ চ নশ্রুতি ॥ ১২  
তস্মাৎ স্নানাদি কৃতিব গঙ্গাপারং ব্রজেদৃগৃহী । যথা ন লভয়েদৃগঙ্গাং বিনা কাৰ্য্যং কদাচ ন  
গঙ্গাতটবরে পুণৌ দৃষ্টতে ব্রাহ্মণো যদি । তস্মা তু প্রণমেদুত্তম্য ব্রাহ্মণমিষ চাগতম্ ।

গঙ্গাতটে গবাক্ষেব দর্শনে স্ত্যামহাকলম্ ॥ ১৪

গুরুং বস্ত্রং বস্ত্রপুষ্পং সূক্ষ্মরীং তুলনীভরম্ । দৃষ্টৌ গঙ্গাতটে বিধে প্রণমেৎ পরমাদরাৎ ॥ ১৫  
হংসকারভবক্ৰোঞ্চচক্রাক্ষলারলানপি । রাজানং হস্তিনং পদ্মং ধ্বজং শুক্রেমেব চ ।

প্রণমেদনসী ভক্ত্যা শম্ভুচিন্নং তথৈব চ ॥ ১৬

ব্রাহ্মণস্থাপনলৈক্যে শিবস্থাপনমেব চ । দুর্গাবিকৃলয়ান্ দত্বা পুনর্জন্ম ন বিদাতে ॥ ১৭

পাষাণৈরষ্টিকার্ভিৰ্বা মৃদা বা ভক্তিসংযুতঃ । যৌ বনেৎ উটমীশায়াঃ স ভবেজ্জন্মবধিতঃ ১৮

নায়ঃ প্রীতস্ত মধ্যাহ্নে গঙ্গায়ান্নটমার্জনাৎ । কোটিকমার্জিতং পাণং তস্ত মার্জয়তে শিবা

গঙ্গাতটং সমাগতাঃ প্রদয়ং বস্ত্র নো মমঃ । নিগৃহীতঃ সর্বদেবৈঃ স এব কুর উত্তমঃ ॥ ২০

গঙ্গাতটং সমানাদ্য অশ্রুপাতান্ করোতি যঃ । উস্তাখিসাগরে বাসো বাবদূব্রক্ষসহস্রকম্ ২১

গঙ্গাতটব্রহ্মরক্ষাত্তং নানকং যস্ত মানসম্ । তস্ত বৈ পিতরৌ দেবাঃ সদানন্দ্যামুস্মিণঃ ২২

গঙ্গাশাস্ত্রং পরিভ্যাজ্য যোৎকৃত্য বাসমিচ্ছতি । স গঙ্গাং লভতে মৈশ পরিভ্যাজ্যস্ত গঙ্গয়া ॥

কীকটাদিশু দেশেশু জায়তে ন নরাধমঃ । দ্বিরভে চ পুনস্তত্র বিতীকৃৎকরমারিতঃ ২৪

ভক্তশ্রদ্ধাশ্রদ্ধাং ভূষা রোদমানো ভ্রমত্যর্সো । চিতীকৃৎকরমারিতঃ লোকানুভয়েজ্জন্মভ্যাং ২৫

কলকৌটিলহস্তাণি কলকোটিশতানি চ । কৃষা ভোগানিমান্ ভূয়ে জায়তে শূকরাদিশু ২৬

পুংসুপুংসুখাবস্থায় তৈলযন্ত্রদ্রব্যো বধা । ভুঙ্জে বিধে গুরুশেষব্রহ্মশেষবরোহপি চ ২৭

যন্ত ভাক্তা সূর্যহানং গঙ্গায়ামাতি নশ্রুতিঃ । জীবয়ন্তঃ স এবোক্তঃ কিং তস্ত পরমা কথা ॥

ইতি তে কথিতা বিধে গঙ্গাধর্ম্যা বধ্যমতি । গঙ্গাধর্ম্যান্ হি সকলান্ বকুং ব্রাহ্মণপতিভঃ ॥

বিহস্ত মুকুতাং শাতি নত্যমেব ন সংশয়ঃ । শিবো ভবতি নির্দীকো মনু্যঃ কিংবদিত্যতি ॥

যজেজিহাসং শৃণু তৌ জৈমিনে পরমাত্মজম্ । পুরা ব্রাহ্মণমুদয়ঃ প্রজচ্ছুঃ পরিবর্ধিতাঃ ।

বদ ব্রহ্মন মহাবাহৌ গঙ্গামাহাত্ম্যমেব নঃ ॥ ৩১

ব্রহ্মোবাচ ।

নামি বৈ গুণদ্বায়া-স্বরূপবচনক্ষমঃ । জানীতঃ শিববিক্র তেং ভো গতা পবিপুচ্ছত ॥ ৩২  
কথম উচুঃ ।

তমেন গতা জাহিহি তন্তঃ শ্রোয়ামহে বয়ম্ । শিববিস্ময়তাং গতাং বয়ং শত্ৰু ন শক্রমুঃ ॥ ৩৩  
ঋষিঃবাচ ।

ইত্যুক্ত ঋষিভিঃপ্রণা গতাং নমুপচক্রমে । কৈলাসং প্রযযৌ চাদৌ তজ্জাপস্তবহেবাশম্ ॥ ৩৪  
কোটিশ্রেয়সং কান্তং পিহিতং ব্যাঘ্রচৰ্খণা । তং গঙ্গানদিনিং দৃষ্টা বিস্মিতোহভূচ্চতুর্ধ্ব ॥  
অপ্রাপ্য প্রথমময়ং বৈকুণ্ঠং প্রযযৌ বিবিঃ । তত্র যাতৌ মহাব্ বায়ুভেন বিক্ষেপিতৌ বিবিঃ  
ব্রহ্মাণ্ডস্তরমাগমৌ যজ্ঞাষ্টান্তৌ বিবিঃ পরঃ । তং দৃষ্টাষ্টমুখং ধাতা ভভাবত চতুর্ধ্বঃ ॥ ৩৭

চতুর্ধ্ব উবাচ ।

কথম কেনাপ্যবিকৃতঃ কিংনামানি মুখাষ্টমুখক্ । অহং চতুর্ধ্বো ধাতা প্রবিপত্য নমামি তে ॥

অষ্টমুখ উবাচ ।

পুরাহমুদ্রকঃ কক্ষিগর্ভালোকো গৃহে স্থিতঃ । মার্জারস্ত ভয়াদ্গঙ্গাজলে প্রাণানহংজহৌ ৩৯  
এবাহমষ্টমুখো ব্রহ্মাণ্ডেবস্মিন্নবিস্তীতঃ । অং গঙ্গার্বজিহ্বাহুর্বৈকুণ্ঠং বাহি লভয়ম্ ॥ ৪০

চতুর্ধ্ব উবাচ ।

নানং জানে ক বৈকুণ্ঠৌ বায়ুবিক্ষেপমাগতঃ । মহং দর্শয় পস্থানং যেন বৈকুণ্ঠমাণুয়ম্ ॥ ৪১

শুক উবাচ ।

ইত্যুক্তোবষ্টমুখো ব্রহ্মা সমভ্যর্জ্য চতুর্ধ্বম্ । পস্থানং দর্শয়ামাস ততঃ সোমশি যযৌ বিবিঃ  
বৈকুণ্ঠং পুনরাগত্য পুনঃ ক্ষিপ্তঃ স বায়ুনা । ব্রহ্মাণ্ডস্তরমাগমৌ যজ্ঞান্তবোড়শৌ বিবিঃ ॥ ৪৩  
সোমশি বিক্ষিপ্তচিগুণে পৃষ্টঃ বোড়শবজ্রকঃ । উচে নিজসমাচারং শৃণু তদ্বিজপুদব ॥ ৪৪

বোড়শমুখ উবাচ ।

অহমানং পূর্ণা কক্ষিঃ কুরুরৌ নরমাংসভুক্ । পঙ্গবাং কঠলগাহিহৃতঃ সোমহং চতুর্ধ্ব ॥ ৪৫

শুক উবাচ ।

ঋষিভলভুতং ভূয়ো ব্রহ্মা দেবশচতুর্ধ্বঃ । অধুনা তেন দিষ্টেন বৈকুণ্ঠং পুনরাগতঃ ॥ ৪৬  
আগত্য নপুণে তত্র চতুরঃ স্যার্কনঃ । বিকল্পপথঃ শ্রামাঃ পীতবস্ত্রাচতুর্ধ্বজাঃ ॥ ৪৭

ব্রহ্মোবাচ ।

কেচুয়ং বিকল্পকোতে বিক্লবকঃ ক্রতোমরা । বিক্লবস্তৌ বর্জতে বা বৈকুণ্ঠেহত্র হংঃপুরে ॥

বৈকবা উচুঃ ।

অন্তোবর্জি বিক্লবস্তৌ বয়ং বৈ বিক্লবিকরাঃ । অস্মাকং পূর্নহৃদাত্তং শৃণু ব্রহ্মশচতুর্ধ্ব ॥ ৪৯  
গঙ্গাজলে শবে কেতিং ক্রিময়ো বহবঃস্থিতাঃ । চত্বারস্তত্র চ মৃত্যুঃ শ্রোতোবদে সেন তে বয়ঃ

অবিহবাচ ।

ঋত্বং ৮নং তেবাং ব্রহ্মানো চতুরানমঃ । তস্মান্নির্ব্রজে দেবীমমস্তামেব বুদ্ধিমানু ॥

আগত্য অবিমণ্ডল্যাং বৃত্তান্তং সৰ্গমব্রবীৎ ॥ ৫২

ব্রহ্মোবাচ ।

দৃষ্টৌ ময়া তু ব্রহ্মণ্যবষ্টান্তবোধশাস্তকৌ । উদ্ভূতঃ কুরুরো বঙ্গাজলেভ্যক্তস্তনুং জহৌ ॥ ৫৩

যৌ ব্রহ্মাণ্ডপতী তৌ চ দিব্যরূপৌ যুগীষরাঃ । ভভঃ কৃষিময়া দৃষ্টৌ পূৰ্ণং গঙ্গাজলে যুতাঃ ॥

বৈকুণ্ঠে নীরবস্ত্রাভাঃ স্তম্বরা বনমালিনঃ । শঙ্খচক্রগদাপজ্জধারিণঃ পীতবাসনঃ ॥ ৫৫

চত্বরাক্ষরূপান্তে বিকূটপথরাঃ পরাঃ । তানু জাহা চ নিবৃত্তোহহং গঙ্গামস্তকলৈতাপি ॥ ৫৬

জাতং বাং শিরসা বৃথা নিবোধস্তজ্ঞানবজ্জিতঃ । তস্তা অহং গঙ্গায়ী মশকাদিমু কোপাত্ত্বহু

কেন্তে বরাক। ইক্ষাদ্যা মাতৃবা বা বিজোক্তমাঃ । তস্মাদ্গঙ্গসৈব পরমা বরা ব্রহ্মাদি গৃহ্যজে

শুক উবাচ ।

ইত্যুক্তা যুগলঃ সৰ্গে গঙ্গানামপরায়ণাঃ । গায়ন্তশ্চ গৃণন্তশ্চ শৃণন্তশ্চাপি বজ্রমুঃ ॥ ৫৯

ইতি তে কথিতং কিঞ্চিদগায়ামভিরূপভঃ । কিমশ্রুং কথয়ামীহ বদ যন্তোহুর্মিচ্ছসি ॥ ৬০

ইতি বৃহত্সপ্তপুত্রেণ মধ্যখণ্ডে গঙ্গাবর্ণনৌ নামাষ্টাভিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

## একোনিত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিব্রবাচ ।

স্মৃজ্যামসী যে তু ব্রহ্মনু মনস্তরা ইতি । তেবাং নামামি মে ব্রহ্মি রাজবংশাংস্ত সৰ্গলঃ ॥

অবিহবাচ ।

যানিঃ স্তাবহোঁরাভৌ পরবর্ষণে কথ্যতে । শতব্রহ্মাদিবষ্টাদেক দিব্যো বৎসর উচ্যতে ॥ ২

শত বাদশলাহস্তবৎসরৈক চতুর্গুণম্ । ভৎসহস্তং ব্রহ্মদিনং ততো রাত্রিস্তথা মতা ॥ ৩

গাষ্ট্রাভিংশতিস্ত সন্ধ্যাসন্ধ্যান্তরপতঃ । মনস্তরস্ত দিব্যানাং যুগানামেকসপ্ততিঃ ॥ ৪

জ্যৈষ্ঠকস্ত কালোহয়ং স্বর্গরাজ্যাবিকারিণঃ । ইক্ষাকতুর্দশ শ্বেং জিরন্তে ব্রহ্মণৌ দিনে ॥ ৫

তেবাং নামামি তে বচ্মি ঋতং ব্যাসমুখাংস্থথা ॥ ৬

দ্বিঃ স্বায়মুখঃ প্রোক্তো মনুর্ব্রহ্মণরোরতুঃ । বিতীরন্ত মনুঃপ্রোক্তা নান্য যাবোচিবো মুনৈ

তমাত্মত্বভীরন্ত চতুর্ধন্যমানসঃ স্মৃতাঃ । পঞ্চমো বৈবতো নাম বর্তমান্থব উচ্যতে ॥ ৮

৩মঃ ভ্রাক্ষদেবখ্যাঃ নাবর্ধিরষ্টমঃ স্মৃতঃ । মনবো ব্রহ্মসাবর্ধিবিস্তৃসাবর্ধিরপাতঃ ॥ ৯

কামশস্তথা প্রোক্তো ব্রহ্মসাবর্ধিরবরঃ । বাদশো বর্ধসাবর্ধিবৈবসাবর্ধিরপাতঃ ॥ ১০

অশাবর্ধিনা চ তবিষ্যতি চতুর্দশঃ । মনস্তরাঃ সপ্ত বিপ্র ব্যভীতা ভাবিনোহপিপরে ॥ ১১



মহন্তরে স্থাবিজেষ্য যুগানি ঐকসংগতিঃ । নভ্যাং জ্যেষ্ঠা যাপরন্ত কলিরিত্যেবমাধার্য ॥ ১২

বৃহন্ত ভাগীশ্বারো মানং তন্ত চ মে শৃণু ॥ ১৩

দিবানিঞ্চ মহলেন কলিরেব নিরূপ্যতে । নক্ষ্য্য ভাবচ্ছতী তন্ত নক্ষ্য্যাপশক তথোদিতঃ ॥ ১৪

অন্ত বিজ্ঞপ্তভাবেন কলিমানেন চৈব হি । যাপরঃ কথ্যতে বিপ্র উল্লভ্যগোমং বৈ তথা ।

জ্যেষ্ঠাকালঃ সমাধাতঃ শেবঃ সত্যযুগং মভব্ধ ॥ ১৫

ঐতি মহন্তরে দেবা যবভারী জনাধিনঃ । বর্ধং পালয়তে বিহৃদিত্যাহা দেবপালকঃ ॥ ১৬

রাজবংশা নিরূপ্যন্তে শুচয়ঃ পুণ্যকর্ষণা । বংশো যাবেন বিধাতো হৃষীচক্ষ্মমলৌ বিজ ॥ ১৭

স্বামভুযন্তথা বংশো বিধাতঃ পুণ্যকর্ষণা । ভজ্যাহো কথ্যতে বংশঃ হৃষীচ বিজপুস্তব ॥ ১৮

নাতিপজ্যোক্তবো ব্রহ্মা হরেরভুতকর্ষণঃ । ততো ব্রহ্মীচিৎস্তাপি কস্তপঃ সমজায়ত ॥ ১৯

তন্ত পুত্রঃ স্বয়ং হৃষ্যো দেবানাম্ স মহোদরঃ । জাহ্নবেবন্তস্ত পুত্রস্তন্তেকাকুদৃগাদয়ঃ ॥ ২০

ইকাকুতনরো জজ্ঞে শশাদ ইতি বিশ্রুতঃ । পুত্রগ্নয়ন্তস্ত পুত্রো হনেনাস্তন্ত বৈ পুত্রঃ ॥ ২১

তদাজ্ঞাতো বিংশগন্ধিকস্রস্তশাভজায়ত । যুবনার্যোৎভবচক্ষাচ্ছাবন্তো যুবনাশতঃ ॥ ২২

বৃহৎসন্ত জীবন্তাং ততঃ কুবলরাধকঃ । দৃঢ়াশতংসুতো জজ্ঞে হর্বাশক দৃঢ়াশতঃ ॥ ২৩

হর্বাশক নিরুতোৎভূযন্তাশো নিব্রুততঃ । তন্ত পুত্রঃ কৃশাশোৎভূজ্যোমজিৎ তৎসুতো মতঃ

যুবনাশতস্ত পুত্রো মাক্ষাতা ভবয়ন্ততঃ ॥ ২৫

মাক্ষাতুরবনীযোৎভূং তন্ত পুত্রো হি বক্ষাতা । যৌবনাশতস্ত পুত্রো নিববন্তস্ত চান্ধজঃ ॥ ২৬

নিযথাবাহকো জজ্ঞে বাহকাং নগরোৎভবং । ততোংনমগ্নাভংপুত্রো হংসমানিত্যজায়ত ।

তন্তপুত্রো দিলীপোৎভূংসুতো জাতো ভগীরথঃ । ভগীরথশো ভীমসত্যোৎভূংসুতোচান্ধজঃ

ততো দিলীপপুত্রোৎভূয়ন্তস্তাভবং সুতঃ । তস্তাজঃ পুত্রঃ আজন্ত রাজানশরথোৎভবং ২১

তন্ত পুত্রোৎভবচ্ছীমান্ ভগবান্ বিহুরবারঃ । রামো ভরত-শক্ৰকৌলম্বকশচ মহাবলঃ ॥ ৩০

তন্ত কীর্তিঃ পৃণাভরা রাবণাদিবিমাননম্ । জ্যেষ্ঠং জ্যেষ্ঠমিমে প্রোক্তাঃ সংক্ষেপেণবিজ্ঞেয়ম্

চক্ষবংশমথো বক্ষো শৃগনস্তমনা বিজ । অত্রির্বৈ ব্রহ্মণঃ পুত্রস্তন্ত চক্ষুস্ততো যুগং ॥ ৩২

জাহ্নবেবন্ত দৌহিড়ন্ততো জাতঃ পুত্রবংশঃ । তস্তাযুস্তমরো জাতো রত্ননিবন্ততোৎভবং ৩০

রত্ননিবন্ত বিমতিঃ কুতিস্তস্তাভবং সুতঃ । ততোৎভূয়ন্তবো রাজা যযাতিস্তন্ত চান্ধজঃ ৩৪

যযাতে: পঞ্চ বৈ পুত্রা যদু-পুত্রযুধী বিজ । জনমেজয়ঃ পুত্রপুত্রঃ ঐতিহাস্যস্ত চান্ধজঃ ॥ ৩৫

নমস্যন্তস্ত তস্মাক্ সুতশক্লিপদোৎভবং । সুদ্যান্তস্ত সুতশাক্লুরায়া বহুবন্ততঃ ॥ ৩৬

সংযাতিস্তস্তাংস্বাতী রোহিণীশতংসুতন্ততঃ । শুভেয়ু রত্নিবারো বৈ রোহিণীশবনমন্ত হি ॥ ৩৭

তন্ত পুত্রস্ত সুমতিস্তন্ত মেঘাতিথিঃ সুতঃ । তন্ত হুমন্তনামাৎভূতরতন্ত পিতা বিজ ॥ ৩৮

বিতথো ভরতাজ্ঞেয় যস্যস্তন্ত সুতন্ততঃ । বৃহৎকত্রন্ততো হস্তী বলমীচন্ততোৎভবং ॥ ৩৯

অজনীচন্ত জননো নীলঃ শান্তিভ্যংসুতঃ । শান্তে: স্থশান্তিভ্যংপুত্রঃ পুত্রজোহর্কন্ততোৎভবঃ

বর্কন্ত পুত্রো তর্পাণো তর্পাণাযুজ্ঞানোহভবং । শিখুং যুজ্ঞানাতাৰ্ঘ্যাদিবোদানঃ পুমান্ভু

মহল্যা কৃতকা বস্তাং শতানবন্ত দৌতনাং ॥ ৪১

দ্বিবেদাদামিহুস্ত মিত্রয়োক্তাবনোহন্তবৎ । স্থানসংখ্যানাজ্জৈ সৌদাসন্তস্ত চাক্রজঃ ॥ ৪২ ॥  
 মহদেবস্তস্ত পুত্রঃ মহদেবাৎ তু সৌমকঃ । তস্ত পুত্রশতং তেবাং যবীমান্ পৃথকঃ সূতঃ ॥ ৪৩ ॥  
 ক্রপদস্তস্ত পুত্রোহুজ্জুহুং মন্ততোহন্তবৎ । ধৃষ্টহ্মান্নাধুঠকেতুর্ভাৰ্যাঃ পাকালকা ইমে ॥ ৪৪ ॥  
 যোহজমীচহতো হস্ত বক্ষঃ সংবরণস্ততঃ । তস্মাচ্ছাতঃ কুরুনাম কুরোজ্জকুব্জুৎ সূতঃ ॥ ৪৫ ॥  
 জাহবঃ সুরধস্তাভুং সুরধাৎ তু বিদূরধঃ । বিদূরধস্ত তনয়ঃ সার্কীভোমো নৃপোহন্তবৎ ।

জয়ংসেনঃ সার্কীভোমাদারাবী তস্ত চাক্রজঃ ॥ ৪৬ ॥

অমৃতাস্তস্ত পুত্রস্তস্ত চাক্রোদনঃ সূতঃ । অক্রোদনস্তাত্তিথিঃ বক্ষোবতুদতিথিঃ সূতঃ ॥ ৪৭ ॥  
 বক্ষস্ত চ দিলীপোহভুং প্রতীপস্ত চাক্রজঃ । দেবাশিঃ শান্তদন্তস্ত বাহ্লীক ইতি চাক্রজাঃ  
 পিতৃরাজ্যং পরিত্যজ্য দেবাশিস্ত বনং গতঃ । বাহ্লীকাং সোমদত্তোহভুতুর্বির্ভূরিশবাস্ততঃ ।

শলক শান্তনোরাসীকান্দ্রায়াং ভীষ্ম আত্মবান্ ॥ ৪৯ ॥

চিত্রাঙ্গদ-বিতিক্রো তু সত্যযত্যাক শান্তনোঃ । ধৃতরাষ্ট্রস্ত পাণ্ডুস্ত বিচিত্রবীৰ্য্যপুত্রকৌ ॥ ৫০ ॥  
 চুৰ্য্যোধনাদাঞ্চ শতমন্তবদ্ধুতরাষ্ট্রতঃ । পাণ্ডোরাসিন্ পঞ্চ পুত্রা ধৰ্ম্মবাহিঁক্ষসন্তবাঃ ॥ ৫১ ॥  
 পাণ্ডোরাসিন্ পঞ্চপুত্রা ধৰ্ম্মবাহিঁক্ষসন্তবাঃ । কৃত্য্যংমাজ্জিত্ নামস্ত্যাজ্জাজে' যৌচ তথা সূতৌ  
 তে পুণ্যকীৰ্ত্তনাঃ সৰ্কে তেবাং নামানি বর্ণয়ে । যুযিষ্ঠিরস্ত ভীষ্মস্ত অৰ্জুনো দয় এব নঃ ৫৩  
 নকুলঃ মহদেবস্ত তত্রাজ্জনিহতোহন্তবৎ । অভিমম্যন্ততো রাজা পরীক্ষিৎসিদ্দিনামকঃ ।

রাজঃ পরিক্ষিতঃ পুত্রো নান্নাভুজ্জনমেজয়ঃ ॥ ৫৪ ॥

যযাতেজ্যেষ্ঠপুত্রস্ত যদোবংশে হরিঃ স্বয়ম্ । যদোঃ পুত্রো নলো নাম কৃতবীৰ্য্যস্ততোহন্তবৎ  
 তস্ত পুত্রোহৰ্জুনোথোহয়ং রাজা বাহুমহন্তভুৎ । যন্ত সংসরণংদেব নষ্টং প্রব্যাং প্রলভ্যাতে ।

শক্ । প্রব্যাং ত্রীতয়েহস্ত বিপ্রায় লবণং স্পৃশেৎ ॥ ৫৬ ॥

৫৩ পুত্রো যুষ্টিবতুজ্জশবিন্দুপিতা বিজ । শশবিন্দোজ্যামঘস্ত বজ্রস্ত সূতৌ মহান্ ॥ ৫৭ ॥  
 ৫৪ পুত্রোহন্তবতোজঃ স্মিতস্তস্ত চাক্রজঃ । শিনিস্তস্ত সূতস্তশ্মারিষ্যনাম সূতোহন্তবৎ ৫৮  
 গত্রাজিক প্রসেনক তস্ত পুত্রাবুভৌ মতৌ । তস্ত বংশেহন্তবজ্জুহুস্ততোহভুৎসুদেবকঃ ॥ ৫৯ ॥  
 ৬০ পুত্রোহন্তবৎ কৃকো ষাপরাস্তে বিক্রোত্তম । অয়যুক্তস্তজ্জবংশঃ পক্কাবক্ষ্যামি মানবম্ ৬০

এবাং তে কথিতা বংশাঃ কিং ভূয়ঃ প্রোতুসিচ্ছসি ॥ ৬১ ॥

ইতি বৃহত্বর্ষপুৰাণে মধ্যখণ্ডে বংশমধস্তরকথনং নামৈকোনত্রিংশোবধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

## ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিব্রবাচ ।

ইমন্ জনদিদং সৰ্কীং ব্রহ্মবংশৈশঃ সমস্ততঃ । বিহুবংশৈক বিতন্তং শিববংশঃ প্রকথ্যাতাম্ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মব্রবাচ ।

শবঃ পুমান্ পার্শ্বতী চ ত্রী ষষ্টিকারকাবিমৌ । শিবাস্ত্যাক পুত্রবাঃ ত্রিগঃ সৰ্কীপ পার্শ্বতী

শিবঃ পুংলিঙ্গরূপকং দেবী স্ত্রীলিঙ্গরূপিণী । শিবদেবীলিঙ্গরূপং জগৎ স্বাবরজস্বময় ॥ ৩ ॥  
 ভস্মাদিহংজগৎ সৰ্ব্বাংশিবংশঃশিবলিঙ্গকঃ । ন পৃথক্ছিবংশশোভন্তি যৎ তৎ পুচ্ছসি জৈমিনে  
 শিঃশক্তিপরিভাষ্যং কিঞ্চিৎ কাপি ন বিদ্যাতে । শিবশক্তিযুতং সৰ্ব্বং সত্বেন পরিপূৰ্য্যতে ॥ ৪ ॥  
 শিবশক্তিযুতো বিহুঃ শিবশক্তিযুতো বিবিঃ । শিবশক্তিযুতা দেবীঃ শিবশক্তিময়ং জগৎ ॥ ৬ ॥  
 পুরাঃ প্রাণজাঃ গিহাঃ শব্দরঃ লোকশব্দরম্ । অপত্যমিচ্ছত্যৌ দেবৌ সাপত্যৌ নিখিলাঃ দ্বিতৌ  
 নির্গংশস্ত ক্রিয়া নান্তি তস্যাং তৎ সান্তিকোভব । অনৈব্য ময়ি লক্ষ্ম্য উরনং জম্বয়াজস্ব  
 স্ববিক্রবাচ ।

এষমুক্তো গিরিজয়া শব্দরো লোকশব্দরঃ । জগাৎ মধুরং বাক্যং শৈলরাজতনুভবম্ ॥ ১ ॥  
 শব্দঃ উবাচ ।

নাহং গৃহহো গিরিজে ন মে পুত্রপ্রয়োজনম্ । দেবানাম্ভূতচক্রেণ ত্বং মে ভাৰ্য্যোপপাদিত  
 ভাৰ্য্যেব পরমো বহুঃ পুত্রবন্ত বিরাগিণঃ । ভবে ভবেদপত্যং বৈ পাশশঙ্কস্মিন্নপ্যতে ॥ ১১ ॥  
 অন্তোব গৃহীং কাৰ্য্যং পুত্রেণ চ বনেন চ । পুত্রপ্রয়োজনো ভাৰ্য্যা পুত্রাঃ পিতৃপ্রয়োজনো  
 ন মেবন্তি মরণং দেবি ন মে পুত্রপ্রয়োজনম্ । ব্যাদির্ন রূপাতে বহিঃ কিং তন্ত কাৰ্য্যমৌবৈ  
 তমহং স্ত্রীপুমান্ত জীযুঃ পুংস্ সকারতৌ । আনন্দমাবহে দেবি হেতুকাপত্যসম্ভবে ॥ ১৪ ॥  
 অনপত্যৌ নদৈবাবামাজ্জারমৌ রমাবহে ॥ ১৫ ॥

পার্কীত্যাচ ।

দেব দেবেণ ভগবত্ নীলকণ্ঠ ত্রিলাচন । বহুজং সত্যমৈবেতদহমিচ্ছামাপত্যকম্ ॥ ১৬ ॥  
 অপত্যং জম্বয়িত্বা ত্বং যোগং কুরু মহেশ্বর । পালয়িষ্যামাহং পুত্রং ত্বং যোগী যথাতনম্ ॥ ১৭ ॥  
 অত্রৈব মে স্পৃহা জাতা পুত্রস্ত মুখচুম্বনে । তস্যা কৃতাহং চেভাৰ্য্যা ভূয়পত্যক ভাবয় ॥ ১৮ ॥  
 শিব উবাচ ।

বরং বিবাহবিমুখং ন তে পুত্রো ভবিষ্যতি । যেন ত্বং পুত্রপৌত্রাদিবংশাভাবো ভবিষ্যসি ॥  
 স্ববিক্রবাচ ।

ইতাকু ভগবান্ ক্রুদ্ধো বসাবুখায় চাসনাৎ । দেবী চ বিমনা ভূত্বা হুংং বৰ্য্যো বিদ্যা চিরং  
 জয়া চ বিজয়া চাপি লবোঁ তস্তাঃ পুত্রাঃ হিতে । শিবস্ত রোষভঙ্গায় গতা তৎকালুনিষ্ঠতুঃ ॥  
 দেবীং বিমনসং দৃষ্টী শব্দঃ পুনরবনীৎ ॥ ২২ ॥  
 শব্দঃ উবাচ ।

কথং ত্বং বিমনা দেবি পুত্রাভাবেন মৃদরি । বদি বাহুসি পুত্রস্ত বদনং পরিচুৰ্ণিতুম্ ।  
 পুত্রং তে কল্পয়িষ্যামি ত্বং চুৰ্ণ বদি তে স্পৃহা ॥ ২৩ ॥

ইতাকু গিরিনন্দিতা আকুমা বদনং শিবঃ । গৃহতাং গিরিজে পুত্রদৃষ্ট্যতাক্ নিজেচ্ছয়া ।  
 পার্কীত্যাচ ।

এতব্রতং কথং পুত্রকাৰ্য্যমত্র ভবেদম্ । সতীয়ে বদনকেনং রক্তবর্ণং মহেশ্বর ॥ ২৫ ॥  
 ভাস্ক্যতাক পরীহাসো নাহং পণ্ডপতিঃ শিব । বস্ত্রেণ মে কথং পুত্রলভানমৌ ভবিষ্যতি ।

ঋষিরবাচ ।

ইত্যুক্তা গিরিজা দেবী তবন্তঃ পুত্রবৎকৃতম্ । ক্রোড়ে চকার ধ্যায়ন্তী পরীহাসবচঃ প্রভোঃ ॥  
পুত্রাকারকং তবন্তঃ দেবার্যঃক্রোড়নতঃ বিজ । তীর্থং প্রাপ্যাপত্যং ক্রোড়্যং সম্পাদ্য চ পুনঃপুনঃ  
তং দৃষ্ট্বা স্পন্দমানং বৈ জীব জীবিতপার্কীতী । আকৃষ্যাপাণিপদ্মাভ্যাংনিবস্ত্রাশ্ৰেয়স্ত ভাবত  
তদা স জীবিতো বালঃপ্রাপ্যং প্রাপ্য চ তৎক্ষণাৎ । পার্কীতীং চর্ষয়ামাসমামেভিকৃত্য বে দনঃ  
তং প্রাপ্য বালকং দেবী ক্রোড়ে কৃত্বা চ বৎসল্য । স্তন্যবপারঃসদৃশং স্তন্যভাঃ প্রহস্তবে ॥  
বালস্তাপি পরঃ শীত্বা স্মিতকৃষ্ণমুখমুতঃ । মাতৃবৎসলম্বীক্ষ্য মাত্ৰাণি পরিচুম্বিতঃ ॥ ৩২  
মুহূর্তং বালমালিনঃ স্তন্যগ্রী তদং বালকম্ । দদৌ পতেঃ মহেশ্বর প্রভো পুত্রং পুংসি বে ॥  
তদা দণ্ডবৎ পুত্রো দদর্জহ্মনয়েন হ । পুত্রভাবত্বং কৌতুকং জানীহি শব্দঃ ॥ ৩৩  
তচ্ছ্রুত্বা শব্দরো দেবী বচনং বিজপুস্তব । উবাচ বচনং কিঞ্চিৎ প্রেমদীপ গিরিজাং প্রতি ॥  
শব্দ উবাচ ।

পরিহাসেন তে দেবি দন্তং বস্ত্রকৃতং সূতম্ । হস্তাভ্যাং পুত্র এবাসৌ ভাষন্ত কিমিহাভুতম্  
দেহি মে দৃষ্টতে কিংসু সত্যং পুত্রত্বমাপত্যম্ । বস্ত্রেন নির্মিতো দেহো জীবঃ কস্মাদুপায়মং  
ঋষিরবাচ ।

ইত্যুক্তা পুত্রমাহার পাণিভাষ্ক নিধার হ । দদর্শ মহতা শব্দভূতেন নিপুণেন চ ॥ ৩৮  
মর্দ্যাপ্যাদনি গিরিশো দৃষ্ট্য নিপুণস্য পৃথক্ । উবাচ পার্কীতীং দেবীং জগদোদয়নম্বরম্ ॥  
শব্দ উবাচ ।

পুত্রত্বমামুংপন্ন আশ্রয়ো গ্রহরিত্তিঃ । অতএব বহুন্ কালান্ ন জীবিত্যতি তে সূতঃ ॥ ৪০  
বদামুযো হি পুত্রস্ত স্বল্পকালে মৃত্যুঃ শুভা । উপার্জিতশুভো ভূত মৃতশুভপ্রদঃ পরঃ ॥  
ঋষিরবাচ ।

এবং তস্ত প্রবদতঃ শব্দোঃ শিশুকস্ত চ । পাপেবালশিরঃ স্তন্যমুত্তরাংগে শিরঃ হিতম্ ॥  
তযৌ চ পতিতে শীর্ষে বালকস্ত প্রভোঃ করায়ং । তত্রাহ পার্কীতী বালং ছিন্নমস্তং শুচাক্ষলা ।  
সরোদ বহুবা দেবী বৎস বৎসেতি ভূরিণঃ ॥ ৪০

বস্ত্র বিশ্রম্য প্রাপ্য কৃত্বা পুত্রশিরঃ করে । উবাচ পার্কীতীং দেবীং বাচঃ নমুঃসী তদা ।  
শব্দ উবাচ ।

দৌদৌঃ পার্কীতি শুভে প্রাপ্তাপুত্রম্চাপ্যাম পুত্রশোকাংপর্যমতি আশ্রয়শরণমাম ॥  
যাং ত্যক্ত পুত্রশোকং পুত্রং তে জীবয়াম্যসম্ । এতদেব ছিন্নশিরঃ স্বদেহবান্ নমুযোজয়  
ঋষিরবাচ ।

হাত্য পার্কীতী দেবী বোজয়ামাস তচ্ছিরঃ । ন চ তত্রাভবদ্যুতং চিত্তয়ামাস তচ্ছিবঃ ॥  
তস্মিন্নেব কালে তু খে বাগাহারীরণী । শব্দো তবাস্ত্র বালস্ত রিত্তিদৃষ্টং শিরোভবং ॥ ৪৮  
তা মৈত্রেয় শিরসা জীবন্ত তব বালকঃ । অগস্ত শির আনীত স্বস্ত্রে বোজয় জীবয় ॥ ৪৯  
গৌ ততোস্তরশিরা বাল এব দিতো বতঃ । অত উত্তরশীর্ষত শীর্ষং নীহায় বোজয় ॥ ৫০

ইত্যাকাশবতঃ ঋষা দেবীমাধানয়নঃ । আহুয় নমিনং তত্র প্রেয়সামান কর্ণনি ॥ ৫১  
নন্দী ত্রিভুজমিতি জ্ঞাত্বা গদা চাপ্যমরাবতীম্ । দদর্শোত্তরশীর্ষাণমিত্তরোহিতং গজম্ ॥ ৫২  
তং দৃষ্টোহিতং নন্দী উদবৃহীর্ষং মহাবলঃ । ছেতুং প্রচক্রেমে তস্ত শয়ানস্তোভয়ং হিতম্ ৫৩  
স চুক্ৰোশ বৃংহিতেন শক্রাদ্যাস্তেন চাপনম্ ॥ ৫৪

শক্ৰ উবাচ ।

কৌ তবানভুতাকারো গজংহস্তংলমাগতঃ । কেন বা প্রেবিতোহসি তং বজ্রপাণিঃ কথংতবা  
নন্দাশ্রিত ।  
শিবদাসো হং নন্দী সমায়াতঃ শিবাজ্ঞয়া । ঐরাবতশিরো নীচা বাস্তাম্যোব হি শস্তবে ৫  
বালস্তোত্তরশীর্ষস্ত পতনং শিবপাণিতঃ । ত্রিষ্টিকালোত্তরং মন্তং তেনাকাশবচোবশাৎ ॥ ৫৭  
বঃ শেত উত্তরশিরাস্তস্ত শীর্ষনি বোজমাং । শীর্ষবস্তং করিব্যামি জীবিতক শিবাজ্ঞম্ ॥ ৫৮  
অতস্তে গজরাজস্ত শীর্ষং ছেৎস্তামাসংশয়ম্ । ঐরাবতাসং সন্তাজ্য বজ্র প্রাণপরীক্ষয়া ॥ ৫৯  
শিবপুত্রপ্রাণদানাদৈরাবতবৎশব ॥ ৬০

ঋষিরাচ ।

ঋষেবং নমিচয়নং মহেচ্ছো ব্রহ্মতোহুতবং । দেবানাহুয় সকলান্ নমিনকাত্যাত্যবত ॥ ৬১  
ইন্দ্র উবাচ ।

শতোঃ কানদবাগস্ত কিংকরোং ত্বয়া কথম্ । দেবেশ্চ জীবতি মরি বনগ ছেৎস্তসে গজম্ ।  
ঋষিরাচ ।

ইত্যক্ষা শূলমুদ্যাম শক্ৰো নদিবধেচ্ছয়া । দুহাব নন্দী হৃদ্বারচ্ছলং ভস্ম চকার হ ॥ ৬৩  
পুনর্গদাং স জগ্রাহ চিক্ৰেপ চ বলাগিব । নন্দী তাক গদাং বামপার্শ্বে জগ্রাহ লীলয়া ॥ ৬৪  
ঋ গদা নীমতামিক্ষেতাক্ষা তমৈ বাসজ্জয়ৎ । ইন্দ্রস্ত বক্ষসি গদা সা পপাত রজাকরী ৬৫  
ইন্দ্রস্ত ব্যাধিতঃ কিঞ্চিচ্ছলং জগাহ চাপরম্ । চিক্ৰেপ নমিনং নন্দী তং বজ্রোম ত্রিধাকরো  
পুনন্তং বজ্রযুগ্মায়া ইচ্ছো দুহাব বায়ুবাৎ । মহাঘোরতরো নন্দী বভূবাত্তিমন্তরঃ ॥ ৬৭  
এতন্নিব্রেব কালে হু শক্ৰহসি পকো বলী । ইন্দ্রায় বোজয়ামাস মন্ত্রোমরাবতং গজম্ ॥ ৬৮  
ইচ্ছো গজমমরাটো বজ্রহস্তো মহাবলঃ । বজ্রকাণশহায়ঃ সন্মুখং নমিনা সহ ॥ ৬৯  
সর্কো দেবগণাস্তত্র মিলিতাকাপপাণয়ঃ । বহুয়ঃ শরবর্ষণে নমিনং বোরস্তপিণম্ ।  
বর্ষাকালে মহাঘোরে ঘনাইব মহাগিরিম্ ॥ ৭০

তেষাং শরবর্ষান্ স নন্দী বোরমহাভয়ঃ । পাবাণকটিনাকারঃ সেহে চাত্তুভদ্রদর্শনঃ ॥ ৭১  
বামপাণিপরীক্ষারৈঃ বজ্রোম স্মৃতিভেদে চ । হৃদ্বারৈকৈব শিবলৈঃ শরবর্ষান্ স্তবায়নং ॥ ৭২  
বোহমন্ বোরনাদেম দেবানাম্ পশুভামতি । ঐরাবতশিহ্নশিরঃ পপাত নমিনা হন্তঃ ॥ ৭৩  
দেবাস্তথাভুতাস্থা হাহেত্চাচূর্ন চাচলম্ ॥ ৭৪

শিবস্ত তং সমাকর্ণ্য নমিনঃ সৎপরাক্রমম্ । আলিস্য নমিনং ঐত্যা ক্তে গজশিরোরহর্ষ  
শিরোবোজনমাজেণ বালঃ নোৎপাত্তিমন্তরঃ । ঋষীন্দ্রমতরো দেবো গজেজ্ঞবদনাত্মকঃ ॥

কবাকুহল লঙ্কাণো। কৃগাধৰলানমঃ । চতুর্দাহঃ অবদামগন্ধলুকাজিশোভিতঃ ।

রেজে শিবসমীপহো। মহাভূতবিলোচনঃ ॥ ৭৭

নর্কে দে বাস্তদাগতা বৃশ্ণঃ শিবনন্দনম্ । শতোঃ ক্রোড়পতাং বালাং কুঞ্জব্রহ্মণ্ডানমম্ ॥

ভজ্ঞাভিবিধিচূড়ঃ ব্রহ্মাণ্য। দেবতা গতাঃ। নামানি চ মর্দো ব্রহ্মা ন্যোদয়মিতি কবন্ ৭১

বরাহৈব নরীদেবগণমথো মহাত্মতঃ । তেনাশং দেবরাজস্ত সর্কদেবাণ্ণুজনঃ ॥ ৮০

সরস্বতী মর্দো ভাঙ্গে লেখখীং বর্ণলোচনা । তপমাল্যঃ মর্দো ব্রহ্মাইহো গজরদং মর্দো ॥ ১১

पञ्चः पञ्चावतौ ध्यानावाप्त्यर्थं नन्दो शिवः । ब्रह्मातिर्विष्णुश्च पृथ्वी-सूक्तवाहनम् । ७२

ॐ ह्रीं बुधाय नमः सर्वार्थसिद्धये ॥ ७७

ବନ୍ଧୋବାଟ ।

শতো ভবায়ঃ স্তনয়ন্তেনোভায়ঃ ন সংশয়ঃ । সর্গদেবাঐপুজ্যোহিঃ শেষে ত্বাং মনুষ্যম ॥ ৮৪

নরসদেবগঙ্গাস্ত্রমধিপোহভূমহাভুক্তঃ । ভবতোহপি গণা য়ে তু চেবামপ্যাবিকোহভবৎ । ৮৫

तन्माकागाधिपञ्चेष गङ्गाश्रद्धाकाजाममः ॥ ८९

ইক্ষুঃ জিহ্বা গজং হৃষা ভগ্নদন্তং শিরো বতঃ । নক্ষী চান্দ্রভক্স্যাসোদদৌ ভৌনৈকদন্তকঃ ॥ ৬৬

‘हरन् इति नामान्तरं बीजरूपं सदास्तु ८ । मधोदरश्च निम्बाद्यान्नाम्ना पुत्रोऽहस्तुतेति ॥ ५७

দ্বন্দ্ব সম্বন্ধমাভ্যেণ নন্তোষ্যুর্বদ্ব্যশয়ঃ । বিঘ্নেশোহয়মতো নান্না তব পুত্রোহন্ত শঙ্কর ॥ ৮৮

।। ज्ञानां सङ्क्रियारक्षे वः श्वरेकगणाधिपय । उन्मयाज्ञाकनः मिथो नारकान्तास्तदर्शनम् ॥ ८१

কর্মসম্পন্নকার্যে পুজ্যমীয়ে গণাধিপঃ । গণেশে পুজিতে দেবাঃপুজিতাঃকার্যসাধকাঃ ॥ ১০

অধিকার ।

। बमङ्गा उदा ब्रह्मा विररात्र विजयत । ऐरावताङ्गावद्भुः श्री शिवमिहोऽङ्गाङ्गावत ॥ ११ ॥

ইস্রা উবাচ ।

ଦଶୋତ୍ତମ ମହାଦେବ ପାର୍ଶ୍ବତୀଶ ଜିଲ୍ଲାଚଳ । ସ୍ବାମହଃ ଶ୍ରୀଗାୟାୟ ଶ୍ରୀତୋ ଜିଜ୍ଞାସୀଧର ॥ ୧୧

।।সেনেস্তে বলবতা অম্বিনা মে গজো হতঃ । অস্ত্র'নেম মহাযোদী ন বৈদেব্যক্ষমন্যমাষু ॥ ১৩.

শৈ চায়াঙ্কুরা দেবংখশিরোহপিমহেশতে । তশৈগজশিরোদাতুং নৈচ্ছংতজ্ঞকমম্ব মে ॥ ১৪

ଅମ୍ଭବାନ୍ତୁବାଚ ।

श्रावणं शिवरात्रिं च विषं च मासत्रयम् । पुनः श्रावणं मासत्रयं नमस्कृत्य च ॥ १८

[illegible]

অধিকৃত ।

। वयङ्मे। वर्ये। देवे। दिवं। कष्टपनन्दनः । ब्रह्मान्नोऽपि। आर्थाः। स्वहानानि। वयुर्विज्ज ॥

ਸਦਾਸ਼ਕ ਪਾਕਿਤੀ ਸੇਬੀ ਪਾਲਕਾਮਾਮ ਹਾਥਿਤਾ ॥ ੨੮

প্ৰণেতাঃ পৰমো যোগী সংসারবিশ্ৰোদ্ধবৎ । স্বৰস্বত্বং সদাশক্তি প্ৰণেতাং পৱিত্ৰত্ববুঃ ॥ ১১

অথবা উচঃ ।

। णेशो गणनाथः हेरयो विविशायुजः । पार्कतीनन्दने वीरो देवराजे प्रजाननः ॥

১০৬ বাসরো বিদ্যারো বোশী সদ্বোধগলকণঃ । অগ্নপুজ্যন্তুর্কীর্তনৈকদন্তো লিপিবরঃ ॥ ১০১ ॥  
 ষোড়শচন্দ্রাবরো বীরঃ সখা মঙ্গলরূপবান্ । শুক্লাস্তো মূবিকারোহী কেবলো মোক্ষদায়কঃ ।  
 পশ্যা দন্তকরো দন্তী বৈকবঃ পরমার্ঘদুক্ । পঞ্চপাণিঃ পঞ্চযজ্ঞঃ শিবঃ শতর ঈশ্বরঃ ॥ ১০৩ ॥  
 হাবগতো নৃত্যতরী শিবপুত্রঃ স্রবশ্বদঃ । আনন্দানন্দোহতিমনাঃ শৈবো ধর্মো ধনেশ্বরঃ ।  
 অনন্তো জগদাধারঃ শশিসূর্য্যবিলোচনঃ । সমুদ্রপাতা সানুতঃ সমুদ্রজঠরো জগৎ ॥ ১০৫ ॥  
 দিব্যরূপো বারিদাথো জয়ন্ত বিজয়তথা । নামান্তেতাষি পঞ্চাশদুগণেশস্ত পঠেদ্রবঃ ॥ ১০৬ ॥  
 বাজারং পুজনে দানে ভ্রাদে গদ্যাবগাহনে । পুত্রাদিসমগ্লে কার্যো ঐত্যহং জিসন্ধ্যাকম্ ।  
 সুগুণাক্তিকিত্তোৎপি বিদ্যাস্তস্ত বিমূর্ছিতাঃ ॥ ১০৭ ॥  
 ঐত্যহং মঙ্গলং তস্ত ধনপুত্রমিসত্তবম্ । ইষ্টদেবর্থে সদাভক্তিদায়কং বাহিত্যর্ধদম্ ॥ ১০৮ ॥

শুক্ উবাচ ।

এবং জ্ঞাতা অবিগণী জগৎ সর্কো বখাতথম্ ॥ ১০৯ ॥

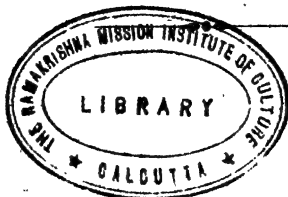
জৈমিনে কথিতঐক্যত্বাণেনজম পুণ্যদম্ । ন বংশো বর্ততে শতোত্তরে সৎহাররূপিণঃ ॥ ১১০ ॥  
 পুত্রোৎপত্তঃ কথিতঃ শতৈঃ কাকিকেরঃ কুমারকঃ । তস্তাপি ন বিবাহোৎকৃৎ কৌমাররতচাৰিণঃ  
 ইতি তে কথিতং সর্কং যৎ পুটোবহমিহ ত্বয়া । জৈমিনে তপসে গচ্ছ বামাহং বখাতথম্ ।  
 ব্যাস উবাচ ।

ইতু্যক্তো জৈমিনিসুত্র ঐগম্য জগদীশ্বরম্ । জগাম তপসেত্তত্ৰ ততোৎপি যোগবিস্তমঃ ।  
 শিবস্তাংশোমদাতাগো জাবালেগতবান্ বখা । জ্যোত্ৰিচ্ছসি জাবালে কিস্ত্রং কথ্যামি মে

ইতি বৃহত্ত্বপুৰাণে ষাধ্যত্বে শুকজৈমিনিসংবাদে গণেশজমকথনং

নাম ত্রিশোড়শারঃ ॥ ৩০ ॥

সমাপ্তমিদং মধ্যখণ্ডম্ ।



# উত্তরখণ্ডম্ ।

## প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

মধ্যখণ্ডমণো দিব্যাং শ্রদ্ধাং স তুরবে মুনিঃ । জাবালিঃ স্তিংসু পঞ্চচ্ছ তন্নঃ সূত বদ প্রভো ১  
সূত উবাচ ।

শ্রদ্ধা দিব্যাঃ কথাঃ পূণ্যা মধ্যখণ্ডস্ত শৌনক । জাবালিঃ পরিপঞ্চচ্ছ বেদব্যাসউত্তরং ততঃ ২  
জাবালিরূবাচ ।

শ্রদ্ধা দিব্যাঃ কথা ব্রহ্মন্ বর্ণাশ্রমসমাহিতান্ । ধৰ্ম্মান্ বদ মহাবাহো শৃণ্বতো মম চারিণ্য ।  
ব্যাস উবাচ ।

মূলশ্রুতিসমুত্তা ব্রহ্মবিস্মহেশ্বরঃ । তেহু বৈ মধ্যমো বিষ্ণুঃ সত্যদেহঃ সনাতনঃ ॥ ৪  
তস্তাভবন্ মুখাচ্চবিদ্যাঃ সৰ্ববেদসমাজয়াঃ । বাহোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ প্রজাপালনহেতবে ।  
উন্নতো বর্ণিজো জাতা ধনরক্ষণহেতবে । ত্রয়াণাং সেবনার্থায় শূদ্রো জাতস্ত পানভঃ ॥ ৬  
বর্ণানেতান্ সনুংপাদ্য তত্ত্বার্থানুপাদয়ৎ । আগমো নিগমশ্চেতি ধৰ্ম্মাকানানুভো মতো ॥ ৭  
যাভ্যামেব জগৎ সৰ্বং প্রিয়তে সচরচরম্ । নিগমো বেদমার্গঃ স্তাৎ তত্ত্বমার্গস্তথাগমঃ ॥ ৮  
বেদমার্গঃ কৰ্ম্মরূপস্তত্ত্বমার্গস্ত যৌগিকঃ । যোগঃ কৰ্ম্মবিশেষক তত্ত্বং তেনৈব লভ্যতে ॥ ৯  
বেদমার্গাৎ কৰ্ম্মরূপাচ্চযোগকৰ্ম্ম প্রলভ্যতে । ন হি কচিং কণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকৰ্ম্মকৃৎ ॥  
জীবঃ সদা কৰ্ম্মবশো বাবৎ তত্ত্বং ন গচ্ছতি । তস্যাং তত্কারিণী বিপ্র সদা জীবনকৰ্ম্মবৈ ।  
কৰ্ত্তব্যং ন তু তৎ ত্যক্তা দূরততো হৃৎ পতেৎ ॥ ১১  
অবৈত্তভাবস্তত্ত্বং স্তাৎ তৎ তু বাচা ন গম্যতে ॥ ১২

কৰ্ম্মণা জায়তে দেহো ভূয়স্তজ্জ চ কৰ্ম্মণা । অর্পো বা নরকো বাপি লভ্যতে বিপ্র সৰ্গথা ১৩  
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চেতি চতুষ্টয়ম্ । বর্ণাঃ স্বধৰ্ম্মনিরতাঃ প্রাপ্যন্তে বিপ্রতাং বিজ ১  
ব্রহ্মধৰ্ম্মরতা ভূত্বা লভন্তে তত্ত্বমুত্তমম্ । শৌতান্ ধৰ্ম্মানশেষেণ কৰ্ম্মন্ শূদ্রো যথাবিধি ॥ ১০  
বৈশ্যকমেতি বৈশ্যক জত্রিয়ঃ স্বকৰ্ম্মকৃৎ ১১ বিপ্রঃ জত্রিয়ঃ সম্যক্তনিত্যধৰ্ম্মপরো নৃপঃ ॥ ১৬  
বিপ্রশ্চ মুক্তিলাভেন ব্রহ্মতে সত্যক্রিয়াপকৃৎ ১৭ সৰ্বক্ৰিয়ঃ হি বর্ণা বৈ জ্যেষ্ঠবর্ণক্রিয়াকৃৎ ।  
পততি নরকে যোরে তস্মাদ্ যো যঃ স কৈ উদ্য ॥ ১৭

তেষাং ব্রাহ্মণানীনাং বর্ণধৰ্ম্মানুসৃতমাং । কথ্যামি শ্রুতান্ ব্রহ্মন্ বিপ্রকো মে নিশাময় ॥ ১৮  
অনুস্মা দয়া কান্তিঃ শৌৰ্য্যমাস্ত্রনিঃসংশ্রুহ । অকাপ্যামনাস্ত্রং তথা ১৯ সার্ববর্ণিকম্ ॥ ১৯



অতীবেষ গুণাঃ পুংসাং পরজেহ চ ভূতয়ে । পৃথক্ৰীংস্তং তেবাং বৈ পবতো দে নিশাময় ॥  
 বজাধারনদানানি ব্রহ্মকল্পবিশামিতি । কল্লিঃ সেবতে বিপ্রঃ বিপ্রকল্পো চ বৈশ্রবঃ ॥ ২১  
 শূন্যত্বং কুৰ্য্যাৎ সেবাং বৈ ব্রহ্মকল্পবিশামিতি । শূন্যত্বং ভরণং কুৰ্য্যাৎস্বপ্নাণ্য্য বিজোক্তম্ ॥ ২২  
 ব্রাহ্মণত্বং দেবশৰ্ভাঃ স্যামো বৰ্শা চ কল্লিয়ে । ধনো বৈশ্রে তথা শূন্যে দামশৰ্ভাঃ প্রযুক্ত্যন্তে ১২৩  
 শ্রীযু দেবীতি বিপ্রাণাং কল্লিয়াণাঞ্চ কথ্যতে । দানীতি বৈশ্রপূজাণাং কথ্যতে বিজগুপ্তব ২৪  
 ব্রাহ্মণং লম্বুং দৃষ্টী প্রণমেয়ুততঃ পরে । অপ্রণম্য ব্রহ্মহত্যাপাপাং তে প্রানু বুদ্ধিঃ ॥ ২৫

ব্রাহ্মণঃ সংকৃতোক্ত্য তু বাচং দদ্যাৎ সুধাবিভঃ ॥ ২৬

ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণং দৃষ্টী প্রণমেৎ তু পরম্পরম্ । পিতা পুত্রং নংপ্রণম্য ন দোষঃ প্রতিপাদয়েৎ  
 জলহন্তং বহিহন্তং পঠন্তং ভোজম্ভবিতম্ । জপন্তং বা পচন্তং বা প্রণমের কদাচন ॥ ২৮  
 পুশবন্তং ধানমুক্তং নিষামুক্তমবাপি বা । ধাবন্তং ক্রোধযুক্তং বা তথা বহুং ন বৈ নমেৎ ॥  
 আর্দ্রবস্ত্রং শত্রুহন্তং পতিতং মস্তভ্যমুতম্ । নীচহানবিতকৈব বিননস্তং তদৈব চ ॥ ৩০  
 ন নমেৎ পৃষ্ঠতন্তৈব স্তানং কুর্ন্তন্তমৈব চ । পঠৈক পীড়্যমানঞ্চ প্রণমের কদাচন ॥ ৩১  
 আর্দ্রোহন্তুতিঃ পিষম্ নীরং ন ধানমপি চানমেৎ । উট্টৈঃ হলগতো বাপি প্রণমের কদাচন ॥  
 উচ্ছিষ্টকং বিবরক্ত আর্দ্রবাসাঞ্চ নো নমেৎ । প্রণতায়ৈব সৰ্বত্র কুৰ্য্যাৎস্মিচ্ছিতো বিজঃ ॥ ৩৩  
 প্রণামপূৰ্বে নম্ভিয্যাঃ কর্তব্যং হি কদাচন । উত্তো তৌ নরকং যাতৌ ব্রাহ্মণঃ শূন্য এব চ ॥  
 গুণবৃত্তঃ প্রনস্তব্যো বিপ্রো বিপ্রৈর্ব্রহ্মোহবিতকৈঃ । গুরবস্ত প্রণস্তব্যা গুণাক্ষেমবম্ভা অপি ॥ ৩৫  
 গুরবঃ পূৰ্ণমেবোক্তাঃ ক্রমেণ চোক্তম্ভা হিতে । তেবাং নামব্রাহ্মণানং নিম্নাকারগমেব চ ৩৬  
 পরোক্ষদোষবাক্য ভাজেমবিনস্তং তথা । মাতুলান্য্য বয়োনীচাঃ প্রণস্তব্যাঃ সত্ৰৈব হি ॥ ৩৭  
 অজ্ঞে সন্যস্তং দ্বাক্ষেপপাদম্পর্শনা মতাঃ । পাদম্পর্শপ্রণামস্ত কনিত্তেযু ন চাতরেৎ ॥ ৩৮  
 প্রণমেয়ুর্জ্যেষ্ঠং ভ্রাতৃন শৃণেয়ুর্ন চ বৈ পদে । কনিত্তং ভ্রাতৃ গুরবে জ্যেষ্ঠং ভ্রাতৃং নো নমেৎ  
 গুরুসন্যস্তপৰ্বায়া যে তু সার্বরসোহন্যকাঃ । তে ভবন্তি মমকার্য্যাস্ত্রমম্ভারপূৰ্ণতঃ ॥ ৪০  
 ভক্ততোহন্তুত্মিয়ে বৈব প্রণস্তব্য্য বিজমতিঃ । বর্জয়িত্বা মাতুলানীন্ গুরুপুত্রাদিকানপি ॥

বৃষভীং গুরুভার্য্যাক প্রণমের পদে শৃণু ॥ ৪১

কনিত্তভাতৃপত্ন্যস্ত স্ত্রীয়াঃ শিষ্যাবোবিতঃ । বর্জ্যং লম্বুবীজুরাম কদাচিদ্ বিশেষতঃ ৪২  
 বৃষারম্ভম্পর্শঞ্চ বহিঃসম্পর্শবিত্তম্ । উচ্ছিষ্টদাপনকৈব স্তানং কুৰ্য্যাৎ কদাচন ৪৩  
 জননী গুরুপত্নী চ বশ্র্জ্যেষ্ঠসহোদরা । মাতৃবল্য মাতুলানী সন্তনী তু পিতৃবল্য ॥ ৪৪  
 এতা হি মাতৃপৰ্বায়া লম্বুবশ্র্জ্যেষ্ঠরোত্তরম্ । এতা মাত্ৰাঞ্চ পুত্র্যাঞ্চ অগম্যাক্ষেব সৰ্বত্রঃ ৪৫  
 ভার্য্যাম্ মাতুলান্য্যাক প্রণস্তব্য্যঃ সমাধিরৈঃ । ভার্য্যাজাতা বয়োজ্যেষ্ঠো ন পাদম্পর্শনোমতঃ  
 ব্রাহ্মণঃ সৰ্ববর্ণানং গুরুঃ শিষ্যঃ পরে মতাঃ ॥ ৪৬

ইত্যেবমুক্তো জ্ঞানালে প্রণামবিব্রজতমঃ । সোহন্তথা ব্রহ্মতে ছেবং ন বৈ বধ্যত পতিতৈঃ  
 ইতি বৃহদ্বর্ষপুৰাণে উত্তরপাঠে প্রণামবিবিনীম প্রণামোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

## দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

খ্যাস উবাচ ।

যথামতি ব্রাহ্মণানাং পুৰ্ব্বান্বিত্যামি শাৰভানু । পাৰশর্য ব্রাহ্মণা নীতান্ ব্রাহ্মণৈশ্চ ব্রিহতানপি  
সত্যং শান্তিঃ ক্রমোহিংস্রা বৈধহিংস্রাস্ততোবিভা । দয়া দানঞ্চ তিস্তা চ পরানুবেগকারিণী  
সৌজতং বিনয়শ্চৈব বজ্রং বাজরং তথা । প্রতিগ্রহচাধ্যক্ষনাধ্যাপনে স্বল্পভোজনম্ ॥ ৩ ॥  
অমাবসিধানকৈব ব্রতং সূর্যাস্ত্র সেবনম্ । অগ্নিসেবা শুক্লোঃ সেবা গোদেবানীচতোহৰ্ণবা ॥ ৪ ॥  
অশুচিস্পর্শনকৈব অশুচিহ্মানসংগমঃ । নীচালাপো নীচপেহগমনং নীচবাসনা ॥ ৫ ॥  
সানানস্তং জপালস্তং বর্জিতং হংসমর্ষণম্ । শূদ্রাস্তানভোজনস্ত ত্যাগঃ শত্রুজ্ঞতা তথা ॥ ৬ ॥  
বর্ষজ্ঞানং বর্ষকথা শাস্ত্রার্থকথনং তথা । অশব্রধারণকৈব বাগিভ্যাবর্জনং তথা ॥ ৭ ॥  
দোষাহনং চারুঞ্চ পথং গোবিক্রমং তথা । ন কুর্যাদ্ ব্রাহ্মণঃ কাপি কুরীগো পোষধী ভবেৎ  
প্রাণিনাং তেজসাকৈব বদানাম্ বাসনাযপি । বিক্রমং সংত্যজেদ্বিপ্রসুখা বেতনতোজিতাম্  
চৰ্ম্মবাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ চৰ্ম্মবান্যোপজীবনম্ । চৰ্ম্মছেদাদিকঞ্চাপি ন কুর্যাদ্ ব্রাহ্মণঃ সবা ॥ ১০ ॥  
ত্রিসংকোপালনং কুর্যাদ্ সাবিত্রীজগমেব চ । দেবদ্বিপিভুলোকানাং তর্পণং শুচিরাচরেৎ ১১  
প্রাতর্ঘ্যাকুন্দারিঞ্চ গায়ত্রীত্রিবিধাঃ স্মরেৎ । রক্তাং শ্রামাঞ্চ শুক্লাঞ্চ ব্রহ্মবিহুশিবাশ্বিকাম্ ।

এতৎ সঙ্কাজয়ঃ প্রোক্তং ব্রাহ্মণ্যং বদবিত্তিতম্ ॥ ১২ ॥

মতিঃ স্বস্তাদরস্তুজ ন ন ব্রাহ্মণ উচ্যতে । সঙ্কাজয়মকুরীগঃ সূর্য্যং হস্তি চ পাপকৃৎ ॥ ১৩ ॥  
অস্মারী চ মলং ভূভুজ্ঞে অজগী পুরশোণিতম্ । অকুহা তর্পণং নিত্যং পিতৃহা চোপজায়তে  
উদয়স্তং হি মর্ত্তিৎ মনেহা নাম ব্রাহ্মণাঃ । সূর্য্যং প্রসিদ্ধমাস্তি মহাধোরতরাননাঃ ॥ ১৫ ॥  
প্রাতঃসন্ধ্যা কৃত্বা তত্র ব্রাহ্মণানাঞ্চ তে বিজ । জলাঞ্জলিত্রিধুতাঃ পলারতে মূহুরতঃ ॥ ১৬ ॥  
যে নিত্যং নাচরন্তোবং ব্রাহ্মণাঃ স্বাভাতিবঃ । রক্তপাতে পুরপাতে ধূমোক্ষারে জরে তথা ॥  
স্বতকে মৃতকেহশৌচে বৈদিকং কৰ্ম্ম নাচরেৎ ॥ ১৮ ॥

প্রাতঃসন্ধ্যাকৃত্বা তু তদহস্তাশুচিভিবেৎ । সর্গবৈদিকার্থোহু জয়াভ্যানবিকারিতাম্ ॥ ১৯ ॥  
রাজধারে বহনহো দ্রাবক্ষনি ভরাবিভঃ । কুর্য্যাক মানসোঃ সঙ্কায় নৈব দোষেণ মূহুরতে ॥  
অন্যদোষমূলসমাদিশোকমোহাদিনাপুৰ্ব্বাৎ । প্রমাত্যশুচিতাং তত্রসঙ্ক্যাং কুর্য্যাদ্ তু মানসীম্ ॥  
বানশ্রাংপক্ষ্মরোহেভনংক্রোভ্যাংপ্রোদ্ধবাসরে । সায়ংসঙ্ক্যাং ন কুর্য্যাককুরীগঃ পিতৃহা ভবেৎ  
জপেণ মহং সাবিত্রী ব্রাহ্মণোহংস্রহবিজ । তদসত্য্য জপেদেবীঃ সায়ত্রী শতবাপি চ ॥  
মধ্যম্যপূৰ্ণমূলং ত্যক্তা চ দশপর্জতিঃ । দক্ষেণ পাবিনা জপা যনীভূতাস্থলেম বৈ ॥ ২৩ ॥  
সাবিত্রীং প্রজপেদ্বিপ্রঃ প্রাতর্ঘ্যাক উখিতঃ । উবিহা প্রজপেৎ সায়ং পশ্চিমাভিমুখতয়া  
সাবিত্রীজপশীলন্ত ব্রহ্মহত্যাগিপাতকম্ । উপেত্য বৈবযোপেন নস্ত্যাহো পতঙ্গবৎ ॥ ২৪ ॥

শতজগতা তু না দেবী বিনশাপ্রাণাশিনী । সহস্রজগতা তু তথা সর্গপাপপ্রাণাশিনী ॥ ২৭

জগতা তু দেবীঃ গায়ত্রীং সূর্য্য এব সমর্পয়েৎ ॥ ২৮

মহেশ্বরং নমস্তুতা বিকোর্ব্বিকাসি সংস্থিতা । ব্রহ্মণা সমস্তুজাতা গচ্ছ দেবি বধেচ্ছয়া ॥ ২৯

মন্ত্ৰেণানেন গায়ত্রীং সূর্য্যে থলু সমর্পয়েৎ ॥ ৩০

গায়ত্র্যা বর্ষরূপাদি আদিভাষ্যানুগতং । জ্যেষ্ঠং তেনাৰ্ঘ্যমাজায় গায়ত্রীং প্রজপেৎ কৃতী ॥

গায়ন্তং জায়তে বস্মাদ্গায়ত্রীমঃ তদুচ্যতে ॥ ৩১

তর্পণং পিতৃলোকানাং ব্রাহ্মণোহবশ্যমচরয়েৎ । সতি লৈর্বারিতিঃ শুভৈরকৈর্নৈর্দক্ষিণামুখঃ ॥  
দক্ষিণাগ্র্যেণ দর্ভেণ জলমাধায় নিক্ষিপেৎ । উধেব নতু বামেদ পশ্চিমাগ্রে ন বা কৃতিং ॥ ৩৪  
ভিলাংস্তবামতোদানীকান্ স্পৃষ্টান্ সোত্রীনাং ভিঃ । দশানুনাং নিক্ষিপেৎ তে যেষম্বেতি চিনির্দিশেৎ  
এবং কৃত্বা তর্পণাদি ব্রাহ্মণানুমতো গৃহম্ । আগচ্ছেদ ব্রাহ্মণাভাবেন জলানীভাগুহংস্রজেন ॥ ৩৬  
স্নাত্বা চ ন স্পৃশেৎ স্নেহিৎ রাজিবা দন্ত ব্রাহ্মণঃ । বস্ত্রঞ্চ তদধঃ পৃষ্ঠে তং পরিদধাৎ প্রবতন্তঃ ॥ ৩৭  
অক্লবদ্রমশুষ্কং স্নাদভাজঞ্চ ক্ষপাং শুকম্ । রাজিবস্ত্রং বিশেষেণ শতধৌতেন শুধ্যতি ॥ ৩৮  
ভিলকং বজ্রমুদ্রঞ্চ বস্ত্রমুখং রদানপি । শুকান্ নদৈব সূর্য্যে ত শুদ্ধান্ ব্রাহ্মণঃ সদা ॥ ৩৯  
সদোপবীতিনা ভাষ্যং সদা বদন্তি যেন চ । সদা ভিলকিনা চৈব বিজেনাচারিণী তথা ॥ ৪০  
মলমুদ্রাদিকৈ ত্যাগেনোপবীতী ভবেদ্বিজঃ । শির আচ্ছাদ্য কর্ণে বা স্তকে শিরসি বা তথা  
উপবীতং সমারোপ্য মুক্তকচ্ছো জলং তাজেৎ ॥ ৪১

তৈলাভাজে ন বিজঃ স্নান্ বাষ্টিং কুর্য্যাতু ব্রাহ্মণঃ । মাষ্টিং কুর্য্যাপি ন ভাজ্যঃ মলমুদ্রং কদাচন  
মলমুদ্রপরিভাগে মৈমুখেন স্নানভোজনে । দন্তস্ত ধাবনে চৈব বহু মৌনে সমাচরয়েৎ ॥ ৪৩  
ব্রাহ্মণস্ত হু দেহোহংস্রং ন সূর্য্যায় কদাচন । তপঃক্ৰেণায় ধর্ম্মায় প্রোভ্যামোক্তায় সর্গদা ॥ ৪৪  
ব্রাহ্মণে কল্যণঃ নাস্তি সন্ধোগাগানকারিণি । যথা সূর্য্যে তমো নাস্তি তমোবার্ণকারিণি ৪৫  
ব্রাহ্মণা তুহুরাঃ প্রোক্তা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবর্জনাঃ । ন ক্রৌর্য্যং ব্রাহ্মণে যুক্তং প্রভাহানী রবৌ যথা  
নাজেন তপসা জীবো জায়তে ব্রাহ্মণে স্থলে । ন চেন্নীচক্রিকারী আশ্রমো কোৎপন্নতথ্য ॥  
স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুক্তং সমগ্রং স্বা দদতি চ । তস্তৈবাহুঃ প্রহোঃ প্রহুতে ক্ষত্রিয়াদয়ঃ ॥  
ব্রাহ্মণস্ত যদা সর্গা ধর্ম্মান্ নিবিলা স্পি । যদ ব্রাহ্মণোহসি গৃহ্যতি তচ্ছৈব ক্ষত্রিয়াদয়ঃ ॥  
ব্রাহ্মণা লোকপিতরো ব্রাহ্মণো লোকমাতরঃ । যেষাং পাদগ্রহুতানি সর্গভীর্বাণি নিত্যশঃ  
আহিরাজো যমঃ পূর্কং মর্ধ্যাদাং সমকারয়ৎ । ব্রাহ্মণানাং সতীনাং পশাং বক্ষণায় হ ॥ ৫১  
ব্রাহ্মণাংস্ত্রিয়ো গাং পুষ্পেপাশি ন ভাড়য়েৎ । বর্গনং ব্রিবাণানি হস্তাশ্রিবাণং তথা ॥  
এব হি ব্রাহ্মণজ্ঞানং দেবে নাস্তোহস্তুি নৈহিকং । যাবদ্গোব্রাহ্মণাঃ সন্তি তাবৎপৃথীচস্তুহিরা  
তব্যাং পৃথীককর্ষার্থে পুন্নেদ্বিজগোপভীঃ । ত্রিয়োগোবোব্রাহ্মণাং পৃথিবা বদন্তজয়ম্ ॥  
এতৎকথ্যং যেষক্লমন্ত ন বদন্তপরিচ্যুতঃ । ব্রাহ্মণানাং গায়ত্রী জীবাং রজ আর্জবম্ ॥

বর্ষাং শ্রভাষঃ পাণামাং মহতাক বিনাশকম্ ॥ ৫৫

বিপ্রাণাং চরণৌ তীর্থং যথাং পৃষ্ঠং তথা শুচি । জীবাং সর্গাণি চানিভীর্বাশ্রয়ানি স্রুতিঃ

ইত্যাদিসম্বন্ধাধাং যোক্তব্যং কৃতং জনঃ । ন বাতি মরকং যোরং কথ্যতে জীবিতোমৃতঃ  
 প্রাণায়ানী নদা বিদ্রোহেৎ পাপানি ভূরিণঃ । প্রাণায়ামং বিনাপাপকালমে নাস্তি কারণম্  
 ইত্যাদ্য ব্রাহ্মণস্তোত্রা বর্ণা ব্রাহ্মণমভ্যম । রাজ্যঞ্চ শৃণু জাযালে বর্ণানু পরমপাবনাম্ ॥১১  
 ইতি বৃহদ্রস্বপুরাণে উত্তরখণ্ডে ব্রাহ্মণবর্ণো নাম বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

### তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

রাজা ক্ষত্রিয় ইত্যুতঃ প্রজাপাননভংপাঃ । নভাং নানং বিহৃতজিত্ত্বা ব্রাহ্মণসেবনম্ ॥ ১  
 মৰ্শো বিদ্রোহো নিরুৎ যুদ্ধদাঘপ্রান গ্রহঃ । পরিথাকরণঞ্চৈব চারৈব রাজ্যবর্জনম্ ॥ ২  
 মস্ত্রিতির্মন্ত্রবৈঞ্চৈব শীত্বকর্ম্মহমেব চ । বহুতির্মন্ত্রণাত্যাগো নৈতকমন্ত্রণাপি চ ॥ ৩  
 নদাবধানমগচ্চ মতোপগমকং তথা । শাস্ত্রাদ্রোহো বিপ্রত তিত্রীক্ষণাত্তকরগ্রহঃ ॥ ৪  
 গোকো বিবাহো মোহন্ত বান্ধবশা চ মূৰ্ছতা । ভাজা রাজা ইমেদোষাঃ প্রজাম্ সূত্রমসত্য  
 পঞ্চরূপাণি রাজানো বারমন্ত্যামিতোজনঃ । অধেরীশস্ত সোমস্ত বনস্ত বরপ্তস্ত চ ॥ ৬  
 ভানু ন হিংসের চাক্রোণেরাক্ষিপেরাগ্রিহঃ বদেৎ । দেবানুপতিরূপেণ৩৪৩৩পুথিবীমিমাম্ ॥  
 প্রতাপমধেঃ প্রভুতামিচ্ছাঃ ক্ষত্রিয়ারং বমাং । কোৎ ধনং কুবেরাজ নীতাসংজ্ঞমর্দিমাং ॥ ৮  
 রাজঃ শরীরং ক্রিয়তে বিদ্যাত্রা ধরনীতলে । রাজানমিচ্ছং জানীত নাস্ত ইক্ষাকরাতলে ॥ ৯  
 রাজ প্রজাপাননভ হমমেবনহস্তবৎ । স্বাবিকারহলোকানং কর্ম্মণঃ সূক্তস্ত চ ॥ ১০  
 লভতে তগতঃ ধর্ম্মেণ পালয়ন্ প্রজাঃ । রাজা মণ্ডকরো ভূহাদ্যন্তরানপকৃচ্ছনঃ ॥ ১১  
 হস্তা শক্তন্ত রক্ষন্ত রাজা বৈপ্রবণো বমঃ । বরপো বায়ুরাদিত্যঃ পক্ষ্যাত্তোহমিহু হম্পতিঃ ॥  
 মন্ত্রগ্রন্থং জগৎ সর্গং বশস্ত্বপুংগচ্ছতি । নায়ং ক্রীষন্ত লোকোহন্তি মাপরো বিজ্ঞসন্তন ॥ ১৩  
 ন হি পশ্চামি জীবন্তং কক্ষিৎ কিকিন্নহিংসমা । জজুমাং বনভাং মিভ্যং পুথিব্যাঞ্চ জনেযু চ  
 নহণো লিপ্যতে রাজা প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্ । যদি মতো ন বিনোত হুস্মিনীত্যন্তদা নরাঃ  
 হুমাঃ পশুন্ম নহুবাংক বজীরানি হবীংষি চ । কাকাদ্যাক পুরোভাং বা চেবাবলিহেদ্রবিঃ  
 নাম্যক ন স্তাং কশ্মিকিৎ প্রবর্তেতাধরোত্তমম্ । চাতুর্ভুগ্যবিভাগাম হুস্মিনীতভমার চ ॥ ১৭  
 মতেন নিমন্তং লোকে ধর্ম্মহানক রকতে । সর্কো মণ্ডজিতো লোকে চুর্ণতো হি গুতিনরঃ ॥  
 মণ্ডন্ত চ ভরাতীতা নরাত্তিত্তি শাসনে । কুর্শ্বণাং নিবৃদ্ধিক তস্মাকৈব মহাকলা ॥

স্তাৎ তস্মাদ্রাজমতেন প্রায়শ্চিত্তকলত্বং ॥ ১১

শিবো ভ্রমসমিতিক্রান্তে পুরে পিতরমেব চ । স্বামিনঞ্চ দ্বিরাং রাজা মণ্ডকর্তা তবৈদ্ বিজ ॥২০  
 ব্রাহ্মণং হুঞ্জিরাং জ্ঞাতা তন্ত মণ্ডং ন কারয়েৎ । ন বধো ব্রাহ্মণোবিপ্র জী যুতো বাল এব চ  
 যো ন বেদ ভুতঃ কর্ম্ম পাপঃ বিপ্র বিনর্হিতম্ । পাতকেযু নিবর্তেত মিগ্রহস্তচ্ছ কারণাং ॥২১

শিরসো মুণ্ডনং কৃতা গোময়েনোপলেপয়েৎ । নগরং ধরবানেম জাময়েকণ্ডমেব চ ॥ ২৩  
ব্রহ্মনির্দিষ্টমন্ত্রস্ত জ্যোতিস্তং ন বিদ্যাতে । ক্ষত্রিয়স্ত তু যো দত্তস্তং বক্ষ্যাম্যনুপুংসিকম্ ॥ ২৪  
পরশ্রবাভিহরণে পরদারভিমর্ষণে । ছেদয়েদন্তপাদৌ চ কর্ণদালাবকর্তনম্ ॥ ২৫  
সর্গস্বঃরণং কৃতা পররাষ্ট্রং বিবর্জয়েৎ । রাজ্যং কোভরতো রাজো রাজপত্নীমখাপি বা ॥ ২৬  
শরৈস্ত রাজা বিধোত শক্তিক্রগদাদিভিঃ । ক্ষত্রিয়স্ত হি দুষ্টস্ত দণ্ড এব বিধীয়তে ॥ ২৭

বৈশ্রস্ত্যাপি চ যো দত্তস্তং এবক্ষ্যামি মে শৃণু ॥ ২৮

কুরেহু পাতকেষেব বস্ত বৈশ্রঃ প্রবর্ততে । পরশ্বে পরদারেশু তস্ত নিগ্রহমাদিশেৎ ॥ ২৯  
শূলেন ভেদনতোহস্ত বৃক্ষশাখাবলম্বনম্ । এব বৈশ্রস্ত্র দণ্ডঃ স্ত্রাজ্জরস্ত শৃণু বর্ণীয়তে ॥ ৩০  
কুলে শূদ্রস্ত যো দুষ্টতথৈবাস্ত বধঃ শূতঃ । কুলরেণাভিমর্দেত মুখানাপি পাচয়েৎ ॥ ৩১  
নৈকস্তার্থে কুলং হস্তান রাষ্ট্রং গ্রামকং তথা । এবং স্থশাসিতং কৃতা শেব কোবেদুযোজয়েৎ  
এতানু ধর্মানুহি যোরাজা জানাতিমহিধর্মবিৎ । জেরোহর্থো নতত্তংরাজা ব্রহ্মহৃতিংনলজ্বয়েৎ  
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্মহৃতিং হরেৎ তু যঃ । ষষ্টিবর্ষমহজাগি ন বির্তীষ্য কুমিতিবেৎ ॥ ৩৪  
ব্রাহ্মণস্ত তুযুগাপি হর্তারং পাতয়ত্যগঃ । ব্রাহ্মণহাপনাদস্তং কর্ণ রাজো নচোদ্রমম্ ॥ ৩৫  
ব্রহ্মসহরণারস্তং পাপং রাজস্তু বর্ততে । চতুর্বার্ষমেব বর্ণনাং পাপং ব্রহ্মসহারণম্ ॥ ৩৬  
বিবস্ত্রাশ্বেত সাধর্ষ্যং ব্রহ্মশ্বে বর্ততে সদা । বিদ্যাধী একদেবশরৌ সর্গানস্ব্যাপকৌ বধা ।  
তথা ব্রহ্মস্বাপহারে একস্মিন্শু কুলং দধেৎ ॥ ৩৭

যদাহর্জ্রবিণাদামং দণ্ডং বিদ্রে কৃত্যগমি । নীড়া চ ভক্তনং সর্গংব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদীপয়েৎ ॥ ৩৮  
শাস্ত্রজ্ঞসং নৃপতিঃ কুর্য়ান্নিত্যং ন চাশ্রথা । বেদাগমপুরাণজানু ব্রাহ্মণাশ্চ ভেবজাথ ।

জ্যোতির্জিন্দোহপি নৃপতির্ন কদাপি পরিভ্রায়েৎ ॥ ৩৯

এতস্ত্যক্তস্ত নৃপতের্বিপদন্তি পদে পদে ॥ ৪০

বর্ভেত বৃদ্ধসামগ্র্যা প্রমত্তো নৃপতিঃ সদা । বাস্তততুলনস্রাদেঃ কোবানু কুর্য়ানু পৃথক্ পৃথক্ ॥  
কুর্য়ান্শু ভেবামধ্যাকানু বেতনেন পৃথক্ পৃথক্ । সৈন্তানাং ভরণং কুর্য়ানু সেনাসং স্ত্রাজ্জুষ্টমম্  
রথো হস্তী ষোটকন্ত পশাতিক্ত বিজোত্তম ॥ ৪৩

একো হস্তী বর্ষশ্চকরয়োবধাঃ পঞ্চ পশুযঃ । পত্তিরেবা সমুদ্বিষ্টৌ তত্তগ্রিগণবাঃ পরে ॥ ৪৪  
সেনামুখং যুগ্মগণৌ বাহিনী পৃথদা চযুঃ । অদীকিনী চ দশতিস্তাতিরিকৌহিণী তথা ॥ ৪৫  
নগ্নভিক্ত শস্ত্রাশ্রষ্টৌ লহজাগোবকবিশভিঃ । অর্কৌহিণ্যাং রথাঃ শ্রোত্বে ইত্যাত্তব ॥ এব হি  
রথানাং ত্রিগুণা অশ্বা মরাঃ পঞ্চভনী বিজ । এবমর্কৌহিণীবদ্ধং সৈন্তং রক্তেত সর্গদা ॥ ৪৭  
ব্যায়শক্যং যুদ্ধশক্যং সম্ভাজেদনৃপতিঃ সদা । রাজ্যং হি বৃদ্ধমরণং স্বর্ধনং পরমং নতম্ ॥ ৪৮  
প্রদীর্ঘক গৃহদীর্ঘক বিপজাগার্থমেব চ । ত্রিধৈব বিভজেদু বিস্তং নৈব দোবে প্রলিপ্যতে ॥ ৪৯  
সাধবো মন্ত্রিণঃ কার্ধ্যা জ্ঞাতপীলগল নৃপৈঃ । বহজ্জলাকরন্তোব রাজ্ঞো বহশ্রজঃ ॥ ৫০  
তির্যং ন হ্যাপয়েদেকং মন্ত্রিণকাদি পাং । মন্ত্রী তির্যনিবাসো হি রাজানকাতিনীয়েত ॥ ৫১  
বহতির্ন সেনরাজা বিযুক্তো নাপি শত্রকৈঃ । অন্নাং ত্রিভাত সেনেত ভোজনকং দিতং চরেনং ॥

জীনকং বহবা নেচ্ছেনপাশ্বেতু পরি ব্রহ্ম । স্ববুদ্ধা কর্ম কৰ্ম্মীত শাস্ত্রবুদ্ধাবিশেষতঃ ॥ ৫০  
 নদা স্বভাবনী জিতেন্ বিজ্ঞপ্তারতঃ নদা । জাতরং পুত্রবর্গক দদায় প্রভ্রমং কচিং ॥ ৫৪  
 পুণ্যবস্তং হুতং রাজোহতিবিচা ধর্মদর্শনাৎ । একক্সা বৃত্তিমন্তেবাং তাজেজাজ্যং নরেশ্বরঃ ॥  
 পুত্রবে পুত্রবে কীৰ্ত্তিঃ হাপনৌয়া স্বকৰ্ম্মতঃ । ইত্যাদ্যা রাজবর্ষান্তে-কথিতা হি সমাসতঃ ॥ ৫৬  
 অথাতঃ শৃণু বক্ষ্যামি ধর্মার্থং বৈশ্বশূরয়োঃ ॥ ৫৭

ইতি বৃহদ্রথপুৰাণে উত্তরখণ্ডে রাজবর্ষা নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

## চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

কুবিবাবিজ্ঞানোরকাবুদ্বিজ্ঞানবিকাঃ । ধমস্ত বর্ধনং কুর্য্যাম্রাজস্ত পরিভোষণম্ ॥ ১  
 গাজতপুলবদ্রাণি মণিমুক্তাদিকং তথা । সূততৈলাদি স্বর্ণাদি সর্গজব্যাধিসংগ্রহম্ ।  
 ক্রমকং বিক্রয়কৈব কুর্য্যাবৈশ্রা হতজিতঃ ॥ ২  
 বাণিজ্যার্থে গৃহাৰ্বে বা ধর্মার্থেদনাপদর্শকে । চতুর্ধা বিভজ্যেবিস্তং বৈশ্রজ্য বিজনস্তম ॥ ৩  
 ধর্মং কুর্য্যৎ প্রবৃত্তেন ধর্মকর্ম্মণেব হি । অস্তথা স্তাদুধা সর্গং রাজর্চৌগাধিবারিভিঃ ॥ ৪  
 নদা স্বভাবনী জিতেন্ বিজ্ঞপ্তপতিপূজকঃ । শূরস্ত পালকস্ত স্তাং নদা ধর্মপরাধনঃ ॥ ৫  
 হস্তাধর্মগাষ্ট্রাণিভূমিগোমেবশালনাম্ । সর্গেবাং গম্ভ্রবাণাং মূল্যতত্ত্বজ্ঞতাং চরেন্ ॥ ৬  
 জীর্ণীতে বেন মূল্যেন তস্ত বোড়শমংশকম্ । বিক্রীতলভ্যং কুর্য্যৎ তু অধিকং ধর্মহানিকৃৎ ॥  
 স্বপং দদ্যা মাসি মাসি দত্তবোড়শপাদকম্ । গৃহীয়াদুহ্মকমিতোবমিতিশাস্ত্রমতং মতম্ ॥ ৮  
 ইতোহবিকণ্ঠেদুগৃহীয়াংতদাভোগায় নৈতিতং । গোবাতে তু স্বপং যজ্ঞমাসেতজ্ঞাবিকংতাজেৎ  
 ব্রাহ্মণেভ্য স্বপং দদ্যাৎগৃহীয়াগ্নাবিকং ততঃ । প্রত্যকদেবতাস্ত ব্রাহ্মণস্ত বচোত্তর ॥ ১০  
 যোগাটকাজুলীহস্তকুড়বাচি তথৈব চ । মাষতোলকবুদ্ধার্থং মানং কুর্য্যৎ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১১  
 কুর্য্যৎ তাত্রঃ সেটকঞ্চ ত্রিশতা বজ্রভিরেব চ । তদধ্বং তোলকং জেরমেতেন ক্রমবিক্রমৌ ॥  
 কুর্য্যাদুৈশ্রোধর্মবুদ্ধানাত্তথাচরেন্ কচিং । ইত্যাদ্যাঃকথিতাবিপ্রবৈশ্রধর্মীঃপৃথবিধাঃ ॥ ১৩  
 শূরস্ত ব্রাহ্মণাদীনঃ পুত্রাং কুর্য্যাদতজিতঃ । আজ্ঞাং ন জজ্ঞয়েচ্চাপি ন চ ভাসবধীরমেৎ ॥ ১৪  
 নৈচৈবঃমাতরেদধ্বং বৈদিকং লৌকিকং তথা । পুরাণপঠনং বেদপঠনং নাপি চাচরেন্ ॥ ১৫  
 শাস্ত্রার্থকথনকৈব ন শূরঃ কচিচাচরেন্ । বিপ্রং কল্লং বিশকাপি পাঠয়েন্ন কদাচন ॥ ১৬  
 বর্গান্ ব্যাকরণাদীন বা শ্লোকং শ্লোকার্থমেব বা । শূরো বিদ্যাংপ্রীতাতরংব্রাহ্মণং পাতমেদগঃ  
 ব্রাহ্মণেহপি পঠন শূরাদাস্তানমেব যাচয়েৎ ॥ ১৭  
 যুতংকৌহ্মজলংপামামলকনিমগ্নম্ । ভুক্তোচ্ছিতং ন বৈ দদ্যাজ্জর ব্রাহ্মণঃ কচিং ॥ ১৮  
 বেদং ন শৃণুজ্জরঃশৃণ্বাচ্চ পুরাণকম্ । অগমস্তপঠেচ্ছুরো তুকা দীরতে তু বৎ ॥ ১৯

বাহ্যাদ্ধনং যুক্তং শূদ্রো ময়ং বিবৰ্জয়েৎ । দদ্যাচ্ছূদ্রায় বিদ্রোহ ন বাহ্যাদ্ধনং বিদ্রুতম্ ॥ ২০ ॥  
 ব্রাহ্মণস্ত বৃথাচ্ছূদ্রাঃ ক্ৰধা পৌরোহিত্যকরম্ । বিদ্রোহাৎ পাঠজং পূণ্যং সংপ্রাপ্নোতি ননঃশয়ঃ ॥  
 শূদ্রেভ্যো ময়দানঞ্চ পুরাণভাষণং তথা । আগচ্ছূদ্রঃ স্মৃতিবো ব্রাহ্মণস্ত চ নাত্মবা ॥ ২১ ॥  
 ন চাত্তো ব্রাহ্মণাদন্যাকুর্স্বৰ্ণেভ্য এষ চ । ময়ং তত্র শুভং জ্ঞানং তস্মাচ্ছূদ্রায় দাপয়েৎ ॥  
 দদ্যায় দেবনৈবেদ্যং শূদ্রায় ব্রাহ্মণঃ কচিৎ । পাদোদগং ব্রাহ্মণস্ত পিবেচ্ছূদ্রঃ প্রবৃত্তঃ ॥ ২৪ ॥  
 ব্রাহ্মণে ভক্তিমাসাদ্যা শূদ্রস্তরতি দুৰ্গতিম্ । নোপদেশে ন মৈত্র্যে ন স্তবৈঃ কথৈচরপি ॥ ২৫ ॥  
 ব্রহ্মহত্যা স্মরণানং শ্রেয়ং গুৰ্জরানগমঃ । ব্রহ্মকলত্রবিশামেতদমহাপাতকমুচ্যতে ॥ ২৬ ॥  
 শূদ্রস্ত তু স্মরণানেন ব্রাহ্মণীগমনং মতম্ । ত্রয়াণামেব বর্ণানাম্ মাভ্য ব্রাহ্মণভাবিনী ॥ ২৭ ॥  
 কলত্র বহুশূদ্রকলাত্র বিদ্রোহাৎ কলত্রানমাঃ । ক্ষত্রবিহু গুলকলাত্রানাম্ ভৈরবানাম্ বিজাতয়ঃ ॥ ২৮ ॥  
 গ্রীভারো ভবন্তোষ নানাপত্যকরাঃ পুনঃ । কিন্তু মাত্ৰাদিশক্লান্ত ভ্যন্তে শূদ্রজ সর্গবা ॥ ২৯ ॥  
 ব্রাহ্মণান্নশনঃ শূদ্রো জলপুষ্পাদি চাহরেৎ । ব্রাহ্মণস্তেন পূজাদি কুৰ্য্যাচ্ছূদ্রান্তরস্ত ন ॥ ৩০ ॥  
 ব্রাহ্মণায়ং বিবং শূদ্রে হসেবাং কুলভেদভূষঃ । সেবিষ্য ব্রাহ্মণায়ত্ন ভূক্লীত নাত্মবা কচিৎ ॥ ৩১ ॥  
 ব্রাহ্মণস্তানেন শূদ্রো ন বনেচ্চ কদাচন । ন ব্রাহ্মণানমাভুতৈর্বনেচ্ছূদ্রঃ কদাচন ॥ ৩২ ॥  
 ব্রাহ্মণাঞ্জে পৃথক্ পূজাং কথ্যাদিপি নাচরেৎ । অজুলাগ্রজলকণৈঃ শূদ্রস্তাচমনং শূদ্রম্ ॥ ৩৩ ॥  
 সর্গানামপি চ ব্রীহায়পি চাচমনং তথা । শূদ্রবস্ত্রং বারিগাত্রং তথা ভোজনপাত্রিকম্ ।

ন ব্রাহ্মণো ব্যবহরেৎ পানী ব্যবহরাদ্ ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥

মলময়ং পরিভাষ্য যুক্তিঃ শূদ্রো যুক্তকরো । ব্যবৎ তু পুতিগন্ধস্ত পরিভাষণো ন লক্ষ্যতে ॥  
 সর্গানামপি চ ব্রীহাং বিধিঃ প্রবোধঃ মতঃ । ব্রাহ্মণস্ত তু যুক্তিঃ কথ্যতে ব্যবহারঃ ॥ ৩৫ ॥  
 একা গিল্পে শুদ্রে ভিষো দশ বাসকরেৎপি চ । করকোড়ে তথা মগ উত্তরোত্তিস্থি এষ চ ।

ত্রিধা ত্রিধা পানয়োক্ত নেতব্যী যুৎ এষ হি ॥ ৩৭ ॥

মণ্ডলিঃ ত্রিধা কুৰ্য্যাৎ শুভ আচমনং চরেৎ ॥ ৩৮ ॥

প্রক্ষাল্যাপানীপাদোচ্চিঃ পিবেৎ শূদ্রীকৃতম্ । সংযুজ্যাস্তম্ভেন ত্রিঃ প্রযুজ্যাৎ ততোমুখম্ ॥ ৩৯ ॥  
 অজুতেন প্রদেদিত্যা ত্রাণং পশাদমন্তরম্ । অজুতানামিকাভ্যাক্ত চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ ॥ ৪০ ॥  
 মাতিং কনিষ্ঠাস্তে ন জগত্ব তলেন বৈ । সর্গাভিচ্ছ শিরঃপশাদবাহু চাপ্রাণং সংপূর্ণেৎ ।

এষ মাচমনং কুর্স্ব ন সাক্ষাৎস্মরণো ভবেৎ ॥ ৪১ ॥

এষ হি ব্রাহ্মণস্তোক্তং জাণেচমনং শুভম্ । শূদ্রাস্তসর্গবর্ণানাম্ ত্রিধো ন কুৰ্য্যাৎ শূদ্রম্ ॥ ৪২ ॥  
 তিলকং বিন্ধ্যায়ত্ন লগাটে শূদ্র আচরেৎ । ব্রাহ্মণস্তোক্ততিলকম্ শিখায়ং সদা পরেৎ ॥ ৪৩ ॥  
 বিভ্রাণং মধ্যশূদ্রক তিলকং যুক্তিকাবিভিঃ । বাহ্যেচ্ছ জগরে চৈব ব্রীহায়ৈ পার্শ্বরোরপি ।

ব্রাহ্মণস্তিলকান্তেব কুৰ্য্যাৎ বৈ সর্গকর্মম্ ॥ ৪৪ ॥

ন বাহ্যেস্তিলকং কুৰ্য্যাৎ শূদ্রস্ত্রীকৃতম্ পিতা হিতঃ । তথা জ্যেষ্ঠঃ সোদরস্ত বস্ত্র ভীষতি বা তথা  
 উচ্ছিষ্টং শূদ্রং হি স্পৃষ্টী বিধঃ সয়ং তথা । উপবাসং প্রবর্ত্যেত গুণা সংস্পৃষ্ট এষ চ ॥ ৪৫ ॥  
 অম্বাতো ব্রাহ্মণং নৈব স্পৃশেচ্ছূদ্রঃ কদাচন । পরিহাসং ন কুৰ্য্যাচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণায় তি ॥ ৪৬ ॥

পিতামহপিতৃব্যাদিজাতুপুত্রাদিশবতঃ । শূদ্রক ব্রাহ্মণকৈব ন ভাবেতাং পরম্পরম্ ॥ ৪৮  
ইত্যাদ্যাঃ কথিতা ধর্ম্মা বর্ণানাম্বিহ্নপুংস্ব । অথাজ্ঞানানামাত্মাণাং কাৰ্য্যাকাৰ্য্য নিরূপাতো

ইতি বৃহদ্রথপুরাণে উত্তরখণ্ডে বৈশ্বশ্বদেবর্ষিকথনং নাম চতুর্থোধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

## পঞ্চমোধ্যায়ঃ ।

বাল উবাচ ।

অভিমানভ্যাগ্নেহাদি পূর্বমুক্তং শ্রুতং তথা । অভিতেঃ সেবনং দানং-ভীৰ্ণপৰ্য্যটনং তথা ॥ ১  
তুঙ্গসেবাং শাস্ত্রমতিমাত্তিকং সলজ্জতাম্ । স্নানঞ্চ তর্পণঞ্চৈব ব্রহ্মচারী সমাচরেৎ ॥ ২  
ভিক্ষাং কুৰ্য্যাদ্ধিতিক্ষিতঞ্চ তুরবে সঃ নিবেদয়েৎ । তুঙ্গবাসে যুবতীভির্ন সত্যাবেতসর্গধা ॥ ৩  
ন যথিঃ প্রমদা নাম যুতকৃতময়ঃ পুমান্ । স্ত্রীতামপি রহো জহাৎ প্রাপ্তুঃ স্যাজ্জৈনসং পদম্ ॥ ৪  
অঙ্গসেবাং চন্দনাদিগ্রহণং হর্জ্জনাসনম্ । ব্রহ্মচারী ন কুৰ্য্যাৎবৈ ত্রিসন্ধ্যং স্নানমাতরেৎ ॥ ৫  
অভ্যন্তরে ত্রয়ং বেদানর্থজ্ঞোহপি ততো ভবেৎ । আত্মভিঃ সর্গশাস্ত্রাণাং বোধাদপি পরীক্ষনী ॥  
তুঙ্গবাসং ন ভুক্তীত দধ্যাকু তুরবে সদা । মহুর্মামিষং তৈলং তাদুলমপি বর্জ্জয়েৎ ॥ ৭  
ঐষ্টীয়াং শরনকৈব ব্রহ্মচারী বিবর্জ্জয়েৎ । হবিষ্যাণ্যঞ্চ বক্ষ্যামি সাবধানমনঃ শৃণু ॥ ৮  
হৈমন্তিকং সিতামিষং বাস্ত্রং মুক্ষাণ্ডিলা যবাঃ । কলারিকজুনীবারা বাস্ত্রকং হিলমোচিকা ॥  
শাকৈশ্চ কালশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরং । লংগে সৈন্ধবনামুজ্রে গধ্যে চ দধিসর্পিণী ॥ ১০  
গরোহলুহুতনারঞ্চ পনসাম্রহীতকী । পিপ্পলী ভীরকঞ্চৈব নাগরঙ্গঞ্চ তিত্তিকী ॥ ১১  
কদলী লবলী ধাত্রী কলান্তগুড়মৈক্ষম্ । অঁতলপকং মুনমো হবিষ্যাম্ প্রচক্রেতে ॥ ১২  
বিধবানাক নারীণাং হবিষ্যামিষং স্মৃতম্ । তাসাং প্রতি ব্রতমিষং যুতে ভর্ত্তরি সর্গদা ॥ ১৩  
ইত্যাদ্যাঃ কথিতা ধর্ম্মা জ্ঞানেন ব্রতচারিণীম্ । উচ্যতেতৎ গৃহবানাম্ ধর্ম্মো যঃ পরমো মতঃ  
ব্রাহ্মে যুহুর্ভ উথায় অর্ঘ্যমেদু তুঙ্গদৈবতম্ । ততো মনঃ তাত্তে হৃদুর্বেবহির্গতা যমুদ্রো হাৎ ॥ ১৫  
জলন্ত নশুখে নৈব ন চ বৃক্ষতলে কচিং । হলম্পষ্টং তথা সূর্যাসমুখং বাধ পশ্চিমম্ ॥ ১৬  
লিঙ্গম্পর্শিতাজেঠৈব সন্ত্যাগে মনমুদ্রয়োঃ । প্রাতঃকালে তুঙ্গম্ভ্যাগ্নে শৌচং কৃৎবা যথাবিধি ॥ ১৭  
ততঃ স্নানং প্রহুর্জীতং দন্তধাবনপূর্বকম্ । মুখে পর্জ্যুধিতে সিত্যং তবত্যঙ্গরতো নরঃ ।

তস্যাং সর্গপ্রযতেন ভক্ষয়েদু দন্তধাবনম্ ॥ ১৮

দক্ষিণাং পশ্চিমাং কাষ্ঠাং তাজেবৈ দন্তধাবনং । প্রাতঃ স্নানং প্রহুর্জীতং দৃষ্টী প্রাচীমথারণা  
ততঃ কুৰ্য্যাৎ দিবা স্নানমুখিতে সতি ভাস্করে । অলক্ষীঃ কালকর্ণী চ ত্রুংবাং পুংহুর্জীতিভিত্তা  
বন্যং তেনাভিষিক্তস্ত নশুস্ত ইতি ধারণা ॥ ২০

এবং স্নাত্বা সসমুদ্রং শুকবাসা অপেক্ষ কৃতী । পঞ্চমজ্যাম্ প্রহুর্জীতং তাজে বক্ষ্যামি তৎশৃণু  
যথাগমনং ব্রহ্মদজঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তর্পণম্ । হোনো দৈবো বলির্ভোতো নৃযজ্ঞোহতিবিপুলনম্



শ্রীং বা পিতৃবজ্রঃ স্তাং পিত্রোর্বসিরথাপি বা । স্বর্গাপবর্গয়োঃ সিদ্ধিং পঞ্চবজ্রাং প্রচক্রে  
অভাবে ত্রিধেঃ পূজা নরমাত্রমথাপি বা । দদ্যাদহরহর্বিপ্র ব্রাহ্মণান্নমুত্তমম্ ॥ ২৪  
বৈবদেবাবিক্রান্তা শৃণু ব্রজসত্তম । কৃশত্বিকানং স্তুত্বার্থো জুহুবাং সান্নিকো বিজঃ ॥ ২৫  
নিরধিলোকিকার্থো হি মুনীনঃ সতস্তুতম্ । তদভাবে জনৈপৃথ্যাং বিনাসং ক্লারমাহমেৎ ॥ ২৬  
অক্ষারলবণং যন্তু হবিষাঘং স্তুতচিত্তম্ । জুহুবাৎবিপ্রং শুদ্ধাং বৈবদেববিহিষ্মম্ ॥ ২৭  
ব্রাহ্মণান্যোঃ প্রকর্তব্যঃ পঞ্চমূনাপমুত্তমৈঃ । নবগ্রাহান্ পূজয়িত্বা দিকৃপালাং প্রপূজয়েৎ ॥ ২৮  
সূর্যায় সূর্যাপুত্রবে ইত্যাদিকমপি ক্রমাৎ । নরকোভ্যস্ত বনিং দদ্যাৎ ততঃ কীটপিশূলিকাঃ ॥  
অগ্নৈঃ প্রপূজয়েদ্যাক্ষং পূজয়েৎ পরমাদরাৎ । কৃতা চৈবংবিবিংবিপ্রঃ পরাং পরিবর্জয়েৎ ॥  
বিভাশ্রীকৃত সূর্য্যাইব যন্তু প্রতিদিনং কৃতম্ । দদ্যাদহরহঃ শ্রীংসম্মাদোনোপকেন চ ॥ ৩১  
পরমোদুলকলৈরাপি পিতৃত্যঃ ঐতিমাবহন্ । গোত্রানন্ত ততো দদ্যাদগ্নেণেনে ন তুহুঃ ॥ ৩২  
ও নোত্তমভ্যঃ নরকিহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ । প্রতিগৃহুত মে গ্রামং গাবত্রৈলোক্যমাতরঃ  
ততোহতিবীংস সেবেত বধাশক্তি নিবোধ তম্ ! স্বাধ্যায়েনাঘিহোজ্যেণ যজ্ঞেনতপসাপি বা

ন প্রাপ্নোতি গৃহী লোকান্ যথা চাতিথিপূজনাং ॥ ৩৫

ন বৈ স্বয়ং তদঙ্গীয়াংসিদ্ধিং যন্ন পূজয়েৎ । যন্তং যশস্তমায়ুবাং স্বর্গাঞ্চাতিথিপূজনম্ ॥ ৩৬  
ততো ভূজীতগার্হস্থীকৃতমোনো যথাবিধি । অন্নংবিলোক্যহোত ভোজ্যেংসীতি স্পৃশন্নম্নেৎ  
চতুর্কোমণ্ডলেন পঞ্চ ভাণাংশ্চ নির্কপেৎ । ভূর্ভুবা ভুবঃপতরে ভূতানাং পত্নয়ে তথা ॥ ৩৮  
পঞ্চভূতান্নেন মধো স্বাহান্তং ময় পঞ্চকম্ । উৎসজেষথ গজুবাং পিবেদুজারয়স্মিত ॥ ৩৯  
অমৃতোৎপত্তরশমসি স্বাহেতি তত্তমুদ্রম্ । পঞ্চ গ্রামাংস্ততঃ সূর্য্যং প্রাণীপানাদিনা বিজ ॥ ৪০  
তে স্বাহান্তেন চাদো জু বাহত্য প্রণবাক্ষমম্ । আয়ুকামঃ প্রাণুবাঃ সন্ সত্যকাম উদমুবাঃ  
ঐকামঃপশ্চিমাত্মন্দক্ষিণাত্মো যশোবর্ধকঃ । জীবন্ পিতাবামাতা বা যন্ত নাস্তি বিধেস্তথা  
পীঠে পাদং সমারোপ্য জলাধারঞ্চ বামতঃ । নাস্তীয়াংপঙ্তিমধ্যাহ্নোদয়াজ্যেং পঙ্তিমেষ হি  
অমাবান্তাপৌর্ণমাসীচতুর্দশ্রষ্টমীম্ চ । রবিবারে তথা ভাস্করজ্যোত্যাং বাদশীতির্থো ।

পুণ্যাদেযু চ নরকেষু মংস্তমাংসং ন ভক্ষয়েৎ ॥ ৪৪

মংস্তং মাংসং মসুরঞ্চ মাংসং নিষং তথার্ধ্রকম্ । তৈলঞ্চ রবিবারেযু ন গৃহীত কদাচন ॥ ৪৫  
রোহিতং শকুলঞ্চৈব তথৈব শকরাদিকম্ । শুক্লবর্ণং লক্ষঞ্চ মংস্তং ভূজীত ব্রাহ্মণঃ ॥ ৪৬  
সর্ক্সাঙ্গুলীভিন্নব্রাহ্মণ কল্পয়েন্ন করে কচিং । নিঃশব্দং ভোজনং সূর্য্যাম্রাজুলীপূঠমাহেৎ ॥ ৪৭  
আদো যুতায়মাহার্যাং বাজ্রমং শাকমাদিতঃ । ততঃ স্পাদি ভূজীত ক্লীরায়ভোজনং চরেৎ  
ন ক্ষীরে লবণং দদ্যাদ্রায়ৈশু শুদ্ধমেব চ । ক্ষীরং তথামিবং ভুক্তা ন ভূজীত কদাচন ॥ ৪৯  
পাৰ্বাপপায়ে পত্রেণ নরকোভ্যং ভোজনং শুভম্ । গৃহস্থস্ত ভগবান্তে ভাত্রপায়ে ন চৈবহি  
জলঞ্চ ভাত্রপায়েণ ন ভূজীত গৃহী কচিং । মনযুক্ত্যাগশৌচং ন সূর্য্যং ভাত্রবারিণা ॥ ৫১  
বিলবং ভোজনং পাপং পুণ্যং শীতভোজনম্ । বিপ্রাণামুপারোহেণ নিরমৃত ত্যাজ্যে নকৃৎ ॥  
বহুনাভুঞ্জতাংনযো নৈকোহঙ্গীয়াং হরাহিতঃ । যথা ন বিকিরেদয়ং নোচ্ছিষ্টঃকুজটিপূবজে

গৌকপাঠং পুরাণার্থং শাস্ত্রার্থকথনং তথা । উচ্ছিষ্টবদনো নৈব কুর্যাদম্রং ন চোচ্চিরেৎ ॥৫৪  
 কপিশ্রাদিশ্চৈবম্রং স্ত্রীশ্চৈব বিবৰ্জয়েৎ । শুনা শ্চৈব হৃষ্টং বৰ্জয়েদতোজনং বিজঃ ॥ ৫৫  
 মার্জ্যারো মম্রং স্ত্রীশ্চৈব ন তেম শ্চৈব বৰ্জয়েৎ । হস্তপাদে বস্ত্রপাদেভূপাদে নাপিত্ত্রপাদে  
 ম্রংপাদে নাপি পেষকং পীতশেষকং বৰ্জয়েৎ । মোৎসর্যে স্ত্রীমানসায় ভূজীতানিবেদিতম্ ॥  
 অর্জিবালা নৈকবালা ন তথাসনপল্লবা । শয়ানঃ প্রোচপাসকং কৃত্বা চৈবাবলকৃষিকাম্ ॥ ৫৮  
 পিবেন্নান্নগণিবা তোমং ন তোমৈ মুখমর্পয়ন্ । নচ প্রাতর্ন সন্ধ্যায়ং সান্ধ্যায়ামধিকে তথা ॥  
 রাজিকালে ন ভোজ্যং সুখরাত্রিং বিনা নরৈঃ । অনারুতস্থলে নৈব ভূজীত বৈ কদাপি চ ॥  
 বর্জয়িত্বং শ্রেষ্ঠতন্ময়ং সুখিভ্যং বেদসমুত্তম্ । বিখিন্নক্ক নরৈর্ভক্ষ্যং ত্রিখিন্নং ব্রহ্মগর্হিতম্ ॥৬১  
 একখিন্নং তাহুগুহং পুনঃ খিন্নং ভবেদ্ যদি । তদ্বিখিন্নক্ক ভক্ষ্যং স্ত্রাদস্তথা গর্হিতক্ক ভৎ ৬২  
 নষ্টং দুক্ষ্মিহৃষ্টং দন্তকাবজ্জয়া চ যৎ । ন ভোজ্যং পর্যাবিতং দৃগ্ ভিক্ষাশ্রীতিবর্জিতম্ ॥৬৩  
 ইত্যাদি ভোজনে ধর্ম্যঃ কথিতান্তে বিজ্ঞোক্তম্ । অন্তে গণ্ডুযমার্থ্যং বাধ্যম্ভ্যং সমর্পয়েৎ ॥  
 ততো মৃতির্ভুক্তবজ্রদন্তান্ নংশোধ্য যতন্তঃ । মুখশুদ্ধিঃ স্ততঃ কুর্য্যাৎ তাহুলভুলনীদনৈঃ ॥ ৬৫  
 শ্রীহরিশ্রবণেনাপি স্মিরাচম্য তথাপি বা ॥ ৬৬

ইতি বৃহদ্রথপুরাণে উত্তরখণ্ডে আশ্রমধর্মকথনং নাম পঞ্চমোধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

## যষ্ঠোধ্যায়ঃ ।

ব্যান উবাচ ।

অথ ভূক্তা স্ত্রীভূত পুংস্বশ্রবণাদিকম্ । রাজ্ঞশ্চ দর্শনং কুর্য্যাৎ স্ততঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ ॥ ১  
 সন্ধ্যাপ্রদীপং প্রজ্জ্বল্য প্রণমেৎ তদনন্তরম্ । একদা জলবহ্নী চ নাহরেই কদাচন ॥ ২  
 শাস্ত্রচিন্তাং ভোজনকং শয়নং গমনং তথা । মৈথুনকং স্ততঃ ক্রীড়াংসন্ধ্যাকালেবিসৰ্জয়েৎ ॥ ৩  
 কৃতপাশাদিশৌচং ভূক্তাসায়ং ততোগৃহী । গচ্ছেচ্ছয্যাং প্রকৃতিতামপি দানুসরীং শুভাম্ ॥ ৪  
 বাশিলালং ন বা তন্ময়ং নাসম্যং মলিনাসু চ । ন চ জন্তুসরীং শয্যামবভিষ্টেনদনাত্ম্যম্ ॥ ৫  
 প্রোচ্য দ্বিধি শিরঃ শস্তং বায়ামামথবাহিক । নদৈব স্পৃশতঃ সন্তংবিপরীতভরোগদম্ ॥ ৬  
 ননো নন্দীশ্বরায়ৈতং যতোক্তা সুপাতে নরঃ । তন্তকৃষ্যাতরাজেভ্যামভবিষ্যত বৈ ভয়ম্ ॥  
 পল্লবাতঃ সমস্ততা দাগদেবীং তথোরগান্ । গৃহদেবীং তথা নবা গৃহী শয়নমাত্রয়েৎ ॥ ৮  
 ন তৈলাক্ষো বার্জিগোলা বার্জিগাদো ন চর্ম্মণি । ন যোক্তরানিরাধিপ্রদনং যোংগিশরীত হ ॥ ৯  
 গৃহবর্জিতকোষ্ঠং নৈর্ঘ্যং নানুশরীত তু । ন কুর্য্যাচ্ছয়নাং পূর্নমনিষ্টচিত্তমঃ নরঃ ॥ ১০

দারোপগমনং কুর্য্যাৎ সন্ধ্যাং ঋতুনস্তুতো ॥ ১১

চতুর্দশস্থিতী চৈব অমাবস্তাব পূর্ণিমা । পূর্ণাধ্যায়নি চোক্তানি রবিসংক্রান্তিরেব চ ॥ ১২

ক্রীতলমাসনভোগী পূৰ্ণমন্ডপে বৈ পূৰ্ণান্ । বিম্বজ্জ্বলিতান্ দাদি প্রযতি মরকৎ যুতঃ ॥১৬  
অভ্যঙ্গকোরমাংসানি বোবিন্দসঙ্গতথাবিলম্ । মন্দারিতাজমাপূৰ্ণীভরাংহৃশচরংক্রমাৎ ॥ ১৪  
অভ্যঙ্গ-বোবিন্দসঙ্গকোরমাংসংবর্জয়েৎ । অভ্যঙ্গ-কোরমাংসানি বোবিন্দসঙ্গংপরিভাজয়েৎ ।  
অৰ্কে কুজে কৰো ভোমে বৃধে চৈব ক্রমান্নরঃ ॥ ১৫

ভৈলং হস্তান্ চিত্তান্ শ্রবণান্ চ বর্জয়েৎ । কোরংবর্জ্যং বিশংখ্যায়ংমূলভাজপদে যুগে ॥  
মাংসং বর্জ্যং বোবিতকং সযাবক্যন্তরেষু চ ॥ ১৬

অনুভো তু দ্বিয়ং গচ্ছেৎ সক্রমাৎ কামভাবনাম্ ॥ ১৭

বোচনভূমিশা নারী পুণীশদেন কথ্যতে । তত্র যুগ্মংসুপুংবোগাংপুত্রংসুতেনিজোত্তম ॥ ১৮  
এবং তৃত্যং নিগদিতংগৃহিণাংদারদেবতম্ । সামান্ত্যেদান্গৃহিণাংনিবোধকথয়ামিতে ॥ ১৯  
উচ্ছিষ্টকং মলং যুত্রং স্নেহাখং পানিতাভ্যম্ । জলেষু বর্জ্যনীমানিবহাবপি শামক্কৃতিঃ ॥ ২০  
জলাদ্বিসমুদেনাপি মলং যুত্রঞ্চ ন ভাজয়েৎ ॥ ২১

পরিদধাররো বস্ত্রং দশাং নাভৌপ্রবোজয়েৎ । পূৰ্ণবোধো হিমাধোভংযদৌভংরজ্জকৈরপি ॥  
তদবোধোৎ বিজনীয়াং দশদক্ষিণপশ্চিমে । পূজাপ্রাদাদিকার্ষেণু তন্মাংসং তৎ পরিবর্জয়েৎ ॥  
বিভিজমর্সস্বত্রঞ্চ পূজায়াং বসনং ভাজয়েৎ । পূৰ্ণাস্ত উত্তরাত্তো বা পূজাং কুৰ্বাদবধাবিধি ।  
মলিনে চ তথা ভগ্নে শূদ্রাববহতে তথা । বস্ত্রে পাঞ্চে চ পূজাকং বৃথা সূতে চ বাসসি ॥ ২৪  
সন্ধ্যানিশি ব্রাহ্মণে চ সমারাজেৎতিথৌ গৃহী । পূজাপ্রাদাং তথাবন্ধং তৎপূজানন্তরংচরং ॥  
আননং বসনং শয্যা দার্য্যঃ পুত্রঃ কমণ্ডলুঃ । আঙ্গনঃ শুচিত্রেভানি ন পরেবাং কদাচন ॥২৭  
তন্মাংসং পরান্নাদৌ তু নৈব দেবান্ প্রপুজয়েৎ পূজায়াত্ গুহ্যং দৃষ্টী তাজেৎ পূজাংমুদাশিতঃ  
ত্যাগায় পিড়রভোব মলং নাভেরবোধগতম্ । তন্ত্যাগায় বহির্দেশং পূজাং কুর্করপি ব্রজেৎ ॥  
ততঃ পুনঃ শুচীভূতচম্য কৃত্বাস্থশোধনম্ । অবশিষ্টেক্রিয়াং কুৰ্ব্যাৎসন্ধ্যাপুটৌংস্ত্যজাতিভিঃ  
গবাং দেবা তু কর্তব্যং গৃহেইঃ পুণ্যালিন্সতিঃ । গবাং সেবাপরো বস্ত্র তন্ত্রীর্বর্জতেৎচিরাৎ  
ব্রাহ্মণানাং তথানীনাং গুহ্যং গবাং তথা । জীবাণাং দৈবলিন্দ্রানাং নাগচ্ছেৎস্বাভ্যঃকৃতিং ॥  
ব্যুতায়ং বদতাঞ্চাপি সর্কোষামপি সর্কণা । মধোম নৈব গন্তব্যং ভূপাতান্তরতো ব্রজেৎ ॥৩০  
গুহ্যং পিতা চ পিতা সর্বোদ্বহঃ । প্রত্যকদেবতা এভাঃ পতিঃ জীবাং তথা স্মৃতঃ ॥  
ব্রাহ্মণাৎ দ্বিয়ো গাবো বিরক্তকং তথাতিথিঃ । গাবো বস্ত্র তু ভিত্তি তংহাবান্নিরতংগুতিঃ  
গবাং স্পর্শেন সর্কণি সংগুহ্যন্তোষ সর্কণা । গবাং যুত্রং পুরীষঞ্চ পবিত্রং পরমং মত্তম্ ॥৩৬  
কীরং দধি সূতকৈব ভোজনে যুতোপমম্ । এতৈবিনা ভোজনত্ বৃথাভোজনমিষতে ॥ ৩৭  
বিশেষতো ব্রাহ্মণস্ত নাগবাং ভোজনং চরং । উপেক্ষ্য সর্কমেব ভাদ্র তু গব্যং কদাচন ॥  
গোমূত্রং গোমসং কীরং দধি সর্পিভবোত্তমম্ । পঞ্চগব্যমিদং শ্রোত্বং স্নানীয়ং সর্কদৈবতৈঃ  
ভূহ্নাং ব্রাহ্মণাঃ শ্রোত্বা গব্যঞ্চাপি ধরায়ুতম্ । গব্যভোজী সদা বিদ্রোহমবদমবাপ দাং ৪০  
ভাটনং দ্বিয়ভাংবাক্যং স্পর্শনং ভালপত্রভঃ । পাদাঘাতং তক্ষ্যরোধং বর্জয়েৎকৌহুদানবঃ ॥  
গোপুহেযু গদ্বয়ঞ্চ কোরকামিবভোজনম্ । শীতানসং প্রাণিদাহং ব্যাঘ্রাংসং নৈমুখ্যং তথা ৪২

মিথ্যাবাক্যে প্রাণিহিংসাং ভূষ্টব্রহ্ম ভোজনম্ । পরারভোজননৈকং বাচশৈব বিবৰ্জয়েৎ ৪৩  
গৰাপরাধমতঞ্চ গৃহহানিং ন কারয়েৎ । এতানু বিজ্ঞেয় গোবর্ধনানু গৃহী কুৰ্য্যাৎ স্বধংসভেৎ ॥  
কুবকস্ত বাহয়েকাং সার্বপ্রহরমেব হি । ভতোহবিকং বাচয়ন্ গাং গোবধ্যপাতকী তথৈৎ ॥

উচ্ছিন্নায় তথা গোভ্যাং ন দদ্যাদানবঃ কচিং ॥ ৪৫

যাত্রাকালে লবংগাঞ্চ বেদ্যং দৃষ্টী স্বধং ব্রজেৎ । দবি শুক্লঞ্চ কুম্ভং হৃদয়ীং হস্তিনং হমম্ ৪৬  
দূরীঞ্চ শুক্লবাস্তঞ্চ জনপূর্ণং ঘটং তথা । শিবাং বিপ্রং শয্যচিহ্নং খঞ্জনং সজ্জনং তথা ॥ ৪৭  
পরার্থঞ্চ পরেণোক্তং মঙ্গলং বচনম্ যৎ । বিশ্বকৃৎ মৌক্তিকঞ্চ শয্যং জিগমিসুংসরেৎ ॥ ৪৮

দূরদেশং ন চৈকাকী ভূতীয়া চ মহি ব্রজেৎ ॥ ৪৯

ভক্ষ্যং বাবৈলোঞ্চ রিত্যং পাপদিনানি চ । তিথিয্যারেয়ু দিক্শোবানু বৰ্জয়িত্বা স্বধংব্রজেৎ ॥  
আবাচৌকান্তিকীরাচৌবৈশাখীযু বিজ্ঞোক্তম্ । রবিসংক্রমমেবাঙ্গো যুগাশ্যাস্তদ্রাস্তু চ ॥ ৫১  
ব্যভীপাতে চ পুথ্যায়্যং গ্রহণে চক্ষু-সুধারোঃ । মাঘে মাসি চ সপ্তম্যাং ভাদ্রকৃষ্ণমীদিনে  
শিবরাত্রিচতুর্দশ্যং মহাপূজাদিনেযু চ । মোদাবস্তা ভৌমতুর্ঘ্যা শুক্লষ্টমার্কসপ্তমী ॥ ৫৩  
শ্রাদ্ধাহ্নে জমদগ্নিসং একাদশ্যাং দিনকয়ে । অষ্টোদশরে চ বারুণ্যাং কুৰ্য্যাদানংমনঃপুতিঃ ৫৪  
তীর্থনানং সাধুনদ্যং দেবতারাদনং তথা । পুরাণশ্রবণকৈব মিষ্টং ভুঞ্জীত ভোজয়েৎ ॥ ৫৫  
রাজসম্বর্ধনকৈব কলহাদিবিবৰ্জিতম্ । কুৰ্য্যাক মৈথুনভ্যাগং নদৌলজ্জবদবর্জনম্ ॥ ৫৬  
আবিষঞ্চ ভাজেৎ পৃথীখনং বাহনং গবাম্ । বস্ত্রেযু কাদিনংবোগাং দন্ত্যাবানমেব চ ।

ভাজেৎ কুরীংস্ত জাবালে নিশ্চিতং নারকী তথৈৎ ॥ ৫৭

গৃহহস্তং স্বয়ং রাজা বাবিস্তেত তৎ পরঃ । স দণ্ডকর্তা গার্হস্থ্যে ভূতাপূজাদিকেষুপি ॥ ৫৮  
কালসন্ধ্যা তু স্বধ্যস্ত ন ভুঞ্জীরন্ বিজাতয়ঃ । যুধাচেষ্টায় তুবাংক্যং ন গৃহবঃসদীচরেৎ ॥ ৫৯  
বিষম্নাং ন ত্রিয়ং পশ্চেচ্ছরতীং যুভীং তথা । অধিরক্তস্ত পুংসস্ত ন লিঙ্গমবলোকয়েৎ ॥ ৬০  
ন ত্রিঘো দর্শয়েন্নিসং পশুব্যং তাং ন কারয়েৎ । বেতালপ্রতিকো ন স্ত্রাশ করপ্রতিকোংপি চ  
ধর্মধ্বজী চ্ছত্রহিংসী শঠো দৃষ্টিকরশ্চ বা । নৃত্যগীতঞ্চ বাদ্যঞ্চ ন কুৰ্য্যাদ্ধ্বশনে বিজঃ ॥ ৬২  
চিকিৎসকস্ত ভিক্ষোস্ত তথা বার্কী বিকস্ত চ । পাবণস্ত চ নৈবায়ং ভুঞ্জীত নাস্তিকস্ত চ ॥ ৬৩

নৈবঃ অপ্যাচ্ছত্রগেহে হুস্তং নৈব প্রোবাধয়েৎ ॥ ৬৪

যস্তা বোদিব্যাতৃভাত্যংতথাবা চমুদ্রাকৃতিঃ । তাং যোপগচ্ছেৎস্বনিভাংপর্ণাকৃতিভগ্নাং তথা ॥

তস্তাং পুত্রঃ সযুংপনো ধর্মকামার্থদ্রুতভবেৎ ॥ ৬৬

হলকণেন পূজ্যেং হেতুনা ভোগ্যবানুপমান্ ॥ ৬৭

ওরমঃ ক্ষেত্রজো দন্তঃ কৃত্রিমো গুচনস্তবঃ । অপবিদ্বস্ত কানীঃ সনোচঃ ক্রীত এব চ ॥ ৬৮  
পৌরুষবঃ স্বয়ংদন্তঃ শৌর্যো বাসশ পুত্রকঃ । দায়াদা আদিবাঃ বহি হার্ষবৃক্ষোত্তরোত্তরম্  
বিবিসংস্কারলভায়াং ভাধ্যায়্যং জাত ওরমঃ । অক্রেজে পরপুত্রং জনিতঃ ক্ষেত্রজঃ সূতঃ ॥ ৭৭  
আপংকালে পিতৃভ্যাক্ত দন্তোহুভির্দন্ত উচ্যতে । পরপুত্রে অপুত্রংব কল্যাতে ন তু কৃত্রিমঃ ॥  
অজাতকন্যা স্বগৃহে উৎপন্নো গুচক্লশ্চ নঃ । রাজা পিতাধবাংবষ্টো গৃহতে সৌংপবিদ্বস্তঃ ॥

কস্তম্বা জনিতঃ পুত্রঃ কানীনঃ পিতৃবেশ্মনি । পুত্রার্ধে মনুকস্তম্বাঃ হৃতঃ কস্তাপিতুঃ ন চ ৭০  
মর্ত্যগা বৈবলক্কায়াঃ সংস্কৃত্যঃ স্তাৎ মহোচকঃ । মূল্যাক্রীতস্থপত্যার্ধে পুত্রঃ ন ক্রীত উচ্যতে  
নার্যা পত্যস্তরং কৃৎ কৃতঃ পৌমর্ভবঃ স্তভঃ । স্বয়ং বঃ পুত্রতামেতি স্বয়ংমন্তঃ পরস্ত নঃ ।

শূদ্রায়াঃ ব্রাহ্মণ্যজ্ঞাতঃ পৌত্রঃ পারাশবঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৫

কল্যাঃ পরিক্রীণতাপ্তাঃ পঞ্চবর্ষাবিকাঃ কৃত্যঃ । ন ভবন্তি হি তে পুত্রা তরণ্যার্থীক কেবলম্ ।  
সংস্কারেণাপি চৈকেম স্বয়ংমন্তস্ত পুত্রতা ॥ ৭৬

সৌদরাপাঙ্ক ভাতৃগাং পুত্রৈণৈকেতরং বৈ । পুত্রবন্তস্ত সর্গে স্মারেকপত্ন্যস্তথা স্মিয়ঃ ॥ ৭৭  
পুত্রবেতেত্ব যু বঃ পুত্র গুরনঃ পিতৃদায়ভাক্ । শেবাণামানুশংস্তার্থঃ প্রথম্যাং তু প্রজীবনম্ ৭৮  
যৎ গুরুং ব্রহ্ম তৎপ্রোক্তং কামাগ্নিগতিং ভবেৎ বিবাহসংস্কৃত্যাস্ত নার্যাংকামানলে ক্ষিপেৎ  
কলং স্তস্ত স্মতোংপতিঃ পাবনৌপনয়িত্বিক । অবোনৌ পরবোনৌ চ তস্মাচ্ছুক্লং নিক্ষিপেৎ  
গুরুব্যয়ং বাধ্যায়ক নৈব কুর্যাদু বুধা কচিৎ ॥ ৮০

ভগলিস্মাদিশিষ্যক নোক্তরং পরগোচরম্ । উক্তরেদাশিমে মাসি মহাপুত্রাদিনেবু হি ॥ ৮১  
মাতৃগাং স্ত্রীতানাং সমীপে ন কথ্যপি চ । অশক্তিদীক্ষিতাযাক শিষ্যায়াঃ সন্নিধৌ ন চ ॥ ৮২  
দেবী হি ভগ্নরূপৈব ভগলিস্মরপ্রিয়া । তস্মাৎ তৎপ্রিয়কাৰ্য্যায়ৈ তৎপুত্রহিস্তবা বদেৎ ॥ ৮৩  
জননী গুরুপত্নী চ জ্যেষ্ঠমৌদরপত্নিকা । স্বর্গকোষ্ঠী সৌদরা চ পিতৃবাস্ত্রী চ মাতুলী ॥ ৮৪

মাতুঃ পিতুঃ স্বমী চৈব নবমী মাতরঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮৫

পুত্রী কনিষ্ঠমৌদর্যা পুত্রভার্যা ভথৈব চ । কনিষ্ঠমৌদরস্ত্রী চ শিষ্যা পুত্রবধূস্তথা ॥ ৮৬  
ভাতৃপুত্রী ভাগিনেয়ী নবমী শরণাগতা । স্ত্রীপার্যায়কাস্তেতাঃ স্নেহ-শাসনভাজনম্ ॥ ৮৭  
অষ্টাদশ স্মিন্নশ্চেতা যাক শুদ্ধদভাবিতাঃ । অকামসম্মতাকপি পতেহুপগতঃ ক্ষণাৎ ॥ ৮৮  
স্নেহাৎ বধনীকপি গতা জাত্যা, পরিভাজেৎ ॥ ৮৯

কলাবেতাসু মনম্বা দেবতাশাপমাধুয়াৎ । দুর্লভঃ শত্ৰুহৃষ্ঠানং তত্র মূহন্তি সুরয়ঃ ॥ ৯০  
অলজ্যাং শিববাক্যক যোগপহ্নানমুত্তমম্ । তস্মাদ্ভোগপ্রিয়াং দেবীংভজন্ দুর্লব্ধং ন দোষভাক্  
জিহু ভট্টবন্ যো ভাবো বৈকুণ্ঠম ইবাতে । ভাবঃ পাপকল্মাষানৌ প্রথমঃ পরিকল্মাতে ॥

কল্মাতে মধ্যমো ভাস্ত্রজাহৃষ্ঠানভূতয়ঃ । ভজন্তাং যত্নসম্পন্ন ভবন্তীষ্টপ্রপূর্তয়ে ॥ ৯৩

দিব্যভূতীয়ে ভাবো যত্নজাহৃষ্ঠানভূতয়ঃ । ভবন্ত্যবত্নসম্পন্ন দেবভালভকারণম্ ॥ ৯৪

তস্মাদ্ভবং পরং স্ম্যং বধ্যমানো হি সর্গদা । কর্ণদেবপরাশ্রীতি ন প্রশংসেৎ গর্হিয়েৎ ।

অবদ্ববং প্রকাশন্তো ন লজ্জেরংস্ত সংপথাঃ ॥ ৯৫

যথাক্রটি ভবেৎ সর্গী দেবতা কলতঃ নম । ভজয়েৎকং পরাং নিদন্ ভজতে নরকার তৎ ॥  
বিপ্রঃ সূরভৈরবদ্যৈক মহাবলিনাশিষাম্ । নার্কয়েৎসংস্তমাংসাত্যাং কালে শাস্ত্রনিবেদিতে  
ন রাত্রৌ দধি ভূজীত ভিক্ষ-মকু-ভিলাংস্তথা । ন কুর্যাম্বনং দানং প্রণামকাশিষাং বচঃ ॥ ৯৮

কর্ণ-নাসিকায়োঃ কাষ্ঠং ককুতিং নাগি চাচরেৎ । উচ্চৈশ্বদেন চাচ্চানং পরদিন্দনমেষ চ ।

এতানি কিল কর্ণাণি রাত্রৌ শৈবাচরেদুভুং ॥ ৯৯

শরৎ মৈথুনঃ ক্রীতিঃ পরিহাসঃ শিনেযু চ । ন কুর্যাদানুপাতাভ্যাং রক্তাভ্যামথ নির্গমম্ ॥  
 কুর্যাদ্গৃহঃ সর্বদেব্যাং দেবানামুৎসবক্রিয়াম্ । এভাহং সর্বদেবানাং পূজা কার্য্যা যথামতি  
 সৰ্বং দেবার্পণং কুর্যাদ্গৃহঃ কৰ্ম্মগৈহিকম্ ॥ ১০২  
 এবং তে কথিতা বর্ষা গৃহস্থানাং বিজ্ঞোত্তম । বানপ্রস্থভিক্ষুকয়োঃ শূদ্রাচারানু যথামতি ॥  
 ইতি বৃহস্পতিপুরাণে উত্তরখণ্ডে গৃহস্থধর্মো নাম বর্তোৎধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

### সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

গৃহস্থঃ বদা পশ্চেবদীপলিতমান্নমঃ । অপত্যস্তৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ ॥ ১  
 মার্কণ্ডেয়পুৰাণং চতীনপ্তশতীন্তবম্ । গীতানারং ভারতীরং বিধঃ সর্গাশ্রমঃ পঠেৎ ॥ ২  
 অকুর্কমীদৃশং কৰ্ম্ম স্থাজমতমাদ্গুয়াং । চতীং গীতাং হরেনীম গঙ্গান্নানং তথা শ্রবম্ ॥ ৩  
 বিরক্তো গ্রাম্যমাহারং তাত্ত্বা চৈবপরিচ্ছদম্ । পুত্রেষু ভাৰ্য্যাং নিক্ৰিপা বনং গচ্ছেৎসহৈববা  
 যুক্তমৈববিবিশেধৈবোঃ শাকমূলকলেন চ । এভানৈব মহাবজ্রান্ নির্কপেদধিপুৰীকান্ ॥ ৫  
 এভাত্মানী চীপ্ৰবাসা ভট্টা-শ্রুজ্ঞনধাষিতঃ । স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্তাদ্বাস্তো মৈত্রঃ সমাহিতঃ  
 বৈভানিকঞ্চ জুহুয়াদহিহোত্রং যথাবিধি । দর্শনমন্ত্রময়ং পৰ্ক পৌৰ্ণমাস্তঞ্চ যোগতঃ ।

ককোট্যাশ্রমগৈব চাতুর্থাস্তানি চাহরেৎ ॥ ৭

উক্তা চতু-পুৰোভাশাং হৃদা দেবেভ্য এব চ । শেবমান্নানি যুগ্মীত লবণঞ্চ অমংকৃতম্ ॥ ৮  
 নক্তকালং সমসীয়াদ্বিবা চাহৃত্য চাসকৃৎ ॥ ৯

অপ্রযত্নঃ স্থবার্ধেযু ব্রহ্মচারী বরাণসঃ । শরণেবমমন্তেব বৃক্ষমূলনিকেতনঃ ॥ ১০  
 গৃহেনেবেযু বিধেষু তদানারণ্যাবাসিন্যু । গ্রামাদাহৃত্য বাসীয়াপঠৌ গ্রামান্ বনে বসম্ ॥ ১১  
 অপরাজিতাকাঙ্ক্ষার দিশং গচ্ছেৎসজিক্রমঃ । আ নিপাতাচ্ছরীরস্ত যুক্তো বার্ষানিলাশনঃ ॥ ১২  
 জুতীরযায়ুধো ভাগং বহত্যেব বনেযু তু । চতুর্ধনায়ুধো ভাগং জাহা সত্ৰং পরিভ্যজ্যেৎ ॥ ১৩  
 বাশ্রমাদাশ্রমংগচ্ছেৎতদোমো জিতেন্দ্রিয়ঃ । অপানিজীর্ণাপাকৃত্য মনো মোক্ষনিবেশয়েৎ  
 অদীভ্য বেদংমুংপাদ্য পুত্রান্ কৃতবমাজ্জগঃ । ইষ্টী চ শক্তিতে বৈজ্ঞর্য়মো মোক্ষে নিবেশয়েৎ  
 অদীভ্য বিজ্ঞো বেদানমুংপাদ্য স্ততানপি । অসিষ্টী চৈব বৈজ্ঞেয় মোক্ষনিচ্ছন ব্রজত্যগং ॥  
 প্রাজাপত্য্যং নিরপ্যোষ্টিং সর্ববেদনদক্ষিণাম্ । আশ্রমস্থিং সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেৎগৃহায়

এক এব চরেন্নিত্যং সিদ্ধিমেকস্ত লক্ষয়ম্ ॥ ১৮

কপালং বৃক্ষমূলানি কুচেলমদহারতা । সমতা চৈব সর্গজ এতযুক্তস্ত লক্ষণম্ ॥ ১৯

বৃহ্মা বা জীবিতং বাপি নাভিদম্বেৎ কদাচন ॥ ২০

লভাপুত্ৰং বদেবাচং দৃষ্টপুত্ৰং ভবেনং পদম্ । বস্তুপুত্ৰং পিবেদভো ননাপুত্ৰং লভাচরেৎ ॥ ২১

## বৃহৎসর্গপুৰাণম্ ।

অতিবাণাং তিতিকৈক্যং নাবনন্তেত কক্ষম । ন চৈবং বেহনাম্ভিত্যং ২২২ং কক্ষীত কেমচিং ॥ ২২  
অন্তেজসানি পাভানি তন্ত হ্যবরণানি চ । অনাব্যং দাকপাজক যুগ্মং বৈবণং তথা ।

এতানি যতিপাভানি মনুঃ স্বঃ বভূবোঃ স্রবীং ॥ ২৩

এককালং চরৈঃ উক্তাং ন এনজ্যেত বিস্তরৈঃ । তৈকো এনজ্যে । হি যতিবিসম্বয়পিসজ্জতে ॥  
বিধুমে সমুদ্রবলে ঝালায়ে ভুক্তবজ্জনে । বৃতে শরাবসম্পাতে তিক্কাং নিত্যং যতিকরেং ২৪  
অতিপূজাং তথা ভাভং গৌরবং নিম্নং তথা । ইচ্ছন্ত যতিবীতি পাগমিস্মিমাণাং সুবংশহাম্  
নিমজ্জিতো ব্রাহ্মণেন তিক্কাং কক্ষীত বৈ যতিঃ । অনিমজ্জনতো বাপি গৃহহৈঃ পুজিতোভবেং  
প্রাণাশ্রমৈর্দহেদোবাং ধারবাভিক্ত কিমিযম্ । প্রত্যাহারেণ সংলপ্যন্তু ধ্যানেনানীশ্বরানুভূতান্  
জগদাশোকনদাবিষ্টং ধোপায়তনম'ত্বরম্ । ব্রজস্বলমনিত্যক ভূতাবাসমিমং ভ্যাজেং ॥ ২১  
প্রিয়েষু যেষু বৃহৎসর্গপ্রিয়েষু চ হৃদতম্ । বিমুক্তা ধ্যানবোধেন ব্রহ্মাত্মোতি সনাতনম্ ॥ ৩০  
গৃহস্থস্ত গৃহে তিরেদ্বদোদোহমাত্রকালিতঃ । ভেন দন্তক ভুক্তো মনু-নাং সবিবর্জিতঃ ॥ ৩১  
ভ্যাজেন সংকথাং নিত্যং ক্রীড়াং পরনিম্ননম্ । ভীর্ণসেবা দেবপূজা দিবাকালং প্রগুজরেং ॥  
অয়ং তিকোদ্বিধিঃ প্রোক্তো ভাবালো ভূতামৃতমঃ । ধ্যানিকং সর্কসেবৈবত্ববৎসেবতত্ত্বম্ বিজম্  
গৃহস্থপ্রভববারা আশ্রমঃ সর্ক এবহি । সর্কে বামাশ্রমাণাং হি গৃহস্থঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ।

তেবাং হি সেবয়া পেরী তক্ষাতিং সমবানুদ্যৎ ॥ ৩৪

যশামদ্যো নদান্যাপি সাগরং বাতি সংস্থিতম্ । এষমাত্রবিধঃ সর্কে গৃহস্থং যান্তিনং স্থিতম্ ৩৫  
যথা সমুদ্রমাত্রিত্য সর্কে জীবন্তি জন্তবঃ । তথা গৃহস্থমাত্রিত্য সর্কে জীবন্তি তিক্ষুকাঃ ৩৬  
স্থিতিঃ ক্ষমা সমোহস্তেরং শৌচমিচ্ছিমিচ্ছহঃ । হ্রীবিদ্যা সভ্যমজ্ঞোবো বশমং বর্ষলক্ষণম্ ৩৭  
এবং সংস্তম্ভ কর্মাণি স্বকারণ্যে পরমস্পৃহঃ । সন্ন্যাসেনাপহতানঃ প্রোদ্বোতি পরমাংগতিম্ ৩৮  
মুহূর্তমপি সংস্তম্ভ জন্ততে পরমাং গতিম্ । ন সন্ন্যাসাং পরো বর্ষো বর্ততে মুক্তিকারণম্ ৩৯  
ব্রহ্ম-ক্ষত্র-বিশাঈব সন্ন্যাসো বর্ষ ইবাতে । বিশেষতঃ কলো বর্ষঃ সন্ন্যাসাণ্যো হি হৃদয়ঃ ॥  
এব তে কথিতা বর্ষা যতীনাং বিজপুসব । প্রোত্মিচ্ছসি ভাবালে কিমজ্ঞানবতোমব ॥ ৪১

ইতি বৃহৎসর্গপুৰাণে উত্তরখণ্ডে বামপ্রহ-যতিবর্ষকথনং নাম সপ্তমোৎখাণঃ ॥ ৭ ॥

## অষ্টমে হধ্যায়ঃ ।

ক্রাণালিক্রবাচ ।

ক্রীণাং বদ মে ব্রহ্মণ বেদব্যাসি জগদ্বক্তরো । বদ্বাকুরিজং ভাসাং হি ক্রীণাং তবতি তবন  
ব্যাস উবাচ ।

অমৃতম্ভা ভবেদ্রাসী সলজ্জা সিতভাষিণী । অমলভা সঙ্গাশ্রিতা সিতবাগ্ সৌভবর্জিতা ॥ ২  
নাতি ক্রীণাং পূবং ব্রহ্মো ন ব্রহ্মপুণ্যগোষণম্ । পতিং শুভ্রবতে বা তু সৈব স্বর্গে বহীরতে,

মৃত্তে ভৰ্ত্তরি সাক্ষী স্ত্রী ব্রহ্মচৰ্য্যে ব্যবহিতা । বৰ্ণং পঞ্চভ্যাপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ৪  
অপত্যজ্যোতা যা স্ত্রী তু ভৰ্ত্তারমতিবৰ্জিতা । সেহ নিশ্বাসবাপোতি পতিলোকাক হীরতে ॥ ৫  
এক এবম্ নারীগাং পতিরিক্জোহপি দৃশ্যতে । উৎকৃষ্টমপকৃষ্টং বা নৈব নারী পতিং ত্যজেৎ  
নবধানাং হি নারীগাং নোপবালাদিকং ব্রতম্ । পত্যাঞ্জনা চরেন্দবং তু ভূতানাং ভৎসুরভং পরম্  
মৃতং পতিঞ্চামুমুত্তিং কুৰ্য্যাদ্ভারী পতিব্রতা । মহন্তোহপি চ পাপেভ্যঃ পতিমুত্তারয়েৎ তু না  
নাতঃ পরতরং কৰ্ম্ম বোবিতাং বিদ্যাতে বিজ । যতো মহত্তরং কালং যোগতে পতিনা দিবি  
পত্ন্যক্তিৰমৃতস্তাপি শ্রিয়ব্ৰব্যোণ তদনাঃ । প্রবিশ্চাৰ্ম্মিকাশ্চামৃতাতা ভবাংতিমবাগ্ন য়াং ॥ ১০  
বিধবানাত্ত নারীগাং ব্রহ্মচৰ্য্যং নৈব হি । ন গৃহীয়াত্তত্বত্বং ন ধৰ্ম্মাং নৈথুনং ন চ ॥ ১১  
পতি-পুত্রবিহীনা তু নারীবীরেতি কথ্যতে । অবীরী চ বিধী প্রোক্তাং দম্ভা দত্তা চ তেষতঃ ॥  
অদত্তানাত্ত নারাদীন গৃহীয়াদামবঃ কচিং । দত্তানাত্ত হি গৃহীয়াৎ নবদ্বপোরবং যদি ॥ ১৩  
দত্তরা বিকলাঙ্গা চ ভাষোক্তা বিরলতনা । দীনা চ ভাত্তলজ্জা চ স্নিহো বৈধব্যলক্ষণাঃ ॥  
কোটিলাক্ষাপি মৌবধ্যং জ্ঞেয়ং স্ত্রীমু চ ভাষ্য হি ॥ ১৫  
ইমে হি বৰ্ণনঃ কথিতাঃ স্ত্রীণাং হি বিজ্ঞনস্তম । ব্রহ্ম-বিকৃতিদেবানাং পূজাবৰ্ণনং শৃণু হি ॥

ইতি বৃহদ্রক্ষপুৰাণে উত্তরখণ্ডে স্ত্রীবৰ্ণে নামাষ্টমোধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

## নবমোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

সৰ্গমঙ্গলকাৰ্য্যেহু গণেশাৰ্কাচ্যুতাবিকাঃ । শিবক পঞ্চদেবানু বৈ পূজয়েন্নূৰ্য্যথাবিবি ॥ ১  
ইক্ষমসিং ঘরকৈব দিগ্ভ তিং বরণং তথা । বায়ুং কুবেরমীশানং ব্রহ্মানন্তো চ পূজয়েৎ ॥ ২  
সূৰ্য্যং সোমং কুরুং নৌম্যং ওজং শুক্রং শনৈশ্চরম্ । রাহুং কেতুঞ্চম্পূজ্য ততঃ সৰ্গলমারিত্যেৎ  
অবশ্রমেতে পূজ্য বৈ সৰ্গকৰ্ম্মসু সৰ্গশঃ ॥ ৪  
যদা যন্ত ব্রতবিধৌ পূজা ভবতি কাকিডা । তদানীবাং বিধারাক্টিং পুনস্তং পূজনং চরৎ ॥ ৫  
তথাবিদ্বব্রতং দেব কথয়ামি শৃণু তৎ । গণেশব্রতমাহার্যাং চতুৰ্থাং মাসি কাক্তবে ॥ ৬  
নভ্যহারেণ বিবেশ্চ তিলাপারবং শ্রুতম্ । তেনৈবাষ্টা স্ত্রীতীঃ কুৰ্যাৎ ভামু দমাদ্ভাক্ষণার চ  
চতুৰ্থাং ব্রতী চেতৎ কৃথা তু মাসি পঞ্চমে । হৈমং গণেশং কৃথা তু ব্রাহ্মণার প্রদাপয়েৎ ॥  
পার্বতৈঃ পকতিঃ পাট্রৈঃ পণ্ডং সতিলাভথা । এবং কৃথা ব্রতং বিপ্র বিয়সজ্যৈঃ প্রহীরতে ॥  
দিব্যায় শুরায় পজানবার লণেশব্রাতৈকরদাদ্বিধায় ।  
নগাক্জাদেহসমুদ্ভবায় কঠারহস্যায় নমো বরায় ॥ ১০  
এবং সম্পূজ্য ভতিভিঃ স্তব্ধাদিসিদ্ধিতাং ব্রজেৎ । আযিচৈতৎ চতুৰ্থাং বৈ পূজয়েৎ গণেশম্



বৰ্হব্রতমিহ তিলদানানামিহতম্ । এতেন তুষ্টো হেরনো নদাতি কলমীহিতম্ ।

তিলোদকং তিলামাদি তুষ্টোভবত্ৰভমচরেৎ ॥ ১২

অথ সূৰ্য্যব্রতং বন্যো শৃণু বিজসত্তম । ব্রতমারোগাৎ ভৎ তু সপ্তম্যাং নৰ্ত্ত্য আচরেৎ ॥ ১৭

বৰ্ত্ত্যঃ সংব্রতভোজী চ সপ্তম্যামুপবাসকৃৎ । অষ্টম্যামুপভুক্তীত এব এব বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪

এতেন বিধিনা পূৰ্ণং বৎসরং যোহর্চয়েদ্রবিম্ । তন্ত্ভারোগাৎ ধনং বাস্তমিহ জন্মনি জায়তে

পরজ্ঞ হানমমলং বৃদ্ধগতা ন নিবর্ত্ততে ॥ ১৫

এবমন্ত্রচ্চ কুর্য্যচ্চ ব্রতমাদিত্যতোষণম্ ॥ ১৬

রবিবারেহু মর্ত্তিৎ পূজয়েদজ্জিমানু নরঃ । নক্তঞ্চ ভোজনং কুর্য্যৎ স বাতি সুরলোকতাম্ ॥

ব্রতমন্ত্রচ্চ সূৰ্য্যস্ত কথ্যমি নিবেদ্য ভৎ । রবিবারে রবেৰী তু নকান্তিস্তত্ত্ব ভাস্করম্ ।

পূজয়েন্নক্তমশনমাদিত্যাহনয়ং জপেৎ ॥ ১৮

অথবাস্তময়ং বাবভাস্করং চিত্তয়েদ্ধৃদি । ব্রাহ্মণানু ভোজয়েদ্বিষ্টং স্বয়ং পায়নমাত্তভুক্ ॥ ১৯

যোহত্র সম্পূজয়েত্তালুং শক্তিপ্রদানমিহিতঃ । স কাম্যলভতে দিব্যানানিত্যাহনরহিতানু ॥ ২৫

আদিত্যাহনং নাম ময়ং বক্ষ্যামি তে শৃণু । আন্যো বৃণিস্ততঃ সূৰ্য্য আদিত্যপ্রণবাস্তকঃ ॥ ২২

আদিত্যাহনো নাম মন্ত্ৰোহয়ং কথিতস্তব । ব্রতমন্ত্রচ্চ সূৰ্য্যস্ত কথ্যমি নিবেদ্য ভৎ ॥ ২২

মাবমানস্ত সপ্তম্যাং পূজয়েভাস্করং তথা । সপ্তম্যাং সূৰ্য্যবারশ্চেক্ষাখালে লভাতে কতিং ২৫

অনং নামং তপো হোম উপবাসস্তথৈব চ । নরকং বিজয়সপ্তম্যাং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ২৪

সপ্তম্যাং গুরুপক্ষে তু বদা সংক্রমতে রবিঃ । মহাজন্মাখ্যা সা প্রোক্তা সপ্তমী রবিহৃষ্টি ২৫

অনদানাদি কুর্য্যত তত্র নিক্সিগ্ৰহানসঃ । যুভেন পরমা বাপি নপরিহা দিবাকরম্ ।

বিমুক্তঃ সৰ্গপাপেভ্যো বাতি সূৰ্য্যানলোকতাম্ ॥ ২৬

সংবৎসরব্রতমিতি সূৰ্য্যাত্মিকরং পরম্ । নরকং বৰ্ণাঃ কুৰ্য্যয়েতদ্ব্রতং ভাস্করতোষণম্ ॥ ২৭

অষ্টাধিক্ত রবেৰ্ক্যো জাখালে শৃণু সাধবঃ । আপঃ কীরং কুশাগ্রাণি যুতং দধি তথা মধু ॥

রক্তাদি করবীরাদি রক্তচন্দনমিত্যপি । দানমুংপাজ্জহেমাদিপাত্রে কলমথোত্তরম্ ॥ ২১

শিবব্রতমথো বন্যো শৃণুৈকমনা বিজ । গুরুপক্ষে কাল্ভমন্ত আরভ্য ব্রতমুত্তমম্ ॥ ৩০

সংবৎসরং শিবং পূজ্য গুরুপক্ষে চতুর্দশী । রাত্ৰৌ কলাশনংকুর্য্যাহ্বানকণানু ভোজয়েৎ পরে

ত্রীক্ষে পঞ্চতপাঃ সারং হোমধেমুগ্রদো দিবা । কৃকটমীচতুর্দশ্যোংগিতি স্রবং লভাতমম্ ॥ ৩২

কার্ত্তিক্যাক রবেৎসর্গং কৃত্বা নক্তং সমাচরেৎ । শৈবং পদমবাসোতি শিবব্রতমিহ পরম্ ৩৫

কৃকটম্যাং মার্গশীর্ষে নক্তংভোজী সমর্চয়েৎ । অত্র গোমুত্রভোজী চ অতিরাজমবধরম্ ।

লভতে পুণ্যমতুলং ব্রতমন্ত্রচ্চ কল্লভে ॥ ৩৪

পৌর্বে মাসি চ সম্পূজ্য শত্ৰুনামানবীষরম্ । কৃকটম্যাং যুতং গ্রীক্সি বাজপেয়কলং লভেৎ ॥

বাবে মধেবরং বিধ কৃকটম্যাং প্রপূজয়েৎ । মিশি পীত্বা চ শৌকীরং শোমৈবকলমিহ রাৎ ॥

ভাজনে শিবমভ্যর্চ্য গ্রীষ্ময়েষে তিলানু নরঃ । রাজহৃদস্ত বজ্রস্ত কলমষ্টগুণং লভেৎ ॥ ৩৭

বাগুমানানবীষাৎ তৈজাটম্যাংপ্রপূজয়েৎ । বদ্যং বৈ তর্জিতাম্ গ্রীক্সোসোৎসবৈবকলং লভে

চৈতন্যনিবোধমবৎকুর্যাদনৃত্যগীতমহোৎসবৈঃ । শ্রাব্যজিন্মহাংসরাটো চ হবিষ্যাগীজিতেন্দ্রিয়ঃ

শিবস্বরূপতাং যাতি শিবপ্রীতিকরঃ পরঃ ॥ ৩৯

କଞ୍ଚିସାମିନ୍ଧୁ ଯୋ ମର୍ତ୍ତ୍ୟୋ ଦେହଂ ମଞ୍ଜୀୟା ଭଞ୍ଜିତଃ । ଅବସେଧଫଳଂ ତନ୍ତ୍ର ଜାୟତେ ଚ ପଦେ ପଦେ  
 ନର୍କବର୍ଣ୍ଣପରିତ୍ୟାଗୀ ଶିବୋଽମ୍ବପରାୟଣଃ । ଭୈରବଜ୍ଞାନରଂ କୁର୍ବ୍ୟାନ୍ନାନ୍ନୋ ନୂତ୍ୟାକୃତୁର୍ହନେ ॥ ୪୧

নানাবিধৈৰ্যহাবানুষ্ঠৈশ্চ বিবিধৈৰপি । নানাবেশবরৈনুষ্ঠৈঃ প্রীযতে শবরঃ প্রভুঃ ॥ ৪১

কিনলভ্যঃ ভগবতি প্রসঙ্গে নীললোহিতে । তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্নেন ভাষণীয়ে মহেশ্বরঃ ॥ ৪৩

শম্বাদାନঃ শম্বভোয়ঃ বର୍জয়েচ্ছিবনାশିণো ॥ ৪৪

শম্ভবান্যঃ শম্ভভোয়ঃ বର୍জয়েচ্ছিবস্মিন্থো ॥ ৪৪

ঐশ্বর্যহিঃ শিবং শক্তোব্ধং কামেন্দুদা । উপোষ্য হৃদা সংক্রান্ত্যাব্রতমেতৎ সমাপয়েৎ

বৈশাখে শিবমাসানং পূজয়িত্বা প্রবৃত্ততঃ । সাত্তো কুশোদকং পীত্বা সর্বদেবকলং লভেৎ ॥৪৬

জ্যোতিঃ পণ্ডপতিঃ পূজ্য গবাংশ্চন্দ্রোদকংপিবেৎ । গবাংকোটিপ্রদানশ্চ যৎ ফলং তদবাধু ॥

উজ্জমানামানবাবাচে কেবলং প্রাশ্ত গৌরবম্ । বর্ষাণাক্ত শতং নাত্রং শিবলোকে মহীয়তে ॥৪৮

প্রাণে শরীরানামঃ ভুঞ্জীভার্জয়নঃ নিশি । গোমেধস্ত তু যজ্ঞস্ত ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥৪১॥

ভায়ে মানি জ্ঞানকাধাং কৃষাষ্টেমাং প্রপূজয়েৎ । বিশ্বপত্তরমং ভূক্কা বাজপেয়কমং মণ্ডেৎ ॥

ବାସିନେ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କ ଭୂକ୍ତି ଓ ଉନ୍ନୋଦୟ । ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରମ୍ପରା ଓ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ॥

କାର୍ତ୍ତିକେ ସାନି ଚାଟିଆବିଶାମାଧ୍ୟାଂ ଅମୁକସ୍ୟ । ନିଶାସ୍ୟାଂ ଗୋମସ୍ୟ ଭୁକ୍ତା ପଞ୍ଚସଙ୍କ୍ରମଣାଭ୍ୟଂ

संयमस्य ब्रह्म कृत्वा विधान् शिष्टानि भोजयेत् । पायसं घृतसंयुक्तं घृतेन मण्डपितम् ॥

নিবেদয়েত্ব কৰ্মাৰ গাং কৃষ্ণাং পৱনিনীম্ । কৃষ্ণাষ্টমীব্রতমিদং কৃষ্ণা দদ্যাৎ সুদক্ষিণাম্ ॥৫৪

निषव्रतमिदं श्लोकः सर्वाभाष्टैश्च न । अथातः शृणु वक्ष्यामि वैकुण्ठानि व्रतानि च ॥५६॥

इति ब्रह्मसूत्रपुराणे उत्तरखण्डे पूजावर्षा नाम नवमोऽध्यायः ॥ १ ॥

दशमेऽध्यायः ।

ব্যাখ্যা উবাচ ।

একাদশী তিথি: পূর্ণা চৈবকবীপাপনাশিনী । শুক্লা বা যদি বা কৃকা ততোহ্যোপোষ্যহিংব্রজেৎ

একাদশাং নিরাহারো দ্বাদশাং পারণং চরেৎ । একাদশীব্রতৈকৈতদ্দ্বাদশীব্রতমপ্যুত ॥ ২ ॥

বিহুৰি দৈবতং তস্তাস্তান্ত বিজয়ন্তম । নাতঃ পরতরং কৰ্ম ত্রিষু লোকেষু বৰ্ততে ।

একাদশাং তৌজনাচ্চ নাস্ত্যং পাপভরং পরম্ ॥ ৩

যানি যানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ । অন্নমাপ্রিভ্য তান্তেব ভিষ্ঠন্তি হরিবানরে ॥ ৪

नर्वैर् बर्षाश्रया वाक्त्र श्रियैकैकान्दीपराः । आप्नो वसिष्ठं भक्तिं दिव्यामन्त्रा पापमाप्नुयुः ॥ ९

मधुसूनादु नारीणां ब्राह्मो पेयं जलं मतम् ॥ ७

একাদশাং ন ভূমীত পক্ষ্যোক্তভয়োরপি । বনহযতিথ্যোহমং শুদ্ধমেব সদা গৃহী ॥ ৭

একাদশ্যাং সমভার্য্য কেশবং দেবকীহৃতম্ । হৃপদীপাদিনৈবেদ্যোঃ পরমং পদমাধুৰ্য্যং ॥ ৮  
মানসংসংসরাণো তু ব্রতমেতৎ পৃথক্কলম্ । এবমস্তাসু তিবিধু পুত্রয়েবিসুস্বায়ম্ ॥ ৯

উৎসবাংস্ত প্রক্কীত নৃত্যগীতমহোৎসবৈঃ ॥ ১০

অর্থো বিপ্র জনৈ চৈব শালগ্রামজলে তথা । প্রতিমাসু চ সম্পূজ্যঃ কৃৎ কনকলোচনঃ ॥ ১১  
মাসি মাসি চ নৈবেদ্যবিশেষৈবৈবিসুস্বায়ম্ ॥ ১২

মর্গিনীর্বে মহাভাগ নবাত্নৈঃ পুত্রয়েদ্ধরিম্ । পারস্যং শর্করাহুঙ্কং দদ্যাৎ কৃকার ভক্তিভঃ ॥ ১৩  
পৌর্বে তু বালহুর্ভ্যস্ত কিরণৈরুজ্জয়েদ্ধরিম্ । উকোদকৈশ্চ অপায়েৎ স্নেহেন চ সুগন্ধিনা ॥ ১৪  
দদ্যাচ্চ সুষুতং চারু সূক্ষমাধপাতিভুতম্ । শাল্যং হিঙ্গুপল্লাদিবিশেষহরতীকৃতম্ ।

মর্গিবা ভক্তিভঃ শাকং বাজুকাখ্যং তথা দধি ॥ ১৫

এবঞ্চ মাসি মাষে চ সম্পূজ্য পুত্রবোক্তম্ ॥ ১৬

কান্তনে মাসি মাধবাং পুংসং দদ্যাদধারয়ে । উডুস্ত বিমলো দেবো মুখ্য পদমহা বৃতঃ ॥ ১৭  
শাকং লচণকং পকং হিঙ্গুদিহুরতীকৃতম্ । সুতঞ্চ গব্যং হরয়ে দদ্যাৎপি সশর্করম্ ॥ ১৮

কান্তস্তাং পৌর্বমাস্তাং দোলবাজা হরয়ে কৃত্য । বনে কল্পকটীহাতিঃ সূন্দরীতিথিজ্যোত্তম ॥ ১৯  
মোপ্যো বিমলকান্ত্যাঢ্যা বানোভূষণভূষিতাঃ । হমন্ত্যো হাসয়ন্ত্যচ্চন্দ্রবাসুর্গিতেক্ষণাঃ ॥

গায়ন্ত্যো বাদয়ন্ত্যচ্চ নৃত্যন্ত্যচ্চ মহামুখা । পুষ্পালকারভূষাঢ্যাঃ কিপন্ত্যঃ পুষ্পলঞ্চরান্ ॥ ২১  
কৌতুকাঙ্কিণ্ডমলমো গোবিন্দলমিতান্তরাঃ । গোবিন্দং দোলদ্ব্যামাসুঃ সর্কো পাক্তিপূর্ণরোঃ

চৈত্রে চ পুত্রয়েবিসুং সুগন্ধিকুসুমৈঃ শুভৈঃ । চন্দ্রমৈশিথিবৈশ্চৈব কুসুমাদ্যামুলপানৈঃ ॥ ২৩  
আত্রকং চারু নৈবেদ্যং দদ্যাৎ কৃকার ভক্তিভঃ । অনিশ্চারাষ্টিকং বিপ্রং দদ্যাৎস্বাস্ত্রং সশর্করম্ ॥

বৈশাখে মাসি গোবিন্দং চারুশীতলবারিণা । আপয়েচ্চাতিবিক্রমং তুলনীদলমিভ্রিতম্ ॥ ২৫  
মুগ্ধবিদলনৈবেদ্যং দদ্যাৎ তাপুলমেব চ । দদ্যাচ্চ কারংস্বাস্ত্রং বিকবে সুষুতং নরঃ ॥ ২৬

জলঞ্চ শীতলং দদ্যাৎ সপুংরঞ্চ বিকবে ॥ ২৭

জ্যেষ্ঠে মাসি চ পকাস্ত্রং শর্করাহুঙ্কমেব চ । তাপুলঞ্চ তথা দিব্যং ছত্রক্ষেপানহং তথা ॥ ২৮  
সুস্বদন্তকৃতং শবাং চামরং চারু বিকবে । দদ্যাভক্তিযুতো মর্ত্যো লিঙ্গমুজ্জিং সুহৃদভাম্

আযাটে পদ্মকুসুমৈবিলসন্তুলনীদলৈঃ । পুত্রয়েৎ কেশবং ভক্ত্যা ভক্তিভক্ত্যং সনাতনম্ ॥ ৩০  
দদ্যাৎ সদধি নৈবেদ্যং পনসঞ্চ গরোরহিতম্ । সুষুতং পায়সঞ্চাপি দদ্যাৎ কৃকার মানবঃ ৩১

ব্রহ্মোৎসবঞ্চ কৃক্স্তং সূর্যাদতীহমদলম্ । কৌতুকেমু ভাগীভাম্যিপ্রভোক্তনকোত্তরৈঃ ॥ ৩২  
জ্যৈষ্ঠে মাসি লাভ্যাংস্তং দদ্যাৎসানঃ সুস্বদন্তম্ । ভাত্রে ভালকলং দদ্যাৎসুষুতমুজ্জিং কারয়েৎ ॥

আশ্বিনে শ্রুগরঞ্চ সুষুতং বিকবেৎপরেৎ । পরমায়ং তথা নানা মিষ্টনৈবেদ্যমেব চ ॥ ৩৪  
নারিহেতুলকলৈঞ্চৈব দদ্যাৎ কৃকার শীতলম্ । পাষাণপাত্রে বিমলে শাল্যঞ্চ বিজ্যোত্তম ॥ ৩৫

ইন্দীবরৈশ্চ রুচিরৈঃ পুত্রয়েচ্ছ্যামসুস্বায়ম্ । শাকঞ্চ দদ্যাৎ কৃকার জম্বীরসবাদিতম্ ॥ ৩৬  
তাপুলঞ্চ লবঙ্গাদিসুস্বায়মুজ্জয়েৎ চ । ন দদ্যাৎ ধনিরং কৃাপি বিকবে পরমায়ানৈঃ ৩৭

ব্রাহ্মণোযপি ন ভূজীক নির্ধানং ধনিরকু তু ॥ ৩৮

## উত্তরখণ্ডম্ ।

কার্তিকে শ্রুণায়ঞ্চ দধ্যাং লঘুতমেব হি । সনাকৃতং তথা কীরং শৰ্করায়চিহ্নিতম্ ।

চম্পাভপঞ্চ কৃকার দধ্যাক্টিজ্ঞানত্বকৈঃ কৃতম্ ॥ ৩১

এবং কালোতিঠৈব বৈষ্যক্যভূষণপিভিঃ । পুঙ্করিষাচিহ্নং দেবং সৰ্গং স্বাৰ্ঘ্যং লভেদগ্নয়ঃ ৪০  
সৰ্গজ্ঞ ভূলসীপজ্ঞঃ প্রিয়ং বিকোর্দ্দহাক্ষনঃ । গারেত বিহুনাযানি বিমলেনান্তরাঙ্কন ॥ ৪১  
গঙ্গা গীতা চ গায়ত্রী ত্রয়বেতং পরং হরেঃ । সৰ্গংমানসিকংদধ্যাদ্গুরোদ্বিগ্নতথোক্তম্ ॥ ৪২  
জ্ঞপণং কীৰ্ত্তনকৈব স্রবণং পাদলেনবনম্ । অৰ্চনং বন্দনং দান্তং সধ্যামান্ননিবেদনম্ ।

নবলক্ষণা ভক্ত্যা খেট্টদেবং সমৰ্চয়েৎ ॥ ৪৩

লংকেপাদিহ তুভ্য তে বিহুপূজা বিজ্ঞোক্তম্ । হুগীপূজারহং বক্ষ্যে শৃণুৎকৈশমনা মম ॥ ৪৪  
অগ্নিহোজ্ঞানি কর্ণানি বেদযজ্ঞাঃ সনক্ষিণাঃ । চতিকাৰ্চনকার্যাত্ত কোট্যাংশেনানি বো সর্গাঃ  
পূজয়েৎ প্রণবেষাণি বো হুগীং জগদধিকাম্ । স যোগী স মুনিঃ প্রোক্তঃ স চ বুদ্ধিমতঃস্বরঃ  
মানি চাৰ্যযুজৈঃ বিপ্রৈঃ শুক্লপক্ষে ত্রিধূলিনীম্ । নবম্যাং পূজয়েৎদ্ব্যস্ত্র সোম্যম্বেগাদিপূণ্যভাক্ ॥  
সুবেদগিরিতুল্যোৎপি রাশিঃ পাপস্ত কর্ণবঃ । চতীপূজাং লনানান্য মন্ত্রভার্জিঃপতঙ্গবৎ ৪৫  
হুগীৰ্জ্জনরতো দিত্যং মহাপাতকনত্ববৈঃ । দৌৰ্ভিন্ন লিপ্যাতে বিপ্রৈঃ পদপদ্মদ্বিভাক্তরী ॥ ৪৬  
অকৃষা পার্শ্বতীপূজাং বার্ষিকীং কুমভিন্নরঃ । পূজাত্ত সৰ্গদেবানাম্ তৎক্ষণাদেব লালয়েৎ ॥ ৪৭  
ইতি লংকেপতঃ প্রোক্তা হুগীপূজা বিজ্ঞোক্তম্ । নাগব্রতমথো বক্ষ্যে তদ্বিহৈকমনাঃ শৃণু ॥ ৪৮  
জ্ঞাপণে শুক্লপক্ষে বা পঞ্চমী তজ্জ মানবঃ । যঃ পূজয়তি নারান্ বৈ তস্ত নাপাতভয়ং তথেষৎ ৪৯  
পূজয়েৎবিবিষবারি-দগ্নি-হুগীস্বরেঃ কুশৈঃ । গন্ধ-পুষ্পোপহারৈশ্চ ব্রাহ্মণানাক্ তর্পণৈঃ ॥ ৫০  
তথা ভাস্ত্রেণপি পঞ্চম্যাং নর্পিঃ-পায়স-ভগ্নুভলৈঃ । আলিধ্যপঞ্চমীং দেবা নাপাতকরী পরা ॥  
এবা লংকেপতঃ প্রোক্তা নাগপূজা বিজ্ঞোক্তম্ । অতস্তে কিংহু বক্ষ্যামি জাবালে তবদধং মে ॥

জাবালিক্রবাচ ।

এহাঃ স্বর্ঘ্যাদয়ঃ কেদ তুযান্তি তদদধং মে । কো বা কুজ এহন্তির্ভেজ্যোতিষামগ্রঃ প্রভো ॥

ব্যাস উবাচ ।

বলন্তি বৈ এহাঃ সৰ্গে হিরণ্যরো বিজ্ঞোক্তম্ । পৃথ্বীতো বোজলানাত্ত লহল্লবোড়শোপরি ৫১  
বাহুরেব বিরো ভুত্বা দেবান্ সর্গান্ দধাত্যলো । তত্র মেবা অবিতীয়া বর্ষান্ত্যমুনি সর্গতঃ ॥  
ততো বোজলনাল্লাহুসকোপরি চৌদয়ন্ । রাহুলজ্ঞঞ্চ স্বর্ঘ্যঞ্চ এসনায় চ বাবন্তি ।

তত্রৈব হি চরন্ত্যেব কেতবো নবমা এহাঃ ॥ ৫২

ততস্ত তাত্তরো ভাতি বিলকবোজনোপরি । স্বর্ঘ্যোপরিঠাক্কলোৎপি লকবোজনকোপরি ॥  
ততাপুপরি লক্বেণ বিভাতি ভারকাগণাঃ । ততো লকোপরি ত্রিবাণাচার্য্যঃ শুক্লমাবকঃ ॥  
লকবরোপরি ততো ভূনিপুজো বিভাতি বৈ । লকবরোপরি ততো হুগো বলতি সোমস্বঃ ॥  
লকবরোপরি ততো দেবাচার্য্যো হুহম্পতিঃ । লকবরোপরি ততো ভাতি নান্য শনৈশ্চরঃ ॥  
এতে সৰ্গে এহা ব্রহ্মনু শুভাত্তত্বকমগ্রহাঃ । এতে বস্ত্র এসনঃ স্যাস্তস্ত নাসনস্ব কচিং ৫৩  
এহিপ্রোক্ত গণকাত্তপুজাঈতরস্বিমে । শুবেমৈতেন তুযান্তি শুবাদেবায় শৃণু চ ॥ ৫৪

ইতি বৃহদ্রথপুরাণে উত্তরখণ্ডে ব্রতাবিকথনং নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

## একাদশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাগ উবাচ ।

ধূপ্ব বিজ্ঞানীং হৃদ্যতোজ্ঞং মহাভগবন্ । বজ্রহা চ পঠিষা চ সৰ্গপাণিঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১  
 ওঁ তদ্বারমণৌ ভগবান্ তান্বরক্ত বিকর্তনঃ । হৃদ্যো হরিঃ কাশ্রপেদ্যো ভাসুদিতকরঃ প্রভুঃ ॥  
 লোকপ্রকাশকঃ সাকী ঐশ্বৰ্য্যলোকদীপকঃ । পতন্তিমালী লম্বাশ্রিত্ত্বগঃ কমলাদনঃ ॥ ৩  
 প্রহেবরো ভূগাধারো ব্রহ্মবিশ্ববিবাক্ষকঃ । জ্যোতিষান্ জ্যোতিষাংনাথো ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদৈবতম্  
 জৈষ্ঠ্যানারকো দিব্যো লোকবহুভূতাপহঃ । তিরিহারী রশ্মিমালী সহস্রকিরণঃ করী ॥ ৫  
 হুয়ঃ কবীজো নৈজেরঃ কেবলাকার্য্যমাত্মনঃ । পল্লপ্রকাশকো বাতা বিহুভুকাংস্তবর চ ॥ ৬  
 বেনাঙ্গদেববেদ্যাক্ত বহুকর্ত্তাবিনিপতিঃ । নালত্যানলজমকো জ্ঞানজ্যোতিঃ সনাভনঃ ॥ ৭  
 পূৰ্বা বিশ্বনাথদিত্যো বাদশাক্ষা দিবাকরঃ । অহস্তরঃ প্রতারাণী হোমধা কৃত্তিকিংশকঃ ॥ ৮  
 মহোবধিঃ শ্রুতিঃ পূৰ্বাঃ পরমার্থঃ শ্রুতার্জিহা । ববিস্ততো জগপ্রীতো গায়ত্রীজমকোৎসবঃ ॥  
 গায়ত্রীজপম্প্রীতশ্লিসম্বাজপম্প্রিয়ঃ । শিবপূজকম্প্রীতো বিহুপূজকম্প্রিয়ঃ ॥ ১০  
 গন্ধান্বনঞ্জিরদ্রীভো হুৰ্ণপূজাহুধরঃ । পিতৃ-মাতৃ-ভক্তিভক্তো বর্ষো বর্ষান্বজমকৃৎ ॥ ১১  
 রক্তবর্ণঃ স্ত্রামবর্ণো বনলঃ কালভেদকঃ । স্বয়ম্ভুত্বংবেণো বিপ্রদ্বয়রূপদারিণিঃ ॥ ১২  
 পিতা পিতামহো দেবো নক্ষিপাশাপতিঃ হুয়কৃৎ । আকাশরত্নং তরনিকিত্ত্বভাসুবিরোচনঃ ॥ ১৩  
 নার্কভকো বারিকর্ত্তা লম্পকাতা রূপাময়ঃ । প্রাতঃসূর্য্যাক্ষ-সারাক্ষ-লক্ষ্যাবলম্বকৃৎপ্রিয়ঃ ॥ ১৪  
 প্রাতঃপ্রাক্ষণহস্তাক্ষ-জলাঞ্জলিশুধী লম্বা । তপসম্ভাপনো বিশ্বভীৰ্ষোদর উদারবীঃ ॥ ১৫  
 কুয়লপ্রাহকশেতি হৃদ্যানামিতং পরম্ । সৰ্গজ্ঞরঞ্জননং সৰ্গব্যাপিনমহোবধম্ ॥ ১৬  
 পবিত্রং পূৰ্বাং পূৰ্বাং যঃ পঠেৎ স্নানমাহিতঃ । তস্ত সৰ্গার্থিনিতিঃ স্ত্রাদ্বন্দ্বমমসি বর্ত্ততে ॥  
 উৎপরে কু বরিষ্ঠে কু লবলোদং পঠেচ্ছুভম্ । তদা তত্তারিষ্টশান্তিভবত্যেব ন লংঘয়ঃ ॥ ১৮  
 রবিঞ্জিন্নতরং পূৰ্বো রবিং লম্পূজা যঃ পঠেৎ । স রবেৰ্ভলং ভিষা যাতি ব্রহ্ম হনাপতি ॥ ১৯  
 অথ বকো শনিছোত্রং তচ্ছূপ্ব মুদাহিতঃ । ওঁ চক্ৰোৎস্বতমঃ যেতো বিহুবিমলরূপবান্ ॥  
 বিনাশনতলঃ ঐশ্বান্ পীত্বকিরণঃ করী । বিজরাজঃ শশধরঃ শশী শিবশিরোগুহঃ ॥ ২১  
 ক্ষীরাক্ষিতমহো দিব্যো মহাশাক্ষব্রতবর্ণনঃ । রাজিনাথো ক্ষান্তহর্ত্তা নিপলো লোকলোচনঃ ॥  
 সূৰ্য্যো নালজমকস্তারাপতিরপতিভঃ । বোড়িশাক্ষা কলানাথো মদনঃ কামবল্লভঃ ॥ ২৩  
 হংসবানী কীর্ণরূপো গৌরঃ লভতম্বরঃ । মনোহরো দেবভোগ্যো ব্রহ্মকর্ষবিবর্ধনঃ ॥ ২৪  
 বেনপ্রীটো বেনকর্ষকর্ত্তা হর্ত্তা হরো হরিঃ । উজ্জ্বালী দিশানাব্য শূন্যরত্নবিকর্ষণঃ ॥ ২৫  
 হুতপারশিবাচা চ ভিবিকর্ত্তা কলামিধিঃ । ওষধীপতিরজ্ঞত লোমো জৈবাত্মকঃ ভক্তিঃ ॥ ২৬  
 হুগাকো যৌঃ পূৰ্বানামা চিত্তকর্ণী হুয়াক্ষিত্য । রোহিণীশো শূন্যপিতা আয়েমঃ পূৰ্বাধীর্জনঃ ॥  
 নিরামহো ময়ূরপং লতোঃ রাজা বনপ্রভঃ । দৌলধার্য্যবাক্যো নাতা রাহুপ্রাণপরাধুঃ ॥ ২৮  
 পরাঃ পার্শ্বভীতালভূবণং ভরণানপি । পূৰ্বাধার্য্যপ্রিয়ঃ পূৰ্বঃ পূৰ্বনতলমতিভঃ ॥ ২৯

হাস্তরপো হাস্তকৰ্তা শুভঃ শুভবহুগণঃ । শরৎকালপরিভিতঃ শারবঃ কুম্মধিঃ ॥ ৩০  
 হুমণির্দিক্জামাতা বস্মারিঃ শাপমোচনঃ । ইকুঃ কলকনশি চ সূৰ্যাসদ্বপতিভঃ ॥ ৩১  
 সূৰ্য্যোজুতঃ সূৰ্য্যপতঃ সূৰ্য্যধিঃ শরঃ পরঃ । শিখরগঃ ধনরত সূতা-কপূরহৃদয়ঃ ॥ ৩২  
 জগদ্রাক্ষাদিসম্বর্শো জ্যোতিঃশারৎপ্রদাণকঃ । সূৰ্য্যজাবহুঃ বহতী বস্মপতিভঃ কৃতী ॥ ৩৩  
 বজ্ররপো বজ্রতাপী বৈদ্যো বিদ্যাশিখারবঃ । রশ্মিকোটিদীপ্তিকরী সৌরভাহুভিঃ বিজ্ঞ ॥

শায়াবটৌত্তরপতং চক্ষুঃ পাপনাশনম্ ॥ ৩৪

চক্ষোবহে পঠেদ্বৎ ন তু সৌন্দর্য্যবান্ তবৎ । পৌর্ণমাস্তাং পঠেদেতৎ শুভং বিদ্যাং বিশেষতঃ  
 শুভস্তাৎ প্রদাদেৎ ত্রিগুণ্যং পঠিতস্ত চ । সমগ্রঃ শ্রাদ্ধান্তিষ্ঠি শ্রাদ্ধাদ্যাং বিজ্ঞোত্তম ॥ ৩৫  
 শ্রাদ্ধে চাপি পঠেদেতৎ শুভং শিখরপণিগম্ । তৎ তু শ্রাদ্ধমনস্তকং কলানাবৎপ্রদাণকঃ ॥ ৩৬

হুঃপ্রদাণনং পুণ্যং বাহুজরবিনাশনম্ ॥ ৩৮

ব্রাহ্মণাদ্যাঃ পঠেদ্বৎ তু শ্রী-মুখাঃ শৃংখুতবা । ব্রাহ্মণাঃ শৃংখুতাপি লভেদ্যুত সমং কলম্ ॥  
 তথাভেবাৎ নারাদি শ্রোত্রপাণি মে শৃংখু । বঙ্গলস্ত শুভং বক্যো নরকমলনারকম্ ॥ ৪০  
 বঙ্গলো তুশিখরস্ত রক্তসোৎসবলোচনঃ । বঙ্গারকো দৌণ্ডবোঃ শত্রুপাণিধিনাপহা ॥ ৪১  
 মেঘরাস্ত্রবিণো রক্তো রক্তাশ্বরথরতবা । কৌটিল্যস্ত্রবিণো দেবো বাজানলসুভিঃ ॥ ৪২  
 সমুদ্রনৌবকশ্চৈব বহিনেত্রঃ প্রতাপবান্ । বনদঃ শীতবনদঃ প্রলম্বাঃ প্রমোদনঃ ॥ ৪৩  
 ইত্যেকবিংশতিঃ শাস্ত্রাং বঙ্গলস্ত তু যঃ পঠেৎ । ন এব নিরুপেী তুয়া বার্ষিকং বনী তে  
 সম্পূজ্য রক্তপুষ্পেণ বঙ্গলাহে চ বঙ্গলম্ । শুভবৎ পঠিষ্য তু নিরুপেীঃ সন্ বনী তবৎ ॥ ৪৪  
 যৎ বক্যো বৃহত্তাপি শ্রোত্রঃসুভিঃ বিবর্জনম্ । বুধো সৌরভঃ সৌম্যো মানবীশঃ শুভাননঃ ॥ ৪৫  
 শুভগ্রহঃ পুণ্যকীৰ্ত্তিতারেরৎ ইলাপতিঃ । পুরুরথঃ পিতা ধীরঃ কুমারো রাজবল্লভঃ ॥ ৪৬  
 রাজপুত্রো রাজ্যপাতা বঙ্গরাজ উবৰ্জ্বলঃ । বঙ্গরাস্ত্রবিপক্ষেব কস্তারাস্ত্রবিপক্ষবা ॥ ৪৭  
 নবগ্রহপ্রিরক্কেতি শাস্ত্রানৈবৈকবিংশতিম্ । বৃহন্ত যঃ পঠেদেতৎ ন বাজায়াম্ শৃৎ লভেৎ ॥ ৪৮  
 গ্রহান্তঃ প্রলম্বাঃ স্যাঃ পুত্রবান্ বনবান্ তবৎ । বর্ষজানকং পাণ্ডিত্যং জারতে তস্ত নরকঃ ॥  
 যৎ বক্যো ত্রুতজ্যোতঃ জ্যোতঃ শৃংখু কথ্যতে । দেবাচার্য্যো ত্রুতদেবঃ কনকীঃ সুরেশ্বরঃ ॥ ৪৯  
 বাচস্পতিঃ পতিতল নরকাতরকরঃ সূরঃ । বিবণো শীতভির্জ্ঞা ব্রাহ্মণস্ত বৃহস্পতিঃ ॥ ৫০  
 জীমানাশ্রিতসত্তারাবরক্তো জীবনপ্রদঃ । জ্যোতৌ জ্যোতঃপ্রহো বিজ্ঞো বস্মানাবিপো জয়ঃ ॥  
 শুভগ্রহো বজ্রকৰ্তা কৃতী ত্রিগুণিভিঃ । শাস্ত্রান্তেভ্যামি জীবন্ত পাঠ্যানি লভেদ্বিংশতিঃ ॥

বুদ্ধিহৃদিকরাণ্যাহঃ প্রদাদেৎ বৃহস্পতেঃ ॥ ৫৪

ব্রাহ্মণো বৈদিকঃ ভাদ্রভেবাং যোতিভঃ কলম্ । বাজায়াম্ বঙ্গলস্তাপি শুভরাক্তো বৃহস্পতেঃ  
 শৃংখু বিজ্ঞাঙ্গল গুরুশাস্ত্রানি সম্প্রতি । শিবাবতারগপত বৈজ্যচাৰ্য্যভ্যঃ শীমতঃ ॥ ৫৫  
 ততো বৈজ্যভক্তঃ শ্রীমান্ কবিঃ কাব্যলভ্যর্জবঃ । নিতঃ শুভঃ শুচিবিদ্যো মহাক্ষা শরৎপ্রভুঃ  
 উদনা উত্তমোজ্যাক উদনী উজ্জলঃ প্রভুঃ । উজ্জলী বস্মাশ্রিতশাস্ত্রান্ত্রবিপক্ষবা ॥ ৫৬  
 বৃহন্তগ্রহকজাতো বিদ্যা-বিসরণতিভঃ । নতঃপ্রঃ শাস্ত্রশীলস্ত বদাতিকগুরো বনী ॥ ৫৭

এতানি কবিনামানি প্রোক্তানি চৈকম্বিশতিঃ । পঠ শৃণু জ্ঞানেন পাঠয় জীবয়ামি চ ॥ ৬০ ॥  
গুজাচার্য্যস্তবং বক্ত পঠেচ্ছুকবিনেষু চ । তন্ত্রীতো ভবেচ্ছুকঃ শ্রেষ্ঠপুণ্ডিত পুঞ্জিতঃ ॥ ৬১ ॥

শতাবুত্তিঃ পঠিত্ত কবিত্তবত্তি নাত্তথা ॥ ৬২ ॥

এতাহং ভক্তিভাষেন যঃ পঠেৎ সুমহাহিতঃ । তন্ত্র বর্ষে শুভা বুদ্ধিভবত্যেব স সংশয়ঃ ॥ ৬৩ ॥  
ইত্যেতৎ কবিতং স্তোত্রং গুজাচার্য্যস্ত ভাবতঃ ॥ ৬৪ ॥

অথ বক্ষ্যে শৃণু স্তোত্রং শবনঃ স্রবতস্ত হ । শনিগ্রহো ভবেদ্ব্যয়েন তুষ্টিঃ শুভবরপ্রদঃ ॥ ৬৫ ॥  
সূর্য্যপুঞ্জঃ শনিঃ শ্রামো মনোঃমন্দঃ শনৈশ্চরঃ । ছায়াগর্ভোভবে যৌরো দীর্ঘবক্তঃ প্রদানবান্ ॥  
একাক্ষঃ সর্গসংকারী দীর্ঘরাসী শুভাক্ষরঃ ॥ ৬৬ ॥

এতানি শনিদামানি বঃ পঠেৎ প্রমত্তো মরঃ । তন্ত্রাষ্টদশতোষপোষ ভবেদেকাদশবৎ ॥ ৬৭ ॥  
শনিবারেহু লক্ষ্মী শনিঃ সূর্য্যসুতঃ মরঃ । লভতে বাহিতং সর্গং গ্রহাষ্টবিদ্যাদনম্ ॥ ৬৮ ॥

এতাহং প্রোক্তব্যায় বঃ পঠেৎ তু শনিতবম্ । তন্ত্র সর্গে গ্রহঃ সাধোভবতি শুভদায়কঃ ॥ ৬৯ ॥  
ইতি তে কবিতং বক্ষ্যম্ শনিতোত্রং মহাশুভম্ । রাহনামাষ্ট্রাণো বক্ষ্যে রাহপ্রীতিকরাণি চ ॥

সীমুপারী ব্রহ্মাণ্যো রাহভিন্নমতিভবঃ । উপবানব্রহ্মঃ পুণ্ড্যচরিত্রঃ পুণ্ড্যবতঃ ॥ ৭০ ॥  
রাহনামাষ্ট্রকবিতং রাহপ্রীতিকরং পরম্ । বঃ পঠেচ্ছুদামানি রাহবোমৈর্ন সোমহিতঃ ॥ ৭১ ॥

কেতুনামাষ্ট্রাণো বক্ষ্যে জ্ঞানেন শৃণু ভক্তিভঃ । সৈবহিকেরো ধুমদামা দীর্ঘরাসী বহুরূপবান্ ॥  
স্বতন্ত্রপত্ন্যঃ কেতুর্য্যহাভীরগ্রহো গ্রহঃ । শেবগ্রহাণ্যো মনমগ্রহেকতি বিজ্ঞাতব ॥ ৭২ ॥

কেতুনাং চারুনামানি কবিতানি ময়া ভব । কেতুপ্রীতিকরাণ্যাহঃ পুঞ্জলক্ষ্যং প্রদামি চ ॥ ৭৩ ॥  
মবগ্রহাণ্যাবেষতে বৈ স্তবঃ সর্গে নিরুপিতাঃ । পুণ্ড্যঃ পাপহরাঃ সর্গে জ্ঞান্যঃ পাঠ্যঃ প্রমত্ততঃ

মবগ্রহস্তবাধ্যায়ঃ বঃ পঠেৎ প্রোক্তবিতঃ । প্রমত্তিণা গ্রহান্তস্ত্র সূর্য্যচন্দ্রাদয়ো বিজ ॥ ৭৪ ॥  
বনং বাজং বরাং বর্ষং কীর্তিম্ সূর্য্যশঃ জিরম্ । পুজ্যম্ পোজ্যম্ শুভম্ শুভাধ্যায়ং গোবিন্দমতিশুভবান্ ॥  
অত্য়কালে চ গন্ধারায় মরণং দধতে গ্রবম্ ॥ ৭৫ ॥

হুঃ শ্বশনশাঃ সর্গে জ্ঞানেন প্রদানবিতাঃ । শিখরায় প্রীতিয়া এতে মবগ্রহমহাশুভাঃ ॥ ৭৬ ॥  
সর্গজ্ঞানবিপঃ সূর্য্যঃ পরমেশ প্রমত্ত তু । মানেহু দামশবেষ চরতি বাশশাক্তকঃ ॥ ৭৭ ॥

উদিকে ভবমত্যর্ক উদয়তি গ্রহঃ শবনঃ । বারপ্রমত্তিঃ সর্গেয়াং গ্রহাণ্যমুদিত রমো ॥ ৭৮ ॥  
সূর্য্য বৈ বাশল প্রোক্তা মানেহু বাশলকপি । অতো বাশল মাল্য হি মংবলয় ইতি স্মৃতঃ ॥

অন্যোদশ চ মাল্য হি কতিংসংবৎসরোদয়ঃ । ভদ্রাঙ্কিতো হি মালঃ স্তোত্রোদয়ানামা মল্লয় চঃ ॥  
ভদ্রপ্রতিপদারভাদর্শভাত্যাক্ষর এম চেৎ । বসিসংক্রান্তিযুক্তঃ ভগ্নঃ ল হি মালো মল্লয় চঃ ॥

বসিমা লজ্জিতো বাসলভাত্যাক্ষর মল্লয় চঃ । তত্র বসিহিত্য কৰ্ম্ম বিভীষে মালি কারয়েৎ ॥  
ইন্দ্রাদী বজ্র হ্রস্বতে মাল্যাদিহু চ কীর্তিতঃ । অদীয়ামোম্বতোমণ্ডলমণ্ডোপিতুলোনোকঃ ॥

ভদ্রপ্রতিপদ্যঃ বলা বসির্গিহেৎ কবিতম্ । মল্লয় চঃ ল বিজ্ঞোহো মনম্ সর্গকর্ম্ম ॥ ৭৯ ॥  
অথ তে কবিতং বিজ্ঞোভিবাং বর্ষনমমমমঃ । কেতুনিরুপিত জ্ঞানেন কবিতং কবিতানি তে

ইতি বৃহৎসপ্তপুরাণ উত্তরবতে মবগ্রহ সর্গং নান্দকাদানোৎপাদয়ঃ ॥ ১০ ॥

## বাদশোহিয়ারঃ ।

জায়াগিরবাচ ।

তবতা কবিতা ব্রহ্মনু নবপ্রহরিত্তি-তবতাঃ । নয়া কৃত্যঃ প্রত্যো পূৰ্ণা যুগবর্ষানবো বদ ॥ ১

বেদব্যাস উবাচ ।

কৃতং জ্ঞেতা বাগবত কলিক্বেতি তত্বগুণম্ । তত্বনিবোধকসাহস্রৈর্দিশ্যাবধৈঃ ক্রমাদিক্টিঃ ॥ ২

তথা শতৈক নক্সাংশাঃ নক্সা অপি শতৈকত্বা । এবং দ্বাদশসাহস্রৈর্দিশ্যাবধৈকত্বগুণম্ ॥ ৩

নানুবেণ প্রমাণেন যথা তাত্ৰ ব্যত্যাং স্বয়ম্ । বহুজিংশবর্ষসাহস্রৈর্দিশ্যাবধৈকিত্বোক্তম্ ॥

দিশ্যঃ বর্ষসংখ্যং যোগ্যমক্সানবিশারদৈঃ ॥ ৪

উক্তান্যো হু কৃতবুগং যঃ নত্যবুগত্যাতে । বর্ষাকতুশ্চাং সম্পূর্ণো বুগবর্ষবরুত্বা ॥ ৫

বর্ষান্নান্যাক্সাণাঞ্চ তদা বর্ষো লুপতিতঃ । কৃতমেব তদা নক্সং জিহ্বাণাদি কিঞ্চন ॥ ৬

তস্মিন্ কালে শোকনোহজরাহুঃখানি ন ক্টিং । ন চ ব্যাধিনোপতাপোনোবেগোবক্তৃদাতন

ন হিংসা-কলহ-যেব-হৃৎক্লেশবদার্দনাঃ । ন ত্রয়ো বিক্রমতাপি ন পীড়া বিবিধানি চ ॥ ৮

ইজ্যাব্যমদ-নানাদি তদা সম্পূর্ণমেব হি । বহ্নায়ুর্বো ভদাঃ নক্সং বলী-পলিতবর্জিতাঃ ॥ ৯

তদা নারায়ণঃ শুভঃ শুভবাসকত্বভূজঃ । ব্রহ্মচারী হংসনাবা গ্যানবন্যো বিভুঃ প্রভুঃ ॥ ১০

গ্যানমেব তদা বর্ষঃ পরো যোকন্ত সাধনঃ । এতে বর্ষাঃ নত্যবুগে বর্ষাঃশেষত্যাগে শূন্য ॥ ১১

পাণ্ডবেন ব্রহ্মতে বর্ষো নয়া বর্ষপরাধনাঃ । প্রচরতি ততো বর্ষাভিপোহামপরাধনাঃ ॥ ১২

ববর্ষহাঃ ক্রিমাভ্যন্তঃ সমভারজসাবিতাঃ ॥ ১৩

অথবেদানমো বজা রাজহুস্রতখোক্তনঃ । অগ্নিষ্টোমো বাজপেয়ো ক্তিরাজানমো নবাঃ ।

নক্সাকৃত তদা জাতা বিপ্র জেতাযুগে পরে ॥ ১৪

উক্তাবতীর্ণো ক্রমবানু রক্তবর্ণো বৃষাকৃতিঃ । উপোলো বামনকৈব পুষ্কিতাক্ত নামতিঃ ॥

বাগয়েৎপি যুগে বর্ষো বিতাপোনঃ প্রবর্ততে ॥ ১৫

বিল্লিবিবিববর্ণঃ বাতঃ শ্রাবলপীতবৎ । তত্বক্সাহাবতারেণ বো শ্রাবো বো চ পীতলো ॥ ১৬

হিংসা যৈবক মাংসব্যাং কলহঃ পৈতৃকং তথা । মিথ্যাবোহঃ শোকরাবো পাপব্যাবিহুস্রতঃ ॥

জরা চ শোক ইধী চ জাতা বৈ বাগরে যুগে । বর্ষানন্তক চাতুর্ভ্যাং জাতিসাক্ষ্যমেব চ ॥ ১৮

অরক্ত ভাসুলঃ কালো হরিঃ শ্রামত্বাভবৎ । পীতাবববরভাভ পীত ইত্যপি কথ্যতে ॥ ১৯

অগ্রজঃ শুভবর্গোইত বর্ষাধিদর্শনকণম্ ॥ ২০

হরিকত্বভূজঃ শব্দ-চক্র-গজ-রথাবরঃ । ক্রিষ্ট-কৃতলবরো বনমাল্যাবিভূষিতঃ ॥ ২১

সুদল-নন্দপ্রযুগৈঃ পার্শ্ববিরপি লেখিতঃ । বাগরে হু যুগে যৈব বৃষাবতার ইবরঃ ॥ ২২

জায়াগিরবাচ ।

হিংসা-যেবাক্সাববর্ষা ব্যাধি-ব্রহ্ম-জয়াক্সাঃ । যুক্তোক্তাক্সক্সজাভকবর্ষো বা হনতেকবম্ ॥



ব্যাল উবাচ ।

পূরা ব্রহ্মকোষজাতা তস্মা একাধীনৈব তু । ভগবান্ভগবতীমা ইধীবভোবতিহিংসকাঃ ॥২৪  
ততশ্চ কানাস্মৃতিভাংতাং দৃষ্টা প্রজাপতিঃ । বক্ষ্যাম্যাজ্ঞাপরামানং যোবাং নংবরণকমম্ ।

বক্ষ্যাম্যাজ্ঞাপরামানং যোবাং নংবরণকমম্ ॥ ২৪

ততো হি ভগবান্ শত্ৰুঃ স্বয়মাগত্য তৎক্ষণাৎ । সর্গং সংশয়রামানং ক্রোধান্হিংসাজ্ঞাপরামানান্  
ততঃ পরিত্যজে নরকং হিংসা-ক্রোধ-ভয়ানরঃ । মহেশ্বরবলান্ভীতা নিম্মকানাঃ হিতা বিজাঃ  
ততোহতিভূতৈঃ রজসি তস্মিৎ প্রসঙ্গে সতি । আপরাধিযুগে বিপ্র হিংসামান্য প্রকাশিতাঃ ॥

নিন্দিত্যজ্ঞানং সর্গে মহাতীমতরাঃ সমে ॥ ২৫

তথাভূতান্ভীতা দৃষ্টা স্বরকারিণঃ স্মৃত্যভঃ । পূৰ্ণং ধ্বংস ভগবান্ ভীত এব বখাভবা ॥ ৩০  
পূৰ্ণং হংস নিবং দৃষ্টা তে চ ভীতাত্তনাতবন্ । শিবদেবারণং বাতাঃ প্রোচুঃ পরিত্যজোত্তম ॥  
হিংসার্যা উচুঃ ।

ভগবন্ ভূতভয়েন ত্রিভূতেন জিহোচন । ব্রহ্মাপুরা বহুং সর্গে ভূতীভিবশনাঃ হিতার ॥৩২  
অজ্ঞাতভিতরঃ সর্গে হিতং প্রাপ্তা ইবাধুনা । অসাক্ষিকল্পয় হানং কর্মাপি চ বখাভবম্ ॥৩৩

ন চেৎ করিষ্যন্তেবং ত্বং হাত্ত তস্মানহে ভগা ॥ ৩৪

ব্যাল উবাচ ।

ভেবাং ভবচনং তস্মা বিকৃতান্তকশালিনাম্ । ভগবান্ ভগবান্ বাক্যং শিখ্যঃ পরমধর্মম্ ॥ ৩৫  
ভগবান্ভবাচ ।

উচিৎসং ভবতাং বাক্যং বরা সমবধারিতম্ । যুগং গচ্ছত ব্রহ্মাণং ন বো বৃষ্টিং বিবান্ততি ॥  
ন বহিঃকর্তা ভগবান্ ব্রহ্মা দৈবশক্তত্বম্ ॥ তেনৈব যুগং বিহিতাঃ ন বো বৃষ্টিং বিবান্ততি ॥  
ব্যাল উবাচ ।

ইত্যুক্তান্তে তস্মা সর্গে শত্ৰুনাং স্বব্রহ্মণিণা । শত্ৰুং ভাঙ্ক্য বহুং সর্গে যত্র ব্রহ্মা চতুর্ভুজঃ ॥৩৬  
তাং দৃষ্টা তস্মা ব্রহ্মা নরলোকপিতারহঃ । উবাচ প্রপত্যান্ সর্গান্ হিংসারীন্ বিজপূজক  
ব্রহ্মোবাচ ।

কিন্দ্রব্রহ্মগতা যুগং কে যুগং বদ তদ্বক্ততম্ । সর্গে ভীষণরা যুগং কত পুরাঃ কতো যুগম্ ॥  
হিংসার্যা উচুঃ ।

বহুং হিংসারিণান্ভবত পূজ্য মহাত্মনঃ । ভরতীতাহিতভণী অপ্রাণবনরাভবা ॥ ৪১  
ইদানীং হনতে বধঃ প্রাণাত্মানসন্ বহুং । হান-কর্ম্মাধিনো ভূবাং হাং শিখোদিতবারতাঃ  
হানানি চাপ কর্ম্মাপি কল্পমানাকর্ম্মীধর ॥ ৪২

ব্রহ্মোবাচ ।

কামনয়াঃ সূতো বেষতি ন সমাধিতিকে ব্রতীঃ । তেন সর্গে মহারেন কর্ম্মাপি চ করিষ্যথ ॥  
শরীরং কামনয়ত্বং ক্রোধকাষর্গসমবৎ । ক্রোধাত্তবম্ সযোচ নানা তনাত্তবিষাতি ॥ ৪৪  
ততোভবং ব্রহ্মানেনোবাংনোবোদোত্তমং । সৌভবং ভবাতিভাতিভানামতেভবা ॥

জরাজারভেদ্যাবিধ্যাবিত্তো মরণং ভবেৎ । যুক্তোজীবন্তভূমেহপি তথাঃ প্রাপ্তিমেহিতাম্

চক্ষুঃ পরিবর্তন্তে যুযন্তে চাহিত্যনমঃ ॥ ৪৭

বর্ষে মতিস্ত যোবাং বৈ তান্ দৃষ্টা তু নিবন্তথ । দেশাদেশাদিমুখস্তান্ তজ্জন্তেনৈব বর্ষিণঃ ॥

অবর্ষোৎপাণরো নোৎতি পুন্নো বর্ষনিবর্তকঃ । ভক্তীভে হি বিতে বর্ষে যুৎ সূত্রাক্রিয়াৎ

বর্ষেবরং স্বসিং মে তু তরন্তে তান্ বিহাজথ । অবর্ষোৎপিবিত্তোভ্যাহরের্নারিণাং প্রভোঃ

ব্যান উবাচ ।

ইত্যুক্তান্তে তদা দৃষ্টা স্ববর্ষং ব্রহ্মসত্ত্ববন্ম । কামলাহায্যমাপ্রিতা স্বযাতিষ্ঠন্ বিজোক্তম্ ॥ ৫১

অবর্ষপুন্নো যতবন্ম তুর্নাম ভয়স্বরঃ । ভয়ারিদেশ সন্তানাম্ মরণাহারকরণে ॥ ৫২

তদা লোকে হি হিংসার্ষে নিযুক্তস্তাতমরবাং ॥ ৫৩

মৃত্যুম্বাচ ।

কথংমাংলোকহিংসায়ৈ নিযোজয়সি হে পিতঃ । কথং বাহংক্রিয়াসি পাণং কর্ণং বিহিংসনম্

অবর্ষ উবাচ ।

ন স্বং লোকস্ত হিংসার্য্যং পাতকী তু ভবিষ্যসি । জরা-ব্যাধি-জরাদিঞ্চ ময়া যষ্টং প্রজ্ঞ্যসি

তেনৈব লোকা নজ্ঞ্যন্তি তত্র নশাক্রকো ভবান্ ॥ ৫৫

অতস্ত্বং সর্গেবেহেযু কুরবাধিষ্ঠিতং শুভম্ । যুক্তাংসুগতো ভূয়া জাতকাংসুজনিষ্যসি ॥ ৫৬

বজ্রাহত নিবন্তাসি তত্র স্বক নিবন্তসি । অহং নাগারবর্ণপং জনং দৃষ্টা পরাশ্রুণঃ ॥ ৫৭

ব্যান উবাচ ।

এবমুক্তো স্ববর্ষেণ মৃত্যুলোকভয়স্বরঃ । হিংসা-কলহ-শাঠ্যাণি সেনাং নীচা মহারবান্ ।

বিচার তদা লোকে আজন্ম-মুতিমুক্তিভঃ ॥ ৫৮

ভতোৎপদ্বর্ষসমুদ্ভূতা ব্যাধয়ো বিবিধা অপি ॥ ৫৯

তত্র জরোৎপদ্ব্যজ্ঞোষ্ঠশিরা নবলোচনঃ । বহুভুক্তো যষ্টবস্ত্রক ভয়স্বরঃ কুচেলকঃ ॥ ৬০

তির্ঘ্যগারতলোমাক উর্দ্ধবাসকমাসিকঃ ॥ ৬১

এবং প্রবাহিকাপোথপুষ্কলোহিরাহর্য্যঃ । বাত-শ্লেষ-কফহানবিকারারোগনামকঃ ॥ ৬২

তজ্জো জরাজবৎ ক্রতা হপত্যার্থং পতীচ্ছয়া । উবাচ মৃত্যুং বচনং পতির্মম ভবেতি বৈ ৬৩

মৃত্যুম্বাচ ।

জরে নাহং পতিস্তভ্যং পতিস্তে বিবিকল্পিতঃ ॥ ৬৩

অস্তি প্রজারনামা হি ব্যাধিরাজঃ স বীর্ঘ্যবান্ ॥ ৬৫

ন মে জাতা মুহুৰ্ম্মুহুস্ত ভাৰ্য্যা ভবিষ্যসি । পত্নী ভ্রমশূজলাভূর্মম ভরীষ সর্গথা ॥ ৬৬

জরোবাচ ।

অসমস্তাহং লোকেযু মা বলিষ্যন্তি মা জনাঃ । দেহি মে পুত্রনাং বীর প্রজারংবেন দান্যাহম্

ব্যান উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ স তত্র তন্তৈ বর্ষো সেনাংমহাভুতান্ । সা তদা সেনয়া যুক্তা বর্ষো প্রজারমীষরম্ ॥

প্রজ্ঞারস্ত প্রলভ্যতাং জরাং পত্নীং ন সম্যভাম্ । সেনাধিপত্যভূতাং লব্ধা হৰ্ষিতো বিজয়ন্তম  
জরাযুবাচ বিমরাং প্রজ্ঞারঃ শুভগঃ পতিঃ ॥ ৬১

প্রজ্ঞার উবাচ ।

জরে গচ্ছ যযা সার্কং সলৈলজ্ঞা কলহাদিভিঃ । সমর্দয় নরাণ্ সৰ্কাণ্ বিধিনাপি মন্তং যথা ॥  
এতে বৈ ব্যাঘ্রঃ সর্কো যমসৈল্য মহাবলঃ । ভবাপিলোভ-হিংসেধী-ক্রোধ-মোহাদয়োমতাঃ  
এতৈর্ব্যাপাদয়িষ্যামো জনং হাবর-জন্মম্ ॥ ৭২

ব্যান উবাচ ।

ইতি নির্ণায় প্রজ্ঞারো জরা চ সম্পত্তী ভবা । লোকানাং সর্দনার্যায় অখ্যতুঃ সেনমারিতো ॥  
তদা বৈ লকলা লোকাঃ হাবরাহপি সর্কশঃ । যুগ্মঃ সহ ভাত্যাক বলবন্তো মহোজসঃ ॥ ৭৪  
বলবন্তিঃ সর্কলোভৈঃ প্রজ্ঞারস্ত প্রসিদ্ধিভিঃ । শিবং শরণমাগমঃ স চ তং সমপালয়ং ॥ ৭৫  
জরাঞ্চ জগৃহঃ সর্কো লোকাঃ কেশেহু চুৰ্ণতিহু । কেশাকর্ষণধৃষ্টা সা জরা লোকৈঃ পরাজিতা  
উবাচ সর্কালোকান্ বৈ ভূত্বা পরমসুন্দরী ॥ ৭৬

জরোবাচ ।

হে লোকা নর-দুর্কাখ্যাঃ শরণং বো গতা বহম্ । মাংপালয়ত বৈ সর্কো ভাব্যাবুধ্যাকমপ্যাহম্  
পতির্মে বন্ত প্রজ্ঞারঃ ন যুগ্মং সিদ্ধিতো গতঃ । অতো মে বিববায়া হি যুগ্ম ভবত বৈ যথাঃ ॥

ব্যান উবাচ ।

ইত্যুক্তান্তে তদা লোকা বধ্যাতীকাযুপাশভাম্ । তাং অচক্রুস্তদা হুষ্টাং জরাঞ্চ মুগ্ধবুদ্ধয়ঃ ॥  
সা জরা ভাংস্তদা প্রাপ্য হিংসেধ্যাভিভিরবিভা । লোকান্ জীর্ণাংস্তকারৈবভূমঃ প্রজ্ঞারমাপত  
প্রজ্ঞারস্ত তদা ভূতঃ শৈবনামা মুক্তভিমান্ । যেন ন জীসৈন্তকেন দেহাধাং পুরমর্দিতম্ ॥ ৮১  
দেহং পুরমিদং জীবো জময়িত্বা পুরজমঃ । হেতুর্হি কারজা তস্ত মুক্তির্নাম পুরজনী ॥ ৮২  
নববারে পুরে দেহে এতাবেব হবিষ্টিভো । পঞ্চপ্রাণাশ্বকো বায়ুঃ পুরপালক উচ্যতে ॥ ৮৩  
প্রজ্ঞারকালকস্তাত্যাং সর্দিতস্ত পুরংবলাং । তাত্কা পুরজনে শীঘ্রং পুরজ্ঞতা পলায়তে ॥ ৮৪  
হিহা দেহে হরো ভক্তিং কুরুতে চেৎ পুরজনে । তদা যুত্যাবশং নেতি ন চেৎ পততিমুচ্যতীঃ ॥  
তস্যাং পুরজনীং শুদ্ধাং কৃদ্বা মুরপতির্ভবেৎ । জরাপ্রজ্ঞারব্যাব্যাদ্যাঃ মুক্তীমৈর্নাসুয্যতে ॥  
ইতি তে কথিতং বিধং যং পৃষ্টোহহমিহ ত্বমা । হিংসাদীনাম্ জমকর্ষণধ্বংসপ্রয়োজনম্ ৮৭

ইতি বৃহৎসং পুরাণে উত্তরখণ্ডে চতুর্দশনিবরণে হিংসাদিবিবরণ কথনং নাম

দ্বাদশোঃখ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

## ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

জাভাগিরবাচ ।

যজুতং ভবতা পূর্নং অতঃপাভুতং মম । কীদৃশং জাভিনাক্ষর্যং কথং জাতং বদন্ত তৎ ॥ ১  
ব্যান উবাচ ।

পুরা বেণো ধর্মপথস্থং যজ্ঞোত্তমকারয়ৎ । তস্তাধিকারকালে তু জাতীনাং নন্দরোহভবৎ ॥ ২  
জাভাগিরবাচ ।

কোৎসো বেণঃ কস্তপুত্রঃ কিংকর্ম্য কিংকুলোদ্ভবঃ । ধর্মানতিক্রমণং বাপি কীদৃশং তস্ত তব  
ব্যান উবাচ ।

ব্রহ্মপুত্রনয়ঃ পূর্নং নাম্না স্বায়ম্ভুবোহভবৎ । তস্ত পুত্রবয়ং জজ্ঞে তত্র জ্যেষ্ঠঃ প্রিয়বতঃ ॥ ৪  
কনিষ্ঠো মানবঃ পুত্র উত্তানপাদনামকঃ । তস্ত পুত্রো ধ্রুবো নাম ত্রৈলোক্যাভুতকীর্তিমান্ ৫  
যঃ পঞ্চবর্ষতপসা সুনীতিগর্ভমভবঃ । অরাধ্য কৃৎ শরণং প্রাপ দৃষ্টী স্বচক্ষুবা ।

পদঞ্চ বিমলং প্রাপ সর্কোপরি সুবিশ্রুতম্ ॥ ৬

বৎসরস্তস্ত পুত্রোহভুদুর্মিগর্ভোভবো বলী । পুণ্ড্রপুত্রস্ত পুত্রোহভুৎ সুনীতিগর্ভমভবঃ ॥ ৭  
পুণ্ড্রপুত্রঃ প্রভারাজ্য ব্যাধিঃ পুত্রো বভূব হ । ব্যাধিপুত্রঃ সর্কভজাঃ পুত্রিণ্যাং বভূব হ ॥ ৮  
তস্ত পুত্রো মমুনীম আকৃত্যামুদপাদয়ৎ । উলুক্ক মনোঃ পুত্রো নভঃগর্ভমভবঃ ॥ ৯  
তস্ত পুত্রঃ পুত্রিণ্যামনুনাং বভূব হ । অঙ্গপুত্রোহভবেণঃ সুনীতিগর্ভমভবঃ ।

শৃগু তস্ত চরিত্রঞ্চ বেণস্তাধর্মশালিনঃ ॥ ১০

সুনীতি মুহুরাক্তানীং পত্নী হৃদস্ত সুনরী । তত্রাপো জনরামান পুত্রেষ্টাং বেণনামকম্ ॥ ১১

বেণে জাতে সুহৃতিস্তো বভূবাপো নৃপোত্তমঃ ॥ ১২

বেণো রাজকুমারোহনো নবা ধর্শনমযিতঃ । প্রাণৈঃ প্রীড়রামান সর্কজস্মৃ স্বভাবতঃ ॥ ১৩  
গৃহে গৃহে গৃহস্থানাং বালানাক্রিয়া সত্রমাং । বহুব্ বালান্ শুভৈবর্জা চিক্কেপাগাধপাথলি ॥ ১৪  
ইত্যাদি হুঃখং কর্ম করোত্যাহরহস্তদা । লোকান্ত পুত্রশোকাদিতপ্তা রাজানমক্ৰবন্ ।

ভেন পুত্রোণ তপ্তোহনো রাজা চান্দো বনং গতঃ ॥ ১৫

অরাজকে তদা রাজ্যে মনরো বেণমুখণং । হাপরামাসুরভ্রাত্রং রহিতং ধর্মবৃদ্ধিতঃ ॥ ১৬  
সত্যপীড়কো বেণো লঙ্কা সিংহাসনং পুন্মঃ । ধর্মাবনিষেধরামান বর্ণপ্রমবুলোচিতান্ ॥ ১৭  
ন যষ্টযাং ন দ্যভ্যাং ন হোভ্যাং বিজাঃ কচিং । ইতি স্তবায়মধর্ম্যান্ ভেরীঘোষেণ সর্কভঃ ॥  
ধর্মলোপভরাধিপ্রাপ্তং বেণং নান্তিকোত্তমম্ । রাজভাষুচিতং গদা ভীতা ইব তদাক্রবন্ ॥ ১৯

মুনয় উচুঃ ।

রাজন্ বেণ মহাভাগ ধ্রুবংশলমুদব । রাজা সিংহাসনগতো ধর্মাব্ কস্মাচ্ছিংহাসতি ॥ ২০  
নান্তি ধর্ম্যং পরো বহুঃ সর্কবর্ণপ্রমস্ত হ । ভ্যভধর্ম্য জনোহ্য়দ্যুঃ নন্যো ভবতি নান্তথা ॥

ভ্যক্তধর্ম্যং পাণ্ডকোংপি ন বিভেতি কদাচন । ভ্যক্তধর্ম্যং ভূপে তু ধ্রুজা ধর্ম্যং পরিভ্রাজেৎ  
ভ্যক্তধর্ম্যে জনে ভূতে ধর্ম্যং বস্ত্র ন ভক্ত ভবৎ । বস্ত্র স্ত্রী ভক্ত ন স্ত্রী চ গৃহং বস্ত্র ন ভদ্রং গৃহম্ ২৩  
অধর্ম্যরাজকে দেশোৎসাহকো বা ভয়ঙ্করঃ । বিহুর্ন পূজাতে বস্ত্র ন হি দেশো হরাজকঃ ২৪  
অরাজকে পরস্রীভী রমতে তু বলাৎ পরঃ । ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ঃ গচ্ছেৎ ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণীমপি ।

এবমাদিবিরুদ্ধে ন ধর্ম্যেণ সন্ধরো ভবেৎ ॥ ২৫

সন্ধরো মরকার্ষৈব কুলপ্রাণাং কুলস্ত চ । এবং ধর্ম্যস্ত বৈবমাং হৃষ্টরাজ্যে ভবতু্যত ॥ ২৬

বেণ উবাচ ।

ঋতং বো মরকার্ষোংপি সন্ধরো ভবতি ধ্রুবম্ । ওষাধহং করিব্যামি সন্ধরাসেব সর্গবা ।

কৌদুশো দৃশ্যতে ধর্ম্যো ভবত্যেব হি সন্ধরাৎ ॥ ২৭

ব্যাল উবাচ ।

ইত্যুক্তান্তঃপুরং রাজা এবিবেশ হরাবিতঃ । বিধা বিমনসো ভূতা জগৃহে হি বধীরতম্ ॥ ২৮

বলাৎকারেণ ব্রাহ্মণ্যাং সংগময্য তু ক্ষত্রিয়ম্ । পুত্রমুৎপাদয়ামাস বেণো নাস্তিকসন্তমঃ ॥ ২৯

বিজং ক্ষত্রিয়পত্ন্যাং বৈশ্যপত্ন্যাং ক্ষত্রিয়ম্ । বিজং বৈশ্যস্ত্রিমাংসপি ব্রাহ্মণ্যাং বৈশ্যমপ্যুত ॥

এবমস্তং তথাস্ত্রস্তাং সংগময্য স ভূপতিঃ । পুত্রানু বৈ জন্ময়ামান বর্নসন্ধরকারকঃ ॥ ৩১

সন্ধীর্ণানাঞ্চ সন্ধীর্ণং সংগময্য ততো নৃপঃ । চকার সন্ধরানতানু দৌরাজ্যেন স ভূপতিঃ ॥ ৩২

শূদ্রায়াং বৈ বৈশ্যজাতঃ করণো বর্নসন্ধরঃ । বৈশ্যায় ব্রাহ্মণাক্কাতোৎসবতো নস্ত্রিকো বণিক্

কংসকারশখকো ব্রাহ্মণ্যাং সংবভূবভুঃ । উগ্রশ্চ রাজপুত্রশ্চ তস্মাৎ ক্ষত্রিয়ভূবভুঃ ॥ ৩৪

কুন্তকারতদ্ব্যযো ক্ষত্রপত্ন্যাং বভূবভুঃ । চর্ম্মকারশ্চ দামশ্চ শূদ্রাস্ত্যাং বভূবভুঃ ॥ ৩৫

বৈশ্যাবভূবতু রাজ্যাং মাগধো গোপ এব চ । ক্ষত্রিয়চ্ছ্রমকস্তায়াং জাতো মাগিতমোনকো

ব্রাহ্মণচ্ছ্রমকস্তায়াং বারজীযী বভূব হ । ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াং সূতো মালাকারস্তথা মুন ৩৭

— বৈশ্যাতু শূদ্রকস্তায়াং জাতো তামুলিতৈলিকো । বিংশতিঃ সন্ধরা এতে জাবালে কথিতাস্তব

উত্তমাঃ সন্ধরা এতে মধ্যমানাশ্চ মে শৃণু ॥ ৩৯

বৈশ্যায় করণাক্কাতো ভক্ষা রজক এব চ । স্বর্ণকারঃ স্বর্ণবণিক্ তস্তামবর্তমন্তবো ॥ ৪০

বৈশ্যায় গোপতো জাতাবাভীরতৈলকারকো । গোপাচ্ছ্রাগর্ভজাতো বীষরঃ শৌণ্ডিকস্তথা

মালাকারাতু সন্ততো নটঃ শাবক এব চ । মাগবাদপি শূদ্রায়াং জাতো শেখরজালিকো ॥ ৪২

এতে বৈ মধ্যমাঃ শ্রোতা চান্ড্যজানপি মে শৃণু । বৈদ্যপত্ন্যাং স্বর্ণকারাস্থমেগৃহিরজায়ত ॥ ৪৩

কুড়ং স্বর্ণবণিকো বৈদ্যপত্ন্যাং বভূব হ । শূদ্রাজ ব্রাহ্মণীগর্ভজাতুলস্ত চ সন্তবঃ ॥ ৪৪

অভীরাচ্ছ্রমকস্তায়াং বভূবঃ সমজায়ত । তদ্বতো বৈশ্যকস্তায়াং চর্ম্মকারশ্চ শিল্পিণিঃ ॥ ৪৫

ষট্কৌষী তু ধরকাবৈশ্যায় সংবভূব হ । বৈশ্যায় চৈলকারাদোলাবাহী বভূব হ ॥ ৪৬

বীষবাদপি শূদ্রায়াং মন্তজাতিবভূব হ । ইত্যাদি বেৎস্যজাঃ শ্রোতা বর্ণজমবহিহৃতাঃ ॥ ৪৭

বহুবিশঙ্কাজয়স্বতে নাবিকাঃ কথিতাস্তব । এতেষু বিংশতীনাঞ্চ পুরোধাঃ শ্রোত্রিয়বিজঃ ॥

চতুর্ভা এব বর্ণোভো জায়ন্তে তে কিলোত্তমাঃ । ততঃ বেৎসাসম্মেন সন্ধরাস্তরকারকাঃ ॥ ৪৯

তে চোক্তা মধ্যমা বিধা অধমাঃ সঙ্করাস্তরম্ । সঙ্করাস্তরমভূতাঃ সচচালমমাদয়ঃ ॥ ৫০  
শাকরীপাং হৃৎপর্ণে চানীতো বস্তু দেবতাঃ । শাকরীপী বিজঃ সোমভূত্ব বিখ্যাতো ধরণীভলে  
তস্মাৎ পর্ণকো জন্মতা হোমপূজাপরায়ণঃ । বেণস্ত স্বাস্যং নভুতো স্নেছো নাম সুতোবরঃ  
পুলিন্দঃ পুরুশাকৈব বশো বৈ ববনস্তথা । হৃদ-কাম্বোজ-শবরাঃ ধরন্তেভ্যাদয়ঃ সূতাঃ ॥ ৫১  
স্নেছস্ত সৎসভূত্ব স্নেছতেদাস্ত এষ হি । এতান্ দৃষ্টী কবিগণাকাবর্ণ্যকর্ণসত্তবান্ ॥ ৫২  
তত্ত্ব হস্তং হ্রাস্তানং নরো তে কবয়ো যযুঃ । তে গতা তজ্জ দৃষ্টী চ ক্রোণাবিষ্টা যুনীষরাঃ ॥ ৫৩  
আধাবস্তং হস্তারোণ তৎক্ষণাদহতচ্চ তম্ । তস্ত হস্তারনষ্টস্ত মথিতা পাণিহৃৎকম্ ॥ ৫৪  
পৃথুমান্যং কিত্তিশানং নপতীকমভাবয়ন্ । জগৎ স্বাহ্যং ভভঃ প্রাপ জাতে নরায়ণাক্রমি ॥ ৫৫  
ধর্ম্যঃ পুনঃ প্রযুক্তাস্ত দেব-গো-ব্রাহ্মণা অপি । প্রতিহৃত্যবিহীনেষতি মরুতীষ নদীগঙ্গাঃ ॥ ৫৬  
নরো বৈ সিবিচু রাজো তমেব পৃথুনামকম্ । ততো জগৎ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পৃথুনা বিহিতার্হণাঃ ॥  
ইতি বৃহদ্রথপুরাণে উত্তরখণ্ডে জাতিনিরূপণং নাম ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

### চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

জবালিক্রবাচ ।

ভতঃ কিমকরোদ্ রাজা পৃথুনীরায়ণাত্মকঃ । সঙ্করণাং জাতিমাং কিং বভূব বদন্ত তৎ ॥ ১  
ব্যাস উবাচ ।  
অভিবিজঃ পৃথু রাজো ধর্ম্মেণ পালয়ন্ প্রজাঃ । মনঃস্বাহ্যং ন চ প্রাপ পঞ্ছাহ্নম ভূহরায় ॥  
পৃথুক্রবাচ ।  
কথং মে মনসোহস্বাহ্যং রাজোপালয়তঃ প্রজাঃ । মিরমা রষ্ট্রজাঃ কস্মাদিহুস্তিৎ বাস্তিভূহরাঃ  
ব্রহ্মণা উচুঃ ।  
রাজ্যন্তব পিতা বেণঃ প্রক্ষিপ্তধর্ম্মলব্ধয়ঃ । বর্ণাণাং সঙ্করাস্তক্কে বজানোবাশিবারিতঃ ॥ ৪  
অধর্ম্মসত্তবাস্তে বৈ সঙ্করাঃ পৃথিবীভলে । বর্জন্ত ইতি হুঃখেন আত্মা তে কল্মষীকৃতঃ ॥ ৫  
তদ্বারণাক্ষমা পৃথী প্রজাভ্যো নারদারিনী । এতন্তে কথিতং নরো বভবান্ পৃষ্টবান্ হি নঃ ॥  
পৃথুক্রবাচ ।  
সঙ্করাণাং বিধেয়ং কিং কেবলাধর্ম্মজ্ঞানম্ । হস্তব্যা রক্ষণীয়া বা কেম ভজ্য ভবেদ্বিহ ॥ ৭  
কিমধং বিবিস্ত্রাস্তে হস্তাবাঃ স্যুঃ কথং মূনে । হিতে ভূতেষু নরোহু পৃথুনীরায়ণা মম ॥ ৮  
কিং কর্তব্যং কিন্নু পথ্যং বেদকলাবসত্তবে । কেম শান্তিভবেনূণাং কৃত মে বিশ্রমস্তমাঃ ॥ ৯  
ব্যাস উবাচ ।  
ইতি ক্ষত্রা মুনিগণাঃ পৃথোর্বচনমুত্তমম্ । পরমাদম্পলম্পন্নম্ পৃথুং বচনমকুবন্ ॥ ১০  
ব্রাহ্মণা উচুঃ ।  
রাজ্যন্তং প্রভুরেকোদ্য তবাজ্ঞাবশণাঃ নমে । অতঃ পরন্ত সাক্ষ্যর্থাঃ শিবর্জয় ন চাত্তথা ॥ ১১

বৰ্ণাশ্ৰজাতিসু গতাঃ পুৰিষ্যামশ্ৰজাতয়ঃ । অশ্ৰজং সঙ্করাণু কুৰ্য্যন্তরিবারয় সৰ্গধা ॥ ১২  
 যে তু জাতা হি সংকীৰ্ণান্তেবাং হৃদিক্ কল্পয় । তানাহম্ কুরুষাণ্ড নির্ণয়ঃ বৰ্ণসংগ্রহম্ ॥ ১৩  
 যে বৃৎকৃতান্ত বৰ্ণাণাং সজ্জরিষ্যন্তি ভূপতে । তে তু বত্যা ভবন্ত্যেব বধ্যা অপি ন সংশয়ঃ  
 এব এব বিধিবোদ্যো নতু তেবাং বধোমতঃ । বিধাজাবহিতান্তে তু বধে নৈবোচিত্য হি তে  
 এতয়ো রোচতে রাজন্ বখান্ধি তথা ক্লম্ ॥ ১৫

বাস উবাচ ।

এতৎ শ্ৰুত্বা বচন্তেবাং পুথুঃ পুথুপরাক্রমঃ । সৰ্গাংস্ত সঙ্করণাণাহরেদং তদাববীৎ ॥ ১৬  
 পুথুপরাচ ।  
 কথং বৈ বিবৃতাকারঃ কুচেল্য মলিনানবাঃ । শীর্ণাঃ সুহুৰ্জলা ভূয়ঃ কথং তদ্ ভ্রত মে ভ্রতম্  
 সঙ্করা উচুঃ ।  
 বয়ং সৰ্গে শুভাকারঃ সূচেল্য বিমলানবাঃ । শুভাক্সাঃ সূবলাঃ সৰ্গে দৃষ্টিহীনঃ কথং ভবান্  
 বয়ং বেণসমাঃ সৰ্গে বেণেন ঐতিপাক্জিতাঃ । বেণেন জনিতাক্সাপি স চানীৰাজসন্তমঃ ।  
 ব্রহ্মবিকৃদয়ো দেবা নাশন্তো হৃদিকাঃ কচিং ॥ ১৯

বাস উবাচ ।

ঐহৈবং বচনং সৰ্গে ব্রহ্মসূত্রান্বিতম্ । রাজা ক্রোধসমাবিষ্টস্তানু ববক কৃতাগসঃ ॥ ২০  
 তদা তে পীড়িতা বহ্না দ্ধানবজ্জাঃ কুচেলকাঃ । রক্ষ রক্ষ মহাবাহো ইত্যাহব্যাহুলানবাঃ ॥ ২১  
 সঙ্করা উচুঃ ।  
 রাজিঃশ্ৰবাজাবগণা বয়ং সৰ্গে যথাভবম্ । সৰ্গারো বিবৃতাক্সানু শুভাক্সানু ক্লম চ ২২  
 বৰ্ণাস্তম্ কল্পয়াম্যকং বৰ্ণং হৃদিক্ নাম চ । সুৰ্ণাণাং বেণবুদ্ধীনামপরাধং ক্ষমস্ব নঃ ॥ ২৩  
 পুথুপরাচ ।

অহো বিধা মহাতাণা যুয়ং বৰ্ণনিরূপকাঃ । অনীবাং বৰ্ণবৃত্ত্যানি কল্পয়স্ব বধোচিতম্ ২৪  
 বাস উবাচ ।

ইত্যুক্তা কথমঃ সৰ্গে পুথুনা স্মমহাজনা । তেবাং বৃত্ত্যান্থিকক্সার্ণং তানুচুৰ্বিনয়ানিতান্ ॥ ২৫  
 ব্রাহ্মণা উচুঃ ।

বহিঃশ্ৰজাতয়ঃ শূদ্রা যুয়ং ভূতাস্তসংকরাঃ । কঃ কিংকরিষ্যতে কৰ্ম্ণ ন তদ্ভ্রতং অশক্তিতঃ  
 কৰ্ম্মাসুৰূপনামানো যুয়ং সৰ্গে ভবিষ্যৎ ॥ ২৬

বাস উবাচ ।

ইত্যুক্তান্তে তথা সৰ্গে ব্রাহ্মণৈঃ শাস্ত্রদৰ্শনৈঃ । বক্তৃমারেভিরে বিধাতৃজাদো করণোৎবরীৎ  
 করণ উবাচ ।

বয়ং সূৰ্ণা জাতিহীনাঃ প্রজাপুত্রা বিশেষতঃ । ভববিধাংস্ত সৰ্গজানু ক্লমক্লম বধোচিতান্ ॥  
 বাস উবাচ ।

এবং শ্ৰুত্বা তু বচনং তেবাং তে মুদিসন্তমাঃ । প্রহট্টবদনা ভূত্বা রাজানদিশমব্রবন্ ॥ ২৯

ব্রাহ্মণা উচুঃ ।

অমৃত করণো নাম ঐশ্বৰ্য্যে বৰ্জিতাং সদা । বিনম্রাচারসম্পন্নো বচনং শূৰ্ভু চোক্তবান্ ॥ ৩০  
রাজকাৰ্য্যং করোত্থেব নীতিজ্ঞো দৃষ্টতে হুয়ম্ । ব্রাহ্মণে ভক্তিমাংসৈব দেবেবপি ভবত্বপি ॥  
এব এব হি সচ্ছূদ্রো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ । ব্রাহ্মণে ভক্তিমত্বত্ব দেবভারাবশমে মতিঃ ।

অমাংসবান্ শূনীলবসন্তং সচ্ছূদ্রলক্ষণম্ ॥ ৩২

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তবৎস্ব বিদেষ্য করণো নাম সত্তরঃ । ঐশ্বৰ্য্যম হি বিপ্রাণাং চরণান্ ভক্তিমাংসুতঃ ॥ ৩৩  
ব্রাহ্মণাস্ত ভয়চূৰ্শৈঃ বৎস তিষ্ঠেহ ভূতলে । রাজকাৰ্য্যেহু কুশলো নিপিকৰ্ম্মবিশারদঃ ॥ ৩৪  
কৰ্ত্তব্যো ব্রাহ্মণে ভক্তিসম্ভ্যাক্য মাংসর্ঘ্যমেষ চ । সৰ্শ্বদা স্বচ্ছচিত্তত্বং কৃতা ত্বং কুশলী ভবেঃ ॥  
ভব ত্বং বংশবান্ যাবৎ স্বক্ৰমজ্ঞংসমা ইহ ॥ ৩৬

ব্যাস উবাচ ।

এবমুতঃ স বৈ বিপ্রৈশ্চাক্ষরপোহভবৎ তদা । বিপ্রা রাজানমাতাযা ইদং বচনমব্রুবন্ ॥ ৩৭  
ব্রাহ্মণা উচুঃ ।

অমমতঃ সত্তরো হি বেণস্ত বশগঃ পুরা । বৈশ্ণাং সমুপসংগম্য চক্রেৎশ্রমপি সত্তরম্ ॥ ৩৮  
তদ্বাদশবৰ্ণনামা তু সত্তরোৎসবং ধরাপতে । অস্মাভিস্তস্ম সংস্কারঃ কৰ্ত্তব্যো বিপ্রৈশ্চয়মঃ ।  
যেনানো সংকুতো ভূত্বা পুনর্জীত ইবাস্ত চ ॥ ৩৯

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তা তে বিজগণাঃ শ্রুত্বা নাসত্যদম্রকো । তমোরহুগ্রহাবিধি সমাবন্তো বিজাতয়ঃ ॥ ৪০  
আয়ুর্জেন্দং সন্দো তসৈ বৈদ্যানামে চ পুঙ্কলম্ । তেনানো পাপশূন্তোভূদশবৰ্ণঃখ্যাতিসংযুতঃ ॥  
চাক্ষরপথরো ভূত্বা বিপ্রোজ্ঞাং শিরসাকরোঃ । ঐশ্বৰ্য্য ভক্তিভো বিপ্রান্ সোহবশ্যে বিপ্রসত্তম  
কৃতান্তলিপুটন্তহো ব্রাহ্মণাস্তং তদাক্রবন্ ॥ ৪২

ব্রাহ্মণা উচুঃ ।

অস্মাভির্দানি শাস্ত্রানি কৃতানি সত্তরোত্তম । তানি ভূত্বাঞ্চ দত্তানি ন ঐশ্বৰ্য্যোঃ কদাচন ॥ ৪৩  
চিকিৎসাকুশলো ভূত্বা কুশলী তিষ্ঠ ভূতলে । শূদ্রবর্ষান্ সমাপ্রিত্য বৈদিকানি করিষ্যামি ৪৪  
ব্যাস উবাচ ।

আয়ুর্জেন্দন্ত যো দত্তস্তভ্যামশ্বৰ্ণ ভূত্বৈঃ । তেন ঐশ্বৰ্য্যে নৈবাস্তং পুরাণানি বদিস্যামি ॥ ৪৫  
আয়ুর্জেন্দাং পরং শাস্ত্রং দ্ব্যকং বাক্যমহতি । বৈশ্ববৃত্ত্যা ভৈবজানি কৃতা দাস্তানি সৰ্শ্বতঃ ॥  
স্বচ্ছতেবৃত্তিরেবৈব বংশে বশে ভবিষ্যতি । শুক্লং পুরুষঃ সাক্ষাজ্ঞাতিভেদমবিক্রীতম্ ॥  
জায়তে যোনি সশব্দাং সত্তরামাতৃজাতয়ঃ । ইত্যুক্তৈস্তত্তদাশবৰ্ণস্তথেনি কৃতবানভূৎ ॥ ৪৮  
অবিনো চ পরো রাজা পুজিতো স্থানযুত্তমম্ । রাজানং পৃথুনামানং ব্রাহ্মণাং তে ভয়কবন্ ॥  
অময়প্রীতিগোৎপাদ্য বলবান্ সাহসাবিতঃ । যুদ্ধে কুশলতান্তান্ত ক্ষত্রবৃত্তেৰ্য্যহামতে ॥ ৪৯  
অয়ঞ্চ শাপবো নাম তথা ভবিতুমহতি ॥ ৫০



মাগধ উবাচ ।

নমোহস্ত বিপ্রপাদেভ্যো বৃহতুস্তি ন মাং কুরু । ন চাহং সাধুধৰ্মজন্ততোহন্তরাজকৰ্ম্মম্ ॥ ৫১  
নিষোজয়ত মাং দেবাঃ পালন্ত পুরোহিতম্ । বৃদ্ধান্তকৃত্তপৰ্শেণ মম জাতিস্ত জীবতু ॥ ৫২

ব্রাহ্মণা উচুঃ ।

ব্রহ্মকৃত্তপৰ্শমোহন্তঃ বন্ধী ভব মহামতে । স্তুতিপাঠী চ বক্তা চ সৰ্গসঙ্গাৎ পৰ্বকঃ ॥ ৫৩  
লিপিপতন্ত যোঢ়া চ ভবিষালি তমোরপি । ক্রতবেদাদিকারী চ ভব তং সন্তরোত্তম ॥ ৫৪  
এবা তে বিহিতা বৃতির্ভ্রাক্ষণৈর্ধৰ্ম্মদৰ্শিতিঃ । পালয়িষ্যন্তি রাজানো ভবজ্ঞাতিং স্ত্রীলিনীম্ ॥  
অনভিজ্ঞয়া বচনমিদমসাক্ষুত্তমম্ । সুবীভূতৈব তিষ্ঠ তং তবংশোহন্তেবমৈব হি ॥ ৫৬

বাস উবাচ ।

এবমুক্তো মাগধো হি তথৈত্য়াক্ষা হুসংহিতঃ । কল্পরামাস চান্তেবাং বৃত্তীঃ ন বিপ্রসংঘঃ ৫৭  
তত্ত্ববারে বহুযজ্ঞিঃ বণিজাং গতবিক্রমম্ । নাপিতে ক্ষৌরকৰ্ম্মাদাৎ গোপে লিখনমৈব চ ৫৮  
লৌহকৰ্ম্ম কৰ্ম্মকারে স্বাজীব্যাং সমকল্পয়ৎ । তৈলিকে ত্বকরোপাজ্ঞাং ত্ববাকবিক্রেয়ে বনু ৫৯  
তাহুলিত্তকরোপাজ্ঞাং তাহুলবিক্রেয়ে বিজ । কৃত্তকারে হুদাং শিল্পং তাত্ত্বকাংস্তাদিকৰ্ম্মণি ৬০  
অযোজয়ৎ কংসকারং শব্দভূষণ শাখিকে । দাগে তু কৃষিকৰ্ম্মণি সূতে তত্প্রযোনিভাম্ ৬১  
মৌসকে গুড়কৰ্ম্মণি মালাকারে ততঃ পরম্ । সৰ্গেবাং দেবপূজাং পুশাহরণকৰ্ম্মণি ৬২  
স্বৰ্ণকারে স্বৰ্ণরূপাভূষণাদিমিরূপণম্ । তেবাং তত্পরীক্ষায়ৈ কজিতঃ কলিকো বণিকৃ ৬৩  
ইত্যাদিজাতিভেদেন বৃতিভেদানবল্লয়ং । তেনৈব তে বহুবুহি চারুকাঃ স্তুতয়ঃ ॥ ৬৪  
ব্রাহ্মণানাং শুভা জাতিৰ্যথাবৃতিমুপহিতাঃ । পুরোহিতানুপাশ্রিত্য ধৰ্ম্মাধিনি হুনিষ্টিতাঃ ॥ ৬৫  
পুনঃ সন্তারধৰ্ম্মান্তে নিযুতা অভবন্ কিল । গণকার দহুন্তেযু জ্যোতিঃশাস্ত্রাণি সৰ্গণঃ ॥ ৬৬  
এইবিপ্রমবৃক্কত পূজাহোমপারায়ণম্ ॥ ৬৭

এবং বৃতে সন্তরাণাং বৃত্ত্যাপিরিকল্পনে । কৃত্তাঞ্জলিপুটো ভূবা সন্তরা বাক্যমক্লবন্ ॥ ৬৮  
শকরা উচুঃ ।

অস্মাকং বৈদিকং স্মার্তং তথাগনিকমৈব চ । কারয়িষ্যতি কো বিপ্রঃ কথং ন নিবৃতিতৰ্ভবেৎ ॥

ব্রাহ্মণা উচুঃ ।

উত্তমানাং হি জাতীনাং পুরোহিতাঃ শ্রোত্রিয়া বয়ম্ । অন্তেষামিৎসবজাতীনাং পুরোহিতাঃ পতিভো বিজঃ  
তজ্জাতিতুল্যতাং যাদ্যন্তথা কৰণাদ্বিজ ॥ ৭০

বাস উবাচ ।

ইত্যেবং স্থাপয়ামাসুরলজ্যাশাশনা বিজাঃ । সমাচরন্ সন্তরাশ্চ ব্রাহ্মণৈরন্বিতঃ বথা ॥ ৭১  
রাজা সূরবদা ভূবা ব্রাহ্মণান্ সমপূজয়ৎ । পুজিতাত্ত গতা বিপ্রা বথানান্ হুদাহিতাঃ ॥ ৭২  
রাজা তু পৃথুবায়া ন হীনশক্তাং ধর্যাং ভবা । হুদাহ বেন শস্ত্রাদি বৎসনোহকভেদতঃ ॥ ৭৩  
সৰ্গে ধ্রুবেভিরে সৰ্গং ব্রীহিচ্ছন্দোবিধানিকম্ । এতৎ তে কথিতং বিপ্রঃ বৎ পুটোহনিহ বদাম  
সন্তরাণামুপাশ্রিত্য পৃথুকার্ভিঃ স্তুপুঙ্গবা । তত্ৰজ্জবণপাঠস্ত কলং পুণ্যকরং যতম্ ॥ ৭৫



ঐতিগৃহ তু যো দদ্যাৎপাণ্ডু শুভেন চেতসা । স গতাঃ হুৰ্গমং হানমমরৈঃ সহ মোদতে ॥২৫  
 অন্নদানং পরং দানং ত্রিলোকেশু ন বিদ্যতে । অন্নস্ত কুপিতঃ পাত্ৰং তন্ন দানং মহাকলম্ ॥  
 অন্নদঃ সত্যবাদী চ তুষ্ণাখানাবিনো মতে । অন্নং হি ঐগিনিং প্রাণান্তদানং প্রাণদানবৎ ২৭  
 অন্নঘাচক আরাতে ন দত্তা যে তু ভুঞ্জতে । তে যুতা কুরুবীৰিষ্ঠাং ভুঞ্জতে শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥২৮  
 অন্নদানং হরেন্নাম গঙ্গাস্নানং জপস্তথা । অনারানাক্ৰমা এতে ন বস্ত সন্তি তে যুতাঃ ॥২৯  
 স্বার্থমাত্রং পচন্নয়ং জনঃ স্তাং কুৰিতোজনঃ । অবস্তং তৎ পরার্থন্ত কিমচাপি পচেন্নয়ঃ ॥ ৩০  
 ভূমিদানং পরং দানমিতি ধৰ্ম্মবিদো বিদুঃ । বষ্টিং বৰ্ষমহত্ৰাণি স্বৰ্গে বসতি ভূমিদঃ ॥ ৩১  
 অদাতুসমুদ্যতা বা তাত্তেব নরকে বসেৎ । অভিদানন্ত সৰ্বেষাং ভূমিদানমিহোচ্যতে ॥ ৩২  
 অক্ষয়া হচলা ভূমিঃ সৰ্গান্ কামান্ প্রযচ্ছতি । ভূমিদঃ স্বৰ্গমাক্রহ শাশ্বতী ব্রহ্মতে সমাঃ ॥৩৩  
 পুনশ্চ জম সংপ্রাপ্য ভবেভুমিপিভবম্ ॥ ৩৪

নাম বৈ শ্রিয়দন্তান্তঃ পূজাতে তৎ সনাতনম্ । তদন্তাঃ সতন্তং শ্রীত্যা কীর্তনীয়ং প্রযচ্ছতা  
 সুবর্ণং রক্তন্তং তাম্রং মণিমুক্তাবহ্নি চ । সৰ্গমেভদ্রহা প্রোক্ত দদ্যতি বহুধাং দদৎ ॥ ৩৫  
 তপোযজ্ঞশ্রুতং নীলমলোভঃ সত্যবাদিতা । গুরুদৈবতপূজা চ নাতিক্রম্যতি ভূমিদম্ ॥ ৩৭  
 শুভুর্নিঃশ্রমে যুতা ভূমিভবতি ভূম্বর ॥ ৩৮

সৌদকাঞ্চ সশস্তাঞ্চ যো দদ্যতি ভুবং নরঃ । ব্রাহ্মণায় বিত্তদায় স যাতি পরমং পদম্ ॥ ৩৯  
 ভূমাতা ভূপ্রহীতা চ উভৌ ভৌ স্বৰ্গপামিণৌ । নাতুমিহো লভেভুমিদদায়ং ন তন্নভেৎ ॥  
 অদত্তা চাপি বদ্রাদি বদ্রাদি ন লভেন্নয়ঃ । দানং দেবাঃ প্রশংসন্তি দানং হুৰ্গভিশানম্ ॥ ৪১  
 দানেন লভতে স্বৰ্গো দানান্মোক্শোবপি সাধ্যতে ॥ ৪২

দরিদ্রো ধরণীং বাপি দানং দদ্যাদিভাতয়ে । দরিদ্রস্তান্নদানেন বনিনো তুবি বৈ সমম্ ॥ ৪৩  
 অদাতা যৎ পরম্ব্যাগ্রহণার্থী সদ্ধা ব্রজেৎ । সোম্ভজমনি শার্গালীযোনৌ জুতা ক্রবব্রজেৎ ॥  
 ব্রাহ্মণো দানপাত্রং হিনাস্ত্যন্তম্মাংপরং কচিৎ ॥ ৪৫

—ইতি তে কথিতং ব্রহ্মব দানং পৃষ্টং ওয়া তু যৎ । কিং তে শ্রোতবাস্ত্যন্ত্যং পৃচ্ছতং কথয়ামি তে  
 ইতি বৃহদ্রত্নপুৰাণে উত্তরবৰ্গে দানকথনং নাম পঞ্চদশোঃষাঃ ॥ ১৫ ॥

## ষোড়শোঃধ্যায়ঃ ।

জাবালিজবাচ ।

কর্নো জগৎপতিবিস্ববিজহার যথা ক্রিতৌ । তথে বদ মহাভাগ কলেশ্বরাংস্ত সৰ্গদঃ ॥১  
 হুত উবাচ ।

এবমুক্তস্তদা ব্যালো জাবালিমুদিতা বিজ্ঞাঃ । পরমং হর্ষমাপনৌ বজ্জং সমুপকক্রমে ॥ ২  
 ব্যাস উবাচ ।

পুরা গৌরশরীরেণ শক্রয়াদ্যেদম বিবৃণু । মধুমাষামুয়ং হতা নির্ধনে মধুপুত্রী ॥ ৩

ভতোঞ্বেনেনানাম্ভূজা পরমধাৰ্মিকঃ । ভক্তাম্ভূজক্ৰ জাতানীদেবকাণ্যো মহামনাঃ ।

ভক্তাসন্ লগু তনয়া রূপবত্যাঃ শ্লোচনাঃ ॥ ৪

শূরেনেনন্ত পুত্রায় বহুদেবায় দেবকঃ । ভাঃ লগু কস্তাঃ ঞ্বেদো জ্ঞাত মুদিতান্তরঃ ॥ ৫

ভক্তান্তিমা চ বা কস্তা সূৰ্য্যানারী তু দেবকী । বহুদেবায় ভাঃ কস্তাঃ ঞ্বেদো চ কুতুহলৈঃ ॥ ৬

বহুদেবো দেবকীন্ত পরিণীয় মুদাহিতঃ । স্বগৃহং গন্তমারেতে সৌবর্ণং বরমাহবহু ॥ ৭

ভেরীমুদঙ্গপৰ্বচকাহুভিনিবনৈঃ । স্বঘটীঘননিম্বাসমঙ্গলধ্বনিতিস্তথা ॥ ৮

নৃত্যগীতাদিকোংসাইঃ সৰ্গান্তেহমন্দরন্ দিশঃ । মগ্ধাতকৈ রথৈহেমৈস্তথা হস্ত্যশ্বমামুযৈঃ ॥ ৯

দানীভিঃ শূরমারীভিযুক্তো বিমলাকান্তিভিঃ ॥ ১০

উঞ্বেনেনমুতঃ কংসঃ নারথিস্তম্ভেৎভবৎ । গচ্ছনু মুদা রথে যত্নাং কংসঃ পরমদোষিতঃ ।

পুত্রায় চ নভোবাণীং সর্বেষামপি শূরভাম্ ॥ ১১

অহো কংস মুচ্যুৎকে কিঞ্চিন্ন ব্যাঘতে ভবান্ । অন্তাস্তামষ্টমঃ পুত্রো হস্তা যন্তাসি বহুথে ॥ ১২

ইতাজ্জং থেম বচনং ঞ্বেদাঃ কংসঃ সুহৃদ্বনাঃ । দুৰ্ম্মুখিং ঞ্বেদবানু সদাঃ স্বহৃদননমৈচ্ছত ॥ ১৩

ননারাসিং বিনিক্রম্য দন্তৈরধরমাদশনু । নিহন্তঃ দেবকীং কংসঃ কেশানু হস্তে পরামুযৎ ॥ ১৪

হাহাকারস্তদা জাত উৎসাহভঙ্গ এব চ । সর্গে কংসভরাপরা নৈব বজ্জং তদাশক্য ॥ ১৫

দেবক্যা বিপদং দৃষ্টী কংসহস্তে দিক্ৰোন্তম । জগাদ বিমদাধিক্যং বহুদেবো মহামনাঃ ॥ ১৬

বহুদেব উবাচ ।

অহো কংস মহাভাগ শাস্ত্রধৰ্ম্মার্থভূষণ । ন যুক্তমেতৎ তে কর্ম ভগিনী হননং কচিং ॥ ১৭

ইয়ং ভবাম্ভূজা পাল্যা নৈব দাধৰ্ম্মমর্হতি । ন চাস্তাং বর্ততে দোষো বালবুদ্ধৌ কদাচন ॥ ১৮

ইয়ং কিং মনু জানাতি দোষানোববিচারণায় । পশ্যন্তা বিমলং বজ্জং স্নানং তংপাণিমীকতে

কিং তে শৌৰ্য্যং ত্রিংশং হবা ধাতশৌৰ্য্যাস্ত চাহবে । যন্তস্তা ভবিতা পুত্রস্তবশাশ্বতশক্তিনা

তদা তেইমব স্ংঞ্বেনৈ তবাজ্জৈমোভবিযাতি । যত প্রোক্তং থেন বাক্যাং তৎ পরামুযাতাংস্বরম্

জন্মান্তরে বা এব স্তাদেবক্যান্তব বাহিতম্ ॥ ২১

যদি জন্মান্তরে চৈবা তচ্ছ্রজং জদবিযাতি । তদা কিং হননে চাস্তাঃ ফলমস্তি ভব ঞ্বেতো ॥

তজ্জৈব জন্মনি যদি তচ্ছ্রজং ঞ্বেদবিযাতি । তদা দেববচঃ সত্যং কথমন্তং করিযাসি ॥ ২৩

জাতস্ত ভবতো যুত্যাঃ সর্গীশ্চব ন চান্তথা । ইতি জ্ঞাতাপি কশ্যাং তং বোরং তরসি দুৰ্ম্মতে

শক্রমিত্রং শুক্লবদ্যুরেক এব হরিঃ ঞ্বেভুঃ । তমেকং গচ্ছ শরণং কিং মিথ্যাসমুদাষসি ॥ ২৫

তাজ্যস্তাঃ কেশপাশঞ্চ জিবাংসাকং মহামতে । বরমস্তাঃ সূতানু সর্গীনপরিয্যাসি তৎকরণাং ॥

বাস উবাচ ।

এবম্ভেনোদিতং ঞ্বেদাঃ কংসস্তচ্ছীলবিস্তদা । দিববর্ত যদান্তস্তাঃ সাক্ষীকৃত্য জন্মানপি ॥ ২৭

ততো যদাতথং সর্গে চক্লুতং কর্মমঙ্গলম্ । বহুদেবন্ত দেবক্যা সহাগাদ্ ভবনং স্বকম্ ॥ ২৮

ততঃ কালে গতে কাপি দেবকী সূয়বে সূতম্ । তং কংসায় মহাভাগো বহুদেবঃ সনপরিণ ॥

ভক্তাভূবিস্মিতঃ কংসস্তস্ত সত্যব্যবহরা ॥ ৩০

গচ্ছ গচ্ছ নপুত্রস্তং ন স্ত্রীদত্তি মে ভরম্ । যুবদেবস্তাং পুত্রাংবরাং মে নিরুপিতম্ ॥ ৩১  
এবং কংসবচঃ শ্রুত্বা বসুদেবে প্রবচ্ছতি । নারদঃ স্বরমাপত্য কংসার্যাবাত্যভাবত ॥ ৩২

নারদ উবাচ ।

অহো কংস রাজহুনো নোপযুক্তা মতিস্তব । বসুদেবস্তা জনমঃ কিং প্রত্যাখ্যাতবানসি ॥ ৩৩  
বসুদেবস্তাত্ম সৰ্গান্ নারায়ণীৰ সৰ্গথা । নিঃসহ্যো যথা হ্যং নো নাশয়েদষ্টমঃ সূতঃ ॥ ৩৪  
ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাশ্বা প্রযদ্যো দেবঃ কংসস্তাপি তথাকরোং । উগ্রেনেনমৃতস্তত্ৰ জঘান ত্ মুদাবিতঃ ॥ ৩৫  
হতেবেবং বহীষ্ তেষু কংসেন সুহৃদ্বাননা । রক্ষায়ে নপ্তমস্তাৰ বিহুঃ পরমপুত্রবঃ ।

উপত্তহে কামরূপে দেবীমসুহৃদানিনীম্ ॥ ৩৬

বিহুঃকবাচ ।

দেবীং নবীনঘননীলমুচাক্ষরপাং হেমজলজ্জটিরনুপুর শিল্পিতভাঙুশ্চিম্ ।  
প্রত্যঙ্গলীদলনবচ্ছলরূপচক্ষসংসেবিতো বিজয়দে ভবতীং নমামি ॥ ৩৭  
ত্রাঘিষ্ঠমাগবিধিবদ্ধবিশালচাক্ষরশাৰ্দ্ব লচক্ষপরিবাহিনি দক্ষকস্ত্রে ।  
কাদমিনীচরিতরীর্ধবিমুক্তকেশগণেশোরশোভিজঘনাং ভবতীং নমামি ॥ ৩৮  
হস্তেস্তত্ৰুর্জিরমণাঃ পাদৈ ধৃতবজ্রা ধ্রোণাংস্বাধররচিন্ কপালমুঠৈঃ ।  
দ্ব্যশ্রকশীষভরুপধরাং সুরারিদৈত্যাদিভিবিজয়দে ভবতীং নমামি ॥ ৩৯  
ব্যাধীপ্যমানময়নত্রয়দৃষ্টিরূপশীঘ্রবর্ধিনি সুরাশিগু দেভ্যাহরী ।  
অচ্ছপ্রসন্নবিমলাশ্রয়মন্ত্রাতভালেন্দুগুণ্ডিতলকাং ভবতীং নমামি ॥ ৪০  
কিরীটকোটিকমনীরলসংপতাকা শীঘ্রবতাপুলনিকঠমণিঃ সৈদেব ।  
জাজল্যমানবিকোট্যবিকপ্রত্যাঢ্যাং সর্গাক্রিজে বিজয়দে ভবতীং নমামি ॥ ৪১  
এতাদৃশীং কচিররূপধরাং ভক্তচিন্তাসুহৃদপকরণাং নিসর্গাসুক্ষ্মা ।  
জ্ঞানস্বরূপাং বিতো নয়নাদ্যবিত্তা নিশ্চক্ষুরাদিমসিতাং ভবতীং নমামি ॥ ৪২  
নারায়ণী বিবিশিবাচ্যাতবদিতাক্তিঃ কালী জয়া বিজয়বা জননী জনানাম্ ।  
দুর্গাভয়া ভগবতী গিরিজা ভবানী ত্বং বৈকুণ্ঠী নিখিলদেবমগ্নি প্রসাদ ॥ ৪৩  
নারায়ণাচ্যাতজনাদিনপন্নাতদৈত্যারিবিহুভগবৎকরলানমেতি ।  
নামানি দেবি করলানি তবৈব শব্দলিঙ্গকভেদকলিতানি বিহীনলিঙ্গে ॥ ৪৪  
ত্বং কালকেতুধরা চ্ছলগোথিকাসি যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাথা ।  
ঈশালবাহননৃপাদ্ বণিজঃ সমুনো রক্ষেৎসুজ্ঞে করিচয়ং প্রসতী বমন্তী ॥ ৪৫  
ব্যাস উবাচ ।

এবং জ্ঞতা ভগবতী বিহুনা প্রতবিহুনা । দর্শো না নশনং দেবী কালী কল্যাণদা হরেঃ ॥ ৪৬

ভগবত্যাচ ।

কথং শুবীষি মাং দেব কিং তে কার্য্যমুপস্থিতম্ । তদহং তে করিষ্যামি তথৈব বদ নচাক্ষবা

ভগবাম্বাচ ।

অহকাবত্ৰিযামি ভূতারক্ষয়হেতবে । তত্র সাহায্যমিচ্ছামি ভবতা ভুবনেশ্বরি ॥ ৪৮

ভগবদ্বাচ ।

ঈং বাহি দেবকীগৰ্ভমষ্টমং ভগবন্ হরে । গৌকুলেচ্চ যশোদায়াং গোপিত্তাং নম্ভবাম্যহম্ ॥ ৪৯  
নন্দস্ত বাসনাপুষ্টিং তং করিষ্যামি গৌকুলে । অহং মথুরামেভ্য চ্ছলয়িষ্যামি তে রিপুশ্চ ॥ ৫০  
অহং তে ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং দেবক্যা গৰ্ভতো হরে । আকৃষ্যারোহিণীগৰ্ভে স্থাপয়িষ্যামিগৌকুলে  
এবমেব করিষ্যামি সংযুতা সংযুতা ক্রমা । তব স্থাস্তি সৎকীর্তিব্রহ্মপটৌ মলাপহা ॥ ৫১  
বাস উবাচ ।

ইত্যাশ্রুতা সাতদা দেবী তত্রৈবাস্তরবীৰ্যত । সংকুয্য দেবকীগৰ্ভং রোহিণীং প্রবেশয়ং ॥ ৫২  
দেবকী চ্যুতগৰ্ভাভূদিত্তি লোকরবোহভবৎ । ইহ নন্দালয়ে বিশ্বে রোহিণী গৰ্ভিণী বৰ্তো ॥ ৫৩  
নন্দালয়ে ততো ভ্রাতো বনে লোকমনোরমে । বিশেষ দেবকীগৰ্ভং কেশবঃ পুত্রবোত্তমঃ ॥ ৫৪  
বিশ্ণুনা জগদীশেন গৰ্ভেণ দেবকাক্সতা । বিররাজ যথা প্রাচী ব্রহ্মকালেনবংশধরা ॥ ৫৫

দেবাঃ সর্কে তদা কৃৎ গৰ্ভস্থং পরিতুষ্টবুঃ ॥ ৫৬

দেবা উচুঃ ।

এবং পূর্ণাপূর্ণবং ভগবন্তমাতাং বৈকুণ্ঠনাথমবিলম্বয়মপ্রমেয়ম্ ।  
জাম্ববন্তপদমলং ভুবনৈকনাথং ত্বাং মতাক্ষপমপি পূৰ্ণমনস্তমীড়ে ॥ ৫৮  
যস্মিন্ প্রানীদতি হরৌ শ্রুতিভিঃ সমীভ্যো ব্রহ্মলোকামেব সুরমৰ্জাময়ং প্রদমশ্চ ।  
তং ত্বাং সুরাসুরমরোরগকিরয়ানিস্তভ্যং ভজামি কল্পণামমমেকমীশম্ ॥ ৫৯  
যঃ শ্বেচ্ছয়া শ্রজগি পাগি হরস্তথাতে দেহাংস্ত ধারয়সি জীবনিকায়মাত ।  
স ত্বং স্বয়ং পুরুষোত্তমমেব ধৰ্ম্মং প্রাপ্তোহসি দেবকমুভাজ্যং নমস্তে ॥ ৬০  
যং ত্বাং হরিং স্মরত এব ন গৰ্ভবাসিনীভোঃপ্রভুঃখমপুন্মৰ্ভবদং ভবেদৃ বৈ ।  
স ত্বং ন দেবকমুভাজ্যং প্রবিষ্টে কস্ত প্রভীতিবিষয়ো ভবভীতি গাথোঃ ॥ ৬১  
মত্তে ভবান্ নিজজমস্ত কৃপাবলারাং ধংসে তস্মৈ ভজকারণমাত্তম্ ।  
ন হস্তথা কুরিপতঙ্গমমাঃ কথঞ্চ কংসাদমো দধতি জীবনমিষ্টিনাশাঃ ॥ ৬২  
কিং চিত্তমত্র ধরয়া বসুদেবপত্ন্যা শূরাঙ্কজেন সহ নন্দবশোদয়া বা ।  
সংসোবিতোহসি সুরভূময়স্তরুণী যস্মাং স্বমত্ৰ ভগবন্ বিহরিষ্যনীতি ॥ ৬৩  
ত্বাং ধৰ্ম্মকারণকারণমচ্যুতাথ্যং পৃথগাং হরে বিবিধচারিতরাঃ স্থীলাঃ ।  
কুর্ন্তমাদিপুরুষং পুত্রবার্ধনারমীক্ষামহে সমবতীৰ্য্য তব প্রিয়বর্ষম্ ॥ ৬৪

বাস উবাচ ।

এবং সংযুত্যা তে সর্কে দেবাঃ শক্রপুত্রাঃ । স্বং স্বং বাসং যমুঃ সর্কে তুরোভূমঃসমাগতাঃ ॥  
কংসস্ত দেবকীং দৃষ্ট পরমাজুতরুণীশম্ । তদৈব হস্তমৈচ্ছং ত্বাং পরাশ্রিত্য ভবত ॥ ৬৫  
বশন্ত নিগড়েনৈব বসুদেবকং দেবকীম্ । রক্ষকৈঃ স্থাপিতেনৈব ক্রুদ্ধবারে রক্ষত ॥ ৬৬

অথ ভাঙ্গিপদে যানি কৃকটীষাৰ্দ্ধরাজকে । বভূব কুকঃ কৃকটী কান্ত্যাক্রততৃত্বজঃ ॥ ৬৮  
 ষালোকয়ন্তু গৃহং সৰ্বং শখচক্রগদাজয়কৃ । শীতাবরধরঃ সখী কোমলভারবোজলঃ ॥ ৬৯  
 কিরীটী কুণ্ডলধরঃ শেরোভানিমুখাযুজঃ । নবদীপধরস্তাম ইল্লমীলমণিপ্রভঃ ।

সুনন্দনপ্রমুখৈঃ পার্শ্বদৈবরতিপুঞ্জিতঃ ॥ ৭০

তং দৃষ্ট্বা দম্পতী তত্র কুকং কমললোচনম্ । প্রথম্য জগতীনাথং দেবং জগদত্মদা ॥ ৭১

দম্পতী উচতুঃ ।

জ্ঞাতোৎসি তো রম্যমাণ মাধব ত্রিধর প্রভো । পূর্ণস্বং ভগবান্ বিষ্ণুঃ কমদীয়ঃ কলানিধিঃ ৭২  
 যন্ত জভঙ্গমাজ্জৈব ত্রৈলোক্যং ভূতুবাদিকম্ । নন্তত্বাৎপদাভ্যে তুয়ঃ স ত্বং নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥  
 স ত্বং দেবোৎখিলাধারঃ নন্তমুক্তিঃ সনাতনঃ । পৃথিবীভারহারাম হবতীর্ণোৎসি লক্ষ্মণে ॥ ৭৪  
 ত্রৈলোক্যাসমুদায়ন্ত কাস্তিঃ শ্রুত্বা সমাগতঃ । মৈতন্ত তব রূপস্ত চক্ষুর্নো ধারণক্ষম ॥ ৭৫  
 বিনাপ্যোভেম রূপেণ ত্রৈলোক্যাভ্যাবিকেন হ । ভূভারান্ নাসিতুং শক্তুস্তমাজ্জপমিদং তব ॥  
 ভক্তানামমুচ্ছল্লার্পমবিকং নমু কেশব । গরুড়ধ্বজ গোবিন্দ নাথ ত্রিপুরবোস্তম ॥ ৭৭  
 উপন্যহর বিধাঙ্গরূপো রূপমলৌকিকম্ । কিং কৰ্তব্যমিহাশ্রতির্দানবকো জনাৰ্দ্দন ॥ ৭৮

ভগবানুবাচ ।

এবমেব বধাজানং ভবদুস্তায় তন্ন সংশয়ঃ । ভবভ্যাং প্রকৃতো ষালো নয় মাং নন্দগোকুলম্ ॥  
 মজ্জমতুল্যাকালো হি যশোধা নন্দপেহিনী । অমৃত কস্তাং রুচিরাং মম প্রীতিনিবিং শুভাম্ ॥  
 আনয়িযাসি সা যন্ত কংসার চ্ছলদ্বিষাতি । বিহরিযামি তত্রাহং নামা হুঠান্ বিনাশয় ॥ ৮১  
 মধ্যোৎসি যমুনা দেবী জলপূর্ণভরঙ্গিনী । সা তুভ্যাং দাস্ততে পারং সৰ্বক মিহিতং জগৎ ॥ ৮২  
 ন ভেতব্যং কংসতত্বং নাশ্তলোকত্বা এষ চ । যুবাং বিমুক্তনিগড়ো মুক্তধারক মসিরম্ ॥ ৮৩  
 অত্রাপি পোকুলে চাপি সৰ্ব্বে নিহ্নায়িতা জনাঃ । কাপি কিঞ্চিন্নবজ্জবাং বহুদেব মহাভেদে ।

তব নামা বাহুদেব ইতি যে নাম বিপ্রতম্ ॥ ৮৪

ব্যান উবাচ ।

ইত্যাভূত তৎক্ষণাৎ কৃকটো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ । বহুদেবস্তথা চক্রে বহুস্তং বিহুনা বিজ ॥ ৮৫  
 যশোধাং প্রদবজ্জাতাং বিলোক্য শূনমননঃ । তত্র পুত্রং হাপয়িত্বা নীতা পুত্রীকং তৎক্ষণাৎ ॥  
 আনীয় অমৃহং প্রোভো বহুদেবো মহাননাঃ । পূৰ্ণবস্মিগড়হোহভূদু গৃহকং বন্ধবির্গলম্ ॥ ৮৭  
 কস্তা রূপাং রদতী জাতমাজ্জৈব তত্র সা । তেম প্রবুদ্ধাক্ত জনাঃ কংসকামতা লয়য়ম্ ॥ ৮৮  
 মুক্তকেশোৎসিহস্তস্ত কবা যুগ্মিলোচনঃ । পাদেদাহত্ব চ বলাৎ কবাটং শৌরিম্ববীং ॥ ৮৯  
 জ্ঞাত্যন্তে বালকঃ শৌরে দেহি তং হস্ত যুতাবে । বিধাত্রা লিখিতং হস্ত মরণং জন্মমাজ্জতঃ ॥

ব্যান উবাচ ।

দেবকী ব্যাকুলাপাদী কংসবজ্জনিরীকতী । কস্তেয়মিতি ভাবন্তী হস্তাভ্যাং লহনানুগোং ॥  
 অশৃগ্নং বচনং তস্তা হস্তাশাঙ্খিত্য বালিকাম্ । হসন্ নৃত্যদ্বিষামদ্যাহ বর্ষো যন্ত পটৈরমৃতা ॥  
 তত্র তাং বালিকং দেবীং শ্রুত্বা পাদানুজঘমে । ক্ষেপ্তুং পাণাপূর্তং বৈ উতিক্ষেপ যদাবিতঃ

স। তৎকরহা নভসি তৎকরাঙ্গগলিতা ঋণাং । বভূব ভীষণাকারী সাষ্টহালা বিরুদ্ধগতা ॥১৪  
বষ্টহতা ষড়্গচৰ্ছশূলাসিবাণপাশকৈঃ । পরশুঘটিসংযুক্তৈর্দেবদেবীভিরক্তিতা ॥ ১৫  
বটীশষবমূর্খানৈঃ শকরভী শিশো মশ । অষ্টহাসেম তং প্রোচে কংসঃ বিশ্বিতচেতসম্ ॥ ১৬  
কিং মাং জিহ্বাসনে মূৰ্খ ন মিথ্যাকাশভারতী । ভদ্রর্ধং বৈ পূর্নশত্রুঃ কাপি জাতন্তবানমঃ ॥

ইত্যাঙ্ক। স। ভগবতী ভদ্রৈবাণ্ডরবীরত ॥ ১৭

কংসক বিমবা ভূষা সন্নিধুক্ত পরং তদা । দেবকীং বহুদেবকাপ্যামুনীর বিমুচ্য চ ॥ ১৮  
অমৃৎং প্রাণিশ্লব্দনো বসিতিঃ সমময়য়ৎ । নিমুক্তমস্ত্রিগন্তস্ত গোব্রহ্মারহিংসনে ॥ ১৯  
যতঃ স্তম্ভায়মং কাম্যং তস্ত হিংসাধিরোবশা । জিহ্বাসনো নির্দিশন্ত বালকান্ হৃষ্টবুদ্ধয়ঃ ১০০

ইতি বৃহদ্বর্গপুরাণে উত্তরখণ্ডে ত্রীকুজস্য নাম বোড়শোঃধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

## সপ্তদশোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাল উবাচ ।

প্রাতর্গোপেবরো নম আকর্ণ্য পুত্রসম্ভবম্ । বহু ন উৎসবাংস্তক্রে চন্দ্রবুদ্ধৌ বধোদযিঃ ॥ ১  
গৃহে গৃহে গোকুলে চ বশোদাপুত্রসম্ভবঃ । বাক্যরূপেণ বলবান্ ব্যচবন্মঙ্গলোদয়ঃ ॥ ২  
সর্গ এব জনান্তক্ত পুত্রোৎসবমুখং গতাঃ । দিদৃক্ষবঃ সমাহাতা নন্দপুত্রং সুদাযিতাঃ ॥ ৩  
গোপ্যো ভূষণবাসঃস্রোমাল্যচন্দনশোভিতাঃ । ধাত্ততুল্লদূর্কীষাদবিপাতক্রুরাঃ শুভাঃ ॥

আগত্য নদৃশুঃ কুং সরোংফুল্লদূর্গামমম্ ॥ ৪

তদ্রুষ্টিমিতলাবণ্যবিশেষবপরিভোষিতাঃ । অদৃষ্টাশ্চিন্তলাভেন গতা বাহ্যকপূর্ণতা ॥ ৫  
সর্গান্তা ধাত্তদূর্কীদৌরাশিমো যুযুজুঃ স্তিরঃ । চিরং জীব চিরং জীব চিরং জীবতি বালক ॥ ৬  
ইত্যশিষ্যঃ প্রবৃজ্ঞানাঃ সর্গাঃ কুসময়া ইব । কৃকাল্লেষবিরো গোপ্যঃ সমাস্রিযান্ পরস্পরম্ ॥ ৭  
এবং গোপীন্দ্র মুখিতা দধিভারংবহাস্তদা । বঙ্গল্যাদবিসিক্তৌ তে সন্তেকঃ পরমাশিষা ॥ ৮  
গাথো হৃষা বৎসভর্ঘ্যো হরিহাতৈললংঘিতাঃ । উৎক্লিপ্য পুচ্ছান্ মুখিতা নৃত্যল্যাবণ্যতন্ময়  
এবম্ গোকুলে তত্র সদানন্দনমারুলে । দধিজলানলস্পর্শে সদা কুণোৎসবো বভৌ ॥ ১০  
অন্নমোবোৎসবস্তত্র গোকুলে তদিনোভবঃ । দিনে দিনে পরবিতো বভূব কৃকরুজিবৎ ॥ ১১  
ঐতা তং কংসনৃপতিঃ পুত্ৰনামভ্যাতোদয়ং । প্রাণাধিক্যামিব প্রাপ্তঃ পুত্ৰমাপ্রাপপোৎভবৎ ১২  
স। যুক্তদেহা বালরী পপাত নিজমুক্তিতঃ । গোপাদাং বিশ্বিতাস্তস্ত চক্ষুঃ স্তম্ভায়দাদিকম্ ॥ ১৩  
এবমস্তাংস্ হুঠান্ স তৃণাবর্জাদিকান্ হরিঃ । হৃষা বৈ শৈশবং নিশ্চে মহা রামেণ বৈ তদা ॥  
ততর্ভৌ প্রাপ্তনামানৌ রামকর্কো শুভাবিতি । গোপানাং বয়সাদেব বৃদ্ধারণ্যং প্রজগ্মতুঃ ১৫  
যজ গোবর্জুনো নাম গিরিব্রহ্মনদাযিতঃ । কুরুস্ত ব্রহ্মরূপস্ত বয়সীয়তয়ং বভৌ ॥ ১৬  
অজ গোপচরিরেণ দীর্ঘায় বৃদ্ধাবদে হরিঃ । গোপান্ গোপীন্দ্র বালংক ভোবয়ামাস সর্গদা ॥



সর্গে অমৃতভাষেন কামরাসাম্বরেণ তম্ । স চ তান্ মেহভাষেন ভেজে ভক্তজদধিরঃ ॥১৮  
চারয়তো ততো বংসাস্তত্র রামজনর্দিনো । বকবংসাদিকান্ শক্রনবধীং কংসবিক্রান্তান্ ॥১৯  
ততঃ কালে বরহোংছুদ্রাচারণপতিতঃ । বনেংঘনামকং জগ্রে মহাহিমচলাং বিজ ॥ ২০  
তদ্বৃক্ষটুং লম্বায়তো ব্রহ্মা দেবগণৈঃ সহ । ভূজানান্ বালকান্ জহ্রে গামধেয়ং গতে হরৌ ॥  
হরাবধেবং যাতে জহ্রে গা অশ্বিলা অশি । তজ্জাতা ব্রহ্মণঃ কৰ্ম হরিহুত্মমুখ্যকঃ ।

অসং সর্গমতুং তত্র সর্গেবাং প্রীত্যে নৃণাম্ ॥ ২২

এবং বর্ষে গতে ব্রহ্মা কৃতাপরাধকোহভবৎ । স্তভা নভা তং প্রাসাদ্য বভূব বিগতজ্বরঃ ॥ ২৩  
ততো দমিতা সর্পেজ্ঞং কালিঙ্গং দৃষিতে হৃদে । চক্রে গোপকুমারীণাং প্রাসাদং বদ্রমাহরন্ ॥  
অতোহপি যজ্ঞপত্নীনাং প্রাসাদার্থী যদুশুমঃ । বনেংঘং ভোজয়ামাস সর্গান্ গোপবর্ণান্ হরিঃ  
তত ইক্ষমবং মতা গোবর্ধনধরঃ প্রভুঃ । ররক্ষ গোহুলং সর্গং বাতবর্ষমহাভয়ং ॥ ২৬  
গোবিন্দোংভিবিজোহভুং সুরভেঃ পয়সা তদা । স্তভইক্ষোণধাশ্রমাসিভাজপদেবিজ ॥২৭  
ততো রাসোংসবং চক্রে গোপীনাং প্রীতিহেতুকম্ । নন্দকং বাক্ষণাং পাশান্মোচাহিভয়াদপি ॥  
এবমপি শুভা লীলাচক্রে রামোহপি তৎকমঃ । এবং তৌ রেজতুস্তত্র সর্গলোকমনোহরৌ  
রামকৃষ্ণৌ মহোদারৌ শেতশ্রামৌ মহোদারৌ ॥ ২৯

তদ্রুদ্রা নারদাং কংসো বিশেষণে বিজোত্তম । অক্রুরং প্রেরয়ামাস রাজময়িণমুত্তমম্ ॥ ৩০  
ভেনাজগুত্তপাকুরঃ সরথো দ্বিসত্তমঃ । গন্তং প্রচক্রে মে জটুং রামং কৃষ্ণকং গোহুলে ॥ ৩১  
অজ্ঞাতস্তে কেশিমধ্যপ্রবেশং ধরুপাণিণম্ । স কেশী ধরুপেণ জগাম রামকেশবৌ ॥ ৩২  
জঘান কেশিনঃ কৃকৌ বেন কেশব উচ্যতে । হতে কেশিনি কৃকেন নারদঃ কৃষ্ণমাগমং ॥

জগাদ নকলাং বার্তাং কংসেন নিজনস্বধাঃ ॥ ৩৩

গতে চ নারদে তস্যাং সোহক্রুরঃ প্রীতিমোদিতঃ । কৃষ্ণস্ত জগদীশস্ত দর্শনাকাজ্জরা সুধীঃ  
আজ্ঞানঞ্চ তথা কংসং তুল্যভাগৌ বিচিন্তয়ন্ । অনিচ্ছন্নপি কংসো বংকরাজং প্রাপ্যমোদিতঃ  
তস্তান্নিচ্ছন্ পাদাজং কিং প্রাপ্যতি ইতি স্মরন্ ॥ ৩৫

জমাপি কলবদু যুগ্মমকুরোংগাং স গোহুলম্ । প্রণম্য রামং কৃষ্ণকং মহাজ্ঞানঞ্চ সার্বকম্ ॥৩৬  
পরিষত্তঃ পূজিতস্ত তাত্যাং তত্র বিজোত্তম । জগাদ সর্ববৃতাভং স্বচ্ছভাগাবতাং বরঃ ॥৩৭  
নন্দস্ত তং সমাকৰ্য্য কংসেনাকৃতমেব চ । গন্তং নমুপচক্রাম কংসযজ্ঞং মুদাহিতঃ ॥

নানোপায়নসামগ্রী নন্দঃ কংসনিমজ্জিতঃ ॥ ৩৮

কৃষ্ণস্ত গবনং শ্রুত্ব গোপাঃ কৃকহিতাসবঃ । পরিত্রানমুখাঃ সর্গাঃ প্রয়াগেনাকুলা ইব ॥ ৩৯  
মিথস্তা মদ্রয়ামাঃ কুললজ্জাভয়াকুলাঃ । কৃষ্ণপ্রীতিকরং সর্গং গোপনাথস্ত চিন্তয়ন্ ॥ ৪০  
কথং বা মদু জীবেম বিনা কৃষ্ণং হৃদীধরম্ । কিং বো হান্ততিক্রোধানজানীমোহস্তমানসম্  
একদৈব হি সর্গানাং যুত্বরেব নিরুপিতঃ । এবমস্ত বরং সর্গাঃ কৃষ্ণং ধাত্বা স্মিন্নামহে ॥৪২  
ত্রৈলোক্যশরণং কৃকৌ কৃশাকঞ্চ গতির্ভবেৎ । ইত্যাদি মনসা ধাত্বা ন চ ধৈর্য্যমুপাগতাঃ ॥  
কৃষ্ণপ্রমাণকালো হি তাকুা গৈর্যং ঘদীসিতম্ । আকস্মিকং কৃষ্ণভাষাং প্রাণনাথেনিহৌজন্তঃ

ক যাসি কৃষ্ণ হে নাথ তাকৃষ্ণানবলাঃ প্রভো । নোচিৎতব নৈর্দূৰ্য্যং জগৎপ্রাণস্বরূপিণঃ ॥  
অমৃত্যু হি বয়ং সৰ্গী ভবতৈব কৃতাঃ পুত্রা । কথমদ্য তু তাঃ সৰ্গী বিবীয়েত মৃত্যুইব ॥ ৪৬  
এবং তা কদম্বীঃ সৰ্গীঃ কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ । দদৰ্শ দীৰ্ঘরা দৃষ্ট্যা ঐশ্বর্যবিব বৈ চিত্রম্ ॥ ৪৭  
তাস্ত দৃষ্টাউদৈবেহ তুগা এব হি মেনিরে । কৃষ্ণো হৃদ্যাকমেবেতি ভগবকেপ্তিতাপ্রমাঃ ॥ ৪৮  
কৃষ্ণস্ত চরিতং বিশ্রুত্বৈবমপি যোগিনাম্ । যেন গোপাঃ স্ফুদ্দৃষ্টো চিত্রঃ স্খলীণিতাঃ কৃতাঃ

ভক্তামৃত্যু ইব প্রাণান্ স্বচ্ছন্দং ধারয়ন্তি হি ॥ ৪৯

এবং ঐশ্বর্য্য তাঃ কৃষ্ণঃ সহ ব্রাহ্মেণ সন্তমঃ । অতুরথবাক্রহ মথুরাং সায়মাপ্তবান্ ॥ ৫০  
নন্দাদ্যা গোপপুত্রবাত্তুল্লকোপবনে যিজ । অতুরো ভবনং প্রায়াং কৃষ্ণার্মো ভতঃ পরম্ ॥  
রাজবজ্রানি গচ্ছন্তো নিহতা ব্রজকং প্রভুঃ । পরিধায় সুবাসানি কুজানুগ্রহকৃৎ ভদা ॥ ৫২  
গন্ধানুলিঙ্গসৰ্গীন্দো সূদামসগৃবিভূষিতো । কংসস্ত মস্ত্রিতং চাপং পৌরদর্শিতমাক্রহং ॥ ৫৩  
ততস্তো চাপখণ্ডাত্যাং নিহত্য চাপরক্ষকান্ । প্রণেমভুঃ সমাগত্য মল্লাদীন্ বিজয়ন্তম ॥ ৫৪  
কনোহংকুরাং কৃষ্ণার্মো অত্মারতো স্ততিজয়ং । প্রাপ্তঃ সৰ্গীন্সমমাহুৰবন্ধা শৌরিংদেবকীন্  
মল্লাদীন্ হাপয়মান মরুৎপে মহাবলান্ । মঞ্চং স্তূজমাহুহ সানিচৰ্শকরঃ হিতঃ ॥ ৫৬  
কৃষ্ণার্মো বলোৎ কঠো রত্নধারি সমাহিতে । হস্তা কুবল্যাপীড়ং মল্লং চাপ্রনামকম্ ।

জঘান কৃষ্ণো রামস্ত মুষ্টিকং মল্লমুত্তমম্ ॥ ৫৭

তো মল্লঘাতকো দেবো মরুত্ভাতিতো ভূতো । নৃতাত্তো চ হস্ততো চ নদুপে উগ্রসেমজঃ ॥  
কৃষ্ণস্ত মঞ্চমাক্রহ নীহা কংসকহাদসিম্ । বামেদন পানিনা কেশং ধৃত্বা চ বহুমননঃ ।

কংসানিনৈব কংসস্ত সাক্রীটং শিরোহহনং ॥ ৫৯

কংসস্তদ্বাস্তিরঃ পেতে নালংভাক্ৰেব পঙ্কজম্ । কংসস্ত তেজঃ কৃষ্ণংগাংসর্গে মুমুদিরেতদা  
পিতরো মোক্ষদামাস পূর্য্যং কংসপ্রপীড়িতো । নন্দাদ্যা স্তাতসৰ্গীর্গা বসুদেবেন পুজিতাঃ ॥  
যযুঃ স্বং স্বং হস্তং সর্গে কৃষ্ণার্মো চ সংস্রতো । শাস্ত্রাপ্যপঠতাং কালেনান্নেনৈবাবিলানি তো  
ভতঃ কংসস্ত বশুরো জরাসন্ধো মহাবলঃ । মথুরাশাপমদৃ যোদ্ধুং কৃষ্ণার্মো মহাবলো ॥ ৬১ -  
প্রাণ্য স্বর্গগতো বিবো রথো রামজনাবর্দনো । যুধাতে জরাসন্ধবলেন ভূরিভূরিণা ॥ ৬৪  
নাশনামসভুঃ সেনা ভূমো ভূমো বলাচূতো । আশ্রাতঃ কালয়বনো মাগবন্ত প্রিয়ার্ধকঃ ॥ ৬৫  
সিকুম্বো ভদা কৃষ্ণো বারিকঃ নির্ধমে পুরীম্ । তত্র সৰ্গীন্ যাদবাদীন্ হাপয়িত্বাবলাবিতান্  
মথুরায় বিসির্গত্য পলায্য দিমিষেণ তু । সুগম্যমানঃ কালার্মো পুর্যাং কাপি হনীয়ত ॥  
ভজানীশুচুকুলাখ্যো রাজা সূর্য্যকুলোত্তবঃ । দেবদত্তবরদাপো ববনেন প্রাবোদিতঃ ।

যবনং ভাস্ত্র বিদগ্ধে দর্শনাদেব তৎক্ষণাৎ ॥ ৬৮

যবন ভাস্ত্রাদৃভূতে মুচুকুন্দবরপ্রদঃ । অন্তর্দ্বার যযৌ কৃষ্ণো বারিকঃ স্ত্রিয়ান্ পুরীম্ ॥ ৬৯

ইতি বৃহদ্রথপু্রাণে উত্তরখণ্ডে কংসাদিবিধনং নাম সপ্তদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

## অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাল উবাচ ।

বারিকার্যং বসন্ত কৃকো রুগ্নিগাংস্ত স্বয়ংবরম্ । সমাকৰ্য্য তত্র গতা রুগ্নিগীং প্রাপ্তুমিচ্ছতীম্ ।

অহাং ভীষকসুতাং শিশুপালাদিহৰ্পহা ॥ ১

তস্তাং ন জনন্যামান প্রহ্মায় নাম সুন্দরম্ । তস্ত পুত্রো মহাবাহরনিরুদ্ধ উষাপতিঃ ॥ ২

ততঃ প্রাপ সত্যভামাং তথা জাম্ববতীমপি । সজ্জাজিন্নাম সূর্য্যস্ত নখা প্রাপ্য হরৈর্মণিম্ ॥ ৩

স্বমভ্যাপ্য স্বভগং বারিকার্যং সমাসয়ৎ । দিনে দিনে স্বর্ণভারানঠো বঃ স্বজতি বিজ ॥ ৪

তত নীড়া মণিং তস্ত ভাতা নাম প্রসেনকঃ । বনে ভ্রমন্ সিংহহতো সমরং ন চ কেশরী ॥ ৫

মণিহেতোহতো দৈবান্দ ভল্লজাম্ববতা বলাৎ । প্রসেনং হতবান্ কৃকো মণিলোভাদিভিষ্কতিঃ

জাতা জনৈশ্চ তচ্ছূহা কৃকঃ সাত্ৰো বিকল্যবঃ । প্রসেনবত্ৰান্না গত্য প্রবিশে বিলং তদা ।

শুভ্রাব বচনং সূর্য্যজ্ঞাম্ববৎকিন্দরীমুখাং ॥ ৭

সিহঃ প্রসেনমবধীং সিংহো জাম্ববতা হতঃ । সুকুমারক মা রৌদ্রীকব হেব স্যামভকঃ ॥ ৮

ঋত্বাভিক্রত্য ভগবান্ মণিমাচ্ছিত্য তৎকরাং । প্রতিগচ্ছতি দাস্তান্ত রোদনাজ্জাম্ববান্ স্বয়ম্

ঋগত্য যুগ্মে কৃকং বাহভির্দ্বিনান্ বহ্ন । পরাজিতো জাম্ববাংস্ত জ্ঞাতা তং জানকীপতিম্

পুত্রমিহা সুতাং বত্না প্রদর্শো বোভুকং মণিম্ ॥ ১০

কৃকো জাম্ববতীং প্রাপ্য মণিঞ্চাপি স্তমভকম্ । বারিকামেতা প্রদর্শো মণি সজ্জাজিতোবশঃ

সজ্জাজিতো মণি প্রাপ্যলজ্জিতোনগৃহীতবান্ । অধেঃ প্রমাত্ত্বৈং স্বসুতাংতমৈসত্যবতীংদর্শো

এব ভগবতা তেন প্রাপ্তং পত্নীবরং বিজ । কালিন্দীং সূর্য্যভময়াং পত্নীকীং ন লব্ধবান্ ॥ ১৩

তথা সায়জিতীং প্রাপ্তো জিতাং লগ্নবৃষাপণাম্ । ইত্যাদ্যা মহিবীরষ্ট মহত্মাপি চ বোড়শ ।

শতঞ্চাপি চ পত্নীনাম প্রাপ কৃকো মহাগৃহী ॥ ১৪

ভাবনুষ্টিগৃহৈকর্ঘ্যো রমে যোগবলেধরঃ । ভাস্থ পুত্রাদি বহলং পরিবারলহলকম্ ॥

জনমিতা সুখং রমে গৃহধর্ম্মান্ নিদর্শয়ন্ ॥ ১৫

সর্ক্যাপি স্বর্ণমব্যাপি সমাহৃত্য বসুধঃ । স্বর্ধামাখ্যাং সত্যং কৃষা রাজরাজেশ্বরো বর্ভো ॥ ১৬

পক্যানাং পাণ্ডুপুত্রাণাং সদা ধীতিকরঃ প্রভুঃ । বোধিত্তিরে রাজসুয়ে শিশুপালং জযাম হ ॥ ১৭

ততো ভয়ে নৌতপতি শাশং চৈত্যসখং রিপুম্ । ভূষাচ্ছনস্ত যন্তা চ হবা দুৰ্য্যোধনাদিকান্

পৌণ্ড্রকং কাশিরাজকং দস্তবকং নিহত্য চ । জহার ধরণীভারং লীলয়া মানবাকৃতিঃ ॥ ১৯

ততো বহুকলং সর্ক্যং মহাভূভাররপকম্ । ব্রহ্মশাপচ্ছলেনৈব সংহতাস্ত্রবশঃ প্রভুঃ ।

স্বর্গোক্তং প্রাবিশদ্বর্ধান্ স্থাপয়িত্বা স্বয়ংকৃতান্ ॥ ২০

এবং ন পুণ্যচরিতো দেবদেবো জনার্দনঃ । স্ববভীর্ধ্য কর্ণো কালে বর্ধমানঃস্থাপকো বিজ ।

অনুস্মতোংতোংস্মৃতিতো নৃণাং মহতি কল্যায়ম্ ॥ ২১

তন্নিবৃ যাতো নিম্নং লোকং কলিঃ ঐশ্বর্যবানভুং । লোকান্ত ভূতা অলসাবধৰ্ম্মা অল্লজীবিনঃ ॥

হিংসাশাঠ্যদন্তকোপমাংসর্ঘ্যপাপসংযুতাঃ ॥ ২২

শৃণু তেষাং কলিভুবাং চরিতানি নৃপাং যুনে ॥ ২৩

ইতি বৃহদ্বর্ষপুরাণে উত্তরখণ্ডে ঐকৃৎস্নীলাবৰ্ণনং নামাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

## একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাল উবাচ ।

শৃণু তত্র যে ধৰ্ম্মা যুনিভিঃ কথিতাঃ পুরা ॥১

ভগঃ পরং সত্যধুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানযুতাতে । বাপরে দানমেবৈকং কর্ণো দানং তথা বতম্ ॥

কর্নোগুণে মহাঘোরে কৃকে কৃকৃৎস্নাগতে । সর্ক্রে বর্ণা আশ্রমাস্ত্র ব্যাজবর্ষপরায়ণাঃ ॥ ৩

তদা সংক্ষিপ্যতে সত্যং অলসায়ুত্তদা নৃপাম্ । বিদ্যাহীনো বুদ্ধিহীনো লোভক্রোধপরায়ণাঃ ॥৪

সর্ক্রে নরা ভবিষ্যন্তি ক্ষুধাকামপরায়ণাঃ । বাহুবৈর ভবিষ্যন্তি পরম্পরবৈশম্যবঃ ॥ ৫

ভবিষ্যন্ত্যসুমা হীনা হীনা উত্তমতাং নভাঃ । ভাৰ্য্যামিত্রাস্ত্র পুরুষা ভবিষ্যন্তি কর্ণো যুগে ॥ ৬

ভবিষ্যন্তল্লসলিলা মেঘা নভাঃ সরাসি চ । অল্লকীরাত্তথা গাভো বৃক্সা অল্লকলাত্তথা ॥ ৭

রাজানো হল্লদানাস্ত্র নরা অল্লায়ুত্তথা । ব্রাহ্মণা অল্লবেদান্ত্র ক্ষত্রাদিধর্ম্মজীবিনঃ ॥ ৮

ব্যতিচাররতা নার্যো হৃর্গুণা গুরুদ্বিভাঃ । শূদ্রা ধর্ম্মানু বদিস্যন্তি পুরাণশ্লোকপাঠকাঃ ॥ ৯

ব্যাপ্যাত্তন্তি পুরাণাধীন শূদ্রাঃ শ্রোষ্যন্তি চাপরে । ব্রাহ্মণানুপাঠসিধ্যান্তিশাস্ত্রংব্যাকরণাদিকম্

এতেন্ত্র কর্ণভিঃ শৌত্রৈস্ত্রাহ্মণা হতভেজসঃ । লপ্যন্তে হ্যাস্ত্রবাতিত্বং শূদ্রা মরকমক্ষয়ম্ ॥১১

পাণ্ডবধর্ম্মৈবহিতৈর্বৈধর্ম্মাঃ কর্ণো যুগে । সমাচ্ছন্ন ভবিষ্যন্তি তপোবানীসনা ইব ॥ ১২

কল্লসিধ্যন্তি শাস্ত্রাণি শ্ববুধ্যা দেবতা অপি । ভ্যাক্যন্তি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি নিন্দসিধ্যন্তি তাস্ত্রপি ॥

শাস্ত্রংপ্রাকৃতভাষাভিঃ কল্লসিধ্যা হশাস্ত্রতঃ । ধর্ম্মভাবানু বদিস্যন্তি শূদ্রা মৎসরচেতসঃ ॥ ১৪

অশাস্ত্রকল্লিতং দেবং পূজসিধ্যা চ নিশ্চিন্তাম্ । ভ্যাক্ষণকৃক্সাদিনামানি তং গাস্ত্রন্ত্যেবমিশ্চিতম্

যবনৈন্তেত পায়তৈঃ স্বধর্ম্মো মাশসিধ্যতে । কর্ণো নরা ভবিষ্যন্তি ভগলিন্বেপজীবিনঃ ১৬

অর্ধলোভাসদন্ত্যস্ত্র মদ্রানু শাস্ত্রন্তি বেশিনঃ । অন্তঃশঠা মহাক্রুরা পরত্ৰব্যাত্তিলিঙ্গবঃ ॥ ১৭

ত্রযন্তে বৈকবৈবৈশৈবাজসিধ্যাস্ত্রসজ্জনানু ॥ ১৮

পুরাণাধবিদ্যাং সাহুসীজ্ঞানাক্ষ বিজ্ঞমদ্রানু । দেবভাষেবকান্তে বৈ মেঘসিধ্যন্তি সর্ক্রেদা ॥ ১৯

ভ্যক্তে কৃক্সেন ভুগুণে বোদ্ধাঃ কেচিদিদৃবকাঃ । স্বমতং স্থাপসিধ্যন্তি সর্ক্রেধর্ম্মবহিত্তম্ ॥ ২০

তদা পুরাণে সর্ক্রেস্মিনু সর্ক্রেস্মিনু চ সর্ক্রেণঃ । বিতেদেদু তদা হুংবাধুরোদমানা সরস্বতী ॥ ২১

তস্তা হি হুংবশাভ্যর্থং নিবেদ বিক্লুত ভূতলে । আচাৰ্য্যোপাধিগোষ্ঠীয়াস্ত্র কৃত্রাপ্যভসিধ্যতঃ

বিকোরাচাৰ্য্যস্পষ্ট লা চ ভাৰ্য্য ভবিষ্যন্তি । আচাৰ্য্যঃ শব্দগাথো হি কৃত্রা নদ্র্যাসমাস্ত্রম্

উ ৬ বৌদ্ধসংঘস্ত নৈমায়িকমতেন হ । নিবারণিয়াত্তি বলাৎ তে মরিয়াত্তি দাহিতাঃ ॥

নিবৰ্ণ্য ততোবোদ্ধানাত্যৰ্যঃশঙ্করঃস্বয়ম্ । দেবতানাং স্তবান্ দিব্যান্ কবচানিকরিয়াতি  
দৰ্শনানাঞ্চ ভক্তদান্ গ্রহ্ণানপি করিয়াতি । মৃতসঞ্জীবনীং বিদ্যাং সমাপ্রিত্য পুনঃপুনঃ ॥ ২৬  
ভিন্নভিন্নশরীরৈস্ত কাব্যাকরণাদিকান্ । করিয়াত্তি স্তবান্ গ্রহ্ণান্ পুণ্যাংস্ত পঠতাং নৃণাম্  
আচার্যোৰ্যো বদা পুথ্যাং তাক্ষ্যতঃকিল বৈ ভক্তঃ । ভবিষ্যতিকলিত্বৈলোক্যমানাস্তহ্যারকঃ  
ততঃ অরিত্য বৰ্ণস্ত হানিক্রতোত্তরোত্তরা । এতদ্বিজ্ঞান যন্তাবৎ কলেশ্চরিতমভূতম্ ॥ ২৯  
হরো নারায়ণে ভক্তিং করিয়াত্তি মহামতিঃ । ন এব কলিদোষেণ ভাক্তো ভারং পরং ব্রজ্যং  
কলৌ লোকা ভবিষ্যন্তিসদাৰ্থতরো বিজ্ঞ । গুহ্যং শিবাঃ পতিংভার্য্যঃ পিতরৌ চ সূতাদয়ঃ  
অবমংস্তত্তি সত্তত্তং দুৰ্লভোভিবিষোপমৈঃ ॥ ৩১

ধ্বংস পিতৃনাশৈব শাস্তিকা মংসরা অপি । সাধুশৈবাবমংস্তত্তি তমহং কলিক্লিষ্টম্ ॥৩২  
দীর্ঘাকাগাঃ ত্রিরং সর্কী দন্তরা বা বিবর্ণিকাঃ । ধর্মী বা ক্রোধবহলা হ্রীঃ জ্বীলক্ষণাঃ কলৌ  
ব্রাহ্মণস্ত শ্রামবর্ণী দন্তরাঃ ক্ষীণদেহিনঃ । শঠত্বলক্ষণা বিপ্রা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৩৪  
শূদ্রা অভ্যন্তগোব্রাহ্মণা অশ্মশ্রুধরাশ্রুতা । দন্তরাশ্চ বিশেষেণ ভবেয়ুঃ শঠলক্ষণাঃ ॥ ৩৫  
বুজা নিম্নদৃশৈব দীর্ঘজজ্ঞা মহোদরাঃ । বহ্নাহারাঃ সদাদন্তাঃ কলৌ বর্ণা বিজ্ঞোত্তম ॥৩৬  
দুর্ভগা উচ্চলাভাশ্চ ত্রিয়োমুভববা অপি । দুর্লভ্যাবদনাঃ সর্কী ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৩৭  
এবংভূতে কলৌবিপ্র দেবাস্ত্যাক্ষ্যন্তি ভূতলম্ । ব্রাহ্মণা যাদকত্রব্যং ভোক্ষ্যন্তিভ্যক্তবেদকাঃ  
পৃথিবী স্বল্পশস্তা চ কুণ্ডিতা চ দিনে দিনে । ভবিষ্যন্তি তদা পাবঃ স্বল্পদোহাঃ পরোহল্লিকাঃ  
নরাণাং মৃত্যুকালস্ত নিয়মো ন ভবিষ্যতি । লষ্টাপ্রমা আশ্রমিপো,ভবিষ্যন্তি বিজ্ঞোত্তম ৪০  
অগ্ৰবর্ণাশ্রমৈশ্চৈকৈরন্তেচষ্টিষ্যন্তি লোভিনঃ । তাক্ষ্যন্ত্যাদৌ প্রাম্যদেবাস্ততো গঙ্গা চ ভ্যাক্ষ্যন্তি  
ততো বিপ্রাশ্চ ভ্যাক্ষ্যন্তি তুলনীবিবসংযুতাঃ । ততস্ত্যাক্ষ্যন্তি শাস্ত্রাণি পুরাণাদীনি সর্কশঃ ॥  
ততস্ত্যাক্ষ্যন্তি বৈ বর্ণা বনশস্ত বলাং সদা । দেবাস্ত্যাক্ষ্যন্তি পৃথিবীং স্লেচ্ছমাজসমাহৃতাম্ ॥৪৩  
ততো ভবেদনাহৃষ্টিরিতিবৃষ্টিঃ পুনঃপুনঃ । পরম্পরবিবরোধেন তে মরিষ্যন্তি সর্কশঃ ॥ ৪৪  
ততো হরিঃ স্বয়ং দেবঃ কন্ধিনামা ভবিষ্যতি । সর্কান্নস্নেচ্ছান্ বলাহ্বয়াহ্বজ্ঞর্দানং করিয়াতি  
ততঃ পৃথী পূর্কজীর্ণা দন্ধগোময়পিণ্ডবৎ । বান্ধবায়ুক্ষীণভূতা জলে ময়া ভবিষ্যতি ॥ ৪৬  
ততঃ পুনঃ সত্যযুগং সষ্ট্যর্থক্ভ ভবিষ্যতি । তদাসর্কঃ ভবেদ্বিপ্র পুনঃ পূর্কবেশেব হি ॥ ৪৭  
ইতি তে কথিতা বিপ্র কলিধর্ম্মা ভয়াবহাঃ ॥ ৪৮

বত্র গোবিন্দনামানি ভয়হারীনি সর্কদা । কলিং দোষনিধিকাণি পুঞ্জয়ন্ত গতাংগণাঃ ॥ ৪৯  
বত্র সঙ্গীর্ভিনেনৈব সর্কঃ স্বার্থোপলভ্যাতে । অশ্বমেধাদিভুল্যক্ভ নাম বজ্র হরৈর্ভূতম্ ॥ ৫০

সর্কপ্রায়শ্চিত্তরূপং পরমং কর্বোচনম্ ॥ ৫১

ইতি বৃহৎসংখ্যাপুরাণে উত্তরখণ্ডে কলিধর্ম্মকথনং নামকোনবিংশোঃধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

## বিংশোহধ্যায়ঃ

জাবালিবচ ।

কলিধৰ্ম্মাণি লোকেষু ব্রহ্মহত্যাदिपापवत् । त्वदन्य महाभाग पापमन्त्रवर्जितः ॥ १

ব্যাস উবাচ ।

ব্রহ্মহত্যা হ্রাপানং স্তেরং তুর্লভনামঃ । মহাশ্চি পাভকাত্ৰাহন্তংনংসর্গী চ পঞ্চমঃ ॥ ২  
এবঞ্চং পাভকাদীনি ত্রীগোহত্যাदि कथाते । শূদ্রাণাং ব্রাহ্মণীসঙ্গে মহাপাতকউচ্যতে ॥  
ন শূদ্রাণাং হ্রাপানং মহাপাতক উচ্যতে । ব্রাহ্মণেষু ব্রাহ্মণমন্ত ব্রহ্মহত্যৈব নীরতে ॥ ৪  
সম্ভ্রান্তানামসন্মানং বধ এবহি গীরতে । পুরাণশ্লোকপাঠন্ত শূদ্রাণাং ব্রহ্মঘাতনম্ ॥ ৫  
অদৃষ্টাশাস্ত্রকথনং ব্রহ্মহত্যৈব গীরতে । দেবানাং তেদনিম্নে চ দেবতাবধ উচ্যতে ।

আত্মহত্যা হি না শ্রোতা জাবালে নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ৬

শ্লোকঃ পরকৃতং যন্ত স্বকৃতং হি বদেৎ কুধীঃ । হ্রাপ ইতি স শ্রোতো বাস্তবী চ সউচ্যতে  
পরেণ বিহিতং কৰ্ম্ম স্বকৰ্ম্মেতি বদেচ্চ যঃ । স উচ্যতে ব্রহ্মঘাতী মহানারকনারকী ॥ ৮  
শাস্ত্রার্থমন্তথা যন্ত ব্যাখ্যায়তি স্মন্যবীঃ । স চাপি ব্রহ্মহত্যায়ঃ পাতকী পরিশীমতে ॥ ৯  
যঃ পুরাণেষু চার্বেষু স্বয়ং শ্লোকাদি কল্পয়েৎ । স চাপি ব্রহ্মহত্যায়ঃ পাতকী পরিশীমতে ।

পরকীৰ্ত্তিবিশৌখী যঃ স চ স্তাদ্ভ্রহ্মঘাতকঃ ॥ ১০

পরাপকারকৰ্ম্মাদৌ যৌ হস্তা স্তাৎ কুধীৰ্জমঃ । স এবাধৰ্ম্মবহনৌ যুগং তস্ত ন দৃশ্যতে ॥ ১১  
কৰ্ত্তব্যো পুণ্যকৰ্য্যৌ তু পরেণ যৌ বিরোধয়েৎ । ব্রহ্মঘাতী স বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মবেষকরন্তথা ॥ ১২  
ভুঞ্জানং যন্ত বৈ জঙ্ঘং বিরোধয়তি পাপধীঃ । স এবাস্ত্রবিষাতস্ত কলমারোহিতি পাপকৃৎ ॥ ১৩  
আলাপাঙ্গীভ্রমং স্পর্শাশ্রিষামাং সহভোজনায়ং । একযানান্নাত্ম্যাক পাণং সংক্রমতে নৃণাম্  
সংসর্গৌ বাঘনন্তেব তথা চ বাবনৌ তথা । হ্রাতুল্যং স্বয়ং শ্রোতং যবনায়ং ততোঃখিতম্ ১৫  
এবমেবাপমন্তব্যা ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মা মহায়ুনে । যৎপৃষ্টং ভবতা সৰ্বং শ্রোতং তে তস্ময় যুনে ॥ ১৬  
যং কৃতম্ ময়া পূর্বে বৃহত্বর্ষপুরাণকম্ । শ্রেষ্ঠং হ্যাপুরাণানাং তজ সৰ্বং প্রকাশিতম্ ॥ ১৭  
ইদং শ্রোতব্যমমলং মেঘং পাঠ্যক সৰ্কলা । ইদং পাপহরং পুণ্যমিদং যোক্তন্ত নাথমম্ ॥ ১৮

নাতঃ পরতরং শুভং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥ ১৯

মহাপুরাণে সৰ্কস্মিন্ ত্রিমত্ৰাপবতং যথা । তথা হ্যাপুরাণেষু ইদমেব কৃতং ময়া ॥ ২০

সূত উবাচ ।

ইদং বদনু স জাবালিঃ স্যং প্রত্যাশ্রুতবানিদম্ । ব্যাসঃ পরমধৰ্ম্মাত্মা সৰ্কধৰ্ম্মবিদাং বরঃ ২১

ব্যাস উবাচ ।

বৎস সূত মহাভাগ ঐতরেয়ং ব্রহ্মবিলম্ । নাওঋত্বজনারৈতদ্ব্যক্তব্যং তে কচাচন ॥ ২২  
গোপনীয়মিদং শাস্ত্রং ব্রহ্মজ্ঞানোপলভকম্ । লোমহৰ্ষণনামা চ পিতা তব ভবিষ্যতি ॥ ২৩  
ন মে শিষ্যঃ পুরাণজো বৃহৎপদপঞ্চমোমতঃ । তস্ত পুত্রো তবানু শাস্ত্রোমোংপি মমসৰ্কণা  
বৃহত্বর্ষপুরাণঞ্চ বসিততং স্বকরি ॥ ২৪

হৃত উবাচ ।

ইত্যাঙ্কো বাঃ তথা ব্যাসো জাবালি ঐত্যাচ সঃ ॥ ২৫

ব্যাস উবাচ ।

গচ্ছ বৎস মহাত্মাণ জাবালে শিবাসংযুজঃ । অহং শ্রমামি বিবেশাং ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ২৬

হৃত উবাচ ।

ইত্যাঙ্কো ভরুণা বিপ্রো জাবালির্মুনিমন্তমঃ । ব্যাসং প্রণম্য ভক্ত্যা চ বরো দিবৈর্বথেষুমা ॥

মহা বঃ কথিতং সৰ্ব্বং বদনীতং বধামতি । ভবতিগৌপ্যমেবৈতন্ম্ ব্যাসস্ত বচনং বধা ॥ ২৮

ইতি বৃহদ্রত্নপুরাণে উত্তরপৰ্বে বিংশোঃধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

### একবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

হৃত উবাচ ।

ইদং বঃ কথিতং বিপ্রোঃ পুরাণং বর্ষনামকম্ । বৃহদ্রত্নপুরাণং যং কথ্যতে মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥ ১

ইদং পাপহরং পুণ্যং যশস্তং ধনবর্দ্ধনম্ । পঠেদা শৃণুহ্যবাপি সৰ্বপাপিণঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২

ইদমষ্টোত্তরশতং শ্রুতং বা পঠিতং কিম্ । অর্থমেবকলং দত্তে কনিকালেহপি সুহুরাঃ ॥ ৩

অবজ্ঞাং দিবসং তুৰ্য্যাং শ্লোকমেকং পঠন্নপি ॥ ৪

ইদং হি বৈকল্যং শাস্ত্রং নৈবং শাস্ত্রং তথৈব চ । সাংখ্যযোগঃ পরমৈক্যং সাক্ষাৎজ্ঞানদংবিজ

বাচস্পেদ ব্রাহ্মণদ্বারা ব্যাখ্যাতং শৃণুহাদপি । অহং হ্যপপুরাণৈকঃ শ্রীমদ্বৈতাগবতং বধা ॥ ৬

কালাকালবিচারস্ত নাত্যস্ত শ্রবণাদিহু । অশুশ্রুতস্তত্ৰ দেবভেদনকরং তথা ॥

ন প্রাবরেদিসং শাস্ত্রং পরমজ্ঞানদায়কম্ ॥ ৭

দেব্যা বভূবিসং পূৰ্ণং ব্রহ্মাদিত্যন্ততঃ পরম্ । নারদঃ কথয়ামাস ব্যাসান্নামিতভেজসে ॥ ৮

ব্যাসকঙ্কে শ্লোকবদ্ধং ভতোহহং শ্রুতবানিহু । ময়া তং কথিতকেশং বৃহত্তাং হি বধামতি

ইদং লেখ্যং পূজ্যং রক্ষণীয়ং গৃহে তথা ॥ ১০

হুৰ্গৌলসেব তথা পুণ্যে দিবসেখিতরেহু চ । বৃহদ্রত্নপুরাণাখ্যং শৃণুহাদক্ষিণাঙ্কমঃ ॥ ১১

গঙ্গাতীরে পুণ্যতীর্থে শিববিক্রমসে তথা । সাধুনাং সঙ্গমে চৈব পঠেদেতচ্চুচিবিভঃ ॥ ১২

এতৎপাঠস্ত সময়ে যন্ত তুৰ্য্যাং কথাস্তরম্ । স তুৰ্য্যাহব্রহ্মহত্যারাঃ প্রায়শ্চিত্তং বিপ্রক্লে ॥ ১৩

ইতি বঃ কথিতং সৰ্ব্বং যং পুটোহহমিহাস্মি বঃ । বেন সংসারহুপারসমুদ্রো গোপদীতবেৎ ॥

স্বৰ্ণং ভিত্তং বৈ বিপ্রোঃ কালে বর্ধত বারিধাঃ । ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য প্রতিধামিবিধাগতম্ ॥

ইতি বৃহদ্রত্নপুরাণে উত্তরপৰ্বে একবিংশোঃধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥



সুখপুসিদ্ধং বৃহদ্রত্নপুরাণম্ ।

। ৩: ৫

Babu Jagadish Chandro Bhattacharj  
Sarail Managary office  
Sarail P O Tipperah.

# বহুদ্রম্যপুরাণ ।

পূর্বখণ্ড ।

প্রথম অধ্যায় ।

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী, সরস্বতী এবং বেদব্যাসকে সমস্তার করিয়া জগৎগ্রন্থ পাঠ করিবে ।

জগৎপ্রাপ্ত পুরুষদেব বিহুস অত্যাশ্চর্য্য বরণ্য জ্যোতিকে আশ্রয় গ্রহণ করি, সেই জ্যোতি আশ্রয়দেবের চেষ্টা ও বুদ্ধিকে স্বকার্য্যে নিযুক্ত করুন । \* নির্মল পবিত্র, নাহু-  
সেবিত মৈমিব ক্ষেত্র ; সুগন্ধ সুস্বাদু সসীরণ বহিভেদে, বিবিধ তরুভা, নানাবিধ  
পুষ্পরাজি নৈমিষারণ্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে ; মধুর, কোকিল, হংস, অস্তিত  
পক্ষিবৃন্দ এবং অগ্নিকুলের কুমল-গুণনে চতুর্দিক পরিব্যাপ্ত ; গো, মৃগ প্রভৃতি এবং  
শান্তভাবাপন্ন ব্যাঘ্রাদি পশুগণে পরিবৃত সেই পবিত্র অরণ্যে, দীর্ঘকালনাথ্য যজ্ঞ-পরায়ণ  
অবলরাজ্যে রবিগণের সুরীপে, সূত, বদুচ্ছায়ে বহুরিকাজম হইতে সমাগত হইলেন ।  
দীর্ঘ-যজ্ঞ-পরায়ণ শৌনকাদি রবিবৃন্দ, সূতকে সমাগত দেবিতা আগত প্রমপান্য ও  
অশ্বিন প্রদানাদি দ্বারা অর্জনা করিলেন । আর পৌরাণিকোত্তম মহাত্মা সূতকে বলিলেন,  
হে রোমহর্ষণ-নন্দন সূত । তোমার এই আগমন কোন্ হাম হইতে ? দেবিতোহি, তোমার  
মুখপদ্ম সুপ্রসন্ন ; ইহাতে বিবেচনা করি, সম্প্রতি বেদব্যাসের দিকট হইতে আসিতেছ ;  
হে মহামতে ! বসি তাহা হয়, তবে, ব্যাসোক্ত পবিত্র পুরাণকথা কীর্তন কর । পরায়ণ-

\* এই শ্লোকের অর্থম্বে প্রণব ও ব্যাহিত্যর এবং পৌর্বে প্রণব বর্জন্য ; আর  
ইহার অর্থ গায়ত্রীর তুল্য ; অতএব এই শ্লোক গায়ত্রীরই প্রপাত্ত ।



নন্দন, বদরিকাজনে কোন্ কথা কীৰ্ত্তন করিয়াছেন ? ওখায় শ্রোতাই বা কে ছিলেন ? যদি শুনিয়া থাক, তবে আশুপূৰ্ণাক্ষে তৎসমস্ত কীৰ্ত্তন কর। সূত বলিলেন, আপনাদিগকে মনস্কর, আমি সত্য সত্যই আপনাদিগের নিকটে বদরিকাজন হইতে আনিতেছি; ওখায় পবিত্র পুরাণকথা শুনিয়াছি। হে বিজয় ! ব্যাসদেব, জীবাত্মিকত্ব জিজ্ঞাসিত হইয়া ধৰ্ম্মার্থময় কথা কীৰ্ত্তন করেন, শ্রোতা ছিলেন মুনিগণ; আমিও শ্রোতা ছিলাম। পবিত্র ধৰ্ম্মপুরাণ বলিতে তিনি আরম্ভ করেন। ইতিহাসের সহিত সকল ধৰ্ম্মকথাই তাহাতে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে, আমরা তাহা শুনিয়াছি। সামান্ত ও বিশেষ ঐক্যের চতুর্ভুজ-ধৰ্ম্ম কথিত হইয়াছে। ধৰ্ম্মপ্রশংসা, সত্যাদি ভেদে নানাধিকার ধৰ্ম্মাদি কীৰ্ত্তন, গুণ নির্দেশ, মাতাপিতৃভোজ, ভীৰ্ণ, বেশ এবং ক্ষেত্র এই সকল বিষয়ের কথা, নানাধিকার দেবপূজা-প্রণালী, তিথিমাহাত্ম্য, মানাদি সময় ভেদে তিথির বিশেষ বিষয়, ধৰ্ম্মজনক পুরাণ উপপুরাণাদি কীৰ্ত্তন, গোব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, গুণজৈমিনিসংবাদ, যজ্ঞক্ৰিয়াদি, অত্মদয়কারক, ব্রহ্ম-বিজ্ঞ-মহেশ্বরের পবিত্র কথা! এবং জ্যোতি-বর্ণনা—এই সব কথিত হইয়াছে, আমিও তাহা শুনিয়াছি। গঙ্গার পবিত্র প্রসঙ্গ প্রথমে শুনিয়াছি। সৰ্ব্বধর্ম্মের কারণ পরম পাবন রামায়ণও গুণ সংক্ষেপে বলিয়াছেন, তাহাও শুনিয়াছি। হে বিজয় ! গুণদেব দ্বারা করিয়া আমাকে সেই পুরাণ অৰ্পণপূর্বক বলেন, “এই সূতই সৰ্ব্বজ্ঞ এই পুরাণের বক্তা হইবে।” ঋষিগণ বলিলেন, সূত ! সূত ! হে মহাত্মা ! হে বজ্রধর ! আমাদিগকে বল—যে কথা ব্যাসদেব জীবাত্মিকে বলিয়াছিলেন। আমরা প্রবণাভিলাষী হইয়াছি। আমরা এই মহাযজ্ঞে ব্যাপ্ত হইয়া জাবিতেছিলাম, অনেক অবসর, ক্লান্তি কালযোগন করা যায় অথচ বুঝা কালক্ষেপ না হয়—এমন সময়ে তুমি এই স্থানে আসিয়াছ, তবে, হে ভাত সূত ! সেই ধৰ্ম্মপুরাণ কীৰ্ত্তন কর; তুমি পুরাণজ, ধীর, বক্তা এবং বুদ্ধিমান। সূত বলিতে লাগিলেন, ভগোনিষ্ঠ, বীতরাগ, অমিতভেদজা, ধীমান কবি, মুনিশ্রেষ্ঠ—গুণ বেদব্যাসকে বলস্বাক্ষর। যিনি মুনিগণকে ধৰ্ম্মশাস্ত্র পড়াইতেছেন, যিনি নানা পুরাণকর্তা, সূর্য্যভূত্যা সূতভজা সেই বৈদেব্যাসস্মরণ ধৰ্ম্মবেত্তৃধর, জটাকলাপ-শোভিত, প্রসন্নাত্ম কৃষ্ণ-বৈপারন বেদব্যাস মুনিকে মনস্কর করি। সেই ধৰ্ম্মজ্ঞ ঋষিকে এবং সূর্য্য-ব্রাহ্মণগণকে মনস্কর করিয়া সমস্ত ধৰ্ম্ম কীৰ্ত্তন করিতেছি;—মুনিগণ সকলে শ্রবণ করুন। কস্তপ-বংশীয় ব্রহ্মবিদ্যামুনি জীবালি, স্বীয় শিষ্য উপশিষ্য মুনিগণ সমভিব্যাহারে বদরিকাজনে উপহিত হন। জীবালি, ওখায় ব্যাসদেবকে দেখিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম করিলে ব্যাস সত্যবণ করিলেন, অনন্তর তিনি লবিময়ে কৃতান্তলিপুটে ব্যাসদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষে ! কবিকালে বর্গ আশ্রমের ধৰ্ম্ম কি কি ? আচর্য্যই বা কি এবং ক্লিষ্টপ ? কি করিলে রানব ভয়বিমুক্ত হইতে পারে ? আপনাই বক্তা, আপনাই জ্ঞাতা, আপনাই কৰ্ত্তা এবং আপনাই প্রবর্ত্তিত। হে মহাত্মা ! হে প্রভো ! আমি শুনিতেছি,

মামার বলুন। ব্যাংগদেব বলিলেন, সত্যত উদ্যোগ সংস্কারে ধর্মবুদ্ধি ভোমাদিগের  
 হৃদয়; পরলোকগত ব্যক্তির পক্ষে ধর্মই একমাত্র বন্ধু। কামিনী-কাঞ্চন অতি-  
 গন্তপ্ণে—নিপুণতা-সহকারে সেবিত হইলেও বিবাস্ত বা স্বামী নহে। হে মূনে!  
 সাতজন ধর্ম সকলেরই সর্বদা সেবনীয়; ধর্মই পরম বন্ধু, ধর্মই পিতামাতা, ধর্মই  
 পিতামহ। ধর্মই গুরু, ধর্মই একমাত্র সত্য, ধর্মই পরমা গতি। ধর্মই আত্মা, ধর্মই  
 ক্রমা, ধর্মই ভীষণমুহ, ধর্মই ধন, ধর্মই দেবতা, ধর্মই সম্পত্তি, ধর্মহীনতাই বিপত্তি;  
 হার ধর্ম নাই তাহার জীবনই বৃথা। সনাতন ধর্মই সদস্য কর্ণের স্রষ্টা। ধর্মবুদ্ধিই  
 রম লাভ, ধর্মবুদ্ধির অভাবই অপচয়। যে চাতুরী হইতে ধর্মরক্ষা হয়, সেই চাতুরীই  
 তুরী। মহল উপদ্রবেও যে ব্যক্তি ধর্ম পরিত্যাগ না করে, সঙ্কমেরা তাহাকে ধীর  
 বলিয়া থাকেন, ধর্মপরিত্যাগী লোককে আত্মঘাতী বলিয়া জানিবে। দার পরিগ্রহ  
 ধর্মার্ধ, পুত্রও ধর্মার্ধ, পুত্র ধর্মার্ধ এবং ধনও ধর্মার্ধ। ধর্মের জন্তই দেহ ধারণ, ধর্মের  
 প্রভাবেই পৃথিবী আছে; ইঞ্জের আধিপত্য, রবির তাপদান, বায়ু-বহন, অগ্নির প্রজ্জ্বলন  
 এ সমস্তই ধর্মার্ধ বা ধর্মের ফল। পুরাণ-সমুদয়ও ধর্মার্ধ। দেবতার ধর্মিকের পূজা  
 করেন। মানুষ অধর্মিকের যুগ দেখিলে পরে স্বর্গদর্শন করিবে। যখন ধর্মিকের দ্বিভি,  
 তাহাই ভীর্ণ, ধর্মিকের উপদ্রব নাই। অধর্মে বুদ্ধি যেন না যায়, কেননা “যতোধর্মঃ  
 ততোজয়ঃ” সম্পূর্ণ ধর্ম চতুষ্পদ, তিনি বুধরূপে লোকমধ্যে বিচরণ করত বিশ্বরক্ষা  
 করিতেছেন, সেই ধর্মকে নমস্কার। হে ভাত! সত্য, দয়া, শান্তি এবং অহিংসা—ধর্মের  
 এই পূর্ণ চারিটি পদ। সত্যযুগে নানাপ্রকারে এই সকল পাদের পূর্ণতা ছিল। ভগ্নযুগে  
 জ্যেষ্ঠ একপাদ হ্রাস হয়, দ্বাপরে দুইপাদ, কলিযুগে একপাদ অবশিষ্ট; কলির শেষভাগে  
 তাহাও বিনষ্ট হইবে। ধর্মচরণ অল্প হইলেও তাহা অমৃততাকে মহাতরু হইতে  
 পরিভাগ করে, আর স্বল্প অধর্মচরণও মহাভয় উৎপাদন করে; অতএব দেব দানব মানব  
 প্রভৃতি সকলেরই ধর্মবুদ্ধি করা কর্তব্য। পূর্বকালে, লোকহিতকারী লোকপিতামহ ব্রহ্মা  
 জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রহ্মলোকে সনৎকুমারকে এই বিষয় বলেন। আমিও সনৎকুমার  
 কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমার নিকট বিশেষপ্রকারে কীর্তন করিলাম।  
 হে ধর্মিকোত্তম জাণালে! আর কি শুনিতে তুমি অভিলাষী?

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূত বলিলেন, জাবালি এই কথা শুনিয়া মুনীশ্বর বেদব্যালকে বলিলেন, ধর্মের  
 অঙ্গস্বরূপ সত্য দয়া প্রভৃতির প্রভেদ বা প্রকার কীর্তন করন। বেদব্যাল বলিলেন,  
 মিথ্যাকথা না বলি, অসৌকার প্রভিপালন করা, প্রিধবাক্য কথন, গুরুসেবা, দৃঢ়ব্রত,

আত্মিক, সাধুসঙ্গ, বাতা-পিতার আঁতি উৎপাদন, বাহ শৌচ, আন্তরশৌচ, \* লজ্জা এবং অকাপণ্য এই বাদশপ্রকার সত্য । দয়ার কথা বলিতেছি শুন, পরোপকার, দাতৃত্ব, সর্বদা ইবং হস্তসহকারে বাহ্য প্রয়োগ, বিনয়, মমতা এবং সমদর্শিতা এই ছয় প্রকার দয়া । যুগ্মে এক্ষণে শাস্তির বিষয় প্রবণ কর;—অহুমানা করা, অগ্নেই সমভোষ, ইন্দ্রিয়লংঘন, নিঃসঙ্গতা, মৌন, দেবপূজা, নিত্যকর্মে প্রযুক্তি, অকৃতোভয়তা, গাভীর্বা, বির-চিত্ততা, ব্রহ্মভাব না থাকা, সর্বত্র নিষ্কৃতি, সূচচিত্ততা, অকাপ্য-বিশুদ্ধন, মানাপ-নামে সমজ্ঞান, পরগুণে স্নান, ব্রহ্মচর্যা, বৈরা, ক্রমা, আতিথ্য, জপ, হোম, তীর্থসেবা, পূজা-পূজা, মাৎসর্যহীনতা, বন্ধ-মোক্ষজ্ঞান, সন্ন্যাসভঙ্গনা, দুঃখসহিত্বতা, অদৈন্ত এবং অধর্মতা, হে বিপ্র ! ইত্যাদি ভূবের নাম শাস্তি । অহিংসা, ইন্দ্রিয়জয়, পরশীড়ন না করা, ভ্রতা, অতিথিসেবা, শাস্ত্যাব প্রদর্শন, সর্বত্র আত্মীয়তা এবং অপরাধাতোও আশ্রয়িত্ব, হে মহামুনে ! অহিংসা—এইরূপ নানাপ্রকার । জাণালি বলিলেন, হে জগদ্বৃন্দো ! মহাতাপ ব্যাসদেব ! গুরুজন, তাঁহাদের তাত্ত্ব্য এবং কোন্ গুরু হইতে কি কল হয়, তাহা বলুন । ব্যাস বলিলেন, মাতা, পিতা, আচার্য, গুরু, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পিতামহ, ভূষামী, মাতুল, মাতামহ, পিতার জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পিতার কনিষ্ঠভ্রাতা, নিজের জ্যেষ্ঠ ভগিনী, পিতৃষমা, মাতৃষমা,—ইহারা গুরুজন । এতদ্ব্যতীত মহাতাপ পিতাই সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু । পিতাই ধর্ম, পিতাই ধর্ম, পিতাই ধর্ম, পিতাই ধর্ম, পিতা পিতা; পিতা আঁতিযুক্ত হইলে সকল দেবতাই জীত হন । পিতা যাহার কখন রুঠ হন, তাহার গতি কোথাও নাই ; জপ, দান, ভগ্নতা, হোম, স্নান, তীর্থসেবা এবং অন্যান্য সমস্ত কর্মই তাহার বিফল । সর্বদেবশ্রেষ্ঠ পিতার উপাসনা না করিয়া যে, কোন ধর্মকার্য করে, পিতার অনুতাপরূপ তীব্রবিষ বে পুত্রকে দ্বন্দ্ব করে, প্রজলিত ক্ষেত্রে রোপিত বীজের স্তায় তাহার জপাদি ধর্মকার্য বিফল হইয়া থাকে । সংপুত্র, পিতার জন্ত সকল পুণ্যকার্য করিবে । পিতার অনুমতি পাইয়া ধর্মকার্য করিলে, অবসর হইতে হয় না । যে ব্যক্তি যত্নসহকারে পিতাকে যত্নকিঞ্চিৎ পুণ্যকার্য করায়, সেই পুণ্যের কোটি গুণ কলপ্রাপ্তি তাহার নিঃসন্দেহে হইয়া থাকে । বিহুর নাতি-কমল-সন্তৃত ব্রহ্মা, পিতার অর্ঘ্য বিহুর যে স্তব করেন, তাহা বলিতেছি, শুন, ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, যিনি সর্ববজ্ররূপ, যিনি ধর্ম, যিনি পরমেশ্বর, যিনি সর্বতীর্থ-দর্শনের কলধরূপ, নিখিলহুৎ প্রদান করেন সেই সর্বদেবময় জন্মভাতা করুণাসাগর মহাত্মা পিতাকে নমস্কার । যিনি সুজীত এবং প্রসন্ন হইলে সত্য অপরাধ ক্ষমাকারী, আন্তোভব

\* মূলে ‘জিবিং শৌচ’ এই পাঠ থাকিলে, তাহার অর্থ, কারিক, বাটিক এবং মানসিক শৌচ—এই একপ্রকার সত্য এবং অকাপণ্য, সমুদয়ে বাদশবিধ সত্য । প্রথম সত্যপদের অকাপণ্য অর্থ করিতে হয় । এ পাঠ সুসঙ্গত নহে ।

সুখদাতা, সুখ ও শিবস্বরূপ পিতাকে নমস্কার। বর্ষকাঁর্বোর উপযোগী এই হ্রস্ব দেহ, আমি বাঁহার প্রসাদে লাভ করিয়াছি, সেই পিতাকে নমস্কার। বাঁহাকে দেখিলেই তীর্থস্থান, ভগ্নস্তা, হোম এবং জপাদির ফল লাভ হয়, মহাভক্তের গুরু সেই পিতাকে বার বার নমস্কার। বাঁহার প্রণাম ও স্তব, কোটি কোটি পিতৃলোকের তৃপ্তিরনক এবং বহুশত অর্থমেধ যজ্ঞের তুলা, সেই পিতাকে বার বার নমস্কার। যে মানব, গুচি হইয়া এই পুণ্য পিতৃভোজ প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া পাঠ করে, আর পিতৃপ্রাক্ষদিনে, যীর জন্মদিনে অথবা পিতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই স্তব পাঠ করে, সর্বজন্ম অবধি করিয়া কোন অভীষ্ট বিষয়ই তাহার হ্রস্ব নহে। যে পুত্র, বিবিধ অকার্য্য করিয়াও এইরূপে পিতাকে স্তব করে, সে ব্যক্তি, কৃতপ্রায়শ্চিত্ত মানবের তায় নিশ্চয় স্থাী হয়। পিতার ক্রীড়াসম্পাদক পুত্র, সর্বকর্মে অধিকারী। ব্যাঘ বলিলেন, গর্ভে ধারণ এবং পোষণ করেন বলিয়া মাতা, পিতা অপেক্ষা অধিক গুরু। অতএব, ত্রিলোক মধ্যে মাতার সমান আর গুরু নাই। গন্ধার সম'ন তীর্থ নাই, বিষ্ণুর সদৃশ প্রভু নাই, শিবের তায় আর পূজ্য নাই, মাতার সমান আর গুরু নাই। একাদশীব্রত সদৃশ ত্রৈলোক্য-বিখ্যাত ব্রত আর নাই, অনশনের তুলা ভগ্নস্তা নাই, আর মাতার তায় গুরু নাই। ভার্গ্যা-সদৃশ নিজ নাই, পুত্রের তুলা প্রিয় নাই, দ্রোণাভগ্নিমীর সমান মাতা আর নাই এবং মাতার তায় গুরু নাই। জামাতার তায় আর দানপাত্র নাই, কস্তাদানের সুনাম দান নাই, ভাতার মত বন্ধু নাই আর মাতার তায় গুরু নাই। দেশের মধ্যে গন্ধার নিকটবর্ত্তী দেশ শ্রেষ্ঠ, পুত্রের মধ্যে তুলনীপত্র শ্রেষ্ঠ, বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ আর গুরুগণের মধ্যে মাতা শ্রেষ্ঠ। পুরুষ ভার্গ্যাকে আশ্রয় করিয়া পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়, মাতা হইলেদ, পুরুষের নিজেরই পূর্ববর্ত্তিকের আশ্রয়, এইজন্ত মাতা সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু। পুত্র, এককালে পিতাকে ও মাতাকে দেখিতে পাইলে অগ্রে মাতাকে প্রণাম করিয়া পশ্চাৎ পিতাকে প্রণাম করিবে। মাতা, ধরিয়া, জননী, দয়াজ্জহনমা, শিবা, দেবী, ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠা, নির্দোষা, সর্বভূষণা, পরমার্থা \* দয়া, শান্তি, ক্ষমা, ধৃতি, সাহা, স্বধা, গোঁরা, পদ্মা, বিজয়া, জয়া এবং হৃৎসহস্রী,—মাতার এই একবিশতি নাম। এই একবিশতি নাম শুনিলে বা শুনাইলে, মানুষ সর্ব হৃৎসহস্রী হইতে মুক্তিলাভ করে। মানুষ, মহাহৃৎসে কাতর হইলেও ঈশ্বরী জননীকে দেখিয়া যে আনন্দলাভ করে, তাহা কি বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন করা যায়? হে বিপ্র! মহাফলদায়ক এই মাতৃভোজ আমি তোমার নিকট লিলাম, এই মাতৃ-স্তবটী আমি পূর্বে পিতা পরাশরের নিকট শুনিয়াছি। কোন পরম

\* অথবা প্রথমে মাতা পদটী নাম গণনার ধরিও না, কিংবা 'ত্রিভুবন-শ্রেষ্ঠা দেবী' এইটী এক নাম বল; তাহা হইলে আরাধনীয় এবং পরমা এই দুইটী নাম।

বর্ষবেত্তা ব্যাধ, মাতাপিতার সেবা করিয়া তৎকালে সর্লজ্জত প্রাপ্ত হইয়াছিল ;  
অতএব মাতাপিতার প্রতি বড়নহকারে ভক্তি করা কর্তব্য, ইহা আমরা পিতা  
প্রাশর বলিয়াছেন ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

### তৃতীয় অধ্যায় ।

জাবলি বলিবেন, হে মুনিবর ! সেই পরম বর্ষবেত্তা মাতাপিতৃ-সেবক উত্তম  
ব্যাধ কে ? এবং তাহার সর্লজ্জতাই বা কিরূপ বিধাত আছে ? হে ব্রহ্মণ ! তাহা  
জ্ঞাপন-পরায়ণ আমাকে বলুন ; শুনিতে আমার কৌতুহল হইয়াছে, প্রভো ! যদি  
গোপনীয়ও হয়, তথাপি আমাকে তাহা বলিতে চাইবে । কেননা, হে প্রভো ! প্রসন্ন,  
ভক্ত, শুশ্রূষা-নিরত শিষ্যের নিকট, গুরু অজিজ্ঞাসিত প্রয়োজনীয় বিষয় অথবা গোপনীয়  
কথাও অসুগ্রহ করিয়া বলিতে পারেন । যাম বলিলেন, আমি এ বিষয়ে পুরাতন  
ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, এই পবিত্র ইতিহাস আমার পিতা প্রাশর আমাকে  
বলেন । তিনি বলিয়াছিলেন, তপোদেব নামে এক কৃতী গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন, সেই  
ভেজদ্বী ব্রাহ্মণের পুত্রের নাম কৃতবোধ । ব্রাহ্মণপুত্র কৃতবোধের চিত্ত ভগস্তায় অভি-  
নিবিষ্ট । কৃতবোধের নিষ্ঠুর হইয়াছিল, ভগস্তাই ব্রাহ্মণের ধর্ম । হিরণ্যক্ল কৃতবোধ,  
মাতাপিতার মত না লইয়াই ভগস্তায় গমন করিতে অভিলাষী হইলেন । তখন  
ব্রাহ্মণ তপোদেব, পুত্রকে গমনাভিলাষী জানিয়া বলিতে লাগিলেন, বৃদ্ধ আমি যের  
ধাকিতে, বাবা ! তুমি ভগস্তায় জ্ঞাত কেন বাহিরে যাইতেছ ? আর বিশেষতঃ ভোমার  
অপেক্ষাত অন্নবয়স্ক ভোমার ভার্য্যা আমার বধুমাতা গৃহে রহিয়াছেন । অতএব  
পুত্রোৎপাদন কর, গার্হস্থ্যধর্ম পালন কর, দেবপূজা কর, পিতৃ-সেবা কর, অতিথি-  
সংস্কার কর এবং অশ্রাদ্ধ-বিদ্যার অনুশীলন কর । বৎস ! মুনিগণের নির্দিষ্ট এবং  
মহাজ্ঞানিগণের আরাধিত মহাকলগারী গৃহস্থধর্ম আমার আদেশে উত্তমরূপে পালন  
করিয়া গৃহে বসিয়াই উত্তম শত যজ্ঞের কল প্রাপ্ত হও । পরে, উপযুক্ত পুত্র হইলে,  
তাহার উপর সকল ভার দিয়া ভগস্তায় যাইও । উত্তমজ্ঞানদাম্পায় মনীর পূর্বপুরুষগণ  
এইরূপই করিয়া গিয়াছেন । পিতৃ-আজ্ঞা-অভিভ্রমাদি করিয়া বুঝা কালব্যাপন  
করিত না । প্রাশর বলিলেন, মহাজ্ঞা তপোদেব, বহবার এইরূপ বলিলেও মুনি  
কৃতবোধ, পিতৃবাক্য অবহেলা করিয়া ভগস্তায় যাইলেন । তখন কৃতবোধ হবিষ্যন্তী  
হইয়া এক দেবপীঠে ভগস্তা করিতে লাগিলেন । কিন্তু ভগস্তায় হৈর্ব্যলাভ করিতে  
পারিলেন না, কেমন অভিশয় বিতীর্ণিকা হইতে লাগিল । তার পর কৃতবোধ

ধনুসহকারে পরমোত্তম গঙ্গাভীরে যাইলেন,—তথায় পাণ বা পুণ্য যাহাই করিলে, তাহারই কোটিভুগ্ধল হইয়া থাকে। তিনি তথায় স্নান, পূজা, ভূপ এবং দানাদি কর্ত্ত করত মন দৃঢ় করিয়া অবস্থিত হইলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাঁহাকে কেহই অভিনন্দন করিত না। গঙ্গার অমৃচর স্বরূপ লোকেরা সেখানেও কৃতবোধকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল; তখন তিনি মমৃৎবাগণের গতিবিধি-বর্জ্জিত সমুদ্র ভীরে গমন করিলেন। কৃতবোধ, তথায় থাকিয়া অচলদেহে অনাহারে ভগন্তা করিতে লাগিলেন। হে পুত্র বৈপারন ! ভগন্তা করিতে করিতে তাঁহার দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইল। সকল জলচর প্রাণী ও পশুপক্ষিগণ তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে লাগিল। অনন্তর, কালক্রমে বিশাল বন্যাকন্তুপ কৃতবোধের ঘোহাঁক আহৃত করিল। বন্যাকন্তুপের গর্ভে, যুথিক ও সপাঁদি বাস করত ডিম্ব শাখাদি উৎপাদন করিতে লাগিল। তারপর বর্ষার প্রবল হুতিধারায় বন্যাকন্তুপ দেহ হইতে গলিয়া পড়িল। পক্ষিগণ, কৃতবোধের শিরঃস্থিত জটাকলাপের মধ্যে নীড় নির্মাণ করিয়া বহু শাখকের সহিত বাস করত শেবে কোথায় গেল; মুনিপুত্র কৃতবোধ, ভদ্রদর্শনে আপনাকে সিদ্ধতাপস বলিয়া মনে করিলেন। তখন তিনি তপোগগ্নিত হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি সমুদ্রজলে স্নান করিতে যাইতেছেন, এমন সময় উড্ডীন বক তাঁহার গাত্রে বিষ্ঠাত্যাগ করিল। বিন্দ্র কৃতবোধ তৎকার্য্যকারী বকপক্ষীর প্রতি নক্ৰোধ দৃষ্টিমিক্ষেপ করিয়া ভ্রম করেন, তাহাতে তাঁহার গর্ভ আরও বাড়িয়া যায়। তার পর তিনি সরস্বতীসলিলে স্নান করিয়া বাড়ী যাইতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। কৃতবোধ যথালকালে, এক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথিরূপে গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন, এক ব্রাহ্মণ আপনীর উরদেশে নিজাপত্যগণ পিতার পদব্রজ স্থাপন পূর্ব্বক সেবা করিতেছেন, অতিথি দেখিয়াও তিনি কিছু বলিলেন না। এইরূপে মুহূর্ত্তকাল অতীত হইলে, অতিথি ব্রাহ্মণের প্রতি বকভ্রমকারিণী দৃষ্টি মিক্ষেপ করত নক্ৰোধে বলিলেন, অহে ব্রাহ্মণপুত্র ! তোমার এক ব্যাপার ! দেখিতে পাইতেছি—না—অভ্যাপত্ত আমি তোমার প্রাসঙ্গে সাঁড়াইয়া আছি ? তোমার গৃহে কি বর্ঘ্য নাই যে, অতিথিসেবা হয় ? অতিথি যাহার গৃহ হইতে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া গমন করে, সে তৎক্ষণাৎ সর্ক-পুণ্য-বিহীন হইয়া বহু পাপভাগী হয়। বর্ঘ্যই, গার্হস্থ্যবর্ঘ্য কে বিরূপ পালন করে, তাহা জানিবার অভিপ্রায়ে গৃহবর্গণের গৃহে গৃহে অতিথিরূপে মিরপেক্ষ-ভাবে বিচরণ করেন—হে গৃহস্থপুত্র ! ই-কি তুমি শ্রবণ কর নাই ? অতিথি, গৃহস্থ-দিগের গৃহ দেখিয়া সমাগত হন। তথায় যদি অতিথির অর্জ্জনা না হয়, তাহা হইলে সে সব গৃহ—গৃহ নহে; পরন্তু স্বপচ জাতির বাসস্থলস্বরূপ অরণ্য মাড়। হে ব্রাহ্মণ-বালক ! অতিথিকে যথাযোগ্য সেবা করিবে, অন্ততঃ মিষ্টবান্ধা দ্বারাও তুষ্ট করিবে, নচেৎ নির্দিষ্ট নরকে পড়িতে হয়। সে প্রত্যাশকারিলিঙ্গ, আত্মাভিমাত্রী মূর্ব্ব, অতিথি ততালই হটক, আর ব্রাহ্মণই হটম, তাহার উপযুক্ত সংকার না করে,

নরকপতিত ব্যক্তিগণও তাহার সুখাবলোকন করে না। তুমি কিন্তু বাক্য দ্বারাও  
কিঞ্চিন্মাত্র অতিথ্য কর নাই। অতএব তোমাকে অভিশাপ দিয়া আমি যাইতেছি,  
আমার ব্রহ্মবল অবলোকন কর। ব্রাহ্মণ বলিলেন, অতিথ্যে! আমার প্রতি আপনি  
কেন ক্রোধদৃষ্টিক্ষেপ করিতেছেন? আপনি অতিথ্য; অতএব ভূতলে বর্ষাক্রমেই  
বিচরণ করিতেছেন। অতিথ্য এবং গৃহিত-পরম্পর ন্যাপেক্ষ সম্বন্ধ; অন্তথা  
আপনি স্ববর্ণনির্দিষ্ট বা ধনগ্রন্থ পাঙ্গপের অতিথি হন না কেন?—আমি পিতার  
অধীন, আমি সতত পিতার আজ্ঞাবাহক; আমি যে ধনোপার্জন করি, তৎসমস্তই  
আমার পিতার। ভার্য্যা, পুত্র এবং ভৃত্য কদাচ স্বাধীন নহে; ইহাদিগের সকল  
কার্য্যই আমার কলক্রনক; অতএব ভার্য্যা পুত্র ভৃত্য যাহার, ভার্য্যাদির উপার্জিত  
ধনও তাহার। আপনি পিতার অতিথি, অতএব আমার পিতা নিম্নাগত, আমি গৃহস্থ  
নহি, আপনি আমার অতিথিও নহেন, আমার পিতা গৃহস্থ, তিনি কি নিম্নাগত।  
পিতার নিম্নাভঙ্গ করা আমার পক্ষে সজ্জনাচরিত বর্খ্যাম্মারী নহে। অপিচ, গৃহস্থ  
শ্রম গৃহে না থাকিলেও, গৃহস্থের গৃহে ভার্য্যা পুত্র যে থাকে, সে কি গৃহস্থের বর্ষাক্রমে  
পরিপূর্ণ পুত্র, পত্নী বা পুত্রের উপর গৃহবর্ষ রক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে  
বিচরণ করিবে, বর্ষান্তরজ্ঞারা এইরূপ বলিয়াছেন। ইহা অবশ্য সত্য বটে, কিন্তু  
আপনি ঐকৃত্যপক্ষে অতিথি নহেন; আপনি একটা পক্ষীকে ভক্ষ্য করিয়া অতি অহঙ্কারে  
কেবল বিচরণ করিতেছেন; আমি ত সে বকপক্ষী নহি, আমি মাতা-পিতার সেবক।  
আপনিও ব্রাহ্মণ, ভোজন, দান এবং পরিধান আপনারাই করিয়া থাকেন। পণ্ডের  
মিকট ভোজনাদি না পাইয়া ক্রোধ করিতেছেন কেন? শাস্তি অবলম্বন করন। অতিথি,  
গৃহিণীর গৃহে আপনার অন্ন বস্তু গ্রহণের জন্তই আপনি গমন করেন, গৃহী তাহা দান  
না করিলে পরম্পরাহারী হয়। তাহা হইলেই গৃহী দান পাইবার যোগ্য। অতিথির  
স্বীড়া দিতে কে পারে? অতএব শাস্তি অবলম্বন করন। অতিথি বলিলেন, আপনার  
এরূপ জ্ঞান কোথা হইতে হইল? আমি যে বক ভক্ষ্য করিয়াছি এবং তাহাতে যে  
আমার অহঙ্কার হইয়াছে, এই পরোক্ষ বিষয় যে আপনি জ্ঞানিতেছেন। আমি দেহকে  
ক্লিষ্ট করিয়া যে জ্ঞান উপার্জন করিতে পারি নাই, আপনি কিন্তু এই বয়সে অনারাসে  
তাহা অর্জন করিয়াছেন। আমি যে বক ভক্ষ্য করিয়াছি, একথা কে বলিতে সক্ষম হয়!  
আমি কিরূপে আপনার তুল্য জ্ঞানলাভ করিতে পারি তাহা উপদেশ দিন। আপনি  
বয়সে অন্ন হইলেও জ্ঞানমাতা বলিয়া গুরু হইয়াছেন। পরাশর বলিলেন, তখন অতিথি  
বিস্ময়াপন্ন ও হতবর্ণ হইয়া এই কথা বলিলে, সেই ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিলেন, হে বিপ্র!  
আপনি বারানসীমগরীতে বান, তথার তুলধার নামে এক বর্ষশীল সাধু ব্যাধ বান করেন।  
সেই বার্ষিক আপনাকে নিঃসঙ্গ স্কল কথা বলিবেন। তাহার আচরণ দেখিলেই

আপনার জন্ম হইবে। সেই ব্যাধ পূর্বে কাবালি নামক এক ব্রাহ্মণকে উপদেশ প্রদান করেন; আমি কাবালির নিদর্শনে কিঞ্চিৎ এই ধর্ম্মাচরণ করি। এখানে ক্ষণকাল উপবেশন করুন, আমার পিতা জাগ্রৎ হউন। ইনি আপনার অর্চনা করিলে তার পর স্তানপ্রাপ্তির জন্ত গমন করিবেন। পরাশর বলিলেন, হে বাস! সেই ব্রাহ্মণ-কুমার এই কথা বলিলে, বিশ্বম্ভাপন্ন অতিথি চূপ করিয়া রহিলেন, তাঁর মন কিছুই বলিলেন না। কিন্তু অত্যন্ত দুরাশ্রয়ত্ব তৎক্ষণাৎ বাইতে ইচ্ছুক হইলেন। এমন সময় গৃহস্থ ব্রাহ্মণ জাগ্রতিত হইয়া অতিথিকে অবলোকন পূর্বক, পুত্র ও অতিথির নান্দ্যেতে বলিতে লাগিলেন, আমার ভাল কাজ করা হয় নাই; এই ব্রাহ্মণ আমার অতিথি হইয়াছেন। কিন্তু আমি এই মৃত্যুতুলা নিজার অচেতন হইয়াছিলাম, ইনি আমিমা না জানি কতক্ষণ আমার প্রাঙ্গণেই দাঁড়াইয়া আছেন। আর আমার পুত্র ও ধর্ম্মভীরু; আমার নিরাভয়তবে তাহার উরুহিত মদীর পদদ্বয় অপসারিত করে নাই, অতএব আমিই অপরাধী, আমার জন্তই অতিথির আতিথ্য হয় নাই। ব্রাহ্মণ, আপনা-আপনি এইরূপ অসুভাষ করিয়া বখাশক্তি সেই অতিথির পূজা করিলেন। সেই ব্রাহ্মণ-সংকৃত অতিথি, তথায় সেই রাত্রি বাস করিয়া প্রাতঃকালে উঠিয়া ব্রাহ্মণ-পুত্র এবং গৃহী ব্রাহ্মণকে সমস্তার করত নীচ তুলাধার ব্যাধ সকাশে বারগণীধামে বাক্সা করিলেন। তার পর বারগণীতে গিয়া দেখিলেন, তুলাধার, সন্ন্যাসী, বাজারে মুগমাংস বিক্রয় করিতেছেন অথচ ধর্ম্মভেদে জাহ্নল্যমান। ব্যাধ তুলাধার, সম্মুখে অবস্থিত সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সারংকালের অতিথি উপহিত বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে ব্রাহ্মণসন্তান! আপনি সুখে আগমন করিয়াছেন ত? এক বিজপুত্র, আপনাকে আমার দিকট পাঠাইয়াছেন এবং আপনার মস্তকে পক্ষীর তুলায় নির্মাণ করিয়াছিল, এই কারণে যে অপোদন্ত আপনার হইয়াছিল, তাহা তিনিই দূর করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ! আপনার মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমি ছেদন করিব। আপনি আমার গৃহে আসুন, আপনি আমার সারংকালের অতিথি। পরাশর বলিয়াছিলেন, চরিতার্থ ব্যাধ, ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিলে, ব্রাহ্মণ পরম বিশ্বম্ভ প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতেই কোন কথা বলিতে পারিলেন না। কেবল সেই সাধু ধর্ম্মী ব্যাধের সঙ্গে সঙ্গে তাহার গৃহে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণ দেখিলেন, ব্যাধের গৃহ, হুম্বর এবং নামা শোভায় শোভিত। মাভাপিত্তভক্ত ব্যাধ তুলাধার, গৃহে গিয়া সেই ব্রাহ্মণের সমক্ষেই সহধর্ম্মিণী সমভিষাহারে, মাভাপিত্তাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তদ্রূপে অবস্থিত ধর্ম্মিকপ্রের্ত পুত্র তুলাধারকে মাভা-পিত্তা আনন্ডিত হইয়া বলিলেন, অতিথিসেবা কর গিয়া। তুলাধার এইরূপে মাভা-পিত্তার আজ্ঞা পাইয়া ঘন, ঘোষ্যতা এবং বুদ্ধি অসুসারে সেই ব্রাহ্মণের পূজা করিলেন। তুলাধার বখাকালে মাভা-পিত্তাকে পূজা করিয়া তাঁহাদের ভোজনাদি অব্য ও



আবশ্যকীয় কর্তব্য নির্বাহের জন্য নিজ পত্নীকে নিযুক্ত করিয়া জিজ্ঞাস্য অভিধি ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া বসিলেন। হে বাস! ব্রাহ্মণ-মন্দন, তুলাধারকে দেখিয়া হস্তান্তঃকরণে বহুদিনের অভিলষিত তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন্ গুরুর নিকট এক্ষণ জ্ঞান উপার্জন করিয়াছ? এক্ষণ জ্ঞানলাভ আমার কিরূপে হয়, তাহা বল। আমি যে বক ভদ্র করিয়াছি, তাহা জানিলে কিরূপে? তাহা তুমি আমার বল। আমি শরীরশোধকর তপস্তা দ্বারাও যে জ্ঞান লাভ করিতে পারি নাই, হে আমি-ব-বিক্রম! তুমি যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াও যে জ্ঞান লাভ করিয়াছ কেমন করিয়া? ব্যাধ বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ-মন্দন! আমার বৃত্তান্ত যতপূর্বক শ্রবণ করন। মূনে! পূর্বে আমি বাল্যাবস্থায়, জলন্ত অনলের স্তায় হর্নিরীক্ষা ভোজোরাপি-সম্পন্ন উত্তম ব্রাহ্মণ অবলোকন করিয়া ক্রীড়া পরিভাগ করত সহর্ষে তাঁহার অঙ্গুগমন করিলাম। বাইতে বাইতে বনে একটা পক্ষীও ধরিলাম। মধুগৃহীত জালবদ্ধ বৃদ্ধ পক্ষী ব্যাকুল-ভাবে শব্দ করিতে লাগিল। তখন পূর্বপোষণ শ্রবণ করিয়া সেই পক্ষীর এক পুত্র, পিতাকে একটু জল (চক্ষুপুটে আমিরা) দের। কিন্তু তর ও চাক্ষু্য বশতঃ সেই পক্ষি-ভনয়ও জালে পতিত হইয়া মরে। সেই পক্ষি-ভনয়, তৎক্ষণাৎ পক্ষিদেহ পরিভাগ পূর্বক দিব্যদেহ ধারণ করিয়া সর্বসংকৃত স্বর্ণে রমন করিল। আমি অভুলনীর সেই ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে সেই জ্ঞানিভ্রষ্ট ব্রাহ্মণকে ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে বলিলেন, হে ব্যাধপুত্র! তুমি যে পক্ষীকে ধরিয়া রাখিয়াছ—মৃত পক্ষী ইহার ঔরস পুত্র। এই পক্ষী পূর্বের কথা শ্রবণ করিয়া আপনায় শ্রবণ বিচার না করিয়াই পিতাকে জলদান করিয়া, তাহার তৃপ্তি সাধন করে; সেই কর্তব্যলোকে এই উৎকৃষ্ট প্রতিপ্রাপ্তি তাহার বটিল। হে বালক! তুমিও

—আমার উপদেশে মাতা-পিতার সেবা কর; নিশ্চয় তোমারও দিব্যজ্ঞান এবং দিব্যদেহ প্রাপ্তি হইবে। সেই গুরুর ব্রাহ্মণ আমাকে এই কথা বলিলে আমি (ভদ্রবধি) প্রতিজ্ঞা করিয়া সত্তত মাতা-পিতার সেবা করিতেছি। আমি তপস্তা, দান, ব্রত বজ্রাদি কিছুই জানি না; জানি কেবল এক মাতা-পিতার চরণসেবা। আমার যে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পিতৃ-সেবার ফল। প্রাতঃকালে উঠিয়া সেই পিতৃ-সেবার উপদেশটা ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া অমন্তর পিতৃ-সেবার নিযুক্ত হই। আমি যৈশ্চর্য্যভি অমুসায়ে মাস-ক্রম-বিক্রম দ্বারা গৃহহাঙ্গনে জীবিকা নির্বাহ করি। আমি মদেক-পরারণা পতিদেবতা স্তূভাগা ভাৰ্গ্যা পাইয়াছি, তাঁহার সহিত পিতৃ-সেবা ও অভিধি-সেবা ধর্ম আচরণ করিয়া থাকি। কিন্তু আপনি পিতার আজ্ঞা না পাইয়া—অস্ত্র হান পান নাই,—দেহশোধক উগ্র তপস্তা সমুদৃত্তিরে করিয়াছেন। পক্ষী যুঁকিাদি প্রাণীরাও তখন আপনায় প্রতি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। এদিকে আপনায় পিতা আপনাকে দেখিতে না পাইয়া বহু অনুতাপ করিয়াছেন, পিতার অনুতাপেই

বাগনার উগ্র তপস্শাত্ত হারী হয় নাই। আপনার তপস্শাত্তাই, গুরুবর্ণ বকরূপে  
 আকাশে অধিষ্ঠিত হয়, কিন্তু আপনি আপনার পিতার অমৃতাপানলেই সেই তপস্শাত্তকে  
 ক্ষণমধ্যে ভস্মীভূত দেখিতে পান। তপস্শাত্ত অগ্রে নিঃসৃত হইলে, আপনি বিশেষ  
 অহংকারী হন। অতএব বিগ্র। এখন আমার বাক্য অবধারণ করন। যেরে শিষ্য যত-  
 মহাকারে, সর্বতোভাবে মাতাপিতার অর্জনা করন। যে আপনি প্রত্যক্ষ দেবতা  
 পরিভ্যাগ করিয়া যুধা শরীর শুক করিয়াছেন, এক্ষণে সেই আপনি সেই দেবতা  
 পিতা-মাতাকে পূজা করিয়া অকৌরব অষ্টাষ্ট প্রাপ্ত হইবেন। আমি এই আপনাকে  
 সকল কথা বলিলাম, এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই ইষ্টসিদ্ধি হইবে। মানুষ, দূরদৃষ্টবশে  
 পুরুষের বীৰ্য্য অবলম্বনে, মাতার উদরে দশ মাস দশ দিন বাস করে। মানব, সেই  
 দুঃখমন্দির মাতৃগর্ভে বাস করতই দুঃখ ভোগ করে। হে ব্রাহ্মণ! গর্ভর মানব  
 গেষ চারি মাস, পূর্বজন্মের দুঃখ সকল স্মরণ করিয়া থাকে। তার পর কোনরূপে,  
 মন স্থির করিয়া বিহুকে স্মরণ করত সে এইরূপ বলিতে থাকে,—হে জগৎপতে!  
 লোকপিতা! লোকপাতা! লোককর্তা! ভগবন্! হরে! নারায়ণ! আপনাকে নমস্কার।  
 আপনিই লোকের কর্তৃ অমৃতারে সুখ দুঃখ প্রদান করেন। প্রাণিগণ আপনারই সৃষ্ট,  
 আপনিই তাহাদিগকে পালন করিতেছেন। কৃ-কর্তৃ করিলে জীব দুঃখ ভোগ করে,  
 আর আপনার সেবা করিলে সুখভোগ হয়। অতএব হে বিতো! গর্ভ হইতে নিঃসৃত  
 হইয়া ভোমারই স্মরণ পিতা-মাতাকে সেবা করিব; যাহাতে করিয়া আর জন্মমৃত্যু-  
 ব্যথা ভোগ করিতে না হয়। মানব এইরূপ বলিতে বলিতে বিহুকে যেন সাক্ষাৎ  
 দর্শন করত যথাসময়ে স্মৃতিকাবস্থ কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া শনৈঃ শনৈঃ গর্ভ হইতে  
 নিঃসারিত হয়। তখন মানব কোষ্ঠি-বৃত্তিকংদংশম-রূপে প্রাপ্ত হয়। দেহী বয়স সময়েও  
 এইরূপ রূপে প্রাপ্ত হয়। বাহউক, তৎপরে জাত ও ক্রমে মাতার পরিপোষণে বর্ধিত হইয়া  
 মাতা-পিতার সেবার দেবগণকেও পরিভূষ্ট করিয়া থাকেন। তার পর তাহার সদ্গুরু-  
 প্রাপ্তি ঘটে, দেবতানন্দদর্শনের তাহাই মূল। প্রাণী এইরূপে সুখ ভোগ করিয়া  
 পরলোকেও সুখ ভোগ করিবে। পরাশর বলিলেন, ভূলাধর, ঐশ্বর্যমানে, সেই ব্রাহ্মণ-  
 নন্দনকে উক্ত কথা বলিলে, মাতা-পিতা কেমন করিয়া ভূষ্ট হইবেন, এই ভাবনা করত  
 ব্রাহ্মণ, প্রাতঃকালে গৃহে গমন করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

### চতুর্থ অধ্যায়।

বাস বলিলেন, বসবাস্তা এবং জ্ঞানবাস্তা গুরু, পিতা-মাতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। মানব-  
 জন্মপ্রাপ্তির পরেও বৃত্তাবিনোদনে অসমর্থ পতি পুত্রাদির প্রতি আসক্ত হইয়া যে ব্যক্তি;

গুরু-দীপ সাহায্যে পরব্রহ্ম দর্শন না করে, তাহার স্বহস্তে বিষভোজন করা হয়। প্রাণীর অজ্ঞান-ভিমিরাবৃত চিত্তকে গুরু নিজে, জ্ঞানাজ্ঞমধ্যে সম্মার্জিত করিয়া নির্মল ব্রহ্ম-জ্ঞানের উপবোধী করিয়া দেন। ঈশ্বরের পাদজ্যোতি ব্যতীত চিরন্তন তমসেচ্ছিত জীব-জন্মকে নির্মল করিতে আর কে পারে? নির্দোষীয় হুপ্রাপ্য নিমিত্তলোকে লোকনিয়ন্তা যমের হস্ত হইতে মোচন একমাত্র গুরুই করিয়া থাকেন, অতএব যতসহকারে গুরু-ভজনা করিবে। শাও, দান্ত, স্ত্রীল, বর্ষজ, শত্রুজ, প্রিয়দর্শন, দয়ালু, পুত্রবান্ গৃহস্থকে গুরু করিতে হয়। পিতা, ভ্রাতা, মাতামহ এবং শত্রুকে গুরু করিবে না। বরোজ্যোতি, অজানশূত্র, শঠভাবজিত, অন্তরে বাহিরে তুলাচেষ্টে, সতত সম্মিতভাবী, সরল-বুদ্ধিসম্পন্ন, অমানসজ্ঞভাবে গৃহে অবস্থিত ব্যক্তিকে, অথবা যোগা হইয়া গুরু করিবে। যে ব্যক্তি, গুরু-পুত্র, গুরুপৌত্র এবং গুরু-ভ্রাতার ভেদবুদ্ধি করে, সে, যুগ্ধ গুরুঘাতী এবং বর্ষলোপকারী বলিয়া কথিত হয়। অতএব গুরুবংশজাত ব্যক্তি বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও পাতিভ্যা থাকিলে তাহাকেই দীক্ষাবিবয়ে গুরু করা যিবি। গুরুকুল এইজন্ত বিশেষ বিচার করিতে হয় না। হে জাবালে! ঈশ্বরের যেমন মানামূর্ত্তি, গুরুরও সেইরূপ পুত্র পৌত্রাদি ভেদে নামা-মূর্ত্তি সম্পন্ন—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাক্যাদি দ্বারা যে ব্যক্তি, দেবতার অর্থাৎ বিষ্ণু-শিবাদির কিংবা গুরু, গুরুপুত্রাদির পরম্পর ভেদ হুচনা করে, তাহার ভীরনরক ভোগ করিতে হয়। গুরুর সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিবে। গুরুর আজ্ঞা পাইলে পৃথক আসনে বসিবে। গলার কাপড় দিয়া সশ্রাব সবিনয়ে গুরুর সম্মুখে থাকিতে হয়। গুরু দণ্ডায়মান থাকিলে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। গুরু উপবেশন করিলে, তাহার আজ্ঞাক্রমে শিষ্য, উপবেশন করিবে; গুরু শয়ান থাকিলে, শিষ্য তাহার পাদসেবা করিবে; গুরু কোবহল হইতে আগমন করিলে শিষ্য তাহার পদমৌত করিয়া দিবে। গুরু-সমীপে চাপলা, জীবটিত কথাবার্তা এবং অহঙ্কার পরিভ্যাগ করিবে। জিজ্ঞাসিত না হইয়া গুরুকে কোন কথা বলিবে না; গুরুকে নিবেদন করিবে না। গুরুর পাদোদক পান করিবে, মস্তকে ধারণ করিবে এবং পূজা করিবে। শিষ্য, অন্তঃমন দিবে না, নিজের আনীত মিষ্ট গুরুকে ভোজন করাইবে। অবশিষ্ট মাত্র নিজে ভোজন করিবে। শিষ্য এইরূপ হইবে। গুরু সাক্ষাৎ উপস্থিত থাকিতে, শিষ্য পৃথক পূজা করিবে না। শমদমাদি গুণবৃত্ত, পিতৃভক্ত, শিব-পুত্রারত স্ত্রী নাথু শিষ্য, গুরুর আশ্রয়লা বলিয়া বিবেচিত। চতুর্দর্শ এবং জীজ্ঞাতির গুরু ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ—জ্ঞানবৃত্ত, অতএব বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও গুরু হইতে পারেন। হে বিজ্ঞ! ব্রীলোক গুরুজনের সম্বন্ধ বশতঃ অর্থাৎ পত্নীদ্ববশতঃ গুরু বলিয়া স্মৃত হন। গুরু, তরু এবং বন প্রবৃত্ত সহকারে গোপনীয়; প্রকাশ হইলে সিদ্ধিহানি হয়, ভগবান্ শিব এই কথা বলেন। শৌক, (গুরুশোভিত সম্বন্ধবশিত), সাবিজ (সাবিজী উপবেশন অর্থাৎ উপনয়ন) এবং দৈক (দীক্ষাপ্রদ) এই ত্রিবিধ জন্ম ব্রাহ্মণ-জাতির। আর স্ত্রী-পুত্রের সাবিজ-জন্ম নাই, আর হই জন্ম

আছে। গুরু, মন্ত্র এবং দেবতাতে পরম্পর-ভেদবুদ্ধি করিলে নরকে হাইবে। যেমন গঙ্গা, ঘুর্ণী, বিষ্ণু এবং শিবে ভেদবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি নরকে যায়। পতি পতিত না হইলে তিনিই স্ত্রীজাতির অধিতায় গুরু। তার্যার দেবপুজনে ভর্তা আমুক্য্য করিবে। পতি-প্রেমিকা রমণী সর্বদা স্মৃতিভাগিনী হয়। পুত্র মাতাপিতার সেবা যেরূপভাবে করিবে, পত্নী পতিসেবা সেইরূপে করিবে। তার্য্য পতিসেবার সতত দক্ষা হইবে এবং নির্মলা হইবে। রমণী অলোচুপা এবং সর্ব সময় সর্বজ্ঞ লক্ষ্মীনা হইবে, কেবল পতিমহবাসে নির্লজ্জা হইবে। সর্বদা শ্রিতমুখী থাকিবে। রমণী অন্তঃকরণ হুঃখার্ত হইলেও তাহা গোপন করিয়া স্নেহ ও আনন্দপ্রকাশ করিবে। স্ত্রীলোক, পুত্রলালন এবং পরের পুত্রকেও পুত্রজ্ঞান করিবে। নারী স্বামীর স্মৃতি স্থিতি এবং হুঃখ হুঃখিনী হইবে। স্বামী প্রবাসে যাইলে, পত্নী দেবকার্য্যপরায়াণী হইবে, আর সকল স্মৃতি তাহার মস্তিষ্কে হইবে। স্মৃতিজ্ঞা সতী রমণী গৃহে দ্রব্যসামগ্রী রক্ষা করিবে, সর্বজ্ঞ সাবধানী হইবে এবং অনাদির সংবিভাগ করিবে। যে নারী এই প্রকার, হে বিজ্ঞ! তাহার পুত্রা সকলে করে। সেই রমণী হইতেই পৃথিবী রক্ষা হয় এবং তিনিই লোক-দেবতা। গৃহের ভূষণ পুত্র, সভার ভূষণ পতিত, পুরুষের ভূষণ সুবুদ্ধি আর রমণীর ভূষণ লজ্জা। যে ব্রাহ্মণের পাতিভ্য নাই, সে ব্রাহ্মণ মৃতেরই মতো; দক্ষিণা না দিলে যজ্ঞ মৃত অর্থাৎ পুণ্ড্র; পতিত না থাকিলে সভাও মৃত অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য; আর যে নারীর লজ্জা নাই, সে নারীও মৃত—কিন্দা অপদার্ব। যেমন জলহীন নদী, যেমন কৃক-ভক্তিহীন বুদ্ধি, যেমন রাজহীন পৃথিবী, পতিহীন অবলাও সেইরূপ। ঘোবন, বিবিধ বেষণভূষা, উত্তম কেশাদি রাখা এবং শরীর-শোভাসম্পাদন বিধবা রমণীগণের পক্ষে ভাল নহে। হে কশ্চপনন্দন! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা এই আমি বলিলাম, এই পরমপবিত্র গুরুচরিত ধানবেরা উত্তমভাবে কীর্ত্তন করিবে ও গ্রহণ করিবে। ইহাতে পুত্রগণের মাতা-পিতৃভক্তি, পতির প্রতি স্ত্রীর ভক্তি আর গুরুর প্রতি শিষ্যের ভক্তি হয়। অতঃপর তুমি কি শুনিতে নহে করিয়াছ, আমার কি বক্তব্য আছে,—তাহা বল; তার পর শুনিবে।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

### পঞ্চম অধ্যায় ।

জাশালি বলিলেন, হে জগদ্বক্তরো ব্রহ্মন্ বেদব্যাস! স্বপ্নে, ভূতলে এবং থাক্ষে যে সব ভীর্ণ আছে, তৎসমস্ত বিশেষরূপে বল। সেই সব ভীর্ণের স্বরূপ, ণি, ভাষায় যে কার্য্য করিতে হয়, তাহার বিধান এবং তত্ত্ব-তীর্ণসেবার কল আমি গমিতে ইচ্ছুক, তৎসমস্ত বিশেষ করিয়া আমাকে বলিতে আজ্ঞা হয়। বাস বলি

স্বর্গে, ভূতলে এবং আকাশে অসংখ্য ভীৰ্ঘ বর্ষমান ; বায়ুই ওষাধো প্রথমরূপে ভীৰ্ঘ-কীৰ্ত্তন করিয়াছেন । বায়ু-কীৰ্ত্তিত ভীৰ্ঘের সংখ্যা সার্বত্রিকোটি, কিন্তু ইহা আমি বলিতেছি, বড় ভীৰ্ঘ আছে, তাহার নিকট উক্ত সংখ্যাও সামান্ত মাত্র । কতিপয় ভীৰ্ঘ বাক্যরূপ, কতিপয় ভীৰ্ঘ দেহ ও কালস্বরূপ, কতকগুলি ভীৰ্ঘ ইন্দ্রিয়স্বরূপ এবং বৃক্ষস্বরূপ ভীৰ্ঘও কতক আছে । দেবগণের অধিষ্ঠানস্থানই এখানে ভীৰ্ঘ বলিয়া কথিত হইতেছে । রজাগ্নি দেবী নিজ সখী জয়া বিজয়ার নিকট বাহা কীৰ্ত্তন করিয়াছেন, সেই সব ভীৰ্ঘের কথা শ্রবণ কর ; তাহার ফল এবং স্বরূপও শুন । জাবালি বলিলেন, জগদম্বা শিব-রজাগ্নিদেবী কোথায় কি ভক্ত সখী জয়া বিজয়াকে ভীৰ্ঘের কথা বলেন ? আর রজাগ্নি-মুখপদ্মজনির্গত পুরমপাবন পীত্বসদৃশ ভীৰ্ঘমাহাত্ম্য আপনাকে কে বলিলেন ? আর সেই উপাখ্যান পৃথিবীতেই বা আসিল কিরূপে ? ইহা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি । হে জগদ্বন্দ্বরো ! এ সব কথা আপনার নিকট শুনিলে আমি কৃতার্থ হইব । ব্যাস বলিলেন, হে বিজ্ঞ ! একদা পার্কীতী দেবী সখী জয়া বিজয়ার সহিত নিজ্জনে কৈলাস-শিখরে অবস্থান করেন । জয়া বিজয়া দেবীকে সখীসীমা অবলোকন করিয়া কৃতাজ্জলি-পুটে অনেক দিনের অভীষ্ট বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গিরীশরমণি পার্কীতি ! হে ভগবতি মাতৃদুর্গে ! হে প্রসন্নবদনে ! আমাদের কিঞ্চিৎ অভীষ্ট পূরণ কর । হে সর্কনেশ-সমারাধো ভগবদে ! প্রসন্ন হও ; আমাদের তির্য্যাক্তিত ভীৰ্ঘ দর্শন এবং ভীৰ্ঘ-বগাহন কর্য্যও । ব্যাস বলিলেন, সখীদয় এই কথা বলিলে, লোকদুর্গতি-হারিণী দুর্গা এই কথা বলিলেন, আমরাও ইহা ইষ্ট ; বিজয়ে ! জয়াকে সঙ্গে লইয়া এস ; হে সখীদয় ! তোমাদিগকে এক্ষণে সকল ভীৰ্ঘ দর্শন ও ভগ্নসমস্তে শ্রান করাইতেছি । সতী শিবা, এই কথা বলিয়া আনন্দিতা সখীদয়ের সহিত হিমালয়ের সেই স্থানে গমন করিলেন, যথায় গঙ্গা বেগবতী প্রবাহিতা । পার্কীতী তথাই সখীদয়ের সহিত সেই বেগবতী গঙ্গা দর্শন ও সেইখানে অবগাহন করিলেন । তার পরেই তিনি নিজগৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিলেন । হে বিজ্ঞ ! সখীদয় জয়া বিজয়া, পার্কীতীকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া বলিলেন, হে মহেশানি ! আমরা সর্কভীৰ্ঘ-গমনে অভিলাষিণী ; অথচ একটা মাত্র ভীৰ্ঘপ্রাপ্তি বৈ আমাদের হয় নাই, অতএব আমাদের মনোরথ পূর্ণ না করিয়া কোথায় যাইতেছ ? দেবী বলিলেন, সখীরা ! সকল ভীৰ্ঘে শ্রান হইল না সে কি !—জান না কি ?—এই গঙ্গাই যে সর্কভীৰ্ঘভ্রমণী । এই সঙ্গাশিবা কেবল যে সর্কভীৰ্ঘ-ভ্রমণী তাহা নহেন, পরন্তু এই দেবতা সর্কলোক এবং সর্ক ধর্ম্মেরও প্রসবিত্রী । এই প্রভাবসম্পন্ন দেবী জীড়া করত চতুর্দশভুবন পবিত্র করিয়া ত্রৈলোক্যে নীতি পাইতেছেন, উর্দ্ধদেশ, আকাশ, ভূতল, উল্লম্ব এবং পার্কীত-শিখরাবলী প্রভৃতি সমস্ত স্থানই এই দেবীর অধিষ্ঠিত । গঙ্গাধিষ্ঠিত সকল স্থানই ত্র্য্যম্বকসম্পন্ন এবং পবিত্র ; এ বিষয়ে সংশয় নাই । গঙ্গা যে স্থানে প্রবাহিতা, তাহাই মুক্তিস্থান, তাহাই স্বর্গস্থান, তাহাই

বাসস্থান, আর শোক ভয় সেই হানেনই নাই। গঙ্গা-সম্বন্ধনাদিই স্বর্ষ, সূর্য, পঞ্চবিধ মুক্তি, সম্পত্তি এবং বশ। যেমন ব্রহ্মাকে আশ্রয় না করিয়া কখনও সৃষ্টি হয় না, সেইরূপ এই গঙ্গাকে আশ্রয় না করিয়া কোন ভীর্ষই বিরাজিত নাই। ক্রীষাভী, রাজঘাভী, পুত্রঘাভী, পোষাভী, গুরুঘাভী এবং আত্মঘাভী ব্যক্তিকেও এই গঙ্গা মহাভীষণ বশদণ্ড হইতে মাতার শ্রায় পরিত্রাণ করেম। যে ব্যক্তি এই গঙ্গাদেবীকে অবলম্বন করি-  
রাছে, স্নান, দান, যপ, যজ্ঞ এবং মুক্তিপ্রদ তপস্শা—সকলই তাহার করা হইয়াছে। হে সখীষয়! এই পুণ্যা স্রব্দ্বনী ত্রিগুণগামিনী নদীকে স্রবণ না করিলেই পরম বিপদ। হে সখীষয়! গঙ্গার প্রতি যাহার ভক্তি নাই,—সদা-অধিরভাবী ব্যক্তিকে লোকে যেমন পরিত্যাগ করে তদ্রূপ, সকল ধর্মই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। আমি গঙ্গা, শিব এবং বিষ্ণু—স্বামীদের প্রকৃতপক্ষে পার্শ্বক্য নাই। হে সখী বিজয়ে! জয়ে! বহু বর্ণনা আর করিব কি?—ভোমাদের সকল ভীর্ষে স্নান ও সকল ভীর্ষে সর্পন হইয়াছে। জয়া বিজয়া বলিলেন, তুমি এই গঙ্গাসম্বন্ধে যাচা বর্ণনা করিলে, তদ্বিষয়ে আমাদের প্রত্যয় হয় কিসে? অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করেন না। দেবী বলিলেন, সখীষয়! ভোমরা আমাদের সাক্ষাতে ভক্তিভাবে এই গঙ্গার স্তব কর, অবিলম্বেই সর্গ-ভীর্ষোদ্ভবা গঙ্গাকে দেখিতে পাইবে। আমি বলিতেছি, এখন ভোমাদের যুগ হইতে যে বাক্য নির্গত হইবে, তাহাই গঙ্গাস্তব। বাস বলিলেন, দেবী পার্শ্বভী এই কথা বলিলে, তাহার সখী জয়া বিজয়া, ত্রৈলোক্য-পাণনী গঙ্গাদেবীকে স্তব করিতে যোগ্য হইলেন। জয়া বিজয়া বলিলেন, হে জননি মহেশি! আমি প্রণাম করি, হে ত্রৈলোক্য-নিধি-হৃৎধরসি মাতর্গঙ্গে! প্রসন্ন হও; তুমি সেই বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিয়া হিতের জন্য ত্রৈলোক্য প্রাপ্ত করিতেছ। হে কার্য্য-কারণেশ্বর! ভোমাকে দেখি, স্তব করি, আর দেহ এবং অঙ্গসমূহ দ্বারা প্রণাম করি। আমরা! অজ্ঞান-মোহাকার নিরস্ত করিয়া, তুমি বাদ্দশী, তাহা আমার মনে বুঝাইয়া দেও। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, পুরুষ, দেবাবিদেব শিব, সিদ্ধগণ এবং তত্ত্বজ্ঞ বীরগণ ভোমাকে বার বার স্তব করিয়াছেন, তুমি এতাদৃশী; আমরা ভোমার কি স্তব করিব? এই ভূতধাত্রী পৃথিবী বস্তা ও অধিক পুণ্যধাত্রী; ইনি সর্গলোকেরই পূজনীয় হইয়াছেন; কেননা, এই পৃথিবীতে সর্গপাণনী তুমি মানব-সমূহের অবগাহনযোগ্য হইয়া বিরাজ করিতেছ। হে দেবি। মৃত্যুঞ্জি মানব, না ত্রীলোক, না বন জন্তুগণ, আপনাকে জানিতে পারিবে। যাচারা অমৃতপারী, মহন্ত সূর্য্যদর্শী (অর্থাৎ অমর) তাহারাত আপনাকে নমস্কার করেন, আপনি যে অনন্ত অমৃতের সারভূতা। নরকযোগ্য ব্যক্তিও যদি ভোমাতে প্রাণত্যাগ করে বা ভোমার ভীরে বাস করে, অথবা হে আনন্দময়ি! ভোমার নাম দান করে, তাহা হইলে, তাহাকে ভববন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া ভগ্নপ্রতি অসুগ্রহ প্রকাশ তুমি ভিন্ন আর কে করে? হে গঙ্গে! যিনি সর্গলোকের, সর্গ দেবতার এবং সর্গবজ্রের অধিদেবতা, সেই স্বয়ং শিব,

আপনার শিবস্বক সার্বক বিবেচনা করত জীনস্পন্ন নিজ উত্তমাস্ত্রে, সর্বোত্তমা ভোমাকে ধারণ করিয়া আছেন। সকলের কিছু সর্বত্র অধিকার থাকে না, কোন ব্যক্তির কোন স্থানে সম্বন্ধ থাকে। কিন্তু আপনি ব্রহ্মকর্টাহ ভেদ করিয়া উখিত এবং সর্বত্র অব্যাহত-গতি। হে শিবে! আপনি চন্দ্ৰের স্তায় গুরুবর্ণা, পদ্ম-অমৃত-বরাভয়-ধারিণী চতুর্ভুজা, গুরুম্বরে আনীনা, সর্বদেব-স্তুতা, অলঙ্কৃত, ত্রিনয়না; আপনার এইরূপ ধ্যান করি। হে শিবে শান্তে! আপনাকে নমস্কার; হে গঙ্গে! আপনাকে বারংবার নমস্কার; হে মকরবাসিনি! আপনাকে নমস্কার; হে কোটিশশাসনমঞ্জরে! আপনাকে বারংবার নমস্কার। চতুর্ভুজা; বর, অভয়, পদ্ম এবং অমৃতপূর্ণ সুবর্ণ ঘটে সুশোভিত, সর্কালঙ্কার ভূষিত, ত্রিনেত্রসম্পন্ন, ত্রিধ্বজমণ্ড গুরুম্বন যুক্ত, হিরণ্যপূর্ণনিকণ, ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবারাধ্য দেবসমুদ্র মেঘধারিণী গঙ্গাকে নমস্কার। পাপনাশিনী লোকমাতা গঙ্গাকে বারংবার নমস্কার। সর্বভীষণবা অথচ সুলভা গঙ্গাদেবীকে বারংবার নমস্কার। ব্যাস বলিলেন, হে দ্বিজ! জয়া বিজয়া এইরূপ স্তব করিতে থাকিলে, তাঁহাদিগের সমুৎপে, গঙ্গা ব্রিজগৎ উজ্জল করত প্রাহুর্ভূতা হইলেন। জয়া বিজয়া, সেই মকরাসনাগীনা দেবী গঙ্গাকে প্রাহুর্ভূতা দেবীয়া, অত্যন্ত আনন্দ এবং বিষমযুক্ত হইলেন। হে দ্বিজ! তখন তাঁহারা কোন কথা বলিতে পারিলেন না; রোমাঞ্চিতদেহে, বাস্পনিকরদ্বন্দ্বনে দগ্ধায়মান থাকিলেন। তখন, সকল দেবতা, মুনি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বক্ষ, রাক্ষস, কিম্বর অস্ত্রা; সকলেই হৃষ্টচিত্তে তথায় সমাগত হইলেন। মহর্ষি বাস্মিকি এবং আমি আমরাও হুজনে গেলাম। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ এবং দেবীগণ সকলে কৃতাজ্ঞ হইয়া অঞ্জলিগুটে, পুষ্পচন্দন প্রেণ-পূর্ষক সর্কালঙ্কারভূষিতা গঙ্গাকে তদ্বারা সুশোভিত করিলেন। হে জাৰালে! অনন্তর, সেই গঙ্গার অঙ্গ হইতে ভীৰ্ণসমূহ উৎপন্ন হইতে লাগিলেন; তখন জয়া বিজয়া তাহা দেবিলেন। বাক্যাদি স্বরূপ বিখ্যাত ভীৰ্ণ সকল মুক্তিমান হইয়া গঙ্গার দেহ হইতে নির্গত হইলেন। সে সব ভীৰ্ণের নামাঙ্ককার রূপ। ব্রহ্মভীৰ্ণ সকল গঙ্গার মুণ হইতে, দেশভীৰ্ণসমূহ তাঁহার চরণ হইতে, জনভীৰ্ণ সকল তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে এবং আকাশভীৰ্ণসমূহ কর্ণস্বয় হইতে উৎপন্ন হন। আর দ্বিবাভীৰ্ণাক্তি ভাষার লমট হইতে এবং অঙ্গভীৰ্ণ সকল তাঁহার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইলেন। সর্কালঙ্কারপূর্ণ, ভূষণরাজি-সমুজ্জল, নানাবর্ণ সমস্ত ভীৰ্ণ, হৃষ্টচিত্তে, মুনিগণ, দেবগণ জয়া বিজয়া ও অপরায়ণ সকলের সাক্ষাতে গঙ্গাকে স্তব করিতে লাগিলেন, হে বিমলবসনে! আপনি ভুলোক, ভূলোক, স্বলোক এবং মহর্লোকের সার, আপনি কেবল পরমানন্দসমূহ-স্বরূপা; পৃথিবী, পাতাল এবং স্বর্গ এই ত্রিলোকের তিমিরাপহরণে মহাজ্যোতিঃস্বরূপা; অসংখ্যলোকরূপ তিজরদে ভূষিত রসনার একমাত্র শরণ পরমামৃত রসায়নস্বরূপ যে জনপ্রদাতা, তাহা আপনারই রূপ। আর দেবমুর্তিমতী আপনি কোটি কোটি চন্দ্ৰের স্তায় গুরুবর্ণা এবং মকরাসনে আনীনা; আপনাকে নমস্কার। হে গঙ্গাদেবি হে স্বর্গদি!

হে বিহুপদোত্তবে ! হে নারায়ণের প্রথম ঐতর্য-শরীর-সংশ্লিষ্টে ! প্রথমশরীরে ! পরমাত্মরূপে ! প্রথম হও, প্রথম হও ; তোমাকে ব্যাংবার মম্ভার । হে ত্রিপথগামিনি ! দেব-দেবেশি ! গন্ধে ! হে ত্রিলোচনে ! স্তব্ধবর্ণে ! হে ব্রহ্ম-বিহু-মহেশ্বর-পুজিতে ! আপনাকে মম্ভার । হে দোষনাশিনি ! আপনি নিজবেগে ব্রহ্মাণ্ডকটীহ ভেদ করিয়া-ছেন । আপনার নির্মল মস্তক রত্নকিরীটে মণ্ডিত । আপনার পদাবলুয়গলে স্রাস্ত্র-কিরীটমালা বিলুপ্তিত, হে অভীষ্টকারিনি ! আপনি কামরূপা এবং তীর্থগণের প্রমথিনি । হে শ্রামে !\* হে স্রোত-আকৃষিত-বিমল-কৃষ্ণ-কুম্ভলে ! হে শিবপ্রিয়ে ! হে শিবা-রাধ্যে ! হে শিবশিরোবিহারিনি ! আপনি নিখিল জগৎকে মঙ্গলময় করিতেছেন । হে অব্যয়ে ! হে অচ্যুতভূষণ-ভূষিতে ! হে অচ্যুতপাদসমুত্তবে ! হে অচ্যুত-পুজিত-পাদ-কমলে ! আপনার আগমনে পৃথিবী পবিত্রা হইয়াছেন । আপনি অচ্যুত-প্রেমধারা-শাগিনী ব্রহ্মরূপিণী, ব্রহ্মাণী, আপনি ব্রহ্মানন্দময়ী, ব্রহ্মপ্রমথিনি এবং ব্রহ্মরসামুতা । আপনি ব্রহ্মবদারিনী, ব্রহ্মনদী, স্রবধ্বনী এবং স্রাবরূপিণী । আপনি ভেদ-মুদ্রা, ভেদকরী এবং ভেদকগণের ( বিহু, শিব ও দুর্গার সহিত আপনার ভেদ বাহারা মনে করে তাহা-দিগের ) প্রাণহারিণী ; আপনি অভেদ-বুদ্ধি-স্বরূপা, অভেদ-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের জীভিপাজী আপনি, হে নত্যো ! হে মংসারবর্জিতে ! হে অনিন্যো ! হে নির্দোষে ! হে কমলে ! হে বিমলে ! হে শুদ্ধে ! আপনি পরব্রহ্মভূষরূপিণী । হে বেগাধারে ! হে বেগগামিনি ! আপনি হিরন্ময়চক্র ভেদ করিয়াছেন । হে স্রব্যমণ্ডলভেদকারিণি ! মহেশ্বর ! মম্ভাকিনি ! হে স্রপুজিতে ! মহানন্দে ! রণপ্রিয়ে ! কোকামুখি ! হে বলিমাংসপ্রিয়ে ! কালীরূপিণি ! মংস্ত এবং মদ্য আপনার স্রবাবহ । হে জবারজনয়নে ! রক্তবস্ত্র-পরিধানে ! চক্লনয়নে ! আপনাকে সেবা করা নম্রপরিভাণী গাণ্ডজনের পক্ষেই সম্ভব । হে নিঃসন্ধে ! অকিঞ্চন জনের আপনিই অবলম্বন । হে দিগম্বর-প্রিয়ে ! হে দিব্যে ! হে বীররূপে ! হে মনোহরে ! হে আকাশনিলয়ে ! সদা পূরুড়-বাসিনি ! দেবি ! পৃথিবী পাতাল সকলই আপনার আলয়, আপনি খেচরা ! আপনি অচরা ! হে ভীমে ! নরুদা ঋড়া আপনার হস্তে থাকে ; মহাভৈরব আপনার সাধনা করিয়াছেন । হে ভবমোচনি ! ভবরন্ধ্রিণি ! ভবভাবিনি ! হে ভব-শিরো-বিহারিনি ! ভবজ্ঞে ! ভাবরসিকে ! হে গিরিজ্যে ! গিরিশিখরচারিণি ! হে শৃঙ্গাটকগতে ! শৃঙ্গার-রস-শোভনে ! কান্তিমতি ! আপনি কামরূপা, কামভাবা, আপনি নিকাম ব্যক্তিগণের পুজিতা । হে দুর্গমে ! দুর্গভি-হরে ! দুঃখহত্রি ! হে সুখালয়ে ! শুভে ! আপনার তীরবন, হংস, কারণ্ডব এবং ক্রৌঞ্চগণে বিমণ্ডিত । আপনার তীর দেবদ্বন্দ্ব-সেবিত এবং স্মৃতমাজেই আপনি পাপ

\* যে নারী, শীতকালে উষ্ণাকী, গ্রীষ্মকালে শীতলাবদ্যবা এবং বীহার যুগে পদ্মগন্ধ, গীহার নাম, “শ্রামা” ।



বেনাশ করেন। আপনার নাম মাজেই ব্রহ্মহত্যা পাপের প্রাদুর্ভাব। হে মাভঃ !  
 আপনি সর্বজগতের সৃষ্টা এবং ধোক্ষদা। হে যোগিনি। গৃহস্থ, সন্ন্যাসী যোগী এবং  
 ন্যাতালেও আপনার সেবা করিতে পারে। হে পাপনাশিনি। হর-গৃহিণি। আপনি  
 বিষয়-বিষয়-জালাহারিণী। হে হাড়ুবিতে। দশহরে। পরমদেবি। আপনি তরঙ্গ বারী  
 ফলিকলুষ অপহরণ করেন। হে মাভঃ ! আপনি হুকার, প্রণব ও হ্রীকার স্বরূপিণী।  
 হে মাভঃ ! ভগবতি ! ভীষ্মজননি। বারংবার আপনাকে নমস্কার। হে ইষ্টমিছিকরে !  
 'ক্ষ' 'কৌ' ইত্যাদি মন্ত্রস্বরূপিণি। হে বিমলমুখি। চন্দ্রমুখি। কোলাহলে। ধর্মরূপিণি !  
 প্রসন্ন হউন। আপনিই প্রাণিগণের রাজলক্ষ্মী, আপনিই গৃহিণীর শুভা গৃহিণী।  
 আপনিই যোগিনী, আপনি যোগ এবং আপনিই সন্ন্যাসগণের বুদ্ধি। আপনিই কবি-  
 গণের সর্বভোয়ুখী দৃষ্টি, আপনিই রাজসেবকগণের বুদ্ধি, আপনিই কুলত্রীগণের লক্ষ্মী এবং  
 আপনিই বালকগণের মধুর বাক্য। আপনিই যুদ্ধস্থলে স্পর্ধাস্বরূপিণী, আপনিই সাধুগণের  
 কমা। আপনিই বাস্তুকি-দ্বন্দ্বের সরস্বতী, আপনিই বেদব্যাসের বাগ্বিতা। আপনিই  
 বাস্তু শ্রুতি স্মৃতি এবং কবিতা-লহরী। জল যেমন মৎস্যগণের অবলম্বন, সেইরূপ আপনিই  
 সর্বভূতের অবলম্বন। আপনি জাড্যবিশাশিনী, মন্ত্ররূপিণী, কালরূপিণী এবং কপালিনী।  
 আপনি কুরারী, তরুণী, বৃদ্ধা, রসজ্ঞা এবং রসসুন্দরী। আপনি সর্ব দেব-দেবীগণ-সেবিতা  
 মঙ্গলিনী। পৃথিবীতে আপনি অলকনন্দারূপে মানবগণকে কৃতার্ণ করিতেছেন। আর  
 পাতালে আপনি নাগগণ-নিবেষিতা ভোগবতী। পূর্বাধিক আপনি সীতা, উত্তরে ভদ্রা,  
 পশ্চিমে বঙ্গু এবং দক্ষিণে অলকনন্দা। আপনি ব্রাহ্মী, বৈকুণ্ঠী, শৈবী, কুমারী এবং  
 বৃষতী। আপনি কপালমালিনী, বিকটাক্ষা এবং সরস্বতী। আপনি ঋশাবাসিনী ;  
 চিত্রাক্ষর ও অশ্বিনমুহ আপনার ভূষণ। আপনি সরস্বতী, জাহ্নবী, গঙ্গা এবং ভাগীরথী।  
 আপনি হংসী, পদ্মমুখী ও সহস্রদল-কমলবাসিনী। হে মাভঃ ! আমরা সমুদ্র তীর্থ ;  
 পরম মঙ্গলান্দিত ভবনীয় তীরে বাস, ভবনীয় নীরে অবগাহন, আপনার দর্শন এবং  
 স্মরণকারী অনেক তীর্থ, তদিতরও অনেক তীর্থ ; আপনি আশ্রয় ; আমরা আপনাকে  
 আশ্রয় করিয়াছি। আপনি সর্বরূপিণী, আমরা তীর্থ পুরস্বারে আপনাকেই প্রণাম।  
 বাহারা আপনাকে ভক্ত কিন্তু আপনাকে বিজ্ঞানবিশেষ দর্শনের অভিজ্ঞানবৈ তীর্থ-পর্বাটন-  
 পরায়ণ, তাহাদিগকে আমরা পবিত্র করি। আর বাহারা আপনাকে ভক্ত, তাহাদিগকে  
 দূর হইতে পরিত্যাগ করি। আপনি তত্ত্বপদার্থময় বলিয়া দেবগণ, তীর্থগণ, লোক-  
 সমূহ এবং বর্ষনিচয়ের মাতা সর্বসাম্বিকী। আপনি শতবার প্রণামের পাত্র। আমাদের  
 উৎপত্তি ও লয় আপনা হইতে। অতএব আমরা আপনাকে তত্ত্ব কি বলিব ? আপনাকে  
 মহিমার অন্ত নাই, যেহেতু, ব্রহ্মহত্যা, গুরুহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা, অতিপাতক একাধারে  
 বাহাতে আছে, সে ব্যক্তিও আপনাকে সর্বসম্পর্ক মাজেই পবিত্র হয়। আপনাকে দর্শন  
 মাজেই ব্রহ্মপদপ্রাপ্তির ফল হয়। যে ব্যক্তি আপনাকে মহিমার কথা বিপরীত প্রকারে

বলে, সে পাণ্ডাগী হয়, ইহা যথার্থ কথা। বাস -বলিলেন, এই বলিয়া তীর্থগণ সেই গঙ্গাতেই সর্গপ্রকারে নিলীন হইলেন। গঙ্গা রক্ষণীর সহিত একরূপা হইলেন। তখন জয়া বিজয়া, পার্শ্বভীকে মা দেবীয়া বাক্যলা হইলেন। পার্শ্বভী জয়া বিজয়ার সমক্ষেই গঙ্গান্থিলিত অস্তরূপে অস্তিত্ব করিয়া রক্ষণীরাপেই বিরাজ করিতে লাগিলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ সকলেই অস্তিত্ব হইলেন। বিশ্বরূপন্ন গণীকরের সহিত দেবী রক্ষণীও স্বহানে গমন করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

### ষষ্ঠ অধ্যায়।

জয় বিজয়া বলিলেন, হে মহেশ্বর! আপনার প্রমাদে, সর্গভীর্ষে প্রান এবং তদর্শন আর বিশেষরূপে গঙ্গাতত্ত্ব-জ্ঞান আমাদের হইয়াছে। আপনার আদেশে যে স্তব, আমাদের মুখবিনির্গত হইয়াছে, তাহা লোকে উজ্জপেই প্রচারিত হউক, হে মাতঃ। আমরা আপনাকে প্রণাম করি। যে সব তীর্থ দেবীলাম, তৎসমস্তের নাম সর্গতোভাবে কীর্তন করুন। ভগবতী কহিলেন, পরমপাবন গঙ্গাতীর্থের কথা প্রথমেই ভোমাদিগকে বলিয়াছি। এই গঙ্গাতীর্থের অন্তর্নিবিষ্ট অষ্ট তীর্থের বিষয়ও যথাতথ বলিতেছি। গঙ্গা যে স্থান হইতে উৎপন্ন, জ্ঞান-গণের নন্দাদৃষ্ট বিষ্ণুর সেই পরমপদ প্রথম তীর্থ বলিয়া বিদিত। আর প্রবালিলোকে, বায়ুপথে গঙ্গাপ্রবাহ-পুত-হল নবসংখ্যাতীর্থ কথিত আছে। গঙ্গা আবির্ভূতা হইয়া প্রথম যে স্থানে মহাশেগবতী ও মহাবলবতী হইয়াছেন, সিদ্ধগণ, দেবগণ ও ঋষিগণ, গমনাগমনে তথায় প্রান করেন। গঙ্গা যেখানে উর্জলোক হইতে পতিত হইতেছেন, স্মেরশিখরে তাহা ধারাপাত নামে বিখ্যাত। চতুর্দিকে বাইবার জন্ত গঙ্গা তথায় চতুর্ভা হইয়াছেন। এই স্মের পর্কতেই যে চারিদিক হইতে গঙ্গা চারিদিকে অবরোধ করিয়াছেন, সে চারিটিও তীর্থস্থান, তৎসমস্তের নাম কীর্তন করিতেছি। পূর্বতীর্থ নীতালক, দক্ষিণ নন্দক, পশ্চিম বংসুভদ্র এবং উত্তর ভদ্রোত্তর। স্মেরের নিম্নবর্তী অষ্টপর্কতে গঙ্গা পতিত হইয়াছেন, আবার সে সব পর্কত হইতে উন্নিমে পতিত হইয়াছেন, বোডশনখ্যক এই সংযোগ-বিশোগ-স্থান সকলই পূর্বদিকে গঙ্গামান পর্কতে পরপাত ও পুণপাত নামক দুই তীর্থ। পশ্চিম-পর্কতে শাক্ত্রী এবং বিলসন্তী নামক তীর্থ, পূণপ্রভা, প্রকাশাকী, গোমতী, গোভমী, মণিকর্ণী এবং মণিপ্রোভা—উত্তরে এই সব তীর্থ। মণিদর্শী, মহাশেগা, অস্তুরী, ব্রহ্মবেগিনী, শিবেশ্বরী এবং শত্ৰুঘ্নী দক্ষিণ-পর্কতে এই সব তীর্থ। পশ্চিম-পূর্ব এবং উত্তর দেশবর্তী পর্কতসমূহের মধ্য-প্রদেশে পূর্ব-শখপাত, উত্তর-শখপাত এবং পশ্চিম-শখপাত এই তিন তীর্থ। হিমালায়-

মিত্যে, গঙ্গার শিবশীর্ষপ্রবেশস্থান, বিরঃস্রোত নামে বিখ্যাত মহাকলজনক তীর্থ। জুমতলে, গঙ্গাধার তীর্থ চারিটি। তাহার স্থান, কেতুমালবর্ষ, কুরুবর্ষ, ভদ্রাবর্ষ এবং ভারতবর্ষ। গঙ্গাধার-চতুষ্টয়ের নাম, ব্রহ্মধার, শিবধার, ভেকোদধার এবং হরিধার। হরিধারে গঙ্গার সপ্তধারা। সুরধ্বনী এই স্থানে সপ্তধিগণের ঐতির জন্ম সপ্তধারা হইয়াছিলেন। গঙ্গা কেতুমালবর্ষে শিবা নদীর সহিত সঙ্গত হইয়াছেন, সেই সঙ্গস্থান গোবল নামক তীর্থ, আর যে স্থলে শিবানন্দীর সহিত বিচ্ছেদ হইয়াছে, তাহার নাম পরগোবল। কুরুবর্ষে গঙ্গা, গোমতী এবং ভাস্করীর সহিত সঙ্গত হইয়াছেন। সেই সঙ্গস্থান পুণ্যমাল নামক তীর্থ, আর বিচ্ছেদ স্থানের নাম সোমমাল। ভদ্রাবর্ষে গঙ্গা, বৈকুণ্ঠী এবং মাকরী নদীর সহিত সঙ্গত ও বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, সেই সঙ্গস্থানঘর সকল নামে এবং বিচ্ছেদস্থানঘর দেবল নামে কথিত। \* আর গঙ্গাসাগর-সঙ্গম, পশ্চিমারণ্যস্রোত, উত্তরে জিহ্মস্রোত এবং পূর্বে সপ্তস্রোত এ সমস্তই তীর্থ; হে নবীঘর। ভারতবর্ষের কতকগুলি তীর্থের কথা আমার নিকট গুন। যে স্থানে গঙ্গার নাম হয় জাহ্নবী, তাহা জাহ্নু তীর্থ, তারপর প্রয়াগ, প্রয়াগে অক্ষয়বট তীর্থ, তথায়, তীর্থত্রয়—যমুনা এবং সরস্বতী গঙ্গার সম্মিলিত হইয়াছেন। এই স্থানে মস্তক যুগ্ন করিয়া মানুষ যে কোন স্থানে মরুক না কেন। \* স্নেহও যদি প্রসঙ্গক্রমে এই প্রয়াগতীর্থে গিয়া মুক্তির-মুণ্ড হয়, তাহা হইলে, সে ব্যক্তিও অস্ত্রে, স্নেহদেহে পরিভাগ করিয়া মুক্তি লাভ করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তার পর বসন্তক-ক্ষেত্র, এই তীর্থে বাসন্তী দেবী পুজিত হন। অনন্তর সজ্জন-সম্ভা শিবপুরী বারানসী, এখানে গঙ্গা উত্তর-বাহিনী; এই স্থলে মরণ হ্রত। সুরধ্বনী মণিকর্ণিকা, এখানে জলে স্থলে মুক্তিদায়িনী। এই ক্ষেত্রে ভগবান্ শিবের স্তবহ লিঙ্গ আছে। সেই সর্ব লিঙ্গস্থান, নামভেদে পৃথক্ পৃথক্ তীর্থ। বারানসীর বিশেষ বিবরণ মৎস্ত পুরাণে বিজ্ঞেয়। তৎপরে গঙ্গাবতী-গঙ্গা-সঙ্গম তীর্থ। সরস্বতী এবং যমুনা যে স্থানে গঙ্গা হইতে পৃথক্ হইয়াছেন, তথায় 'ত্রিবেনী' তীর্থ। প্রয়াগের তুলা ফল এই তীর্থে পাওয়া যায়। গঙ্গাসাগর-তীর্থ পরম তীর্থ। গঙ্গা এই স্থলে মহেন্দ্রধারায় সাগরগামিণী হইয়াছেন। সেই মহেন্দ্রধারাই মতঙ্গ স্বতন্ত্র তীর্থ বলিয়া কথিত আছে। এই তীর্থে আকাশে, স্থলে বা জলে মরিলেও মানবগণের মুক্তি হইবে। এখানে জী কি পুরুষ, যে কামনা করিয়া মরিবে, পরমেশ্বর সেই কামনাই তাহার সিদ্ধ হইবে। বিমল গঙ্গাতীর-ঘরে যেখানে যেখানে শিবালয়, ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং ব্রাহ্মণদিগের আলয় আর দেব-দেবী সকল তৎসমস্তই তীর্থবিশেষ। হে নবীঘর।

\* একটি চলিত কথা আছে, তাহা এই শ্লোকের অনুরূপ,—

‘প্রয়াগে মুড়িয়ে মাথা, মনুগে পানী খেবা সেবা’।

গঙ্গার তীর্থসমূহের কথা এইরূপ তোষাগিগকে বলিলাম । এই সকল হইল ব্রাহ্মতীর্থ ; ব্রাহ্মতীর্থগণের উৎপত্তি গঙ্গার মতক হইতে । হে জয়াবিজয়া ! পৃথিবীতে অস্ত্র যে সব তীর্থ আছে, তাহা শুন ।

বৰ্ত্ত অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

### সপ্তম অধ্যায় ।

দেবী বলিলেন, ব্রাহ্মণেরা যথায় বাস করেন, সেই ভূভাগই তীর্থ । ব্রাহ্মণগণের চরণ-মুখল সর্গতীর্থের আজ্ঞার পরম তীর্থ । পদ্মবন তীর্থ, তুলসীবন তীর্থ । তুলসীর মূল হইতে দশদিকে বোড়শ হস্ত পরিমিত স্থান দেব-বন্দিত মহাতীর্থ । যথায় বিশ্ববৃক্ষ অবস্থিত, সে প্রদেশও হুতীর্থ । আমলক বৃক্ষও তুলসীর জায় কীৰ্ত্তিত । সখীস্বর বলিলেন, হে কৃপামসি ! মহেশানি ! মাতঃ ! হর্ষে ! তুলসী বৃক্ষ ও বিশ্ব বৃক্ষের জন্ম, মাহাত্ম্য এবং স্বরূপ-ভেদ কীৰ্ত্তন করুন । দেবী বলিলেন, পূর্বকালে, কৈলাসনিধিরে, বর্ষদেব নামে বিখ্যাত বিষ্ণুপরায়ণ এক সাধু-ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । বৃন্দা নামে তাঁহার বর্ষচারিণী ব্রাহ্মণী-পত্নী ছিলেন । সেই সাধু সতত স্বামীর অনুগামিনী, পতিদেবতা ছিলেন । তাহাতেই তাঁহার বিশেষ মুখ ছিল । হে সখীস্বর ! সত্যী বৃন্দা, স্বামীর আদেশে দেবদেবতার কার্য্য করিতেন । আর তিনি স্বয়ং স্বামীর পূজাকার্য্য ও দেবপূজা কার্য্যে নানন্দে নিযুক্ত থাকিতেন । সেই সত্যী সর্গদা স্মিতমুখী উপোবিনম-সম্পন্ন ও লক্ষণাবিতা ছিলেন । সকল লোকেই সর্গদা তাঁহার সম্মান করিত । সতত কৃষ্ণভক্ত-পরায়ণ বর্ষদেব, সদাশিব কৃষ্ণের নামগান করত ঝড়-মণ্ডলীতে পর্য্যটন করিতেন । তিনি দর্শনীয়াকৃতি বর্ষদা বর্ষভ ছিলেন, মুখে তাঁহার হাসি লাগিয়াই ছিল । তিনি গানবিদ্যার পরধামী সুস্বর এবং সাধুজনের সম্মানিত ছিলেন । পরম-পারম বর্ষদেব, সুস্বরঙ্গীত, বিরুভক্ত এবং অভাবে সর্গলোকের মনোরঞ্জন করত ভ্রমণ করিতেন । হে সখীস্বর ! একদা সেই বিক্রোভম, ব্রাহ্মণসভার গান করত গৃহে ভোজন করিবার সময় অভিক্রম করিয়া ফেলিলেন । এ দিকে তদীয় ভাৰ্য্যা বৃন্দা, গৃহে সমাগত অভিবির পূজা করিয়া (সুখায় কাতরতা-নিবন্ধন) উত্তম কৈলাসনিধিরে বিচরণ করিতে লাগিলেন । তখন ব্রাহ্মণও গৃহে আসিয়া পত্নীকে ক্ষুণ্ণাশীড়ায় গৃহ হইতে স্থানান্তরিতা দেখিয়া ক্রোধে তাঁহাকে স্তম্ভরূপে অভিসম্পাত দিলেন, যে হেতু, তুই ক্ষুণ্ণা হইয়া গৃহ পরিভ্রমণ ও মদীয় সেবার অসমর্থ করিয়া ইত্যন্তঃ বিচরণ করিতেছিস, এজন্য ব্রাহ্মণী হইবি । বৃন্দা এইরূপে অভিশপ্তা হইয়া ভববধি একাকিনী বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং পৃথিবীতে আসিয়া ক্ষুণ্ণ বহুলোককে ভোজন করিতে লাগিলেন ।

বৃন্দা, সতত স্মৃণাশীড়ায় কাতর হইয়া সক্রোধে বনে বনে বায়, সিংহ, হস্তী, গণ্ডার, শশক, মৃগ, অশ্ব এবং নবিষ বহুতর ভোজন করিতে লাগিলেন। পূর্ন-বর্ষ সংস্কার-বশে বৃন্দা ব্রাহ্মণ, বৈক্য, শৈব এবং নোজাতি পরিভাগ করিয়া মানন্দে সর্গ জন্ত ভোজন করিয়া তদীয় অহিনসঞ্চরে সমগ্র পৃথিবীকে পরিব্যাপ্তা করিলেন। কোন সময়ে বৃন্দা, কৈলাসশিখরের কথা স্মরণ হওয়াতে তথায় বাইতে অভিলাষী হইলেন। অনন্তর স্বভাবতঃ স্মৃণাশীলা বৃন্দা ত্রিরাত্র অনাহারে বৃত্তকিতা হইয়া কৈলাসশিখরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় আসিয়া ভোজনের জন্ত ভাবিতে লাগিলেন। 'কৈলাসের সঙ্গতাই প্রাণী শৈব, ব্রাহ্মণেরাও স্বভাবতই অভক্ষ্য; অতএব সম্প্রতি আমি কাহার প্রতি দস্তপ্রহার করি? এই শিবলোকে বৃক্ষগণও আমার অভক্ষ্য, কেন না, এখানকার বৃক্ষেরাও শিবময়। রাক্ষসী বলিয়া বিখ্যাতা এইরূপ চিন্তাকুলা বৃন্দাকে কৈলাসে দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, এই গুণশালিনী দোষবর্জিতা বৃন্দা রাক্ষসও গ্রাণ্ট হইয়াছেন; অতএব দৈব অপেক্ষা পরম বল আর কিছু নাই। ত্রীজাতির প্রথম দোষ হইল লোলুপতা। দোষবর্জিতা এই বৃন্দারও সে দোষ ঘটিয়াছিল; অতএব দৈব অপেক্ষা পরম বল আর কি আছে? স্তব্রাং বাহুবলকে বল বলা যায় না; বাহুবল-হীন ব্যক্তিও ভাগ্যবর হয়, কল কথা এই, 'ন চ দৈবাং পরং বলম্'। কাহারও কাহারও মত বৃদ্ধিই বল, কিন্তু সার কথা এই 'ন চ দৈবাং পরং বলম্'। কাহারও কাহারও মত, তপস্তাই বল; কেহ কেহ বলেন, ব্রাহ্মণাই বল; কেহ কেহ বলেন, ঐশ্বর্যই বল, কিন্তু 'ন চ দৈবাং পরং বলম্'। লোক ধনী এবং বুদ্ধিমান হইলেও আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিলেও সর্বদা পরবশ। অতএব 'ন চ দৈবাং পরং বলম্'। দীর ব্যক্তি নিয়ম আচার এবং কঠব্যপালনে সতত বড়বান্ হইবে এবং সর্বদা জানিবে, 'ন চ দৈবাং পরং বলম্'। যদি প্রগাঢ় য করিলেও কার্যনিশ্চি না হয়, তাহা হইলেও হুঃখবোধ করিবে না, কেন না 'ন চ দৈবাং পরং বলম্'। যে ব্যক্তি পুরুষকারের সাহায্যে দৈব প্রতিরোধ করিতে ইচ্ছুক, সে মূর্খ জানে না, 'ন চ দৈবাং পরং বলম্'। দৈব-বলেই স্বর্গ, এবং দৈব-বলেই মোক্ষ লাভ হয়। ত্রৈলোক্যই দৈবের বশবর্তী, অতএব 'ন চ দৈবাং পরং বলম্'। প্রাক্তন কর্ম অথবা ঈশ্বরেচ্ছাই দৈব; কলতঃ এতদুভয়ই তুল্যবস্ত। অতএব দৈবই পরম বল। পূর্নকৃতবর্ষজ্ঞতা এই বৃন্দা কুকনাম প্রবণ ও কুকনামাধিত দেহ লাভপূর্বক মোক্ষ লাভ করিবে। এই বলিয়া সেই ব্রাহ্মণেরা উচ্চশব্দে সর্বপাপহারী ঐহরির নামকীর্তন করিতে লাগিলেন। পাপরাক্ষসীরূপা ব্রাহ্মণী-বৃন্দা সতত তাহা শুনিতে লাগিল। বৃন্দা, স্মৃণায় অভিষয় পীড়িতা হইয়া বধায় বধায় বাইতে লাগিল, সেই সেই বনেই সতত হরিনামধ্বনি শুনিতে পাইল। বৃন্দা হরিনাম প্রবণ ও সন্তোহ উপবাস করিয়া

শিবধর্মভূষিত কৈলাসপর্বতে প্রাণত্যাগ করিলেন। হে নথীবর! অনন্তর সংবৎসর অতীত হইলে, মহাদেব, বনশোভা দর্শন করিতে আবার সহিত বিচরণ করত,—মালতী, মল্লিকা, যুথিকা, টেপ, কন্দ, মন্দার, শেকালিকা, কুটজ, বৃক্ষ, চম্পক, বকুল, শিরীষ, নবমালিকা, মুচুকন্দ এবং বজ্রক এই সকল পুষ্পবৃক্ষ পৃথক পৃথক দর্শন করিলেন। অনন্তর, কদম্ব, পদম, আম্র, আম্রভক, অম্বা, বট, নিম্ব, শিংশাণী, চন্দন, লাক্ষ্মী, ভাল, হিষ্টাল, শুবাক, বেড়, বংশ, ধর্ম্মর, বেতস, অশ্রুপ্রকার কদম্ব, শাল, পিয়াল, নমের এবং কোবিদার প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী, বনমধ্যে শিব দর্শন করিলেন। শিব, সেইখানে এইরূপে বিচরণ করিতে লাগিলেন, স্থলপদ্ম ও পদ্ম তথায় প্রস্তুতি ছিল, আর ভ্রমর, কোকিল, ময়ূর প্রভৃতি শব্দগণ তথায় কূজন করিতেছিল। শিবের সঙ্গী প্রমথেরা সহর্ষে নৃত্য, গীত, বাদ্য, করবাদ্য, গানবাদ্য করিতেছিল। আর বিবিধ ঘোর হুকার রব এবং উল্লঙ্ঘনে গমনও করিতেছিল। বৃষধ্বজ, এই সব প্রমথের সহিত মানন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই বনে শিব, ফুলকমল-শোভিত পুষ্করিণীর তীরে মূর্ত্তা এক রমণী দেখিতে পাইলেন। রমণী তখনও তেজঃসমুজ্জ্বলা। মূর্ত্তা রমণী রাক্ষসী বৃন্দা। মহেশ্বর, সেই রাক্ষসীগেহ দেখিয়া আমাকে বলিলেন, দেব পার্শ্বিতি! এই বৃন্দা রাক্ষসী। বৃন্দা পূর্বে বিহুভক্ত রাক্ষসের রাক্ষসী ভাষা ও পরম বৈষ্ণবী ছিল। দৈববশতঃ রাক্ষসী হইয়া মরিয়াছে বটে; কিন্তু একবৎসর মরিয়াছে, তথাপি ইহার পূর্বকান্তি আছে, দেহ নষ্ট হয় নাই। ইহা কেবল অীতকভক্তি ও তবীয় নামশ্রবণের মাহাত্ম্য। হে ব্রহ্মশিবে! এই বৃন্দার দেহে কি নাম অস্তিত্ব রহিয়াছে দেখ। হে নথীবর! মহেশ্বরের সেই কথা শুনিয়া মূর্ত্তা-বৃন্দার শারীরিক গুণ্য দর্শনে বিম্বিতা হইলাম। (ভালরূপে দেখিয়া) দেবদেব শিবকে বলিলাম, হে প্রভো! দেব দেব! বৃন্দার সকল অবয়বে বিহু নাম দেখা যাইতেছে। আর ইহার সম্পূর্ণদেহে দ্বাদশাক্ষর বিহুস্বর দৃষ্ট হইতেছে শিবগণেরা সহর্ষে সেই মন্ত্র তপস পাঠ করিল। অনন্তর তাহারা সেই তৈজস-শরীর স্পর্শ করিল। শিব-কিন্দরগণের স্পর্শমাত্রে, বৃন্দার দেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। আর প্রতিখণ্ডই সেই মহাকলদায়ক প্রণবাদি ‘নমো ভগবতে বাসুদেবায়’ এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র সকলেই দেখিতে পাইল। আর দেখিল, সেই মন্ত্রের প্রতিবর্ণের গর্ভে বিহুর সহস্র নাম। বৃন্দার কোটি কোটি খণ্ডে পরিণত দেহ এইরূপ ভাবাপন্ন দৃষ্ট হইল। অনন্তর, শিব-মঙ্গলদাতা শাক্ষাৎ শব্দর, আবার সমুখে স্বভাব-জুই নিজ কিন্দরগণকে অীতিসহকারে বলিলেন, এই বৃন্দা-রাক্ষসী ধর্ম্মদেবের বনিতী বৈষ্ণবী। অভিশপ্তা হইয়াও বৃন্দা ব্রহ্ম-হিংসা করে নাই। ইহার দেহ বৃথা হওয়া উচিত নহে। কেননা, বৃন্দা বিহু-অীতিকারিণী। অতএব বৃন্দা, ব্রহ্ম হইয়া ভূতলে বিহু-অীতিসম্পাদন করুক। হে প্রমথগণ! অীবিহু-অীতির উদ্দেশে ইহার দেহ আচ্ছাদিত (রোপণ কর)। হরি, ব্রহ্মরূপিণী বৃন্দার পক্ষে বেরণ পুজিত হইবে, মণিমুক্তাদি অপরায়ণ বস্ত্র দ্বারা সেরণ পুজিত হইবেন না। ইহা উত্তমরূপে বিজ্ঞেয়।

এই বৃক্ষের নাম হটক 'তুলসী', তুলসী পবিত্র-পাवन। তঁকার শব্দে মরণ, উঁকার শব্দে যোগ। ( 'তু'র অর্থ মরণাত্মা অর্থাৎ মৃত্যু ) মৃত্যু হইয়াও লসী—( লসণাত্মক অর্থ কান্তি ) অর্থাৎ কান্তিমণ্ডী থাকিতে তুলসী নামেই ইহা গীত হইবে। তুলসীর প্রতিপত্তে বাহ্যশাক্তর বিহঙ্গম অবস্থিত। তুলসীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমরা—দুর্গা ও মহেশ্বর। ইহার উপাস্ত নারায়ণ, আর ইহা বৈষ্ণবী প্রিয়া। এদিকে ধর্মদেব, পত্নীর বিষয় মনে করিয়া শৌকে ক্রীণ ও মলিন হইয়াছিলেন, তিনি এই সময়ে বৃক্ষা বৃক্ষা বলিয়া রোদন করত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। "প্রিয়ে! কান্তে! বৃক্ষে! কোথায় তুমি? তুমি নির্দোষা, নিষ্ঠুরচিত্ত আমি, তথাপি তোমাকে রাক্ষসী হও বলিয়া অভিলাপ দিয়াছি। আমাকে বিক্।" এই বলিয়া ধর্মদেব রোদন করিতেছিলেন; শিব লাক্ষ্মী করিলেন। ব্রাহ্মণ তখন হির হইয়া শিবকে প্রণাম করিয়া পুনরায় আপনায় বিন্দ্য করিতে লাগিলেন, "বিক্ আমাকে! যেহেতু আমি সাক্ষাৎ মহাদেব শিবকে অভিনন্দন করি—নাই।" দেবী বলিলেন, ধার্মিক সেই ব্রাহ্মণ, সন্তোষপ্রদ উক্ত বৃক্ষা-মৃত্যুস্তম্ভ অবগত হইয়া শাস্ত মহেশ্বর শিবকে বলিলেন, প্রিয়া আমার যদি নারায়ণের জন্ত তুলসী বৃক্ষ হন, তবে, আমিও যেন প্রিয়ার প্রীতিকামনার এই তরুর মূল হই। শিব বলিলেন, "তবাস্তু"। শিব-কিনয়েরা শিবের আদেশে, সহর্ষে পৃথিবীতে আসিয়া উদ্ভব কালিন্দীতটে, বৃন্দাবনেহ রোপণ করিল। যথায়, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গিরিরাজ গোবর্দ্ধন বিরাজমান, সেই যমুনাযুগ প্রদেশ বৃন্দাবন নামে অভিহিত। সেই স্থান পরম কৃষ্ণজীভ-সম্পাদক এই বৃন্দাবন প্রদেশ ত্রৈলোক্য মধ্যে গোপনীয়। মনুসকহ সহস্র-দশ পঞ্চজ, যোগিগণের পক্ষে সুভীর্ষ। শৈববর্ণ, পৃথিবীতে বৃন্দার দেহ রোপণ করিয়া বেতপর্কিত কৈলাসে গমন করিলেন।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

### অষ্টম অধ্যায়।

দেবী বলিলেন, হে নথীষ! অনন্তর বিষ্ণু, শিব এবং দুর্গার প্রীতিসম্পাদনী তুলসী, বিষ্ণুপ্রিয়, কার্তিকমাসে অমাবস্ত্যতিথিতে প্রাতঃকালে ভূতলে প্রাহুর্ভূত হন। তুলসীবৃক্ষ প্রাহুর্ভূত হইলে প্রভু নারায়ণদেব এবং শিব ভূতলে আসিয়া তুলসীবৃক্ষ দর্শন করিলেন। দেখিলেন, তুলসী মহামন্যের দ্বারা কৃষ্ণবর্ণা, স্বরূপলব-শোভিতা, অঙ্গাংগা পদ্মপূর্ণা বাহ্যশাক্তর মহামন্ত্রময়ী এবং হিরা। দেখিলেন, তুলসী মন্যবতা এবং ডেকে জাজ্ঞান্যমানা, আর সৌরভরাশি দ্বারা দিল্লমতল আনোদিত করিতেছেন। শিব ও বিষ্ণু তদর্শনে আনন্দিত হইলেন। অনন্তর, কল্যাণী তুলসীদেবী মূর্তিমতী হইয়া প্রকাশ পাইলেন। তুলসীদেবী জামাদ্রী, চারুদ্রবী, বিভূজী এবং ঐবং হস্তপূর্কক বণা বলাতিহার স্বভাব। হস্তে তাঁহার

পদ্ম ও শঙ্খ, পরিধানে শুভ্রবস্ত্র, নানা অলঙ্কার-ভূষায় তিনি সজ্জিত। তিনি দ্ব্যতী এবং  
সতী। তাঁহার ললাট সিদ্ধারে রক্তবর্ণ। আর স্নগন্ধমুক্ত মধুকরো মৃগপদ ব্যাপ্ত করিয়া  
রাখিয়াছে। তুলনীদেবী নারায়ণদেবকে দর্শন করিয়া আনন্দে তাঁহার স্তব করিতে লাগি-  
লেন। হে ভগবন্ ! ভগৎপতে নারায়ণ ! হে কেবলচিদানন্দস্বরূপ পরমেশ্বর ! আপনাকে  
নমস্কার। হে কংসারে ! মহেশ্বর ! কেশব ! আপনাকে নমস্কার। হে হরে ! জীকান্ত  
নরসিংহ ! আপনাকে নমস্কার, আপনি ভক্তি দ্বারা এই একমাত্র লভ্য, তর্কের বহিদূর \*  
আপনাকে নমস্কার। হে বেনাস্ত-বেদ্য ! আপনি ব্রহ্মজ্ঞানলভ্য ; আপনাকে নমস্কার। হে  
ঋতিগম্য ! হে ঋতিস্তুতা ! আপনাকে নমস্কার। হে গৃহীত-দেহ ! নীল-নীরদ-ভ্রাম-  
কলেশ্বর ! আপনাকে নমস্কার। হে বহুরূপ ! উর্দ্ধরূপ ! হে নীরূপ ! আপনাকে বারংবার  
নমস্কার। হে প্রভো ! আপনি পুত্রক এবং পত্র পূর্ণ ও জল দ্বারা পূজ্য। হে সুখ-ভুগু  
প্রদাতা ! আপনি অনাদি ও সংসারচ্ছেদ্য। আমি আপনাই জীভিদায়িনী, আপনিই  
আমার প্রভু ঈশ্বর। হে হরে ! আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার, আপনাকে  
বারংবার নমস্কার। তুলনী এইরূপ স্তব করিয়া, প্রদক্ষিণ করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।  
হে নথি ! অনন্তর তুষ্টিচিতে নির্মল বাক্য দ্বারা পুনরায় স্তব করিতে লাগিলেন, অস্তমজ্ঞানে  
হরিহরকে বলিলেন, হে প্রণবস্বরূপ শম্বর ! আপনাকে বারংবার নমস্কার। হে শিব ! হে  
হরে ! হে দক্ষবজ্রমাশন ! হে বলিচ্ছলমকারিণ ! হে সৌভপূরবিনাশক ! হে জিপুরবাসন !  
হে অক্ষয়দমন ! আপনাকে নমস্কার। হে জীপতে ! গৌরীপতে ! কৃক ! মহাদেব আপনাকে  
নমস্কার। এইরূপ স্তবকারিণী তুলনীদেবীকে, বরদাতা দেবকীমন্দন হরি, শিবসমীপে  
বলিতে লাগিলেন, হে জীমতি তুলসি ! হে বৃন্দাবনপ্রিয়ে ! বুন্দে ! যতদিন চন্দ্র ও নক্ষত্র  
থাকে, আমার জীতিসম্পাদন করিবার জন্ত, ততদিন তুমি পৃথিবীতলে স্থায়ী হও।  
সুগ্রাহরমরমাগে সর্গদ্বা তোমার অভিনন্দন এবং বন্দনা করিবে। আজ হইতে, তোমার  
পত্র ব্যতীত আমার পূজ্য হইবে না। একদিকে নামা পুষ্প অলঙ্কার এবং সর্গবিধ নৈবেদ্য  
আর অপরদিকে—( হে তুলসি ! ) দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্র-সমযুক্ত একটা পত্র। যে ব্যক্তি  
তোমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া গুরুজ্ঞানে তোমাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে, তাহার সন্তুষ্টীপা  
পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা হয়। শ্রাদ্ধ, তর্পণ, দান, নৈবেদ্য-নিবেদন প্রভৃতি কোন কর্তব্যই  
তোমার পত্র ব্যতীত কলজদক হয় না। তোমার পত্র দ্বারা আমাকে পূজ্য করিলে সর্গ-  
দেবতা তুষ্ট হন। যে ব্যক্তি, কার্তিকমাসে তোমার একটা পত্র আমাকে প্রদান করে,  
তাঁহার সহস্র গোদানের কল হয়। যে ব্যক্তি মাঘমাসে, দ্বাদশ পত্র, আমাকে অর্পণ করে,  
তাঁহাকে আমি অশ্বমেধকল প্রদান করি। যে ব্যক্তি বৈশাখমাসে তোমার পত্র দ্বারা  
শয্যারচনা করিয়া আমাকে দেয়, আমি তাঁহাকে আশ্বদান করি, ইহা অপেক্ষা অধিক

\* এতদ্ব্যসারে একটা চলিত কথা আছে,—“ভজিতে মিলয়ে কৃক, তর্কে বহিদূর।”



আর কি আছে? যে ব্যক্তি ভোমার পত্র ও জল দ্বারা আবার্মানে আমার অভিষিক্ত করে, তাকে আমি সত্ত্ব কীরোদবাস প্রদান করি। যে ব্যক্তি, আবার্মানে দ্বিতীয় পত্ররসে বাসিত জল আমাকে দেয়, তাহার পুনর্জন্ম হইতে দিই না। ভোমার পত্র ভূতলে যেখানে পতিত হইবে, তাহা আমি শিবের আদেশে সেইখানে মন্তকে গ্রহণ করিব। যে মানব, দ্বিতীয় পত্ররসে সিক্ত অন্ন কখন ভোজন করে, হে শুভে! সেই ভাগ্যধরের ভূত অন্নই অমৃত বলিয়া কথিত হয়। গঙ্গাজল সহযোগে দ্বিতীয় পত্ররস ভোক্তমকারী যে ব্যক্তি, তাহাতে আর আমাতে অভেদ; ইহা পুনঃপুনঃ সত্য করিয়া শপথ করিতেছি। হে শোভনে! যে ব্যক্তি তুলসীপত্র স্পর্শ করিয়া মিথ্যা কথা বলে, বহুকোটি কল্মেও উগ্র নরক হইতে তাহার উদ্ধার নাই। হে শুভে! যে ব্যক্তি, দ্বিতীয় কাষ্ঠসজ্জিত মালা এবং দ্বিতীয় কাষ্ঠবর্ণসজ্জিত অনুলেপন ধারণ করে, পুত্র যেমন পিতার অনুবর্তী হয়, তদ্রূপ আমিও তাহার অনুবর্তী হই। এই কথা বলিয়া দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণ, শিবের সম্মুখিত্রে ইন্দ্রাদি দেবগণ সহযোগে পৃথিবীতলে পাপনাশিনী তুলসীকে অভিষিক্ত করিয়া দেবগণ ও শিব এবং শিবাসুচরগণের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। হে সখীষ্ম! তুলসীর জন্ম ও কর্ণ এইরূপে ভোমাদিগকে বর্ণিলাম। এই তুলসীকে উদ্দেশ্য করিয়া আকাশ, অর্গ ও মর্ত্যের তিন ভৌর্গের কথা বলা হইল, অর্থাৎ এক তুলসী তিন স্থানেরই ভীষণ। এই বিকস্মানিতা তুলসীকে মানব সাদরে পূজা করিবে। হে সখীষ্ম! দর্শন, প্রণাম, স্পর্শ, হানসম্মার্জন, পূজন এবং চরনে যথাক্রমে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। হে দেবি! বিষ্ণুপ্রিয়ে! প্রিয়দর্শনে মাতঃ! তুলসি! আপনি বিষ্ণুদর্শনে দীপসিখা-সদৃশী; হে বিজয়লভে! প্রসীদ। মানব, প্রাতঃকালে এই মন্ত্র পাঠ করিবে,—হে শুভে! প্রকুল্লনয়নে ভোমাকে দর্শন করিলে তাহার যমদর্শন হয় না। দর্শনের পর প্রণাম করিবে। হে বিষ্ণুপ্রীতিকরে! ঈশ্বর! মাতঃ তুলসি! আপনাকে সমস্কার করি। হে বিষ্ণুস্বর্ধকারিণি! \* আমার অঙ্গ সকল পবিত্র কর। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মানব প্রদক্ষিণপূর্বক অষ্টাঙ্গ লুটাইয়া তুলসীকে প্রণাম করিবে। কিন্তু তুলসীরূক্ষের ছায়া লভন করিবে না। বৈকুণ্ঠনাথ-পদকমল-বাসিনি! প্রিয়দর্শনে! তুলসি! ভোমাকে স্পর্শ করিতেছি, আমার মহাপাপাশি বিনাশ কর। মাধব, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, তুলসী স্পর্শ করিলে বিমুক্ত হয়। হানসম্মার্জনের মন্ত্র বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। হে কল্যাণি! মাতঃ তুলসি! ভোমার হৃদমোহের অবসিদ্ধি-ক্ষেত্রে আসিয়া দেবগণ জড়ী করেন, আমি সেই হানসম্মার্জনা করিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। এই মন্ত্র পাঠ করত তুলসীর তল দ্বারা হাত স্থান, গোময় জল দ্বারা মূর্ধে চতুর্দিকে সম্মার্জনা করিবে। প্রণব, তুলসৈ নমঃ এই ষড়ঙ্কর মন্ত্র দ্বারা তুলসীকে পূজা

\* বিষ্ণুকে জোড় করিয়া তাহার আনন্দবিধান করেন, বিষ্ণুদেব শালগ্রাম শিলাচক্র, শালগ্রাম শিলাকে তুলসীপত্রদ্বয়ের মধ্যে রাখিতে হয়। তাই উক্ত সম্বোধন তুলসীর।

করিয়া শতবার উচ্চমন্ত্র জপ করিবে। হে মাতঃ কল্যাণি তুলসি ! হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে ! আমি নারায়ণের জন্ত তোমার পত্র চয়ন করিতেছি, \* হে শুভদর্শনে প্রসন্ন হও। সখি ! কৃতী, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তুলসীপত্র চয়ন করিবে; তুলসীপত্র পূর্ণ্যবিভ হইলেও তদ্বারা বিষ্ণুপূজা করিতে পারিবে। অশুচি অথবা তুলসী স্পর্শ করিবে না। পাহুক-পায়ে তুলসী স্পর্শ করিবে না পশ্চিমমুখ হইয়া তুলসীচয়ন নিষিদ্ধ, পাক্ষান্ত অর্থাৎ অমাবস্তা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, রাত্রি এবং সাংকালেও তুলসীকে স্পর্শ করিবে না। কিন্তু বিষ্ণুপূজার জন্ত হইলে, নিষিদ্ধকালেও মন্ত্র অর্থাৎ পূজানিষ্ঠারোপযোগী তুলসী চয়ন করিবে। বাহাতে শাখা ভগ্ন বা অতিশয় কম্পিত না হয়, এইরূপে তুলসীপত্র চয়ন করিবে, তাহা হইলে বিষ্ণুপ্রিয় হইবে। \*যে ব্যক্তি, তুলসীমূলসম্বৃত্ত মৃত্তিকা মস্তকে ধারণ করেন, তিনিই তামোনাশক সূর্যাস্তরূপ। গঙ্গামৃত্তিকা, চন্দন, বা তুলসী-মূলসম্বৃত্ত মৃত্তিকায় সংযুক্ত পত্র নিজ মস্তকে ধারণ করেন, তাহাতে ভীষণ আর্দ্র হইবে। যেখানে তুলসীকানন, যমের ব্যাপার সেখানে নাই। প্রাণী সেখানে মরিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। মানব, পরিকৃত উচ্চহানে তুলসী স্থাপনা করিবে; তাহাতে অক্ষয়ধর্ম লাভ হইবে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। জাহ্নবী, দাম, তপস্বী, হোম, সঙ্কোপাননা, পূজা এবং পুরাণপাঠ তুলসীমূলক সমীপে কর্তব্য। হে সখীস্বর ! এই ঋতিমুখকর, কালদোষনাশক, এক অপূর্ণ চরিত্র তোমাদিগকে বলিলাম, ইহা হরিহরের মুখপ্রদ এবং মানসজীভপ্রদ; এই উপাখ্যান শ্রবণ এবং পাঠ করিলে অনন্ত পুণ্য হয়।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

### নবম অধ্যায়।

দেবী কহিলেন, হে সখীস্বর ! এক্ষণে ত্রীকল মাহাত্ম্য শ্রবণ কর, উহা শ্রবণ করিলে মানব নিবানুচর যথোপরিগণিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ডের উপরিভাগে সনাতন ব্রহ্মলোক বিরাজমান আছে, তথায় সকলেই সর্গদা বেদ গান করিয়া থাকে, এবং সকলেরই চারি হস্ত ও চারি মুখ। ঐ ব্রহ্মলোকের উপরে শিবলোক। উত্তম্য সমুদ্র ব্যক্তিই শিবস্বরূপ। তাহার উর্দ্ধভাগে ভগবান্ হরির জীভপ্রদ বৈকুণ্ঠধাম শোভা পাইতেছে। তথায় হরির স্তায় সকলেই নবদনশ্রাব ও শীতকোষেরধারী এবং সকলেরই ভূজ-চতুর্ভুজে শখ, চক্র, ধনু, পদ্ম; কর্ণে উজ্জল রত্নময় কুণ্ডল ও চরণধরে নুপুর শোভা পাইতেছে। উক্ত বৈকুণ্ঠধামের উর্দ্ধভাগে হর্গালোক, তথাকার সমুদ্র রমণীশ্বর পরম স্নপলাগাধ্যাতী ও শুভপ্রদ। হে সখি ! উহা পৃথিবীতে কামরূপ নাম

\* অথবা বিষ্ণু—অর্থে বৈষ্ণব; “হে বৈষ্ণবগণের আনন্দদায়িনি !”, এই অর্থ।

প্রসিদ্ধ। তাহার উদ্দেশ্যে পরম ভোজ্যের গোলোকধাম, বাহ্য পৃথিবীতে বৃন্দাধন নামে  
 কথিত হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত লোক মধ্যে আমি যে ভগবান্ নারায়ণের পরম প্রিয়  
 বৈকুণ্ঠধামের উল্লেখ করিমাছি; তথায় একদা ভগবান্ হরি, স্বপ্নাবস্থায় কোটিচন্দ্র-  
 সমপ্রভ, ত্রিগুণ-উদয়ধর, ভূজস্নাতক-ভূষিত, অবিমাদি সিদ্ধিগণে পরিবৃত্ত এবং চন্দ্র-  
 সূর্য্য প্রভৃতি সুরগণ কর্তৃক ভূষমান জিলোচন শব্দরকে নামদ্বয়ে নৃত্য করিতে দেখিয়া  
 স্বয়ং পরমামনে মগ্ন হইয়া মহলা কমলা-বিরাজিত পর্য্যাক্ষের উপর উঠিয়া বলিলেন।  
 তখন দেবী কমলা, “অহো এ কি?” এই কথা বলিয়া মাত্র জাগরিত হইয়া তরু হইয়া  
 রহিলেন। অনন্তর দেবী পুনরায় কহিলেন, হে প্রভো জনার্দন। স্বপ্নে কোন্ প্রিয়মুর্ত্তি  
 দেখিয়াছেন, প্রকাশ করন। দেবী মহালক্ষ্মী এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে দেবদেব  
 জনাৰ্ধন হর্ষবিমোহিত হইয়া ক্ষণকাল কিছুই বলিতে পারিলেন না। পরে গদ্গদ  
 স্বরে কহিলেন, হে মহালক্ষ্মি। আমি স্বপ্নে অতি ‘অভূতদর্শন আনন্দময় দেব মহেশ্বঃকে  
 নিরীক্ষণ করিমাছি। হে কমলে! আজ মহাত্মা জিলোচন মহাদেবকে অবলোকন  
 করিব, এক্ষণে গাজোখান কর, আমার সহিত কৈলাসে চল। বোধ করি, আমার  
 শুভাদৃষ্ট বশতই তিনি আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। নারায়ণ এইরূপ কহিলে লক্ষ্মী  
 বিস্ময়াধিতা হইয়া কৈলাস-গমনে উদ্যাতা হইলেন। অনন্তর বৈকুণ্ঠনাথ, গমন করিতে  
 করিতে পথিমধ্যে দেখিলেন, স্বয়ং চন্দ্রশেখর বৈকুণ্ঠাভিমুখে আগমন করিতেছেন।  
 তখন পরম্পর-দর্শনোৎসুক ভগবান্ বিষ্ণু ও মহেশ্বর, পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিয়া পরম  
 বিস্ময়াধিত ও বচনাভীত আনন্দিত হইলেন। অনন্তর উভয়ে মিরতিশয় উৎসাহাধিত  
 হইয়া কমলার সম্মুখে গোমাক্টিত-কলেবরে আনন্দাক্রম বিলজ্জ্বল করত পরস্পর পরস্পরকে  
 প্রণাম ও আলিঙ্গন করিয়া গদ্গদ স্বরে কহিলেন, কি জন্ত কোথায় গমন করিতেছেন?  
 অতঃপর মহেশ্বর, ক্ষণকাল নিম্নরূপ থাকিয়া কেশবকে কহিলেন, আমি আজ স্বপ্নাবস্থায়  
 লক্ষ্মীর সহিত তোমার অপূর্ণ শঙ্খ-চক্র-গদাধর স্ত্রীমন্মথর কলেবর অবলোকন করিয়া  
 আগমন করিতেছি এবং এক্ষণেও সেই রূপ সন্মর্শন করিলাম। এক্ষণে বল, হে অনন্ত!  
 হে কেশব। হে নারায়ণ! হে জনার্দন! তুমি উৎকণ্ঠাবিত হইয়া কোথায় গমন  
 করিতেছ? আমার শুভাদৃষ্ট বশতই পথিমধ্যে উপস্থিত হইলে। তখন ভগবান্ হরি  
 কহিলেন, হে শিব শতর। হে সর্গদ। আমিও আজ তোমাকে স্বপ্নে প্রেরণ দেখিমাছি,  
 এক্ষণেও সেইরূপ দেখিলাম। হে অষ্টমুর্ত্তিধর! তোমাকে সমস্কার, হে পার্শ্বকোণ।  
 হে গণিকপাণে। তোমাকে ভূষোভূষঃ প্রণিপাত করি। হে নাথ। হে প্রভো গিরিশ।  
 এক্ষণে আমার বৈকুণ্ঠধামে আগমন করন, আমি তথায় বোগিগণের আরাধ্য দেব  
 তোমাকে অর্চনা করিব। হে প্রভো! আমি তোমাকেই দেখিবার জন্ত গমন করত  
 পথিমধ্যে বর্শন পাইলাম। তৎপ্রবণে শব্দ কহিলেন, হে আত্মস্বরূপ! হে দেব! তুমি  
 আমারই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছ, অতএব মদীর ভবনে আগমন কর। হে সখীগণ!

তাঁহারা উভয়েই উভয়কে প্রেমভরে এইরূপ বলিতে লাগিলেন এবং কে কাহার ভবনে গমন করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। তখন মহাা তথায় নারদ উপস্থিত হওয়ায় উভয়েই যথাবিধি সমাদর পূর্বক তাঁহাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও কিছুমাত্র স্থির করিতে না পারিয়া কহিলেন, হে দেবেশ্বর! ভগবতী পার্শ্বতী ও কমলাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করুন, কারণ তাঁহারা উভয়েই বৃক্ষদামে নিপুণ, সুতরাং আপনাদিগের এবিষয়ে যেরূপ কর্তব্য হয় বলিবেন। তখন হরিহর কহিলেন, হে গিরিজা! হে লক্ষ্মি! বল, কে কাহার ভবনে গমন করিবে? তৎপ্রবণে কমলা কহিলেন, হে দেবদত্ত! এবিষয়ে আমাকে নিয়োগ করিবেন না, যাহা কর্তব্য হয়, শব্দরীই বলিবেন। তখন হরিহর কহিলেন, হে গিরিজা! তুমিই বল, কে কাহার ভবনে গমন করিবেন? তেন্দীষয়। তাঁহারা আমাকে এইরূপ কহিলে, আমি সেই সময়েই আমাকেই একমাত্র নির্ণয়কর্ত্রী দেখিয়া এবং সেই পথিমধ্যে তাঁহাদিগের অন্যান্য অনধিক প্রণয় দর্শনে, কোথায় কাহার গমন করা কর্তব্য, সে বিষয়ে তাঁহাদিগের স্তায় আমারও অন্তঃকরণ সন্নিহান হইল। হে সখি! অনন্তর কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া পরস্পর-ঐতিমানু সেই দেব-যুগলকে কহিলাম, আপনাদিগের পরস্পর যেরূপ অকৃত্রিম প্রণয় দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, আপনারা উভয়েই একস্থানেই বাস করেন। হে নাথ! হে কেশব! আপনাদিগের প্রণয় দর্শনে বোধ হয় না যে, আপনাদিগের আত্মা বিভিন্ন, কেবল মাত্র শরীরই পৃথক্ দেখিতেছি। হে কেশব! হে নাথ! আপনারা বাস্তু্য পরস্পর সৌহার্দ্য প্রকাশ করিলেন, তাহাতে বিবেচনা করি, আপনাদিগের ভাষ্যা আয়ত্তাও পৃথক্ নহি। হে নাথ! হে কেশব! আপনাদের পরস্পর যে ঐতি দেখিতেছি, সেই প্রমাণে বিবেচনা করি, আপনাদের একের প্রতি বিবেচনা করি আর উভয়ের প্রতি বিবেচনা করা সমান। হে নাথ! হে কেশব! আপনাদের পরস্পর যেরূপ ঐতি দেখিতেছি, সেই প্রমাণবলেই বিবেচনা করি, আপনাদের দুজনেরই এক পূজা। হে নাথ! হে কেশব! আপনারা পরস্পর যেরূপ ঐতি প্রদর্শন করিতেছেন, তৎপ্রমাণবলে বিবেচনা করি, আপনাদের একের পূজা না করিলে উভয়েরই পূজা করা হয় না। আপনাদিগের প্রণয় দর্শনে বোধ হয়, যে মানব, উভয়ে ভেদজ্ঞান করে, সে অনন্তকাল সন্তোষানলে দগ্ধ হইয়া থাকে। অতএব হে নাথ! হে কেশব! কিমন্ত ভেদ প্রদর্শন করাইয়া মধ্যাহ্নের অন্তঃকরণ আকুলিত করিতেছেন? হে সখীগণ! ভগবানু ঐক্য ও শব্দরকে এইরূপ কহিলে তাঁহারা পরম আনন্দিত হইয়া আমাকে ভূরিভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে পরস্পর পরস্পরকে প্রণাম ও আলিঙ্গনাদি করিয়া শব্দর কৈলাসে ও ঐক্য বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলে মুনিবর নারদও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

## শ্রম অধ্যায় ।

দেবী কহিলেন, ভগবান্ শব্দর কৈলাসগিরিতে উপস্থিত হইলে পর বৈবৰ্ণ্যধামে সুখোপবিষ্ট ভগবান্ নারায়ণকে দেবীলক্ষ্মী প্রমুদগুণে ভিজ্ঞান করিলেন, হে প্রভো জগদ্রাধ । হে জীপতে ! আপনার কোন্ কোন্ ব্যক্তি পরম প্রিয়তম তাহা প্রকাশ করুন । নিখিল গুরুতম মধ্যে যেমন মাভাই অধিক, পুত্র যেমন আপনা অপেক্ষা অধিক প্রিয়, সমুদ্রর বন্ধুগণ মধ্যে ভাৰ্য্যাই যেমন সৰ্ব্বপ্রধান, সেইরূপ সমুদ্রর প্রিয়গণ মধ্যে আমিই আপনার অধিক প্রিয় বিবেচনা করিতাম, কিন্তু হে নাথ ! আজ দেখিলাম, মহেশ্বর আমা-অপেক্ষাও অধিক প্রিয় । অতএব হে দেব ! যদি কেহ তদপেক্ষাও অধিকতম প্রিয় থাকে প্রকাশ করুন ; তাহা হইলেই জানিব, আমি আপনার প্রিয়ভাৰ্য্যা । তখন ভগবান্ কহিলেন, হে নৌমো ! শব্দর বাতীর্ভ-বিষমতলে অপর কেহই আমার প্রিয়তম নাই । প্রাণিগণের স্বকীয় শরীর যেরূপ প্রিয়বস্ত, আমার পক্ষে শব্দরও সেইরূপ । জগতে পুত্রের নিমিত্ত, যৌবন-সুখভোগের নিমিত্ত এবং গার্হস্থ্যের নিমিত্তই মানবগণের পত্নী প্রিয় হইয়া থাকে । হে কমল ! পিতৃ ও কীৰ্ত্তির জন্ত পুত্র, বিপদ হইতে উদ্ধার ও সুখের জন্ত ধন এবং বর্ষাৰ্থে বার্ষিকদিগের শরীর প্রিয় হয় । হে প্রিয়ে ! জগতে কাহাকেও বিনা কারণে প্রিয় দেখি না, সকলেই কোন না কোন কারণ বশত প্রিয় হইয়া থাকে । রমণীদিগের পতি যেরূপ সৰ্ব্বপ্রধান প্রিয়বস্ত, পুরুষদিগের পত্নী সেরূপ নহে ; কারণ, আমার নিকট পত্নী কোন প্রয়োজন বশত প্রিয় হয়, কিন্তু স্বামী পত্নীর স্বাভাবিক প্রিয় । এই নিমিত্তই পত্নী প্রদীপ্ত হৃদয়নে স্বামীর অনুগমন করিয়া থাকে ; কিন্তু পত্নী গতাহ হইলে স্বামী সেরূপ না করিয়া পুত্রার্থে পুনরায় অপর রমণীর পাণিগ্রহণ করেন । পুরুষেরই সহিত পুরুষের অকৃত্রিম প্রণয় হইয়া থাকে, কারণ মিত্রতা সমতা অপেক্ষা করে, সুতরাং ভিন্নভাষ হেতু রমণীর সহিত পুরুষের তাদৃশ প্রণয়ের সম্ভব নাই । পূর্বে একদা ভগবান্ শব্দর ও আমি পৃথিবীতে গমন করিয়াছিলাম । হে কান্তে ! তখন আমি প্রিয়প্রাপ্তি-কামনায় দশ দিক্ পৰ্য্যটন করত মনে মনে স্থির করিলাম, আমি এইরূপ যশস্বিনীকৃত ভ্রমণ করিব, এইরূপ করিয়া বাহাকে দেখিতে পাইব, সেই আমার অকৃত্রিম প্রিয় হইবে । মনে মনে এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময়ে শব্দরের সহিত সাক্ষাৎ হইল । তখন উভয়ের প্রতি উভয়ের দৃষ্টিগত হওয়ায় পূৰ্ণজস্বাৰ্জ্জিতা বিদ্যার জ্ঞান পরস্পর মহতী জীতি জ্ঞান, সুতরাং সেই মহেশ্বর ও সেই জনাৰ্দ্দন আমাতে ঘটয়স্থিত জলের জ্ঞান কিছুমাত্র প্রভেদ নাই । তবে যে ব্যক্তি ভক্তিপূৰ্ব্বক শব্দরের অর্চনা করে, সেও আমার প্রিয় হইয়া থাকে । হে কমলায় ! যে ব্যক্তি শিবপূজার পরাজুখ, সে কখনই আমার প্রিয় নহে । হে নথি ! দেবী কমলা বিষ্ণু কর্তৃক এইরূপ অভিহিতা হইয়া বিবেচনা করিলেন, আমি

যখন শিবপূজার বিষয়, তখন কখনই কেশবের প্রিয়পাত্রী নই, অতএব আমার বিচ্ছিন্ন আমার বিচ্ছিন্ন। তিনি বারংবার ঈদৃশ বলিতে লাগিলে ভগবান্ কৃষ্ণ পরম কৃষ্ণ হইয়া কঠিনেন, হে সতি! ভগবিতা হইও না, আমি তোমার শিবপূজার প্রবৃত্ত করিবার জন্য প্রয়াস করিতেছি। তুমি আজ হইতে ঐতিহাসিক যথাবিধি মহেশ্বরের অর্চনা করিয়া তাঁহার স্তায় আমার জীবিতভাজন হও। হে সতি! ভগবতী কমলা ঐক্যের বাক্যপ্রবণে দুচলনকর হইয়া আমি আজ্য নারদের নিকট যথারীতি পূজাবিধি শিক্ষা করত ঐতিহাসিক শিবপূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দিন দিন তাঁহার শিবভক্তি পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিছুকাল এইরূপে অভিযান্ত্রিক হইলে একদা কমলা শিবভক্তি হেতু নারদের ভগবান্ কেশবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনার নীলকণ্ঠ কোন্ পুণ্ণে বিশেষ পরিভূষ্ট হন, তাহা প্রকাশ করিয়া আমার অভিজ্ঞা পূর্ণ করুন। আমি কৃতজ্ঞ হইয়া সেই পুণ্ণে প্রভাহ নীলগোহিতকে অর্চনা করিব। তৎপ্রবণে ভগবান্ কহিলেন, হে প্রাণাধিকে লক্ষ্মি! ভাগ্যক্রমে ভগবান্ মহেশ্বর তোমার প্রতি নিশ্চয় স্প্রশন হইয়াছেন। হে সিদ্ধহৃদে! তিনি বাহাতে পরিভূষ্ট হন, প্রবণ কর। মানব, অষ্টোত্তর শত সালঙ্কৃত সযংস পরম্বিনী বেহু বিপ্রগণকে দান করিয়া যে কল লাভ করে, শব্দকে কেবলমাত্র করবার পুণ্ণে অর্চনা করিলে তাদৃশ কলভাগী হইয়া থাকে এবং সুরক্ষ করবার পুণ্ণ দান করিলে তাহার বিপদ কল হয়। শেকালিকা পুণ্ণদানে কোটি রৌপ্যময় পুণ্ণদানের পুণ্য হইয়া থাকে এবং কন্দপুণ্ণে শেকালিকা অপেক্ষা শত গুণ আর মল্লিকা পুণ্ণদানে উদপেক্ষাও শত গুণ কল কথিত আছে। মুক্তারাজি দ্বারা মুক্তাময় লিঙ্গের পূজা করিলে বাদৃশ পুণ্য হয়, ঘ্রোণপুণ্ণ দান করিলেও লাভক সেই কল লাভ করিয়া থাকে এবং চন্দ্রপুণ্ণদানে সূর্যময় পুণ্ণরাজি দ্বারা সূর্যময় লিঙ্গের অর্চনার কল লাভ হয়। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে শব্দকে চামরযাজন করিলে যে কল লাভ হয়, দ্বিতীয় কৃষ্ণ দান করিলেও তাদৃশ কল লাভ হইয়া থাকে। নারকেশ্বর পুণ্ণদানে অশ্বমেধ যজ্ঞের ও যুচ্ছক পুণ্ণদানে পিতৃগণের সন্তোষপ্রদ গরাত্রাঙ্কের কল হয় এবং যে ব্যক্তি তুলনী-পত্র দান করে, সে উদপেক্ষা শত গুণ কল লাভ করিয়া থাকে। ভগবান্ শব্দকে ভগ্নপুণ্ণ দান করিলে, চন্দ্রায়ণ ব্রতের, বহুপুণ্ণ দানে কাশীক্ষেত্রে উপবাসের এবং যুচ্ছক পুণ্ণদানে শত একাদশীতে উপবাসের পুণ্য লাভ হয়। হে কমলে! কেতকী ব্যতীত শব্দের আরও ঐতিহাসিক পুণ্ণ আছে, বলিতেছি, প্রবণ কর। পূর্কোক্ত সর্বপ্রকার পুণ্ণ দান করিলে যে কল হয়, এক পদ্ম পুণ্ণদানেই সেই কল হইয়া থাকে। পদ্মপুণ্ণ তিন অধিক ঐতিহাসিক আর কিছুই নাই। অতএব তুমি সর্বময়-পুণ্ণের পদ্মপুণ্ণ-রাজি দান করিতে প্রবৃত্ত হও। হে জগদ্বিনয়। দেবী লক্ষ্মী ঐক্যের বাক্য পদ্ম-প্রদানে কৃতজ্ঞ হইয়া ঐতিহাসিক সর্বোত্তর হইতে স্বয়ং পদ্ম চয়ন করত বারম্বার পণিয়া একাদশপূর্বক

পরম ভক্তিভাবে মহেশ্বরকে দান করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় এক বৎসর অতিবাহিত হইলে, একদা লক্ষ্মী সরোবরে গমনপূর্বক প্রাতঃস্নানান্তে পবিত্র-জন্মরে সাধ্বানে সংখ্যা করত মহত্ পদ্ম উত্তোলন করিয়া সমস্ত্রমে প্রক্ষালন করিলেন। পরে স্বর্ণময়-লিঙ্গে পূজা করত সংখ্যা করিয়া এক একটা ক্রমে দান করিতে করিতে দেখিলেন দুইটা পদ্ম নূন হইয়াছে। তখন সেই শিবভক্তা সিজ্জুতনয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ কি ! দুইটা পদ্ম কোথায় ঘাইল ? কেহ কি অপহরণ করিল ? না আমিই জন্মবশতঃ বিমূন মহত্ চয়ন করিয়াছি ? কিংবা উত্তমরূপ গণনা করি-  
নাই ? যাহাই হউক, আমাকেই বিক্। আমি ত প্রতিদিন কি চয়ন, কি প্রক্ষালন, কি পূজা, সর্গ-বিষয়েই গণনা করিয়া থাকি। অথবা অল্পভক্তিহেতু আজ দুইবার মাত্র গণনা করিয়াছি। যাহাই হউক, তাহারই মাধুর্য্য ভাঙ হইয়া এই অমর্থ ঘটাইয়াছি। এক্ষণে কি করি ? আমার কি সম্বল জুট হইবে ? আমি ত কোন দিন অপর ব্যক্তির হস্তে চয়ন করাই না ; অতএব কিরূপে আজ অল্প দ্বারা দুইটা পদ্ম আনয়ন করাইব ? এবং আনয়ন পরিত্যাগ করিয়াও আমার অশ্রু স্থানে গমন করা উচিত মহে। আর যদি দুইটা নূন হয়, তাহাতেও সম্বলের হানি হইল। তিনি ঐদৃশ চিন্তা করিয়া মনে মনে হির করিলেন, ভগবান্ কৃক ত আমার একদা। প্রতিকালে বলিয়াছিলেন, প্রিয়ে ! তোমার স্তন-বৃগল দেখিয়া আমার বিবেচনা হয়, অমলমেন যেম দুইটা পদ্ম দ্বারা আমার অর্চনা করিয়াছে এবং তাহাই যেম তোমার সৌন্দর্য্যরূপ সরোবরে বিরাজ করত আমার ক্রীতি উৎপাদন করে। অতএব ভগবান্ বিক্, যখন আমার এই কৃচবৃগলকে পদ্মরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তখন তাহা দিখ্যা হইবার মহে ; সুতরাং মদীর কৃচবৃগল পদ্ম দ্বারা মহেশ্বরকে পূজা করিয়া মহত্ পদ্মদানের সম্বল পূর্ণ করিব এবং ভগবান্ কেশবও ইহাতে নিশ্চয় ক্রীত হইবেন। দেবী কমলা, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া স্বীয় স্তনবৃগল ছেদনার্থ ছুরিকা গ্রহণ করিলে তদীয় স্তনবৃগ পয়ম জুট হইয়া কহিল, হে পদ্মালয়ে ! আমরা তোমার শরীরে উৎপন্ন হইয়া আজ বশ হইলাম ; কারণ, স্রিজগতের অবাধর আজ আমাদের দ্বারা অর্জিত হইবেন। তৎ প্রবণে কমলা কহিলেন, হে স্তনবৃগল ! মদীর বস্তকের দ্বারা তোমারও আজ পদ্ম-  
রূপে দেবাবিদ্বেষ মহেশ্বরের সন্নিধান প্রাপ্ত হও। হরি ও হরে যেমন কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, সেইরূপ তোমাদিগেরও যেম আজ পদ্ম হইতে অমুদ্রা পার্শ্বা না থাকে। হে কৃচবৃগ ! যদি গোমরা হস্তমস্তকানিবাং অমনোতে উৎপন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে আজ শিবপূজার মহত্পদ্মের অভাব পূরণ কর। তদবতী লক্ষ্মী এইরূপ বলিয়া, যাহা পূর্বে বিহ্বকরে গৃহীত হইয়াছিল, বার হস্তে সেই কমলসমিত গোপবর্ষ মনোহর বার স্তন দারণ করত পঙ্কজের মত উজ্জারণ পূর্বক সন্ধিগহত্ব ছুরিকা দ্বারা ছেদনান্তে ভগবান্ শঙ্করকে সমর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থী বোধ করিলেন। পরে উন্নত দক্ষিণ

মি ছেদন করিতে উদ্যত হইলে বামস্তন-ছেদন হেতু তাঁহার নিকট স্বপঞ্চম তগবান্ হেখর তাহা দর্শন করিতে না পারিয়া সংসা দেই স্বর্ণময় লিপ হইতে প্রাহুত হইল মলাকে কহিলেন, হে সাতঃ! নিফুডনয়ে। আর ছেদন করিও না, ছেদন করিও না, তাঁহার ছিন্ন বামস্তন পুনরায় নথুংগর হটুক। হে শুভে! আমি তোমার পরম ভক্তি বনিত হইয়াছি। তুমি যে স্তন ছেদন করিয়া আমার স্বর্ণময় লিপের উপর অর্পণ করিয়াছ, উহা পৃথিবীতে তোমার মূর্তিমতী ভক্তি স্বরূপ ঐকল নামে এক পরম পবিত্র বৃক্ষ ইয়া চন্দ্রসুধের অবস্থান কাল পর্য্যন্ত বিরাজমান থাকিবে। হে লাক্স! এই বৃক্ষ আমার রম ঐতিজনক ও উহার পত্র দ্বারা আমার পূজা হইবে, ইহা শুদ্ধ কিছুমাত্র সংশয় নাই। বর্ষ যুগ ও প্রবাল প্রভৃতি রত্ননিচয় এবং অস্ত্রাস্ত্র যে সকল আমার ঐতিজনক গুণ্য আছে, ভগ্নযে কেহই ঐকলপত্রকণার কোটি ভাগেরও সমান হইবে না। ত্রিগুণক গঙ্গাজল আমার যেরূপ প্রিয়, ঐকলবৃক্ষের ত্রিপত্রও সেইরূপ প্রিয়তম হইবে। গগানু মনোহর এইরূপ কহিলে দেবী কমলা পরম আনন্দিত হইয়া রোমাঞ্চিত-কলেবরে 'দৃগদম্বরে' 'হে শিব! হে শাক্স! আপনি কারণত্বেরও কারণ, সকলের আশ্রয়, তদ্রূপ হে পরমেশ্বর। আপনার ঐতরণে আমি আত্মসমর্পণ করিলাম' এইরূপ স্ততিবাদ দ্বারা পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ পূর্বক পুনঃপুনঃ প্রণাম ও পূজাপূনঃ গাতোখান করিতে লাগিলেন। বনস্তর মনোহরের আদেশে হির হইয়া কৃতাজলিপুটে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। লাক্সী কহিলেন, হে চন্দ্রমৌলে! হে ত্রিনেত্র! আপনার মূর্তি সূচ্য ও শশবরের স্তায় অম্বর্ণ, আপনি মহাস্তবদনে শুভ ব্যুভোপরি বিরাজ করিয়া থাকেন; হে দেবদেবাবিদেব হি ভিভিমবাদিন্! ভবদীয় শুভ শরীরকান্তি, ত্রিগুণময় অক্ষমালা ও ধ্বজপুষ্পে হ্রোড়িত হইতেছে, আপনি ভক্তগণের প্রতি সন্তত পরম কারুণিক, অতএব হে দেব! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে শক্তো! হে পার্শ্বভীপতে! আপনি সন্তত পরম সূর্যময় গগরে বিহার করিয়া থাকেন, স্তব আপনার জয়। হে শক্তো! আপনি নিখিল ভুবনের লীলাধার, চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নি আপনার মেজাজ, আপনি জগৎপ্রাণ অনিলদেবেরও দিবর, আপনি স্বীয় ইচ্ছানুসারে সমুদয় জগৎ স্বজন পালন ও সংহার করিতেছেন, অতএব আপনি কীদৃশ বা কি, তাহা কি প্রকারে জামিষ? হে ভূতনাথ! হে দিগম্বর! আপনি সন্তত শ্মশান-ভূমিতে বিচরণ করিয়া থাকেন, আপনার কলেবর চিত্তাভয়ে এবং গলদেশে দহিমালায় বিভূষিত। হে নাথ! আপনি সমুদয় ঐশ্বর্য্যময় বলিষ্ঠা শ্মশানভূমি সন্তত আপনাকে মন্তকে ধারণ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকে; হে ত্রিপুরহর! হে মহেশ! আপনি সমুদয় প্রভব ও বিভবের লীলাস্থল, আপনি ষেত ও রক্ত; হে ঐত্তরো! হে গিরিশ! আপনি সকলের প্রতি সন্তত প্রসন্ন এবং লক্ষট হইতে লক্ষলক্ষ দিগন্ত করিয়া থাকেন; অতএব হে:হঃধারিন্! নীলকণ্ঠ! প্রসন্ন হইয়া আমার সমুদয় দুঃখ দূর করুন। হে গণি! দেবী লাক্সী, এবং বিধি স্ততি করিলে ভগবান্ শঙ্কর পরম প্রীত হইয়া কহিলেন,



হে শুভে বিজ্ঞান্তে ! আমি তোমাকে অভীক্ষিত বর প্রদান করিতেছি, প্রার্থনা কর। তখন লক্ষী কহিলেন, হে প্রভো ! আজ আমি ভবদীয় তত্ত্বজ্ঞাতাবে ভগবান্ বিষ্ণু প্রিয় পত্নী হইলাম। হে দেব ! আপনাকে যখন সাক্ষাৎ করিলাম, তখন ইহা অপেক্ষা আর অস্ত বর কি আছে ? তবে সকলে ষাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হন না, আমি সেই চূর্ণদর্শন শব্দর হইতে বর লাভ করিয়াছি, বলিবার ক্ষমতা এইমাত্র বর প্রার্থনা করি যে, হে মহেশ্বর ! আপনার প্রতি আমার যেম্ন নিরন্তর অচলা ভক্তি থাকে ; কারণ একলাজ্ঞ আপনাই ভক্তগণের অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন। হে সখি ! তখন ভগবান্ শম্ভু তথাস্ত বলিয়া অন্তর্দ্বার করিলে কপালমোচনক্ষেত্রে ঐকলয়ুগ্ম সমুদ্ভূত হইল।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

### একাদশ অধ্যায় ।

দেবী কহিলেন, হে সখীগণ ! ঐ ঐকলয়ুগ্ম, বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে উৎপন্ন হয়, এক্ষণে উহার যাহাওয়া বলিতেছি। ঐকলয়ুগ্ম উৎপন্ন হইলে ভগবান্ ব্রহ্মা নরাসরণ ও ইচ্ছাঙ্গি দেবগণ এবং সমুদয় দেবপত্নীগণ তথায় আগমনপূর্বক কোম জিগজ্ঞাসুস্ত, নিজভেজে দেদীপ্যমান শিবরূপী ঐ যুগ্মকে সন্দর্শন করিয়া প্রণিপাত ও জনলোচন-পুরঃসর পরমমুখে তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরে ভগবান্ সনাতন বিষ্ণু উহার রক্ষার নিমিত্ত কহিলেন, এই উল্লবের বিষ, মালুর, ঐকল, শক্তিলা, শৈলুয, শিব, পুষ্যা, শিবপ্রিয়, দেবাবাস, তীর্থপদ, পাণ্ডুর, কোমলচ্ছদ, জয়, বিজয়, বিষ্ণু, জিনয়ন, বর, ধূম্রাক্ষ, শুক্লবর্ণ, সংযমী এবং জ্ঞান্দেব ; এই একবিংশতি নাম রহিল। ইহার উর্দ্ধ অংশ ও চতুর্দিকে শত ধনুঃ পর্য্যন্ত স্থান ভীর্ণ হইবে। ইহার উর্দ্ধ পত্র শব্দর, বামপত্র ব্রহ্মা ও দক্ষিণপত্র আমাকে জ্ঞানিবে। যে ব্যক্তি ইহার দ্বারা লজ্জন করিবে, তাহার আয়ুঃ বিনষ্ট হইবে ; আর যে ব্যক্তি, পাদ দ্বারা ইহাকে স্পর্শ করিবে, সে ঐজ্ঞষ্ট হইবে। ইহার একটা মাত্র পত্র দান করিলে, সহস্র পদ্মদানের ফল লাভ করিবে। এই ঐকলয়ুগ্মের দর্শন, স্পর্শন, হৃদয়সম্মার্জন পূজন, পত্রচরন ও দান \* যে যে মন্ত্র পাঠ করিবে, বলিতেছি। হে বিশ্বয়ুগ্ম ! হে মহাভাগ ! তুমি ভগবান্ মহেশ্বরের পরম প্রিয়পাত্র এবং কমলার স্তম্ভরূপ, হে জ্যোতির্দয় শিবরূপিন্ ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যে মাসে প্রাতঃকালে এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক সাগরে গুপ্ত বিশ্বয়ুগ্ম সন্দর্শন করিবে, সে সাক্ষাৎ শিবদর্শনের ফলভাগী হইবে। অনন্তর, হে হর্ষপ্রদ বিশ্বতরো ! আপনি সদা শব্দরূপী, আপনাকে প্রদান করি, আপনি

\* অনেকগুলি পুস্তক মিলাইয়া দেখা হইল, দানের বিশেষ মন্ত্র কোনখানেই লিখিত নাই। বোধ হয়, সামান্ত মন্ত্র দ্বারাই বিশ্বপত্র দান, এইজন্ত এ পুরাণে বিশেষ করিয়া কিছু উল্লিখিত হয় নাই, আর সেই সামান্ত মন্ত্র দ্বারাই বিশ্বপত্র দান করা হইয়া থাকে।

আমার সমুদয় অঙ্গ সকল করন। যে ব্যক্তি, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গাঠোঙ্গে বিশ্বরূপকে ধ্যান করিবে, সেই আমার পরমপ্রিয় বৈষ্ণব হইবে। হে শিবপূজক মালুর। হে প্রিয়স্পর্শ। হে মহাভারো। আমি আপনাকে স্পর্শ করি, আপনি আমার পাপরাশি হইতে মুক্ত করুন, এই মন্ত্রে বিশ্বরূপ স্পর্শ করিবে। হে দেবরূপ। সুরগণ আপনার মনোহর অধিষ্ঠান ভূমিতে আগমনপূর্বক জীড়া করিয়া থাকেন, এজন্য আমি তাহা মার্জনা করি, আপনি প্রসন্ন হউন। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যে ব্যক্তি, প্রাতঃকালে গোময়-মিশ্রিত জল দ্বারা দশহস্ত পরিমিত বিশ্বরূপের তলভূমি মার্জনা করিবে, সে পরম বৈষ্ণব হইবে। 'নমো রত্নায় ত্রিকলায় নমঃ', এই দশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা বিশ্বরূপের অর্চনা করিয়া যথাশক্তি ভজ করিবে। হে মহাভাগ বিশ্বরূপ। হে ত্রিকল। হে প্রভো মালুর। ভগবান্ শঙ্করের অর্চনার জন্য ত্বদীয় পাত্র চরন করিতেছি, সায়াংকাল, মধ্যাহ্নকাল দ্বাদশী-ও ত্রয়োদশী পূর্ণিমা ব্যতীত অঙ্গ সময়ে উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া ভক্তিভাবে বিশ্বপাত্র চরন করিবে (নমঃ শিবায়) \* এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক অর্পণ করিবে। বিশ্বরূপে আয়োজন বা উহার শাখা-ভঙ্গ করিবে না। স্বয়ং আয়োজন পূর্বক পাত্র চরন করিবে, কিন্তু কখনই শাখাভঙ্গ করিবে না। উহার পাত্র ছিন্নই হউক আর অখণ্ডিতই হউক, উহাতে শিবপূজা হইবে। ছয় মাসের মধ্যে বিশ্বপাত্র পূর্ণাঘিত হইবে না। উহা দ্বারা সূর্য্য এবং গণেশ ব্যতীত সমুদয় দেবতার পূজা হইবে। যে স্থানে বিশ্বরূপের কানন থাকিবে, সে স্থান কাশীভূলা। যে স্থানে পঞ্চবিজ থাকিবে, তথায় অমর মহেশ্বর বিদ্যমান জানিবে। যে স্থানে সন্তোষবিজ, তথায় মহেশ্বর পার্শ্বতীর সহিত অবস্থিত হইবেন। অধিক কি, যে স্থানে একটা মাত্রও বিশ্বরূপ থাকিবে, সে স্থানে ভগবান্ শঙ্করের সহিত আমি অবস্থান করিব এবং যে স্থানে দশসংখ্যক ঐ পূর্ণাপাণপ অবস্থিত থাকিবে, তথায় আমরা শঙ্করের অনুচরণের সহিত অবস্থিত করিব। হে সুরগণ। ঐ সকল স্থান তীর্থ বলিয়া কথিত হইবে। যে গৃহের বাটীর ঈশানকোণে বিশ্বরূপ উৎপন্ন হইবে, তথায় কখন বিপদ ঘটবে না। বাটীর পূর্ব-দিকের জমিতে স্থপত্রদ, দক্ষিণে ভয়নাশক ও পশ্চিমদিকে হইলে সন্তান-সন্ততি বর্ধক হইবে। হে দেবগণ। ঐ বিশ্বরূপ অশানে, মদীতীরে, প্রান্তরে বা বনমধ্যে হইলে ঐ স্থান সিদ্ধপীঠস্থল জানিবে। প্রান্তরের মধ্যস্থলে উচা স্থাপন করিবে না। যদি দৈবাৎ তথায় উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে শঙ্করের স্তায় তাহাকে অর্চনা করিবে। চৈতাদি মাদ-চতুষ্টয়ের ভগবান্ শঙ্করকে একটা মাত্র বিশ্বপাত্র দান করিলে, লক্ষ বৎসরের ফল হইবে। যে মানব, মধ্যাহ্ন সময়ে উহাকে প্রদক্ষিণ করিবে, তাহার ত্রিবার সুমেরু-প্রদক্ষিণ করা হইবে। ব্রাহ্মণের প্রয়োজন বা বজ্র ব্যতীত উহা ছেদন বা দহন করিবে না। যে ব্যক্তি উহা বিক্রয় করিবে, সে পতিত হইবে। যে ব্যক্তি, বিশ্বকাষ্ঠ মর্দিত মুক্তিকা লগাটে ধারণ

\* ইহাই নামান্ত্র মন্ত্র।

করিবে, সে ঘোর পাতকীই হউক আর পুণ্যাত্মাই হউক, তাহার যমের অধিকার থাকিবে না। অধিক কি কহিব, স্বয়ং পশুপতি, পাছে ব্যর্থ হয় বলিয়া ভূতল-পতিত বিষণ্ণত্ব মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন। যে পুণ্যাত্মা, চৈত্রাদি মাসচতুষ্টয়ে বিষুবক্ষে জলসেক করিবে, তাহার পিতৃগণ এই বৃক্ষের দ্বার অভিষিক্ত হইবে। ঐ মাসচতুষ্টয়ে ভগবান্ শঙ্কর, নববিষণ্ণ-প্রার্থী হইয়া সর্গদ্বা ভ্রমণ করেন। হরিহামগরে যে স্থানে মহেশ্বর বৈদ্যনাথ বিরাজমান আছেন, তত্রতা বিষুবক্ষ স্বর্গবৃক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হইবে এবং কামরূপস্থিত ঐ বৃক্ষকে কামরূপ, কাশ্মীরে যুক্ত ও আদিম, আর কাশীপুরে অক্ষয়পুণ্ড্র বলিয়া জানিবে। সেই সকল ভীর্ণ ও ভীর্ণমধ্যে সনাতন। দেবী কহিলেন, হে সখি! ভগবান্ বিহু এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে শঙ্কর ভগীর উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা ও বিহু বিষণ্ণত্ব দ্বারা তাহার পূজা করিয়া দেবগণের সহিত স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। হে সখীষয়! এই আমি ভোমাদিগের নিকট পরম পুণ্যজনক মনোহর অীকলবৃক্ষের উপাখ্যান কীর্তন করিলাম। পুণ্যাত্মাদিগের ইহা পাঠ ও শ্রবণ করা কর্তব্য, তাহা হইলে ভগবান্ শঙ্কর ও নারায়ণে ভেদবুদ্ধি ও ষমভয় তিরোহিত হইয়া থাকে।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

### দ্বাদশ অধ্যায় ।

জয়া বিজয়া কহিলেন, হে মহেশানি! আপনি ভূমদী ও বিষের বিষয় বর্ণন করিলেন, কিন্তু ঐ বৃক্ষবয়ের তুল্য অপর কোন বৃক্ষ আছে কি? বাহা হরি ও হর উভয়েরই প্রিয়। হে শিবহৃদয়! আমরা তাহা শুনিতে বাগনা করি, আপনি আমাদিগের সখী, কর্তা ও পরম আরাধ্য দেবতা; অতএব তাহা প্রকাশ করুন। ভবন শঙ্করী কহিলেন, হে সখীষয়! ভোমরা বৈরূপে জিজ্ঞাসা করিলে, তদ্রূপ এক বৃক্ষ আছে, তাহার নাম আমলকী। দেবী কমলা ও আমা হইতেই সেই বৃক্ষের উৎপত্তি। একদা দেবগণের উৎসব উপলক্ষে কোন পুণ্যদিনে প্রভাস তীর্থে স্বয়ং হংসাক্রুত চতুর্ভুজ ব্রহ্মা, প্রমথগণ ও আচার সহিত ভগবান্ শঙ্কর, লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণ, সুরগণের সহিত সুরপতি, স্ব স্ব অমৃতচরগণের সহিত বসি, যম, কুশের প্রভৃতি অষ্ট দিশীশ্বর নারদাদি মহাবিশ্বগণ এবং গোভদ্র, কস্তুর, চাবন, অমিত, কর্ণ, মেঘাভিষি, ব্যাস, পলাস, পরাশর, বিশ্বামিত্র, জাবালি, জৈমিনি, আট্টিলেন, পিল্লাদ, অঙ্গিরা, পৈল, জামদগ্ন্য, ভরদ্বাজ, জৈমীষধ্য ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি বৈশবেদ্যাকপারগ মুনি-কবি সকল ধ্রুমন পূর্বেক পরস্পর-সন্দর্শনে পদম আনন্দিত হইয়া বোধোচিত পূবা ক্রিয়াকলাপ করিতে লাগিলেন এবং সত্বেদ্র দেবতা ও মুনি-অবিগণ মানবেন্দে দেবাবিদেব শঙ্কর, ব্রহ্মা ও বিহুকে পূজা করিলেন। সেই সময়

আমি, দেবী লক্ষ্মীর সহিত নামাধিধ কোঁতুককর কথোপকথন করিতেছি, এমনত সময়ে উত্তরেরই অন্তঃকরণ মধ্যে ভগবান্ শব্দর ও নারায়ণকে অর্চনা করিবার বাসনা হইল । পরে লক্ষ্মীকে কহিলাম, হে সিদ্ধহৃতে ! আমি ইচ্ছা করিতেছি, কোনরূপ অক্লান্ত দ্ব্যেবো প্রভু নারায়ণকে পূজা করিব, কারণ ভগবান্ হরি সমুদয় প্রাণিপণের আত্মা ও সাধুগণের পরম আরাধ্য দেবতা ; অতএব বল কি প্রকারে তাঁহাকে অর্চনা করি । হে বিজয়ে ! দেবী কমলা মনীর বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্টা হইয়া রোমাঞ্চিত-কলেবরে আমার দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন । অনন্তর, আমি স্বহস্তে তাঁহাকে উত্তোলন পূর্বক গাঢ়তর আলিঙ্গন করিলে তিনি গদগদ-স্বরে কহিলেন, হে নগমদ্বিনি ! তুমি ধেরূপ কহিলে, আমারও ঐ রূপ অভিপ্রায় হইয়াছে । আমিও অক্লান্ত দ্ব্যেবো জিহোচন শব্দরূপে পূজা করিব । হে জয়াবিজয়ে ! সেই সময় আমাদিগের নেত্র হইতে অমল আনন্দাশ্রু ভূতলে পতিত হইল । অনন্তর সেই অশ্রুজল হইতে অমলপ্রভ চারিটি বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, উহার পত্র ও বৃন্ত শ্রাবণ বর্ষ ; স্বক ও মূলদেশ কর্ত্তর বর্ষ এবং পত্র সকল শিরা-প্রাণিত আর বহল পত্রে এক একটা পত্র । অমল নেত্রজল হইতে উৎপন্ন হইল বলিয়া ঐ বৃক্ষের নাম আমলকী হইয়াছে । হে লখি ! তুলসী ও বিষ্ণু উভয়ে যে যে গুণ আছে, এক এক আমলকী বৃক্ষেই তৎসমুদয় গুণ বিদ্যমান । উহার পত্রে দেবাবিদেব হরি ও হর উভয়েই পূজিত হইয়া থাকেন । অতঃপর মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশীতে সমুদ্ভূত হরিহররূপী পবিত্র সেই আমলকীকে নিরীক্ষণ করিয়া সমুদয় দেবগণ ও ঋষিগণ মিলিত হইয়া সানন্দচিত্তে স্তুতি করিতে লাগিলেন । কহিলেন, যিনি হরি ও হর উভয়েরই প্রিয় এবং পত্রমালাবিতে অলঙ্কৃত, বাহার প্রভা অতি মনোহর, আমরা সেই ক্রীমতী দেবী আমলকীকে প্রণাম করি । হে লখি ! আমলকী সম্বন্ধে যাবতীর কার্য্যেই ঐ মন্ত্র পাঠ করিবে । বিষ্ণু বৃক্ষের স্তার উহারও চতুর্দিকে শত ধনুঃপরিমিত হল এবং উর্দ্ধ ও অধোভাগকে মনোবিগণ কর্ষকেত্র ভারত-বর্ষে ভীর্ষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । অনন্তর সমুদয় বিজগণ সর্গভীর্ষজলে উহাকে সেচন করিলেন । পরে সমুদয় দেবগণ-সমক্ষে উহার পত্র হারা ভগবান্ বিষ্ণুকে অর্চনা করিলাম । দেবী লক্ষ্মীও দেবাবিদেব শব্দরূপে অর্চনা করিলেন । সেই সময়ে চতুর্দিক্ হইতে জয় জয় ধ্বনি উথিত হইল এবং গগনমণ্ডল হইতে পুষ্পবর্ষণ ও শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল । তদর্শনে দেবী আমলকী জদরে অতুল আনন্দ ধারণ করিলেন বলিয়া উহার অপর একটা নাম বাজী হইয়াছে । অনন্তর, স্মরণ ও ত্রাস্ত্রাণ-গণ, উক্ত আমলকী বৃক্ষকে নন্দ্যার করিয়া নিজ নিজ আলয়ে গমন করিলেন । কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর উহাতে অবিচলিত থাকিলেন । হে লখীদয় ! ঐ পরমানন্দদায়িনী দেবী আমলকীকে সকলেরই স্থাপন সন্ধান ও অর্চনা করা কর্তব্য ।

## ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বেণী শব্দটা কহিলেন, হে সহচরীয়া! এক্ষণে ভূমতলে যে যে স্থানে গন্ধা নাই, সেই সেই প্রসিদ্ধ স্থান ও তাঁহাদের উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রভাস নামে এক পরম পুণ্যজনক স্থান আছে। পূর্বে চন্দ্র, সক্ষ কৰ্জুক অভিশপ্ত হইয়া, তথায় যক্ষা রোগ হইতে মুক্ত হন। তাহার পশ্চিমে পুণ্ড্রক তীর্থ, এ স্থানে সরিৎপতি শ্বয়ং প্রতিদিন আগমন পূর্বক স্নান করিয়া থাকেন। তাহার পর বিম্বসরঃ নামে তীর্থ। এ স্থানে ভগবান্ ব্রহ্মার আনন্দাশ্র হইতে বহুতর সরোবর উৎপন্ন হইয়াছে এবং প্রজাপতি কর্তৃক বোরতর তপোমূর্ত্তান করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে ব্রহ্মতীর্থ। তথায় সরস্বতী মনী পুৰীতিমুখে প্রবাহিতা হইতেছে। উহার পশ্চিমে পবিত্র নৈমিষারণ্য। তথায় মুনিগণ সত্য পুণ্য-ক্রিয়াকলাপ অমূর্ত্তান করিয়া থাকেন এবং সেই স্থানে মানবগণেঃ সত্যাহারী কলির প্রাহুর্ভাব নাই। ঋষিগণ যে কারণে উহার প্রাশংসা করিয়া থাকেন, তাহা শ্রবণ কর। পূর্বে এক সময় সমুদ্র মুনিগণ কলি হইতে ভীত হইয়া শিষ্যগণের সহিত কলির সমক্ষে ভগবান্ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া কহিয়াছিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে চতুর্ভুজ! হে চতুর্ভূষা! আপনি অবিনাশী, সত্যজ্ঞের আধার ও সনাতন; অতএব হে হংসবাহন! আপনাকে সমস্তার। হে প্রভো! আপনি যেত ও নীল এবং হৃদি-হিতি-প্রলয়কর্ত্তা। আপনার কলেশ্বর শোণ বর্ণ এবং কেহই আপনার স্বরূপ অবগত হইতে পারেন না; অতএব আপনাকে প্রণাম করি। হে কমলাসন। আপনি প্রণবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আপনার বদন-চতুর্থে অষ্ট লোচন; করচতুর্থে অক্ষমালা, কমণ্ডলু, পুষ্প ও কুশ; ললাটে তিলক এবং গলদেশে যজ্ঞোপবীত শোভা পাইতেছে; আপনি গায়ত্রীপতি, আপনাকে সমস্তার। আপনি ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ববেদে অভিজ্ঞ; ভগবান্ হরিহর আপনাকে আরাধনা করিয়া থাকেন; আপনার আদি মধ্য বা অন্ত নাই, অতএব আপনাকে ব্যাংবার প্রণাম করি। ঈদৃশ স্তুতিবাদ শ্রবণে ভগবান্ ব্রহ্মা পরম ক্রীত হইয়া কহিলেন, হে সুরগণ! আমি এসন্ন হইয়াছি, এক্ষণে তোমরা কিজন্য আগমন করিয়াছ, প্রকাশ কর। তখন ঋষিগণ কহিলেন, হে দেব! মানবগণের নতুনাহারী কলি সমস্ত পৃথিবী অধিকার করিয়াছে, অতএব হে ব্রহ্মন্! আমরা এক্ষণে কোথায় তপোমূর্ত্তান করি, বলুন। ঋষিগণের বাক্য শ্রবণে ভগবান্ ব্রহ্মা চিন্তাবিভ হইলে তাঁহার লোচন হইতে সহস্রা কোটিশতাব্দের স্তায় ধবলকায়, গুল্লবর্ণ মালা ও বসন পরিহিত হস্তযন্ত্রে জপমালা ও কমণ্ডলু বিরাজিত, প্রসন্নাত্ত, বিবাহ এবং বিলোচন এমতাবস্থায় প্রাহুর্ভূত হইলেন। তাঁহাকে অবলোকন করিয়া ঋষিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাস করিলেন, ইনি কে? ব্রহ্মা কহিলেন, ইনি সত্যমূর্ত্তি সনাতন নিমিষদেব, ইহার পরী সত্যকালোচিত। ইনি তোমাদের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছেন। তোমরা

হাঁকে অগ্রসর করিয়া তুমুলে গমন কর। ইনি যে হানে গমন বা অবস্থিতি গ্রহণেন, তোমরাও সেই হানে গমন ও অবস্থিতি করিও এবং বিহুমুর্তিস্বরূপ ইনি যে হানে অস্তহিত হইবেন, সেই হানই তোমাদিগের ইষ্টপ্রদ হইবে; তথায় কলি গমন করিতে পারিবে না। হে নথি! মূনিগণ, শুভপ্রদ ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া নিমিষের পক্ষাৎ পক্ষাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর উত্তরকুরুতে অবতীর্ণ হইয়া মৃদয় পর্বত ও ছয় বর্ষদেশ অভিক্রম পূর্বক হিমালয়ের দক্ষিণ ভারতবর্ষে অবগত হইতে গিয়া সৌরাষ্ট্রদেশের সমীপে এক হানে সেই নিমিষদেব অস্তহিত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ করিলে মূনিগণ মৃদয় হাবরাণি বস্ত্র বিহুমর দর্শন করিতে লাগিলেন এবং তার বিস্ময়াপন্ন হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন, আজ অবধি এই হান নিমিষক্ষেত্র হানে প্রসিদ্ধ হইল। গঙ্গাভীরের জ্ঞান এইহানে অবস্থিত যাবতীয় পশু, পক্ষী, লতা, ফল ও মনুষ্যাদিই নারায়ণস্বরূপ। যজ্ঞাদি সমস্ত কার্যেই এই হান বিশেষ কলপ্রদ। মৃদয় দীপের মধ্যে জলদীপ প্রদত্ত, উদ্ভবে ভারতবর্ষ এবং ভারতের মধ্যে নৈমিষারণ্যই সৌভাগ্য ভীষণ। মূনিগণ এইরূপ বলিয়া তথায় অবস্থান পূর্বক সভত ছয় মণ্ডে এককৈ ভাবনা করত স্মৃতিতে হোম ও তপস্করণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ, দ্বাপি এ বৈকল্যক্ষেত্রে নৈমিষারণ্যে সর্গদা পুণ্যক্রিয়াকলাপ করিয়া থাকেন। এ হানে গম্যবর্ণপুত্র মহাজ্ঞানী পবিত্রাত্মা সূত উগ্রজবা অবিগণকে বহুপ্রকার পুরাণ শাস্ত্র প্রবণ হইয়াছেন। হে মহচরীগণ! আমি যে তোমাদিগের নিকট নৈমিষারণ্যের বিষয় বর্ণন দিলাম, যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিবে, সে কলিকল্প হইতে মুক্ত হইবে। আর যদি কোন ক্ষণ, পরমাত্মা ব্রহ্মার পূর্বোক্ত স্তোত্র শ্রবণ করেন, তবে তিনি দিল্লয়ই জন্মভরে জিতাভ করিবেন। কারণ, জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ বিহুর শরীর স্বরণ এবং মুক্তির পাত।

অরোহণ অব্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

### চতুর্দশ অধ্যায় ।

দেখী কহিলেন, হে নথি! গওকী নদীর তীরে পুলহমুনির বে আশ্রম, তাহা ও ঐ গওপর্বত হইতে মিঃসত গওকী নদী পর্যন্ত ভীষণ। এ হানে বজ্র নামক এক প্রকার টি বারা শালগ্রামশিলা নির্মিত হইয়া থাকে। সেই হানে অগস্ত্যাজন বন্যসিংহ ও গুহায়ের আলয় মহেশ্বরসিংহ উভয়েই ভীষণ-ক্ষেত্র। কাবেরী নদীর তটদেশে বন্যপাখীর লয়, বিদ্যাপর্বতে বাসন্তী-নিলায়, জীশল, শব্দসিংহ, পঞ্চ অশ্বপদসংগে, শিবদান, কল, সূর্য্যাক, দণ্ডকারণ্য, মাহিমতী ও বিশালা পুরী; ত্রিভূপ, কাঞ্চীয়া এবং ৪০ নহৎ ভীষণ বলিয়া উল্লিখিত আছে। মনোবিশণ, বেধী, কাবেরী, মনোভী, মনুনা,

সরযু, পশ্চা, চন্দ্রভাগা, কোশিকী, সোদাঘরী, সরিষরা বিপাশা, নর্মদা, ভাঙ্গপর্ণী ও  
 বটোদকা নদীকে প্রমত্তীর্ষ বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছেন। হে শুভে! মধুরা, বারিকা  
 গোবর্দ্ধনসিঁরি এবং বহুনা নদীর তটভূমিহিত বৃন্দাবন মহাভীর্ষ। বৃহৎকেন্দ্র, সেতুবন্ধ,  
 অযোধ্যাপুরী, গৌতমাজ্ঞন, ব্রহ্মনদের ভীরবর্তী পুণ্যপ্রদা কামকোষ্ঠী, যেখানে দক্ষকর্তা  
 সতী দেহ ত্যাগ করিলে তাহার বোদিন্দেপ পতিত হয় সেই কামরূপ নামে প্রসিদ্ধহান,  
 উজ্জয়িনীপুরে কামকোষ্ঠীশীঠ, যথার আমি মঙ্গলচতীরূপে অবস্থিত থাকিয়া জনগণের  
 মঙ্গলসাধন ও তাহাদিগকে বর দান করিয়া থাকি এবং যেখানে বহু জাতিবর্গের বাস,  
 সেই হান পরম ভীর্ষ বলিয়া কথিত আছে। উক্ত জাতিগণের প্রতি কদাচ হিংসা  
 করিবে না, সর্বদা তাহাদিগকে সম্মান করিবে। সাধুগণ একজন জাতিকে মহত  
 ব্রাহ্মণের তুল্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি জাতিগণের প্রিয় হয় সে  
 স্বর্ণতুল্য আদরের পাত্র, একত্র দরিদ্র জাতিগণকে পোষণ, বিপদ সময়ে জাতিগণের  
 সহায়তা ও কামদমোষাকো সত্তত তাহাদিগের মঙ্গল-চিন্তা করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি  
 জাতিগণের নিকট সূদ্র গ্রহণ করে, তাহার বংশ লোপ হয় এবং দেহান্তে প্রেতবৎপ্রাপ্তি  
 হইয়া থাকে। হে নবীষয়! যে জম দীন অগুণ্ড জাতিকে নিজপুত্র প্রদান করিয়া  
 পুত্রবান্ করিয়া থাকে, সে প্রতিজ্ঞা বহন পুত্রবান্ হয়। যে ব্যক্তি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-  
 জাতিকে ভূমাদি দান করিয়া বাস করায়, সাধুগণ তাহাকে মহত শিবলিংগের প্রতিষ্ঠাতা  
 বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন। জাতির জন্ত শত শত অকাঁধ্য করিলেও নিঃসন্দেহ পাতকী  
 হইতে হয় না। অন্তের নিকট জাতির দোষ কীৰ্ত্তন ও জাতির নিকট নিজদোষ গোপন  
 করিবে না এবং সত্তত জাতিগণকে পাতক হইতে রক্ষা করিবে। সমর্থ হইলে জাতির  
 জন্ত রাজদ্বারেও গমন করিবে, কারণ যে ব্যক্তি, রাজদ্বারে ও আশানে সাহায্য করিয়া থাকে,  
 সেই বর্ষাৰ্ধ বান্ধব। যে মানব, স্বীয় সচরিত্রতা ভূগে সর্বদা জাতিগণের সম্ভাপানল  
 যথাসাধ্য শক্তি করে এবং দূর্য্য হইলে কদাচ দয়া করিতে উপেক্ষা করে না, সেই  
 ব্যক্তিই, জাতিগণের মনো জেষ্ঠ ও কোমলকার দোষে লিপ্ত হয় না। একত্র যে স্থলে  
 জাতিগণ বাস করে, সেই হান পরম ভীর্ষ বলিয়া কথিত হয়। হে নবীষয়! আমি যে  
 প্রীতি প্রদানকারী জাতিকার্যের উল্লেখ করিলাম, যে ব্যক্তি, ইহা শ্রবণ বা পাঠ করিবে,  
 সে জাতিগণের প্রিয়কারী হইবে। পুত্রাদি সকল জনভীর্ষ ও গম্যকেন্দ্রকে দেশভীর্ষ  
 জানিবে। যেখানে পুরাণ পাঠ হয় এবং যেখানে পজবন আছে, সে হান এবং গুরুগৃহও  
 ভীর্ষপঞ্চায়ত। যেখানে, শালগ্রাম-শিলা থাকেন, তাহার তত্ত্বদিকে হুইকোশ ভীর্ষ।  
 বৈদ্যাসন্য বৈদ্যাসন্য ভীর্ষহান এবং যেখানে পাপহরা নামে পুণ্যদানী প্রবাহিতা  
 হইতেছে, সেই ব্রহ্মের স্থলও পরমভীর্ষ বলিয়া উল্লিখিত আছে। ব্রহ্মপুত্রপানে ইহার  
 বিশেষ শিবর জাদিতে পারিবে। হে নবী! ভূমণ্ডলে যে সকল প্রসিদ্ধ দেবপীঠ আছে  
 সেই সকল ও বিবিধ যুক্তিকেন্দ্র সকল পরম ভীর্ষ বলিয়া জানিবে। লগ্নসমুদ্রের তীরে

যে সকল পুরুষোত্তম বিরাজ করিতেছেন, সেই পুরুষোত্তমভীৰ্ণ পরম মুক্তিকেন্দ্র বলিয়া কথিত আছে । বারাগলী, কামাখ্যা, বারকা, পুরুষোত্তম, প্রমাণ, রমা ও বৃন্দাবন ; এই সকল স্থান ভীৰ্ণের মধ্যে প্রধান । আর ত্রিরাশচন্দ্র বনবাসকালে যে যে স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন, তুমতলে সেই অষ্টোত্তরশত তাঁহার বাসস্থানও মহৎ ভীৰ্ণ বলিয়া অভিহিত আছে ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

### পঞ্চদশ অধ্যায় ।

দেবী কহিলেন, এক্ষণে ইঞ্জির ও দেহের মধ্যে কোন্ কোন্টা ভীৰ্ণপদবাচ্য ; গাথা বলিতেছি শ্রবণ কর । বিপ্রগণের চরণবন, গোপূষ্ঠ এবং ইহারি বধায় অবস্থান করে, তাহাও ভীৰ্ণ বলিয়া কথিত হয় । পতিতেরা স্রীলোকের সর্গে অনেকে ভীৰ্ণ বলিয়া থাকেন । বালকের মস্তক ভীৰ্ণ ; নিজের চক্ষু ও দক্ষিণ কর্ণ ভীৰ্ণ মধ্যে পরিগণিত হয় । পিতৃ মধ্যে সত্য বাক্য ও পুরাণ পাঠ ভীৰ্ণ স্বরূপ । দেবলিঙ্গধারী চিত্তকে বৃন্দবন ভীৰ্ণে অভিহিত করেন । যে মনে হুচ্চিন্তা ও কষ্টের সঞ্চার নাই, তাহা ভীৰ্ণ মধ্যে গণ্য । পিতৃবর্ষের কর ও দেবপূজাকারীর কর উভয়ই ভীৰ্ণ । তৃত্ত্বদ্বিবলে দেহের অভ্যন্তর প্রাণায়ামে নাসিকা ভীৰ্ণ হইয়া থাকে । মন্ত্রপুত্র আসন ও পৈতৃক বাসস্থান ভীৰ্ণের গায় পাথন হয় । অগ্নি সূক্ষ্মরি ! অতঃপর শিব, শক্তি, বিহু ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবতা বিষয়ে কান্ কোন্ কাল ভীৰ্ণ স্বরূপ, বলিতেছি, শ্রবণ কর । যদ্যপি সর্গব্যাপী সর্গসাক্ষী দীপ্যমান বৃষ্টি সংহারকম নারায়ণ রূপী কাল একমাত্র ষটে, তথাপি ত্রিরাশুত বচ্ছেদ বশতঃ তৃত্ত্ব, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন উপাধিতেই ইহা ত্রিবিধ বলিয়া জ্ঞেয় । চন্দ্র সূর্য্যের গতি নিবন্ধন পরমাণু ও ক্ষণ প্রভৃতি নানা উপাধি ইহার বদিক ব্যবহারে প্রচলিত আছে । মনুষ্য পরিমাণে বৃষ্টি দণ্ডে এক অহোরাত্র, ঋষি অহোরাত্রের এক পক্ষ ও হুইপক্ষে এক মাস কথিত হয় । চন্দ্রের এক এক কলার এক এক ভিধি । যখন চন্দ্রের কলা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন সেই পঞ্চদশ গুণী ভিধিকে পুরুপক্ষ বলে । অগ্নি মধীঘর । এই গুরুপক্ষে আন, দান, উৎসব প্রভৃতি সমস্ত দেবকাৰ্য্য শিশু । আর যখন চন্দ্রকলা ক্ষয় হয়, তখন অন্ত পুরুষ ভিধিকে কুরুপক্ষ কহে ; ইহা কুরুপক্ষে প্রতিপদাদি পঞ্চমী ভিধি পর্য্যন্ত চন্দ্রের বল প্রকাশ পায় । এইরূপ পুরুপক্ষ ও কুরুপক্ষে পিতৃগণের এক অহোরাত্র । সৌর, চান্দ্র ভেদে আধিন প্রভৃতি ষট্ মাস উল্লিখিত আছে, সেই মাসষয়ে এক বহু :—যেমন আধিন ও কার্তিক শরৎ



কৃত। এইরূপে দ্বাদশ মাসে ছয় ঋতু ও দুই অয়ন এবং উক্ত পরিমাণ মাস, ঋতু ও অয়নে এক বৎসর হয়। দেবগণের উত্তরায়ণ দিন ও দক্ষিণায়ন রাত্রি। এই দ্বাদশ মাস মধ্যে আষাঢ়, কার্তিক, মাঘ ও বৈশাখ এই চারিটি মাস তীর্থস্বরূপ ও অভীষ্টদায়ক। এই চারি মাসে মানব হবিষ্য ও ব্রহ্মচর্যা করিলে কৃতকার্য হইয়া থাকে। স্নান, দান, তপস্শ্রা, হোম, দেব-বিজ্ঞ-গুরু অর্চনা, পুরাণ-ইতিহাসাদি পাঠ ও শ্রবণ, কৃপ আরাধন-তড়াশাদি ও নীলা গ্রন্থাদি শুভকার্য এই চারিমাसे তীর্থাঞ্জিত ব্রাহ্মণের দ্বায় প্রশস্ত হয়। বৈশাখ মাসে কানীতে, আষাঢ় মাসে ত্রিকোণ্ডে, কার্তিক মাসে কামরূপে ও মাঘ মাসে প্রয়াগে যে ব্যক্তি বাস করে, সে তৎপরে যে কোন স্থানে মরিলেও নির্দোশ-মুক্তিভাজন হয়। অথবা সেই ব্যক্তি যদি তথায় বাস না করিয়া উক্ত চারি মাসের মধ্যে গঙ্গায় হুল কিংবা জল মধ্যে দেহত্যাগ করে, তাহা হইলেও অবশ্য নির্দোশ-মুক্তিলাভ করিবে। আষাঢ় মাসে পদ্ম পূর্ণা দ্বারা, কার্তিক মাসে তুলসীপত্র, দীপ ও যথোচিত বিবিধ নৈবেদ্য দানে, মাঘ মাসে কুম্ভ পূর্ণা দ্বারা এবং বৈশাখ মাসে বিম্বপত্র দ্বারা অভীষ্ট দেবের পূজা করিবে। উক্ত মাসতীর্থ-চতুষ্টয়ের মধ্যে আবার কালতীর্থ বিশেষ আছে, যেমন বৈশাখ মাসে অক্ষরা নামে গুরুপক্ষের তৃতীয়া তিথি,—এইদিনে গঙ্গাঈশ্বরী চতুর্ভুজ মূর্তিতে হিমাশয়ের গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। হে মণি! পুরাণে এই তিথিকে সভাসুগায়া কহে। তৎপরে জকু-সপ্তমী, এই দিনে গঙ্গার জাহ্নবী নাম হয়। তৎপরে শুক্লা একাদশী। তৎপরে শুক্লা-দ্বাদশী, এই তিথি জলদান বিষয়ে প্রশস্ত এবং বিশাখা-মক্ষত্ৰযুক্ত বৈশাখী পূর্ণিমা, এই করেকটি বৈশাখ মাসে নমরতীর্থ-বিশেষ। আষাঢ় মাঘে গুরুপক্ষের দ্বিতীয়া বিষ্ণুর প্রশস্ত তিথি। তৎপরে সপ্তমী সূর্যের ত্রিভাঙ্গিনী তিথি। তৎপরে দশমী ইহা মনস্তরা জানিবে। তৎপরে শুভ একাদশী অমুরাধা মক্ষত্ৰযুক্ত হইলে হরির অতি প্রেষ্ঠ তিথি; এই তিথিতে অমুরাধার প্রথম পাণ্ডে জগৎপতি বিষ্ণু শয়ন করিয়া থাকেন। তৎপরে আষাঢ়ী পৌর্ণমাসী ইহাও মনস্তরা জানিও। তৎপরে কুরুপক্ষের পঞ্চমী—মনমাহেশ্বরী অত্যন্ত প্রিয় তিথি। এইরূপ কার্তিক মাসে দ্যুতপ্রতিপদ, এই দিনে পার্কীতী দ্যুতক্রীড়ায় শিবকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। নৃপতিবর্গ এইদিনে দ্যুতক্রীড়া করিয়া থাকে ও বিজাতিগণ শিবপার্কীতীর অর্চনা করেন। এই দিনে দ্যুতে পরাজয় হইলে রাজগণের চিত্তে সন্দেহ হুংথ প্রকাশ করা উচিত। তৎপরে জাতুবিভীয়া—এই তিথিতে ষম্বদা গৃহাগত বর্ষরাজকে অর্চনা করিয়াছিলেন, স্বয়ং বর্ষরাজও তাঁহাকে ভক্ষ্য ভূষণ দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহারা পরম্পর পূজিত হইয়া, সেই তিথিপ্রেষ্ঠ বিভীয়া তিথিকে এই বলিয়া প্রথম বর দিয়াছিলেন যে, আমি জাতাত্তমিনীর প্রিয়তিথে। যে জাতাত্তমিনীগণ তোমার দিনে বিবিধ উৎকৃষ্ট ভোজন, মাংস, চন্দন ও তাম্বুল দ্বারা পরম্পরকে পূজা করিবে, সেই জাতাত্ত তমিনীদিগের বশঃ, পাপক্ষয়, স্বজনসম্বতি, আয়ুর্হৃদি ও ধনহৃদি

দিন দিন হইবে। এই দিনে কলহ, বেধ, কোন প্রকার পাপকৰ্ম, পৈশুস্ত্র প্রভৃতি  
গোষ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন হইতে মানব বিরত থাকিবে। ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে  
এবং জাতা ভগিনীর পূজা করিবে। তৎপরে অষ্টমী সম্বন্ধীৰ্ঘস্বরূপ এইদিনে গো-  
পূজা করিলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়। তৎপরে নবমী যুগাদ্যা, এই দিনে জেডাযুগের  
উৎপত্তি। পরে দ্বাদশী তীৰ্ঘ স্বরূপ—ইহাও মনস্তরা বলিয়া কথিত। এইদিনে পাপ-  
নাশন ভগবান্ বিষ্ণু শয়ন হইতে উত্থিত হন। তৎপরে কার্তিকী পূর্ণিমা—ইহাও  
মনস্তরা, এই দিনে জুলমীপত্র, সুচারু নৈবেদ্য ও প্রদীপদানে ভক্তিপূৰ্বক নামোদর  
দেবের অৰ্চনা করা কর্তব্য। তৎপরে কৃষ্ণপক্ষের নবমী, ইহা যুগান্ত বলিয়া কীৰ্ত্তিত  
বাছে। পরে চতুর্দশী ইহা রটন্তী নামে প্রসিদ্ধ—এইদিনে অরুণোদয়কালে স্নান  
করিলে মনুষ্যের ঘমালয় দর্শন করিতে হয় না। মাঘ মাসে শুক্লপক্ষের চতুর্দশী, ইহা  
বরদা ও শুভদায়িনী। পরে ঈশ্বৰ্ম্মী, এই দিনে লক্ষ্মী, মহাকালী ও সরস্বতী বিবিধ  
পূজায় পূজিত হন। তৎপরে সপ্তমী, ইহা মনস্তরা নামে খ্যাত। অগ্নি সধি। এই  
দিন অরুণোদয় বেলায় মানব পবিত্র জলে স্নান করিবে ও সপ্তজন্মকৃত-পাপমোচনের  
নিমিত্ত স্নানস্নেহ সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। এই দিনে গঙ্গাস্নান করিলে মনুষ্য  
গত সূর্য্যগ্রহণের ফল প্রাপ্ত হয়। স্নান ৩ অর্ঘ্যদান কালে এই দুইটা মন্ত্র পাঠ করিতে  
হয়। যথা—আমি সপ্তজন্মে যে যে পাপ ভ্রমাবধি করিয়াছি, সেই পাপ, ছিন্ন ও শোক  
এই মাকরী সপ্তমী বিনাশ করন এবং অগ্নি রবিসংলগ্নহে। সপ্তবাহুতিকে। সপ্তসন্তিকে।  
বর্জ্জভুজজননি। দেবি। সপ্তমি। তোমায় নমস্কার। পরে অষ্টমী, এই দিনে ভীষ্মদেবকে  
উনি অঞ্জলি সন্তিল জলদানে অৰ্চনা করিতে হয়। বৈদ্যায়ন্যমার্গোজ, নাস্তুভিগ্রবর,  
বপুজ ভীষ্মবর্ষ্যাকে এই জল প্রদান করিতেছি—এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক তর্পণান্তে তিন  
অঞ্জলি জল প্রদান করিলে, এই দিনে পিতৃগণ ও সনাতন বিষ্ণু পরিভূপ্ত হন।  
তৎপরে মহানন্দা নামে নবমী—এইদিনে ভীষ্মকে পাইয়া বিষ্ণুর পরম আনন্দ হয়। পরে  
গোদ্যা মাঘী পূর্ণিমা—এই দিনে গন্ধ ও পুষ্পরাশি দ্বারা বিষ্ণুর অভিষেক করিতে হয়।  
তৎপরে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তীৰ্ঘ স্বরূপ, এইদিনে বৈধ শাস্ত্র দ্বারা পিতৃগণের পূজা করিতে  
হয় ও এইদিনে কলিযুগের অবসান হয়। পরে চতুর্দশী, রাজিবোগ হইলে শিবের  
ঈশ ও অগণ্য মহিমাযিত—ইহা শিবরাত্রি নামে প্রসিদ্ধ। এই দিনে রাজিকালে চারি  
হরে স্বর্গমর্ত্যপাতালবাসী লোকে শিবমোদিত হইয়া আনন্দে শিবপূজা করে। এই  
চতুর্দশীরাতে উপবাস, পূজা ও জাগরণ বাহাদিগের আনন্দদায়ক হয়, তাহারা কৃতী ও  
কর্ম স্বর্গকামী হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে একটা কার্য্য করিলেই পাপনষ্ট হয়,  
বিবিধ কার্য্যের তো কথাই নাই। শিবচতুর্দশী, ঈশ্বরের জন্মষ্টমী ও ভগবতীর  
হাষ্টমী উপবাসে মোক্ষপ্রদান করিয়া থাকে। তৎপরে মনস্তরা নামে খ্যাত অমাবস্তা।  
গ্নি সধি। এই চারিমানের মধ্যে এই কয়েকটা কালতীৰ্ঘ বলিয়া জানিবে। যদিও

মানচতুষ্টয় মধ্যে সমুদয় দিনই পূণ্য ও সংকর্ষার্থ কালতীর্থ। তথাপি এইগুলি তোমার  
দ্বিগুণে প্রশস্ত বলিয়া বলিলাম। অত্র মাসে যে কালতীর্থ আছে, তাহাও বলিতেছি।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

### ষোড়শ অধ্যায় ।

দেবী কহিলেন, চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী কালতীর্থ বলিয়া কথিত আছে  
এই দিনে ভগবতী শ্রীদেবী ব্রহ্মলোক হইতে মর্ত্যলোকে আগমন করেন। অতএ  
যে ব্যক্তি উক্ত দিবসে তাঁহাকে পূজা করে, তাহার লক্ষ্মীত্যাগ ঘটে না। এই উপাসনা  
করিলে বিহুলোকে সঙ্গতি চইয়া থাকে। তৎপরে অশোকাস্টমী নামে খ্যাত শুক্লাষ্টমী  
এই তিথিতে মনুষ্য অশোককালিকাগুহ্য বারিপান ও গঙ্গাস্নান করিলে শোকভাজ  
হয় না। হে দেবদেবযাজ্ঞিত চৈত্র-মাসোন্মত্ত অশোক। আমি শোক-সন্তপ্ত হই  
তোমার পান করিতেছি, আমার সর্বদা শোক-রহিত কর; এই মন্ত্রদ্বারা অশোককলিবার  
বারি পান করিবে। হে মহেশ্বরী শোকনাশিনি মাতর্গন্ধে দেবি। হে অশো-  
কুষ্ণিও ইহলোক ও পরলোকে আমার শোক হরণ কর; এই মন্ত্র দ্বারা গঙ্গাজলে  
করিবে। তৎপরে পুষ্যানক্ষত্রগুহ্য অীরামনবমী; এই দিনে ভগবান্ বিষ্ণু, ত্রুত রাবণ বা  
নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই তিথিতে যে মনুষ্য উপবাস করত ভরত, ল  
ও দীভার সহিত ভগবান্ রামের পূজা করে, তাহার পুনর্জন্ম-নিবন্ধন ক্রেশ পাইতে  
না। এই দিনে উপবাস ও পূজা করিয়া দশমীদিনে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে  
তিল দ্বারা শত হোম করিবে। তৎপরে শুক্লাদ্বয়োদশী; এই তিথিতে সর্বকাম ম  
লাভের নিমিত্ত কামদেবের পূজা করিতে হয়। তৎপরে মঘনচতুর্দশী, ইহা শি  
প্রিয়তিথি। এই তিথিতে যে ব্যক্তি মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক সমূল ধর্মমক পুষ্প  
মহাদেবকে নিবেদন করে, সে সমস্ত চৈত্র মাসের অর্জনার ফলভাগী হইয়া থাকে  
হে সখীয়। অঙ্কুর, চন্দন, কপূর, কুম্ভ, মাল্য, বস্ত্র ও বিবিধ মৈবেদ্য দানে তাঁর  
পূজা করিলে, ক্ষত্র, ব্রহ্ম ও বিতানাদি প্রদান করিলে এবং রাজত্যাগরণ করিলে  
অশমেধ অপেক্ষা মহৎ পুণ্য লাভ হয়। তৎপরে চিত্রানক্ষত্রগুহ্য সৌভাগ্যদারী  
চৈত্রী-পূর্ণিমা, এই তিথিতে চিত্রানক্ষত্রের পূজা করিলে চন্দ্রলোকে গতি হয় এবং  
তিথিতে ভক্তিভাবে আমার পূজা করিতে হয়। যদি চৈত্রী-মহাস্তরী শনি সূর্য্য গুরুর  
ঘটে, তাহা হইলে সেই দিনে স্নান করিলে মানব অশমেধ যজ্ঞের অধিক পুণ্য  
করে। দানে ও পিতৃভরণে অক্ষয় হয়। বৈশাখ মাসে শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথি  
ভগবান্ বিষ্ণু বস উপাসন ও সত্যদ্বয় প্রবর্তিত করিয়াছিলেন এবং ত্রিপথগা

ক্ষলোক হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। এই তিথিতে যব দ্বারা হোম ও যব দ্বারা ঈশ্বর অর্চনা করিবে। সংযত থাকিয়া বিজাতিগণকে যব দান করিবে ও যব ভোজন করাইবে। শব্দর, গঙ্গা, কৈলাস, হিমাচল, ভগীরথ ও সমস্ত সাগর পূজা করিবে। ই দিনে স্নান, দান, তপঃ, আত্ম, জপ ও হোমাদি ; বাহা বাহা শ্রদ্ধাপূর্বক নিম্পাদিত হয়, তাহাতে অনন্ত ফল হইয়া থাকে। বিশেষতঃ গঙ্গাতীরে সমস্তই অক্ষয় ফল প্রদান করে। জ্যৈষ্ঠ মাসে গুরা চতুর্দশীতে উমাদেবী জন্মগ্রহণ করেন ; অতএব উক্ত তিথিতে দীর্ঘাচারুদ্বির নিমিত্ত মানাবিধ উপচারে নৃত্যগীত উৎসব সহকারে নরগণ তাঁহার জ্ঞা করিবে, বিদ্যপত্রে হোম করিবে ও বহু ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষের দশমী দশহরা নামে খ্যাত। যদি উক্ত দশমী মঙ্গলবারে হস্তানক্ষত্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে বিশেষরূপে ভীর্ণ বলিয়া গণ্য হয়। এই দিনে স্নান ও দানে হোপাতক বিনষ্ট হয়। যে কোন নদীতে গিড়পুরুষ-উদ্দেশে কৃষ্ণ-ভিলোদক প্রদান করিলে দশজন্মার্জিত দশবিধ পাপ হইতে বিমুক্তি হয়। এই দিনে মালা-চন্দনাদি দ্বারা গঙ্গাপূজা, গঙ্গাস্থব অর্চন করিবে ও বহু ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। এই দিনে ইমলায় শৈল হইতে গঙ্গা ধরণীতলে অবতীর্ণ হন ; অতএব এই দিনে শব্দর, বিরিকি, ধীরথ, কলাচল, পৃথ্বী, সাগর, হংস, বক, কারক ও দ্রৌ পক্ষিগণের পূজা করিবেক। বিশেষতঃ খেতকরবার পুষ্প দ্বারা শত হোম করিবেক। এইরূপে যে ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বশ্ব বা শূদ্র ভক্তিপ্রার্থন করিয়া দশহরাপূজা করে ; কলিযুগে সে অশমেখাদি জামুতীরের ফল প্রাপ্ত হয়। জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা জ্যৈষ্ঠানক্ষত্র বা অশুবাধাযুক্ত হইলে হোজ্যৈষ্ঠী নামে কথিত হয়। তদ্ব্যযো শনিবারের যোগ হইলে ফলাধিকো প্রশস্ত হয়। উক্ত হোজ্যৈষ্ঠীতে যে পুরুষ ভগবান্ পুরুষোত্তমকে দর্শন করে, সে বিষ্ণুলোকে গমন করে ও ধর্মাস্বাদন করিলে মুক্তিলাভ করে। ভগবতী মহাজ্যৈষ্ঠী মহৎ চন্দ্রগ্রহণ ও শত সূর্যাগ্রহণের ফল দান করেন। গঙ্গাতীরে আত্ম, জপ, স্নান ও দানে বিশেষ ফল হইয়া থাকে। দ্বাদশী পূর্ণিমার পর অবধানক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথি, মহা বাজসন্যী-শাখাধ্যায়ী বিভগণের মতে উপাধিধ্যায় সংস্কার বিষয়ে প্রশস্ত। অষ্টম মতে কেবলমাত্র তিথিও প্রশস্ত। অগ্নি সধি। অষ্টাবিংশতের কলিযুগে ভাষ্যমালে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতিথিতে দেবকীর গর্ভে ভগবান্ কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। এই তিথিতে প্রতিমা নির্মাণপূর্বক গন্ধ, মালা, বস্ত্র, গোদুগ্ধ, যব, পিষ্টক, হুঙ্ক, ভোজ্য, পেয় ও নানাবিধ কল দ্বারা যশোদা দেবকী ও কৃষ্ণের পূজা এবং নৃত্যগীত মহোৎসব সহকারে রাজাজাগরণ করিলে মনুষ্যের দক্ষাধিনন্দিত হয়। কেবলমাত্র অষ্টমীতিথিতেও এই পূজা যথাবিধি করা যায়, কিন্তু ঐ তিথি রোহিণীযুক্ত নিখিণব্যাপিনী হইলে তাহাতে পূজা অধিক-ফলপ্রদ হয়। এই যোগের নাম জয়ন্তী—দেবগণেরও প্রশংসনীয়। এই দিনে উপবাস, জাগরণ ও মহোৎসব করিবে এবং ক্রীড়কের মাহাত্ম্য ও জন্মকথা শুনিবেক। পূজা, উপবাস ইত্যাদি কর্ষে নবমীবিধা

অষ্টমী গ্রাহ্য বটে, কিন্তু জমাষ্টমী—যে দিনে অর্ধরাত্রি ব্যাপিনী হইবে, সেই দিনেই বৈদিককার্য্য করিতে হইবে। সেই দিনে ভক্তিভাবে ঈশ্বরের অর্চনা করিলে বাল্য কোমার, যৌবন বা বার্দ্ধক্যে সপ্তজন ব্যাপিনী যে পাপ অর্জিত হয়, তাহা সামান্য হটব বা অধিক হটক, তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া থাকে। আর হোম, জপ, দান অথবা অস্ত্র বাহু কিছু নষ্টবে, তৎসমস্তেরই ফল শতভগিত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। সেই রাত্রে উপবাসের সহাপাতক পর্য্যন্ত বিদূরিত হয়। এইরূপে সম্যক্ বিধি পালন করিয়া পরদিন অরুণোদয় কালে কি জী, কি পুরষ সকলেই নদী কিংবা জলাশয়ে গমন পূর্ব্বক ভক্তিভাবে সেই প্রতিমাগুলির স্নান করাইবে এবং তথায় মহোৎসব করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইবে। তিথি ও নক্ষত্রের অবসানে বৈকুণ্ঠগণের সহিত আনন্দে পারণ করিবে। হে মণি! যদি তিথি ও নক্ষত্র একপ্রহর রাত্রির অধিক থাকে, তাহা হইলে ইচ্ছাক্রমে পারণ আচরণ করিবে। শুক্ল অথবা রাক্ষণকে বিতশাঠ্য না করিয়া নক্ষিণা দিবে। নবমীদিনে বিবিধ উপচারে গোপূজা করিবে। গোবর্গের জীতি হইলে বর্ষ ও সম্পৎ উভয়ই বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাত্র-মাসের কৃকপক্ষে পুষ্যামক্রে সামবেদী বিজগণের উপাকর্ষার্থ্য সংস্কার মহাকলজনক। তাত্রমাসের শুক্লভূতীয়া মনস্তরা; সেইদিনে জীগণের উৎসব ও স্নানদানাদি পুণ্যজনক। তৎপরে পঞ্চমী তিথিতে নাগদেবতার অর্চনা করিবে। তৎপরে ঐ তাত্রমাসে শুক্ল-পক্ষের ষষ্ঠী পাপহরা নামে কল্যাণদায়িনী,—ইহাতে স্নানদানাদির অক্ষর ফল হইয়া থাকে। তৎপরে কৃকপক্ষের চতুর্দশীতে দ্বাপর যুগ প্রবর্তিত হয়,—এই তিথি মহাকলদায়িনী। তৎপরে শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ভগবান্ হরির আশ্রয় স্বয়ং ইন্দ্র পৃথিবীর বাহু, শস্ত্র ও ওষধি সকল পালন করিয়া থাকেন; অতএব উক্ত শুক্লপক্ষে ইন্দ্রদেবের মূর্ত্তি পটে অঙ্কিত করিয়া ভার্ঘ্যা, বাহন, আয়ুধ ও পরিবারবর্গের সহিত প্রতিদিন পূজা করিবে। বিশেষতঃ ঐ দেবের পূজা করা রাজার অতীব কর্তব্য। উদ্যোগে এই বিশেষ যে, সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে শিবদুর্গার পূজা করিতে হয়। কিন্তু ষাদশী তিথিতে রাজা স্বয়ং শক্রোৎপাদনপূর্ব্বক পূজা করিবেক। এই ষাদশী তিথিতে নিম্নিত ভগবান্ হরি পার্শ্ব-পরিবর্তন করিয়া থাকেন। এই তিথি শ্রবণযুক্ত হইলে শ্রবণাষাদশী নামে উক্ত হয়। এই দিনে কস্তুরের ওরসে অদিতির গর্ভে ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই তিথিতে স্নান, দান ও উপবাসাদি কার্য্য বৈকুণ্ঠমাসেরই কর্তব্য। এই শুক্লপক্ষে সিংহ রাশির অংশে সাত (শেষ) দিন বায়ু গৃহস্থ ব্যক্তি প্রত্যহ প্রাতঃকালে অগস্ত্যদেবের পূজা করিবে। পঞ্চরত্ন, স্বত, পায়স, নানাবিধ ভক্ষ্য ও ফল বাহা তাত্রপাত্রে করিয়া অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুত্র-চতুর্ভুজ কৃষ্ণাবোদিকে দক্ষিণাযুগ হইয়া সূর্যপ্রতিমার পূজা করিতে হয়। উক্ত প্রতিমা বাহু ও পটবস্ত্রযুক্ত করিয়া ঘটে নিহিত করিবে। পরে হস্তবতী সযংসা বেহু ভ্রাক্ষণকে দান করিবে। এইরূপ বিধানে অগস্ত্যকে অর্ঘ্য দান করিয়া, হে কাশ-কুম্ভমপ্রভ, অগ্নিদাক্ত নতব,

মিট্রাবরূপের পূজা কৃত্ববোনে । তোমার নমস্কার, এই বলিয়া প্রণাম করিবে । তৎপরে হোম করিয়া কল সমর্পণ করিবে । হে নথি ! যে ব্যক্তি এইরূপ বিধানে অগস্ত্য দেবকে সাতটি অর্থ্য প্রদান করে, সে রূপবান্ ও আতোগ্যসম্পন্ন হইয়া অন্তে চক্ষুলোক প্রাপ্ত হয় । ভগবান্ অগস্ত্য নক্ষত্র যাবৎ আকাশে উদ্ভিত হন, তাবৎকাল কস্তা ও সিংহ রাশির অংশ মধ্যে তাঁহার পূজা করিতে হয় এবং পায়স ও কলাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে হয় । তৎপরে বিশুদ্ধ দক্ষিণা দানপূর্বক ব্রাহ্মণকে সমস্ত দান করিবে । হে ভগবন্ ! যদি তোমার প্রসাধে আমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তোমাতে পুনরায় পূজা করিব ; এই বলিয়া কান্দীবাসী কৃত্ববোনিকে পূজা করিবে । হে নথি ! এইরূপে পঞ্চদশটি কালভীর্ণ তোমাদিগকে বলিলাম, এক্ষণে পঞ্চভীর্ণ বলিতেছি, শ্রবণ কর ।

বোদ্ধশ অব্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

### সপ্তদশ অধ্যায় ।

দেবী কহিলেন, হে নথীশ্বর ! আশ্বিনমাসে কৃষ্ণপক্ষের ত্রিবিংশতি পিতৃগণের পরম-শ্রীতিপ্রদ ভীর্ণধরূপ, উহাতে পিতৃগণ পিতাদি কামনা করিয়া থাকেন ; অতএব উক্ত পক্ষে প্রত্যহ পার্শ্ব-বিধিক আদ্র করিবে । রবি কস্তাহ হইলে মর্ত্যবাসিগণ প্রায়ত হইয়া এইরূপ বিধানে পিতৃরূপে অবিষ্ঠিত আমার পূজা করিবে । এই ব্রাহ্মরূপে পূজা আমার সাত্ত্বিক শ্রীতিকরী । আমিই স্বধা, স্বাহা, নমঃ ও ওক্তার । বিশেষতঃ ভগবান্ বিষ্ণু শরন করিলে আমিই স্বধা সর্বথা বিদ্যমান থাকি ; অতএব এই অপর পক্ষে প্রতিদিন ব্রাহ্ম করিবে । তাহাতে অশক্ত হইলে পক্ষ্মী হইতে দশমী পর্য্যন্ত ;—তাহাতে অশক্ত হইলে তিন দিনমাত্র ; তাহাতেও যদি না পারে, তবে অমাবস্তা ত্রিবিতে মাত্র ব্রাহ্ম করিবে । তাহাও যদি না করিতে পারে, তবে দ্বীপাবিত্তা অমাবস্তাতে ব্রাহ্ম অবশ্য কর্তব্য, অতএব অপর পক্ষে গৃহস্থ ব্রাহ্ম ও ভর্পণ বিষয়ে যত্ববান্ হইবে । এই পক্ষে গন্ধার্ম অথবা অস্ত্র ভীর্ণে সন্তিল ভর্পণ করিবে । নিষিদ্ধ দিনেও তিল-ভর্পণে কোন প্রত্যাহার হইবে না । পূত্রবান্ গৃহস্থ যজ্ঞাত্মোদীনীতে পিতৃদান করিবে না । যুধ, ভগ্ন-নজ্জন, অগ্নিদাহ ও উচ্ছ্রান হইতে পতনে মৃত ব্যক্তিদিগের পিতৃদান চতুর্দশী ত্রিবিতে করিবে, অমাবস্তায় কাম্যব্রাহ্ম করিতে পারে । এই ত্রিবিতে উপসর্গ ও আত্মহত্যায় মৃত ব্যক্তিদিগের পিতৃদান ও ভর্পণ কর্তব্য । প্রমথকালে মৃতদারীরও ব্রাহ্ম এইদিনে করিবে । এই পক্ষের অষ্টমী ত্রিবিতে শাক দ্বারা ব্রাহ্ম করিলে পিতৃগণের পরম শ্রীতি হইয়া থাকে । জ্যৈষ্ঠাশ্বিনীতে মধু ও পায়সে ব্রাহ্ম অতি শ্রীতিকর । কাম্য না হইলে

পুত্রবান্ হৃৎকর্ষ তাহা করিতে পারে। আশ্বিনমাসের এই তৃকা অমোদনীকে হৃৎকর্ষ কহে। অতঃপর শারদীয়া পূজার তিথি বলিতেছি, শ্রবণ কর। জাবালি বলিলেন, হে ভগবতী! স্বয়ং ভগবতী দেবী কিরূপে অর্থ-ভোজন করিয়া থাকেন? অথবা অকালে শারদীয়াপূজা কেমনে হয়? তাহা বলুন। বাস কহিলেন, হে বিজ! তুমি বাহা জিজ্ঞাসা করিলে, সখীস্বর তাহাই সাক্ষাৎ দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাই তোমাকে বলিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। সখীস্বর বলিলেন, অগ্নি শিবে! তুমি পিতৃরূপা, স্বধারিণী; শরৎকালে তোমার পূজা নিত্য কিরূপে হইল? তাহা বলুন।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

### অষ্টাদশ অধ্যায়।

দেবী কহিলেন, হৃৎকর্ষণে উৎপন্ন, সপ্তদ্বীপপতি দশরথ নামে কোশলারাজ্যে এক ঐশ্বর্যবান্ রাজা ছিলেন। তিনি বাগশীল, দাতা, শাস্ত্রজ্ঞ, সংপরাক্রম ও অভিধাঙ্গিক ছিলেন। তাহার সাক্ষি সপ্তশত ভাষা ছিল; ভাষায়ে কোমল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা নামে তিন মহিষী স্ত্রীলা ও নৌভাগ্যবতী ছিলেন। কিন্তু তাহাদিগের গর্ভে অসুস্থরূপে সন্তান তাহার হয় নাই। রাজা তাহা দেখিয়া বিভাৎক মুনির পুত্র স্বযাম্বন্তের শরণাগত হইলেন। তদীয় সাহায্যে পুত্রোৎপত্তি আরভ করিলেন। ইত্যবসরে ব্রহ্মা দেবগণের সহিত বৈকুণ্ঠলোকে গমনপূর্বক বৈকুণ্ঠপতিকে বলিলেন, হে বৈকুণ্ঠপতে জগন্নাথ নারায়ণ! হে কেশব! হে জনার্দন! হে অমল! হে মাধব! হে দ্বীপকেশ! লঙ্কায় যে ব্রাহ্মসপতি দুর্দান্ত রাবণ আছে, ইহা আপনার অবিনাশ নহে; হে নাথ! তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত আপনি মর্ত্যলোকে গিয়া মনুষ্যদেহে ধারণ করুন। আমি তাহাকে “সকলের স্বধা হইবে” বলিয়া তদীয় ঈশ্বিত বর প্রদান করিয়াছি বটে; কিন্তু হে জনার্দন! “মানুষ আমার ভক্ষ্য মধো গণ্য” এই গর্হবশতঃ মনুষ্যদেহে সেই রাবণ মোহাক হইয়া মানুষের নিকট অর্থব্যতী প্রহরণ করে মাই; অতএব আপনি মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কটুকস্বরূপ রাবণকে বধ করুন। মর্ত্যলোকে রাজা দশরথ পুত্রার্থী হইয়া যজ্ঞ করিতেছেন; হে মাধব! আপনি সেই বৈকুণ্ঠভূমি রাজ্য দশরথের পুত্র হইবার কল্পন। ভগবান্ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমিও ইহা স্বধাধরণে হৃৎকর্ষ করিয়াছি। আমি মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া সেই ব্রাহ্মসকল বধ করিব বটে, কিন্তু আপনার সহিত কিঞ্চিৎ গোপনীয় কর্তব্য আছে। দেবগণ স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করুন এবং মদীয় সাহায্যের নিমিত্ত স্ব স্ব বানরবোহিনীতে ভূতলে অবতী হউন ও অপরকে অবতীর্ণ করুন। ভগবান্ কক এই কথা বলিয়া দেবগণকে তত্তৎকার্যে

নিযুক্ত করিয়া ব্রহ্মার সহিত পার্শ্বতীর আবাসভূমি কৈলাস পর্বতে গমন করিলেন । ভগবান্ দেবদেব তাঁহাদিগকে আশিষে দেহিয়া অভ্যর্থনা করিলেন । অমন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এই তিন জনে-উমারূপী আমার সরিধানে উপস্থিত হইলেন । তাঁহারা আমায় প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে মদীয় দেহ হইতে মহামেঘনীলা অষ্টাদশ-ভুজা নবযৌবনসম্পন্ন নানাভরণ-ভূষিতা অর্ধচন্দ্র-মৌলি স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবিষ্টা মৌলময়না কল্যাণকরী এক ভগবতী জয়ন্তী প্রভৃতি অষ্টদেবীসহ নির্গত হইলেন । তাঁহারা সেই ভগবতীকে প্রণাম করিয়াই স্বয়ং অতীষ্ট জামাইলেন । তদন্থো বিষ্ণু ঈশানকে শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন, হে মাতঃ বিষ্ণুয়্যে ! অন্য এই ব্রহ্মা' দেবগণের সহিত লোকপীড়ক রাবণের বধনিমিত্ত আমার উপরোধ করিয়াছেন ; অতএব তাহাকে বধ করিতে আমি মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইতেছি, দেবগণও স্বাক্ষ-বানরবোধিতে অবতীর্ণ হইবেন ; কিন্তু এই দুরাত্মা রাবণ আপনার সেবা করিয়াছে ও বাৎসল্যবন প্রতিদিন শিবপূজা করিয়াছে । অগ্নি শৈলতনয়ে ! যে আপনার ও শিবের ভক্ত, সেই আমার ভক্ত ; তবে কিরণে সেই রাবণকে বধ করিব ? সে ত আমার কখন ঘেব করে না । আপনারা দেব দেবী উভয়েই তাহাকে এত বর্জিত ও বলগর্জিত করিয়াছেন । বিশেষতঃ আপনি দেবী লঙ্কেশ্বরী-মূর্তিতে তাহার শুভবিধান নিরত আছেন ; অতএব রাবণকে বধ করিয়া জিভূষন-রক্ষার নিমিত্ত এক অতুলনীয় উপায় উদ্ভাবন করন ; তাহাতে সে আপনার অসীতি বশতঃ মৃত্যু প্রাপ্ত হয় । দেবী করিলেন, দেবপতি ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা বলিলে চণ্ডবিক্রমা ভগবতী চণ্ডিকা হস্ত কর্ত্ত তাহাকে বলিলেন, হে কেশব ! সেই রাবণ ভক্তিসহকারে আমার আরাধনা ও উপাসনা এবং শত্রুরও বারিধা করিয়াছে সত্য । তাহাতেই সে তাদৃশ সম্পদ লাভে সমর্থ হইয়াছে । অধিক কি, দুর্লভ বস্তু পাইতে তাহার কিছুই অবশিষ্ট নাই । এক্ষণে সে নিজ-বিশাশের নিমিত্ত লোকপীড়নে প্রযুক্ত হইয়াছে । আমিও সেই দুরাত্মা রাবণের মিথ্যেনো-পায় চিন্তা করিতেছি । যখন স্বয়ং ব্রহ্মা তাহাকে বর দিয়াছেন, তাহাতে আবার সে আমার ও শিবের ভক্ত, অতএব তোমার ভক্ত ; মনুষ্য ত তাহার ডাক্তা মধ্যে গণ্য ; তখন সে কেমনে মরিবে ? তবে ব্রহ্মা যে মনুষ্যভাবে তথ্যে তোমায় উপরোধ করিয়া উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাই সর্লপ্রের্ত্ত । কিন্তু আমি লক্ষ্য ভাগ না করিলে তাহার নিধন হইবে না ; অতএব বাহাতে আমার লক্ষ্যভাগ ঘটে, সেই উপায় বলি, শ্রবণ কর । তুমি মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইলে, সেই দুরাত্মা মানুষীরূপে অবতীর্ণ আমার বিভূতিস্বরূপ তোমার পত্নী জীদেবীকে হরণ করিবে । যখন সেই লক্ষ্মী-স্বরী তদীয় পুত্রী লঙ্কার গমন করিবেন, তখন আমি শব্বরের অম্মমতিক্রমে লঙ্কাপুরী ত্যাগ করিব । আর যখন সেই দুরাত্মা আমার প্রতিমিথিবরূপ তোমার পত্নী স্মরীকে অবজ্ঞা করিবে, তখন জানিবে, সে নিধন প্রাপ্ত হইবে ; অতএব তুমি



মানুষমুষ্টি ধারণ পূৰ্ব্বক তথ্যে বসবানু হত। আমাকে স্মরণ করিবা মাত্র আমি ছুট হইয়া তোমার সাহায্য করিব, এক্ষণে এই শব্দকে শ্রবণ কর। দেবী বলিলেন, ভগবতী চণ্ডিকা, ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের সমক্ষে এই কথা বলিলে পর, তখন কেশব পরম ঐত হইয়া শিখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন ভগবানু শিব দেবীর অনুরোধক্রমে হরিকণ্ঠক দৃষ্ট হইয়া হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে বলিলেন, হে ভগবনু! আমি ভূতলে বাসরযোনিতে অবতীর্ণ হইয়া তোমার আনন্দ বিধান করিতে ত্রিলোকী-হৃদয় কর্ণ করিব ও অশৌচিক বিক্রমে তোমার রাজানুযজ্ঞ হইব। আর নন্দী ব্রাহ্মসপতি উক্ত রাবণকে অভিশাপ দিয়াছিল যে, আমার তুলামুখ জীব তোরে বধ করিবে; অতএব আমি বাসর-মুষ্টিতে তোমার আনন্দ বর্ধন করিব। আমি ঐ মুষ্টিতে লক্ষ্য গমন করিলে পর দেবী লক্ষাপুরী ত্যাগ করিলেন। এক্ষণে ব্রহ্মা এই কার্যে কি সাহায্য করিবেন বলুন। দেবী বলিলেন, ভগবানু শূলপাণি কৃৎসক এই কথা বলিলে পর, তিনি পরম আনন্দিত হইয়া আনন্দাঙ্ক-পূর্ণনয়নে ব্রহ্মার মুখপানে তাকাইলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, আমিও ভল্লুকযোনিতে অবতীর্ণ হইয়া মহাবলশালী, শুভাশুভদর্শী তোমার মন্ত্রী হইব। অগ্রেই লাক্ষ্য ধর্মদেব বিজীবাংকুরে তথার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। হে দেব! ব্রাহ্মসপতি রাবণ সর্গতোভাবে নষ্ট হইবে, তুমি মনুষ্যতাব অবলম্বন কর। দেবী বলিলেন, অরি লবি বিজয়ে ও জয়ে। সেই ব্রহ্মাদি দেবগণ এই কথা বলিয়া সেই দৃষ্ট রাবণকে নিহত বোধ করিয়া আনন্দভরে স্ব স্ব হানে প্রহান করিলেন ও পরে যথোচিত কার্য করিলেন। অনন্তর স্বয়ং ভগবানু হরি অস্তরাজ্যে পূজা মূপতি দশরথের তিন মহিষীর গর্ভে উৎপন্ন হইবার নিমিত্ত জ্বলোকে গমন করিলেন। তিনি এক হইলেও চারি ভাগে চর বিতক্ত হওয়ার চারি মুষ্টি ধারণ করিলেন; অতএব দশরথের পুরচতুষ্টয়কে লাক্ষ্য ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে হইবে।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

### একোবিংশ অধ্যায় ।

দেবী বলিলেন, রাজা দশরথের ঔলে কোমল্যায় গর্ভে রামের জন্ম। কেকয়ীর গর্ভে ভরতের ও সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামে যমজ পুত্রের জন্ম হইল। রাম ও ভরত দুর্ভাগ্যশ্রম এবং লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন কাকম-গৌরব ছিলেন, এইরূপে সকলেই সুন্দর-মুষ্টি ছিলেন। স্নানকণাক্রান্ত লক্ষ্মণ বাল্যকাল হইতে রামের ও শত্রুঘ্ন ভরতের অনুগত হইলেন। তাঁহারা সকলেই লোকরঞ্জক ও সদা ধর্ম্যচরণে তৎপর ছিলেন। একদা মহর্ষি

বিধামিত্র অঘোধ্যায় সমাপ্ত হইয়া রাজা দশরথের নিকট রামচন্দ্রকে ত্রিভা চাহিলেন। রাজা অতিকষ্টে লোকান্তরিত রামচন্দ্রকে তদীয় হস্তে অর্পণ করিলেন। রামচন্দ্রও পিতাকে ঐশ্বর্যপূর্বক লক্ষ্যণকে সমস্তবাহ্যারে লইয়া গমন করিলেন। পথে বাইতে বাইতে ভারত-রাজ্যক্রান্ত তদীয় বজ্রহলে উপস্থিত হইলেন। তথায় সুবাহকে বধ ও তাড়কা-পুত্র মারীচকে এক বাণ দ্বারা শত যোজন দূরে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করত বজ্ররূপে করিয়া মুনিগণের শুভাশীর্ষাদ-ভাজন হইলেন। তখনন্তর বীরশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ, দুই জাতা বিধামিত্র ও অন্ত অন্ত মুনিজনের সহিত মিথিলায় প্রবাস করিলেন। পথে গমনকালে ইন্দ্রধর্মিত, গোষ্ঠমুনির শাপে পাষণ-মুক্তিতে পরিণত অহল্যাদেবীর শাপমোচন ও তদীয় পতি গোষ্ঠমের সহিত তাহাকে সম্মিলিত করিয়া রঘুনন্দন মিথিলাধিপের প্রবেশ পূর্বক জনকরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বিধামিত্র মুনি জনক রাজাকে রাম ও লক্ষ্মণের পরিচয় প্রদান করিলে তিনি সাতিশয় আনন্দ-মগ্ন হইলেন। অনন্তর রামচন্দ্র শুরগণের শৌর্যদানশন শৈববহুর কথা শুনিয়া তাহা আনিলে পর বত করিয়া জীম-নিদাদে ভঙ্গ করিলেন। তাহাতে রাজা জনক আনন্দোৎফুল্ল হইয়া দূত দ্বারা ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত সূপতি দশরথকে নিজ প্রীতে আনয়ন করাইয়া তদীয় পুত্রগণকে কস্তাদান করিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে সীতা, ভরতকে মাওনী, লক্ষ্মণকে উর্ধ্বা ও শত্রুঘ্নকে ঐশ্বর্যকীর্তি নামে কস্তা দিলেন। এইরূপে সমাপিত হইয়া সেই চারি জাতা স্ব স্ব পত্নীর সহিত অঘোধ্যায় গমনে প্রবৃত্ত হইলে পথে পরশুরামের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তখন প্রভু রঘুনন্দন তাঁহাই বশু ও একমাত্র বাণে বর্ষ, প্রচণ্ডকোপ ও অর্পণপথ সংহার করিয়া তদীয় বশু গ্রহণ করিলে পরশুরাম কর্তৃক প্রণত ও স্তবত হইয়া আনন্দিত সর্গজনের সহিত নিজবিরহ-কাতর পৌরবর্গকে বিভূষিত আনন্দে পূর্ণ করত সঙ্গীক অঘোধ্যায় আগমন করিলেন। অনন্তর কতিপয় দিবস পরে ভরত মাতামহালায়ে গমন করিলে রাজা দশরথ সর্গজন-সম্মতিক্রমে রামের রাজ্যাভিষেক বিষয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কৈকেয়ী মন্ত্রী দাসীর সুবে সেই বৃত্তান্ত শুনিয়া প্রথমে আনন্দপ্রকাশ করিলেন; কিন্তু পরে উক্ত দাসীর পরামর্শে বধীকালীন পঙ্গব জার তদীয় বুদ্ধি বিকৃত হওয়ার তিনি নিজ পুত্র ভরতকে রাজ্যক্রান্তি প্রতিপাদন করিতে ভূপতিকে সভ্যপাশে বদ্ধ করিয়া বিবিধিরোগ বশতঃ গুণ্ডিয়ার সর্গমোচর রামচন্দ্রকে কটুবাচ্য-প্রহোষপূর্বক নিকীর্ণিত করিলেন। হে বধি জয়ে ও বিজয়ে। রঘুনন্দন রাম পিতৃসভা-পালনের জন্য হস্তগত রাজ্যলক্ষী পরিভ্যাগপূর্বক সকল লোককে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া অরণ্যবালে বাজী করিলেন। তিনি শোকার্ণবে মগ্ন পিতা ও মাতা কৌসল্যা ও সুমিত্রাকে ঐশ্বর্য করত সমিতবসনে গমনোন্মুগ্ন হইলেন। সীতা ও মহাবল-পরাক্রান্ত লক্ষ্মণ তাঁহার অনুগমন

করিলেন। নিম্নলিখিত কৈকেয়ী জটাজিম-চীরধারী রাজীবলোচন রামকে “বনে যাও” বলিয়া ঘরা দিতে লাগিল। রামচন্দ্র ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিয়া শুভ্র পক্ষের দশমীতিথিতে পুণ্যামক্রে নগর হইতে বহির্গত হইলেন। রাম সহাস্তমুখে রাজ্যের প্রতিমিথি বনবালে অভিলিচি করিয়াছিলেন। পৌরবর্ষ স্মরণ চাঞ্চিৎকর ভদ্রীয় রথের অঙ্গুগমন করিল। তিনি নৌকা দ্বারা সরসু পার হইয়া গঙ্গা দর্শন করিলেন। নীতা ভক্তিপূর্বক সুরভূমিকে প্রণাম ও স্তব করিলে স্বীকৃতির সাহায্যে তাহার গঙ্গার অপর পারে উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রবণেরপূরে মন্তজীবী গুহকের অংশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। স্মরণ সারথি ও পৌরগণ রামকর্তৃক বিসর্জিত হইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে পর রাজা নশরথ বহু বিলাপ করিয়া রাবচন্দ্রধামে প্রাণত্যাগ করিলেন। তদনন্তর রামচন্দ্র বন্যভূমিতে মুনিবৃন্দকে রক্ষা করত নীতা ও লক্ষণের সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে ভদ্রাক্ষ মুনির আদেশক্রমে চিত্রকূট পর্বতে গমন করিলেন। তখন অশ্বত্থা ও বসিষ্ঠ ঋত্বি বিজগণ রাজদ্রুত রাজ্য দেখিয়া ভরতকে বাতুলানয়ন হইতে আনাইয়া মৃত রাজার ঔর্ধ্বদেহিক-ক্রিয়া-কলাপ করাইলেন। রাম-পুত্র পুরী দেখিয়া ভরত মাতাকে ভৎসনা করত মাতৃগণ, শত্রু জাতি, পৌর, অশ্বত্থা ও অশ্রুতবর্ষনয় রামকে দেখিতে বনে গমন করিলেন। তিনি বহুদৈর্ঘ্য উজ্জীর্ণ হইয়া ভরতকে মুনির প্রণাম পূর্বক চিত্রকূট পর্বতে চীরজটাবারী রামকে দেখিলেন। বসিষ্ঠ ঋত্বি বসি, ভরত ও পৌরবর্ষ প্রত্যাগমন করিতে পুনঃপুনঃ বলিলেও রাম কোন মতে সম্মত হইলেন না। তখন ভরত অন্তোপায় হইয়া রামের পাছকাষ প্রাণ পূর্বক তাহারই রাজ্যভিষেক করিয়া নন্দিত্রায়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাম সারথি পরিহার জন্ত তথা হইতে ভ্রমণ দণ্ডকারণে প্রাধান করিলেন। তথায় নমুপুত্র মহাবল বিরাধ নামক রাক্ষসকে বধ করিয়া পর্বতটীরস্থ নির্মাণ পূর্বক পঞ্চবটী বনে অবস্থিতি করিলেন। হে সখীধর! একদা শূর্ণপথা নামে কামরূপিণী রাক্ষসী তথায় বাসিয়া রামকে পতি করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। লক্ষণ তাহার হুরভিলিচি দেখিয়া শর দ্বারা রামের আজ্ঞাক্রমে ভদ্রীয় নালা কর্ণ ছেদন করিলেন। সেই রাক্ষসী এইরূপে ছিন্ননালা ও ছিন্নকর্ণী হইয়া রোদন করিতে করিতে বরদ্বীপ ঋত্বি জাতিবর্ষের সমীপে উপস্থিত হইল। তাহার ভ্রমণে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চতুর্দশ সহস্র লংঘায় সপ্ত হইয়া সমাগত হইল। রাম একাকী এক বাণ দ্বারা তাহাদিগকে বধ করিলেন দেখিয়া সেই রাক্ষসী রাবণের নিকটে গমন পূর্বক সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। রাবণ ভ্রমণে ভদ্রীয় পত্নী নীতা পরম হৃদয়ী শুনিয়া হরণ করিবার নিমিত্ত তাড়কাপুত্র মারীচের সাহায্য প্রার্থনা করিল। মারীচ ঈদৃশ কার্য করিতে রাবণকে পুনঃপুনঃ বিবেচন করিলেও সে বলবৎ-কাল-প্রাণোন্মিত হইয়া ভদ্রীয় হিতবাক্য শ্রবণ করিল না। তখন মারীচ “রামের হস্তে বৃত্তাই ভাল” এই বোধ করিয়া তাহার

করিল। সে স্বৰ্ণ যুগলপ ধারণ পূৰ্ণক নীতার দৰ্শনপথে উপস্থিত হইল। নীতা সমুখে বিচিহ্ন যুগ দেখিয়া রামকে ধরিতে বলিলেন। রাম তৎক্ষণাৎ বসুঃ হস্তে লইয়া লক্ষণকে রক্ষক রাখিয়া তৎপক্ষাৎ বাসমান হইলেন। রাবণের কার্যার্থী সেই নারীত রাক্ষস বিচিহ্ন যুগলপে বতই দূরে যাইতে লাগিল, রাবণ তাহার অসুগমনে বিরত হইলেন না। অবশেষে এক বাণ নিক্ষেপে তাহাকে ভূতলশায়ী করিলেন। পতনকালে সেই রাক্ষস “হা লক্ষণ” এই শব্দ করিল। সেই শব্দ নীতার কর্ণকূহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র তিনি লক্ষণকে বলিলেন, লক্ষণ। তুমি শীঘ্র যাও, দেখিতেছ না, মায়ারী রাক্ষস তোমার ভাতাকে বিনষ্ট করিতেছে। যদি একান্ত না যাও, তবে বিবশাস করিয়া প্রাণভাগ করিব। এইরূপ নামাঙ্ককার কটুবাক্য শুনিয়া লক্ষণ তথায় গমন করিলেন। ইত্যবসরে রাবণ ভিক্ষুবশে আসিয়া, কোমল্যা দেবী তোমাকে দেখিতে ইচ্ছুক; এই কথা বলিয়া নীতাকে রথে তুলিয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ পূৰ্ণক আকাশপথে রথ চালাইল। তখন নীতা আপনাকে রাক্ষসের রথহ দেখিয়া ও তৎকর্ত্তৃক হতভাব্যে করিয়া “হা রাম, হা লক্ষণ” শব্দে আর্তনাদ ও ভূতলে ভুবগাদি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হে সখি। তাহার আর্তনাদ শুনিয়া দমরথের নখা পক্ষিরা জটায়ু রাবণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিল। দৈব বশতঃ রাবণ তাহাকে নিপাত্তি করিয়া লঙ্কায় গমন পূৰ্ণক জমকনন্দিনীকে অশোকবনে রাক্ষসীগণ মথ্যে রাখিয়া দিল। তিনি রাম-বিরহে নদী তাহাকে হৃদয়ে ধ্যান করত বহুরূপে তথায় অবস্থিত করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্র মৈথিলীকে চক্ৰ ভোজন করাইয়াছিলেন; উজ্জয় বাবৎ তিনি তথায় ছিলেন তাবৎ তাহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা কিছুই ছিল না। এদিকে রাম প্রত্যাগত হইয়া প্রিয়-পত্নী নীতাকে না দেখিতে পাইয়া ইতস্ততঃ জ্ঞপন করিতে লাগিলেন। তিনি কবন্ধ নামক ঘোর রাক্ষসকে নিহত করিয়া বাসমাজাবশিষ্ট জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন। জটায়ু একবার মাত্র “রাবণ নীতাকে হরণ করিয়াছে” এই কথা বলিয়া রাম ও লক্ষণের সম্মুখে প্রাণভাগ করিল। তদনন্তর রাম শবরীকে দেখিতে পাইয়া তাহার দিব্য-সামান পূৰ্ণক বানররাজ হুগ্ৰীবাবিষ্ঠিত স্ব্যামুক পর্বতে গমন করিলেন। তথায় হনুমান, বল, নীল ও তার নামক বানরের সহিত অবস্থিত, বালিকর্ত্তৃক হতভাব্য, সহঃষিত, সূর্য্যপুত্র, বানররাজ বীর হুগ্ৰীবের সহিত তিনি সন্নিবৃত্ত করিলেন। তিনি পদাঘাতে অস্থিহট্টক্ষেপ, নপ্তভালভেদ ও রাবণবিজয়ী বাণীকে বধ করিয়া কিকিয়ারাজ্যে হুগ্ৰীবকে স্থাপন করিলেন। প্রাণন মাসে এইরূপ কৰ্ম করিয়া তিনি বনে অবস্থিত করিলেন। হুগ্ৰীবও নীতার উদ্ধার বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া পুরে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর কার্ত্তিকী-পূর্ণিমার হুগ্ৰীব রামসমীপে আসিয়া দূত দ্বারা কপিগণকে আনাইয়া স্বয়ংদমনকে বলিলেন, হে প্রভো। এই জাবকানু ও অঙ্গদপ্রমুখ বন্ধ ও বানরগণ আপনায় কর্ণের জন্ত উপস্থিত হইয়াছে। ইহারা সংখ্যায় বশলক্ষ এগার হাজার এক শতকোটি

সাতচল্লিশ লক্ষ দশ হাজার। তদ্বধ্যে জাযবান্ লক্ষ বন্ধের অবিনেতা। সুমের ও মলয়াদি পর্বতবানী অপরাপর অনেক বানরই এখানে উপস্থিত আছে। ইহারা সকলেই মহাবলশালী; ভূমণ্ডলের সর্বত্র সীতার অব্যবণ করত একমাল মধ্যে সংবাদ আনিয়ন করত। এই বলিয়া বানরগণকে তিনি ধোষণ করিলেন। জাযবান্ ও অনঙ্গ ঐচ্ছিত দক্ষিণদিকে গমন করিল ও অপরাপর বানরেরা স্ত্রীষের আদেশ মত নানাদিকে প্রস্থান করিল। অনন্তর হনুমান্ ঐচ্ছিত বানরগণ সীতাকে না পাইয়া সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় মরণে কৃতমত্ব হইল। ইত্যবসরে পক্ষিগণে দম্বপক্ষ সম্প্রতি তাহাদিগের মুখে রামনাম শ্রবণে পক্ষ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া বলিল,—সীতা লঙ্কায় আছেন, রাবণ তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। ক্ষেণী বলিলেন,—তাহারা পক্ষিগণে সম্প্রতির মুখে এই শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে অনন্দিত হইয়া সমুদ্রতীরে গমন করিল; কিন্তু হস্তর সন্মুখ দেখিয়া তাহারা সকলেই চমকিত হইল। তদ্বধ্যে হনুমান্ সমুদ্র-উত্তরণেচ্ছায় আকাশমার্গে উখিত হইল।

একোদ্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

### বিংশ অধ্যায়।

হনুমান্ পথে সিংহিকা রাক্ষসীকে বিমার্শ এবং মৈমাক পর্বত স্পর্শ করিয়া নান্যকালে লঙ্কায় প্রবেশ করেন, তৎপরে রাজিতে নগরী বিচরণ করিতে লাগিলেন। পবননগন মন্ত-রাত্র নগরী অস্বস্থান করত অনেক রহস্ত অভিরহস্ত হান দেখিতে পাইলেন, কিন্তু জানকীর দর্শন পাইলেন না। জানকীকে না দেখিতে পাইয়া অস্বস্থান হনুমান্ অস্বস্থান করিলেন, জানকী মরিয়াছেন। কপিগণে, অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতে করিতে রক্তপুষ্টিত অশোকবন দেখিতে পাইলেন। তথায় গিয়া, রাক্ষসীমধ্যে অবস্থিত এক পরমা সুন্দরী রমণীকে দেখিয়া সুবুদ্ধি হনুমান্ সাক্ষীচিহ্ন দ্বারা স্থির করিলেন, ইনিই সীতা। রাবণ আনিয়া ভববিচ্ছল সীতাকে প্রলোভন দেখাইল, সীতা তাহাকে বারংবার ভর্জন্য করিলেন। রক্তাক্ত হনুমান্ এই সব দেখিয়া নিঃসন্দেহ হইলেন। হে নবীষয়! অনন্তর, হনুমান্ বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্বক “আমি রামের দাস” এই কথা বলিয়া বৈদেহীকে প্রণাম করিলেন। সীতা সেই অদ্ভুত জীব অবলোকন এবং মধুরাক্তর শ্রবণ করিয়া নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। হনুমান্, সীতার বিশ্বাসজনক উত্তর দিলেন। অনন্তর, হনুমান্ রামের হস্তাঙ্গুর অভিজ্ঞান প্রদান করিলেন। সীতা সেই সূত্র অভুরীর পাইয়া বন্ধে রাধিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সীতা বলিলেন, কপিষয়! তুমি নাথবৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়া উপস্থিত এই আবরণামকে\* আমার পক্ষে উত্তম অর্থযুক্ত

\* শ্রবণ শব্দ হইতে আবরণের উৎপত্তি।

করিলে । বৎস ! চিরজীবী হও, সুখে থাক । অনন্তর, বীর হুম্মান, সীতাকে ধ্যান করিয়া, সেই ঘোর নিশীথে, পুনরায় মগরী দর্শন করিবার জন্ত উঠিলেন । ভয়াব্র ভয় করিতে করিতে দেখিলেন, ঈশানকোণে ভিষ্ণুভীষম-মধ্যস্থিত বিভূত স্বর্গবেদিকার উপর এক প্রফুল্ল অশোকবৃক্ষ ; দেখিলেন, অত্যন্তম ভদ্রীয় মূলদেশে, মণিমুক্তাদি-নির্মিত পার্শ্বভূতাকার, বৃহৎ-বার কপাট-সম্পন্ন মনোরম মন্দির । মন্দিরের দ্বার উন্মোচিত ছিল । দেখিলেন, মন্দিরভাঙ্গুরে, চারুচতুর্ভুজা ত্রিলোচনা, রত্নবিবসনা স্ত্রীমা ; যুগমালা এবং মন্দার-কুমুমমালা তিনি ধারণ করিয়া আছেন ; দেখিলেন, কল্যাণী, অট্টহাসী, দিগ্‌বলনা এবং যৌবনাভরণে উজ্জ্বলা ; তাঁহার কটাক্ষে অসীম কামের বাসস্থল ; দেখিলেন, সেই নুপুরশিঞ্জিনী দেবী, নৃত্য করিতেছেন ও শব্দ ঘটাদি শুভবাদ্য বাজাইতেছেন । খেত-পীতাদি অষ্টপ্রকার বর্ণশালিনী তদনুরূপা দিগম্বরী অষ্ট যোগিনী তাঁহার চতুর্দিকে ; তিনি রাবণের জয়কীর্তন করিতেছেন । পবন-নন্দন তাহা দেখিয়া, দাক্ষিণ হস্তার করত নদর্পে লক্ষ্যপ্রদান পূর্বক তথায় আপতিত হইলেন এবং ভয়ঙ্করবে তঁাহাকে বলিলেন ‘কে তুমি ?’ সেই দেবী চকিতমননে তঁাহাকে দর্শন ও নিজ যোগিনীগণকে সমাধাশন করিয়া হুম্মানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং বিধি বানররূপধারী কে তুমি ? হুম্মান বলিলেন, আমার নাম হুম্মান, আমি পবনদেবের বীরপুত্র । এক্ষণে জীৱামের দাস্ত লাভ করিয়া তাঁহার সীতা-অবেষণ করিতে আসিয়াছি । আমি বন-শৈল-মাগরশালিনী সমগ্র ধরণীকে একপ্রাসে দস্তে দস্তে চিবাইতে পারি । এখন, রাবণের জয়াভিলাষিণী তুমি কে, তাহা বল । চতিকা বলিলেন, আমি মহাভূজা চতুরূপা হিমালয়স্থিত । মহাজ্ঞা রাবণ ভক্তি দ্বারা আমাকে বশ করিয়াছে । আমার নাম চতিকা ; কালী পার্জুতী ইত্যাদি অনেক নামও আমার আছে । এক্ষণে হে বানর ! তোমার সেই (ধরণীপ্রাণী) ভীমরূপ আমার প্রদর্শন করাও । দেবী বলিলেন, চতিকা এই কথা বলিলে, কামরূপী বীর পবনমন্দন, ভীষণাকার হইলেন । নয়ন যেন বাহির হইয়া আসিতে লাগিল, মুগ্ধমণ্ডল অভি ব্রহ্ম হইল ; চতিকা দেখিলেন, হুম্মানের শরীরে, নখদন্তাশ্র-বিগলিত কোটি কোটি রাক্ষসদেহ । দেখিলেন, হুম্মানের রোমসন্ধিতে তথাবিধ ভীমাকৃতি লক্ষকোটি বানর ; আর মস্তকে অবস্থিত মহাবলসম্পন্ন, মহাসত্ত্ব, নবদুর্গাদলশ্রামল কমল-লোচন রাম শরবিক্ত রাবণের ধ্রুপ হরণ করিতেছেন, আর বাম হস্ত কৃতকর্ককে শরাসন-মুষ্টিতে ধারণ করিয়া আছেন । চতিকা দেখিলেন, হুম্মানের ললাটদেশে রোচনা ভিলকষণ জাহ্নল্যামানরূপে লক্ষণ অবস্থিত । হে নথি ! রণভূমিতে অভিকার ইচ্ছাজিংকে তিনি শরাসন-মুষ্টিতে ধারণ করিয়াছেন । চতিকা দেখিলেন, লক্ষণ-কিরীটে অবস্থিতা জামকী, জীৱামের চরণ-মুগলে নিহিত-দৃষ্টি । দেখিলেন, সেই জানকীকে রাবণ-অবলোকন করিতেছে । হে নথি ! আর হুম্মানের জমধ্যে দেখিলেন, লতা মগরটী রাক্ষসগণের সহিত প্রজ্জলিত হইতেছে ও মুষ্টিমান ধর্ম্মরূপ

বিভীষণ লঙ্কেশ্বররূপে হনুমানের হৃদয়ে দীপ্তি পাইতেছেন। শিবা এইরূপে হনু-  
মানের অন্তে সকল ভাব দর্শন করিলেন। তখন মহেশ্বরী বিষয়সহকারে বলিলেন,  
আমি জানি, তুমি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, রাবণবধের জন্য বানর-মূর্ত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক রামের  
অধীন হইয়াছ। আমার এক্ষণে কর্তব্য কি, তাহা বল এবং সৌম্যভাবে অবলম্বন  
কর। দেবী বলিলেন, চণ্ডী দেবী এই কথা বলিলে, বানর-পুত্রব তাঁহাকে বলিলেন,  
রাবণ-পালিতা লক্ষ্মী পরিত্যাগ করিয়া হানাত্তরে যাহু; যে ব্যক্তি নীতার অবমাননা  
করিয়াছে, তাহার—সেই রাবণের—জয়াকাজ্ঞা আপনি করিবেন কেন? তুমি এই  
লক্ষ্য থাকিতে রাম রাবণ বধ করিবেন না। রাবণ বধ না হইলে, জগৎ সমুদ্রে বিনষ্ট  
হইবে। আর আপনি যদি এই শক্তিরূপা লক্ষ্যকে পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে,  
আমার যে শক্তি দেখিলেন, তাহাও হুণ্ডিত হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি নীতার অবমাননা  
করিয়াছে, সে আমারই অবমাননা করিয়াছে; এই জন্য এই স্থান ত্যাগ করিতে আমি  
ইচ্ছাই করিয়াছিলাম; এক্ষণে হে কপে! তুমিও এ স্থান ত্যাগ করিতে বলিতেছ,  
অতএব আমি এই নগরী ত্যাগ করিতেছি। হনুমান্ বলিলেন, হে পরমভদ্রসিনি!  
দেবি! মহেশ্বরী! হে বিদ্যা-বাসিনি! কালরূপে! সৈন্যবি! লঙ্কেশ্বরী! আপনাকে  
নমস্কার করি। আপনি ব্রহ্ম-বিশ্ব-শিবারাধা, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী, ভক্তবৎসলা, স্নাতনী  
বাদ্য শক্তি। আপনি দেবতা এবং ব্রহ্ম-বিশ্ব প্রভৃতি দেবাদি-দেবগণেরও পালনকারিণী  
এবং শত্রুনাশিনী। আপনি ঐরামকে বর দিন, যাহাতে তিনি রাবণকে জয় করিতে  
পারেন। আর ঐরামের সাহায্য করিতে হইবে, যাহাতে তিনি রাবণকে জয় করিতে  
সক্ষম হন। চণ্ডিকা বলিলেন, ঐরামকে আমি বর দিতেছি, রাবণকে তিনি জয় করিবেন,  
নীতা প্রাপ্ত হইবেন, অসীমকীৰ্ত্তি এবং ইক্ষ্বাকু-পালিত রাজ্যলাভ করিবেন। কিন্তু  
আমি সাহায্য করিতে পারিব না, কেন না, তাহা হইলে কাল-বিরোধ হয়। দেবগণ  
বেদবিহিত-বিধানে বোধিত এবং পুজিত হইয়া সূর্য্যের মানবগণের কর্মসাধক হন।  
পৌষ মাসের ত্রয়োদশ দিনের পর আর মৃধাচাক্র প্রাষণ মাসের গুরুদশমী পর্য্যন্ত  
অথবা কৃকদশমী পর্য্যন্ত বৈশাখপূজাকাল। নীতার সহিত রামকেও সকল দেবতার  
পূর্ব্বে যথাকালে পূজা করিয়াছেন। এখন দক্ষিণায়ন পূজার অকাল; এ সময়ে পূজা  
করিলে আমি বোধিত হইব কেন? হে কপিবর! যদি এখন বোঝাও পূজাধিবি  
সময় হইত, তাহা হইলে, আমার পক্ষে লক্ষ্মীত্যাগ করা কঠিন হইত, রাবণ-বিজয়ও  
রামের পক্ষে হুমস্যা হইত। কেননা, রাবণ, এমন পূজা আমার করিত যে, আমি  
রাবণের মঙ্গল সম্পাদন না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। এখন পূজার অকাল  
বলিয়াই বর দিয়াছি, ঐরাম, রাবণকে জয় করিবেন। হনুমান্ বলিলেন, আপনি  
দেবগণ-ঐতিহাসিনী বাহা এবং আপনিই পিতৃগণ-ঐতিহাসিনী স্বধা। আপনি,  
সাহায্যার্থে স্বধারপেই ঐরাম কর্তৃক পুজিতা হইল। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা পিতৃলোক-সৃষ্টি

করেন,—অমাবস্তা দিনে। এইরূপ পিতৃগণকে সকল অমাবস্তাতেই কৰ্য্যভোজন করাই-  
বেন। আপনি রামদত্ত কৰ্য্যভোজন করিয়া রামকার্য্য করুন। চম্পের অমাকলা, অণুবরণা ;  
তিনি তৎকালে সূর্য্যে অবস্থিত হন। তিনি বিম্পগণ, দোষবর্জিতা এবং পরম অমৃত-  
বরণিণী ; চম্পরূপ হার অবলম্বনে সেই নির্দোষবৃত্তিরূপা অমাকলা প্রাপ্ত হওরা যায়।  
আপনি সেই পিতৃগণের কৰ্য্যবরণা পরমা কলা। পিতৃগণ, দক্ষিণায়নে অরণ্যে সেই  
কলাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চতিকা বলিলেন, “তথাস্ত” রাম, যখন এই মগরীতে  
আসিবেন, তদিনাবধি অমাবস্তা পর্য্যন্ত আমি ‘পিতৃ-বরণা’ হইব। সেই সপ্ত দিন  
অমাবস্তা না হইলেও পিতৃকৰ্ম্মে অমাবস্তাবৎ হইবে। অতএব, সেই সকল দিনেই  
পার্লগবিদিক আদ্র করা কর্তব্য। কিন্তু হে বামরেন্দ্র ! গুরুপক্ষ হইলে, এইরূপ হইবে  
না ; কেননা, তাহা হওয়া অনন্তর ( পিতৃগণের পক্ষে গুরুপক্ষ অপ্রযত )। যুদ্ধকালে রাবণ  
বধ হইতে যদি কুকপক্ষ অভিভূত হয়, তখন, রক্ষঃকুলে প্রাণনাশিনী দৃষ্টি আমার পতিত  
হইবে না। যথাক্রমে পঞ্চদশ চম্পকলা আমাতে মিলিত হইবে, আর চম্পকলাপ্রার্থী  
পঞ্চদশ দেবতাই আমাতে মিলিত হইবেন, কেবল তুমি—সাক্ষাৎ শিব—চতুর্দশ কলা  
ভোজন করিয়া পূর্ণপরাক্রমে সেই যুদ্ধ করিবে, আমার নিকটে আসিবে না। অতএব  
চতুর্দশী তিথিতে আদ্র বিহিত হয় নাই। হে কপিধর ! সেই যুদ্ধে, আমি অমৃত দৃষ্টি  
দ্বারা যথাযথ উপকার করিয়া সমগ্র আহত বানরদিগকে জীত করিব। হনুমান্ বলিলেন,  
আপনি, ইহাই নিঃসন্দেহে করিবেন ; আমরাও তরা সহকারে যতপূর্ব্বক যুদ্ধ করিব।  
সম্প্রতি এই লক্ষ্যতেই আমি আপনাকে পূজা করিব ; হে দেবি ! আমি বাঘ এখানে  
ধাকি, তাহাও আপনি হানাস্তরে থাকুন। দেবী বলিলেন, এইরূপ কথা কহিতে কহিতে  
রাজি গন্তপ্রায় হইল। চণ্ডী, সেই নীঠভাগ করিলেন। তার পর কপিপ্রের্ত্ত হনুমান্,  
চূর্ণম প্রমোদকানন ভঙ্গ করিলেন। রাবণ, তৎপ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া বহুতর রাক্ষসকে  
সেইস্থানে প্রেরণ করিলেন, হনুমান্ তাহাদিগের ভক্ত দ্বারা চণ্ডীকে পান্য অর্ঘ্য এবং  
আচমনীয় প্রদান করিলেন। পুষ্পাশোভিত বৃক্ষসমূহ ক্ষেপণ করত পুষ্প দ্বারাও তাঁহার  
পূজা হনুমান্ করিলেন। আর অক্ষ প্রভৃতি রাজপুত্রগণকে দিহত করত চণ্ডী-উদ্দেশে  
বলিপ্রদান করিলেন। হে জয়ে ! বিজয়ে। তার পর রাজিকালে ইন্দ্রজিতের সহিত  
হনুমানের মহাযুদ্ধ হয়। তৎপরে, হনুমান্ পাশবদ্ধ হইয়া প্রাতঃকালে লক্ষ্যপতি  
রাবণকে দেখিতে গেলেন। রাগপানবদ্ধ হনুমান্, রাবণের সহিত কথাবার্ত্তা অনেক  
কহিলেন। তার পর রাবণ, হনুমানের বিস্তপতা সম্পাদনের জন্য, তাহার লাঙ্গুলে অগ্নি  
জালিত করিয়া দিলেন। “দেবি ! চণ্ডী ! আমার নিকট ধূপ এবং বিবিধ দীপ গ্রহণ  
কর,” এইরূপ চিন্তা করত দীর্ঘ লাঙ্গলধারী হনুমান্ লক্ষ্যদাহন করিতে লাগিলেন।  
চণ্ডীদেবী কামরূপে গমন করিলেন। হনুমান্ জানকীকে গিয়া দেখিলেন। সতী জানকী  
জীতা হইয়া সেই রামপ্রিয় বানরকে বলিলেন, জীমূ। বৎস ! পবন-নন্দন ! এ স্থান



হইতে গিয়া যে দিন ঈরামকে দেখিতে পাইবে, সেই দিনেই আমার কথা বলিবে । “আপনি স্বয়ং আসিয়া রাক্ষস-রাজ রাবণকে বধ করিয়া যেন আমার উদ্ধার সাধন অবিলম্বে করেন । আমি আপনার আগমন আকাঙ্ক্ষা করত এই দুই মাস প্রাণ রক্ষা করিব ; দুই মাস গত হইলে প্রাণত্যাগ করিব ।” এই কথা তাঁহাকে বলিবে ; তুমিও এতদনুসারে কার্য্য করিবে । বানরশ্রেষ্ঠ, তাহা স্বীকার করিয়া সাগরমন্ডলেন গমন করিলেন । তার পর সমুদ্র মন্ডলন করিয়া সমগ্র জাতিবর্গকে পরিভোষিত করিলেন । তুমি পিতৃরূপে প্রভৃতি বাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ—তাহা এই বলিলাম, কালভীর্ণের কথা বলিলাম, কালভীর্ণের সংখ্যা পঞ্চদশ ।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

### একবিংশ অধ্যায় ।

দেবী বলিলেন, হনুমান্ হর দিবসে \* লক্ষ্য হইতে আসিয়া লক্ষ্যবিন্দুর সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মলোককে দর্শন করিলেন এবং প্রণাম পূর্বক প্রফুল্লিত হইয়া সকল ব্রহ্মলোক ঈরামকে বলিলেন । ঈরামও প্রাণ মাসের শুক্লদশমী দিৱ করিয়া তদ্বিনে সৰ্ব্ব সেনা সমভিযাহারে হুটুটিতে বাজা করিলেন । সখি ! তাঁহারা অহোরাত্র বোড়প প্রহর চলিয়া দ্বাদশী-অপরাহ্নে সমুদ্র দেখিতে পাইলেন । সমুদ্র পার হইবার জন্য তাঁহারা চিন্তায়ুক্ত আছেন, ইত্যবসরে জন্মোদনীতি ভিষিতে শরণার্থী বিভীষণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তাঁহার সঙ্গে আর চার জন রাক্ষস ছিল, রাম, বিশেষ বিবেচনা করিয়া, তাঁহার সহিত সখা স্থাপন পূর্বক, তাঁহাকে লক্ষ্যরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । ঈরাম, বিভীষণের মন্ত্রণানুসারে জিৱাত্র নিয়ম অবলম্বন করত সমুদ্র পত্তিকে প্রসন্ন করিয়া সেতুবন্ধনে সম্মত করিলেন । সমুদ্র, এক সাত বিংশতি যোজন স্বীয় জল স্তম্ভিত করিলেন ; তখন, তাঁহারা সেই সাত জলে সেতুবন্ধন করিতে আরম্ভ করিলেন । মম-পুত্র ( অথবা বিশ্বকর্ষার পুত্র ) মল, পর্কট, পর্কটশৃঙ্গ এবং শাল পিয়ালাদি বৃক্ষ দ্বারা সমুদ্রে বৃহৎসেতু প্রস্তুত করিতে লাগিলেন । প্রাচীণ পুৰ্ব্বিমা শেষ প্রহরায় অবশিষ্ট, এমন সময়ে মল, সাগরে চতুর্দশ যোজন সেতু নির্মাণ করেন । দ্বিতীয় দিনে মল, আট যোজন পরিভাগ করিয়া বহুবিশিষ্ট যোজন সেতু বন্ধন করিলেন । তৃতীয় দিনে সাত যোজন ছাড়িয়া একেবারে পঞ্চাশ যোজন সেতু নির্মাণ করিলেন, চতুর্থ দিনে

\* ছয় দিন এবং সাতরাত্রি হনুমান্ লক্ষ্য করিলেন ।

পাঁচ বোজন ভ্যাগ করিয়া দশ বোজন সেতু বন্ধন করিলেন।\* সেতু বন্ধন হইলে, জিকুবনে জয় জয় ধ্বনি হইল। কেননা, সমুদ্রে সেতু কেহ কখন চক্ষে দেখে নাই, শুনে নাই, বেদেও দেখে নাই। “যে প্রভুর অজ্ঞতিহৃত আত্মা বা প্রার্থনা সমুদ্রের সেতু, সেই বিখ্যাত রাম জয়ী হউন।” পঞ্চাশৎ সহস্র কোটি বানর সমভিব্যাহারে মহাবাহু শ্রীরাম বিভীষণের সহিত আরাণ্য মাসের কৃক ত্রয়োদশী পুণ্যানক্ষত্রে সমুদ্রের দক্ষিণ পারে আনিয়া উপস্থিত হন। দশানন, তাহা শুনিয়া, ভয়, শোক, দিগ্ভ্রম, প্রলাপ, বুদ্ধিমোহ, কম্প, নিরন্তর চিন্তা, নিরন্তর পরমার্শ, অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ না করা এবং কটুভাবিতা এই দশ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। তার পর চরপ্রস্থাপনাদি করিলেন। রামপ্রেরিত দূত প্রতাপবানু বালিপুত্র অঙ্গদ, রাবণের মন্তক হইতে মুকুট গ্রহণ করিয়া প্রভুর সমুখে উপস্থিত হইলেন। রাবণ, যুদ্ধ নিশ্চয় করিয়া পুররক্ষা করিতে লাগিলেন। রাম আপনার সমগ্র সৈন্য সমুদ্র পার হইয়াছে—অবশিষ্ট একেবারেই নাই দেখিয়া—ভাত্র পূর্ণিমার পর দিন প্রাতঃকালে লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করিলেন। লঙ্কানগরী বানরগণ কর্তৃক পরিব্যাপ্তা হইল। তথায় জল, স্থল, বৃক্ষ, প্রাচীর, গৃহের উপর, গৃহ মধ্যে, গৃহের প্রকোষ্ঠে পর্যন্ত বানর সকল দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর বিগুপ্ত লক্ষ্মণগুপ্ত মহাবাহু রাম,—লক্ষ্মণ, হনুমান্, বিভীষণ, সুগ্রীব, জাম্ববানু এবং অন্যান্যক আত্মান করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে মহাভাগগণ! অদ্য আমাদের মন বড়ই প্রশ্নর বোধ হইতেছে। পক্ষ না হইলেও পিতৃপূজা করিতে আমার বুদ্ধি ভরাবৃত্ত হইতেছে। বিবেচনা করি, অদ্য আশ্বিন মাসের কৃকপক্ষে প্রথম তিথি। আজ হইতে এক পক্ষকাল, অমানান্নী পক্ষ-রাশিগ্নী দেবীচতী সকল তিথিকেই ব্যাপিয়া থাকিবেন। হে প্রধানতম ব্যক্তিগণ! অদ্য হইতে অমাবস্তা পর্যন্ত আমি পার্শ্ব-বিধিক্রমে পিতৃপূজা করিব। হনুমান্ বলিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনার মঙ্গল হউক, এই কার্য কল্পন, আপনার যুদ্ধজয় নিশ্চয় হইবে এবং পিতৃকার্য্য সম্বন্ধে অক্ষয় কীর্তি থাকিবে। সকলেই এই সময়ে পিতৃগণের শ্রদ্ধা করিবে, শ্রদ্ধা করিলে জাতিপ্রাধান্ত, শুভবুদ্ধি, বিপদশ্রা, বহুদান, যুদ্ধজয় বিপুল ধর্ম্ম এবং অপর নানাবিধ অভিলষিত বস্তু লাভ হয়। পিতৃগণের নাম অপর। এই আশ্বিন কৃকপক্ষে, অপরগণের শুভ পূজা হয় বলিয়া ইহার নামান্তর ‘অপরপক্ষ’। এই পক্ষে শ্রদ্ধা এবং সন্তান গঙ্গাজল দ্বারা তর্পণ করিলে বহু অবশেষের অপেক্ষা কল হয়। দেবী বলিলেন, পবন-মন্ধান এই কথা বলিলে, রাব,

\* সর্বশুদ্ধ একশ বিশ বোজন জল; তন্মধ্যে একশ বোজন সেতু হইল; আর মধ্যে মধ্যে বাদ থাকিল, তাহাতে বিশ বোজন সেতু শূন্য হইল। বাহারি এতটুক দূর পার হইতে অনমর্ষ, সে সব বানর সঙ্গে না যায়, এই অভিপ্রায়ে বিশ বোজন সেতু বন্ধন করিলেন না।

পরম প্রীতিসহকারে তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া আঁক করিবার জন্ত দক্ষিণাশ্রু হইয়া বসিলেন। রাম, প্রতিপদের আঁক করিয়া বধন অবস্থিত আছেন, তখন দেখিলেন, বলবান্ রাবণ, চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিযাহারী বোরভর রাক্ষসগণকে যুদ্ধার্থ পাঠাইয়াছে। সেই সেবাগণের নায়ক, অক্ষৌহিণীপতি মহাবল পরাক্রম অকম্পন নামক রাক্ষসকে পবন-মন্দন নিহত করিলেন। মশরখাভূজ রাম তাঁহার প্রতি পরমশ্রীত ও আনন্দিত হইলেন। ঐরাম, প্রতিদিনই এইরূপ আঁক করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মনোহর! অকম্পনবধের পর, ধৃত্যাক্ষ নিহত হইল। তৎপরে বক্রবংশবধ হইল। বীর বক্রবংশ নিহত হইলে, শত্রু রাবণ, চিন্তায় বাহুল হইয়া মাতুল প্রহস্তুকে সজ্জিত করিয়া যুদ্ধে পাঠাইলেন। প্রহস্তুর যুদ্ধে রাজি হইয়াছিল; সেই যুদ্ধে দেব-দৈত্য-মানব-মানব-জানকর এবং বিশেষ তুঘল হইয়াছিল। প্রাতে প্রহস্তু নিহত হইলে, রাবণ চিন্তিত হইলেন। তখন তদীয় পুত্র শেবনাদ পিতৃঐতিসম্পাদনের জন্ত যুদ্ধে আসিলেন। যুদ্ধে মারাবী ইন্দ্রজিৎ নাগপাণ দ্বারা বীর রাম লক্ষ্যগকে বন্দন করেন। পরে গন্ধড় তাহা-দিগকে বন্দন-যুক্ত করেন। অনন্তর স্বয়ং রাবণ যুদ্ধে উপস্থিত হন। রাম-রাবণের মহা-যুদ্ধ অতীব বিস্ময়াবহ। সে যুদ্ধে দশসহস্র কোটি বীর নিপতিত হন। সুওমালা-মন্তুলা বহুতর রক্তমণ্ডী সেই রণক্ষেত্রে প্রবাহিত হইল। বহুতর কবন্ধ নৃত্য করিতে ও ছিন্নযুগ-সমূহ হস্ত করিতে থাকিল। এক অক্ষৌহিণী বীর নিহত হইলে, এক্সজালিকের দ্বারা এক কবন্ধ (মুগ্ধহীন দেহ) উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকে। দশ কবন্ধ নৃত্য করিলে, এক ছিন্নযুগ হস্ত করিতে থাকে। অনন্তর রাক্ষসরাজ, দুই দিন দুই রাজি যুদ্ধ করিয়া ভয়রথ এবং হতাশাদি হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। নথি। তৎপরে নিবিল বানরী-সেনা চর্য্যে সমর্থ মহাবল কুন্তকর্ণ, বহুবলে জাগরিত হইলেন। মহাবল কুন্তকর্ণ জাগরিত হইলে, দেবতার চিন্তিত হইয়া, ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলেন, প্রভো! এই কুন্তকর্ণ, সুদূর্য্য পঞ্চলক্ষ কোটি রাক্ষসবীরে পরিবৃত্ত হইয়া, ঐরামের সহিত যুদ্ধ করিবে, অতএব, আমিরা ঐরামের জন্ত স্বত্য়ান করিব; হে ব্রহ্মণ! আপনি মৃত প্রদান করুন। দেবতারা ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলে, তিনি দেখিলেন, কৃষ্ণপক্ষের অন্নই অবশিষ্ট, অতএব গুরুপক্ষ-প্রযুক্তির পূর্বে রাবণ বধ হইবে না। আর, দেবীর আদেশ বা দৃষ্টি ব্যতীতও রাবণবধ হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু রাবণ, গুরুপক্ষ পাইলে কোন দিন বধি দেবীপূজা করে, তাহা হইলে রাবণ বধ হইবে না; অতএব, দেবীকে প্রবেশিত করা উচিত; 'ইহা মনে মনে করিয়া ব্রহ্মা দেবগণকে বলিলেন, হে বিবিধ দেবগণ! ঐরামের রাবণ-ভয়ের জন্ত আমাদিগের সকলেরই স্বত্য়ান করা আবশ্যক; তোমরাও স্বত্য়ান কর, আমিও নিশ্চয় তাহা করিব। কিন্তু ভগবতীর যোগন ব্যতীত কার্য্যনিহি হওয়া চর্য্য। ব্রহ্মা দেবগণকে এই কথা বলিলে, রাবণ-পীড়িত সেই দেবতারা ব্রহ্মার লবণোণে ভক্তি পূর্ব্বক দেবী আদ্যা ঋতিকে স্তব করিতে লাগিলেন;—

পরম দেবতা কমল-নয়না  
শান্তবী শঙ্করী দেবী ত্রিলোচনা  
বরদা কালিকা শিবা ।

ভক্তিশ্রিয়া ভক্তিশ্রুপা ভবানী  
ভবশ্রিয়া ভীমা তুমি ভীমাননী  
ভৈরবী ভীমাস্তা শুভা ।

বিক্রুপা তুমি বিকৃঢ়াব্যাকরী  
বৈকুণ্ঠী, স্বজন-স্থিতি-লয়করী  
করালাকী কপদিনী ।

ভব মৌলিতুমি শনি-সংশোভিতা,  
তুমি শ্রামা, গৌরী, বিচিত্রা ও খেতা,  
বিচিত্রা সূন্দরী তথা ।

দেবশক্তিরূপা শক্তি-বারিণী,  
বিতুজা বড়ভুজা কোমারী-রূপিণী,  
চতুর্ভুজা অষ্টভুজা ।

কালরূপা তুমি বৈবী দশভুজা,  
লক্ষ-মূলোচনা অষ্টাদশ ভুজা  
কালিকা ঘোড়শভুজা ।

মহেশ-চরণা কোটিরশ্মিমালা,  
নিকল-রূপিণী হুয়া শুভা দুলা,  
ধর্মী তথা মহন্তমা ।

দীর্ঘ-জীহ্বা বৃহৎ-শিলা অধমেঘা,  
কামরূপা বসন্ত-রূপা স্তবনীরা,  
জগদম্বরী কামগমা ।

নভস্থিতা সূর্য্যী পর্কতনশিনী,  
বিদ্যাব্রিনিলয়া ত্রিলোকপাবনী,  
ভঠরে ব্রহ্মাণ্ড-কোটি ।

ঐহুর্গা হুর্গতি-হরা শান্তিঘূতা,  
শিববন্ধ-হল বিশ্বদল তথা,  
ভব বাস গিরিতটী ।

কমল-লোচনা শাস্তজন-প্রিয়া,  
কমল-বাসিনী তুমি পদ্মালয়া,  
প্রত্যেকে তোমাতে নমি ।  
তুমি স্বামী, তুমি লজ্জা, তুমি স্বধা,  
(নাস্তিকী রাজসী তামসী)—ত্রিবিধা,  
মতি তুমি মাতা তুমি ।

দেবী বলিলেন, তখন দেবতারা এইরূপ স্তব করিলেন, মত্তরূপা সনাতনী দেবি শক্তি,  
কুমারীরাণে দেবগণকে দর্শন দিলেন । দেবতারা বলিলেন,—

“তোমাতে প্রণমি, দেবী দয়াক্রিহদয়া শিবা !  
কীরূপা পরমাম্বরূপা ব্রহ্মলনাতনী !  
সুভক্তিতে করি বহু তোমার প্রণতি নতি,  
সর্বেশ্বরী সর্বশক্তিযুতা সর্বস্বরূপিণী !  
(আবার) আমিরা দেবি ! করি তোমা নমস্কার ।  
অবিলম্বে ! মো’সবে তুমি ভয় হ’তে কর পারি ।”

কুমারী বলিলেন, হে ব্রহ্মাদি দেবগণ ! আমি তোমাদিগের প্রতি গাঢ় সন্তুষ্ট  
হইয়াছি, হুর্ণা আমাকে পাঠাইয়াছেন, বাহা তোমাদিগকে বলি, তাহা শুন । আগামী  
কাল্য বিষয়কে তাঁহার বোধন করিবে, তোমাদিগের উপরোধে, এ সময়ও তিনি বোধিতা  
হইবেন । বোধন, স্তব এবং প্রণাম করিয়া সেই শিবাকে পূজা করিবে, তোমাদের এবং  
মহাত্মা রামের কার্যশিদ্ধি হইবে । এই বলিয়া দেবী তথায় অন্তর্হিতা হইলেন, ব্রহ্মা  
দেবগণ-সমভিব্যাহারে ভূতলে বিষুবৃক্ষ-সমীপে আসিলেন ।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

### দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

দেবী বলিলেন, ব্রহ্মা দেবগণের সহিত ভূতলে আসিয়া কোন সুহৃৎসম নির্জ্ঞান স্থানে  
বিস্তবৃক্ষ দেখিলেন । আর দেখিলেন, সেই বিস্তবৃক্ষের একটা মনোহর পত্রে, তপ্ত-  
কাঞ্চনবর্ণী, সুচারু-নবমালা-ভূষিতা, বিবোধী, ক্ষীণমণ্ডা, সুরচিত্রা এক অচিরপ্রমুখা  
বালিকা নিহিতা । বালিকা নিম্নাং নিশ্চেষ্টা, শরীরে আবরণ নাই । অনন্তর দেবীর চরিত্রজ্ঞ  
ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন । পুনরাব সকল দেবগণের সহিত প্রণত হইয়া  
তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন,—আমি জানিতে পারিয়াছি তোমাকে মহেশ্বরী, তুমি  
এই ভূতলে জীড়াহানে এইরূপে শুভাগমন করিয়াছ । হুর্ণ ! তুমি শক্তরূপাও

বটে, মিত্ররূপাও বটে; তুমি যোগিগণের অন্তরেও ছল্‌লতা। তুমি একা, তুমি অনেকা, তুমি হুম্মরূপা অবিকারা; তুমি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড-<sup>\*</sup>—এসবিনী। আমি কে, বিহু কে, শিব কে, অস্তান্ত দেবগণই বা কে—আপনার স্তবে কেহই সমর্থ নহে। আপনি বাহা, স্বধা, বোঁবই; আপনি প্রণব এবং হ্রীৎ প্রভৃতি বীজ। আপনি ত্রী, আপনি পুরুষ, (অধিক কি) আপনি সর্বস্বরূপা; আপনাকে প্রণাম করিয়া বোধিত করিতেছি, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। হে মাতঃ! আপনিই কালরূপা দেবতা, আপনিই বর্ষ, মাল, অন্নবর্ষ; হে দেবি! আপনি স্বধারূপে যেমন কব্যাভোজন করেন, আবার স্বধারূপে তদ্রূপ হব্যভোজনও করিয়া থাকেন। আপনিই গুরুপক্ষে পূজ্য দেবগণ, আবার আপনিই কৃৎপক্ষে পূজনীয় পিতৃগণ। আপনিই নিম্পাপক সত্যদ্রুপ; আপনাকে প্রণাম করিয়া বোধিত করিতেছি, আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনার চরণাবিন্মবামযোগী জনগণ, উত্তরায়ণে সূর্য্য দ্বারা যুক্তিরূপিনী আপনাকে প্রাপ্ত হ'ন। আর দক্ষিণায়নে সূর্য্য যুক্তিস্বরূপা আপনাকে চক্ষু দ্বারা লাভ করেন। উচ্চকে নীচ করিতে এবং নীচকে উচ্চ করিতে, চক্ষুকে সূর্য্য করিতে আর সূর্য্যকে চক্ষু করিতে আপনিই সমর্থ, এখন অকালে শক্তিরূপা হউন; আপনাকে নমস্কার করিয়া বোধিত করি, অতএব প্রসন্ন হউন। রাম, রাবণ, রত্ন, ইন্দ্র এবং অন্যান্যদ্বি ব্যক্তিতে যে যে শক্তি বর্তমান, সে সবই আপনি। সেই সর্বশক্তিরূপিনী আপনি সমষ্টিরূপে একমাত্র রামেতেই প্রসৃত হউন; হে দেবি। সেই জন্তই আপনাকে বোধিত করিতেছি, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। দেবী বলিলেন, সেই মহেশ্বরী ব্রহ্মকৃত এই সব স্তবে প্রস্তুত হইয়া তৎক্ষণাৎ বালা পরিভ্যাগপূর্ব্বক যুবতীরূপ ধারণ করিলেন। তিনি মিত্রা পরিভ্যাগ করিয়া উঠিয়া দেবগণের দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী হইলেন, তাঁহার নাম হইল উগ্রচণ্ডা। উগ্রচণ্ডা—চণ্ডী বলিলেন, তোমাদের প্রতি আমি তুষ্টা হইয়াছি, অতীষ্ট বিষয় প্রার্থনা কর। দেবতারা তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা জ্যৈষ্ঠচিহ্ন হইয়া দেবগণের সাক্ষাতেই ত্রীমতী চণ্ডীকে স্বীয় অতীষ্ট বিষয় কীর্ত্তন করিলেন, রাবণ-বধের জন্ত এবং রামের প্রতি অসুগ্রহ করিবার জন্ত—হে দেবি! শিবে! অকালে আমি তোমার বোধন করিয়াছি। অতএব অদ্য শুভ আখিন মাসের আর্দ্রাব্দ কৃষ্ণদ্বাদশীতিথি, আজ হইতে দ্বাদশ রাবণ-বধ না হয়, তাবৎ আপনাকে আমরা পূজা করিব; তার পর আমরা বিসর্জন করিলে বধাহানে যাইবেন। দ্বাদশ হস্তি থাকিবে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে সুর-মরাদি তাবৎ এইরূপে—সমিশ্রণে আপনাকে পূজা করিবে। হে জগদধিকে! মহেশ্বরী! আর্দ্রা-মক্ষত্রযুক্ত কৃৎপক্ষীয় দ্বাদশীতিথিতে আপনার বোধন মহাপূজার জন্ত লোকে করিবে।

\* মূলে “ব্রহ্মাণ্ডানি কোটি কোটিঃ” আছে; সে পাঠ ভাল নহে। “ব্রহ্মাণ্ডানাং কোটিকোটিঃ” এই পাঠ হইবে।

সম্পাদক।

দেবী বলিলেন, ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, লোকের ঐহিক পারিত্রিক অনুগ্রহ করিবার জন্য দয়াময়ী দেবী চতিকা বলিলেন, হে মহামতে ব্রহ্মনু! তথাস্ত, তোমার বাক্য সত্য হউক; তুমি আমার বোধন করিলে, অতএব তোমার কামনাসুধারী কার্য আমি কবিত্ব। মহাংশ রাক্ষস কৃতকর্ণ আজ মরিবে, অভিকার ত্রয়োদশী তিথিতে লক্ষণাত্রে মরিবে। রাবণ চতুর্দশীতে যুদ্ধযাত্রা করিবে। লক্ষণ অমাবস্তা-নিশীথে ইচ্ছাজিৎকে নিহত করিবেন। প্রতিপদে মকরাক্ষ, আর বিজীয়াতে দেবদাক্ষাদি রাক্ষসেরা নিহত হইবে। অনন্তর সুমেরুবৎ-সাঁঃসম্পন্ন দিব্য অচুত শ্রীরাম-শরাসনে আমি লগ্নমীতিতে প্রবিষ্ট হইব। তার পর অষ্টমীতে রামরাবণে যুদ্ধ হইবে। রাম-রাবণের তুমুল যুদ্ধ ত্রৈলোক্য-বাসিনীরা দেখিবে। অষ্টমী-নবমী-সন্ধিক্ষণে রাবণের মস্তকসমূহ ছিন্ন হইয়া পতিত হইবে। রাবণের শিরঃসমূহ পুনঃপুনঃ উথিত ও নিপতিত হইবে। শুক্লা নবমী তিথি অপরাহ্নে, রাবণ-বধ হইবে। জয়যুক্ত রাম দশমীতে পরমাসমুদ্র হইবেন। অদ্য যেমন আমার পূজা করিবে, এইরূপ পঞ্চদশ দিন আমার পূজা-মহোৎসব হইবে। অদ্য হইতে শুক্লযজ্ঞী পর্য্যন্ত তের দিন, বিচক্ষণ ব্যক্তি, বিষয়কে আমার পূজা করিবে। লগ্নমীতে গৃহে আনিয়া পূজা করিবে। তৎপরে দুই দিন, নানাবিধ বলি, পূজা ও জাগরণাদি দ্বারা আমার পূজা করিবে। (বিশেষতঃ) মহা-অষ্টমীতে উপবাস-অবলম্বনপূর্ব্বক এবং নবমীতে বলিদান দ্বারা মহাতত্ত্বসহকারে আমার পূজা করিবে। কোটীবাগিনীর পূজাও ঐ দুই দিন কর্তব্য। অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণ—মদীর পূজার বৎসর ভুল্য কাল, তদন্থো আবার নবমীক্ষণ কল্প স্বরূপ কাল—অর্থাৎ অষ্টমীক্ষণে একবার পূজা করিলে, দেবীর বৎসর ব্যাপিনী পূজার ফল হয়; নবমীক্ষণে পূজা করিলে কল্পব্যাপিনী পূজার ফল হয়। অষ্টমী নবমী এই দুই দিন কাল পূজা সঙ্গীত ব্যয় করিয়াও কর্তব্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূত্র, সকলেই বিষয়কার্য্য, হিংসা, কলহ এবং মাংসর্ঘ্য পরিভোগ্য পূর্ব্বক ভক্তি-সহকারে, পূজা করিবে, ব্যয়ে অশ্রয়সম্পন্ন হইবে না, সন্তত লাভ-বৃদ্ধি-যুক্ত থাকিবে। অধ্যায়ন, অধ্যাপনা, যজ্ঞ, ত্রয়, বিজ্ঞান, মূল্যাহারীকরণ বা কর্ণধাতি, সে সময়ে এসব কিছুই কর্তব্য নহে। ভগলিঙ্গ-নামযুক্ত শৃঙ্গারবচন দ্বারা পান করা কর্তব্য। আর ব্রাহ্মণ ভোজন এবং জীলোকের সন্তোষ লাভন করিতে হয়। তৎকালে যত্নাক্ত বিষপত্র দ্বারা পরমাগরে হোম করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ পূজা করিবে, সে সর্ব্ব কার্য্যে সমর্থ হইবে। শরৎকালে এই মদীর পর্য্যাপ্ত পূজা না করিলে পাপি হয়, আপনি বহুকাল মরক ভোগ করে এবং পিতৃ-পণকে ও দেবপণকে পীড়িত করে। মহাদিপদ হইতে পার করেন বলিয়া সেই অষ্টমীর নাম মহাষ্টমী। আর মহাসম্পদ প্রদান করেন বলিয়া সেই নবমীর নাম মহানবমী। যে কোম কর্ণের আরত বিজরা দশমীতে প্রদত্ত। হে ব্রহ্মহু! লগ্নমী হইতে দশমী পর্য্যন্ত ত্রিবিচ-ভুট্টরে, বখাজনে, মূল্য, পূজাযাগ, উত্তরাযাগ এবং শ্রবণ নক্ষত্র হইলে, তৎকালে পূজার বহুতর ফল হয়। এই মহাপূজা করিলে আমার বৈষ্ণব প্রীতি জন্মিবে এবং রাবণকে

বধ করিলে ঘেরণ রানের কার্ত্তি প্রচুর, ভজণ আবার এই পূজা সংস্থাপন করাতে  
 ভোমারও মহতী কার্ত্তি হইবে। হে মহাভাগ! আবার এই শারদী পূজা প্রথমে তুমি  
 কর, আর অর্ঘ ভূমণ্ডল প্রভৃতি স্থানে দেবতাদি বারো এই পূজা করাও। এই বলিয়া  
 মহাদেবী তথায় অন্তর্হিত হইলেন। দেবভারা দেবীকে অর্ঘ্য পূজা করিলেন। সমুদ্রাঙ্গণী  
 হইয়া দেবভারা জুতলে মহাপূজা প্রবর্ত্তিত করিলেন। এদিকে রামও নবমীদিনে রাবণা-  
 যুজ কুন্তকর্ণকে বধ করিলেন। তার পর অভিচারের যুত্ব হইল। রাবণের দুঃখাজ্ঞা,  
 ইচ্ছাজিৎবধ, মকরাক্ষবধ, দেবাশ্বকামিবধ গুরুমিতীয়া পর্য্যন্ত হইল। এইরূপ নয় দিন  
 দিবারাত্র মহাযুদ্ধে রাক্ষসগণের হস্তে বহুকাটি বানর বিনষ্ট হয়। অশ্ব, হস্তী, রথ, পাশাতির  
 সহিত পঞ্চ লক্ষ কোটি ঘোড়শ সহস্র রাক্ষসবীর নিপতিত হয়। হে মণি! সে  
 নগ্নে বহুতর কবচ নৃত্য করিয়াছিল, হিরণ্যমুগ্ধগণ হস্ত করিয়াছিল। মৃণ্মালানকুল,  
 ঘোরতর লক্ষ লক্ষ সাগরধামিনী রক্তনদী সেই ভরানয় মহাযুদ্ধে বেগে বহিয়াছিল।  
 কাকেরা পরমাধরে উর্ধ্বমুখে রক্ত পান করিতে লাগিল। তার পর তৃতীয়া হইতে  
 রাম-রাবণের মহাভয়ানক দারুণ মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ পূর্বকার নয়  
 দিন যুদ্ধের বিঘ্ণ এবং ভয়পঙ্কাজ তুল্য হইল। রাম, রাবণের প্রতি বহু শর বর্ষণ  
 করিলেন। অনন্তর মহৎ বাক্যযুদ্ধ করিয়া রাম স্ত্রীশু বধু এহণ করিলেন। তখন রাম  
 হৃদ্পর্শনীয় এবং অতি ভয়ঙ্কর হইলেন। রাম, সেই স্মেরকৃত্য গুরু শরাসনে দশ বাণ  
 নিক্ষেপ করিলেন এবং অষ্টমী-নবমী-সন্ধিক্ষেপে রাবণের দশ মৃত ছেদন করিয়া কেজিলেন।  
 রঘুর রাম, এইরূপ এক-শ আটবার রাবণের দশ মস্তক ছেদন করিলেন। পরিশেষে  
 নবমীর অপরাহ্নে, রাবণকে নিপাতিত করিলেন। জগতের আর্তিনাশ-সম্পাদক, লোক-  
 কটক দশান্ত বিংশতি-ভুজসম্পন্ন মহাবীর রাবণ নিপাতিত হইলে, সমগ্র পৃথিবী পুরুষ-  
 রাজি এবং সমুদ্র সকল বিকম্পিত হইল। শ্রীগণ আশ্রিতা রোমন করিতে লাগিল।  
 বিভীষণ রাবণের 'সংকার' করিলেন। হে জয়ে! হে বিজয়ে! অনন্তর রঘুনন্দন,  
 দশমীর নির্মল প্রাতঃকালে নীতাকে আনাইয়া দেখিলেন, তিনি অতীত কৃশা হইরাছেন।  
 বানরগণ নীতাকে দেখিল, যেন লাক্ষ্য লক্ষ্মী। অনন্তর তাহার পরম ভক্তিসংকারে  
 জনমীর স্তায় জানকীকে প্রণাম করিল। তাহার বলিতে লাগিল, 'আমরা বীহার জন্ত  
 বার বার ভূমণ্ডল অবেশণ করিয়াছি, বীহার জন্ত স্ত্রীশব রানের মণা, বীহার জন্ত বালী  
 মঠ হইরাছে, বীহার জন্ত লক্ষা দন্দ হইরাছে এবং বীহারই জন্ত সমুদ্রবন্দন, ইদ্রিই সেই  
 রাজসূয়া, জমক-রাজনিনিনী রামভার্যা নীতা।' দেবী বলিলেন, অনন্তর নীতা রামের  
 কথায় অগ্নি-প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি দেবতা সকলে আশ্রিতা  
 নীতাকে পরিভ্যাগ করিতে ঐশ্বর্য্যকে নিবেশ করিলেন। ঐশ্বর্য্য, অগ্নিপ্রদীপা নিপাণা  
 নীতাকে প্রোণ হইলেন। ইচ্ছা, যুত বানর-ভজকগণকে অমৃত-বর্ষণে বাচাইয়া দিলেন।  
 লক্ষ্য বিভীষণকে রাজা করিয়া, বিভীষণ ও নিমিষ বানর-ভজক সমভিযাহারে লক্ষা



হইতে গমন করিলেন । ঐরাবত, সেতুবন্ধে শিবহাপনা ও পিতৃসত্য পালন করিয়া পুণ্যানিগণের অতীব আনন্দবিধান করত অষোধ্যায় প্রত্যগত হইলেন । দশমচন্দ্র বৎসর এবং দশশত বৎসর অর্থাৎ একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য করিয়া রাম, ব্রহ্মরূপতা অর্থাৎ স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইলেন । এই ভোমাদিগকে কালভীর্ণসমূহের কথা একবারে বলিলাম, আশ্বিন মাসের শেষ তীর্থ হইল আশ্বিনী-পূর্ণিমা ।

চাৰিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

### ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

দেবী কহিলেন, আশ্বিনমাসের পৌর্ণমাসী রাত্রিতে কমল-সম্ভবা ভগবতী লক্ষ্মী, রূপা-পরম্বশ হইয়া সর্গজ্ঞ বিচরণ করত বলিয়া থাকেন, এই ব্রহ্মীমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি সমস্ত দ্বিংশ উপবাসী থাকিয়া প্রদোষ সময়ে আমার অর্চনাপূর্বক মারিকেলোদক পান করিয়া রাত্রি-জাগরণ করিতেছে ? আমি তাহাকে চতুর্দশদিনে অমৃগুহীত করিব । কে নহচরীষয় । এই নিমিত্ত পরমৈশ্বর্য-প্রার্থী মানব, ঐ দিবস প্রদোষকালে ভক্তিভাবে লক্ষ্মীর অর্চনা করিবে, তাহার পর শুভদীপাবিতা নামে অমাবস্তা, ঐ দিন সকলেরই পার্শ্বগাত্রাভ করা কর্তব্য এবং সায়ংকালে পিতৃগণকে বিসর্জন করিবে । পূর্বে দিগম্বরী ভগবতী কালী, অম্বর-দিগের সংহার ও হরণের মঙ্গলের জন্ত ঐ অমাবস্তার দশীমুকালে ভূতলে অবতীর্ণ হইলে, যখন পৃথিবী ভয়ানক ভাবে কম্পিতা হইতে লাগিলেন, তখন শব্দ শব্দে শব্দে অবলম্বন পূর্বক সেই ত্রিলোচনাকে ধারণ করিলে কৃষ্ণ, অনন্ত ও বহুভুতাদি সমুদয় হিরতা প্রাপ্ত হইলেন । এইজন্ত জিতেন্দ্রিয় জিতাহার জিতনিদ্র মহাশয় বিদ্বাভিগণ, ঐ দিবসে পুষ্প, পুষ্প, বস্ত্র, অলঙ্কার, বিবিধ খাদ্যদ্রব্য এবং দীপমালা দ্বারা তাহাকে পূজা করিয়া মৃত্যু ও গীত ও ভগ্ন-লিঙ্গাদি শব্দ উচ্চারণ করিবে । সেই দেবদেবী মহাকালীর মনোহর বাস বাহ-যমে বর ও অভয়মুদ্রা এবং দক্ষিণ করযয়ে অসি ও নরমুণ্ড শোভা পাইতেছে । তিনি শব্দরূপ মহাদেবের স্বরূপ আসনে অধিষ্ঠিতা এবং বিবিধ ভূষণে ভূষিতা । সেই নিম্নলিখিত শিবা চতুর্ভুজা মহাকালীর প্রলয়কালীন নিবিড় অন্ধকারবৎ সমুদ্রন দেহকান্তি নিরীক্ষণ করিলে বোধ হয় যেন কোটি কোটি পাপাশ্রয় সংহার করিতেছেন । তাহার কেশপাশ আলুলায়িত, কটিদেশ বসন-বিহীন, স্তনদ্বয় মূল ও উন্নত এবং ওঠের উত্তর প্রান্ত হইতে নিরন্তর রক্তধারা গলিত হইয়া অম্বরগণকে ভয়প্রদান করিতেছে । সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও ইচ্ছাদি দেবগণের বন্দনীয় কালরূপিনী কালিকার চতুর্ভুজিক যোগিনিগণ, পরম্পর পোষিত ও আসনধর্মু দান ও পান করত বৃত্ত্য করিতেছে । মানবগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া পরমাত্মকে সমুদয় হরণ ও পরমাত্মা বিষ্ণুর সীতির জন্ত নানাধিগ বাদ্যোদ্যমের সহিত মহাটানী-বিবানে কিংবা তম্বোজবিবানে প্রহরে প্রহরে সেই জগদ্বরীকে পূজা করিয়া ব্রাহ্ম-

মুহূর্তে ব্রাহ্মণগণকে বিপুল দক্ষিণা দান ও বিসর্জনান্তে পরদিন ভক্তিসহকারে বহল ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। অনন্তর সর্গজনবিদিত কার্তিকী-পূর্ণিমা, ঐ দিবসে নন্দনন্দন ঐক্য, গোপিকাগণের সহিত রাসলীলা করিয়াছিলেন। একত্র মানবগণ, নিশাকর সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে ঐ তিথিতে নমস্ত দিবস উপবাসী থাকিয়া সান্নিকাল অতিক্রম পূর্নক যুগ্মাদি প্রতিমার উপর মানন্দে গোপিকাগণের সহিত নবযনশ্রাব, বনমালা-সুশোভিত, হার-কেয়ুরালঙ্কৃত, সুষর্ণদম সমুজ্জল নীতাস্বরধারী ; কর্ণে কুণ্ডল, ললাটে গোরোচনা-নির্গীত তিলক ও চরণে সুষম্প্র শঙ্খায়মান মণিময় নুপুরযুগলে বিরাজমান ; পরমরসিকা কনককান্তি লোহিতনয়না কামবশে স্থলিতবসনা এবং বাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ নিকটে ভগবান্ ঐক্যের পূর্ণরূপ ও অত্র প্রতিবিম্বময়ী মূর্তি বিবেচনা করিতেছেন, ঈদৃশ সুভাগ্যে বিমগ্নিত ; বহল গোপিকাগণের মনস্তত্ত্বের জন্ত সর্গসমীপে মনোহর মূর্তিতে শোভমান ; মদলাস্তলোচন ; পার্শ্বস্থ সুভাগ্যের মধ্যবর্তী ; প্রেমভাবপূর্ণ ; যুগল-কৈশোর ; ব্রহ্মবন্দিত, জ্যোৎস্না-পুষ্প-সুশোভিত মনোহর স্থানবনবিহারী নন্দ-নন্দনকে ধ্যান করিয়া স্বাগতপ্রদ, আসন, পাদ্য, বস্ত্র, অলঙ্কার ও বিবিধ নৈবেদ্য দানে অর্চনা পুরঃসর নৃত্যগীত ও বাদ্যসহকারে গোপিকোৎসব করিবে। অতঃপর পরদিন সমাদর পূর্নক দক্ষিণাদানে ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিয়া মহাসমারোহে প্রতিমা সকল বিসর্জন করত বিপ্রগণকে বিবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করাইবে। তাহা হইলে মানব অনায়াসে সমুদয় গোপপুঞ্জ অতিক্রম করিয়া পুত্র-পৌত্র ও স্বজনগণের সহিত অস্তে বৈকুণ্ঠনাথের চরণ-যুগল লাভ করিতে পারিবে। অনন্তর অগ্রাহায়ণ-মাসীয় গোঁধ-মাসী যুগ্মগিরানক্ষত্রযুক্ত হইলে পরম পুণ্যজনক কালভীর্ণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যুগ্মচান্দ্র গোঁধ এবং গোঁধচান্দ্র মাঘ মাসে দিবসে অমাবস্তা যদি প্রবর্ণানক্ষত্র হ্রবিবার ও ব্যতিপাৎঘোষণুক্ত হয়, তাহা হইলে উহার নাম অকৌশল যোগ ; ঐ কাল কোটিমূর্ধ্য-গ্রহণের তুল্য। ঐ সময় স্নান-দানাদি সংকল্প এবং উক্তম ভীর্ণহলে শ্রীকৃত করা কর্তব্য। উহা অপেক্ষা পুণ্যজনক কালভীর্ণ আর কিছুই নাই। পুণ্যপ্রার্থী মানবগণের উহাকে অতি সুচলিত জ্ঞান করা উচিত। তৎপরে কান্তন মাসের শুক্লা দ্বাদশী গোবিন্দদ্বাদশী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মানব পূর্নদিন গোবিন্দ নাম স্মরণ করত সংবৎ থাকিয়া পূর্নোদ্যাপী ঐ দ্বাদশীতে দ্বাদশবিধ পুষ্প ও তুলসী চরন করিয়া ভদ্রারা এবং চন্দ্রনাদি উপকরণ ও দ্বাদশ নৈবেদ্য দ্বারা ভগবান্ গোবিন্দকে অর্চনাপূর্নক সমাহিত-চিত্তে ইন্দ্র, সুরভি, গোবর্ধন-গিরি, গো ও গোপ-শৌণীগণকে পূজা করিবে, পরে দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং ফলমূল ভক্ষণ করিবে। সখীস্বয়ং কহিলেন, হে মাভঃ ! হে দেবি শকরি ! কি জন্ত ভাত্র মাসে না হইয়া কান্তন মাসে এরূপ বিধান হইল ? তখন দেবী কহিলেন, পূর্ন ভাত্র মাসে দ্বাদশীতিথিতে দেবদেবেশ্বর ভগবান্ হরি ইন্দ্রকর্কট সুরভির দুই দ্বারা অতিবিক্ত হইয়াছিলেন, তৎপ্রবণে সান্নিক

মনে মনে চিন্তা করেন, কিরূপে আমি ঐ তিথিতে জগৎপতি গোবিন্দকে যৌর সলিলে অভিষিক্ত করিব ? ইচ্ছা স্রুতির হৃদ্য সার্থক করিয়াছেন। বাহাই হটক, আমিও ঐ দিনে পরমাত্মা গোবিন্দকে অভিষেক করিব। ভাল, ঐ দ্বাদশীই বা আমার জল বাতীত মহাত্মা গোবিন্দের অভিষেকার্থ কি প্রকারে উপহিত হইল ? সরিৎপতি এইরূপ চিন্তা করিয়া ঐ ভাদ্র-দ্বাদশীর অধেষণার্থ বিপ্ররূপে ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা ভাদ্র মাস হইতে নপুংস কান্তন মাসে দ্বাদশীকে সম্বর্ধন করিয়া তাহার প্রতি কোপাঘিষ্ট হইলে গৌরান্বী শীতহাসনা বিভূজা-শ্রামপুষ্ঠিকা দেবী দ্বাদশী সমুষ্টি ধারণপূর্বক জলবিনিকটে উপহিত হইয়া নবিনয়ে কহিলেন, হে সরিৎপতে ! আমি ভাদ্র ও কান্তন মাসে একরূপেই উপহিত হইয়া থাকি, অতএব আপনি এই কান্তন দ্বাদশীতেই অভ্যস্তব্রতই সমাধা করুন। তখন দ্বাদশীর তাদৃশ সনিনমু বাক্য শ্রবণ করিয়া রক্তাক্ত কহিলেন, হে দ্বাদশি ! তুমি কি ক্ষত্র ভীতা হইতেছ ? আমি জানি, তুমি ভাদ্র ও কান্তন মাসের গুরুশকে একরূপেই আগমন কর ; পূর্বে এই কান্তন দ্বাদশীতে কস্তপাদিতি-সম্ভূত ত্রিপতি দেবরাজ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া বজ্রমূত্র ধারণপূর্বক বামনরূপে বলিহত্যকে ছলনা করিয়া পুনরায় ইচ্ছাকে ত্রৈলোক্য-রাজ্য দান করিয়াছিলেন ; অতএব আমিও আজ তোমাতে যদুনন্দনের পূজা করিব। আজ হইতে সকলে ভাদ্র-দ্বাদশীকে অতিক্রম করিয়া, কান্তন-দ্বাদশীতে গোবিন্দকে অর্চনা করিবে এবং ত্রয়োদশীতে এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া বিপ্রগণকে ভোজন করাইবে ও স্নানও ভোজন করিবে। দ্বাদশী দেবী জলেশ্বর কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন, ইত্যবসরে অভ্যস্তব্রত অতুষ্ণাকাক দেব দেবকীনন্দন হরিকে তথায় প্রাহুর্ভূত দেখিয়া সরিৎপতি রোমাঞ্চিত-কলেবরে তাহার অভিষেক করিলেন। তখন সন্ধ্যাকে শখনিদা ও জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। ভগবান্ কৃষ্ণ এইরূপে অভিষিক্ত হইয়া ইচ্ছাদি দেবগণের সহিত প্রহান করিলে সুরপুঞ্জিত সরিৎপতিও আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া নিজালয়ে গমন করিলেন। হে সখীষয়। এই আমি তোমাদিগের নিকট কালভীর্ণ-দ্বাদশীর বিবরণ বর্ণন করিলাম। কি জী, কি পুরুষ, সকলেরই প্রতিবর্ষ এই দ্বাদশী-ব্রত কর্তব্য। সরসারীশ গুহকালে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ বৎসর কাল প্রতিবর্ষ কান্তন মাসের গুরু দ্বাদশীতে তক্তিসহকারে ভগবান্কে পূজা করিবে এবং পূর্ণ দ্বাদশবর্ষে গুহ সময়ে উহা প্রতিষ্ঠা করিবে। ঐ সময়ে দ্বাদশ-সংখ্যক আহুতি বানান্তে দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণকে দ্বাদশবিধ মিষ্ট দ্রব্য ভোজন করাইবে এবং দ্বাদশ বার দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া বক্ষ্যমাণ দ্বাদশ মহাত্মক স্তব পাঠ করিবে। যথা,—হে রম্যধর। তুমি অনন্ত জগতের আধার এবং প্রণব ও আদিব্রহ্মস্বরূপ ; অতএব তোমাকে সমস্ত হে পদ-পলাশলোচন। হে নবঘনস্ত্রাঘ। হে নরোত্তম। হে নারায়ণ। তুমি সাক্ষীকান্ত ও অবিনশী ; তোমাকে প্রণিপাত করি। হে প্রভো। তুমি তত্ত্বগণের দিগ্বিদ্য খজানাদ্ধকার

র করিয়া থাক এবং ব্রহ্মময় আনন্দে বিস্তার, মোক্ষলক্ষ্মী নিরন্তর তোমার চরণ-  
মল সেবা করিতেছেন, অতএব তোমাকে নমস্কার। হে মঙ্গলময়। হে মঙ্গলপ্রিয়।  
নি সতত মঙ্গলময় উদগিতে শয়ন করিতেছ; বাহারা তোমাকে ভজনা করে, তুমি  
স্বাহাদিগের সমুদয় ভয় নিবারণ করিয়া থাক; অতএব তোমাকে প্রণাম করি। হে দেব।  
নি সকলের প্রেত ও দুর্জের, তুমি সমস্ত আকাশ-বাপক, অথচ আকাশ তোমাকে  
ক্ষা করিতে পারে না, আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে বরহস্ত। তুমি সকলের  
রেণা ও বরদাণ এবং জগতের বরবীজস্বরূপ; সকলে তোমার চরণবৃগল বন্দনা করিয়া  
থাকে, অতএব তোমাকে নমস্কার। হে ভেজোময়। তুমি ভেজে ত্রিভুবন প্রদীপ্ত  
হইতেছে, তুমি ভেজঃ ও প্রদীপ্তস্বরূপ, আমি তোমাকে প্রণিপাত করি। তুমি সর্বপ্রাণীর  
জু, তুমি বাহবলের পরিসীমা নাই। তুমি নবকিশোর-মূর্তি এবং বাণীকান্ত। তুমি  
সুস্বরূপে সতত প্রবাহিত হইতেছ, তোমাকে নমস্কার। হে মহাক্ষম। তুমি সুখময়,  
শ্রেয়সা সুখপ্রদ ও পরমসুন্দর, সন্তানগণ তোমার অংশলেশমাত্র; তোমাকে নমস্কার করি।  
তুমিই বেদ্য এবং তুমিই বেষক। তুমি দেবগণের দেহস্বরূপ এবং ত্রিকোটি দেবগণের  
নবতা, তোমাকে নমস্কার। তুমি বামদেবস্বরূপ এবং জগতের মঙ্গলার্থ বামন ও বরাহ  
প্তি ধারণ করিয়াছ, তোমার কলেশ্বর বালকের স্তায় কমলীয়; আমি তোমাকে বারংবার  
নমস্কার করি। তুমিই বজ্র, তুমিই বজ্রমান ও তুমিই বজ্রবাদি চতুর্দেবভিজ্ঞ।  
জ্যৈষ্ঠগণ বজ্রহস্তে তোমাকেই পূজা করিয়া থাকে, অতএব আমি তোমাকে পুনঃপুনঃ  
নমস্কার করি। এই বাসদেবস্বাক্ষক স্তব সমুদয় স্তবের মধ্যে প্রেত, ইহা জপ ও পাঠ  
রা সকলেরই কর্তব্য, ইহা সমুদয় বেদার্থনার বলিয়া ব্রহ্মলোকে ও স্বরসংযোগে পঠিত  
ইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, প্রতিদিন বিশেষতঃ কালুশী বাসনীতে এই স্ততিবাদ দ্বারা  
গনবান্ বাসুদেবকে স্তব করিয়া প্রণাম করে, সে নিখিল পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হইয়া  
ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। মানব, এইরূপে উক্ত বাসনীস্তবের অনুষ্ঠান করিয়া গুরুকে প্রণাম  
করিক বিপুল দক্ষিণা দান করিলে সমুদয় অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। অমন্তর কালুশী পৌর্ণ-  
মাসী মহন্তরা। অতঃপর, চৈত্রমাসীর কৃষ্ণ ত্রয়োদশী শততিবা নক্ষত্রযুক্ত হইলে বারুণী  
নামে অতিহিতা হইয়া থাকে। পতিভগণ উহাতে শনিবারযোগ হইলে মহাবারুণী  
এবং অধিকন্তু শুভযোগ পাইলে মহামহাবারুণীরূপে ত্রিণা বিভক্ত করিয়াছেন। হে  
বি। ত্রিণা বারুণীই হুল'ত। বারুণীতে স্নানাদি করিলে সহস্র, মহাবারুণীতে লক্ষ  
মহামহাবারুণীতে কোটিসুখ্য-প্রদণকালীন স্নানাদির ফললাভ হইয়া থাকে। তৎপরে  
শ্রুতভীরা মহন্তরা। হে নবীশ্বর। আমি বাসদেবস্বাক্ষর বিশেষ বিশেষ কালভীর্ষের  
বিশ্ব বর্ণন করিলাম; এক্ষণে পুনরায় মানবগণের হিতজনক আয়োজিত তীর্ষের উল্লেখ  
করিতেছি, শ্রবণ কর।

## চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

দেব হহিলেন, নিজ জন্মদিন, পিতামাতার যুভাদিবল এবং যে দিনে ভ্রমরর্পণ হা  
বে দিনে পুত্রাদির উপনয়নাদি সংস্কার হয়, যে দিনে অতিথি ও সাধুভ্রমের সমাগম হা  
বে সময়ে পূরণ অব্যয়ন বা আরত কিংবা আরতের সমাপ্তি হয় ও যে দিনে পুণ্যকর্মে  
অভিযাত্র হয়, তৎসমুদয় সর্বদ্বীয় কালভীর্ণ বলিয়া কথিত আছে ; আর যে দেশে ভগবৎ  
ভাগীরথী বিদ্যমান, তথায় সর্ব সময়ে ভীর্ণরূপে গণ্য। হে সখি ! সোমবারে অমাবস্তা  
রবিবারে সপ্তমী, মঙ্গলবারে চতুর্থী, ও বৃহস্পতিবারে অষ্টমী বৃধাঙ্গহরণের সূচক বলদায়ক  
এই নিমিত্ত সাধুগণ সতত এই সকল কালভীর্ণের কামনা করিয়া থাকেন। মঙ্গলবার-বুধ  
অষ্টমী বা চতুর্দশী শত-চন্দ্রাঙ্গহণতুল্য কালভীর্ণ। বৃহস্পতিবার পুণ্যানক্ষত্র-যুক্ত হইতে  
সেই দিনে পক্ষার শ্রাদ্ধাদি করিলে ত্রিকোটিহুল উদ্ধার হইয়া থাকে। সংকার্যারত বিধে  
অমাবস্তা, ব্যক্তিগত যোগ, রবিবার ও রবিসংক্রান্তি অতীব প্রশস্ত। অগ্রেহারণ মাসে  
ভ্রূপক্ষীয় বাসন্তী তিথিতে ভগবান্ হরি, জিলোকের সন্তোষার্থ বরাহনামক অমুরকে  
সংহার করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ তিথির নাম বরাহবাশন্তী হইয়াছে, উহা বরাহদেবে  
পরম ঐতিপদ ও সংকার্য্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। মাঘমাসে বুধবার শুক্লাষ্টমী, বুধগ্রহের জন্মদিন  
তাহা মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে অনন্তদেবের এবং কৃত্তিকা যোগ হেতু কার্তিক মাসে ভগবা  
কার্তিকেয়ের পূজা হইয়া থাকে, এজন্য ঐ সকল দিন ও যে দিনে সংব্রতের অনুষ্ঠান হা  
সেই সমস্ত দিন ভীর্ণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এক্ষণে অপর বিষয় আর কি কহিব  
প্রকাশ কর।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

## পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

জনা বিজনা কহিলেন, হে মাতহর্ষ ! হে মহেশাদি ! আগনি যে পুরাণের বিষয় কীর্ত  
করিলেন, ঐ সমুদয় পুরাণের কি প্রকার মত এবং কি প্রকারেই বা উহা সমুদ্র হইল  
তাহা প্রকাশ করন। দেবী কহিলেন, হে সখীষয় ! তোমাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষ  
যাহা পূর্বে ভগবান্ ব্রহ্মা, প্রণয়ন করিয়া হৃদয় মধ্যে লবণে ব্রহ্মা করিয়াছিলেন, আ  
তাহা অভি সোপনীয় হইলেও, তোমরা যখন আমার প্রতি পরম ভক্তিযতী ও নিতা  
প্রবণেছ হইয়াছ, তখন তাহা তোমাদিগের নিকট প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর  
পূর্বকালে ব্রহ্মা ভগবৎস্বজন করিতে ইচ্ছুক হইয়া এখনে নবসংখ্যক প্রজাপতির স  
করিলেন। পরে ব্রহ্মা সমুদয় বিধ অস্তকারমর দেবির বিদ্যাবিভক্তহৃদয়ে থাকাদিহী  
প্রজাপতিগণের সহিত কিংকর্তব্য-বিষয়ে চিন্তাচুল হইলে, মহলা গগনমণ্ডল হই

‘ভণ’ অর্থাৎ ভণোদুষ্ঠান কর, এই বর্ণের সমুদ্র হইল । হে সখি ! ভণন সূর্য-  
কিরণের ভায় সেই শব্দে সমুদ্র দিক্ বিদিক্ পরিব্যাপ্ত ও আলোকিত হইল নর্যনে ব্রহ্মা  
পরম নিরুদ্ভি লাভ করিয়া চতুর্দিক্-নিরীক্ষণার্থ মহলা চতুর্দিকে খায় বদনচতুর্দৈম বিস্তার  
করিলেন । অনন্তর তিনি, অগ্রে সুনির্ভল বাক্য এবং পরে চতুর্দৈম ও বিবিধ সংহিতা  
সজ্জন করিলেন । কারণ, বাক্যই পরম পবিত্র ব্রব্য, বাক্যই সর্গশ্রেষ্ঠ, বাক্যই সর্গোপেক্ষা  
সুখাদ্, বাক্যই অমৃত ও বাক্যই বিশ্বব্রহ্মণ এবং বাক্যই সকলকে পবিত্র করিয়া থাকে ।  
কি বেদ, কি সংহিতা, কি মন্ত্র, কি কাব্য, কি পুরাণ, সমুদ্রই বাক্যময় । ধৈর্য্য বল,  
গাভীর্ষ্য বল, পৌরীয়াদি বল, জয় বল, অজয় বল, সমস্তই বাক্য হইতে সম্পন্ন হইয়া  
থাকে ; এই নিমিত্তই ব্রহ্মা সর্গাগ্রে ব্রহ্মরূপী বাক্য সজ্জন করিয়া অকারাদি স্বর ও  
ককারাদি হলবর্ণ এবং স্রবর্ণ ও হলবর্ণে পরস্পর সম্মিলিত বর্ণ সকল স্বজনান্তে  
যটপকাশংসংখ্যক ভাব্য এবং বালকদিগের ভাষাজ্ঞানের জন্ত নানাবিধ ব্যাকরণ শাস্ত্রের  
সৃষ্টি করিলেন । ঐ ব্যাকরণ হইতে পদজ্ঞান, দর্শন শাস্ত্র হইতে অর্থজ্ঞান, পুরাণাদি  
শাস্ত্র হইতে ঐশ্বর্যজ্ঞান ও মন্ত্র হইতে মুক্তিসাধ হইয়া থাকে । হে সখি ! বাক্যই  
ব্রহ্মব্রহ্মণ । যে ব্যক্তি, সেই বাক্যব্রহ্মকে বিধাভায়ে ব্যবহার করে, তাহাকে যোর  
নারকী ও বিধাবাদী জানিবে । যদি মন্তক ছেদন বা জীবন বিসর্জন করিতে হয়,  
তথাপি বাক্যরূপী ব্রহ্মকে বিধা ব্যবহার করিবে না । স্বয়ং বহুমতী বলিয়াছেন, অন্যত  
অপেক্ষা অধর্ম্ম আর কিছুই নাই । যে ব্যক্তি সত্য সত্যাক্য গ্রহণ ও গুরুনেবা  
করে, তাহার আর অন্ত কোমরুণ কঠোর ভণোদুষ্ঠানের গ্রয়োজন, নাই । হে সখীশ্বর !  
পূর্বোক্ত পুরাণ বিবিধ,—মহাপুরাণ ও উপপুরাণ এবং সমস্ত পুরাণই সত্যবাক্যময় ।  
ঐ উক্তবিধ পুরাণই গ্রন্থোক্তে অষ্টাদশসংখ্যক । সন্দ্রতি, ভাষাদিগের নাম উল্লেখ  
করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর । ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ,  
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, নৃসিংহপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, পঞ্চড়পুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, শিবপুরাণ, বরাহ-  
পুরাণ, নার্কটেশ্বরপুরাণ, স্বল্পপুরাণ, কুর্শপুরাণ, মৎস্তপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, বায়ুপুরাণ ও  
ঐমতাগবত, এই অষ্টাদশ মহাপুরাণ এবং আদিপুরাণ, আদিভ্যাপুরাণ; বৃহস্পতীরপুরাণ,  
নারদপুরাণ, নরিকেশ্বরপুরাণ, বৃহদ্রিকেশ্বরপুরাণ, নাথপুরাণ, জিহ্মাগোপনার, কালিকা-  
পুরাণ, ধর্ম্মপুরাণ, বিষ্ণুদেবোত্তর, শিবধর্ম্মপুরাণ, বিষ্ণুধর্ম্মপুরাণ, বামনপুরাণ, বাস্কপপুরাণ,  
মরুতপুরাণ, জ্যৈষ্ঠপুরাণ ও বৃহদ্রধর্ম্মপুরাণ ; এই অষ্টাদশসংখ্যক উপপুরাণ ।  
এতদ্বিত্ত মারীত ও কাণিলাদি বহুতর সংহিতা আছে । উক্ত সমুদ্র গ্রন্থেই ধর্ম্মের  
বিষয় সমস্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে । মহর্ষি বাস্কীকি, রামায়ণ নামে যে মহাকাব্য  
বচনা করিয়াছেন, তাহাই নিখিলকাব্য, ইতিহাস, পুরাণ ও সংহিতার মূলব্রহ্মণ ।  
মহর্ষি বেদম্যাদ, ঐ রামায়ণকেই আদর্শ করিয়া হরিভগবান্ভুক্ত মহাতারত নামক  
পুরাণে ইতিহাস, নিখিল পুরাণ ও সংহিতা এবং অস্তান্ত মহর্ষিবর্ণ ও ঐক্য নাম

পুস্তক গ্রন্থন করিয়াছেন। সমস্ত পুস্তকেই বর্ণের গুণকীৰ্ত্তন ও অর্থের নিম্নাবাদ বর্ণিত হইয়াছে। বাহাদিগের বুদ্ধি এই সকল শাস্ত্রে প্রবর্তিত হয়, তাহার কখন মোহান্তিভূত হন না এবং তাহারাই বহুদর্শী বলিয়া গণ্য। হে সখি! যে ব্যক্তি, সর্গদা রামায়ণ, পুরাণ, মহাভারত এবং ধর্মজ্ঞানক মহাদি ধর্মশাস্ত্র পাঠ, অত্যান ও পাঠনা করেন এবং তদুক্ত আচরণে প্রবৃত্ত হন, সেই ব্যক্তিই সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ধর্মসংহিতা স্মৃতিশাস্ত্রে ধর্মার্থ নির্ণীত হইয়াছে এবং ইতিহাসাদিবাচ্য ভাষার নিদর্শন স্বরূপ। পূর্বকালে ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা পৃথিবী বর্ণ ও ভাষার সৃষ্টি করিয়া বর্ণাশ্রম-বিভাগানুসারে বহুবিধ ধর্মযজ্ঞনাডে জনগণের মঙ্গলসাধনার্থ মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, শাস্ত্র ব্যতীত কি প্রকারে প্রাণি-পণের ধর্মজ্ঞান হইবে? এইরূপ চিন্তার পর অগ্রে পদজ্ঞানের জন্ত নামাবিধ ব্যাকরণ ও পরে জগতী ও অমৃতভূতাদি হ্রস্ব যজ্ঞ করিলেন। অনন্তর বর্ণাঙ্গিকা গুরুবর্ণী দেবী সরস্বতী সমুদ্ভূতা হইলেন, তাহার মস্তকে চন্দ্রকলা, সর্কাদে বিবিধ অলঙ্কার, ললাটদেশে তৃতীয় নেত্র এবং ভূজচতুষ্টয়ে যুগ্ম, বিদ্যা, মুদ্রা ও অক্ষমালা বিরাজ করিতেছে। সেই চারুলোচনা সরস্বতীকে দেখিয়া প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুলোচনে! তুমি কে? কোথা হইতে আসিতেছ? তোমার প্রার্থনা কি? আমাকে তোমার জন্ত কি করিতে হইবে? তোমার পিতাই বা কে? এবং পতিই বা কোন ব্যক্তি? তৎপ্রবণে সরস্বতী কহিলেন, যিনি আকাশ হইতে সমুদ্ভূত, বাহ্যক বর্ণ-ব্রহ্ম বলে, আমি তাঁহা হইতেই জন্ম লাভ করিয়াছি, আমার নাম সরস্বতী। তুমি আমার অগ্রজ ভ্রাতা, অতএব বাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে বিধে! এক্ষণে আমার বাসস্থান ও পতির বিষয় হির কর, আমি নির্মলরূপিনী; তোমারই কীর্ত্তির জন্ত আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। বিধাতা কহিলেন, হে সুলোচনে! ভাল হইল, আমারও এইরূপ অভিপ্রায়। এক্ষণে আমার বদনচতুষ্টয়ই তোমার মনোনিীত বাসস্থান হইবে এবং মদীর হৃদয় মধ্যে যে ভগবান্ হরি বিরাজমান আছেন, তিনিই তোমার পতি হইবেন। লক্ষ্যতি তুমি কুবিশ্বস্তিরূপে কবিগণের বদনে বাস কর। তাঁহার বিবিধ শাস্ত্র রচনা করুন। ধর্ম প্রবর্তিত হউক। বিধাতা বিবর্তাবন কদীর পতি ভগবান্ নারায়ণ, সমুদ্র শাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইবেন। সরস্বতী কহিলেন হে ব্রহ্মন্! আমি একাকিনী স্বরূপে নিখিল কবিগণের কবিত্বশক্তিতে বাস করিব? ইহা আমার অসম্ভব বোধ হইতেছে, অতএব বাহা সম্ভব হয়, প্রকাশ কর। ব্রহ্মা বলিলেন, হে দেবি! তুমি স্বয়ং ত্রিলোক পরিভ্রমণ করত উপযুক্ত ব্যক্তি অঙ্গীকৃত করিয়া দেব, বাহার মুখ-মণ্ডলে তুমি কবিত্বশক্তিরূপে বাস করিবে। আর অমিত সমুদ্র বর্ণদীর বিধের অগ্রগণ্য নিখিল বর্ণের নিদর্শন স্বরূপ অমূল্য ভবিষ্যৎ বিহুটরিত্র বেলময় কলনা করিব, সেই সময় তুমিও তাঁহা প্রকাশ করিবে। আর, তুমি বাহাকে আশ্রয় করিবে, সেই ব্যক্তি কবির কৃপাবলেই অসম্ভব অনেক কবি মৈথ্য গণ্য হইবে। দেবী কহিলেন, ব্রহ্মবাচ্য-প্রবণে ব্রহ্মমুখ-বাসিনী দেবী সরস্বতী, স্বীয় ঈশ্বর

পাত্র অববেশ করত সমুদয় বিধ-মণ্ডল পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। হে লখি! ভিনি সন্ত সুরলোকে সুরগণ এবং সন্ত পাতালপুরে সর্পগণমণ্ডে অববেশ করিতে লাগিলে সম্পূর্ণ সভ্যবৃন্দ অতিক্রান্ত হইল। অমন্তর ত্রেতা যুগের আদিতে পৃথিবীই ভারতবর্ষে বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন, উপঃপ্রদীপ্ত-ডেজাঃ মহর্ষি বান্দ্রীকি, শিষ্যগণ সমস্তিষ্যাহারে তমসাননীতে অবগাহনান্তে দেবতর্পণ সমাপন করিয়া বনশোভাভূষণে কোতুহলাক্রান্ত হইয়া বিবিধ পানপরাঙ্গি-রঞ্জিত তমসাতীরবর্তী কাননমণ্ডে বিচরণ করিতেছেন। তদীয় মন্তকে স্বর্ধ্রাত জটাজাল, হস্তে কুশ এবং কটিতে ব্যাঘ্রচর্ম। তাহার শরীরকান্তি ভারের স্রাব, বদনমণ্ডল ইষৎ হান্তমুক্ত, বক্ষঃস্থল উন্নত ও প্রশস্ত, নাভিদেশ পতীর, বাহুয় আজাহুলবিদ এবং পতিশ্চর্ম নামক মাতঙ্গের স্রাব। বে সকল মুনিগণ তথায় গমন ও আগমন করিতেছেন, সকলেই তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বাইতেছেন। রাগ-শোকাদি-বর্জিত ও পরমতত্ত্ববিৎ বান্দ্রীকি এইরূপে জ্ঞপণ করিতে করিতে সহসা এক বিহঙ্গমকে ব্যাধশরে নিহত ও তদীয় পত্নীকে উচ্চ কল্পনায় বিলাপ করিতে দেখিয়া নিতান্ত শোকাভিভূত হইলেন; 'কিছু ভাদ্রশ্রু অবিশ্রবণের অন্তঃকরণে ভাদ্রশ্রু শোকমগ্নার হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। যে মহর্ষির হৃদয়ে কখনই শোকাবেগ হান পায় নাই, আজ তিনি কি জন্ত সহসা ইদৃশ শোকাক্রান্ত হইলেন? এইরূপ বিবেচনা করিয়া তদীয় শিষ্যগণ অজৌ আকর্ষ্যায়িত হইলেন। তখন, আকাশ-প্রভবা দেবী সরস্বতী, সেই শোক-মোহাদির অবোধ্য ভূপোনিবিকে ভাদ্রশ্রুস্বহাগর বিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার শোকশান্তির জন্ত কবিশক্তিরূপে আত্ম মণ্ডে প্রবেশ করিয়া রাজ মুনিবর দয়াপরশষ হইয়া, ব্যাধকে কহিলেন,—যে শিষ্যদ; তুই বধন কামমোহিত বিহঙ্গম-মিথুনের একটাকে হত্যা করিলি, তখন অমন্তকাল ভোর পতি হইবে না। মহর্ষি বান্দ্রীকির মুখনির্গত এই বাক্য চারিপাশে পূর্ণ এবং শোকসমুৎপন্ন বলিয়া উহার নাম শ্লোক হইল। সেই সময়, ত্রিভুবন মণ্ডে চতুর্দিকে জয়ধ্বনি হইতে লাগিল এবং বিপ্রগণ, সগড়ে ঐ শ্লোক উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। মুনিবর বান্দ্রীকি, পক্ষি-শোক পরিভ্রাণ করিয়া, ঐ চতুষ্করণ শ্লোক উচ্চারণ করিয়া রাজ ভগবান্ ব্রহ্মা তথায় সমাগত হইয়া কহিলেন, যে মহর্ষে বান্দ্রীকে। অন্য কবিশক্তি-স্বরূপিনী দেবী বাপী স্বয়ং তোমার কণ্ঠে অবিষ্ঠান করিয়াছেন। তুমি এক্ষণে কাব্যরূপে বেলার্ধ প্রকাশ করিবে। আমি পূর্বে এই নিমিত্তই তোমাকে ভূতলে প্রেরণ করিয়াছি। যে মনে! আমি স্মৃতিকর্তা ব্রহ্মা, ভগবান্ হরি আমার স্মৃতিমণ্ডে লীলা করিয়া থাকেন, অতএব তুমি সেই মারায়ণ-লীলা বর্ণন করিয়া বদীয় স্মৃতির রক্ষা বিধান কর। ভগবান্ হরির লীলা লোকদিগের বর্ধ-স্বরূপিনী ও সর্লপাপ-বিনাশিনী, অতএব তুমি সেই লীলাময়ের লীলা বর্ণন করিলে, প্রাণিগণের পরম বর্ধ সংস্থাপিত হইবে। হে বান্দ্রীকে! তুমি চিন্তা করিও না, কারণ কবিতা-রক্ষকপিনী ভগবতী বাপী, বদীয় সুরমতলে শ্লোক-



রূপে আবিস্কৃত হইয়াছে। দেখ, একমাত্র কাব্যই চতুর্দশ-কল্যাণের নিদানভূত। মহাজ্ঞান মানবধর্মের পূর্ণসংস্কার বশতই কবিত্বশক্তি জন্মিয়া থাকে। কবিতা, নীচ-মুখে প্রকাশ পাইলেও কল্যাণ অবমাননা করা কর্তব্য নহে। কাব্য, অসমর্থ হইলেও পুণ্যপ্রদ, স্তুতরাং সূদর্শপূর্ণ হইলে তাহার কথা আর কি কহিব? একমাত্র স্রোতই, কাব্য মধ্যে পরিগণিত, আর তুমি যে বিপুল স্রোতপূর্ণ বিহুলীলা বর্ণন করিবে, তাহা মহাকাব্য হইবে। তুমি ঐ কাব্যে নানি বিস্তৃত পৃথক পৃথক সর্গ রচনা করিবে। সেবারি সারদের মধ্যে তুমি যে হরিলীলার বিষয় অবগত হইয়াছ, যে মহাভাগ। তাহাই বর্ণনা করিবে, তাহাতেই সর্গাধিনিদি হইবে। তুমি, তাদি-রামলীলার মহাকাব্য প্রণয়ন করিলে, জগতে অপরাপর কবিরণ, তাহারই অনুবর্তী হইবে। তুমি, ভূতভবিষ্যৎ বর্তমান সকল বিষয়ে অবগত আছ এবং সভ্যাবলী ও প্রতিষ্ঠাপন্ন। আশ্রিত্য হইতে কিছুমাত্র পৃথক ভূত নহি; কারণ, কবিই অপর প্রজাপতি, কবিই ব্রহ্মা, কবিই বিষ্ণু এবং কবিই অন্ন নিবন্ধরূপ। জগতে কবিই ধর্মরক্ষা ও সর্গ-রক্ষাভি। কবিরিদ্ধি বিষয় কখন মিথ্যা হইবার নহে, কারণ কবিই অপর সৃষ্টিকর্তা। কবিরণ যেমন সর্গাধিকারী, স্রষ্টা, সর্জন করিতে পারেন, এমত আর কেহই পারে না। অধিক কি, উল্লেখ উপেক্ষা ও যম প্রভৃতি সমুদয় সুরগণ ও সমস্তই বর্নই কবিরণের বশতাপন্ন এবং কবিরণ বিবিধ দেবধর্মকে অবলোকন করিয়া থাকেন। হে মুনে, তুমি যে তাদী রামচরিত্র বর্ণন করিবে, উহা রামায়ণ নামে প্রসিদ্ধ হইবে। ঐ রামায়ণ-কাব্যে রামলীলা সেরূপ বর্ণিত হইবে, ভগবান্ বিষ্ণুও সেই প্রকার কার্য করিবেন। গগন-মণ্ডলে যাত্রাকাল, নিশাকর ও তারকাগণ দেখীপারমান থাকিবে, তাৎকালিক সংপ্রসীত রামায়ণ হইতে বিমনতলে রামরূপী বিষ্ণুর গুণাবলী বোঝিত হইবে। সংপ্রসীত রামায়ণ-কাব্য ভগবান্ ঐরামচন্দ্রের দিব্যমুর্তিস্বরূপ হইবে। এক্ষণে বাহার প্রভাবে রামায়ণ প্রণয়ন করিতে সক্ষম হইবে, সেই রামকবচ কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। অষ্টাদশ ভক্ত-স্বরূপ মহারজস্য রামায়ণকে সম্বাদ্য করি। যে নিবান, অবস্তাকাল ভোর, সন্ধ্যা হইবে, তা, এই মূল আশ্রয় গিরোদেশে রক্ষা করুন এবং অমৃতমুখিকা বীজ, মুখমণ্ডল, ব্রহ্মাণ্ডকাপাখ্যানস্বরূপ বসি রমণা, অমৃৎপু, হৃদয়, গলদেশ, কৈকেয়ীর আদেশস্বরূপ দেবকী হৃদয়, নীতা ও লক্ষ্মণের, স্নহুস্বয়ন এবং ঐরামচন্দ্রের স্বরূপ প্রমাণ কর্তব্য-দেশ, ভক্তিরূপেই প্রক্তি সমুদ্র হইয়া থাকে, এই মন্ত্র বধ্যদেশ, মুনিগণের পালনই শক্তিস্বরূপ ধর্ম এই মন্ত্র উক্তব্য, বারিদ্রাচা-প্রতিপালন চরণমূল, সূর্য্যের সহিত মিত্রতা অনুগ্রহ, হৃদয়কার্য্য ভুক্তমূল, সম্প্রতি, গণকোলাহলবর্তী স্বদেশ, বিভীষণকে রাজ্যপ্রদানস্বরূপ প্রবেশজন জীবা, রামবধবিবরণ করণ, নীতাদেশীর উদ্ধার, মালিকা, লরকাঙ্ক লক্ষণ-সুখোদ নাভিদেশ এবং ঐরামাদি ধর্ম আমার সর্গ সারীর রক্ষা করুন, বাহ্যিক রামায়ণ পাঠ করিবে, অর্থাৎ এই রামায়ণ কবচ পাঠ করা তাহারিগণের কর্তব্য।

দুনিও এই কবচ ভ্রম করিয়া সন্তোষ রামায়ণ রচনা করিত হও। ভগবান ব্রহ্মা, বাদ্মীকিকে এবং বিধ কহিয়া, ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন, এদিকে মহর্ষি বাদ্মীকিও কবিত্বশক্তিলাভে পরম সুখী হইলেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

### ষড়্বিংশ অধ্যায়।

দেবী কহিলেন, সুনিবর বাদ্মীকি, অসং রামায়ণ মহাকাব্যের রচয়িতা। ঐ কাব্যে ঐরামচন্দ্রের চরিত্র-বর্ণনাজলে নিখিল বর্ণাশ্রমবর্ণ্য বর্ণিত হইয়াছে, উচাতে মহর্ষি বাদ্মীকি, ইতিহাসরূপে জীবর্ণ, রাজবর্ণ, ব্রাহ্মণবর্ণ, ক্ত্রিয়বর্ণ, বৈশ্যবর্ণ, শূত্রবর্ণ ও গৃহিবর্ণ প্রভৃতি সমুদয় বর্ণ এবং মানা দেবচরিত্র ও শত্রুমিত্রকথন প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। কৃশলাত্রিলাখী মানবগণের ঐ গ্রন্থ পাঠ, শ্রবণ ও উহার অর্থজ্ঞান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। হে সখি! যাহার গৃহে সম্পূর্ণ রামায়ণ লিখিত হইয়া স্থাপিত হয়, তঁহার কোনরূপ বিপদ বা অর্থ উপহিত হয় না। হে সখী! যে গৃহে কল্যাণপ্রদ রামায়ণ না থাকে, সেই গৃহে, পিতৃগণ ও সুরগণের পরিত্যাজ্য ও অশাস্ত্রমিত্রতা; যে ব্যক্তি, অভাবপক্ষে সমস্ত দিশারাজের মধ্যে উক্ত রামায়ণের এক সর্গ, কিংবা সর্গাংশ, অথবা একটীমাত্র শ্লোক বা অভাবপক্ষে শ্লোকাংশও শ্রবণ না করে, সে নিতান্ত নরাধম। পঞ্চম বর্ষীয় বালক, যদি “মা নিবান!” এই শ্লোক কঠর করিয়া রাখে, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কবি হয়। মানবগণ অনাহুতি, সন্ত পীড়া কিংবা গ্রহপীড়ায় প্রসিদ্ধিত হইলে আদিকাণ্ড পাঠ করিলে, তাহা হইলে দিক্তর অনাহুতিদিক্তর বিমুক্ত হইবে। পুত্রজন, বিবাহ এবং গুরুদর্শন দিবসে মঙ্গলার্থ অথবাধ্যাকাণ্ড পাঠ বা শ্রবণ করিলে। অরণ্যমধ্যে, রাজদ্বারে এবং অনল বা সলিলভর উপহিত হইলে কিংবা রোগগ্রস্ত হইলে অরণ্যাকাণ্ড পাঠ বা শ্রবণ করিলে। মিত্রজাতার্থ কিংবা মিত্রব্রাত্যপ্রাপ্তি-বাসনার কিকিছুাকাণ্ড পাঠ বা শ্রবণ করিলে অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে। মানব, প্রাজ্ঞ বা মেধকার্য্য দিবস পিতৃগণ ও দেবগণের ঐতর্ধ্য হৃদয়াকাণ্ড পাঠ করিলে। উৎসাহজনক-কার্য্য এবং লোকবিন্দ্য উপহিত হইলে কিংবা শত্রুজয়-সময়ে লজ্যাকাণ্ড পাঠ বা শ্রবণ করিলে মানব সুখী হইয়া থাকে। আনন্দজনক কার্য্য এবং যাত্রা সময়ে বে ব্যক্তি, উত্তরাকাণ্ড পাঠ বা শ্রবণ করে, সে ইচ্ছাকালে ও পরকালে জয়ী হইয়া থাকে। মহর্ষি বাদ্মীকি-বিরচিত সম্পূর্ণ রামায়ণ পাঠ কিংবা শ্রবণ করিলে মোক্ষার্থী হইলে মোক্ষ, ভক্তিপ্রার্থী হইলে ভক্তি এবং জ্ঞানার্থী হইলে পরমজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। হে জয়-বিজয়ে। যে ব্যক্তি, শুদ্ধকালে ব্রহ্মচর্য্য অবস্থান পূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে বাসনাসে আদিকাণ্ড,

কাজনমানে অযোধ্যাকাণ্ড, চৈত্রমাসে আরণ্যাকাণ্ড, বৈশাখমাসে কিকিৎসাকাণ্ড, জ্যৈষ্ঠমাসে সুলবকাণ্ড এবং আষাঢ়মাসে লম্বাকাণ্ড ও উত্তরাকাণ্ড ; ঈশ্বরক্ৰমে সমুদয় রামায়ণ পাঠ বা শ্রবণ করে, সে ব্রী-হস্পা, রাক্ষসহস্পা, গোহস্পা, পিতৃহস্পা, ব্রহ্মহস্পা, সূর্য্যচোর, মধ্যাপারী, গুরুপত্নীসানী, দেবদেবক এবং অস্তান্ত নামাপাণে পাণ্ডি হইলেও তৎক্ষণাৎ সমুদয় পাণ-রাশি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ; অধিক কি, তাহা বার্য্য ত্রিভুবন পবিত্র হয় ও দেব-গণও তাহাকে প্রার্থনা করিয়া থাকেন । হে সখি ! যে স্থানে রামায়ণ-পাঠের প্রস্তাব হয়, সে স্থানে সমুদয় ভীর্ণ পিতৃগণ ও সুরগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন । যে ব্যক্তি রামায়ণ-পাঠের প্রস্তাব সময়ে অপর কোন বিষয়প্রস্তাব উত্থাপন করে, একমাত্র মৎস্ত ভোজন করিলে, মানব যেমন সর্গপ্রাণিতোজনের পাতকী হয়, সেইরূপ সেই পাপিষ্ঠও সমুদয় পাণের আশ্রয় হইয়া থাকে । রামায়ণ-পাঠের প্রস্তাবমাত্রে বাহার সমুদয় শোক, দুঃখ ও পরিভাপ বিদূরিত না হয়, সে পরমেশ্বরের নিকট বঞ্চিত । আধিনমাসে শারদীয় মহা-পূজার দিবসত্রয়ে যে ব্যক্তি, বাল্মীকি-প্রণীত মর্দোহর রামচরিত পাঠ করে, ব্রহ্মাধি-সুরগণ-বন্দিতা সর্গাভীষ্টফলপ্রদা, মুক্তিদায়িনী দেবী ভগবতী তাহার প্রতি পরম প্রসন্ন হন । ঐ রামায়ণকাব্য শ্রবণ বা পাঠান্তে বিত্তশাঠ্য না করিয়া বিপুল ধন ও স্ত্রীপুত্রাদি লক্ষণা দান করিবে । হে সখীস্বয় ! এই আমি ভোমাদিগের নিকট ষৎকিঞ্চিং রামায়ণ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, উহা সম্পূর্ণ বর্ণন করা আমার হৃৎসংঘা । যে মানব, উক্ত রামায়ণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে অভিলাষ করে, পরম হর্লভভক্তি তাহার দানী হইয়া থাকে ।

বহুবিশং অব্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

### সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

দেবী বলিলেন, যখন বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়া বিরত হইলেন, তখন ব্রহ্মা আসিয়া বাল্মীকিকে এই কথা বলিলেন, হে মহর্ষি বাল্মীকি ! তুমি রামায়ণ রচনা করিয়াছ, অতএব তোমার কর্তব্যাবশেষ কিছুই নাই । তুমি গর্গরূপিণী অক্ষয়ী-পরম-কীর্ত্তি অর্জন করিয়াছ । কিন্তু গগনসমুদয় দেবী সরস্বতী তোমার বদনরূপ প্রফুল্ল পদ্মে নিত্য ক্রীড়া করিতে অভিলাষিণী । তুমি তাহা চিরস্থায়ী কর । আমি দেবীর উদ্যম বৃদ্ধিরা মহাভারত নামক সমাভূত মহাপবিত্র পুরাণতম ইতিহাস, তোমার জন্ত সম্যকরূপে হির করিয়া রাখিয়াছি, হে মুনে ! তুমি তাহা স্নোক-বদ্ধ কর । বাল্মীকি বলিলেন, প্রভো ব্রহ্মনৃ ! আমিদি সকলই জানিতেছেন, তথাপি নিজের মনোযুক্তি নিবেদন করি, বাহা উচিত হয়, তাহা বলুন । ব্রহ্মনৃ ! আমি রামায়ণ-রচনা করিয়াছি, রামায়ণ

শুধুই বোকের সাধন। আমি কোন্-মোহ-বর্জিত এবং সংসার-মুক্ত হইয়াছি। হে ব্রহ্মন! আমি আর কি জন্ত উদ্যম করিব? আমার গক্ষে সকল উদ্যমই এখন যুগ্ম। হে দেব! যদি সরস্বতী সত্ত্ব কাহারও যুগ্ম-কমলে বিরাজমান হইতে ইচ্ছা করেন ত, সে জন্ত যাপরে বেদযান জন্মিবেন। তিনিই বহু বিচিয়ার্ণসম্পন্ন মহাত্মারূপে রচনা করিবেন। তিনিই পুরাণ উপপুরাণ-সমূহ রচনা করিবেন। অল্প চেষ্টায় মানুষের ধর্ম-বৃদ্ধি হয় না। বেদযান লোকের ধর্ম-বৃদ্ধি-সম্পাদনের জন্ত বহু গ্রন্থ রচনা করিবেন, তিনি বিহুর অংশে জন্মিবেন, বেদ-বিভাগ করিবেন। হে ঈশ্বর! আমি রামায়ণ রচনা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি (আমার আর প্রয়োজন নাই); আমি সেই যানকে সনাতন কাব্যবীজ উপদেশ দিব। তৎপ্রত্যয়ে তিনি বহুতর গ্রন্থ রচনা করিয়া মঙ্গল প্রাপ্ত হইবেন। দেবী বলিলেন, হে মথি! বাল্মীকি এই কথা বলিলে, চতুর্ধুং ব্রহ্মা 'এইরূপই হউক' বলিয়া হংসারোহণে নিজলোকে গমন করিলেন। অনন্তর দীর্ঘকাল গত হইলে, যাপরের আদিত্তে, সভ্যবতীর গর্ভে পরাশরের ঔরসে বিহু-অংশে বেদযান উৎপন্ন হন। লোকের বেধা অল্প হইয়াছে দেখিয়া তিনি বেদমন্ত্ররূপ মহাহৃক্ষের শাখা বিভাগ করিলেন। একদা কল্পপ, কপিল, অত্রি, ভার্গব, পরাশর, পরমোদার বেদযান, পুলস্ত্য, পুলহ, জহু, বাজবল্ক্য, বিহু, হারীড, বৃহস্পতি, বিশ্বামিত্র, বাসদেব, শম্ব, জিবিত, জৈগীষবা, বনিষ্ঠ, একত, দিত, ত্রিত, বালখিলা ঋষিগণ গোতম, গালব, ভৃগু, কাত্যায়ন, অশ্বিনাঃ, দক্ষ এবং যয়ঃ প্রজাপতি যু—এই সকল মহর্ষি এবং অন্যান্য বহুতর মুনিগণ সূর্যের পূর্বে ব্রহ্মসভায় সমাগত হইলেন। ইহঁরা সকলে যুগ্মাশীন হইলে, পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বধাবিধি আদর-অভ্যর্থনা করিয়া পত্রমুদ্রিতকারে চিহ্নিতকৃত মনোগত কথা বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, আমি পূর্বে ভবিষ্যতের রামায়ণ-যটনা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম, তার পর বাল্মীকি আমার উপদেশে ও সরস্বতীর অনুগ্রহে তাহাই কাব্যাকারে রচনা করিয়াছেন। রামায়ণ পঞ্চবিংশতি-সহস্র-শ্লোকীয়া সংহিতা, তাহাতে সপ্ত কাণ্ড এবং বহুতর সর্গ (পরিচ্ছেদ) আছে। সেই সংহিতা নিত্য এবং বহু পুণ্ডারিনী। তার পরেই মহাত্মার নামক অন্ত এক গ্রন্থ, আর অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ প্রভৃতি-করিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু তাহা প্রোক্ষে নিবন্ধ হয় নাই এবং সংক্ষিপ্ত। এই সব ঋষিমধ্যে কে সমর্থ আছেন? তিনি পুরাণ ও মহাত্মার রচনা করন। এই জন্ত আমি পূর্বে মুনিগণের বাল্মীকিকে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি রামায়ণ রচনা করিয়া অন্ত বিষয় নিরপেক্ষ হইয়াছেন। দেবী বলিলেন, ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, মুনিগণের মধ্যে কেহ কিছু বলিলেন না। তখন নারদ ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া এই কথা বলিলেন, আমি নারদ, প্রণাম করিতেছি, আমার নিবেদন শুমন। আদিকাব্যকর্তা বাল্মীকি, পূর্বে আপনাকে বাহা বলিয়াছেন, আমি তাহাই নিবেদন করিতেছি।—সে জন্ত যাপরে বেদযান জন্মিবেন, তিনিই বহু বিচিয়ার্ণসম্পন্ন মহাত্মারূপে রচনা করিবেন। তিনিই

পুরাণ উপপুরাণ-সমূহ রচনা করিবে। অল্প চেষ্টার মাত্রায়ের ধর্ম-বুদ্ধি হয় না, বেদব্যাল, লোকের ধর্ম-বুদ্ধি-সম্পাদনের জন্য বহু গ্রন্থ রচনা করিবে। তিনি বিহুস অংশে জগিবেদ, বেদ-বিতাণ করিবে। আমি রামায়ণ-রচনা করিয়া কৃতার্ণ হইমাছি (আমার আর প্রয়োজন নাই); আমি সেই ব্যাসকে সমাভন কাব্যবীজ উপদেশ দিব। তৎপ্রভাবে তিনি বহুতর গ্রন্থ রচনা করিয়া সমস্ত প্রাপ্ত হইবে। অতএব এই ব্যাসই আপনার আজ্ঞা পালন করিবে। যদি অস্ত্রে এ বিষয়ে সমর্থ থাকেন, তবে তিনিও এই স্থানে বসুন। মুনিগণ বলিলেন, প্রভো! আমরা সকলেই পুরাণ-রচনার সমর্থ, যিনি যে পুরাণ করিবে, তাঁহাকে তদ্বিষয়ে নিবৃত্ত করুন, এক ব্যালই আপনার আজ্ঞাবাহী হইবে। দেবী বলিলেন, ব্রহ্মা আজ্ঞাবাহিনীও স্ববিগ্ধের এই কথা শুনিয়া মনে মনে এই বিরোধ-বিষয়ে চিন্তা করত তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে সমস্ত মুনিবৃন্দ! আমি বাহ্য তোমাদিগকে বলিতেছি, তাহা শুন। নারদ আমাকে যে বাক্যীকি-বচন বলিয়াছেন, তাহা তোমাদিগকে বলি, হে বিজগৎ। তোমরা সকলেই পুরাণ-রচনার সমর্থ। তবে ধর্মদর্শী রাজা জনকের নিকট যাও, জনক মহাত্ম হইয়া তোমাদিগের বিবাদ ভঙ্গ করিয়া দিবে। দেবী বলিলেন, ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, সর্বার্ধবর্শী মুনিগণ তথায় গমন করিলেন, বখায় ধর্মার্ধবর্শী রাজা জনক অবস্থিত।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

### অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

দেবী বলিলেন, জনক রাজা, সেই সমস্ত মুনিদিগকে সমাগত দেখিয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ আলন হইতে রাজোদ্যান করিয়া গমনের তাঁহাদিগের পূজা করিলেন। রাজা বলিলেন, আপনারা সকলেই ধর্ম-সমুদ্র ভেদ্যঃসম্পন্ন, সকলেই সর্গ-বিষয়াজ্ঞ, সকলেই সর্কার্ধ-দর্শী এবং আপনারা সকলেই সর্গকার্যে কুশল; কি জন্য এ হলে আপনারদের গুণ-গমন? আপনারা লোকের পরম ভূক্ত; গৃহস্থ আমরা সতত আপনারদের কৃপা ভিক্ষা করি। সেই কৃপা কলযতী হয় সর্গকার্য সিদ্ধ হয়। আপনারা বৈকুণ্ঠ, সাধু, শান্ত, লোকাসুগ্রহকারক এবং অমৃত-কৃত-কৃত্তা; আপনাদিগকে আমি সর্জন করিতেছি (আমার পরম ভাগ্য); এই সাধু সমাগম ভিন্ন গৃহস্থদিগের অপর লাভ আর কি আছে? মুনিগণ বলিলেন, আপনি সভাস্বরূপ রাজর্ষি; আপনাকে দেখিতে আমাদের সতত ইচ্ছা হয়। আপনি সাক্ষ্য ধর্মাবতার। আর আমরা ধর্মাতিকাজী। ব্রহ্মা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমরা আপনার নিকট আসিয়াছি। হে ভূপতে! আমরা জিজ্ঞাসা

স্বাভাবিকের মধ্যে কে করিবেন ? তাহা নির্দেশ করুন । এই পদ্মাপুরাণীদের কথা বলিবেন ; ইনি সাহা বলিবেন, তাহাই আমাদের মত । আমরা সকলে জোড়া আর আপনিঃঃ বিষয়ে হির করিবেন । রাজা বলিলেন, হে শক্তিপুত্র !—স্বহাতাশ !—পরশর । আপনাকে নমস্কার । ব্রহ্মা কি বলিয়াছেন ? আর বিবাদে সংশয়পর কাহার ? পরশর বলিলেন, রাজব । ব্রহ্মা, তাঁহার সমীপস্থ সমবেত মুনিগণকে বলেন, ভগবান্ বাস্কীকি, পরম কাব্য রামায়ণ রচনা করিয়াছেন । এক্ষণে ভোমাদিগের মধ্যে ভারত-পুরাণের রচয়িতা কে হইবে ? ভগবন, নারদ বলেন, আমাদের মধ্যে ব্যাস ভারতাদি করিবেন । কিন্তু আমরাও সে কার্যে সমর্থ, এই ভক্ত বিশ্বাস করিতেছি । রাজা বলিলেন, ব্রহ্মা এবং নারদ উভয়েই ব্যাস-পক্ষ, আপনারা কাহার অসুযুক্তিকে পুরাপাদি করিবেন ? দেব-দেব ব্রহ্মাই স্বয়ং সৰ্ব্বভোভায়ে সৰ্ব্বশাস্ত্রের রচয়িতা ; ব্যাস তাঁহার অসুযত ; কিন্তু আপনারা ব্যাস-পক্ষ হইতেছেন না ।—তাল, ব্যাস এবং আপনারা সকলেই সৰ্ব্ব-শাস্ত্রার্থ-সম্পন্ন । আপনারা ভগবানের নাম-মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করুন, আমি শ্রবণ করিতেছি । পরশর বলিলেন, হে শিবিলাধিপতে ! ভগবানের নাম-মাহাত্ম্য কি বলিব ? তবে আপনি বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাই কিছুমাত্র বলিতেছি । বাহার বাক্যে “কুক” এই সম্বলময় নাম উচ্চারিত হয়, হে রাজেন্দ্র ! তাহার কোটি কোটি মহাপাতক ভস্ম হইয়া যায় । ব্যাস বলিলেন, পাপবিনাশনে হরিনামের বড়দূর শক্তি আছে, পাতকী লোক ভক্তদূর পাপ করিতে পারে না ; ( ইহার তাৎপর্য্য হইল, পাপ বৈরাগ্যই কেন হউক না, হরিনামে তাহা বিমল হইবেই ), মহারাজ জনক, উত্তম পক্ষের ভাষা শ্রবণ করিয়া পরশর প্রভৃতি মুনিগণকে এবং ব্যাসকে বলিতে লাগিলেন, মহাতারত রচনা বৈরাগ্যই করিবেন, আর কেহ নহেন ; বটজিংশং পুরাণ রচনা ব্যাস এবং অস্ত্র মুনিরাও করিবেন । বাহা হউক, কিন্তু এক্ষণে আপনারা, চিরজীবী মহর্ষি বাস্কীকির নিকট গমন করুন, সেই আদিকাব্যকর্তা ভক্তজ্ঞ মুনি, আপনাদের মঙ্গল বিধান করিবেন । এক পক্ষী আকাশে উড়িয়া যাইতেছিল, বাস্কীকিপ্রোক্ত যে কথা তাহার নিকট শুনিতে পাইরাছি—হে মুনিগণ ! তাহা শ্রবণ করুন । “সেজন্ত বাপরে বৈরাগ্য জন্মিবেন । বহুবিচিত্রার্থ-সম্পন্ন মহাতারত-রচনা তিনিই করিবেন । পুরাণ উপপুরাণ প্রভৃতি রচনাও তিনি করিবেন । মানুষের ধর্ম্ম-বুদ্ধি অল্পচেতাতে হয় না । লোক সকলের ধর্ম্ম-বুদ্ধি-সম্পাদনের জন্ত তিনি বহু প্রহ্ন করিবেন । তিনি বিহুয় অংশে জন্মিবেন । বৈরাগ্য-বিভাগ করিবেন । হে ঈশ্বর ! আমি রামায়ণ রচনা করিয়া কৃতার্থ হইরাছি । বৈরাগ্যকে সনাতন কাব্যবীজ উপদেশ দিব । ভগ্নপ্রাণে তিনি বহু প্রহ্ন রচনা করিয়া মঙ্গল প্রাপ্ত হইবেন ।” এই উপাখ্যাম ও বিধি বাস্কীকি-প্রকীর্ণিত । হে মহারাজ ! চিন্তা করিবেন না, জগতে ব্যাস উপর হইবেন । হে বিপ্রগণ ! আমি পক্ষীর মুখে এই কথা শুনিরাছি ; অতএব যথায় কাব্যপ্রতি

বিষয়ে অবিভীত থার ব্রহ্মভূম্য মূনিবর বাম্বীকি অবহিত, তথায় আপনারা গমন করন। আপনারা তাঁহার অমুগ্রহে কবিত হইবেন। এই পরম রামায়ণ জপ করত বাম্বীকি ভ্রমসীতীয়ে আছেন। দেবী বলিলেন, মহামাজনক, এই কথা বলিলেন, মূনিরা যথায় আদিকবি বাম্বীকি অবহিত, তথায় পরমানন্দে উপহিত হইলেন।

অষ্টাদ্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

### একোনিদ্বিংশ অধ্যায় ।

দেবী বলিলেন, সেই বসিগণ ভ্রমসীতীয়ে গিয়া দেখিলেন, শিষ্য-সমহিত ভ্রমসীতী বাম্বীকি ভূতলে ভাস্করের দ্বার অবহিত। দেবতার ব্রহ্মাকে যেমন পরম ভক্তি সহকারে প্রণাম করেন; তাঁহারও বাম্বীকিকে ভক্তপ পরম ভক্তি সহকারে প্রণাম করিলেন। মহর্ষি বাম্বীকিও পরাশর প্রভৃতি বসিগণকে দেখিয়া স্বাগত সভাবণাদি দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর তাঁহার আসনে উপবিষ্ট হইলে বাম্বীকি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পরাশর-বাস-প্রমুখ সূর্যাসমগ্রত সমগ্রত মূনিগণ। কিম্বদ এখানে আপনাদিগের আশ্রয়ন? মূনিগণ বলিলেন, কিছুদিন পূর্বে সত্যম ব্রহ্মা আমাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করেন, হে প্রবানতম বসিগণ। ভারত এবং পুরাণ রচনা তোমাদিগের মধ্যে কে করিতে সমর্থ? ভ্রমণ্য হইতে মারম বলিলেন, মহাকবি মহামতি বেদব্যাসই ভারত পুরাণ রচনা করিবেন। হে প্রভো। তখন পুরাণরচনায় আমাদেরও মন হয়। চতুর্গুণ ব্রহ্মা আমাদেরকে বিষয়মান দেখিয়া আমাদের বলিলেন, রাজা জনক, তোমাদিগের বিবাদভঞ্জন করিয়া দিবেন। হে মূনিবর। ব্রহ্মার আহবানে আমরা সকলে জনকের নিকট উপহিত হইলাম, জনক আমাদেরকে পূজা করিয়া জিজ্ঞাসাও করিলেন। তখন আমাদের মধ্যে শক্তিপুত্র পুণ্যবান্ পরাশর, বক্তা হইলেন। আমরা স্রোতা হইলাম। আমাদের বিবাদ-ভঙ্গের জন্ত, আমাদের সমক্ষেই রাজা জনক বলিতে লাগিলেন, “সর্গশাস্ত্রের মূলকর্তা মহাম্বী ব্রহ্মা ও নারদের অমুযতি-প্রাপ্ত বেদব্যাস মহাতারতকর্তা হইবেন। অস্ত পুরাণ সকল রচনা করিবেন, বাস এবং অপরা-পর মহর্ষি। কিন্তু এ বিষয়ে আমার মধ্যস্থতা করা উচিত নহে; কেননা, মহর্ষি বাম্বীকি, বেদব্যাসকে পূরণ-কর্তা বলিয়া হির করিয়াছেন, অতএব এ বিষয়ে কোথাও আপনাদের বিবাদ থাকিতে পারে না। অতএব আপনারা, যথায় বাম্বীকি অবহিত, তথায় গমন করন, তাঁহার অমুগ্রহে দিনি কবি হইবেন, সে-ই কৃতীই মহাতারতাদি-রচয়িতা হইবেন। বাম্বীকিই কাব্যবীজ অবগত আছেন, তথায় আপনারা গমন করন। অনন্তর আমরা সকল মহর্ষিই, আপনার নিকট আনিয়াছি, হে প্রভো। আদিকবে। মূনিবর। এখন

আমাদের সকলকে কবি করিয়া দিল। বাল্মীকি বলিলেন, এক নারায়ণ দেবই সত্ত্বরূপী এবং সনাতন। তাঁহার বশবর্তী হইয়াই জীবগণ কর্তৃক করিয়া থাকে। জীবগণ, তাঁহাতেই বিলীন হয়, তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হয়। তাঁহার, আদেশেই রক্ষা আদি করিয়া আমরা পর্যন্ত সকলেই বখানিয়মে বখাত্ত্ব কর্তৃক করিতেছি। আমি তাঁহারই দিবেগে রানায়ণরূপ রচনা করিয়াছি; তিনিই ব্যাসকে আমার দ্বিতীয় কবি করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন। ইনি মহাভারত-রচয়িতা হইয়াই বিখ্যাত-কর্তৃক বহু হইয়াছেন। ইহার সৃষ্টির পূর্বে, এ বিষয় হির ছিল। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ। ইনি বিবিধ পুরাণ (মহাপুরাণ ও উপপুরাণ) রচনা করিবেন। আপনারাও কতিপয় পুরাণ বেদব্যাসেরই প্রমাণে রচনা করিবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি সনাতন রূপাবীজ ব্যাসকে উপদেশ দিব, তাহাতেই আপনাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। বেদব্যাস প্রথমে মহাভারত করিবেন, তৎপরে পরামর বিষ্ণুপুরাণ করিবেন। অন্ত সকল মহাপুরাণ, একা ব্যাসই রচনা করিবেন। উপপুরাণ-রচনা ব্যাস ও অপর কোন কোন ঋষি করিবেন। বহু মহাপুরাণ বহু উপপুরাণ আছে, তৎসমস্তেরই শ্লোক-রচনা কিন্তু বেদব্যাসই সম্পূর্ণরূপে করিবেন। আপনাদের কেহ লেখক, কেহ বক্তা, কেহ অর্থ-নিরূপয়িতা হইবেন। মনু, অশ্বিনী, প্রজ্ঞা, মুনিগণ, সংহিতা রচনা করিবেন। মনু, অজি, বিহু, হারিত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অক্সিরা, বন, আপস্তম্ব, শতর্ষ, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, শিখিত, মল্ল, গৌতম, শাতাভ এবং বসিষ্ঠ; ইহারা সংহিতা বা ধর্মশাস্ত্র-প্রবর্তক হইবেন। ইহা-দিগের বধ্যোও কেহ কেহ বক্তা, কেহ কেহ বা শ্লোকার্ণ-নির্মাতা। অন্ত ঋষিরাও মনু শাস্ত্রকর্তা হউন। সকলেই স্ব স্ব মতানুসারে পবিত্র গ্রন্থ সকল প্রস্তুত করুন। হে বিজ্ঞগণ। আপনারা সকলে নিবৃত্ত হউন, স্ব স্ব গৃহে গমন করুন। আমি মহাত্মা ব্যাসকে কাব্য-বীজ উপদেশ দিব। ব্যাসের অনুগ্রহে আপনারাও কবি হইবেন। দেবী বলিলেন, হে সখি। বাল্মীকি এই কথা বলিলে, সেই সব মুনি ক্রটিচক্রে আদি-কবি ঐল ঐলুজ বাল্মীকিকে প্রণাম করিয়া গমন করিলেন। হে, সখীষয়। ব্যাস, বাল্মীকির আশ্রমে থাকিলেন, বাল্মীকি বেদব্যাসকে সনাতন কাব্য-বীজ নামের উপদেশ দিলেন।

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

### ত্রিংশ অধ্যায়।

বাল্মীকি বলিলেন, বেদব্যাস। এক্ষণে সর্বপ্রথমে তুমি কি গুণিতে ইচ্ছা কর বল; তৎপরে, আমি ভারতাবির বীজ তোমাকে উপদেশ দিব। ব্যাস বলিলেন, ভারত কিরূপ? তাহার কল কিরূপ? কিরূপে আমি ভারত রচনা করিব? সে শক্তি আমার



কিন্নরে হইবে? বাস্তবিক বলিলেন, বেদই মহাতারতরূপে পরিণত হন। তপস্বিজাতি ব্রাহ্মণ বিহীন নৃপ হইতে উদ্ধৃত। পৃথিবী জল পালকজাতি কজ্জির বাহু হইতে উৎপন্ন। হে মুনে! উরু হইতে বৈশ্ব এবং চরণ হইতে শূরের উৎপত্তি। এই চতুর্ভূজ। এই চতুর্ভূজের কর্তব্য-নিরূপণ মহাতারতরূপে পরিণত বেদে আছে। বজ্র, বাজন, অঘায়ন, অঘোপন, দান এবং প্রতিগ্রহ—ব্রাহ্মণের এই ছয়টি কর্ম। ব্রাহ্মণপূজা, প্রজারক্ষা, দান, যজ্ঞ এবং করগ্রহণ—কজ্জির এই পঞ্চ কর্ম। বৈশ্বকর্মে বলিতেছি, ব্রাহ্মণ-কজ্জির সেবা, বনসঞ্চয়, বাণিজ্য এবং দান, বৈশ্বের এই ছয় কর্ম। ব্রাহ্মণ-কজ্জির-বৈশ্বের সেবা এবং কৃষিকার্য্য শূরের পক্ষে বিহিত। চতুর্ভূজের এই সব কর্ম তোমাকে বলিলাম। তদাৰ্থে প্রথম তিন বর্ণ বেদে অধিকারী। ত্রী শূরের বেদে অধিকার নাই। আর উক্ত তিন বর্ণের মধ্যেও অপরূপ বজ্জিরণের \* বেদগ্রহণেও অধিকার নাই। ত্রী, শূর এবং বিজবজ্জিরণের বেদার্থজ্ঞানের জ্ঞাত, দেব নারায়ণ স্বয়ং ভাষ্য রচনা করেন। সেই ভাষ্যেরই পরাংপরতর বীজ হইল রামায়ণ। দেব নারায়ণ, প্রথমে ব্রাহ্মকে রামায়ণ প্রদান করেন, ব্রাহ্ম আমাকে তাহা দেন; আমি তাহা শ্রোকে নিবন্ধ করিয়াছি। আর বেদার্থগায়নমন্তরূপে ও মনোজ্ঞরূপে তাহা বিস্তার করিয়াছি। ভাষ্য রচনা করিবার জন্ত ব্রাহ্ম পুনরায় আমাকে আবেশ করেন, কিন্তু ভাষ্যরচনা করিতে আমি স্বীকার করি নাই। ভাষ্য রচনা করিবার জন্ত তোমাকেই নারায়ণ সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি রামায়ণ অণেকা বিস্তীর্ণ মহাতারত রচনা কর। আর রামায়ণের পরিণামি ক্রমেই মহাতারত রচনা কর। হে মুনে! রামায়ণকাব্য ও মহাতারতের যে বিশেষ বা পার্থক্য নারায়ণ কর্তৃক নিরূপিত হইয়াছে, তাহা আমি বলিতেছি, শুন। আশ্বারাম পরমাত্মা একই, তিনিই প্রভুতসম্পন্ন এবং সর্বোত্তম। তিনিই কালাকাশ স্বরূপ এবং সুখসুখ-বর্জিত। সেই কমলপতি পরমাত্মাই বাসুদেবে অবতীর্ণ হইয়া রাক্ষসবৎ-চ্ছলে জগতী মধ্যে ক্রীড়া করিয়াছেন; বর্ণ এবং আজ্ঞাবাসুদেবে বর্ণাবিভাগে বর্ণ প্রদর্শন তিনি করিয়াছেন। সেই পরমাত্মস্বরূপী একরূপ সীতানাথের চেষ্টা রামায়ণকাব্যে বর্ণনা করিয়াছি; রামায়ণ তাঁহার শরীরবিশেষবৎ হইয়াছে। সেই পরমাত্মা দেবই কমল-লোচন ভগবান কৃক; তিনি ভূতার-হরণের চ্ছলে জীবাত্মার সহিত ক্রীড়া করিবেন। নর নারায়ণ হই জনে জীবাত্মা ও পরমাত্মা, যেচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ নর-নারায়ণই অর্জুন ও কৃক। পঞ্চ পাণ্ডুপুত্রের মধ্যে যিনি ভূতীয়, সেই অর্জুনই নর। আর দেবকীমন্ডল কৃকই নিমিলবাণ-প্রশমনকারী বাসুদেব। বাসুদেবই নারায়ণ, অর্জুনেরই নাম নর। বাহা নর-নারায়ণ-ময় অর্থাৎ নর-নারায়ণ-চরিত্রে পূর্ণ, তাহাকেই মহাতারত বলিয়া পঠিতেন। জানেন। আর আমি এক নারায়ণের কাব্য রামায়ণ রচনা করিয়াছি, রামায়ণ

\* ইহাদিগের নাম 'বিজ-বজ্জ'।

এবং মহাভারতে বিশেষ এইটুকু। এ তত্ত্ব অতি গোপনীয়, কাহারও নিকট বক্তব্য নহে। ভারত এইরূপ বলিয়া কবিত হইয়াছে। নর-নারায়ণ-নর ভারত পরম পবিত্র, ভারত বেদের ভূমি। ভারত বাহার গৃহে থাকে, জন্ম তাহার করতলহ। ভারত সমুদ্র, সূর্যের এবং নারায়ণের পুণ্য, জল, ভূহা এবং ভূগণ্যক্রমে এই চারিটি অপরিবেশ। \* ভারত, নক্ষত্র, নিখ এবং হরি—ইহাদিগের প্রত্যেকেরই নাম, পুণ্যজনকতা, অর্থসাধকতা এবং নামধা চারিটিই অঙ্গমেয়। স্বর্গে ভারতভ্রমণ হয়, পৃথিবীতে ভারতভ্রমণ হয়, পাতালেও ভারতভ্রমণ হয়। সর্বত্রই ভারতের পরমাদর। বিবিধ অর্থ ভারতে, বিবিধ কথা ভারতে, বজ্রধ্বনি ভারতে এবং বর্ষসমূহ ভারতে বর্ধমান। যেমন আহা-অনন্যমন ব্যতীত শরীরধারণ হয় না, তরুণ ভারত আশ্রয় না করিয়া কোন কথা প্রকৃতিই হয় না। ব্রাহ্মণ, ইন্দিয় বারা বিচরণ করত, রাজ্যে যে পাপলব্ধ করে, প্রাণত্যাগে মহাভারত নাম উচ্চারণ করিলে সে পাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রাহ্মণ ইন্দিয় বারা বিচরণ করত দিবসে যে পাপ করে, রাত্রে মহাভারত নাম উচ্চারণ করিলে, তাহা হইতে মুক্ত হয়। গৃহে ভারতপূজা করিবে, ভারত বরে রাখিবে, পতিভগিনকে ভারত দান করিবে, ভারত ভ্রমণ করিবে এবং ভারত পাঠ করিবে। যে এইরূপ করিবে, সেই উৎকৃষ্ট, সেই জীবানু এবং তাহারই জন্ম লাভক। শত যুগোৎসর্গ, শত পরাজিত, প্রচুর দক্ষিণাসম্পন্ন রাজসূয় বজ্র, অশমেঘ বজ্র, আর দক্ষিণা-সম্মত ভারতভ্রমণ এবং ভারতপাঠ, এই সকল কর্তব্য জ্ঞান এবং পরম্পর প্রতিদ্বন্দ্বি। ভারতের দক্ষিণা আত্মা এবং সর্বস্ব। ভারত পাঠ বা ভ্রমণের পর সর্বস্ব দক্ষিণা দান করিবে, পিতৃমাতৃ-প্রাণেও সর্বস্ব ব্যয় করিবে। গুরুকেও সর্বস্ব দান করিবে। এই সব কর্তব্যের জন্তই সর্বস্ব। ভারতের কল সংক্ষেপে এই ভোমাকে বলিলাম। ভারতের কবচ এক্ষণে বলিতেছি, হে বিপ্র! তাহা ভ্রমণ কর। প্রণব-বাচ্য পরমেশ্বর পরমাত্মা ভগবান্ বাসুদেব এবং জীবকে দান করি। মূল শ্রোতৃপক্ষ রক্ষাকর্তা হউন। বীজ শ্রোতৃপক্ষ, ব্রহ্মক হউন। ইহার ত্রি নারায়ণ, রক্ষা করন। শক্তি নারায়ণ, ব্রহ্মক হউন। বিরাটপক্ষ হুয় আর আর্ধ্যাত্ম দেবতা, ইহারও রক্ষা করন। প্রমাণ ভদ্রবদ্বীতা এবং শক্তিমান্ ভীষ্ম রক্ষা করন। শ্রোতৃপক্ষ প্রতিপাদ্য, কর্ণপক্ষ অর্ধ, তাহারও ব্রহ্মক হউন। শ্রোতৃপক্ষ সিদ্ধান্ত, সেই শ্রোতৃপক্ষ আর কর্তা বদাদি ব্রহ্মক হউন। প্রয়োজন শান্তিপক্ষ, স্বরূপ অশমেঘ পক্ষ, জেয় লক্ষণ ও লয় স্বরূপ অস্ত পক্ষ সকল আমাকে রক্ষা করন। আচর্য্যীয় অমৃত শেবপক্ষ আমাকে রক্ষা করন। এই কবচ ধারণ করিয়া উত্তম ভারত রচনা কর। এই কবচ হইতেও

\* অর্থাৎ ভারতের পুণ্য অপরিবেশ; "ভারতের" কি না ভারত-পাঠের। সমুদ্রের জল অপরিবেশ। সূর্যের গৃহ অপরিবেশ এবং বিহুর ভূগণ্য অপরিবেশ।

ভারতের কল হইল। হে ব্যাস ! নবাতন-কাব্য-বীজ রামায়ণ পাঠ কর। সকল পুরাণের জন্ম এইরূপ জানিবে। অষ্টাদশ পুরাণ অষ্টাদশ ভক্ত। আর অষ্টাদশ উপ-পুরাণও অষ্টাদশ ভক্ত। হে মুনে ! মহাপুরাণের মধ্যে ঐশ্বভাগবত যেমন উত্তম, উপ-পুরাণের মধ্যে বৃহৎসপ্তপুরাণও সেইরূপ। হে মুনে ! এই ছুইটীই বিবিধ পুরাণ প্রদান কর। অত্র সকল পুরাণ, মূল ইত্যাদি। তুমি সকল পুরাণ এবং মহাভারত রচনা কর। দেই সব পুরাণেও মহাভারতে রামচরিত্র দেখানে থাকিবে, সেখানে আমার কবিত্বশক্তি থাকিবে। হে ব্যাস ! এইরূপ, ব্রহ্মার কথা আমি প্রতিপালন করিব। অত্র মুনিগণের মধ্যে, যিনি (শ্লোক দ্বারা প্রহসিত করিতে না পারিলেও) প্রহসংগ্রহ অর্থাৎ প্রহসের ভাব সম্বলন করিবেন, তিনিই কৃতী। দেবী কহিলেন, ব্যাস, তখন আদিকবি গুরু বান্দীকির এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া, তাঁহাকে সমস্ত করিলেন। ব্যাস বলিলেন, মহর্ষে ! আমার পক্ষে রামায়ণ অধ্যয়ন হির করাতেই আমি মহামতি কবি হইলাম এবং কৃতার্ক হইলাম, আপনি আমার অন্তঃকরণ প্রশন্ন করিলেন। হে মহামুনে ! আপনার প্রদানে আমি মহাভারত ও পুরাণ রচনা করিব এবং বর্ষ কীর্তন করিব। দেবী বলিলেন, ব্যাস, যখনই রামায়ণ পড়িয়া সুব্যবহিত হইলেন, তখনই তিনি ভারতাদির মূর্তি সম্যকরূপে দেখিতে পাইলেন। হে সখি ! মুনি তখন, বৃহৎসপ্ত পুরাণ, ভারত ও সর্ব প্রকার সংহিতার মূর্তি সম্যকরূপে দেখিলেন। ভারত পুরাণ সমস্তই মূর্তিমায় হইয়া সেই মুনিশ্রেষ্ঠত্বকে প্রণাম পূর্বক তথায় অন্তর্হিত হইলেন। ব্যাস, মুনিগণ-সমস্তবিবাহারে বদরিকাশ্রমে গেলেন। হে সখীস্বর ! তোমরা বাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা তোমাদিগকে এই বলিলাম, এক্ষণে এস, মহেশ্বর ঘরে আসেন, আমরাও তথায় বাই। ব্যাস বলিলেন, হে জাবালে। পার্শ্বভী দেবীর কথাশ্রবণে জরা বিজয়ার মন অতি প্রফুল্ল, বদন প্রফুল্ল এবং শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছিল ; দেবী, গঙ্গার নিকটবর্তী হানি হইতে, আপনার সহিত তাঁহাদিগকে নিবিবর কৈলাসে লইয়া গেলেন। এ সব আমি সাক্ষাৎ অবলোকন করিয়াছি। ইহার পর কি বলিব ?

জিৎশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

পূর্বখণ্ড সমাপ্ত ।

## মধ্যখণ্ড ।

### প্রথম অধ্যায় ।

জাবালি কহিলেন, হে ঠুরো ! আপনি যে রক্ষাণী ও তদীয় নবীস্বরের পরম্পর কথোপকথন বর্ণন করিলেন, তদ্বাধ্য যে সমুদয় জলাশয়ের মধ্যে প্রেষ্ঠ পুণ্যভূম গঙ্গার নানোন্মেষ করিয়াছেন, তিনি কে ? তাঁহার প্রভাব কি প্রকার ? কোথা হইতে তাঁহার উৎপত্তি ? কি প্রকারে তিনি হিমালয়ের কস্তারূপে উৎপন্ন হন এবং কি জগৎ বা জন-রূপিণী হইয়া ভূতলে অবতরণ করিয়াছিলেন ? তৎসমুদয় আশার নিকটীকর্তন করুন ।

ব্যালদেব কহিলেন, হে জাবালে । তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ে শুক-জৈমিনিসংবাদ নামক পুরাতন এক ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্বে একদা শুকনামক কোন মুনি, আত্মশিষ্য জৈমিনিকে নিখিলশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া গঙ্গাতীরে গমনার্থ আদেশ করিলে, তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, ভগবান্ জৈমিনিও আশ্চর্যকরক সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করায় মুনিবর শুকও কৃপাবিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে জৈমিনে ! পূর্বে এই জনং কেবল শূদ্রময় ও অন্ধকারপূর্ণ ছিল । চন্দ্র-সূর্যাদি গ্রহসং ও স্বাশ্বর-জঙ্গমাঙ্ক কোন পার্থক্যই ছিল না, তৎকালে কেবলমাত্র প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ই বিদ্যমান ছিলেন, তৃতীয় বস্তু কিছুই ছিল না । অনন্তর কৈবল্যসংস্থিত পুরুষের স্বষ্টিবাসনা হইবামাত্র প্রকৃতিযোগে এক ব্রহ্মই ত্রিধা বিভক্ত হন । প্রকৃতিসত্ত্ব সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় হইতেই পুরুষত্রয় উৎপন্ন হইলেন, তাহাদিগের নাম শ্রবণ কর । প্রথম সাত্বিক, দ্বিতীয় রাজস ও তৃতীয় তামস । পরে দেবী প্রকৃতি, পুরুষকে গুণত্রয়ে ত্রিধা বিভক্ত দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহাদিগের মধ্যে কে আমাকে গ্রহণ করিবেন ? সেই পুরুষত্রয়ের উপকারিণী দেবী প্রকৃতি এইরূপ চিন্তা করিয়া অস্বীকার পরমব্রহ্মরূপ ধারণ পূর্বক অদ্বৈত জলের স্বষ্টি করত তাহাতে রস যোজনা করিলেন । বাহারা স্বষ্টিবিষয়ে অনতিজ্ঞ, উক্ত প্রকৃতিই তাহাদিগের অভিজ্ঞাধরূপিণী । অতঃপর প্রকৃতি, পুরুষকলের ধারণপূর্বক সেই জলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন বলিয়া, নারায়ণ নামে সেই মূর্তি প্রসিদ্ধ হইল, কারণ, নারায়ণে জল ও অন্নম শব্দে স্থান, সূত্রসং জলই তাঁহার আবাস-স্থান হইল বলিয়া, নারায়ণ নাম হইল । অনন্তর দেবী প্রকৃতি, সেই সাত্বিকাদি পুরুষ-ত্রয়কে পরীক্ষা করিলে তাহারা বাসস্থান না পাইয়া সলিল মধ্যে ভ্রমণ করত চিন্তাবিত হইলেন । পরে “তোমরা সকলে ভগবান্ কর” এইরূপ আকাশবাণী শুনিত পাইলেন । সেই সময় জলরাশি শুকীভূত হইল । অতঃপর তাহারা আত্মসমিবেশ করত ভগবান্ চরণে প্রবৃত্ত হইলেন । পরে ভগবতী প্রকৃতি, তাহাদিগকে ভগোনিবিষ্ট দেখিয়া পরীক্ষ

উপাযোগ্যত্বান পূরক শব্দরূপ ধারণ করিয়া সেই জনরাশিতে ভাসমান হইতে থাকিলেন। তাঁহার অঙ্গ সকল বিকৃত, ছিন্নভিন্ন এবং কৃমিগর্ভে পরিণাম্য। তদীয় দেহ হইতে কেশজাল ও মাংসবদাধি গলিত হইতেছে। সেই বীভৎসরূপিণী শব্দরূপা প্রকৃতি এইরূপে ভাসমান হইয়া প্রথমে সাত্বিকপুরুষের নিকট গমন করিলে সাত্বিক বিমুগ্ধ হইয়া পূর্বদিকে মুগ্ধপরিবর্তন করিলেন। অনন্তর, শব্দরূপা প্রকৃতি তাঁহার পূর্বদিকে গমন করিলে সাত্বিক উত্তরাস্ত্র হইলেন, পরে প্রকৃতি উত্তরদিকে বাইলে তিনি পশ্চিমাস্ত্র হইলেন। তৎপরে প্রকৃতি পুনরায় পশ্চিমদিকস্থিত হইলে তিনি দক্ষিণদিকে মুগ্ধ কিরায়লেন। সাত্বিক এইরূপে চতুর্দিক হইয়াও নিয়তি লাভ করিতে না পারায়, পলায়ন করিতে বাসনা করিলে প্রকৃতি তাঁহাকে পরিভ্রাণ করিলেন। প্রকৃতিকে দেখিয়া সাত্বিকের মুগ্ধত্ব বৃদ্ধি পাইল বলিয়া তিনি ভগবতি ব্রহ্মা নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। অনন্তর ভগবতী প্রকৃতি তাঁহাকে সাত্বিক ভাবের অতিভাবক রাজসভাব দান করিয়া এবং রক্তবর্ণ ও বহিষ্কর্তা করিয়া সেই স্থান হইতে নির্গত হইলেন। পরে শব্দরূপা-প্রকৃতি রাজসপুরুষের সমীপবর্তিনী হইলে, তিনি মনোবিকার বশতঃ মহলনীধ মহলচক্ষুঃ ও মহলপাদ হইয়া দশ দিক্ পরিভ্রাণ করিলেন বলিয়া তিনি বিহু নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন এবং স্নেহ নিমীলন করিয়া জনমধ্যে শমন করিতে লাগিলেন, তখন প্রকৃতি তাঁহার ভাদ্র তাব-দর্শনে তাঁহাকে রাজসভাবের অতিভাবক সাত্বিকভাব প্রদানপূরক তুর্য্য ও পালক করিয়া সেই স্থান হইতে নির্গত হইলেন। পরে সেই শব্দরূপিণী প্রকৃতি তামস-পুরুষের নিকটবর্তিনী হইলেন, কিন্তু তাঁহার সমাধি-ভঙ্গ করিতে অসমর্থ হইয়া গন্ধবাচ বায়ুর বশিষ্ট করিলেন। যে জৈমিনে। তৎক্ষণাৎ সেই বায়ু তাঁহার শরীর হইতে পুতিগন্ধি পরমাণু সকল লক্ষ্যলিত করত তামস-পুরুষের নানারঞ্জে সংযোজন করিতে আরম্ভ করিলে তদ্বৎসে তাঁহার সমাধি-ভঙ্গ হইল। অনন্তর তামস জাম্ব-সংশ্লিষ্ট বিকৃতাকার শব্দ-দর্শনকর দ্বারা তাহা ধারণ করিয়া তদীয় বক্ষঃস্থলে উপবেশনপূরক সমাধি অবলম্বন করিলেন। তখন আত্মা শক্তি দেহী পরমা-প্রকৃতি সেই তামস-পুরুষকে পরম শিবদয় প্রভুত্ব শিব-নামের ঘোষণা জামিয়া মনে মনে তাহাকে আশ্রয় করিলেন। এদিকে ভগবান্ শিবও শব্দোপরি আরোহণপূরক মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া তাহাকে মূলপ্রকৃতি বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ অজুর্ভ-পরিমিত লিঙ্গরূপ ধারণ করিলেন। তখন শব্দরূপিণী দেবী প্রকৃতি মহেশ্বরকে লিঙ্গরূপী দেখিয়া স্রম্ণ বোমিরূপ ধারণপূরক স্বীয় ত্রিকোণ মতলাকারে লিঙ্গ হাপন করত মাহেশ্বরী প্রজাবস্তির জন্ত জনমধ্যে বিমগ্ন হইলেন। যে বিজ্ঞ। বাবংকাল পর্য্যন্ত প্রকৃতি ও পুরুষের ঐ লিঙ্গ জনমধ্যে থাকিবে, ভাবংকালই মাহেশ্বরী বশিষ্ট, উহারের ঘোষণা হইলেই প্রলয় উপস্থিত হইবে জানিও। এই নিমিত্তই বোমি সাক্ষাৎ ভগবতী ও শিব সাক্ষাৎ মহেশ্বর স্বরূপ। উহীদের পূজা করিলেই লক্ষ্য স্বরূপের পূজা করা হয়। বোমি ও লিঙ্গপূজার অস্তাব বস্তুই সিংসংঘ

স্বীকৃতি হইবে। যে ব্যক্তি উক্ত লিঙ্গপূজা না করিয়া ভোজন করে, তাহার বিবিধ  
অভীষ্ট বিলুপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে লিঙ্গ জলময় হইলে দেবী প্রকৃতি শবরূপে  
পরিচ্যাপ্তপূরক আর্ধ-সাদমার্ধ ভগবান্ শিবকে ত্রিগুণময় স্থলমুষ্টি ধারণ করাইলেন।  
এক গুণে সৃষ্টি ও এক গুণে পালনকার্য্য হইয়া থাকে; কিন্তু হে জৈমিনে! গুণত্রয়  
ব্যতীত কখন সংহারসাধন হইতে পারে না। এই জগ্গই নীললোহিত, ত্রিদেহ, শুক্লবর্ণ,  
মহর্ষীপাকারক, ভগবান্ শিব ত্রিগুণময়রূপে বিরাজ করিতেছেন। এদিকে পূরকভা  
ব্রহ্ম-বিস্কৃ দেবী-প্রকৃতির অদর্শনে ব্যাকুল-চিত্তে নিরাশ্রয় হইয়া জন্ম করিতে লাগিলেন।  
পরে প্রকৃতি তাঁহাদিগের ব্যাকুলতা দেখিয়া আপনাকে দর্শন দিলেন। ভগ্ন ব্রহ্ম-বিস্কৃ  
নিরাকারা জ্যোতিঃস্বরূপী ভগবতী প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ করত স্তব করিতে লাগিলেন।  
কহিলেন, হে দেবি! তুমি নিরাকারী সনাতনী মূল-প্রকৃতি, মহাদেবি বোড়ন-ভক্ত  
তোমারই বিকার। আমরা তোমারই অধীন, অতএব কি জন্ত আমরাগিকে পরিচ্যাপ্ত  
পূরক কেবল শবরূপেই আশ্রয় করিলেন? শুক কহিলেন, নিরাকারী প্রকৃতি  
ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর ভাদৃশ বাক্য শ্রবণে শবরূপে সমাপন করিয়া সকলকেই কহিলেন,  
স্বয়ং রক্তঃ ভগ্নঃ মদীয় এই গুণত্রয়ই জগতের ঈশ্বর, অর্থাৎ উহা হইতেই সৃষ্টি  
স্থিতি লয় হইয়া থাকে; তোমরা ঐ তিন গুণ হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছ;  
সুতরাং এরূপ বোধ করিও না যে, আমি তোমাদিগের উভয়কে পরিচ্যাপ্ত  
করিলাম। তোমরা যেমন গুণত্রয়ভেদে মুষ্টিত্রয় ধারণ করিয়াছ, আমাকেও  
সেইরূপ বিবিধ মুষ্টি জানিবে। আমিও পঞ্চভাগে বিভক্ত হইব। একগুণে  
চতুর্দশ ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হউন এবং সত্ত্বমুষ্টি সনাতন ভগবান্ নারায়ণ  
পালন কার্য্যে নিযুক্ত থাকুন, পরে ত্রিগুণময় শিব, প্রলয় করিবেন। ব্রহ্মা স্বাবর ও  
জন্ম উত্তরবিধ প্রজাব্রজন করুন এবং প্রজাবৃদ্ধির জন্ত মাননী সৃষ্টি করিতেও প্রবৃত্ত  
হউন। আর আমরাও জী-পুরুষভেদে বিবিধ জনমের সৃষ্টি করিব, তাহা হইলেই  
প্রজা পরিপূর্ণ হইবে। আমি জীরাণ এবং শবর পুরুষরূপে উৎপন্ন হইবেন, একজ  
মাহেশ্বরী প্রজা লিপ্যাক ও ভগ্নাকারপে বিবিধা হইবে। এই প্রজাবৃদ্ধির নিমিত্তই  
ভগবিন্দ লিঙ্গ জল মধ্যে বিরাজমান হইল। ঐ ভগলিঙ্গ হইতেই জন্ম প্রজাপুঞ্জ  
পরিচ্যাপ্ত হইবে। আমি গঙ্গা, হুর্ণী, সাবিত্রী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী; এই পঞ্চ প্রকার  
জীমূর্তিতে তোমাদিগের সকলকেই প্রাপ্ত হইব। দেবতাদিগের মধ্যে প্রধান উক্ত  
পঞ্চ প্রকার প্রকৃতিরূপে উৎপন্ন হইয়া পুনরায় আমরা সকলেই ব্রহ্মসৃষ্টিতে নানারূপে  
প্রাহুর্ভূত হইব। একগুণে তোমরা সত্যদি-গুণকার্য্যে যত্ববান্ হও। নিরাকারী নিঃস্রব  
দেবী প্রকৃতি, এইরূপে কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু মাহেশ্বরও নিজ নিজ  
কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

## দ্বিতীয় অধ্যায় ।

শুক কহিলেন, অনন্তর তুতভাবন পূর্ণপুরুষ বিষ্ণু, সম্বৎসর আশ্রয় পূরক মলিলোপরি শয়ন করিলে তদীয় নাভিদেশ হইতে এক পদ্ম সমুদ্ভূত হইল । হে বিজ্ঞোত্তম ! পরে ভগবান্ ব্রহ্মা সৃষ্টিবাসনায় মলিলোপরি বহুধা জমণ করিতে করিতে সেই পদ্মকে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং সেই মহাপদ্মে অবস্থানপূরক সৃষ্টি করিতে সমুদ্যত হইয়া অগ্রে দশ, দ্বাদশ ও ত্রিংশতি কাল যজ্ঞ করিলেন । অতঃপর কাল হইতে মহত্ত্ব, মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চভুতমাত্র এবং পঞ্চভুতমাত্র হইতে ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুত ও বায়ম এই পঞ্চভূত ও পঞ্চভূত হইতে পঞ্চভূতমাত্র যজ্ঞ করিয়া উৎপাদন-ক্রমে ক্ষিতিকে গন্ধের, জলকে রসের, তেজকে রূপের, বায়ুকে স্পর্শের ও আকাশকে শব্দের আশ্রয় করিলেন । অতঃপর পঞ্চভূত দ্বারা দেহ ও পঞ্চভুতমাত্র দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল সৃষ্ট হইলে, পরম পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণু জীবরূপে দেহের অধিষ্ঠাতা হইলেন এবং প্রকৃতি কর্তৃক অবলোকিত হইয়া অহং মম ইত্যাদি মানাকারে বিরাজ করিতে লাগিলেন । প্রকৃতি তিন প্রকার, বিদ্যা ও অবিদ্যায় ; উক্ত বিদ্যাই গন্ধাদি পঞ্চমুখিতে উপন্ন হইয়াছেন, ইহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে । আর যে অবিদ্যায়ের কথা বলিলাম, তাহার একের নাম মায়ী ও অপর একের নাম পরমী । মায়ী, পরমী ও জীবের আনন্দিক শক্তি । জীব, সাক্ষাৎ পরমপুরুষ নারায়ণ বিষ্ণু হইলেও মায়ীর আনন্দ বলিয়া পরমাকে সম্বর্শন করিতে সমর্থ নহেন । উপাস্তাদি দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলেই তাঁহার প্রদানে জীব তাঁহাকে সম্বর্শন পূরক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । অনন্তর ব্রহ্মা বসিষ্ঠ, অত্রি, অঙ্গিরাস, পুলস্ত্য, পুলহ, জহু, ভৃগু, দক্ষ, নারদ ও কর্দ্দম এই দশ মানস পুত্র উৎপাদন করিলে তাঁহারা স্বীয় পিতা ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! কি নিমিত্ত আমাদিগকে যজ্ঞ করিলেন ? তখন ব্রহ্মা বলিলেন, পুত্রগণ ! তোমরা প্রজা উৎপাদন কর । তাঁহারা ব্রহ্মার তথাকী জবাবে আমরা এ বিষয়ে অক্ষম বলিয়া সকলেই উপস্থায় মনোনিবেশ করিলেন । হে বিজ্ঞোত্তম ! পরে ব্রহ্মা, প্রজাবৃদ্ধির জন্য স্বীয় শরীর বিধা বিভক্ত করিলে বামার্দ্ধ হইতে শতরূপা নামে চারুঙ্গিণী এক রমণী ও দক্ষিণার্দ্ধ হইতে সায়ম্ভুব মমু নামে এক পুরুষ সমুৎপন্ন হইল । তৎপরে ব্রহ্মা সৃষ্টির নিমিত্ত, দ্বন্দ্ব হইতে কন্যার সৃষ্টি করিলেন । তখন মৈথুনমধ্যে বহুল প্রজা বৃদ্ধি হইতে লাগিল । উক্ত সায়ম্ভুব মমুর ঔরসে শতরূপার গর্ভে শ্রিয়ব্রত ও উত্তান পানদানে দুই পুত্র এবং আকৃতি, দেবহুতি ও প্রকৃতি নামে তিন কন্যা উৎপন্ন হয় । হে বিজ্ঞম্বর ! ঐ সময় ভগবান্ বিষ্ণু, প্রজাপতির অবস্থানার্থ শূকররূপ ধারণ করিয়া রণাভল হইতে প্রজাপারণকারিণী ধরিজীকে উদ্ধার করিলেন । অনন্তর সায়ম্ভুব মমু, রুচির হস্তে আকৃতি, কর্দ্দমের করে দেবহুতি ও বন্ধের করে প্রকৃতিকে সম্বর্শন

করিলেন। পরে কর্ণম, দেবহুতির গর্ভে বহন পুত্র এবং রুচি আকৃতির গর্ভে বলিষ্ঠ-পত্নী অরুহতী প্রভৃতি স্নানকণাক্রান্ত কস্তাগণকে উৎপাদন করেন। এক্ষণে সন্দের সন্তানের কথা শ্রবণ কর। তিনিও প্রহৃতির গর্ভে অনেকগুলি কস্তা উৎপাদন করিয়া বাহানাদী কস্তাকে অধির হস্তে, নভীকে শবরের কপরে এবং কস্তপহস্তে অদ্বিতি, দ্বিতি, দমু, কাঠী, অরিষ্টা, সুরমা, তিমি, মূনি, কোণশা, ভাস্মা, বিনতা, কজ ও ভানুমতী এই জ্যোতিষশীল কস্তা দান করেন। হে বিজ্ঞাত্তম জৈমিনে! এক্ষণে উহাদের অপভাগণের বিবরণ শ্রবণ কর। অদ্বিতির গর্ভে সূর্য্য উৎপন্ন হন এবং সূর্য্য হইতে মনু ও মনু হইতে পবিত্র মহাবৃক্ষ্যবংশের উদ্ভব হইয়াছে। দ্বিতির গর্ভে দৈত্যগণ, দমুর গর্ভে দানবনিচর, কাঠীর গর্ভে অবাদি পশু, অরিষ্টার গর্ভে মহীকহজাতি, সুরমার গর্ভে পক্ষ্মপশু, তিমির গর্ভে কৃষ্ণীর মৎস্তাদি জলচর এবং মূনির গর্ভে গো-মহিষাদি জগৎপ্রহণ করিয়াছে। অত্রি-পত্নী কর্ণিমীর গর্ভে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মক বহু, ভূরীমা ও চন্দ্র নামে তিন পুত্র হয়। পরে চন্দ্র হইতে বৃধ ও বৃধ হইতে পুরুষা এবং পুরুষা হইতে ক্রমে পরম পবিত্র চন্দ্রবংশের উৎপত্তি হইয়াছে। উক্ত মানবী সন্তিতে সুর, অসুর, মর, পশু, পক্ষী, ক্রম ও লভাদি নিখিল পদার্থই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রভেদে চারি জাতি। অনন্তর লক্ষ্মা নামে ব্রহ্মার এক মানসী কস্তা হয়, পরে ব্রহ্মা তাঁহার রূপ-লাবণ্য দর্শনে কাম-পীড়িত হইয়া তাঁহার সহিত নহনাস-বাসনা করেন। অতঃপর প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যাক্রমে ভেদে তাঁহাকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া স্বীয় কলেশ্বর পরিভ্রমণ করার ভাষা হইতে নীহারের উৎপত্তি হয়। অনন্তর ব্রহ্মা পুনরায় দেহধারণ পূর্ব্বক কামের প্রীতি নাতিশয় ক্রোধ করায় সেই ক্রোধ হইতে কামবিশাশার্ক কোটিসূর্যাসনপ্রভ ভীষ্মমূর্ত্তি মহাক্ষয় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নীলমোহিত, ত্রিনেত্র, জটিল এবং যেন সমুদ্র জগৎকে গ্রাস করিতে ইচ্ছুক। ব্রহ্মা দেখিলেন, তিনি কখন পঞ্চবক্ত, কখন ত্রিবক্ত, কখন একবক্ত ও কখন বা চতুর্বক্ত হইতেছেন। তৎকালে তিনি নরন সূর্ণিত করত ঘন ঘন প্রবল নিশাস পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ভীষণ ক্রোধের সহিত ভীষ্মরবে কেবল নারয় শাসন ইত্যাদি বাক্য উল্লীরণ করিতে করিতে চতুর্দিকে ধাবমান হইতেছেন। তখন ব্রহ্মা সেই বিকটদন্ত মহাক্ষয়ের তাদৃশ ভাব দর্শনে ভীত হইয়া তাঁহাকে একাদশ ধাতুে বিভক্ত করিলেন, তাহাতেই একাদশ রত্নের উৎপত্তি। অনন্তর তাহাদিগকে পূর্ব্বের ভ্রাম্যই সৃষ্টিলোপকর উগ্ররূপ দর্শন করিয়া তগবান্ ব্রহ্মা, ভয়বিহ্বলহৃদয়ে দক্ষকে বাহ্যদান পূর্ব্বক কহিলেন, হে বৎস! হে মহাভাগ! আমার কথা শ্রবণ কর, ইহার। আমার জ্ঞাতা, অতএব ইহাদিগকে স্বীয় বশে আনায়েন কর, দেখিও যেন আমাকে গ্রাস না করে। তখন পিতৃহিতাকাজী দক্ষ, ব্রহ্মার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহানরবলে ঐপ্রবিধের সর্পগণকে বেল্লগ বশীভূত করা দায় স্বয়ং নিজেগণবলে তাহাদিগকে সেইরূপ শবদী করিলেন। বিধাতা, এই প্রকারে রত্নগণকে উৎপাদন করিয়া ক্রোধ পরিভ্রমণ



করিলেন। কল কথা, কোথ নিজ আগ্রেরই অহিতকারী, এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণগণে কোথ পরিচয়্য করা কর্তব্য। রত্নভয়ে রত্নার পরীয়ে যে বিকৃতি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই সহস্র সহস্র বক্ষ, বাক্সন ও ক্রমে গন্ধর্ব্বগণের উৎপত্তি হয়। বহুবিকর্তা সনাতন রত্না এইরূপে স্বজন করিলে ভগবান্ বিহুও খেচ্ছাম্‌নারে পালন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

### তৃতীয় অধ্যায়।

শুক कहিলেন, পূর্বে যে প্রকৃতির বিদ্যা-অংশজ্ঞের মধ্যে বিদ্যার পঞ্চভাগে বিভক্ত হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে বিদ্যার অর্ধাংশে দাক্ষায়ণী, তৃতীয় অংশে সাবিজী এবং চতুর্থাংশে লক্ষ্মী ও রসমতী প্রাক্কৃত হইয়াছেন। হে বিজ! এ দ্বৌ দাক্ষায়ণী সতী, পিতৃযজ্ঞে শিবনিদ্রা শ্রবণ করিয়া দেহভাগ পূর্বক গঙ্গা ও উমাক্ষপে হিমালয় হইতে জন্মগ্রহণ করেন। জৈমিনি कहিলেন, হে ভরো! কি জন্ত দক্ষ, মহেশ্বরকে নিদ্রা করেন ও কি প্রকারে দাক্ষায়ণী দেহভাগ করিয়াছিলেন এবং কি প্রকারেই বা হিমালয় হইতে বিধা হইয়া জন্মলাভ করিয়াছিলেন? আমি যদি আপনায় প্রিয় শিষ্য হই, তাহা হইলে বধাক্রমে তৎসমুদয় বিষয়ণ কৃপা করিয়া আমার নিকট বর্ণন করন। শুক कहিলেন, প্রজাপতি দক্ষ, অমৃগম রূপলাবণ্যবতী সভ্যরূপিণী কনিষ্ঠকন্যা সতীকে বিবাহের বোধ্যা দেখিয়া চিন্তা করিলেন, ইহার উপযুক্ত পাত্র কে হইতে পারে? আমার বিবেচনায় সতী, অমৃগম-সত্যায় অমৃগ বোধ্য পতি লাভ করন। দক্ষ, মনে মনে ঐদৃশ বিবেচনা করিয়া পরম রমণীয় অমৃগম-সতী প্রস্তুত করাইলেন। সেই সভায় শব্দর ব্যতীত অপর সকলকেই নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু সতী যে শব্দকেই পতিরূপে লাভ করিতে বাসনা করিয়া সতত সযত্নে তাঁহার আরাধনা করিতেন, তাহা কেহই জানিতেন না। অনন্তর শুভ সময় উপস্থিত হইলে প্রজাপতি দক্ষ, সেই পরমসুন্দরী সতীকে সভায়লে আদায়ন করাইলেন। তৎকালে তাঁহার রূপদর্শনে ত্রিলোক মুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি উজ্জল-কনকবৎ গৌরবর্ণী, তদীয় পরিধেয় বসন কোটিচন্দ্ৰের ত্রায় মনোহর, কেনপাশ সুগন্ধ কুসুমমালায়-জড়িত এবং ললাটে নিম্নুতিলক বিরাজমান। সেই চান্দলোচনা কৃশোদরী সতী, বধন মালাহস্তে রত্নময় গীঠোপরি অবিষ্টিত হইয়া-ছিলেন, তখন তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া সকলেই জ্ঞানমুগ্ধ হইয়াছিল এবং মনে মনে বিবেচনা করিয়াছিল, যেম, রূপরূপ রত্নাকরে রূপলক্ষ্মী সমুখিতা হইয়াছেন। বস্তুতঃ সতীর রূপ-বর্ণনার বাক্যশক্তিও পরাভব স্বীকার করিয়া থাকেন। দক্ষ

হইলেন, বৎসে ! সতি । এক্ষণে তুমি স্বয়ং দেখিয়া খীর পতি বরণ কর । দেব, মানব, হুনি ঐভূতি সকলেই এই হলে সমাগত হইয়াছেন, ইহাদের মধ্যে বাহ্যকে আপনায় অনুরূপ বিবেচনা হয়, তাহাকেই বরণ কর । বৎসে তুমি জিম্মানা, আপনায় রনজর উন্মোচন করিয়া ( তুমি স্বয়ং বৈরাগ্য সর্কাসমুদয় ) সেইরূপ সর্কাসমুদয় পতি রণ কর । পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া, সত্য সত্যের নিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, তথায় হেথরকে দেখিতে পাইলেন না । সেই শিবশূন্ত সভায়েল তাঁহার মননে শূন্তবোধ হইল । নি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, “পিতা আমার শিবশূন্য হইয়া শিবশূন্ত সভা রিয়াছেন । কিন্তু সেই জিলোচন ব্যতীত আর কে আমার পতি হইবে ? হে ঐশ্বর্য ! হে মহেশ্বর ! আপনি সমাতন, বুদ্ধিস্বরূপ ; বধন এই সভায়েল আপনন করেন নাই, ধন নিষ্ঠাই আমাকে উপেক্ষা করিতেছেন ; কিন্তু নাথ । আপনি জিম্মগতের পতি, পনি তিন্ন আমি আর কাহাকেও বরণ করিব না । আপনায় ঐতি কেহ ঘেব করক না আপনায় শত শত নিন্দা করক, অধিক কি, এ বিষয়ের জন্ত যদি আমার প্রাণ পর্যন্ত বিনষ্ট হয়, তথাপি আপনিই আমার পতি । আপনায় নিন্দাবাক্য কখনও ঘেন আমার করণে পতিত না হয় । বধনই আপনায় নিন্দাবাক্য আমার করণোচর হইবে, তখনই এই দেহ পরিভাগ করিব ; তবে এইমাত্র প্রার্থনা করিতেছি, যেন জন্মান্তরে পুনরায় আপনাকেই প্রাপ্ত হই । হে বিজ্ঞপ্রেষ্ঠ ! দেবী দাক্ষায়ণী মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া “নমঃ শিবায়” বলিয়া জুড়িতলে মালা নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, ঘেব মহেশ্বর ! আপনি সমাতন, তত্ত্বলভ্য এই ভূমিনিক্ষিপ্ত মালা দ্বারা আপনাকে বরণ করিলাম, আপনি আমার পতি হউন । এইরূপ বলিতে বলিতে দেবী দাক্ষায়ণী দেখিতে পাইলেন য, ভগবান্ মহাদেব, কোটিচন্দ্রপ্রভ মুক্তি ধারণ করিয়া সেই ভূতলক্ষিপ্ত মালা ধারণ করিয়া, ভূমি হইতে উখিত হইলেন, তদীয় গলদেশে নিহিত হইয়া মালা অশ্রু শোভা রণ করিয়াছে । তখন দেবী সেই বুঝান্নর মহেশ্বরকে প্রণাম করিলেন । ভগবান্ জিলোচন দাক্ষায়ণীকে আশ্ব-পরিবর্ধন করাইয়া অন্তের অদৃষ্টভাবের অন্তহিত হইলেন । বিশেষতঃ মালাপ্রণাম করিতে দেখিয়া দক্ষ ঐভূতি সকলেই সত্যের নিমিত্ত হাহাকার রিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল, মূর্খে ! তুমি শিবকে পতি পাইয়া কি কৃতকৃত্য হইলে ? দক্ষ বলিলেন, সতি । তুমি আমার কস্তা হইয়া ইন্দ্র, বহি, পিতৃপতি, দেবত, রণ, বায়ু, কুবের, ঐশ্বর্য ঐভূতি সকলকে ত্যাগ করিয়া, অশ্বিনের মূল-ভঙ্গ দ্বারা কঃহলের ভূষণ, এতাদৃশ পতিকে আলিঙ্গন করিবার অভিলাষ করিয়াছিল ? বিব্ রে বোভাঃ । তুমি কিনা এই দুর্ভক্তি সভ্যকে রূপরাশি প্রণাম করিয়াছিল ? অশ্বিনভূমিত ঐতি করিবার জন্তই কি এই মনোহর সুসুন্দরের মালা রাখিয়াছিলি । ব্রাহ্মণ বস্ত্রের মধ্যে বস্ত্রীক রূপবান্, এই সভায়েল সমাহৃত হইয়াছিলেন ; সতি । তুমি আমার লম্বত উল্লস কবারে ভঙ্গনাং করিলি ? তুমি আমার কস্তা না হইলে আমার পক্ষান্ত হইত ;

একণে আমার ওঁরলে জন্মগ্রহণ করিয়া আমার কুলকে দূষিত করিল। বোধ হয়, আমি তোর নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকিব, সেই জন্যই আমাকে ঈদৃশ মনঃকষ্ট প্রদান করিল। তুই শিবের যোগ্যতার বিষয় কিছুই জ্ঞাত নহিন্ এবং আপনার ও আমার সম্মানার্থির বিষয়ও জ্ঞাত নহিন্, তজ্জন্যই শিবকে পতিহে বরণ করিয়া আমাদের সকলকেই শিবভূম্য করিল। তুই কি আমার গৃহে একাদশ রত্নগণকে দেখিন্ নাই? সেই প্রকার অপর কোন রত্নকে তুই পতিহে বরণ করিয়াছিন্। আমার বোধ হয়, তোর কোন দোষ নাই। সেই দুটাই কুমরগণবলে গোপনে আসিয়া তো'কে বন্দীভূত করিয়াছে, ইহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। শুকদেব কহিলেন, এই প্রকার শিবনিদাহ্যচক দক্ষবাক্য শ্রবণ করিয়া মূনিশ্রেষ্ঠ দ্বীতি সভামধ্যে দক্ষকে বলিতে লাগিলেন, হে প্রজাপতে! আপনি কি জন্য সেই রাজীবলোচন শিবের নিদাহ করিতেছেন? তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইহঁরা সকলেই একাত্মা ও সনাতন। আপনি আপনার ভাগ্য বৃদ্ধিতে পারিতেছেন না। আপনার কত্তা সাক্ষাৎপ্রকৃতি এবং শিব সাক্ষাৎ পরমপুরুষ; আপনার দূরদৃষ্টবশতঃ কে শিব এবং কে সতী ইহা জানিতে না পারিয়া কি জন্য শিবনিদাহ-বিষয়ে আপনার বুদ্ধি বাধিত হইয়াছে? দক্ষ বলিলেন, আমি সেই ঋশানবাসী ভিক্ষুক, ভূত-প্রোভাতিপতি শিবকে জানি। তাহার পরিবেশ বস্ত্র বাহু; উন্নতের স্তায় তাহার বাক্য, সে ভূগহীন, বুদ্ধিহীন, রূপহীন বলিয়া (কেবল আবার নিকটে নহে) সমস্ত চরাচরে ঝাড; সে ব্যক্তি কিরূপে আমার কত্তার পাণ্ডি-গ্রহণের যোগ্য? ব্রহ্মা ভূত সকল সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু তাহাদের পালন করেন, এ উভয়েরই ঐশ্বর্য আছে; কিন্তু বল দেখি, তাহার ঐশ্বর্য কিরূপে স্বীকার করিব? তবে এই পর্য্যন্ত বলিতেছি যে, ভিক্ষাদি বিষয়ে তাহার ঐশ্বর্য আছে। দ্বীতি বলিলেন, আপনি বলিলেন যে, শিব ভিক্ষুক এবং ঋশানগ্রিহ; কিন্তু ভিক্ষার্ধিরূপে তাহাকে কি কুজাপি দেখিয়াছেন? কেবল লোকপয়স্পরায় এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনিও সর্বৈশ্বর শিবের নিদাহ করিতেছেন। জগতে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ লোক দৃষ্ট হয়, ইহারা আপার স্তায় দেবগণকেও মনে করে; এইরূপ দেবগণও গর্হিত ব্যক্তির নিকট আপনার গর্হিত ভাব প্রকাশ করেন মাত্র, কিন্তু আপনি জানিবেন যে, বাস্তবিক তাহা নহে। আমি সত্য বলিতেছি, এই শিব সর্বশ্রেষ্ঠ; অতএব ইঁহার নিদাহ করিবেন না। যখন ভুগশালিনী আপনার কত্তা ইঁহাকে বরণ করিয়াছে তখনই বুদ্ধিতে হইবে যে, শিব-সর্বৈশ্বর। দক্ষ বলিলেন, আমি বধম শিবকে তাদৃশ দেব-দেবৈশ্বররূপে দেখিব কিংবা নিশ্চয় জানিতে পারিব, তখন আমার প্রত্যয় হইবে কেবল ভুগমাত্র কীর্তন করিলে কাহারও গুণ দোষ বুদ্ধিতে পারা যায় না। দ্বীতি বলিলেন, তিনি যে প্রকারই হউন না কেন, ইঁহাকে সতী বরণ করিয়াছে, আপনি ইঁহাকে আস্থান করিয়া পূজাপূর্ষক সভাকে সংপ্রদান করুন। দক্ষ বলিলেন, সতী

আমার বিনষ্ট হইয়াছে, কিংবা আমার কষ্টা নহে, সংশ্রুতি ইহাই হির; এই বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সকলেও স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন। হে বিভ্রান্ত ! সত্য শিবলীলে আনন্দিত হইয়া সর্বদা হৃদিত্তে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, অন্তের নিকট অপমান কিংবা সম্মান এ উভয়ই তাঁহার পক্ষে সমান বোধ হইতে লাগিল।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

### চতুর্থ অধ্যায় ।

গুরুদেব কহিলেন, একদা মহেশ্বর সত্যদর্শন-মানসে 'ভিক্ষুরাণী' হইয়া দক্ষালয়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার স্বপ্নদেশে একটি জীর্ণ কুঠা, বায়ুভরে তাহা হইতে ধুলিরাশি নির্গত হইতেছিল। বামহস্তে একটি মুগের ভাণ্ড, ডায়মণ্ড কতকগুলি মুনিমিশ্রিত তণ্ডুল-কণা, দক্ষিণহস্তে একটি জীর্ণ মণ্ড, যাহা তদীয় জীর্ণ দেহভরেও কম্পিত হইতেছিল, তদীয় সর্বদা বলীপণিত এবং মন্তক সর্বদা কম্পমান। ভগবান্ সর্বস্বরূপ, তাঁহার পক্ষে এতাদৃশ আকার ধারণ করা বিচিত্র নহে। মহাদেব এতন্তুত আকার ধারণ করিয়া সেইখানে ভ্রমণ করিতে করিতে সপ্তসখী-পরিবেষ্টিতা সভাকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তিনি সখীদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভোমরা কে ? এবং সমুখে বাহাকে প্রজলিত-সুখপ্রতিমার স্তায় দেখিতেছি, এই সুন্দরীই বা কে ? কি ভক্তই ? ইনি পুরন্দেবীর স্তায় বৃক্ষাক্রমে ভ্রমণ করিতেছেন ? সখীগণ কহিলেন, বৃদ্ধ ! কি বলিব, ইনি প্রজাপতি দক্ষের কন্যা, ইহার নাম সত্যী ; মহাবুদ্ধি প্রজাপতি কন্যার ঈশ্বর রূপলাবণ্য দেখিয়া অসংখ্যের নিমিত্ত সভা করিয়া সমস্ত দেবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু ইনি সমাগত দেবগণকে পরিভ্যাগ করিয়া বয়মাণ্য দ্বারা শত্ৰুকে পতি করিয়াছেন। অবোধ্য পতি বরণ করিয়াছে বলিয়া পিতা ইহার প্রতি বিরক্ত ও ঋণিত হইয়াছেন, আগরের কন্যা হইলেও এখন ইনি পিতার স্নেহদৃষ্টির বহির্ভূত। ইয়াছেন, কিন্তু তথাপি ক্ষণমাত্রও ইহাকে হুঃখিত দেখিতে পাই না ; আপনাকে তর্জ মনে করিয়া সর্বদা আপনায় মূখে আপনিই মগ্ন থাকেন। ইহার এইরূপ ; যদ্বারা পিতা মাতা বহুবর্ষ সকলেই হুঃখিত। বাহা হউক, ইনি শিবকে বরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন নাই। বুদ্ধ, বীণধরের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, সত্যই ইহা হুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। হা হউক, এক্ষণে ইনি পরোক্ষভাবে শিবকে পতিবে বরণ করিয়াছেন শুনিয়াও হুঃখিত হইতে পারেন না, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় ; কেননা এতাদৃশ জীৱন্ত তাঁহার কে দূর্ভাগ। আর এই বালিকারও দূর্ভাগ্য বলিতে হইবে, মতুষ্য যাবতীয় দেব-

## বৃহৎসপ্তপুৰাণ।

গণকে পরিভাষণ করিয়া, শত্ৰুকে বরণ করিবেন কেন? বাহা হটুক, এক্ষণে তোমঃ যদি অনুমতি দাও, তবে আমিই শিবব্রহ্ম হইয়া ইহাকে গ্রহণ করি। অশ্বিনবার শত্ৰুই বা কোথায়, সৰ্গজনদুর্গত এই রাজকন্তাই বা কোথায়? ইহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ কাহারও বোধগম্য নহে। প্রজাপতি ভাষ্যবলে এতাদৃশ রচনানন্দা কন্তা লা করিয়াছেন। শত্ৰু স্ত্রী লইয়া কি করিবেন? আমিই ইহাকে গ্রহণ করিব সৰ্বীর্ণ্য কহিলেন, হে বৃদ্ধ। তুমি যুধি, মতুবা এতাদৃশ অকথনীয় বাক্য বলিবে কেন তুমি ভিক্ষুক, তোমার ইচ্ছার সকল জীর্ণ এবং তোমার শরীরও জীর্ণ; যিনি সমা দেবগণকে পরিভাষণ করিয়াছেন, তিনি কিনা তোমাকে আশ্রয় করিবেন। তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া, তোমাকে যুযুৎ বলিয়া বোধ হইতেছে। যদি বাচিবার ইচ্ছা থাকে, তবে এখান হইতে দূর হইয়া যাও। রত্নমুখী নাম্নী সৰ্বী এইরূপ বলিলে নীলকুন্তলা তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, সৰ্বী রত্নমুখি। এই বৃদ্ধ নামান্ত বৃদ্ধ নহে, ইহাকে নাক্য শিব বলিয়া আমার বোধ হইতেছে, যুধি ইহাকে তিনিতে পায়ে না। সখি! আরও দেব, সতী একদুটে ভিক্ষকের মূখ্যলোকন করিতেছে। দেবগণের চরিত্র কেহ বুঝিতে পারে না, পতিত ব্যক্তিও তাঁহাদের মায়ার মুক্ত হন। রত্নমুখী বলিলেন, সতীও যেমন, তুমিও তেমনি; তোমাদের উভয়ের মতি বিভিন্ন নহে। এযাকি বৃদ্ধই হটুক, আর মহেশই হটুক, আমার তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই নীলকুন্তলা কহিলেন, আমি ইহাকে বিবেচনায় সনাতন, শিব বলিয়া জানিতে পারিয়াছি তুমি এ বিষয়ে যুধি এবং দক্ষও যুধিপ্রের্ত, অচিরে তাহাকে শিবনিদার প্রতিকূল ভোগ করিতে হইবে। যুধি। তুমি কি ইহাই মনে করিয়াছ যে, এই সৰ্গভূষণালিনী দক্ষ কন্তা সতী অনাপত্তির হস্তে পতিত হইবে? এ বিষয়ে যে বাহাই মনে দক্ষ না কিছ আমি হির জানিয়াছি যে, ইচ্ছাদি দেবগণ বাহার পাদপদ্ম সেবা করেন, অলক্ষ্যস্বরূপ ভগবান্ মহেশ্বরই ইহার পতি হইয়াছেন। রত্নমুখী বলিলেন, হে নী কুন্তলে! তুমি মহায়ুধি আর অধিক বাক্যব্যয় করিবার আবশ্যক নাই, যুধির ও তোমার বুদ্ধি, আর তুমি বেরূপ শিবভক্তি দেখাইতেছ, তাহাতে তোমার হওয়াই উচিত, তাহা হইলে মহাদেব তোমার উপর আরোহণ করিয়া জমণ করিবে নীলকুন্তলা বলিলেন, তাই হটুক, ইহা অপেক্ষা আর অধিক ভাণ্ড কি আছে? আ শিবের বাহন হইলাম, সৰ্গদা শিব ও শিবাকে যথেষ্টাক্রমে নিরাক্ষণ করিয়া কৃত হইব। এই কথা বলিতে বলিতে সেই নীলকুন্তলা ব্রহ্মরূপ ধারণ করিলেন এবং মহা তৎক্ষণাৎ স্বরূপ ধারণ করিয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন। তৎকালে আকাশে জয়ধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। এই সময়ে দক্ষের দগর মধ্যে "সতীপতি আনিয়া বসিয়া মহান্ কোলাহল হইতে লাগিল; কিছ মহেশ্বর অন্তহিত হইলেন। তখন সকা "শত্ৰু কোথায়, শত্ৰু কোথায়" বলিতে লাগিল। কেহ বলিতে লাগিল, "এইমাত্র শ

বারুট হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন,” কেহ বলিতে লাগিল “শুভ্র অশ্বকের ভবনে  
 দিয়াছেন।” লোকপ্রেষ্ঠ ভগবান্ মহেশ্বর এইরূপে বিচরণ করিতে লাগিলেন, সেই  
 ব্রহ্মদেব জগৎপতিক কেহ দেখিতে পাইল না। নন্দী নামক তর্কিকপ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তি  
 উদ্ভূতঃ অবেষণ করিয়া পরিশেষে পুরবহির্ভাগে মহাদেবকে দেখিতে পাইলেন। নন্দী  
 বলিলেন, তিনি পরম দুর্জয়, সুবিত এবং জীর্ণ শাস্ত্রভাবে শয়ন করিয়া আছেন। বলি-  
 র্ত্ত তদীয় গুরু ব্রহ্ম, তৎপার্শ্বে বিচরণ করিতেছে। মহাবুদ্ধি নন্দী তাঁহাকে এতদবস্থা  
 বিদ্যাও মহেশ্বর বলিয়া হিত করিলেন এবং তাঁহাকে ভক্তিভাবে ‘নমো মহেশায়’ বলিয়া  
 গায় করিলেন। বুদ্ধ বলিলেন, আমি বুদ্ধ, কি কল্প আমাকে “নমো মহেশায়” বলিয়া  
 গায় করিতেছে? আমি লোকের উপদ্রব সহ করিতে না পারিয়া এই নির্জন স্থানে  
 হইছি। নন্দী বলিলেন, আপনি ছদ্মবেশী; বুদ্ধরূপী হইলেও আপনাকে আমি সাক্ষাৎ  
 হেথর বলিয়া জানিতে পারিয়াছি? আপনি কি নির্মিত বুদ্ধবেশে আগমন করিয়া লোক  
 লকে বিভ্রম করিতেছেন; আমি দক্ষের অমৃত, নাম নন্দী, আমি বিদ্যা  
 ঠিক শিষ্য তাঁহার নিকটে আপনাদি প্রভাব জ্ঞাত আছি। বুদ্ধ বলিলেন, বল দেখি,  
 প্রমাণ দ্বারা আমাকে শিব বলিয়া জানিতে পারিয়াছ এবং হে মহামতে! আমার  
 ব্রহ্মণের জন্ত তোমার কীদৃশ বুদ্ধির উদয় হইয়াছে? নন্দী বলিলেন, ভগবান্। আপনি  
 কায়দী পতি সাক্ষাৎ শিব, বুদ্ধরূপে এখানে আসিয়াছেন, ইহা আমি তবৎপ্রদত্ত  
 স্বপ্নেই জানিতে পারিয়াছি। শুকদেব কহিলেন, নন্দীর এই কথা শ্রবণ করিয়া শত্ৰু  
 বেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় কোটিচক্ষু-সদৃশ মূর্তি ধারণ করিয়া ব্রহ্মোপরি আরোহণ  
 রিলেন। তখন নন্দী স্তব করিতে লাগিলেন, হে মহেশ্বর! আপনাদি চরণে প্রণাম  
 রিতেছি। হে ত্রিমোচন! আপনি ভাস্কর্যমূর্তি ধারণ করিয়াছেন, আপনাদি অঙ্গ-  
 গা শঙ্কর-চক্ষুকাণ্ডিকে দূরীভূত করিয়াছেন। আপনি ত্রিভুগধারী, যোগিনগণের  
 গা প্রেষ্ঠ এবং সত্যপতি। আপনি ধরাধরশাসী এবং জগতের কর্ত্তা ও সংহারক,  
 পনাকে প্রণাম করি। আপনি প্রকৃতিসত্ত্ব গুণত্রয় ধারণ করিয়া, ব্রহ্ম বিষ্ণু ও  
 শরণ ধারণ করিয়াছেন। স্বয়ম্ভু, প্রকৃতি কর্ত্তৃক বনীকৃত হইয়াছেন, কিন্তু আপনি  
 ই প্রকৃতিকেও বনীভূত করিয়াছেন; যেহেতু প্রকৃতিরূপিনী সত্যী আপনাদিই অবেষণ  
 তেছেন। এই শরীরনামক পুরমধ্যে যে পুরুষ বাস করিতেছেন, তিনি স্বভাবতই  
 হইলেও প্রকৃতির কর্ত্তৃক অসুসারে কৃত্যমায় যে পুরুষ আমি, আমার, আমি  
 তেছি, আমি ধারণ করিতেছি, ইত্যাদি ভ্রমশীল এবং যিনি নির্গুণ অথচ স্বেচ্ছা-  
 পরহিত, লব্ধ প্রকাশরূপ প্রকৃতিসত্ত্ব সত্যনামক গুণ ধারণ করেন, আপনি সেই  
 গা ও পরমাত্মাধরূপ পুরুষস্বরূপ। আপনি শেখকারক, স্বয়ম্ভু, শেখরী, শিব, হর,  
 তন, মহেশ্বর এবং পুরাণ পুরুষ। আপনি ব্রহ্মপুত্র শোভিত করিয়াছেন, আপনাকে  
 বি কহি। হে রক্তভাগবৎ! আমি আপনাকে প্রণাম করিয়া সর্বদা আপনাদি সন্নিপে

ধাক্কি, এই বাঁহা করিয়া এখানে আনিয়াছি ; এক্ষণে আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । মহাদেব কহিলেন, যদি তোমার ঈদৃশ মতি হইয়া থাকে, তবে আমি বর দিতেছি, সংগ্রাসাদে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক । এক্ষণে আমি দক্ষকন্যার পরিণয় অভিলাষে গমন করিতেছি, তিনি আমাকে বরণ করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর ক্ষণকালও ব্রি় থাকিতে পারিতেছি না । শুকদেব কহিলেন । নন্দী শিবসকাশে এতাদৃশ প্রসাদ লাভ করিয়া মনে মনে “তদীয় অমুচর হইব” বলিয়া হির করিলেন । ভগবান্ মহাদেব নন্দীর সহিত বিপ্রবেশ ধারণ করিয়া ( যে স্থানে দক্ষকন্যা সখীমধ্যে বাস করিতেছেন ) তথায় গমন করিলেন ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

### পঞ্চম অধ্যায় ।

শুক বলিলেন, অনন্তর ভূতভাষন ভগবান্ মহাদেব ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া, প্রজাপতি দক্ষের পুরীর পার্শ্বস্থিত উদ্যানে উপস্থিত হইলেন । দেখিলেন, উদ্যানটী অতি মনোহর এবং চারিদিকে ভগ্নবিগ্গণের আশ্রয় । কিয়ৎকণ উদ্যান মধ্যে থাকিয়া “কি উপায়ে দাক্ষায়ণী সতীর দেখা পাইব” মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু অবিকল্প তাঁহাকে এ চিন্তা করিতে হইল না ; দেখিতে দেখিতে সতী সপ্তসখী-পরিবেষ্টিত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন । ভগবান্ ভূতনাথ, সতীকে সখীদিগের সহিত হস্তালাপ করিতে দেখিয়া, আপনিও অশ্রমনার স্তায় হইয়া, বেদমন্ত্র পাঠ এবং হরিভণ গান করিতে আরম্ভ করিলেন । এদিকে দাক্ষায়ণীর শ্রেয়স্ব সখীদিগের নিকট হইতে অপস্থত হইয়া বিপ্ররূপী মহেশ্বরের নিকটে গাথিত হইল । তিনি দেখিলেন, সম্মুখে একজন মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ এবং তৎপাশ্বে তাঁহার সহচর হস্তে পুষ্পাধার লইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন । ব্রাহ্মণের ললাটে উর্দ্ধপুণ্ড গলদেশে শুভ্র যজ্ঞমূত্র এবং উত্তরীয় । অনন্তর সতী ইহঁকে প্রণাম করা উচিত, এই ভাবিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন । উদ্যানস্থিত মুনিকণ উভয়ের ভাৎকালি ভাব নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । দাক্ষায়ণী প্রণামচ্ছলে আশ্রমমৰ্গণ করিব বলিয়া ভাব ভূমিতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলেন ; তখন আশ্রমভাষ নিজমুষ্টি ধার করিয়া প্রণতা সতীকে বাহুগল দ্বারা তুলি হইতে আপন উৎসন্নদেশে তুলিয়া আকাশপথে গমন করিতে লাগিলেন । হে বিজ্ঞেষ্ঠ ! এইরূপ সতীস্বরূপ-সংবা শুনিবামাত্র অন্তঃপুরে মহান্ কোলাহল হইতে লাগিল । সকলে উর্দ্ধদৃষ্টে দেখিলে লাগিল যে, মহাদেব আপনার বাম উর্দ্ধদেশে দক্ষবালাকে বসাইয়া বামবাহু দ্বারা বেষ্ট

করিয়া গমন করিতেছেন। শঙ্কু এবং সতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গমন্ত আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়াছে, এদিকে কোটিচন্দ্র-বিদিনিমিত্ত শিবের শুভকাক্ষিত্তি, তাহার নগ্নে দাক্ষায়ণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রজ্বলিত স্বর্গের স্তায় নিমিত্ত হইয়া অপূর্ণ শোভা ধারণ করিয়াছে। প্রজাপতি দক্ষ বিম্বিত হইয়া আকাশপথে শঙ্কু এবং সতীর সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মধ্যাহ্নকালীন কোটিসূর্য্যের স্তায় দেবিতে লাগিলেন এবং যেদিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিকেই সতীরূপ দেবিতে লাগিলেন। দেবিতে দেবিতে সেই প্রভাময়ী মূর্ত্তি লোকলোচনের বহির্গত হইয়া, আকাশপথে লীন হইয়া গেল। এই সময়ে প্রজাপতি দক্ষ মূর্ত্তিভেদে স্তায় আপনার আত্মবিক দিব্যজ্ঞান হারা হইয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, তোমরা আমার সতীকে শিবের নিকট হইতে কিরাইয়া আন। হায় হায়। যে সতী আমার প্রাণ অপেক্ষা, প্রিয়তমা, বার মুখ মলিন দেখিলে আমি লমন্ত ভ্রূণ শূন্য দেখিতাম, সেই চন্দ্রমুখা সতী আমার কিনা স্বশানবানী শিবের ভিক্ষার খাইয়া জীবনধারণ করিবে। হা বৎসে। হা পুত্রি। সতি। তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ? বৎসে। তুমি পূর্বেজন্মে এমন কি হুত্ব করিয়াছিলে, বাহার ফলে তোমাকে এতদূশ হতভাগ্য অযোগ্য পতির হস্তে পড়িতে হইল। প্রজাপতি এইরূপে বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে মহামুনি দবাচি তথায় উপস্থিত হইলেন এবং প্রজাপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে প্রজানাম। আপনি পতিত হইয়াও মূর্খের স্তায় বিলাপ করিতেছেন কেন? কি আশ্চর্য্য। আকাশ-মণ্ডল, পৃথিবী, জল, বৃক্ষ, পশু-পক্ষী কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সর্ব্বত্রই শিবময় এবং সতীময় দেখিতেছেন; তথাপি আপনার চিন্তভ্রম দূর হইল না? বুদ্ধিলাভ, বক্তৃতা পর্য্যন্ত শিবমিন্দার প্রতিফল না পাইবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার এ দুর্লক্ষ্য নষ্ট হইবে না এবং দেবাদিদেব মহাদেবও সতীর পরমতত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন না। হে প্রজাপতে। বিধাতা আপনাকে নিশ্চয়ই বঞ্চিত করিয়াছেন, নতুবা করতলহিত রত্নের স্তায় শিবরূপী দাক্ষায়ণ পরমব্রহ্ম বস্তুকে উপেক্ষা করিবেন কেন? এক্ষণে যদি আপনার মঙ্গল অভিলাষ করেন, তবে আমার কথা শ্রবণ করুন; সেই প্রকৃতিরূপিণী সতী-মূর্ত্তি এবং পরমপুরুষ শিবমূর্ত্তি, হৃদয়ে ধ্যান করুন এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের শরণাপন্ন হউন। এই বলিয়া মহামুনি মৌনাবলম্বন করিলে, প্রজাপতি দক্ষ, কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন; আমার কস্তা সতী যে, প্রকৃতিরূপিণী এবং শিব যে, পুরাণ পুরুষ; ইহা সত্য এবং আপনাকেও আমি সত্যবাদী বলিয়া জানি; কিন্তু তথাপি মহেশকে পরদেবতা বলিয়া আমার জ্ঞান হয় না। আর আমি যে, শিবের প্রতি এরূপ অহুয়া প্রদর্শন করিতেছি, তাহার কারণ শ্রবণ করুন। পূর্বে ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ হইতে একাদশ রত্নের স্রষ্টি হয়, তাহার ব্রহ্মার স্রষ্ট্রলোপ করিবার জন্ত বরং প্রজাস্রষ্টি করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা, আত্মাংশে তাহাদ্বিনকে সাদ্বনা করিয়া আমাকে আদেশ করিলেন, দক্ষ।



তুমি আমার আদেশক্রমে এই ব্রহ্মগণকে আপনায় বশে রক্ষা কর, যেম হইয়া প্রভুর পাইয়া যথেষ্টাচারী না হয় । এইরূপ ব্রহ্মার আদেশক্রমে এ পর্য্যন্ত এই মহত্তর একাদশ ব্রহ্ম আমার বশবর্তী রহিয়াছে । বাহার অংশ অবতীর্ণ এই একাদশ ব্রহ্ম ভূক্তোর ভ্রাতৃ আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে, হে মহামুনে ! তাহার হস্তে কেমন করিয়া কস্তা প্রদান করা বাইতে পারে ? সংপাত্রে কস্তা সংপ্রদান করিলে কুলকীর্তি লাভ হয় ; অতএব কৃতব্যক্তির সংকুল-সমুচ্চ পাত্রে কস্তাদানে সম্বত্ হওয়া উচিত । এই সকল কারণে আমি সতীর অভিপ্রায় বৃদ্ধিতে পারিয়াও সতীর স্বয়ংবরে ব্রহ্মেশ্বর শিবকে আচ্ছাদন করি নাই । আরও এক্ষণে আমার অভিপ্রায় প্রবণ করন, যে পর্য্যন্ত এই মহাব্রহ্মগণ আমার আজ্ঞাসুবর্তী থাকিবে, সে পর্য্যন্ত শিবের প্রতি আমার যেন থাকিবে, আর যখন হইয়া আমাকে অভিজ্ঞ করিয়া, সেই মহেশ্বরের সাহচর্য্য বিলিত হইবে, তখন মহাদেবও আমার পুত্র্য হইবেন । শুকদেব কহিলেন, এই বলিয়া প্রজাপতি দ্ব্যীতিকে প্রণাম করিয়া গৃহে গমন করিলেন ; মহামুনি দ্ব্যীতিও আপনায় আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন ।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

### ষষ্ঠ অধ্যায় ।

শুকদেব কহিলেন, হে মহারাজ ! অনন্তর দেবর্ষি মারক একদিন দক্ষালয়ে উপস্থিত হইলেন । সাধুগণ কেবল লোকোপকার-সাধনের নিমিত্তই বিচরণ করিয়া থাকেন । তিনি প্রজাপতিকে বলিলেন, হে প্রজাপতে ! আপনি সর্ব্বদা শিবনিন্দা করিয়া থাকেন বলিয়া, মহেশ্বর তাহার প্রতিকূল দিবার নিমিত্ত বেত্রপ চেষ্টা করিতেছেন, তাহা প্রবণ করন । মহেশ্বর বীর ভূভঙ্গমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া আপনায় পুরমধ্যে আসিয়া অহি ভস্মাদি নিক্ষেপ করিবেন ; আপনি কোমরগে দিবারণ করিতে সক্ষম হইবেন না । এই বলিয়া দেবর্ষি শূভমার্গে গমন করিলেন । এখানে প্রজাপতি দক্ষ বহ্নিগণের সহিত কর্তব্য বিব করিলেন যে, শ্রেষ্ঠভূমিপ্রিয় শত্রু আমার পুরমধ্যে আগমন করিবে ; কিন্তু আমি দেবগণের সহিত পুরমধ্যে পুণ্যক্রিয়া আরম্ভ করিব, তাহা হইলে, মহাদেব এই পুণ্যকর্ম্ম-বিশোধিত পুরমধ্যে কখনই আসিতে পারিবে না । হে জৈমিনে ! সেই প্রজাপতি এইরূপ বিব-মিত্ত করিয়া, শিবদেবী হইয়া বজ্র আরম্ভ করিলেন । তিনি সেই বজ্রে দেবতা, রাক্ষস, কিন্নর, লিঙ্গ, বক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অক্ষর, গিত্তলোক, চারণ, মুনিগণ, দৈত্য, মরলোক এবং নরলোক প্রভৃতি সকলকে আচ্ছাদন করিলেন, কেবল বীর কস্তা সতী এবং জামাতা শিবের নিমন্ত্রণ করিলেন না আর এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, আমি শিব ও শিবপ্রিয়া সতীকে আচ্ছাদন করি নাই ; বীহার্য্য এই বজ্রে না

স্বাস্থ্যে, তাঁহার অধ্যাবধি বজ্রভাগ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন । এইরূপ দক্ষবাক্য প্রবণ করিয়া সুরাসুর সকলেই ভীত হইয়া সেই শিবশূত্র বস্ত্রে সমাগত হইলেন । প্রজাপতি বিষ্ণুচকলের স্তায় বস্ত্র এবং অন্নাদি ভব্যের পর্ত্তে নির্দ্বাণ করিলেন ; দুহু যুগাদির সরোবর নির্মাণ করিলেন । এইরূপ মহানমারোহে যজ্ঞকার্য্য হইতে লাগিল । এখানে সাক্ষাৎ সত্যী কৈলাস পর্ত্তে থাকিয়া পিতার এইরূপ বজ্রবার্ত্তা লোকমুখে প্রবণ করিয়া পিতামহে বাইবার জন্ত সমুৎসুক হইয়া মহাদেবকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তত্ত্ব করিতে লাগিলেন ; হে দেবদেব ! মহেশ্বর ! আপনি মহামতি এবং পরমেশ্বর লোকদিগের মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন । আপনি ব্রহ্মরূপে সমস্ত জগৎ-সৃষ্টি করেন, বিকল্পে সমস্ত জগৎ পালন করেন এবং অব্যক্তরূপে ত্রিগুণাত্মক হইয়াও ব্যক্তকর্মোৎপাদনী হইয়া, হাবর-জন্মান্বক সমস্ত বিশ্বের সংহার করিয়া, আপনায় হর নামের সার্থক্য সম্পাদন করেন । প্রকৃতি দেবী আপনাকে আশ্রয় করিবার নিমিত্ত কতই বৃত্ত করিয়া থাকেন এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে পরিভ্যাগ করিয়া আপনাতেই নিষ্ঠা হইয়া থাকেন । হে বরদেব ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । মহাদেব করিলেন, দেবি ! তুমি কিচ্ছা তত্ত্ব করিতেছ ? আপনার মনোভিলাষ প্রকাশ করিয়া বল । যদি কুহাও প্রতি অহুগ্রহ বা নিগ্রহ করিতে হয়, তোমার প্রিয় হইলে এখনই করিতে প্রস্তুত আছি । তখন সত্যী করিলেন, ভগবন্ ! ত্রিলোচন ! আপনার বস্তুর হৃদ, একটা বজ্র করিতেছেন, ত্রিভুবনবাসী সকলেই সেই মহাবজ্রে গমন করিয়াছেন ; যদি আপনি অমুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে আমরাও উত্তরে সেই বস্ত্রে গমন করি । তথায় উপহিত হইলে, পিতা আমাদের কতই সম্মান করিবেন এবং মনে মনে কতই আমন প্রকাশ করিবেন ! মহাদেব করিলেন, অরি প্রিয়ে ! এরূপ লক্ষ্যকে মনেও হান দিও না, অনিমিত্ত হইয়া বজ্রাদি কার্য্যক্ষেত্রে গমন করিতে লোক বৃত্ত্যতুল্য বিবেচনা করিয়া থাকে । তোমার পিতা আপনাকে ধনবান, কুলীন ও বিদ্যাবান মনে করিয়া, সর্বদা গর্ব্বিত হইয়া আমাকে অবহেলা করেন । বিশেষতঃ অদ্য রবিবার, শক্তির দিকে গমন করা কর্ণমই যুক্তি-সঙ্গত নহে । দেবি ! প্রজাপতি কেবল আমার স্পর্শমান করিবার জন্যেই এই যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন । যদি তাই হয়, তবে তুমি কেমন করিয়া তথায় গমন করিতে অভিলাষ করিতেছ ? বিবেচনা করিয়া দেখিলে, জামাতা বস্তুর নিকট সর্কনা পরম আদর পাইবারই প্রত্যাশা করে এবং জামাতার প্রতি বিকৃত্য মনে করিয়া আচরণ করা বস্তুরেরও কর্তব্য কর্তব্য । ইহার জামাতাকে সেবিয়া সন্মানাদি না করেন, তাহার প্রতি হর্সিকা প্রয়োগ করেন, বলপূর্ব্বক স্ত্রীতাদির স্তায় আদেশ করেন, কখনও কোন শ্রম্য দান করেন না এবং বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করেন না, তাহার লোকসমাজে নিম্নিত হন এবং তাহারের বর্ষ-কর্ম সমস্তই বুধা । আর যদি কতা, জামাতার প্রতি অসদাচরণ করে, বস্তুরের পক্ষে তাহাও বৃত্ত্যতুল্য ।

এইরূপ বস্তুরের প্রিয়কর্ম করা জামতারও উচিত। বস্তুরালয়ে জামতা অসম্মানিত হইলে, তথায় গমন করা কখনই উচিত নহে। জামাতা বস্তুরের শ্রীভিত্তাজন হইলে, রূপযুক্তি এবং প্রজারূপিত হয়। এইরূপ বস্তুরের নিকট কেবল জামাতাই সম্মানার্থে এমন নহে, তাহার পিতা মাতা এবং ভ্রাতৃ ভ্রাতৃপুত্রেরই সম্মান করা উচিত। জামতার প্রিয়কামনা করিতে হইলে, স্বীয় কস্তারও সম্মান করা কর্তব্য; কারণ কস্তার অপমান হইলে জামাতারও অপমান হয়। আর বস্তুরের যে সকল পুত্রাদি, তাহারও বরোজ্যেষ্ঠ ভগিনীপুত্রিকে দেবতার স্থায় পূজা করিবে। প্রিয়ে! তোমার পিতা এই সমস্ত শাস্ত্রবিহিত নিয়ম অতিক্রম করিয়াছেন, নতুবা আমাদিগকে আহ্বান না করিয়া, কেমন করিয়া বজ্রকার্য্য করিতেছেন। হে দাক্ষায়ণি! তোমার নিকট কিছুই অবদিত নহে, তোমার পিতা ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমাকে আমার হস্তে সংপ্রদান করেন নাই; তুমি আপন ইচ্ছায় আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছ। এক্ষণে আমার আজ্ঞা অতিক্রম করিও না; পতির আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিলে, ভাব্যা স্বীয় মুখে বন্দি হয়। সন্তী কহিলেন, প্রভো! আপনি যে সকল শাস্ত্রবিহিত নিয়ম নির্দেশ করিলেন, সমস্তই সত্য, এবিষয়ে অগ্ন্যাজ্ঞা সন্দেহ নাই; কিন্তু বলুন দেবি, পিতৃগৃহে মহোৎসব শ্রবণ করিয়া, কস্তা কেমন করিয়া বৈধব্যাগমন করিয়া রহিবে? যে বজ্রহলে অসম্মানার্থে ব্যক্তিগণও সম্মানলাভ করিতেছে, আমি পিতার আদরের কস্তা হইয়া, তথায় না গিয়া কেমন করিয়া হির থাকিব? বিশেষতঃ পিতার নিকটে গমন করিব, ইহাতে আর নিমন্ত্রণের অপেক্ষা কি এবং সেই জন্তই পিতা আমাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই; তিনি আমার আগমনের প্রতীক্ষা কবিতেছেন। অতএব প্রভো! অনুমতি করুন, আমি বজ্রহলে গমন করি, আমি তথায় গমন করিলে পিতা বহু সম্মান করিবেন এবং আমার সম্মান হইলে আপনারও সম্মান হইবে। আর যদিও পিতা যুগ্মতা বশতঃ আপনার তত্ত্ব না বুঝিয়া এইরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তথাপি আপনি অভিমান করিয়া, স্বীয় বজ্রভাগ কি নিমিত্ত উপেক্ষা করিতেছেন? হে মহেশ্বর! আমার পিতাকে দিব্যজ্ঞান প্রদান কর।<sup>৩</sup> কর্তব্য, সেই জন্তই বলিতেছি, আমাদের উভয়েরই বজ্রহলে গমন করা উচিত। মহেশ্বর কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি বাহা বলিতেছ, সমস্তই আমি পূর্বে হির করিয়া রাখিয়াছি; কিন্তু আমাদের উভয়েরই সেইহলে গমন করা যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, সেই প্রজাপতি আমাকে অবহেলা করিয়া, দেবগণের সহিত যে বজ্র আরক করিয়াছেন, তাহার প্রতিকূল অচিরং ভোগ করিবে এবং তদীয় যুগ্মতাও সেই সঙ্গে দূরীভূত হইবে। আমার বোধ হইতেছে, তুমি তথায় গমন করিয়া আপনাই অনর্থ সম্পাদন করিবে। তোমার পিতা সেই বজ্রহলে তোমারই সম্মানে আমার নিন্দা করিবেন, তৎসমুদয় স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া, অদৃশ্য বরণা ভোগ করিতে হইবে; স্তবরাং তথায় গমন করিবার আবশ্যক নাই। হে দক্ষকন্তে! তুমি সমস্তই

জান; অধিক আর কি বলিব, আমার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিও না। নতী কহিলেন, দেব! আপনার যুক্তিমতে তথ্য উভয়েরই বাওয়া উচিত নহে, কিন্তু অন্তরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, গমন করাই উচিত বলিয়া বোধ হয়। হে ত্রিদশেশ্বর! আপনি সমস্ত দেবতার অধিপতি এবং সর্ববজ্রের ইশ্বর; লোক যজ্ঞ, দান, তপ এবং হোমানি যেরূপেই করুক না কেন, যখন আপনাতেই সমর্পিত হয়, তখন মদীর পিতৃযজ্ঞে আপনি অনাহুত হইলেও আপনাতেই সমর্পিত হইতেছে। পিতার অমিচ্ছানসত্ত্বেও যেরূপ আমি আপনারই চরণে সমর্পিত হইয়াছি, এই যজ্ঞকার্যও সেই-রূপই হইবে। এক্ষণে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি সাক্ষাৎ হইয়া শ্রীর যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন। আপনার আহ্বান কিংবা অনাহ্বান এ উভয়েরই বিশেষ নাই; কেননা আপনি বোণী, পূজা কিংবা অপমান উভয়ই আপনার সমান। মহাদেব পুনর্বার কহিলেন, দেবি! আহ্বান কিংবা অনাহ্বান এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ করা গোপীদিগের বিধেয় নহে, কিন্তু তথ্য গমনেরই বা বিশেষ প্রয়োজন কি? কর্তব্য ব্যতীত বোধ হয় না এবং কর্তব্য করিতে হইলে অন্বিচ্ছিত কর্তব্য করা বিধেয় নহে। রাজলোকের পূজা করা উচিত এবং বাহাদের নিকট সম্মান পাওয়া যায় না, এইরূপ ব্রাহ্মহীন লোকের নিকট পূজ্য ব্যক্তির গমন করা বিধেয় নহে; কেননা, ব্রাহ্মহীন ব্যক্তিগণ পূজা করিলেও তাহা পূজা বলিয়া গণ্য হয় না। এইরূপ পূজ্য ব্যক্তির অনাদর করিয়া, বাহারা পূজা করিয়া থাকে, তাহাদের পূজা সফল হওয়া দূরে থাকুক, প্রভূত বিপদের কারণ হইয়া উঠে। পূজ্য ব্যক্তির পূজার ব্যক্তিক্রম হইলে, অভিত্রিসিদ্ধি সম্বন্ধী হইলেও প্রতিহত হয়; অতএব ভোবার বাওয়া উপযুক্ত বলিয়া কোমলরূপেই বোধ হইতেছে না, আর আমার বোধ হইতেছে, তুমি তথ্য গমন করিলে, আমার নিন্দা প্রবণ করিতে হইবে এবং তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, তুমি প্রাণত্যাগ করিলে প্রজাপতি দক্ষকেও যজ্ঞের সহিত বিনষ্ট হইতে হইবে। আর যদি আমিও তথ্য গমন করি, তাহা হইলে শ্রীর নিন্দা প্রবণ করিয়া হয় ত তৎক্ষণাৎ যজ্ঞের সহিত প্রজাপতি দক্ষকে বিনাশ করিব, তাহা হইলে তুমিও পিতৃবৎসহে আমার প্রতি বিরক্তা হইবে; তাহা হইলে আমাদের উভয়ের পক্ষে অশ্রুতি এবং যুত্ব এ উভয়ই তুলা হইবে; ইহা বিবেচনা করিয়া বাহা কর্তব্য হয় কর। নতী কহিলেন, দেব! আপনি বলিলেন যে, আমি স্বকর্ণে আপনার নিন্দা প্রবণ করিব তাহা কখনই হইবে না, পূর্বে স্বয়ংবরহলে আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম, “দেব কখনও যেন আপনার নিন্দা প্রবণ করিতে হয় না। যদি কখনও আপনার নিন্দা প্রবণপথে পতিত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিয়া জম্বাদরে যেন আপনার চরণ প্রাপ্ত হই” এই প্রার্থনা আপনি তখন প্রবণ করিয়াছেন, এক্ষণে আপনি অন্য প্রকার ভাবিলেন না; আপনি

পরিভ্যাগ করিলে, নিশ্চয়ই প্রাণ পরিভ্যাগ করিব। মহাদেব कहিলেন, অগ্নবরহলে তোমার প্রাণনা আমি পূর্ণ করিয়াছি, কিন্তু অধুনা তুমি অগ্ন আবার বিদ্যা প্রবণ করিতে প্রভুত হইয়াছ, নতুবা মন্নিম্বক-মক্ষযজ্ঞে বাইবার জন্ত অভিলাষ করিবে কেন? এক্ষণে যাহা তোমার অভিরুচি হয় করিতে পার আমি কোনবিষয়ে প্রতিবেশ করিব না, হুইবুজিগণ নিদিষ্টকৰ্ম আপনি করিয়া পরের প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকে। মহাদেবের বাক্য শেষ হইলে, দেবী দাক্ষায়ণী স্তব্ধাঙ্গী হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন এবং এক একবার সাত্ব্য-রয়েশ শিবের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ভুতনাথ চারুপাণী সতীর ভয়ানক লোচনভার দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন; কিম্বৎক্ষণ পরে পুনর্বার দেখিলেন, তাঁহার নেত্রযুগ্ম ক্রোধোদীত এবং তৃতীর নয়ন হইতে অগ্নিরাশি নির্গত হইতেছে, উর্দ্ধ সমুপাংকি অটুহাস মিজিত, রক্তবর্ণ অধঃ, দস্তাবলী মধুর মুহূর্ত্তে ভূষিত, সর্গাদ শ্বেদার্দ এবং শরীর কামতরে অলম; দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রজ্বলিত স্বর্ণের স্তায় অঙ্গকান্তি বৃদ্ধিত হইল। তিনি গাঢ় অন্ধকারাশির স্তায় প্রভা ধারণ করিলেন। সর্গশরীর লোমশিত, পায়োধরদুগল শীনোরত, কেশকলাপ উজ্জ্বল এবং বিবস্ত্রা হইয়া, চারিদি হস্ত ধারণ করিলেন এবং বীরপুরুষের স্তায় দেহভরে সেই পুরুষকে কম্পিত করিতে লাগিলেন। অধিক কি তৎকালে ভীষণোবনমগ্নে মত্ত হইয়া সাক্ষাৎ মহেশ্বরকেও অগণ্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন। কমলময়না সতী, এইরূপে স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মহলা উখিত হইলেন, চরণ-দুগল প্রকৃতিত কমলোর স্তায় শোভা পাইতে লাগিল। মহেশ্বর তাদৃশ মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া অবৈর্ধ্য হইলেন এবং অস্ত্র উপায় না দেখিয়া তথা হইতে পলায়ন করাই উচিত বিবেচনা করিয়া একবারে বিমুগ্ধ হইয়া দৌড়িতে লাগিলেন। দাক্ষায়ণী তাঁহাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া “মাতৈঃ, মাতৈঃ,” শব্দ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তথাপি ভুতনাথ পলায়নে ক্ষান্ত হইলেন না দেখিয়া, দেবী দশদিকে দশমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ভয়রূত ভুতনাথ যে দিকে অবলোকন করেন, সেই দিকেই দাক্ষায়ণীর সেই সেই মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। অনন্তর শত্রু বধন কোনদিকে পলায়ন করিতে অশক্ত হইলেন, তখন সেই ধামেই দণ্ডায়মান হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কিম্বৎক্ষণ পরে চক্ষুঃশীলন করিয়া দেখিলেন, সেই যুদ্ধকেন্দ্রী স্ত্রীমাস্ত্রী দক্ষিণাভিমুখী হইয়া হস্ত করিতেছেন, তখন মহেশ্বর ভয়কম্পিত হৃদয়ে कहিলেন, দেবি। তুমি কি জন্ত এই ভয়াবহ স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ? তুমি কে এবং এই দেবীমূর্ত্তিসকলই বা কাহার? পরিচয় দাও। দেবী कहিলেন, আমি যুদ্ধ প্রকৃতিস্বরূপা, আপনি পুরুষোত্তম; আপনাকে লাভ করিবার জন্তই দক্ষ-ওরসে প্রহৃত্তির বর্ডে পৌরাসী হইয়া জয়প্রহরণ করিয়াছি। যে সময়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং আপনি জয়প্রহরণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে শবরূপে আমি আপনাদের নিকটে নমন করিয়াছিলাম, আমাকে বিকৃতাকার দেখিয়া ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু উভয়েই উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনি গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, সেই অবধি আপনার

বশবর্তিনী হইয়াছি। আপনি আমার প্রাণ, সুখ, তর্কী এবং প্রকৃতিপ্রিয় পুত্র ; আপনাকে পাইবার জন্যই দক্ষক্ষেত্রে জন্মিয়াছি এবং তদীয়-নিম্না-শ্রবণকালে দেহভ্যাগ করিতে সক্ষম করিয়াছি। আপনি যে আমাকে ত্যাগ করিবেন, তাহা আমি পূর্বেই নিরূপণ করিয়াছি। এক্ষণে যদি আপনার নিম্না শ্রবণ করিতে হয়, তাহা হইলেও প্রাণভ্যাগে সক্ষম করিয়াছি এবং আপনিও বলিলেন, যেখানে আমার নিম্না শ্রবণ করিতে হইবে, তথায় গমন করা বিধেয় নহে ; সুতরাং আপনারও ঐতিভাজন হইতে পারিলান না, অতএব যুড়াই জৈয়ন্তর বলিয়া বোধ হইতেছে। দক্ষ হইতে যে শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, আপনার নিকটে সেই শরীর ধারণ করিতে আমার লজ্জাবোধ হইতেছে। আর এই দেবীমুক্তি সকল আমারই প্রার্থা হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন, দক্ষবজ্রবিনাশে সার্বভৌমপ্রদর্শন হেতুই এই সকল মুক্তি প্রকটিত করিয়াছি, এক্ষণে অনুমতি হইলে যজ্ঞের সহিত দক্ষকে বিনষ্ট করি। মহাদেব কহিলেন, দেবি ! যদি আপনি সূক্ষ্মপ্রকৃতিস্বপ্না এবং আমি সাক্ষাৎ পরমপুরুষ, তাহা হইলে অতরাং এবং শক্তিরূপিনী হইয়াও কি নিমিত্ত আমার বশবর্তিনী হইয়াছেন ? সত্যী কহিলেন, ভগবন্ ! শ্রবণ করুন, যেরূপে প্রথম সৃষ্টি হয় ; এই উপাখ্যান শুদ্ধতর, অবিক কি ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুও ইহা জ্ঞাত নহেন। যে মূলপ্রকৃতি সূক্ষ্মরূপা এবং উপাধিশূন্য ; যিনি অনন্তব্রহ্মাতের মূলকারণ ; যাহার আদিও নাই, অন্তও নাই এবং যিনি সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের আধার, প্রথমে তিনি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে, তদীয় গুণত্রয়-প্রকৃতি হইয়া, চেতনারহিত এক পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলেন। অনন্তর মূলপ্রকৃতির ইচ্ছামুসারে সেই গুণত্রয়শালী পুরুষেরও সৃষ্টিবিষয়ক ইচ্ছা হইল। তখন তিনি শক্তিমান হইলেন এবং গুণত্রয়ভেদে ত্রিবিধ রূপ ধারণ করিলেন। তাঁহা-দিগের মধ্যে, প্রথম ব্রহ্মা সত্ত্বগুণাবলম্বী, বিত্তীয়, বিষ্ণু রজোগুণাবলম্বী এবং তৃতীয়, শিব তমোগুণাবলম্বী হইলেন। যখন সেই পরমা প্রকৃতি পুরুষত্রয়ের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন, তখন তাঁহারা পরমোপাধিযুক্ত হইলেন ; কিন্তু তথাপি সৃষ্টি হইল না দেখিয়া, মহেশ্বরী সেই পুরুষত্রয়কে জীব এবং পরমোপাধিরূপে বিধা বিভক্ত করিলেন। কিন্তু পরম-পুরুষের প্রতি জীবের সর্বগা দৃষ্টিপাত হওয়াতে তত্ত্বজান হইলন্ত আপিল বলিয়া, তখনও সৃষ্টি হইল না দেখিয়া, সেই মূলপ্রকৃতি মায়া ও বিন্যাসরূপে আপনি বিধা বিভক্ত হইলেন। তদ্ব্যবস্থা মায়া পরমপুরুষের বশবর্তিনী হইলেন এবং তৎকালে মায়াহৃত পরমপুরুষের প্রতি জীবের অবলোকন হইল না, এইরূপে মহামায়া কর্তৃক মোহমরী সৃষ্টির সূত্রপাত হইল। অনন্তর বিন্যাসরূপা প্রকৃতি আকাশে গুপ্তভাবে থাকিয়া পরমপুরুষত্রয়কে আদেশ করিলেন যে, “হে ব্রহ্মন্ ! তুমি সৃষ্টিকর। হে বিকো। তুমি পালন কর, হে মহেশ্বর। তুমি সংহার কর এবং উজ্জ্বল ভোমাদিগকে তপস্তা করিতে হইবে” এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপ দেবদায়ী শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা, প্রথমে জল সৃষ্টি করিলেন এবং তদ্ব্যবস্থা সকলে তপস্তা

করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগকে তপস্তানিরত দেখিয়া প্রভৃতি দেবী “কে  
আমাকে গ্রহণ করিবে” বলিয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহা দেখিয়া  
ব্রহ্মা চারিদিকে দৃষ্টি করিয়াই চতুর্ভুজ হইলেন, বিষ্ণু ত্রিমূর্তিতাক্ত হইয়া অচেতনভাবে  
জলমগ্ন হইলেন, কিন্তু মহেশ্বর তাঁহাকে সাগরে গ্রহণ করিলেন; হে দেবাদিদেব।  
আপনি সেই পুণিবরণী পরমপুরুষ এবং আমিও সেই মূলপ্রভৃতি; তৎকালে আমাকে  
পরিভ্যাগ করেন নাই বলিয়া আমি আপনীর বশবর্তিনী হইয়াছি। অনন্তর আমারই  
আদেশক্রমে ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা হইয়াছেন, তৎকালীন জলমগ্ন বিষ্ণু পালনকর্তা হইয়াছেন  
এবং পরমপুরুষ আপনি সংহারকর্তা হইয়াছেন। মদীয় নন্দদুষ্টিতে বিষ্ণু সর্বশ্রেষ্ঠ  
লাভ করিয়াছেন এবং সর্বভূতের নিরস্তা হইয়াছেন; তিনি প্রথমে জলমধ্যে সাত্ত্বিক  
খণ্ডানুসারে ব্রহ্মাও সৃষ্টি করিয়া ভূরাশি ও অভ্যাসিরাগে সেই ব্রহ্মাও বিধা বিভক্ত  
করিলেন। তদীয় অর্দ্ধভাগ জলপূর্ণ এবং বধ্যহল অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল। অনন্তর বিষ্ণুর  
নাভিদেশ হইতে এক পত্র নির্গত হইলে ব্রহ্মা তন্মধ্যে থাকিয়া সৃষ্টি করিতে লাগিলেন  
এবং বোড়শকলাসংযুক্ত পুরুষকে জল হইতে উখিত করিয়া সর্বভোভাবে সৃষ্টি করিতে  
লাগিলেন। ব্রহ্মা কর্তৃক যে সমস্ত সৃষ্টি হইতে লাগিল, ইহাই রাজসী সৃষ্টি; সাত্ত্বিকী  
সৃষ্টি অতি সংক্ষিপ্ত; কিন্তু রাজসী সৃষ্টি বহু বিস্তৃত; আর সংহারকারিণী সৃষ্টি, তামসী  
সৃষ্টি বলিয়া অভিহিত; সমাতন বিষ্ণু সাত্ত্বিকসৃষ্টিকর্তা; রাজসী এবং তামসী সৃষ্টিবয়ের  
মধ্যে একমাত্র ব্রহ্মা রাজস পুরুষ এবং সংহারকার্যের জন্ত আপনি ত্রিগুণাত্মক শিবরূপ  
ধারণ করিয়াছেন। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ; এই গুণত্রয় পরস্পর সুসম্বন্ধ, একমাত্র কোন  
গুণ একাধারে থাকে না, তবে যে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বলিয়া কথিত হয়,  
তত্ত্ব গুণের প্রাধান্যই তাহার কারণ মাত্র। আমি নির্ভণ হইলেও সত্ত্বের সহিত  
মিলিত হইয়া থাকি, আপনি ত্রিগুণাত্মক, ভজ্ঞতাই আপনাকে আশ্রয় করিয়াছি।  
হে জিলোচন। এইরূপে আমি ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুকেও আশ্রয় করিয়া থাকি; কিন্তু  
সর্বভোভাবে আপনাকে আশ্রয় করিয়াছি। এক্ষণে ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্য্যে আমরাও সকলে  
যেচ্ছানুসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি এবং সেই জন্তই প্রস্তুতিগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি  
এবং লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী প্রভৃতি আমারই অংশমাত্র জানিবেন। আর যে  
মূলপ্রভৃতি আমরা হইতেও অধিক শ্রেষ্ঠা এবং সুস্বরূপা, সমুৎপন্নিত বশবিশি মূর্তিদম্পর  
দেবীরাও তাঁহাই অংশমাত্র; ইহারা সকলে মহাবিদ্যা। ইহাদের প্রত্যেকের নাম কালী,  
ভারা, বোড়লী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, হিরমত্যা, সূদয়ী, বগলান্বী, ধূবাবতী ও  
মাতঙ্গী। মহাদেব কহিলেন, হেবি। এই যে সমস্ত মহাবিদ্যাগণের নাম উল্লেখ  
করিলেন, তন্মধ্যে কাহার কি নাম এবং উপাসনা কি প্রকার? তাহা বিস্তৃত করিয়া  
বলুন। মতী কহিলেন, আপনি যাহাকে সমুদ্রে নিপদয়ীকরণ দেখিতেছেন,  
তাঁহার নাম কালী, আর অন্তরীক্ষেদেবে যাহাকে কালরূপিনী ভ্রামরী দেখিতেছেন,

উইর নাম ভারা, আপনার দক্ষিণভাগে হিরমতা, বাঁহভাগে ভুবনেশ্বরী, পশ্চাদ্দেশে বঙ্গলাহুরী, অধিকোণে ধুমাবতী, নৈঋতকোণে হুমরী, বায়ুকোণে মাতঙ্গী, ইশানকোণে বৌদ্ধী এবং তৈরবীরপে আমি আপনার শরীর মধ্যে বিরাজ করিতেছি। এক্ষণে আপনার অশ্রুমতি হইলে এই সকল মহাবিদ্যার সহিত আমি ভবমেশ্বরী প্রজাপতি নক্ষকে অভ্যন্তর সহিত বিনষ্ট করি। আর এই সকল মহাবিদ্যা তত্ত্ববিশেষের মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন এবং মারণ, উচ্চাটন, ক্রোডন, মোহন, জাবণ, জুতণ, স্তম্ভন এবং সংহার প্রভৃতি বাহ্যিকার্থ প্রদান করেন। হে মহেশ্বর! আপনার জিজ্ঞাসিত সমস্ত তত্ত্ব বিবৃত করিলাম, ইহা অতি গোপনীয় এবং সকলের নিকট অপ্রকাশ্য। ভগবন্ত! আপনি দিব্যজ্ঞানমেন্ত্রে অবলোকন করুন, আমি সেই ভগবৎশ্রী; মদীয় আরাধন-পাত্র আপনি গ্রহণ করিবেন এবং কালী, জারা প্রভৃতি মহাবিদ্যাগণের মন্ত, স্তব ও কবচাদি আপনি সর্গতোভাবে প্রকাশ করিবেন, আমি সর্গ দেবতা মথো নির্মলা এবং অতি গোপনীয়া; মদীয় সুরহস্ত মন্ত্রস্তম্ভ সকল আপনি ব্যক্ত করিবেন। আপনি আগমকর্তা এবং স্রষ্টা বিহু, বেদকর্তা। আপনি অগ্রে আগমকর্তৃক-বিষয়ে বিনিযুক্ত হইয়াছেন, তৎপরে বেদকর্তৃক-বিষয়ে বিহু মিশ্রোজিত হইয়াছেন। আগম ও বেদ এই দুইটা আমার প্রবান বাহ, এই উভয় দ্বারা ভূলোক, ভুবলোকাদি সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া থাকে। হে-বৃক্ষটে! যে ব্যক্তি আগম এবং বেদের উল্লম্বন করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি মদীয় হস্ত হইতে পণিত হইয়া তিরকালের মিসিত অধঃপতিত হয়। যে ব্যক্তি আগম কিংবা বেদ, এতদন্ততয়ের উল্লম্বন করিয়া একের আশ্রয় গ্রহণ করে, আমি বিকলানী হইয়া কখনও তাহার উদ্ধার করিতে পারি না। এই উভয়বিধ পন্থা মঙ্গলদায়ক, দুঃসহ, দুর্ঘট, দুর্জয় এবং দুর্ভাগ্যজনক; ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন জ্ঞান করা কঠোর উচিত নয়। আপনি সমস্ত দেবতার মন্ত্র-তন্ত্রাদি ব্যক্ত করিয়াছেন; বৈকবাচারশালী লোকের পক্ষেও মদীয় তন্ত্র-মন্ত্র সুরকণীক, অতএব মঙ্গল-সীকিত লোক সকলের পক্ষে শাস্ত ও বৈকব ভিন্ন নহে। শক্তি এবং বিহুর প্রতি বাহার অচলা ভক্তি, সেইই শাস্ত; এতদন্তর কখনও শাস্ত হইতে পারে না। বাহারা বিহুভক্তি আশ্রয় না করে, তাহারা শক্তি-সম্বন্ধীয় বিধি, কি করিয়া আচরণ করিবে? বৈকব-মন্ত্র সকলেরও আমি দেবতা, অতএব মহাপাসক ব্যক্তি বিহুসীকা-বিষয়ে গুরু হইতে পারে; কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি শক্তি-সীকিত না হইয়া শক্তি-সীকার প্রবর্তক হয়, তাহা হইলে মন্ত্রবাতা এবং মন্ত্র-এহীতা উভয়কেই পরহুপে বান করিতে হয়; এই সকল ব্যক্তি আপনার যেন স্রষ্টা থাকে, এক্ষণে আমি স্রষ্টাও নবন করিব। তত্ত্বদেব কহিলেন, এই বলিয়া সেই পরমবাসিনী মহাকালী জারা প্রভৃতি মহাবিদ্যাগণের সহিত মিলিত হইয়া একরূপ ধারণ করিলেন। মহাদেব কহিলেন, সেধি। আপনি স্রষ্টা-মন্ত্র-প্রভৃতি, লোক-কার্যার্থে মদীয় ধারণ করিম পতিভাবে আমাকে আশ্রয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোণার আপনি তাহুণ স্রষ্টারূপ



পুল-প্রকৃতি এবং কোথায় বা মাদুশ জড়গণী পুরুষ, যদি আপনি স্বয়ং দক্ষালয়ে গমন করেন, তাহা হইলে মাদুশ ব্যক্তির নিবেদন করিবার কি শক্তি আছে? হে মহেশানি! আপনার দ্বারা অভিলিখিত হয়, তাহাই করুন। পরন্তু প্রভুত্বাভিমানে হইয়া আপনাকে যে নমস্ত কথা বলিয়াছি, এক্ষণে তাহা কমা করিবেন। শুকদেব কহিলেন, এইরূপ শিববাচ্য শ্রবণ করিয়া, দক্ষকৃত্য সেই মুক্তকেশী নীলাবুধ-বিনিমিত চতুর্ভুজা কালীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াই আকাশপথে গমন করিতে লাগিলেন; কষ্টহীত ব্যায়চর্চ পবনবেগে বিচলিত হইতে লাগিল, তদীয় পীনস্তনবদন অভিব্যেগে আন্দোলিত হইতে লাগিল এবং এদীপ্ত লোচনজলে তাঁহার মুখমণ্ডল অতীব ভরস্বয় হইল।

বর্ষ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

### সপ্তম অধ্যায় ।

শুকদেব কহিলেন, অবস্তুর সভা দক্ষালয়ে উপস্থিত হইলে, সভা আসিয়াছে বলিয়া সকলে কোলাহল করিয়া উঠিল এবং পুরবাসী আবাস-বৃদ্ধ সকলেই ভ্রামবর্ণী সভাকে দেখিবার দিমিত উপস্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে দেবী অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় এমনী প্রভুতির নিকট উপস্থিত হইলেন; প্রভুতিও বহুকালের পর সমাধতা সভাকে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে জোড়ে গ্রহণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন; তাঁহার মননজলে সভীর সর্গাক অভিব্যক্ত হইতে লাগিল। কিরংকণ পরে প্রভুতি কহিলেন, বৎসে! তুমি সর্গদেবের অধীশ্বর মহেশ্বরকে পতি প্রাপ্ত হইয়াছ এবং তাঁহার স্তন্যবলতা হইয়া আমাদিগকে একবারে বিন্ধিত হইয়াছ। হে শুচিন্মিত্রে! আমরা তোমার জন্ত সর্গদা শোকলাগরে মগ্ন হইয়া থাকি; অদ্য বহুদিনের পর সেই শোক সূত্রীভূত হইল। বৎসে! তোমার পিতার সুকৃতির কথা কি কহিব? তিনি সর্গদা শিবদেবী এবং ভজন্তাই তোমাদিগকে আশ্রয় দা করিয়া এই বজ্র অরক্ষ করিয়াছেন। বৎসে! অদ্য আমি যে প্রকার স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর; যেম প্রজাপতি, কন্দহীন হইয়া বৃদ্ধকৃত্যটে পড়িয়া আছেন এবং বিকৃতাকারী রাক্ষসী সকল তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার দিমিত সমুদ্রাত হইয়া কেহ বা সূতা করিতেছে, কেহ বা হস্ত করিতেছে, কেহ বা খোণিতবর্ষণ করিতেছে, কেহ বা নকের মস্তক লইয়া কক্ষকৃত্য করিতেছে। এইরূপ বাঘভীর ভূত, প্রেত, পিশাচ, হুয়াত এবং কটপুতনা প্রভৃতি সকলে দক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া লহাতে সূতা করিতেছে; নগ্নবহিত প্রজাপণ এবং আমরা সকলে এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম এবং ভৎকালে কি কর্তব্য, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। ভদ্রস্বয় বেণিলাস, মহাদেবপ্রভার ভ্রাম ভ্রামবর্ণী দ্বিগবনী, জিবেজা, চন্দ্র-

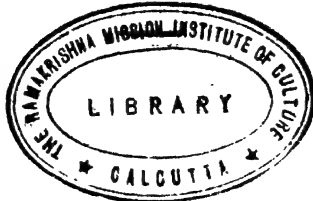
হুজা কোন মহেশ্বরী মূর্তি কোটিহুজার স্তায় প্রভাবতী হইয়া অটুট হস্ত করিতেছেন এবং মহারথে দিগন্তরাজ ব্যাপ্ত করিতেছেন । যে প্রকার গরুড়ের ভয়ে সর্প সকল পলায়ন করে, সেই প্রকার তাঁহাকে দেবীমাত্র রাক্ষসাদি সকলে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল ; তাহা দেখিয়া নংপুরস্থিত একাদশ রত্ন ভবান উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে এবং কাহার কন্যা, কি নিমিত্তই বা এই যজ্ঞস্থলে আসিয়াছেন ? তখন সেই দিগন্তরী কহিলেন, আমি দক্ষকন্যা আমার নাম সতী ; মদীয় পিতৃযজ্ঞ রাক্ষসেরা ধ্বংস করিতেছে এবং পিতা আমার হ্রিয়মন্তক হইয়াছেন দেখিয়া, আমি ব্যাকুলা হইয়া সর্গাশ্রিত বিমান করিবার জন্ত এস্থলে উপস্থিত হইয়াছি ; এক্ষণে ভীম-রূপধারী আপনি কে পরিচয় প্রদান করুন ? রত্ন কহিলেন, আমি রত্ন, এই দক্ষভবনে আরও মণ রত্নের সহিত বাস করি ; এক্ষণে সতাই যদি আপনি দক্ষকন্যা, তাহা হইলে স্বীয় পিতার জীবন প্রদান করুন । এইরূপ রত্নবাক্য শ্রবণ করিয়া সেই দেবী, স্বীয় পতি মহাদেবকে ভৎক্ষণাৎ যজ্ঞস্থলে আনাইয়া দক্ষের জীবন প্রদান করিলেন । তখন ছাগমূষ, দক্ষ হর্ষাধিত হইয়া শিখের স্তব করিতে লাগিলেন, তাঁহার কুবুজি দূরীভূত হইল । অনন্তর ইন্দ্র, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া সেই যজ্ঞ পরিপূর্ণ করিলেন । বৎসে ! গত রাত্রিতে আমি এই প্রকার স্বপ্ন দেখিয়াছি, এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, তুমিই সেই কালরূপিণী মহেশ্বরী হইবে, নতুবা স্ত্রীমাসী হইয়া আমার নিকটে আগমন করিবে কেন ? আর শিব-নিম্নাকারী দক্ষ শিবনিম্নার প্রতিকূল পাইয়া ভোমাদিগকে চিনিতে পারিবেন ; কারণ আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, ইহা মিথ্যা বলিয়া বোধ হইতেছে না । বৎসে ! তুমি তিরজীবিনী হও এবং আমি ভোমার জননী, আমাকে কখনও পরিত্যাগ করিও না ; আমি ভোমার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া সকল শোক বিমূঢ় হইব । সতী কহিলেন, মাভঃ ! আপনি বাহা কহিলেন, সমস্তই সত্য ; এক্ষণে আজ্ঞা প্রদান করুন, আমি যজ্ঞশালাস্থিত পিতার সহিত সাক্ষাৎ করি ; এই বলিয়া জননীকে প্রণাম করিলেন এবং তদীয় সম্মান লাভ করিয়া মহোদরারণের সহিত যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অশ্বরূপী, উল্লাতৃ এবং হোতৃগণ কেহ বা স্বাহা, কেহ বা স্বধা, কেহ বা বোধই ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন এবং প্রজাপতি তাঁহাদের সহিত শিবনিম্নাসমুদ্র হর্ষপ্রকাশ করিতেছেন । অনন্তর দক্ষ, ভারণের বধ্যহিত্য রোহিণীর স্তার ভগিনীগণের মধ্যে কমললোচনা সতীকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, তুমি কে ? কাহার কন্যা ? তুমি স্ত্রীমবর্ণা হইলেও মদীয় সতীর স্তায় বোধ হইতেছে, অথবা তুমি আমারই কন্যা সতী এই যজ্ঞস্থলে স্বপ্ন আগমন করিয়াছ ? সতী কহিলেন, পিতঃ ! আমি আপনার আগের কন্যা সেই সতী, আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না ? আপনি প্রজাপতি এবং আমার জনক; অতএব আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি । তখন প্রজাপতি সতীকে চিনিতে পারিয়া কহিলেন, হা বৎসে !



বাও ; যে দিবসে তুমি ঘাইয়া দিবকে গতি প্রাপ্ত হইয়াছ, সেই দিবসাবধি আমি তোমাকে স্মৃতকৃত্যর স্মার মনে করি । তুমি আমার কস্তা হইয়াও ইহা জগিতে পার নাই যে, তুমি রক্তহন্তে নমস্কৃত হইয়াছ, ইহা দেখিয়া প্রজাপতি জীবদুহিত হইয়া আছে মতুবা নিজপতি রক্তকে পুনঃপুনঃ অরণ করাইয়া তুবানলের স্মার অন্তর্বিহিত কোথ-বহিকে বর্জিত করিবে কেন ? মদীয় ভবনে জটাজুটধারী শূলহস্ত একাদশরক্ত সর্পদা বাস করিতেছে, সেই একাদশ রক্ত ব্যতীত আমি অন্য কোন ব্যক্তিকে মেষের বলিয়া বিবেচনা করি না । হে হৃদয়ে ! শিবদাসধারী অস্ত্র কোন মহারক্ত আছে, বাহাকে তুমি পঞ্জিগণে বরণ করিয়াছ । মতী কহিলেন, পিতা, মাতা, গুরু, বন্ধু, পিতামহ, পত্নী, ভাতা, পুত্র প্রভৃতি সকলেই বর্ষবরণ, এবিধে কোন সন্দেহ নাই ; কিন্তু তুমি অপর্যায়িত হইয়া কি করিয়া আমার পিতা হইতে ইচ্ছা করিতেছ এবং বর্ষমতি হইয়া আমিই বা কি করিয়া তোমার কস্তা হইব ? যাহারা তোমার কস্তা, তুমি তাহাদিগকে রক্ষা কর ; অদ্য হইতে আমি তোমার কস্তা নহি ; আমি ভগবান ত্রিলোকেশ্বরের শরণাগত হইয়াছি, সেই শান্ত, বন্ধু, কৃপাকর মহাদেবই আমার ভর্তা ; তিনি অপেশী, নর-ভৃত্যস্বা, কুটুম্ব এবং জনপীথর ; কিন্তু তুমি মীর মুর্ত্তা প্রাপ্ত নরীয়া তাঁহার প্রতি ঘেব কর । যাহার ( শিব ) এই ব্যক্তির নাম অমঙ্গলনামক কেবল অরণ করিলেই সর্কপাপ বিনষ্ট হয় এবং যাহার নামে ত্রিভুবনের এতাদৃশ উপকার হয়, তাহাকে নাকিও ভজনা করিলে উপকারের কথা আর কি বলিব ? আর তোমারই বা দোষ কি, বিবাতা তোমাকে বর্জিত করিয়াছেন, মতুবা শিবভক্তিমুখ তোমাকে প্রদান করিবেন না কেন ? আর শিবদেবের প্রতিফল তুমি কি হৃদয়ে অস্থিত করিতেছ না ? শিবদেবী ব্যক্তি দিকল্যাণ এবং মঙ্গলমুখ ; অতএব যে প্রজাপতে । আমি এখনও তোমার উপকারের নিমিত্ত বলিতেছি, বস্ত্রসহকারে মেষের রক্তের উপাসনা কর এবং স্তবদি যারা তাহাকে স্তুতি কর । আমার বাক্য অস্তথা করিত না । দক্ষ, ক্রুদ্ধ হইয়া পুনর্বার কহিলেন, তুমি যে 'স্তব' শব্দ করিলি, এই শব্দ আমি বিপরীত করিয়া পাঠ করিলেই শিববোধক হইবে । ( স্তব—বিপরীত পাঠ করিলে হয় 'বস্ত' বস্ত শব্দের অর্থ ছাগল । দক্ষ, শিবের স্তব করার পরিবর্তে শিবকে ছাগল বলিয়া গালি দিলেন ) । তুমি পুনঃ পুনঃ কিজন্ত আমাকে বলিতেছিস ? সকলের রক্তি সমান নহে, আমার যাঁহা ইচ্ছা করিব । তুমি এখনই আমার দৃষ্টিপথের বিহীত হইয়া যা, তোকে দর্শন করিলে আমার মনোহুগুণ দ্বারাধির স্মার বর্জিত হইতেছে । মত। আর নহ করিতে না পারিয়া কহিলেন, রে মূখ ! অবাচার ! এক্ষণে শিবদাস্যর প্রতিফল প্রাপ্ত হও । তুমি যেমন ( স্তবশব্দোৎপ্রথা মুখে ) অর্থাৎ 'স্তবশব্দ আমি বিপরীত করিয়া পাঠ করিলে' এই কথা বলিলে তদনুসারে তাহাই হউক, তুমি বস্তমুখ হও অর্থাৎ জাগলের স্মার তোমার মুখ হউক এবং তোমার শব্দ ছাগলশব্দের

ঢ়াং হউক, আর যেম কেহ কখনও শিবসিদ্ধা শ্রবণ না করে । আর আমি যে কেবল তোমার চক্ষুর বহির্ভূত হইব, তাহা মহে ; যে যেহ তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অতিরাং সেই দেহেরও বহির্ভূত হইতেছি । এইরূপ সত্যবাক্য অবমান হইয়াস্নাত্ত প্রজাপতি যোগমুখ হইয়া, আগবৎ শব্দ করিতে লাগিলেন । হে জৈমিনে ! তৎকালে বাবতীর দেবতা ও মুনিগণ অতিশয় বিস্ময়াবিভ হইয়াছিলেন । অনন্তর সত্যী বধন সেই সত্যহল হইতে নির্গত হইলেন, তখন ইচ্ছাদি দেবগণের সহিত সত্যহল কম্পিত হইতে লাগিল । তদীয় গমভয়ে সৰ্ব্ব পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল, সত্যহ সকলেরই বাক্য স্তম্ভিত হইল, সকলে হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে কেহই সক্ষম হইল না, অধিক কি, তাঁহার জুহুটী-জীবন-মুখের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে কেহ সাহস করিল না । সত্যী অদ্ভুত হইলে, চারিদিকে হাওয়ারধ্বনি সমুখিত হইতে লাগিল । দক্ষ সমুখিত হইয়া (সত্যী) এই কথা বলিতে গিয়া, আগলের স্তায় অব্যক্ত শব্দ করিতে লাগিলেন । কি ধরনীমণ্ডল, কি গগনমণ্ডল সর্বত্রই (সত্যী) এই বাক্য ভিন্ন আর কিছুই শুনা যায় না এবং সকল লোকই ‘সত্যী কোথায়’ ‘সত্যী কোথায়’ বলিতে বলিতে দশদিকে ধাবিত হইতে লাগিল । হে বৃষিধর ! শিবপ্রিয়া সত্যী তথা হইতে প্রস্থান করিয়া হিমালয়ের নিকটস্থিত কোন সুহর্গম পার্বত্যমাধ্য উপস্থিত হইয়া, তথায় দক্ষসমুত্ত পের ত্যাগ করিয়া হিমালয়ে গমন করিলেন । ঐদিকে দক্ষালয়ে কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে সুহ হইয়া আগমুখ দক্ষের সহিত পুনর্বার বজ্রকার্য্যে প্রযুক্ত হইলেন । তাঁহারা বজ্রকার্য্যে প্রযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু তৎকালে কেহই সুখী হইলেন না । কেননা, অসং বজ্রাধিকারী দক্ষ, বধন আগমুখ হইয়া ব্রহ্মোচ্চারণ কালে আগশব্দ বিস্তার করিতেছেন, তখন ইহা অপেক্ষা অসুখের বিষয় আর কি হইতে পারে ? এই সকল ব্যাপার দেখিয়া গুনিয়া কেহবা হাস্ত করিতে লাগিলেন, কেহবা অশ্রুতাপ করিতে লাগিলেন, কেহবা রোদন করিতে লাগিলেন, কেহবা বলিতে লাগিলেন, “দক্ষকস্তার কি অদ্ভুত শক্তি” । কেহ বলিতে লাগিলেন “কি আশ্চর্য্য ! শিব-সিদ্ধার প্রতিফল অতিরাং প্রতিফলিত হইল” ; কেহ বলিতে লাগিলেন, “সত্যী কোথায় গমন করিলেন” ? কেহ বলিতে লাগিলেন, “সত্যী শত্রুসকাশে গমন করিয়াছেন” ; অন্তঃপুরস্থিতা রত্নীজননী প্রমুতি এই সকল ব্যাপার শ্রবণ করিয়াও ভ্রূংখিতা হইলেন না ; কারণ তৎকালে তাঁহার মোহ দূর হইয়াছিল এবং তিনি জানিয়াছিলেন যে, সত্যী সাক্ষাৎ পরমা-শলব্রহ্মত্ব এবং তাঁহার প্রতি আশ্রয় যে কস্তাবুদ্ধি করিয়া থাকি, ইহা অবমান ।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥



## অষ্টম অধ্যায় ।

শুক বলিলেন, ব্রহ্মা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া দেবর্ষি নারদ, সতীর দেহপরিভ্যাগের কথা জানাইবার জন্য মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে দেবদেব ! জিলোচন ! আপনাকে নমস্কার করিতেছি । দেবী সতী দক্ষালয়ে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন ; প্রজাপতি দক্ষ সতীসমক্ষে আপনার বহুবিধ মিন্দা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া, ক্রোধাবিষ্টা হইয়া, দক্ষকে অভিলাপ প্রদান পূর্বক তিনি দক্ষসমুক্ত স্বীয় দেহ ত্যাগ করিয়াছেন । দক্ষ ছাগমুণ্ড হইয়া ছাগশব্দে ‘সতী’ ‘সতী’ বলিয়া, কিয়ৎক্ষণ মাজ বিলাপ করিয়া পুনরীর আরক্ত যজ্ঞে মন দিয়াছেন । মহাদেব, নারদের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, শোকে বিহ্বল হইয়া, বহুক্ষণ রোদন করিলেন । পরে নারদের প্রতি কহিলেন, বৎস নারদ ! সতী দেহপরিভ্যাগ এবং ব্যাবলচিত্ত আমাকেও পরিভ্যাগ করিয়াছেন ; এক্ষণে বাহা উপযুক্ত হয়, বল, আমি সেই কার্য্য করিতেছি । নারদ কহিলেন, দেব মহেশ্বর ! চিন্তা করিবেন না, পুনরীর সতীকে প্রাপ্ত হইবেন ; সতী আপনার ভিন্ন অন্য কাহারও নহেন ; ত্রিজগতে আপনাই তাঁহার প্রিয়তম । এক্ষণে, যেহায়ে সতী, দেহত্যাগ করিয়াছেন, সেই প্রজাপতির ভবনে আপনি গমন করিয়া, প্রজাপতির চরিত্রের বিষয় সমস্ত জ্ঞাত হউন । নশ্ত্রি তিনি ছাগমুণ্ড হইয়াই বা কিরূপ কার্য্য করিতেছেন এবং সতীর দেহত্যাগ, সতী কিনা ইহাও জানা আবশ্যক । আর যদি দক্ষ তাদৃশ ছাগমুণ্ড হইয়াও পুনরীর আপনার নিশা করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ যজ্ঞের সহিত তাঁহাকে বিনষ্ট করিবেন । অতএব তদীর ভবনে যে একাদশ রত্ন বাস করেন, আপনি তাঁহাদেরই অন্ততমরূপে তথায় গমন করুন । মহাদেব কহিলেন, আমি এখনই তথায় গমন করিতেছি, তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর । শুকদেব কহিলেন, দেব মহেশ্বর মনে মনে এই প্রকার মিন্দন করিয়া, ভীষণাকার মহাক্রমরাগ ধারণ করিলেন । তাঁহার হৃদয় তৎকালে অতি ব্যথ হইল এবং ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মুষ্টিবলকণা হইতে লাগিল । তৎকালে তিনি, তাম্রধ্বজটাকুট, দীর্ঘলোটকলক, অশ্বৈ ওশলপ, মেজজরাভ্যন্তরে চক্ষুঃ, মূণ, মণ্ডলে মুহুর্ধ্বঃ শাস ও অট্টহাস, গলদেশে মুণ্ডমালা ও নাগবজ্রোপবীণ, কন্দদেশে কলদণ্ড, হস্তে কপাল ও ভিক্ষাপাত্র, কটিতে গজাজিম ও নাগবজ্র ধারণ করিলেন এবং সুদীর্ঘ জামু, সুদীর্ঘ জুতা, মহাশূলক ও মহাপদ ধারণ করিয়া পদতলে মেদিনীমণ্ডল প্রকল্পিত করিয়া, করিতে দক্ষালয়ে গমন করিলেন । তাঁহার ভীষণ মুষ্টি দেখিয়া দক্ষশে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল । তিনি দক্ষশালার বহির্দেশে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, অহে দক্ষ ! আমি

ভিক্ষুক, আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর। গৃহাভ্যন্তরস্থিত সকলেরই এই মহাবোধশব্দে হৃদয়-দোহঁলা উপস্থিত হইল এবং সকলেই য য কর্ণে শিখিল হইয়া পড়িলেন। দক্ষ ছাৎশব্দ করিয়া লম্বিতে অবরোধ করিয়া, ভিক্ষুকের বিবর জামিনার জন্ত কোন দেবতাকে পার্শ্বাইলেন। দক্ষপ্রেরিত সেই দেবতাঃ বহির্ভাগে আসিয়া সেই ভীষণাকার মহারক্ষকে সমস্তদর্পে জিজ্ঞাসা করিলেন; তুমি কে এবং কি প্রার্থনা করিতেছ? তোমাকে দেখিয়া দর্পিত বলিয়া বোধ হইতেছে; ভিক্ষুকের আকার গ্রহণ নহে, তাহাদের বিনয়বিধি হওয়া উচিত। রজ্র কহিলেন, আমি নিশ্চয়ই ভিক্ষার্থী, আমার নাম রজ্র, আমি অভাবহীন এতাদৃশ ভীষণাকার, এই হলো সত্যভিক্ষা করিবার জন্ত সমাধত হইয়াছি; এক্ষণে মূলোচনা সত্যকে প্রদান করিতে তুমি লক্ষ্য হইবে কি না? যদি না হও, তবে শীঘ্র বল, কে লক্ষ্য হইবে? মহারজ্র যুগিত্বনেজে এই কথা বলিলে, সেই দেব “বজ্রশালাস্থিত দক্ষের দিকট সত্য ভিক্ষা করন” এই বলিয়া তথায় তাঁহাকে রাখিয়া প্রতিগমন করিলেন; এদিকে অনুরোধের মহারক্ষও বজ্রশালাতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া, দক্ষ ক্রোধাক্রুরিত-মুখে কহিতে লাগিলেন; এই রজ্র আমার সত্যকে হরণ করিয়াছে এবং আমার নির্মল হৃদকে কলঙ্কিত করিয়াছে, হ্রাস্তাকে প্রদান হইতে দূর করিয়া দাও। দক্ষ পুনঃপুনঃ এইরূপ বলিতে লাগিলেন; রজ্র কহিলেন, রে ছাগমূখ! তুই অন্তর্দৃষ্টি দেখে কি বলিতেছিস? এক্ষণে আমার শ্রামবর্ণা পরমহুম্বরী সত্যকে প্রদান কর, মতে সকলের সমক্ষে এখনই যজ্ঞের সহিত তোকে বিনষ্ট করিব; এই বলিয়া একবারে তিনটা চক্ষু ঘুরাইতে লাগিলেন; ডাহা দেখিয়া দেবর্ষি, নর এবং কিন্নর প্রভৃতি সকলেই ভীত হইয়া ইতস্ততঃ দৌড়িতে লাগিলেন; কিন্তু শত্রু অবলীলাক্রমে সকলকে হস্তদ্বয় দ্বারা আক্রমণ করিয়া কেশাকর্ষণ করিলেন এবং দক্ষের প্রতি ভীষণ দৃষ্টি বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দক্ষ তাঁহারের এই প্রকার কেশাকর্ষণ দেখিয়া ছাৎশব্দে একাদশ রজ্রগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন; তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহারজ্র দক্ষ প্রভৃতির সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তখন সকলে অভিযমতি হইয়া সেই একাদশরজ্র রবেশ্বরের সহিত মিলিত হইলেন। অনন্তর মহারজ্র প্রজা-পতিকে কহিলেন, দক্ষ! তুই কি বলিতে ইচ্ছা করিতেছিস? সম্প্রতি সত্যকে প্রদান করি কি না এবং যুতা বা ভীষ্ম ইচ্ছা করিতেছিস? এই সময়ে বায়ুবেগে স্রাব দক্ষের বাক্যকৃষ্টি হইল, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া মহারজ্র বহেশ্বরের প্রতি বলিতে লাগিলেন, রে শিবধর্ম! পূর্বেই আমি খেজুরের তাকে স্বীয় কস্তা সত্যকে প্রদান করি নাই, এখনই বা কিরূপে দিব? সত্য ইচ্ছা করিয়া তোকে পতি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমিও সেই শিবসাব্যধি “সত্য মরিয়াছে” বলিয়া ক্ষম করি; অথবা প্রদানে আসিয়া সত্য যুতশরীরই পুনরায় ত্যাগ করিয়া প্রেতরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। তুমি প্রেতহানপ্রিয়,

১ পাণ্ড, ভাহার অববণ কর; এই হাম প্রেতভূমি নহে এবং আমিও প্রেতাবিণ  
 আমি তোমাকে আহ্বান করি নাই, তবে কিজন্ত মরিবার অভিলানে এখানে  
 হা? এখান হইতে সরিয়া যাও, যুধা যজ্ঞবিয় করিবার আবশ্যক নাই। শুকদেব  
 ন, নক্ষ এইরূপ কহিলে, সেই একাদশ রত্ন মুহূৰ্ত্তঃ নিধান কেলিতে লাগিলেন।  
 দর নিখাল হইতে রত্নসম আরও বহু রত্ন উৎপন্ন হইল; রত্নেবর তাঁহাদের মধ্যে  
 নামে ব্যাভ হইলেন। রত্নগণ বীরভরের নিকট উপস্থিত হইয়া “আমাদিগকে  
 রিতে হইবে” এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি যজ্ঞধ্বংস করিতে আদেশ করিলেন।  
 অংক্ষণাৎ যজ্ঞকৃতকে মুক্তপূর্ণ করিয়া দক্ষের কেশার্ক্ষণ করিয়া মানাধিকারে  
 করিতে লাগিলেন। দেবগণ বিভ্রান্ত হইয়া প্রাণমাত্র অবশিষ্ট লইয়া ক্ষণে  
 প্রাণনাশভয়ে ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন। সমাগত লোক সকল  
 সেই ঘোরশব্দ শ্রবণ করিতেছিল, কেহ বা এই প্রকার মহাবীর যজ্ঞধ্বংস  
 করিতেছিল, কাহারও চক্ষু, কাহারও কণ ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল ক্ষত-বিক্ষত  
 লাগিল। রত্নগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ব্রাহ্মগণ গ্রামস্থে “আমরা ব্রাহ্মণ”  
 কথা বলিতে বলিতে পলায়ন করিতে লাগিল। বীরভরঙ্গী দেব মহারত্ন অম্ব  
 ক্ষের ভ্রায় দক্ষের মন্তক উৎপাটিত করিলেন, পুবার দন্ত ভঙ্গ করিলেন এবং  
 ক্ষ করিয়া দিলেন। রত্নগণ এইরূপে যজ্ঞধ্বংস করিয়া অস্তঃপুরে প্রবেশ  
 নারীগণকেও বিনাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রজ্জ্বিত কাতরমেজে নিরাক্ষণ  
 লাগিলেন, দেখিয়া শত্রু কিয়ৎপরিমাণে শান্তপ্রায় হইলেন। তাঁহাকে শান্তপ্রায়  
 প্রজ্জ্বিত দিব্যজ্ঞানবলে পরমপুরুষ বলিয়া এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন।  
 হেথর! আপনার পাদপঙ্কজে প্রণাম করিতেছি, কারণ আপনার পাদপঙ্ক  
 নে অধিত্যয়, ভয়হর এবং ইষ্টসাধক। সুর-নর-কিন্নরাদি সকলেই আপনার চরণ  
 করিয়া নিবিল-ভয় হইতে মুক্ত হয়। আপনি শিব, কন্দর্পের বিনাশকর্তা বলিয়া  
 ার নাম সুরহর, এইরূপ হয়, ঐশ, উত্তম, মহেশ্বর, প্রভৃতি নামের আপনিই  
 াদ্য; আপনি ভবভয় হইতে মুক্ত করেন এবং আপনার স্রষ্টা শক্তি সকল নষ্ট  
 চক্ষু, সূর্য্য, বহি ইহারা আপনার লোচনজয় মধ্যে বিরাজমান; আপনি মহামনা  
 মাদৃশ লোক সকলের মনোমধ্যে বিরাজমান; শত শত চক্ষু এবং শত শত সূর্য্যের  
 আপনার প্রভা। আপনার প্রভাবের কথা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। কেন-  
 দূশ কোটিরক্তাও আপনার শরীর মধ্যে লক্ষিত হইতেছে। এক্ষণে এই উত্তম  
 আপনাকেই সমর্পিত হইল; কেননা, সমস্ত বজ্রেই সেবকেরা আপনারই পূজা  
 া থাকে, তবে কিজন্ত পশুভূতা দক্ষের বাক্য গণ্য করিতেছেন। আপনার প্রিয়ভমা  
 রূপিনী প্রভৃতি-দেবী যে আমার গর্ভে সত্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা  
 অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রকাশ মাত্র বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। আর এই যে যজ্ঞধ্বংস হইল,



ইহাও আমি আপনার অনুগ্রহ মনে করিতেছি। কেননা, যে ঈশ্বরের অপানন্দমাত্র অবলোকন মহাকলদায়ক বলিয়া লোকে ব্যর্থ করে, সেই ঈশ্বর আপনিই ঐ যজ্ঞে নিগ্রহাত্মক সম্পূর্ণ দৃষ্টি করিয়াছেন। এই প্রজাপতি আজন্ম আপনার প্রতি অতি সুশ্রুতি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি অনুগ্রহ করিয়া বহিঃশোধিত সুবর্ণের স্রাব্য তাঁহাকে নিগ্রহাদি দ্বারা শোধিত করিলেন; তাঁহার জন্ম সার্থক হইল, এক্ষণে তাঁহাকে মৃত্তি প্রদান করিলে তিনি উত্তম ভক্তিসহকারে আপনার চরণে প্রণত হইবেন এবং আত্মাবধি আপনার পাদপদ্মসেবা করিবেন। প্রভো! আপনার শশিপ্রভ সুর্য্যোদয়-মুষ্টি গোপন করিয়া কিজন্য এই ভীষণমুষ্টি ধারণ করিয়াছেন? শুকদেব কহিলেন, ভগবান্ মহেশ্বর প্রমুষ্টির স্তবে প্রসন্ন হইলেন এবং স্বীয় সুবাহনে অবস্থিত হইয়া মনোহর স্রাব্য ধারণ করিলেন। এই সময়ে ব্রহ্মা হংসারূঢ় হইয়া এবং বিহু গরুড়ারূঢ় হইয়া, ভদ্রার উপস্থিত হইয়া, সুবাহনের প্রতি বলিতে লাগিলেন, হে দেবেশ! আপনি যে দক্ষকে এইরূপে বিমর্দিত করিয়াছেন, ইহা তাঁহার অপরাধের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদত্ত হইয়াছে; এক্ষণে শান্ত হউন, ভদ্রাস্ব দেবগণকে প্রকৃতিস্থ করুন এবং দক্ষের জীবন প্রদান করুন; ইহারা আপনার স্তব করিতে ইচ্ছা করিতেছে। রত্নদেব কহিলেন, ভদ্রাস্ব, দেবতা সকল প্রকৃতিস্থ হউক, কিন্তু আমার অপমানস্থলে সমাস্থুভূতি প্রদর্শন করিয়া আর যেন কদাচ এরূপ কার্য না করে। আর অস্ত্র একটা পশুর মস্তক আনিয়া দক্ষকে প্রদান কর, এক্ষণে মদীর বিন্দার প্রতিফল ভোগ করিয়া মে কলুষশূন্য হইয়াছে। শুকদেব কহিলেন, এইরূপ রত্নদেবাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা এবং বিহুর আজ্ঞানুসারে নন্দী অস্ত্র এক ছাগমস্তক আনিয়া দক্ষকে সংযুক্ত করিলেন; প্রজাপতি তৎক্ষণাৎ জীৰ্ণিত হইয়া, ব্রহ্মা বিহু ও মহেশ্বর এই পুরুষত্রয়কে নিরীক্ষণ করিলেন এবং তাঁহাদের অপূর্ণ শোভা অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন। দক্ষ পুনর্বার সম্বন্ধিত সর্পধীর স্রাব্য বিমলচিহ্নে মহেশ্বরের কোটিচক্ষুসদৃশ মুষ্টি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, মহেশ্বরের মূখ-মণ্ডলে লোচনত্রয় অপূর্ণশোভা ধারণ করিয়াছে, করযো জিহ্বা এবং ডমরু, সর্গাঙ্গ স্বর্ণাভরণে ভূষিত, অর্ঘ্যাদি সিদ্ধিগণ মুষ্টিমান্ হইয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছে এবং তিনি ব্রহ্মা ও বিহুর সম্মুখস্থে বিরাজ করিতেছেন। মহাদেবের এরূপ মুষ্টি দেখিয়া দক্ষ স্তব করিবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু কথা কহিতে পারিলেন না। তাহা দেখিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা এবং সমাতন বিহু প্রজাপতিকে বলিলেন, হে প্রজাপতে! আপনি মহাত্ম্যাবান্, যেহেতু নাক্ষত্র মহাদেব আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান; আপনি পূর্ণরূঢ় অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করুন, ভক্তিতাবে পরমানন্দে ইহঁদের স্তব করিয়া প্রণাম করুন। ইনি সত্যবত্তই আগন্তব্য এবং শিবনামধারী, ইহঁদের স্তব করিয়া প্রণাম করুন। ইনি সত্যবত্তই আগন্তব্য এবং শিবনামধারী, ইহঁদের স্তব করিয়া প্রণাম করুন। ইনি সত্যবত্তই আগন্তব্য এবং শিবনামধারী, ইহঁদের স্তব করিয়া প্রণাম করুন। ইনি সত্যবত্তই আগন্তব্য এবং শিবনামধারী, ইহঁদের স্তব করিয়া প্রণাম করুন।

অপরার্থের প্রতীক্ষা করেন না। শুকদেব কহিলেন, তাঁহাদের বাক্যশ্রবণান্তে প্রজাপতি  
আমন্দসহকারে দেব মহেশ্বরকে প্রণাম করিহা এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন ।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

## নবম অধ্যায় ।

দক্ষ বলিলেন, হে দেবদেবেশ্বর ! আপনি সুরাহরের বন্দিত, আমি আপনাকে  
প্রণাম করিতেছি । আপনি বিশ্বভাবন এবং বিশ্বেশ্বর, আপনাকে প্রণাম করি । আপনি  
আদি এবং আদিকর্তা ; এই মিথিল বিশ্ব আপনিই রক্ষা করেন । আমি যে, পশু  
অপেক্ষাও অধিক, ইহা পশুগণও জ্ঞাত ন্যাছে । আমি আপনার তত্ত্ব না জানিয়া  
খীর জন্ম বিফল করিয়াছি । আপনি সর্বভূতাত্মা এবং পরমগতি ।

অমাদি অমন্ত ভব মুক্তিদাতা ভগবান্ ।  
তুমি শিব মহাতাপ পরমেশ পুরাতন ॥  
হর সমাতন দেব পরমাত্মা অগোচর ।  
ক্ষমাশীল আন্ততোষ সন্তোষ সন্তোষকর ॥  
কল্পণানাগর শান্ত কমনীয় প্রজাপতি ।  
বিশ্বেশ্বর বিশ্ববন্ধু পূর্ণানন্দ সমমতি ॥  
পরম ঈশ্বর তুমি ক্লেবল আনন্দ-চিতি ।  
বিরূপ ও বিশ্বরূপ, কাল, কালীপতি, পতি ॥  
সত্ত্বীকৃত নিজবন্ধু বন্ধুরাণী সত্ত্বীপতি ।  
ভগবান্ ভগদ্বন্দ্বী মহানন্দ মহামতি ॥  
বিশোধন এসরাত্মা কামরূপ পরভাণী ।  
কালানল কালকর্তা কলানিধি কালরাণী ॥  
কামিনীনাথক কামী কৌতুকী কামলাগন ।  
কাম কাল অগ্নি রক্ত কোষেরবসমভূষ ॥  
কপালী কটকস্থল কুটস্থ কৈবল্যাস্কক ।  
কোন্দর কোন্দরীকার কোন্ড বেঙ্কটবাসক ॥  
ক্রীড়াভ্রম পরিভ্রান্ত ক্রীড়াকারী কলীকল ।  
কারী কেহী কেশ কেহী কেশরী শোণবিশৃঙ্গল ॥  
কপালী কালীনিত্য কপালী-বিভূষণ ।  
কপালভূষণ ভব যোগবিরোধ-শোভন ॥

যজ্ঞরূপ যজ্ঞকর্তা যজ্ঞানীর যজ্ঞং যম ।  
 যজ্ঞার-শৌৰ্য্যক যাতা যজ্ঞ যজ্ঞক যজ্ঞম ॥  
 যোনিদেব যোনিমালী যশস্বী যজ্ঞবান্ পর ।  
 যজ্ঞমাধ যজ্ঞপর জয়ী যজ্ঞরাজেশ্বর ॥  
 পরমামন্যবিগ্রহ পবিত্ররূপী পাবন ।  
 পূৰ্ণ পুরষিতা পাতা পূণ্য-প্রবণ-কীৰ্ত্তন ॥  
 পদ্মগন্ধ পদ্মমুখা পদ্মাসুজ পদ্মকর ।  
 পবন পণ্ডিত পটু পরমার্থপটুতর ॥  
 গোপনীয় গোপনাথ গোপাল গো-পুরবাসী ।  
 গৌরান্ন গৌরমন্তক গুরু ও গগনবাসী ॥  
 গোলোকস্থ গতিমান্ গৈর ব্রহ্মী গানকৃতা ।  
 গয়রিশু পিতামাতা পিতামহ গণপতি ॥  
 সদ্‌বুদ্ধি সদ্‌বুদ্ধিদাতা সাত্ত্বিক সত্ত্বশোভিত ।  
 সাক্ষী ত্যাক্ত নরাসার দিব্যভাবী দিব্যচিত্ত ॥  
 বিষ্ণুভিত্ত্বয়ং তুমি, তুমি শ্বেততুমি-প্রিয় ।  
 তুমি মৃত ও জীবিত, তুমি নিম্মা, পূজনীয় ॥

হে মহেশ্বর । আপনি এই সকল নামের প্রতিপাদ্য এবং পূৰ্বে আমি আপনার  
 প্রতি যে সকল নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তাহাতে আপনারই স্বরূপ কীৰ্ত্তন করা  
 হইয়াছে । আপনি বেদের অগম্য এবং বেদকর্তা অথচ বেদপ্রতিপাদ্য ; আপনি  
 অপেক্ষা বিষান্ আর কেহ নাই । দক্ষ, কশ্যপ, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি আপনারই রূপভেদ-  
 মাত্র । ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু ইহারাও আপনা হইতে ভিন্ন নহেন ; স্রুতি ও স্মৃতি আপনা  
 হইতেই প্রবর্তিত হয় । আপনি শাস্ত্রকর্তা এবং সৰ্ব্বভূতের প্রকৰ্ত্তক ; জ্ঞান, মোক্ষ,  
 বিজ্ঞান, ক্ষোভন প্রভৃতি আপনারই ঐশ্বর্য্য এবং একাধিশ্বরূপে আপনিই জগৎকে  
 ত্রাসিত করেন । স্বাহার উদয়মধ্যে হাবর-জন্মমানি সমস্ত জগৎ বাস করে, আমি পশু  
 অপেক্ষাও অধিক সূৰ্য্য হইয়া কিরূপে তাহার তত্ত্ব বুঝিতে পারিব ? হে নাথ ! আপনাকে  
 আর যুদ্ধোদ্‌যোগী দেখিতেছি কেন ? আমি আপনাকে স্মরণ না করিয়া যে বৃথা-বজ্র আরম্ভ  
 করিয়াছিলাম, উহা বিনষ্ট করিয়া উপযুক্ত প্রতিফল দিচ্ছি ; কেননা, যে কার্য্যে শত্ৰু  
 পুঞ্জিত হন না, সে কার্য্য কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না । শুক বলিলেন, হে বিভ্রান্ত  
 জৈমিনে ! প্রজাপতি স্বকৃত অপরাধে ভীত হইয়া মহেশ্বরের চরণে পণ্ডিত হইলেন । তখন  
 সমস্ত দেবগণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন । দক্ষ এইরূপে পুনঃপুনঃ তাহার চরণে পণ্ডিত  
 হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং পুনর্বার এইরূপে জপ করিতে লাগিলেন । হে দেব !  
 আপনার চরণধ্বজ ভাবনা করিলে সূভ্যস্তর মষ্ট হয়, অতএব আপনার চরণে প্রণাম করি ।

আপনার নাম ভিন্ন ভবরোগের আর বিড়ার ঔষধ নাই, এ বিষয়ে স্ফুটিই প্রমাণ। হে নীনবকো! আপনি মন, চক্ষু ও আত্মার অবিষ্ঠা এবং সর্গান্তর্ভাবী, আপনার চরণে প্রণাম করিতেছি, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি পূর্জয়াজ্ঞিত কর্তৃকলে এই শরীরাত্মক বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছি, সেই বন্ধনমোচন করিবার জন্ত আপনার চরণে প্রণত হইলাম, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। হে মহাদেব! আমি, আমার, ইত্যাদি মোহে মোহিত হইয়া রহিয়াছি, বাহাতে ঈদৃশ মোহ বিনষ্ট হয়, তাহারই জন্ত আপনার চরণে প্রণাম করিতেছি, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। মদীয় বাক্য, চক্ষু, হস্ত, জিহ্বা, পদ, ত্বক্, কর্ণ প্রভৃতি সমস্তই আপনার ভিন্ন আমার নহে; অতএব আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনি মহাত্মা, দিক্ আকাশ এবং কালস্বরূপ, এমন কোন বস্তু নাই, বাহাতে আপনি বিরাজিত নহেন; অতএব আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। হে শম্ভো! শরীর গারণ করিতে হইলে, সর্গদ্বাই আপনার নিকট অপরাধী হইতে হয়, আপনি প্রভু হইয়া যদি সে অপরাধ ক্ষমা না করেন, তবে আর কাহার নিকট হইতে সে অপরাধে মুক্তিলাভ করিব? হে মহাদেব! আপনি অপরাধ ক্ষমা করুন আর নাই করুন, এই আমি আপনার চরণ গারণ করিলাম। কারণ জীবনকালেই হটুক, আর মরণকালেই হটুক, আপনি ভিন্ন আর বিড়ার গতি নাই। শুকদেব কহিলেন, এইরূপে চরণে পতিত, ভক্তিমান, প্রজাপতিকে, দয়ানিধি মহেশ্বর হস্ত দ্বারা উঠাইলেন, প্রজাপতি শিবদেহায়ুতস্পর্শে পরম নির্কুণ্ডিলাভ করিয়া আপনাকে পূর্ণমনোরথ মনে করিলেন এবং সেই ক্ষণমাত্র সময়কে ষোড়শকালের স্থায় মনে করিলেন। তৎকালে দক্ষ এইরূপ মনে মনে বিবেচনা করিলেন, যেম আমি যোর মরক হইতে বিযুক্ত হইয়াছি। বৎস! জৈলোক্যনাথ শিব পরম পুরুষ, তাহার সাক্ষাৎ লাভ হইলে সংসার হইতে উদ্ধার হওয়া যায়; অতএব তাহার প্রতি আত্মসমর্পণ করা বিধেয়। আরও ইহার দয়ালুতার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখ, যে দক্ষ, আজন্ম তাহার নিম্না করিয়াছে; সেই কি না একবার মাত্র স্তব করিয়া মুক্তি লাভ করিল। অতএব সর্গতোভাবে ইহার সেবা করা কর্তব্য; কেননা, একমাত্র মহেশ্বরই সংসারের মোচনকর্তা। বৎস! ভূমি স্বীয় কর্ম, ভোজন, হোম, দানাদি সমস্তই শিবের প্রতি সমর্পণ কর, প্রাণান্তেও ভগবান্ জিহোচনের পূজা না করিয়া ভোজন করিও না। অমন্তর ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু, দক্ষকে ভক্তিগুণ দেখিয়া পরম ঐতি হইয়া বলিলেন, হে প্রজাপতে! আপনি মহাত্মা, এক্ষণে দেবভাগ্যের প্রীতি হেতু আরক্ত বস্ত্র লস্কর্ণ করুন। আপনি সকল দেবভাগ্যেরই বজ্রভাগ কল্পিত করিয়াছেন, কেবল মাত্র সতী ও মহাদেবের বজ্রভাগ কল্পিত হয় নাই। বাহা হটুক, এক্ষণে তাহা কল্পিত করুন; শেব পূজা ইহাদের সন্মানহানিকর নহে; কেননা, ইহারা সর্গদেবসম্ব; বরং ইহাদের পূজান্তে অস্ত্রপূজা নিবদ্ধ। এই জন্তই সর্গদেব-পূজান্তে ইহাদের পূজা করা

কর্তব্য। যদি সৰ্বদেবের পূজা করিয়াও শিব ও সত্যীর পূজা না করে, তবে সমস্তই বৃথা হয়, এবিধমে আপনার যজ্ঞই দৃষ্টান্তহল; কেননা, এই যজ্ঞে অস্ত্র সমস্ত দেবগণেরই পূজা হইয়াছিল। অস্ত্র পূজা না করিয়াও শিব পূজা দ্বারাই কৃতার্থতা লাভ করিতে পারা যায় বলিয়া শিবপূজা-তৎপর ব্যক্তি অস্ত্রের পূজা করিবে না। এক্ষণে আপনি শত্রুর পূজা করুন, দেবী না থাকিলেও ইনি স্বয়ংই উত্তরভাগ গ্রহণ করিবেন; কেননা, ইহাদের উভয়ের পূজার কোন বিশেষ নাই; একের পূজা হইলে উভয়েরই পূজা হয়, অতএব শেব পূজা আপনি মহাদেবকে সমর্পণ করুন। শুকদেব কহিলেন, বিবিজ্ঞ প্রজাপতি উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিধানজ্ঞ মহর্ষিগণের সহিত মিলিত হইয়া দেব জিলোচনের যথাবিধি পূজা করিয়া যজ্ঞকার্য সম্পূর্ণ করিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ পূর্বক স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন এবং মহর্ষি, অঙ্গর, কিষ্কর, পঞ্চরস প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। এক্ষণে পূর্বকথিত দক্ষযজ্ঞ-বিনাশ বর্ণিত হইল এবং সত্যীর দেহভাগ, দক্ষোক্ত শত্রুত্ব, পুনর্বার বজ্র-সিদ্ধি, দেবগণের পরিভোষ প্রভৃতি সমস্তই বর্ণন করিলাম; যে ব্যক্তি এই সমস্ত নিত্য শ্রবণ করে বা পাঠ করে, সে ব্যক্তি পাপরাশি হইতে মুক্ত হয় এবং পরলোকে শিবও প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মকালে এই সমস্ত স্তবাদি পাঠ করিলে পিতৃলোক সকল অমৃতায়ুত্ব বৎসর পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। রাজ্যকালে, বিবাহাদি সংস্কার কার্যে, এবং নিত্য-সন্ধ্যা-সময়ে ভক্তিযুক্ত হইয়া ইহা পাঠ করা উচিত। গঙ্গাতটে, নাগু-সদীপে, শিবলিঙ্গসকাশে এবং শ্রবণেচ্ছা সজ্জনগণ মধ্যে ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে নান্যক শত্রুস্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

সংসদ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

## দশম অধ্যায়।

জৈমিনি পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ভরো! অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ কি করিলেন এবং কিরূপে কোন্ স্থানে গঙ্গাদেবীর উপাস্তি হইল? তাহা বর্ণন করুন। শুকদেব বলিলেন, অনন্তর দেবর্ষি-মহুযাদি সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে, প্রজাপতি ভার্য্যা প্রসূতির সহিত শোকযুক্ত হইলেন। হে মুনিপুঙ্গব! ভার্য্যা না থাকিলে যশোরাসনে জামতা শোভা পায় না, সুতরাং তৎকালে মহাদেবও অভ্যস্ত যুদ্ধ ও বিবরণ হইলেন। দক্ষ যুধিষ্ঠির দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে অসুস্থতা করিতে লাগিলেন; হা বৎসে সতি। হা হুলোচনে। আমরা জন্মাবধি মোহিত; এক্ষণে আমরাগকে হুৎসনাগের পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে? বৎসে। তুমি মহাভাগ্যবতী

আপনার দিব্যজ্ঞানবলে শিবকে পরমেশ্বর বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলে এবং তজ্জন্মই  
অন্তদেহতা সকলকে পরিভ্যাগ করিয়া, তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়াছিলে। বৎসে।  
তুমি দেবতাগণের বন্দিতা এবং মহাদেবও দেবতাগণের বন্দিত বলিয়াই পরম্পর  
উপযুক্ত দাম্পত্য-প্রণয় লাভ করিয়াছিলে; কিন্তু কুবুদ্ধি আমি বৃত্তিতে পারি নাই।  
বৎসে! জগতের মধ্যে আমার স্ত্রীর দৃষ্টি আর নাই, যার দোষে এতাদৃশ পতিকে  
পরিভ্যাগ করিয়া তোমাকে পরলোকে গমন করিতে হইল! কিন্তু বৎসে! জন্মান্তরে  
তুমি পুনর্বার মহাদেবকে পতি প্রাপ্ত হইবে, কেবল মাত্র আমরা উভয়ের মনোহর মূর্তি  
দেখিতে পাইলাম না। হায়! হায়! আমি জীবিত থাকিয়াও মৃত হইলাম। আমার  
স্ত্রীর ব্যক্তির জীবনধারণ দৃশ্য, ত্রৈলোক্য-দুল্লভ রত্ন স্তম্ভ পাইয়া গভীর জলে নিক্ষেপ  
করিলাম। আমি পরমপুত্র রাজীবলোচন শিবকে জামাতা বলিয়াও বৃত্ত করিলাম না।  
দুখিলাম, বিধাতা আমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। শুকনো কহিলেন, প্রজাপতি এইরূপে  
অনুশ্রাব করিতে লাগিলেন। এখানে মহেশ্বর “আমার সত্য কই” “আমার সত্য  
কই” এই কথা প্রজাপতিকে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিরূপে পরে মুন্দের  
স্ত্রীর তথা হইতে উঠিয়া “সত্য সত্য” “কালী কালী” বলিয়া ভয়ানক শব্দ করিতে করিতে  
উত্তর মুখে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার দিকে নেত্রপাত করা কাহার  
নাথ্য, ইচ্ছাদি দেবগণেরও দুর্দর্শ হইয়াছিলেন। দক্ষ ঐশ্বরী সকলে দূরে দূরতরান  
রহিলেন, মহাদেব ক্রমে ক্রমে যে স্থানে দাক্ষায়ণী দেহত্যাগ করিয়াছেন, সেই দুর্গম স্থানে  
উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দাক্ষায়ণীর মৃত দেহ পড়িয়া আছে;  
অনাযত ও অথোমুখে সত্যীর দেহলতা লুণ্ঠিত হইতেছে। দেখে প্রাণ নাই, তথাপি  
অদ্ভুত তেজোরূপি সেই শবদেহ প্রদীপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, কেবল মাত্র লোচনজ্বর উলটিয়া  
পড়িয়াছে বলিয়াই মৃত্যুচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। অনন্তর মহেশ্বর বলিতে লাগিলেন, অগ্নি  
নাথি। গাত্রোত্থান কর, এই দেখ, হতভাগ্য জিলোচন তোমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে  
নতি। তুমি আমাদিগকে অকৃতার্থ রাখিয়া স্বয়ং পরলোক গমন করিয়া কৃতার্থ হইলে?  
আমি ও তোমার পিতা দক্ষ তোমার নিকট অপরাধ করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদিগকে  
পরিভ্যাগ করিলে। তোমার পিতা মুগ্ধতা প্রযুক্ত তোমাকে চিনিতে পারেন নাই;  
কিন্তু আমি তোমাকে কখনই ত্যাগ করিব না। ভগবান্ জিলোচন প্রাকৃত লোকের  
স্ত্রীর এই প্রকার বহুবিধ বিলাপ করিলেন, অবশেষে দেবী দাক্ষায়ণীর সেই মৃতদেহ  
ভূজবয় দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া, আপনার মস্তকে গ্রহণ করিলেন। জগদ্বাসী মহেশ্বর  
দেবীর শবদেহ মস্তকে করিয়া, পরমানন্দ হইয়া বলিতে লাগিলেন, নতি। আমি  
ভার্য্যা বলিয়া, লোকলজ্জাভয়ে কখনও তোমার আরাধনা করি নাই, এক্ষণে আজ  
আমার কি সৌভাগ্য, যেহেতু তোমাকে মস্তকে বহন করিতেছি। এই বলিয়া  
পরমানন্দে বিহ্বল হইয়া ভগবান্ জিলোচন মৃত্যু করিতে উদ্যত হইলেন। ব্রহ্মাদি

দেবগণ দর্শনমানসে আকাশপথে উপস্থিত হইলেন । তখন মহাতাণ্ডবপতি, মহেশ্বর দেবী লাক্ষ্মীর শব্দেহ কখন মস্তকে, কখন বাহু হস্তে, কখন দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া সমগ্র ধরণীমণ্ডলে নৃত্য করিতে লাগিলেন । উদীয় হস্তবিক্ষেপে আড়িত হইয়া দিকৃপালগণ ইতস্ততঃ গমন করিলেন ; মস্তকস্থিত জটা সকল বিক্ষিপ্ত হইয়া, তারাগণকে প্রতিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল ; ধরণী অচলা হইয়াও ভৎকালে স্বাভাবিক বৈধা পরিভ্যাগ করিয়া চালিত হইতে লাগিলেন ; কূর্ণ ও অনন্তদেহ ধরাধারণে ব্যথিত হইতে লাগিলেন ; পাদপ্রক্ষেপে সংভূত বায়ুরাশি দ্বারা পরিপীড়িত হইয়া, কৈলাস মেরু প্রভৃতি অচল শৈলগণ ইতস্ততঃ বিচলিত হইতে লাগিল ; সমুদ্রগণ স্বাভাবিক বৈধা পরিভ্যাগ করিয়া, উজ্জাল-তরঙ্গদ্বারা পূর্ণ হইতে লাগিল ; অধিক কি, পশু-পক্ষাদি সকলেই যুগ্মায় হইয়া নীরবে অবস্থান করিতে লাগিল (বাহারা দেবীর আকর্ষক দেহভ্যাগে পূর্বে যুগ্মকর হইয়াছিল) । দেব মহেশ্বর ত্রানন্দে বিহ্বল হইয়া লোক সকলের বিপদ বিবেচনা না করিয়া, সূর্য্যভ্রমেতে বহু প্রকার নৃত্য করিতে লাগিলেন । দেব মহেশ্বর কি উপায়ে শান্ত হইবেন, তখন এই চিন্তা, দেব মর প্রভৃতি সকলেরই হইতে লাগিল । যিনি সমস্ত জগতের পালনকার্য্যে ভৎপর সেই জগদ্বাসু বিষ্ণু এ বিষয়ে উপায় স্থির করিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া, সূর্য্যন চক্র দ্বারা মহাদেবের মস্তকস্থিত নভীদেহ ক্রমে ক্রমে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিতে লাগিলেন । যৎকালে মহেশ্বর ভূমিতলে চরণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, ভগবানু বিষ্ণুও ভৎক্ষণাৎ চক্র নিক্ষেপ করিয়া ছেদন করিতে লাগিলেন । এইরূপে সূর্য্যন কর্তৃক বিচ্ছিন্ন হইয়া, দেবীর অবয়ব সকল যে যে স্থানে পড়িতে লাগিল, সেই সেই স্থান পুণ্যভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল । ত্রিলোচনের মস্তক হইতে নভীদেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া, কোথাও পদ, কোথাও জজ্বা, কোথাও জিহ্বা, কোথাও মুখ, কোথাও স্তন, কোথাও বক্ষঃ, কোথাও বাহু, কোথাও হস্ত, কোথাও পার্শ্বদ্বয় এবং কোথাও যোনি, এইরূপে পড়িতে লাগিল । পৃথিবীর যে সকল স্থানে এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল পতিত হইয়াছিল, সেই সকল স্থান জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং পুণ্যভূমি ; দেবী সেই সকল স্থানে নিত্য অবস্থিত বসিয়া তাহাদের নাম সিদ্ধপীঠ । এই সকল স্থান দেবভাগ্যের পক্ষেও দুর্লভ ; এ সকল স্থান মহাতীর্থ এবং ভূমিতলে মুক্তিকোষ । দেবীর অবয়ব সকল ভূমিতলে পতিত হইবামাত্র লোকসমুদ্রহবেহু পাশাঘরূপে পরিণত হইয়াছে । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দিকৃপাল, সিদ্ধ, চারণ প্রভৃতি সকলে ভবায় উপস্থিত হইয়া অহরহঃ ভগবতী সতীর আরাধনা করিয়া থাকেন । যে স্থানে দেবীর যোনি পতিত হইয়াছিল, সেই স্থান তীর্থচূড়ামণি, এই স্থান ব্রহ্মদেবের ভীরে, মহাবোধস্থল বলিয়া জগতের হিতকর । কালীপুরাণে ইহার বিবরণ বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, এ স্থানের স্বাভাবিক বিষ্ণু ভিন্ন আর কেহই জানেন না । এইরূপে নভীদেহ বিচ্ছিন্ন হইলে, দেব মহেশ্বর নৃত্য করিতে করিতে দিকৃ সকল লঘু বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎপরিমাণে শান্তি লাভ

।। দেবপুণ এই সময়ের ভীত হইয়া ইতস্ততঃ অবস্থান করিতেছিলেন। অনন্তর  
 নারদ তাঁহার দিকটে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া, স্তব করিতে করিতে মন্দ মন্দ  
 ধীরে উপস্থিত হইয়া কৃতান্তলিপুটে পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। হে ভৈরবিনে ।  
 ত্রিজলি নারদকে সম্মুখে দেখিয়া ত্রিজ্ঞানী করিলেন, কে তুমি ? দাক্ষায়ণী সতীকে  
 হ কি ? নারদ কহিতে লাগিলেন, দেব । মহেশ্বর ! সতীকে পুনরীকৃত নিশ্চয়ই  
 যেন ; কিন্তু এই আকালিক প্রলয় কিজন্ত করিতেছেন ? আপনি লোক সকলের  
 ভী এবং রক্ষিতা হইয়া কি নিমিত্ত নৃত্যচ্ছলে স্বয়ং জগৎ প্রাণ করিতেছেন ?  
 গর্বে বিনাশ করা প্রভুর উপযুক্ত কর্ম নহে । মহাদেব কহিলেন, নারদ । এক্ষণে  
 ত্রি হইয়াছি, আর কোন ভয় নাই ; দেব নর প্রভৃতি সকলে এক্ষণে শান্তিলাভ  
 কিছু বল, আমার মৃতকহিত সতীকে কোথায় এবং কোথায় গমন করিলেই বা  
 সতীকে প্রাপ্ত হইব ? নারদ কহিলেন, ভগবন ! ভূতভোগ্যশ । ত্রিলোচন !  
 কর এই বিপদ দেখিয়া, উপায়জ্ঞ বিহু, চক্রে ঘরা সতীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া  
 ক কথঞ্চিৎ লবু করিয়াছেন । ঐ দেখুন, দেবীর অঙ্গসমূহ যে যে স্থানে পতিত  
 ; সেই সেই স্থান মহাপীঠস্থানরূপে কামরূপাদি নামে অভিহিত হইবে । শুকদেব  
 , নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেব সেই বোনিমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে  
 ন । দেখিতে দেখিতে তদীয় সর্কাস্ত রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল । মহাদেব নিরীক্ষণ  
 ত্রি সেই বোনিমণ্ডল বরা ভেদ করিয়া, যেন পাভালমধ্যে প্রবিষ্ট হইল ; তখন  
 ব্যগ্র দেখিয়া, মহেশ্বর স্বয়ং পর্কভরূপে সেই বোনিমণ্ডল ধারণ করিলেন । ব্রহ্মা  
 হু তাঁহার সাহায্যার্থ আগত হইলেন এবং সকলেই ভগাত্মিকা দেবীকে ধারণ  
 জন্ত তথায় উপস্থিত হইল । মহেশ্বর পর্কভরূপে বোনিমণ্ডল ধারণ করিয়া  
 রিতোষ লাভ করিলেন এবং যে সকল স্থানে সতীর দেহভাগ পতিত হইয়াছিল,  
 দেবীর আরাধনা হেতু পায়ণ-লিঙ্গরূপে অধিষ্ঠিত হইলেন । অনন্তর পুনরীকৃত  
 : ত্রিজ্ঞানী করিলেন, বল, আমার সতী কোথায় ? নারদ বলিলেন, আপনি  
 মরূপে যোগাশলম্বী হইয়া বিজ্ঞান করুন, আমি দেবী সতীর অন্বেষণ করিবার  
 মন করিতেছি । আপনি চঞ্চল হইবেন না এবং অন্ততঃ আশ্রয় করিবেন  
 তী আপনাকে ভিন্ন অস্ত্র কাহাকেও আশ্রয় করিবেন না । প্রভো ! আমি  
 : শপথ করিতেছি, আপনাদি দিকট সতীকে পুনরীকৃত আনিয়া দিব । শুকদেব  
 , দেবর্ষি এই বলিয়া মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া, আকাশপথে প্রস্থান  
 , শত্ৰুত্ব তথায় শান্তভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন । দেব-নর প্রভৃতি সকলে  
 ত করিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন, “যদি অন্য বিহু না থাকিতেন তবে নিশ্চয়ই  
 পহিত হইত । দেবর্ষি নারদ বন্ত ।” যিনি এতদূর্ণ অবস্থায় শত্ৰুসকল গমন  
 হন । অন্য বিহু ত্রিলোকের মধ্যে দ্রুত কর্ম করিয়াছেন সত্বে যিনি সংহারকর্তা,



তাঁহার মূখ হইতে জিজ্ঞাস্য বাক্য করা আর কার সাধ্য? সত্য সত্যই তগবান্ বিহু জিজ্ঞাস্য কর্ষণ বাক্য করিতেছেন। যদি তিনি অথ্য এই কার্য না করিতেন, তবে এতক জিলোকবাসীর কি হইত। ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া, তগবান্ নারায়ণের স্তব করিবার অভিলাষে বিহুলোকে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয় সকলে স্তব করিতে লাগিলেন, হে প্রভো! আপনি বিহু, পুরাণ পুরুষ; আমরা আপনাকে নমস্কার করিতেছি। আপনি ত্রিগুণ ও বিকল্পস্বরূপ, হে নারায়ণ! আপনাকে নমস্কার। আপনি সত্যব্রত, সত্য, সত্যবোনি, সত্যবিধান ও সত্যাত্মক আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনি ইজা, যজ্ঞমান এবং জ্ঞানদেবতারূপ; আপনি দেবাবিগতি, বিহুঙ্গামী হইয় জিলোক রক্ষা করুন; আপনি নিখিলবিশ্বের কারণ, আপনার কারণ কেহ নাই; আপনি পুরুষ এবং সুধনুঃবাক্সক জীব। আপনি পদ্মপাদ, পদ্মহস্ত, পদ্মনেত্র, পরমাত্মা বিহু আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনি যজ্ঞেশ্বর এবং যজ্ঞস্বরূপ; আপনি দৈত্য এবং দানবগণের বিনাশকারী। আপনি শিব, শিবরূপী, শিবদাতা। আপনি সদা পালনকর্তা, সত্ত্বগুণাত্মক, গুণাতীত এবং পরমেশ্বরী; গুণবান্ ব্যক্তিই আপনাকে দেখিতে পায়। আপনি বেদজ্ঞ, বেদকর্তা ও বেদাচরণকর্তা। আপনি সূক্ত, স্তোত্র এবং শাস্ত্রকর্তা। আপনি নিকল, বিশেষ, প্রসন্ন, প্রসাদকর্তা। আপনি কৰ্তা, হৰ্তা, প্রবক্তা; আপনাকে নমস্কার। এই সমুদয় সৃষ্টি প্রায় বিনষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু আপনি পুনরীকর বাক্য করিয়াছেন। সংহার কারক শব্দ অগোপ্য আর ভয়ানক কে আছে? শব্দ সংহারকর্তা এবং আপনি পালনকর্তা, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। শুকদেব কহিলেন, দেবগণ এইরূপে স্তব করিয়া ব্রহ্মা বিহু প্রভৃতি সকলে মিলিত হইয়া দেব-মহেশ্বরকে দেবিশ্বর নির্দিষ্ট কামরূপে সমাগত হইলেন।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

### একাদশ অধ্যায়।

শুকদেব কহিলেন, অনন্তর ব্রহ্মা এবং বিহু (যেখানে তগবান্ মহেশ্বর তপস্বী করিতেছিলেন) তথায় উপস্থিত হইয়া নির্জনে বহাধ্রু জিলোচনের সহিত সাক্ষা লাভ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। পরে মহেশ্বর তাঁহাদের বধ্যাবিধি সম্বন্ধন করিয়া উভয়ে বলিতে লাগিলেন; হে দেবদেব মহাদেব! আপনার ভাৰ্য্যা মদনিনী সৰ্ব দক্ষযজ্ঞে দেহভোগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অশ্রুভাবি-বিষয়ে শোক করা বৃথা; ঘাহ হইবার তাহা হইবেই। ভাৰ্য্যা, পুত্র, ভৃত্য, বঁদ, বান্ধব প্রভৃতি কেহ কাহারও নহে; অধিক কি, আপনার শরীরও আপনার নহে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া পতি

পাতি যুগ্ধ হয় না। বিশেষতঃ জয়গ্রহণ করিলে যুদ্ধা অবশ্রাব্যী; অতএব অপরি-  
হার্য্য বিষয়ে আপনার শোক করা বিধেয় মনে। আপনি জ্ঞানী, মহামানী, শিব, আপনি  
ত্রিলোক-বিস্তৃত; যদিও আপনার মোহাদি কিছুই নাই, তথাপি আমরা নোহাদিগ্রন্থ  
এইরূপ বলিতেছি। আপনি বিনা যত্নে সত্যকে প্রাপ্ত হইরাছিলেন, এক্ষণে আপনাকে  
প্রাপ্ত হইবার জন্য সত্য স্বয়ংই যত্নবতী হইবেন। আরও সত্য যে কেবল আপনারই  
ভার্য্য এমন নহে, তিনি মূলপ্রকৃতি; স্বইচ্ছায় দেহধারণ করিয়া থাকেন। আমি বিহ্ব-  
ল এবং আপনি, আমরা সমান্তর, পরমাত্মা; আমাদের প্রতি সেই পরমা প্রকৃতি অবলোকন  
করেন বলিয়াই পরস্পর মহাতীভূত তনৌর গুণজয় বহন করিয়া থাকি। সেই প্রকৃতিদেবী  
ভীরুপে আমাদের সকলকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন, তবে আপনাকে পূর্ণভাবে আশ্রয়  
করেন এবং আমাদেরকে অংশভাবে আশ্রয় করেন, এইমাত্র প্রভেদ। তে মহেশ্বর।  
আপনার ভার্য্যাদ্ধার্য্যগীর এই কামরূপাখ্যা মহাপীঠস্থান প্রকল্পিত হইল; এক্ষণে যদি  
আপনার অমুমতি হয়, তবে এষ্টখানেই সেই পরমপ্রকৃতির স্তব করিয়া সাক্ষাৎ লাভ  
করিয়া আপনার সহিত মিলন করাইয়া আমরা যথাহানে প্রস্থান করি। মহেশ্বর বলিলেন,  
নারদ আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া সত্যের অব্যবহারণ নিমিত্ত গমন করিয়াছেন; আপনারা  
কহাই আমাদের কিরূপে দেখাইবেন? আমি যে পর্য্যন্ত সত্যের দর্শন না পাই, সে  
পর্য্যন্ত এই হানেনি তপস্তায় নিযুক্ত থাকিব। আমার সত্য বোধ হয় কোথাও জয়-  
গ্রহণ করিয়াছেন, অবশ্রাব্য পুনরীকর তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব। ব্রহ্মা বলিলেন, দেব!  
নারদের প্রত্যাগমনে বহু বিলম্ব হইবে, যদি স্মিত্রই তাঁহার দর্শনলাভ হয়, তবে এ বিষয়ে  
উপেক্ষা করিতেছেন কেন? তখন মহেশ্বর বলিলেন, বাহা হউক, আপনাদের বাক্য  
ধীকার করিতেছি, তাঁহার দর্শন পাই আর নাই পাই, চলুন সকলে ভক্তিভাবে তাঁহার  
স্তব করিব। অনন্তর সকলে মিলিত হইয়া দেবীর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে  
দেব! মূলরূপে চিত্তপিণি। আপনি স্মারূপা পরমা প্রকৃতি, আমাদের প্রতি প্রময়া হউন।  
আপনাকে কেহ ভ্রমণ বা দর্শন করিতে পারে না এবং পরমাংশুরূপ মন দ্বারাও কেহ  
আপনার ধ্যান করিতে পারে না। নিম্নাগত পুরুষের রোমান্বলীর্থে পীঠলিকা-  
ভিত্তিবোধের স্তায় যোগবিবিক্ত-চিন্ত-ব্যক্তির জ্বরে আপনি স্মারূপিতস্মারূপ বৃত্তিস্বরূপা,  
আপনাকে বরস্কার করিতেছি। হে মহেশ্বর! কি দেবলোক, কি মনুব্যালোক, এতাদৃশ  
পরমভক্তজ্ঞান কাহারও সম্ভব নহে যে, আপনার তত্ত্ব বৃত্তিতে পারে। আপনি সেই  
বৃত্তিরূপা আপনাকে প্রণাম করিতেছি। হে অতিসুন্দর! আপনি পরমসুন্দর-কামাস্ত্রিকা,  
আপনার স্তব, প্রণাম, মনন প্রকৃতি কিছুই সন্তোষিত নহে; তথাপি আপনাকে  
লাভ করিতে কামনা করিয়াছি, আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া প্রসন্ন হউন। আপনি  
স্বচ্ছাক্রমে ত্রিগুণাত্মক আমাদেরকে সৃষ্ট করিয়া প্রতিপালন করেন এবং অবশেষে  
আমাদিগকেও সংহার করিয়া থাকেন, তখন জনতের কথা আর কি বলিব! আপনি

স্থলা, সূক্ষ্মা, পরমা, মহাজ্জিকা এবং নিবেশরূপা; আপনাকে কেহ বুঝিতে পারে না। আপনি অমৃৎপ্রহ পূরক শরীর ধারণ করিয়া জ্ঞানেন্দ্র জগৎকে পবিত্র করেন, তজ্জগৎ আমরা আপনার ত্বন, প্রণাম, মননাদি কার্য করিয়া থাকি। দেবি। আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনি মহেশ্বরেরও ভূলভা, তবে একমাত্র নিঃস্বার্থভক্তি দ্বারা আপনাকে পাওয়া যায়, কিন্তু দেবি। নিঃস্বার্থভক্তি লোকমধ্যে অসম্ভাবিত; অতএব শরীরী হইয়াও যে ব্যক্তি শরীরবন্ধমুক্ত হইয়া আপনার স্মরণ করে, সেই ব্যক্তিই আপনাকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়। আপনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির দেহধারণের কারণ, কিন্তু স্মরণ আকাশ এবং কালের দ্বার অভিজিহ। মাতঃ। আপনার লোকরূপে কোটিব্রহ্মাও বিরাজমান, আমরা ক্ষুর ব্যক্তি হইয়া কি বুঝিব? আপনি দাক্ষায়ণী সতী, আপনার সূক্ষ্মর কান্তি এবং কোটিসূর্যাসদৃশ তেজোরানি সর্বতোভাবে স্মরণ করিতেছি। আপনি শ্রামবর্ণী, চক্ষুসদৃশ গুরুবর্ণী, স্বর্ণবর্ণ পৌরবর্ণী, আপনার অমুরূপ তমু আমরা ভাবনা করিতেছি। দেবি। আপনি সর্গ আশ্রয় বর্ধমান থাকিয়া লোক সকলকে যেরূপে নিযুক্ত করেন, সকলে সেইরূপ কার্য করিয়া থাকে; (আমি, আমরা,) ইত্যাদি যে সমস্ত বুদ্ধি, উহা আপনারই দ্বারা মাতঃ। মতীমমেষবমালা-বিনিমিত আপনার শ্রামবর্ধি, অণু পরাক্রমসদৃশ দীপ্তিমতী এবং বিমলা; চরণযব বিকশিত-পদ্মপ্রভার পরাভূত করিয়াছে; যে অশিক্ষে। আপনি সদয়া হইয়া প্রসন্ন হউন। এই শিবাখ্য পরমপুরুষ, উগ্রব্রহ্ম হইলেও সত্ত্বগুণপ্রিয়; এই ত্রিলোচনকে পরিভ্যাগ করিয়া, আপনার বিভব-সংহা করিয়া কি নিমিত্ত অবস্থান করিতেছেন? দেবি। কৃপা করিয়া এই ত্রিলোচনের প্রতি দৃষ্টিমিক্ষেপ করুন এবং আমাদিগকে জীবন প্রদান করুন। শুকদেব কহিলেন, তাঁহার এইরূপে স্তব করিতেছেন, এমন সময়ে কমললোচনা দেবী মহেন্দ্র নারীরূপ ধারণ করি তাঁহাদের বর্ণনপথে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই যুবতী, সকলেরই সর্গা অতি মনোহর, সকলেই নানাতরুণে ভূষিতা এবং সকলেরই মুগ্ধপন্ন স্নেহোৎফুল্ল, সকলো দিব্যবস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া নানারূপ ধারণ করিয়াছেন। তাঁহারা তথমি শ্রামবর্ণী তথমই গুরুবর্ণী, তথমই ব্রজবর্ণী হইতেছেন এবং কখন বিবরা, কখন স্বর্ণবস্ত্রী, কখন যুবতী, কখন বৃদ্ধা হইতেছেন। কখন নৃত্য, কখন হস্ত, কখন গান, কখন বাস করিতেছেন; কখন লম্বুধে, কখন পৃষ্ঠে, কখন পার্শ্বে, কখন উর্ধ্বে, কখন বা অধোদেশে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদের ভাদৃশভাব অবলোকন করিয়া মহাত্মা ব্রহ্মা প্রভৃতি সকলেরই চিত্ত চঞ্চল হইল এবং সকলেই বিম্বচিহ্নে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমরা ইহাদিগকে কি বলিব? কোন্ দিকে অবলোকন করিব এবং কোন্ দিকেই বা স্তব করিব? বোধ হয় দেবী আমাদিগকে এইরূপে আপনার বস্ত্র প্রদর্শন করাইতেছেন। যে বিপ্রজ্ঞেষ্ঠ। দেবী তাঁহাদিগকে বিযুক্ত দেখিয়া কৃপা প্রকাশ পূরক একীভূত বৃষ্টিধারা করিলেন; যেম সতী ত্রিপ্রকারে নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহাদের লম্বুধে উপস্থিত হইলেন।

তখন ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু বলিলেন, দেবি ! আপনি সেই সত্যী, এই শত্ৰু আপনারই, এক্ষণে  
 দয়া করিয়া পূৰ্ণতাৰ অবলম্বন করুন। দেবী বলিলেন, আপনাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া  
 আমি সৰ্পন দিলাম, কিন্তু আমি দেহত্যাগ করিয়াছি, সুতরাং অশরীরী হইয়া কিরূপে  
 শত্ৰুকে আশ্রয় করিব ? আর যদি আপনাদের এতাদৃশ অভিলাষ ছিল, তবে জিলোকের  
 উপায় হেতু আমার দেহ কি জন্ত বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন ? যদি আমার সেই শরীর সুরক্ষিত  
 থাকিত, তবে আমি পুনরীকর সেই শরীর ধারণ করিয়া, শত্ৰুকে আশ্রয় করিতাম ; কিন্তু  
 হে দেবেশ্বৰ ! আমার সেই দেহ আপনারা বিমষ্ট করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে  
 আমি স্থির করিয়াছি, বাৰং প্রজাপতি দক্ষের কুবুজি বিমষ্ট না হয়, তাবৎ আমি এই  
 অশরীরী হইয়াই অজ্ঞাত কালবাণম করিব। পরে দক্ষ স্তুতি প্রাপ্ত হইলে পুনরীকর  
 শরীর গ্রহণ করিয়া শত্ৰুকেই আশ্রয় করিব। শত্ৰু বধন পরমাৰ্হনে আমাকে মন্তকে  
 গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখনই আমার মৃতদেহ অগ্নয়প্রাণ হইয়াছিল, কিন্তু ভোমাদের  
 ারা পুনরীকর প্রজিহত হইয়াছে। আর তৎকালে শত্ৰুর মন্তকে আমার বাস হইয়াছিল,  
 দ্বিতীয় পুনরীকর জন্মগ্রহণ সময়ে সেই হামেই আমার বাস হইবে। আর দেবগণ !  
 আমরা আবার অভিলষিত বিষয়ে প্রতিজ্ঞাচরণ করিয়াছি, তজ্জন্ত ব্রহ্মাকে পুনঃপুনঃ  
 ভাষণ হইতে হইবে, বিষ্ণু বার্ষিক চারিমাংস মিত্রাভিভূত থাকিবেন, সেই প্রকার চতুঃপ-  
 দ্ম গজ হইলে ব্রহ্মাও মিত্রাভিভূত হইবেন ; পরে প্রলয়ান্তর পুনরীকর সৃষ্টি করিবেন।  
 যার অজ্ঞাত দেবগণ সম্প্রতিকামনা করিলেও বিপন্ন হইবেন। এইরূপ দেবীবাচ্য  
 প্রবণ করিয়া অমিতভেজস্বী দেবগণ বিমম্বা হইলেন। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু কৃতাজলি হইয়া  
 গিলেন, দেবি। আমরা অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্ত অভিশাপ প্রদান করিলেন, কিন্তু  
 শত্ৰু আমাদের হইতে কোন অংশে ভিন্ন নহেন, তবে তিনি কি জন্ত অবশিষ্ট থাকিবেন,  
 আপনার নিকটে আমরা নকলেই নমান। শুকদেব বলিলেন, তাহাদের বাক্য শ্রবণ  
 করিয়া দেবী চাক্ষুসী মুহূর্ত্ত করিয়া কহিলেন, সত্য, শত্ৰুকেও শাপ দেওয়া উচিত,  
 তজ্জন্ত তিনি প্রেতভূমিপ্রিয় এবং ধনবান্ হইতাও দরিদ্র হইলেন। হে ব্রহ্মন্ ! আপনা-  
 দের স্তবে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তজ্জন্ত বরপ্রদান করিতেছি, আপনি বর্গ সকল সৃষ্টি করি-  
 যার জন্ত প্রজাপতি হইবেন। আপনি যে সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করিবেন, তাহারা সৰ্ব্বদা পবিত্র,  
 ক্রমাগত, শান্তজ্ঞানী এবং পৃথিবীর রক্ষাকারক হইবে ; তাহারা মহাপ্রভাবশালী, বর্ধনপূর্ণ  
 এবং দেবগণেরও সমাধায্য হইবে, তাহারা সৰ্বদেবতার মুখস্বরূপ এবং তাহাদের চরণে  
 নমস্ত তীৰ্থবাস করিবে। হে বিকো ! আপনি ঐমান্ এবং সৰ্বদেববন্দিত হইবেন,  
 আপনি সৰ্বভূতের সমানসুহৃৎ, মহত্তরঙ্গী ভগবান্ এবং সৰ্ববাণক বিষ্ণু ; সৰ্বমহাশক্তি  
 আপনার আঞ্জিত হইবে, আপনি সনাতন, অজর, অমর, সত্য, সদ্দয়স্বামী, বিরূপধারী ;  
 আপনি নানা অবতার করিয়া প্রজাপালন করিবেন। সকল মহন্তরে আপনি অবতার  
 গ্রহণ করিবেন, বধনই বর্ধের হাদি এবং পাপের বৃদ্ধি হইবে, তখনই আপনি অবধের

বিনাশ এবং ধর্মের বুদ্ধিহেতু অবতীর্ণ হইবেন। আপনি বহুবিধবর্ণাশ্রম ধর্ম প্রবর্তিত করিবেন। আমি লক্ষ্মীরূপে অংশে অবতীর্ণ হইয়া পত্নীভাবে আপনাকে আশ্রয় করিব; আপনি যে যে অবতারে গ্রহণ করিবেন, সর্বত্রই আমিও লক্ষ্মীরূপে অবতীর্ণ হইব। দেব! প্রথমতঃ কৃতব্রুণে আপনি ব্রহ্মচারী হইবেন, দ্বিতীয় অবতারে মারুতরূপে বহুতর প্রবর্তিত করিবেন। পরে বরাহমূর্তি ধারণ করিয়া অবলীলাক্রমে পৃথিবীর উদ্ধার করিয়া হিরণ্যাক্ষকে বিনষ্ট করিবেন। অবন্তর পুনর্বার মরনারায়ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভপস্তা করিবেন, পরে কপিলরূপে জগতে সাংখ্যযোগ বিস্তার করিবেন। তদনন্তর দত্তাজেরনামক যতীষতার গ্রহণ করিবেন। পরে রুচির গুণে হুতিগর্ভে বজ্রাবতার গ্রহণ করিবেন। তৎপরে শ্রিয়ব্রতবংশে শ্বভদেবরূপে অবতীর্ণ হইবেন। অমন্তর মহারাজ পুথুরূপ ধারণ করিয়া গ্রাম নগরাদি কল্পনা করিবেন। পরে দশমাবতারে শকদীরূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবগণকে রক্ষা করিবেন। অনন্তর কুর্করী হইয়া মহানন্দশ্বরূপ মন্দীরশৈল পৃষ্ঠে ধারণ করিবেন, তাহাতে দেবগণ সমুচ্চমথন করিয়া, অমৃত আচরণ করিবেন। তদন্তর ধনন্তরিরূপে আয়ুর্কেন্দ্র প্রকাশিত করিবেন। তৎপরে মরসিংহরূপে দৈত্যরাজ ত্রিণ্যকশিপুকে বিনষ্ট করিবেন। পরে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া রাবণ ও হস্তককে নষ্ট করিবেন। অমন্তর বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া ছলক্রমে বলিরাভা হরণ করিয়া ইন্দ্রকে প্রদান করিবেন। অনন্তর ভৃগুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবী নিষ্কজিয়া করিবেন। তদনন্তর বায়ীকিরূপে মহাকাব্য বিস্তার করিবেন। তদনন্তর পরাশরপুত্র বামনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পুরাণাদি প্রবর্তিত করিবেন। পরে বুদ্ধাবতারে লোক সকলকে বিমোহিত করিবেন। তৎপরে সকলধর্মবৈষম্যে পৃথিবী পরিপূর্ণ দেখিয়া, বহুদেবের গুণে দৈবকীর সপ্তম ও অষ্টম গর্ভে কৃষ্ণরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া, গোবুলে গোপবৃন্দের অলীক হইবেন। তখন কংসকে বিনষ্ট করিবার জন্য প্রথমতঃ পুতনাদি তদীয় অচ্চরণকে ধ্বংস করিয়া, মথুরাপুরে গমন পূর্বক দুই শত কংসকে বিনষ্ট করিবেন; তৎকালে ইন্দ্রবাণ রহিত করিয়া, গোবর্ধন ধারণ করিয়া, গোপবর্গ ও গোপীগণের রক্ষা করিবেন; কান্যভিলাষিণী গোপরমণীগণের স্নানোত্তম পূর্ণ করিবেন। ঐ সময়ে আপনার প্রতি আমার অধিক জীতি উৎপন্ন হইবে। পরে জরাসন্ধের সমস্ত বল নষ্ট করিয়া, যবনের ভয়ে সমুদ্রমধ্যে হারকা নারী পৃণাতরা পুরী নির্মাণ করিয়া, ছলক্রমে যবনের বিনাশ সাধন করিয়া মুচুকন্দ নৃপতিকে বর প্রদান করিবেন। আপনি এই অবতারে নাট্যশতাবিক ঘোড়শনহস্ত রমণীহস্তের পতি হইয়া, আপনিও নাট্যশতাবিক ঘোড়শনহস্ত মূর্তি ধারণ করিয়া হুণে কালযাপন করিবেন। পুত্র পৌত্রাদি গোষ্ঠীসহকারে গৃহী হইয়া গৃহস্থপিতাকে আশ্রমধর্ম উপদেশ দিবেন। জরাসন্ধ, শিশুপাল, মৌভ, শাভ, দম্ভবজ্জ প্রভৃতির বিনাশ করিয়া, পাপুপুত্র অর্জুনের সারথি হইয়া দুর্যোধনাদি ধর্মবৈষম্যের ধ্বংস করিবেন। আপনারা সাক্ষাৎ মর-নারায়ণ, কৃষ্ণার্জুনরূপে পৃথিবীর ভূরি ভার হরণ

করিয়া পৃথিবীর স্তম্ভাচ্ছন্দ্য বর্জিত করিবেন এবং লাক্ষ্যে ধর্মস্বরূপ ধর্মপুত্র স্থিতিরকে  
ধর্মসিংহাসনে স্থাপিত করিষ্য। পুরী-প্রভাগমন করিবেন । তদনন্তর ব্রহ্ম-শাপচ্ছলে  
ধরাভার হরণ করিষ্য। বৈকুণ্ঠগুহে গমন করিবেন । ঐ দেখুন বৈকুণ্ঠনামক স্থান আপনার  
চক্ষু কল্পিত হইয়াছে । আর আপনার পরম পুণ্যনাথ সকল লোকে এইরূপে গান করিবে ।

মধুকৈটভবিনাশি নারায়ণাচ্ছাত হরি ।  
গৌবিন্দ্য কেশব ভগ্নাপহ পুতনার অরি ॥  
গৌশীজমগণপ্রিয় মন্দমুত বকাস্তক ।  
চাপুর-মুটিকনাশী ছট-কংস-বিনাশক ॥  
দেবকী-তনয় গোপ-কুলপতি মুর-অরি । •  
গোপালগণ-পালক ধরাধররাজধারী ॥  
ঐশাথ অশাথ-মাথ গজ-বিগম্ভিনাশক ।  
কংসনাগদে কুবলয়হন্তি-শিরোবিদারক ॥  
জিগদ লজিত সূর্য্য-চন্দ্রাদি গ্রহনিকর ।  
অখণ্ড সূর্য্যঃ তব প্রসন্ন হও দামোদর ॥  
নবানুশাস্তমুষ্টি অবনী-ভার-হারক ।  
ভুবনেশ দেবভাষ্যর বহুদুগী-উদ্ধারক ॥  
লোকনাথ 'গৌ-ব্রাহ্মণ' ক্ষিত্ব জুগ্ম চরিতারে ।  
অর্জুন-সারথি তুমি হ'লে রুক-অবতারে ॥  
বিনাশ করিলে দেব তুমি বক-প্রমাথেরে ।  
অরিত-ধেমু'কে' মারি তুমি নিঃশব্দ করিলে সুরে ॥  
মুকুন্দ পুরুষোত্তম তুমি বিহু পদ্মনাভ ।  
বৈকুণ্ঠ বামন জমর্দ্দিন তুমি বাহুদেব ॥  
মধুরানগরেখর তুমি নাথ রামানুজ ।  
রৌদ্রিণেম বিমোহম সূচার নয়মানুজ ॥  
গৌশীপতি ব্রজপতি যমুনাগুলিনচারী ।  
তুমি কুল্যাবনেশব বামবেশ্য গদধারী ॥  
লত্যাভামা-সূর্য্যাস্তজাধর সূর্য্যকর তুমি ।  
বৃষ্টিবংশলমুত্তব সাক্ষতগণের দামী ॥  
দাধব রুক্মিণীদেব কৌন্তভ শোভিতবক্ষঃ ।  
দাক্ষ'ধনুসুশোভিতকর কামকন্দনাদক ॥  
তুমি হরি বজ্রভোক্তা নাগেন্দ্রভয়বর্ধন ।  
ঐশ্বিন্য তত্তত্তরহরণ তত্তরঙ্গন ॥ -

মহার্ষমণোরজস তুমি দশরথাস্ত্রজ ।  
 জয় জয় রাষকৃক জয় হে রাজাধিরাজ ॥  
 সাষ্টশতাবিক ভাৰ্যা বোড়শ সহস্র ভব ।  
 পুত্র পৌত্র সমন্বিত তুমি হে গৃহী কেশব ॥  
 প্রহ্মানিরুদ্ধ তুমি নত্বর্ধনপথর ।  
 হত নাশ হুপ্রসন্ন অভয়দ শান্তিকর ॥

আগনি ধৈৰ্য-শস্যায় পাভালপুরে শয়ন করিবেন, লক্ষ্মী আপনার চরণসেবা করিবেন শিব, ব্রহ্মা এবং আগনি আপনাদের পরস্পর কিছুই ভেদ নাই ; কেননা, সকলেই আমি স্বরূপমাত্র ; অতএব আপনাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ভেদবুদ্ধি করিবে, সে ব্যক্তি পর নারকী । আপনাদের সকল কার্যে আমাকে স্মরণ করিলে নিশ্চয়ই আমি অতীষ্ট করিব । আমি নারীগণের মধ্যে বোগস্তুপিনী, আপনাদের নিকট গোপনীয় । নয় নারীগণমধ্যে আমার অধিষ্ঠান, বিশেষতঃ কুমারী এবং বৃষভীগণের হৃদয়ে আমি সরা বাস করি । ইহাদের যোনি কিংবা শুন, দৃষ্ট হইলে, আমাকে স্মরণ করিয়া প্রণাম কর্তব্য । কি শাক, কি শৈব, কি বৈক্য, কেহই নারীগণের প্রতি কটুবাণ্য প্রয়োজ্য বা কোনপ্রকার কষ্ট প্রদান করিবে না, অবিক কি পুষ্প বারাত ডাড়িত করিবে ; যে ব্যক্তি স্ত্রীগণের প্রতি গীড়া দান করে, দেবগণ তাহার প্রতি বিশ্ব হইবেন ; কেন সর্বজগৎখাতা আমি স্ত্রীগণের হৃদয়ে বাস করি । আমার তত্ত্বমম্মাদি জগতে ময়ে প্রকাশ করিবেন । আমি এক্ষণে শরীর ভ্যাগ করিয়াছি, পত্নে কোনখানে বিধাজুত হা জন্মগ্রহণ পূৰ্ব্বক মহাদেবকে আজ্ঞা করিব, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । আগ্নে পরস্পর পরস্পরের সহায় হইয়া, কার্যাদি সমাধান করুন, নদীর কূপাদৃষ্টে সব শান্তিলাভ করিবেন, এ বিষয়ে অন্তথা হইবে না । শুকদেব কহিলেন, দেবী বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন । ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন । ময়ে নারদের অপেক্ষা করিয়া সেই কামরূপে উপস্তায় মিরত হইলেন । অদ্য ভ্যক্তদেহা শ্রীমতী বিধাজুত হইয়া হিমালয়ে যেমকাগর্ভে কতাবয়বরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন । যে সময়ে সতীর শব্দেহ শব্দ মন্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই সাতী তদীয় মন্তকে বাসস্থান কল্পিত করিয়াছিলেন ; এক্ষণে শিবমন্তকে বস করিবার জন্ত যেমকাগর্ভে গঙ্গারূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন এবং তদীয় কনিষ্ঠা ভগি উদাররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন । এক্ষণে গঙ্গার জন্ম-কর্মাদি সমস্ত ব করিতেছি, অবগণ কর ।

একাংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

## ষাদশ অধ্যায় ।

তুক কহিলেন, সুমেরুর কস্তা মেনকার গর্ভে গঙ্গাদেবী জন্মগ্রহণ করেন, পরে তিনি ব্রহ্মার ক্রমণলুমণো অদৃষ্টভাবে অবহিত থাকিয়া, সুরগণকর্তৃক স্বর্ণে নীতা হন। অনন্তর সাক্ষাৎ নারায়ণমূর্তি শব্বরের পত্নী হইয়া কিয়ৎকাল পরে ভগীরথের তপস্তা হেতু জন্মরীতিপে ভগবান্ বিষ্ণুর চরণপ্রাঙ্ক হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হন। হে মহামুনে। পূর্বে সক্ষমজ্ঞে সতী দেহ বিসর্জন করিয়া সুমেরুর কস্তা হিমালয়পত্নী ভাগ্যবতী মেনকার গর্ভে বৈশাখ মাসীয় শুক্লতৃতীয়া তিথিতে মধ্যাহ্ন সময়ে সাক্ষাৎ সত্যযুগের মূর্তিবরূপা শুক্লবর্ণা গঙ্গারূপে প্রাহুর্ভূতা হইলেন। তখন শৈলরাজ পরম আনন্দিত হইয়া, নানাবিধ উৎসব করিতে লাগিলেন। অনন্তর ত্রিনেত্রা শুক্লবর্ণা চতুর্ভূজা স্নোচনা গঙ্গাদেবী দিন দিন শশিকলার স্তায় বুদ্ধি পাইতে লাগিলে, সমুদয় বিজগৎ উদ্দর্শনে পরম আনন্দিত হইলেন এবং সেই কোটিচন্দ্রসমপ্রভাসম্পন্ন পরম জ্যোতিষময়ী জননী গঙ্গার প্রতি দিন দিন শৈলরাজের বাৎসল্যভাব পরিবর্তিত হইতে লাগিল। অতঃপর দ্বাদশচতুষ্টয় অভীত হইলে গঙ্গাদেবীর বাকৃশক্তি স্মৃতি পাইল। পরে একবা দেবর্ষি নারদ, সুরপুরে সুরগণকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, হে ব্রহ্মাদি দেবগণ। আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ করন। ভগবতী সতী, দেহ ত্যাগ করিয়া সস্ত্রাতি হিমালয়ভবনে অর্দ্ধাংশে গঙ্গারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং অপর অর্দ্ধাংশে সেই স্থানেই উন্মারূপে আবির্ভূতা হইবেন। এক্ষণে চণ্ডন, আমরা সকলে ধরাডলে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করি। তৎপ্রবণে দেবগণ কহিলেন, হে নারদ। ষড় আনন্দের বিষয়, বল, সতী সত্য সত্যই কি পুনরায় দেহধারণ করিয়াছেন? অতএব তরায় গমন করিয়া সতীবিহববিধুর ভগবান্ শব্বরকে এই সমাচার দিবেদন কর। নারদ কহিলেন, হে দেবগণ। আপনারা ভাল বিবেচনা করিতেছেন না, আমি যাহা বলিতেছি, বিচার করিয়া দেখুন। যে সময় ভগবান্ শব্ব, সতীদেহ মস্তকে ধারণ করিয়া প্রমত্তভাবে নৃত্য করেন, তখন আপনারাই তাঁহাকে সেই মহামৃত্যুস্থণে বঞ্চিত করার তিনি অদ্যাপি আপনাদিগের উপর মিরতিশর হুংখিত আছেন। এজন্য আমার বিবেচনার আমরাই গিরিজা সতীকে স্বর্ণপুরে আনয়ন করিয়া শব্বরের সন্তোষার্থ তাঁহাকে সমর্পণ করি। অতএব হে অমরগণ। অগ্রে আপনারা গিরিমন্দিরী গঙ্গাকে আনয়ন করন, পরে মহেশ্বরকে নিবেদন করিব যে, আমরা পুনরায় দাক্ষায়ণীকে প্রাপ্ত হইমাছি। দেবগণ বলিলেন, ভাল, কিন্তু মহাভাগ শৈলরাজ দেবী গঙ্গাকে আমাদের নিকট প্রেরণ করিবে কেন? আর দেবীই বা কি প্রকারে শৈলরাজকে পরিত্যাগ করিয়া আগমন করিবেন? দেখ, সেই দেবী তজ্জির অধীন এবং হিমালয়ও তাঁহার প্রতি পরম ভক্তিমান্; সুতরাং তিনি কি হিমালয়ের আগর পরিত্যাগপূর্বক আমাদের আগরে আগমন করিবেন? নারদ কহিলেন, হে সুরগণ। তোমরা সকলেই মহাত্মা এবং গিরির হিমালয়ও পরম



দাতা, অভাব তোমরা হিমালয়ের নিকট প্রার্থনা করিলে অবশ্যই তিনি গঙ্গাদেবীকে দান করিবেন, আর তোমরাও ভগবতী গঙ্গার স্তুতিবাদ করিলে নিঃশেষে তিনিও তোমাদিগের সহিত সুরপুরে আগমন করিবেন। শুকদেব কহিলেন, নারদের ঈশ্বর বাক্য শ্রবণে ব্রহ্মাদি নিখিল দেবগণ ইহাই কর্তব্য বোধ করিয়া তদ্বিষয়ে যত্ববান হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কুবের, বসুধা ও যম এই পঞ্চদেবতা ত্রয় হিমালয়ভবনে গমন করিতে অভিলাষ করিলেন। এদিকে দেবী গঙ্গাও স্বপথোগে হিমালয়কে স্বীয় রূপ সম্বর্ণন করাইলেন। হিমালয় দেখিলেন, স্বীয় তমরা গঙ্গাদেবীর চারি হস্তে বরমুদ্রা, অভয়মুদ্রা এবং পদ্ম ও অমৃত বিরাজমান রহিয়াছে। তিনি শুভবর্ণা, ত্রিনয়না ও মকরোপরি অধিষ্ঠিত। তাঁহার নমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতিশয় মনোহর ও মুগ্ধমগ্ন ঈশ্বর হস্তযুক্ত। তিনি নানাতরণে বিভূষিতা এবং দেখিতে সুভী। সমস্ত সুরগণ তাঁহাকে প্রণিপাত করিতেছেন এবং তিনি নিজ শরীরকান্তিতে নমুদয় দ্বিপুত্রিক্ এরূপ উদ্ভাসিত করিতেছেন, যেন পক্ষতের চতুর্দিকে দাবানল প্রজ্বলিত হইয়াছে। ভগবতী গঙ্গা, হিমালয়কে এবং বিধি নিজমুখি দর্শন করাইয়া, দেবগণের প্রতি অশ্রুগ্রহ-প্রকাশার্থ স্বপথোগেই কহিলেন, হে মহাত্মা নৈমাত্ম্যরাজ ! আমি তোমার প্রিয়কন্যা ; তুমি শুনিয়া থাকিবে, দক্ষযজ্ঞে দাক্ষারণী সতী প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ; আমি সেই সতী স্বর্গাংশে গঙ্গারূপে তোমা হইতে জন্মলাভ করিয়াছি এবং অপর স্বর্গাংশে উদাররূপে জন্মলাভ করিব। অমরগণ আমাকে স্বর্গধামে লইয়া বাইবার জন্ত, আগমনপূর্বক তোমার নিকট প্রার্থনা করিলে, তাঁহাদিগের সহিত আমাকে প্রেরণ করিও, কারণ আমি সুরপুরে ভগবান্ শঙ্করকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইব। কিছুকাল পরে তুমিও অপর তমরাকে স্বয়ং আত্মানপূর্বক শঙ্করকে সমর্পণ করিবে। দেবকার্য্যানুরোধে আমি সুরপুরে গমন করিলে আমার বিরোধহেতু শোক করিও না। আমি এইজন্মই অগ্রে তোমাকে শোকশান্তির বাক্য কহিলাম। দেবী গঙ্গা এই কথা বলিয়া অন্তর্ধান করিলে, নৈমাত্ম্যরাজ শব্দা হইতে পাতোখানপূর্বক স্বপাণবাহ্য বাহা অদ্ভুত দর্শন ও শ্রবণ করিলেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় হৃদিতার প্রকৃত-তত্ত্ব অবগত হইয়া পূর্বকথ্যে তাঁহাকে আমার কন্যা বলিয়া বিবেচনা করিতেন, অন্তঃকরণ হইতে সেই মোহ এককালে দূর করিলেন। গিরিবর সেই অবধি কি শয়ন, কি ভোজন, কি স্নান, সকল অবস্থাতেই সেই দেবদেবীসংগের অর্জুনীয় পরমা দেবী গঙ্গার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রহ্মাদি পঞ্চদেবতা গগনমণ্ডল হইতে অবতরণপূর্বক মহাত্ম্য হিমালয়ের স্নেহপথে পতিত হইলেন। তখন গিরিরাজ, নিজভেজে দেবীপায়ান ব্রহ্মাদিকে অবলোকন করিয়া যথাবিধি অচমাপূর্বক আননে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, হে মহাত্ম্যগণ ! আপনারা কে ? কি জন্মই বা আগমন করিয়াছেন ? আমাকে আপনাদিগের কি প্রিয়কার্য্য করিতে হইবে ? বলুন। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে মহাত্ম্যগণ ! আমরা দেবগণ, আমরা যে বিষয় তোমার নিকট প্রার্থনা করিতে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা শ্রবণ

কর। আমি ব্রহ্মা, ইনি ইন্দ্র, ইনি যম, ইনি বরুণ ও ইনি কুবের। নানারিধ কলসমুদিত কোন একটা বৃক্ষ আছে, সেই বৃক্ষের একটা কলের জন্ত আমরা তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে বাহাতে সেই কল আমরা লাভ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে তুমি সহায় হও। শুক কহিলেন, গিরিবর হিমালয়, তাহাদিগের ভাদুশ বাক্য শ্রবণে স্বপ্নাবস্থায় গঙ্গার বাক্য স্মরণ করিয়া এবং তাহাদিগের ভাব গভিক দেখিয়া, তাহারা যে গঙ্গাকে লইয়া বাইবার জন্ত আসিয়াছেন, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু গঙ্গাকে ভাগ করা দুঃসাধ্য বোধ করিয়া কহিলেন, হে দেবগণ। আপনারা যে পরম ঐশ্বর্যশালী দেবতাপিগণ ব্রহ্মাদি দেবতা এবং মহাসাভাপ্যকলেই যে আপনাদিগের শুভাগমন হইয়াছে, তাহাও জানিতেছি; তথাপি কিঞ্চৎ নিবেদন আছে শ্রবণ করন। বিধাতা আমাকে চলৎশক্তি-বহীন করিয়াছেন, অতএব আমি কিরূপে কোথায় গমন করিব এবং সেই বৃক্ষই বা কি ? ও তাহার কলই বা কি প্রকার তাহাও কিছুই জানি না। দেবগণ কহিলেন, সেই মহাবৃক্ষ ও তাহার কল নিঃসন্দেহ তোমারই স্বত্ব। তুমি যদি সরলান্তঃ-করণে বল তাহা দান করিব, তাহা হইলেই আমরা তাহা প্রাপ্ত হইতে পারি। জগতে সকল ব্যক্তিই স্বার্থপর, কেহই অস্ত্রের বিপৎচিন্তা করে না, যদি করিত এবং দাতাও যদি প্রার্থিত বিষয় দান করিতে পারিত না বলিতে পারিত, তাহা হইলে কেহ কাহার নিকট কোন বিষয় বাচ্চা করিত না। হিমালয় কহিলেন, ইহা এক মহাবৃক্ষ ও তাহার কলও আছে সত্য, কিন্তু সেই কল অপরিপক, স্তম্ভর্য্য তাহার বিচ্ছেদদ্বংগ দুঃসহময়। দেবগণ কহিলেন, বৃক্ষ যে কল ধারণ করে, সে কেবল পরের জন্ত, একজন্ত উপস্থিত পাড়ে দান করিলেই তাহা সার্থক হয়। বিশেষতঃ আমরা দেবগণ, সেই কলপ্রার্থী হইয়া তোমার নিকট সমাগত হইয়াছি। তুমি যদি সেই ধনে ধনী না হইতে তাহা হইলে কখনই আমরাগের সাক্ষাৎ পাইতে না। দেবগণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে ধরাধর হিমালয়কে কাতর দেখিয়া গঙ্গাদেবী কহিলেন, হে পিতঃ শৈলরাজ ! আপনি দেবগণের সহিত কি প্রকার কথোপকথন করিতেছেন ? উইঁরা যেরূপ বলিতেছেন, তাহাই উত্তম। আমিও সন্তত তোমার নিকটেই আছি, অতএব কিজন্ত সাধারণ লোকের জ্ঞান, শোকাকুল হইতেছ ? বাহারা সৰ্জন্য অস্ত্রকার্য্যে চিত্ত নিমগ্ন রাখে, আমি অদূরহা হইলেও তাহাদের নিকট দূরহা; আর বাহারা সত্য আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ, আমি দূরবর্তিনী হইলেও তাহাদিগের হৃদয়মধ্যেই অবস্থান করিয়া থাকি। প্রাণিগণ, কেবলমাত্র এক ভক্তিবলেই আমাকে গ্রহণ করিতে পারে, নতুবা ধ্যানাদি অস্ত্র কোম উপায়েই আমার উদ্দেশ্য পায় না; অতএব আমি যে হানেই থাকি, তুমি আমাকে নিকট হা জানিবে, কখনই দূরবর্তিনী বিবেচনা করিও না। তদন্তর বাক্য শ্রবণে হিমালয় কহিলেন, যদি দেবী স্বয়ংই আপনাদিগের মাগরে গাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি আর কিপ্রকারে প্রতিরোধ করিব। কিন্তু আমার মুখ হইতে ‘বাও’ এ বাক্য কোনক্রমেই নির্গত হইবে না।

আপনারা দেবগণ, দেবীর অভিপ্রায় বুঝিয়া বেরূপ উচিত হয় করুন। হিমালয় এইরূপ কহিলে দেবগণ প্রচুরবদনে গগনমার্গে অধিষ্ঠান করিয়া পরমভক্তিসহকারে দেবীকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, হে দেবি! তোমার প্রভাব অসীম, তুমি নিখিল সুরগণের ঐশ্বরী এবং মিত্য আকাশবাদিনী। সাধুগণ নিরন্তর তোমার সেবা করিয়া থাকেন। তুমি অনাদি ও অমন্তপ্রকৃতি পরমেশ্বরী। তুমি স্রগম অথচ দুর্গম। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে তোমার অধিষ্ঠান রহিয়াছে। তুমি আদ্যাশক্তি ও মহাশক্তি, তুমি পরমরূপলাবণ্যসম্পন্ন ও তরুণী। তোমার কলেবর শুভবর্ণ ও সত্যাকরূপ এবং তোমার নাম পরম পবিত্র ও পুণ্যজনক। তুমি সকলের আরাধ্যা ও গণেশ্বরী। নিখিল প্রাণিগণ তোমাকে বন্দনা করিয়া থাকে। তুমি ত্রিভুবাঙ্কিকা অথচ সর্গ ভগ্নাভীতা। তুমি জীবগণের পাঁপরাশি দূর করিয়া থাক। সমুদয় ত্রিভুবন তোমারই মূর্তিস্বরূপ। তুমি কলাবতী, ত্রিলোচনা, পরমা, অনাময়া, অব্যয়া, বামা, বামাকী, বীররূপিণী ও বরপ্রদা, অতএব আমরা তোমাকে নমস্কার করি। শুক কহিলেন, গিরিজা-সতী সুরগণের ঐদৃশ স্তুতিবাদ শ্রবণে পরম পরিভূষ্ট হইয়া তুমিতল পরিত্যাগপূর্বক গগনমার্গস্থিত ব্রহ্মাধি সমীপে উপস্থিত হইলে তাঁহারা সেই মহর্লভা গঙ্গাকে লাভ করিয়া আনন্দমাগরে ভাসমান হইলেন। অনন্তর গঙ্গাদেবী, ব্রহ্মার কমণ্ডলুমধ্যে অন্তর্হিতভাবে অবস্থান করিলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহাকে লইয়া সুরপুরে গমন করিলে সমুদয় সুরগণ সেই পরম আনন্দময়ী গিরি-সুতার সেবা করিয়া নিরতিশয় আনন্দ অমৃত্যব করিতে লাগিলেন। অনন্তর যেরূপকি হিমালয়ের পত্নীগণ, পুত্ররূপিণী দেবীকে না দেখিয়া নিভাঙ্ক কাতর হইয়া “হায় কি সর্বনাশ হইল! পুত্রি! কোথায় যাইলে?” এইরূপ নানাবিধ বাক্যে বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিলেন। পরে শৈলরাজ, তাঁহাদিগকে প্রবোধবাক্যে মান্তনা করিয়া আদ্যন্ত সমুদয় বিবরণ পরিজ্ঞাত করিলেন। তখন তাঁহারা নিরতিশয় দুঃখিত্ত্বদ্বয়ে কহিলেন, “রে পুত্রি! তুমি যখন আমরাগিকে অভিনন্দন না করিয়া, স্বীয় ইচ্ছাক্রমে সুরপুরে গমন করিয়াছ, তখন দিগেন্দ্রে পুনরায় নদীরূপে স্বর্ণ হইতে ভূতলে নিপতিতা হইবে এবং তুমি যে “গাং” অর্থাৎ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্বর্ণে গমন করিলে, একান্ত ত্রিলোকমধ্যে ‘গঙ্গা’ নামে প্রসিদ্ধা হইবে। আমরা তোমার অপরাধ নতুতা কষ্টা লাভে অবশ্য সূচী হইব” এইরূপ অভিসম্পাত প্রদান করিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে দেববি নারদ, যে স্থানে ‘ভগবানু’ মহেশ্বর, সতী-দ্যান করত তপস্তা করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে মহাদেব! আমি নারদ, আপনাকে প্রণাম করিতেছি। দেব! আমরা আপনার সতীকে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়াছি, দেখিতে ইচ্ছা করেন ত উদ্যোগ করুন। শুক কহিলেন, হে যুনে! তখন ভগবানু ত্রিলোচন, নারদের মুখে ভাদৃশ পরম বিস্ময়কর বাক্য শ্রবণ করিয়া মাত্র রোমাঞ্চিত-কলেবরে লক্ষ্য আসন হইতে গাজোখাদপূর্বক সতী-দর্শনাভিলাষে

চক্ষিত হুরনের স্ত্রীর চতুর্ভুজকে নেত্র বিস্ফারণ করত বারংবার কহিতে লাগিলেন, কি ! কি ! নারদ ! কি বলিলে ! কোথায় ? আমার সতী কোথায় ? কোথায় বাইতে হইবে ? নারদ ! আমার সতী কোথায় আছেন ? কোথায় বাইলে দর্শন পাইব ? নারদ কহিলেন, হে ঐভো ! হে মহেশ ! হির হটন, কিজন্তু এরূপ বলিতেছেন ? ক্ষণকাল চিত্ত স্থির করিয়া আমার বাক্য শ্রবণ করুন, অধীর হইয়া কার্য্য করিবেন না ; অবৈধ্যা হইলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না । আমি অর্গ, মর্ত্য, পাताल নানাহান পর্য্যটন করিয়া দেখিলাম, আপনাদের সতী হিমালয়-পত্নী মেমকার গর্ভে পুত্ররায় জন্মলাভ করিয়াছেন । তিনি শুক্ল-বর্ণা ও চতুর্ভুজা, তাঁহার মুখকমল পরম প্রফুল্ল, তিনি শুক্লবর্ণ বকরাসনে উপবিষ্টা হইয়া, নিরন্তর কেবল হে ঐভো ! হে মহাদেব ! হে আমিহু ! বলিয়া আপনাকে জপ করিতেছেন । তিনি এক্ষণে ব্রহ্মাদি দেবগণকর্তৃক বহুযজ্ঞে হিমালয়গৃহে হইতে আনীতা হইয়া সুরপুরে অবস্থান করিতেছেন, আপনি বাইয়া নিরীক্ষণ করুন । শঙ্কর কহিলেন, হে বৎস দেবর্ষে নারদ ! তুমি তিরজীবী হও, তুমি আমার এই যুভপ্রায় দেহে পুত্ররায় জীবন-সঞ্চার করিলে । হে পুত্র ! দিকটে এস, আমি তোমার মনোহর শুক্লবর্ণ দেহ একবার আলিঙ্গন করি । সতী যে আমার প্রাণবিক, তাহা তুমিই মাত্র জানিয়াছ । চল, এক্ষণে আমার প্রিয়া সতী যে স্থানে আছেন, তথায় তোমার সহিত গমন করি । শুক কহিলেন, ভগবান্ শঙ্কর এই কথা বলিয়া হবারোহণপূর্ব্বক যে স্থানে পার্কীভী অবস্থান করিতেছিলেন, মন্মথীর সহিত সুরপুরে তথায় গমন করিলেন । অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ শঙ্করকে সমাগত শ্রবণ করিয়া, সমুদয় দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া, এক মনোহর সতী করিলেন । হে মুনে ! অনন্তর সমুদয়দিকৃপালগণ, হরপার্কীভীর সম্মিলন-দর্শনাভিলাষে নানাভরণে ভূষিত, অস্ত্র-শরে সুসজ্জিত ও নিজ নিজ বাহনে অবিরূঢ় হইয়া, সহস্র সহস্র পরিভ্রমের সহিত প্রফুল্লহৃদয়ে তথায় উপস্থিত হইলেন ।

বাগদল অব্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

### ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

শুক বলিলেন, অনন্তর ক্রমে সমুদয় সুরগণ মেরুশিখরস্থিত সুরসভায় সমামান হইলে দেবগণের মধ্যবর্ত্তিনী বহুল-শশধরের স্ত্রীর দেবীপ্যামানী গন্ধাদেবী, ইন্দিরানিচয়বেষ্টিত পরমাজ্জ্বল্যপিণীর স্ত্রীর শোভা পাইতে লাগিলেন । তৎকালে সকলের নেত্র, সেই মধুরমূর্ত্তি গন্ধাদেবীর আনন্দায়ত পানের পাত্ৰস্বরূপ মুণ্ডমণ্ডলে নিম্ভলভ্য বারণ করিল । হে কৈমিদে ! ভগবান্ শশাঙ্কবেশ্বর, সবচে নরনরজয় বিস্ফারণপূর্ব্বক তবীয় মুখকমল বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না । অনন্তর সুরগণ, আনন্দে দেবীর

হতে সুনির্মল চন্দ্রকৌমুদীর স্তায় গুরুমাতা সমর্পণ করিলেন, তিনি গাত্রোখানপূর্বক ভগবান্ শব্বরের মন্ত্রকোপরি তাহা স্থাপন করিলেন । তখন সেই মাতা শিবের গলদেশে পতিত না হইয়া শিরোপরি মনোহর সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতে লাগিল । ঐ সময় চতুর্দিক্ হইতে জয়-শব্দ ও শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল । পরে ভগবান্ শিনাকগাণি, দেবগণকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, হে দেবগণ ! আমি যখন গঙ্গাঐন্দব মাতা মন্তকেই ধারণ করিলাম, তখন নিশ্চয় জানিও, এই শ্রিয়তমা গঙ্গাকেই আমার মন্তকে ধারণ করা হইল । আর দেব, আমি যে সময় সতীর যুভদেহ মন্তকে ধারণ করিয়াছিলাম, সেই সময়েই এই দেবী আমার শিরোদেশে স্থান পাইয়াছেন । কলকথা, আমার রূপমধ্যে যোগ ও বামাদে শক্তি অবস্থান করিতেছেন এবং পুরুষের দক্ষিণাঙ্গ কস্তাপুত্রাদির অবস্থান-হল । সুতরাং সম্যক্ বিচারপূর্বকই দেবীকে মন্তকে ধারণ করিলাম । তোমরা কারণ জানিলে, অতএব এ বিষয়ে আর অন্তরূপ সম্বোধন করিও না । দেবগণ, শব্বরের পরমার্ঘ্যপূর্ণ ঐন্দ্রণ বাক্য শ্রবণে পরমপুলকিত ও সংশয়বিহীন হইয়া মন্তকে সেই মাতা ধারণ যেতু শব্বরকে অভ্যুত্তরূপ বর্ণন করিতে লাগিলেন । অনন্তর ভগবান্ চতুরানন, শব্বরকে গঙ্গা সমভিবাধারে গমনেচ্ছ জানিয়া সম্মুখে আগমনপূর্বক বিষয়বাক্যে চতুর্গুণে কহিলেন, হে দেব ! এই স্মৃণী গঙ্গাদেবী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অনন্তর আমরা তিন্কা বারা ইহাঁকে প্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত পাত্র আপনার করে সমর্পণ করিয়াছি ; অতএব কিন্নরকাল পিতৃগৃহভূত্যা এই সুরপুরে অবস্থান করুন, পরে কিছুকাল অতীত হইলে ভবনীর ভবনে গমন করিবেন । তখন মহেশ্বর কহিলেন, আপনারা যখন ইহাঁকে আমার দান করিয়াছেন, তখন কি জন্ত আর সমতা করিতেছেন ? দেখুন, রমণীগণের স্মাগিগৃহে বাসই সর্ব্বদা কর্তব্য ; অতএব অদ্যই ইহাঁর মণীর ভবনে গমন করা উচিত । অথবা বাহা উচিত হয়, ইমিই বলুন । তখন গঙ্গা কহিলেন, হে ব্রহ্ম ! আপনারা যখন শব্বরকরে আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন, তখন শব্বরকে পরিভ্যাগ করিয়া এক্ষণে আর কৃত্রাপি অবহিত করা বৈধ নহে । তোমরা আমার প্রতি পরম ভক্তিমান্ এবং ভক্তিবলেই আমাকে লীভ করিয়াছ ; অতএব হে ব্রহ্ম ! স্বর্গীয় কমণ্ডলুযথে আমি চিরদিন অবস্থান করিব, উহা আমি কখনই পরিভ্যাগ করিতে পারিব না । কার্যকাল উপস্থিত হইলেই আমাকে প্রাপ্ত হইবে । আমি স্মৃতিতে সর্ব্বদা শব্বর নিকট অবস্থান করিব । আমি শিবা ও ইমি শিব, সুতরাং আমাদিগের উভয়ের বিচ্ছেদ কখনই সম্ভব নহে, আর আমি ভক্তিমাতৃগণের নিকটেও সম্ভব বাস করিয়া থাকি । তোমরা এইরূপ অবগত হইয়া সম্বোধন পরিভ্যাগপূর্বক স্থগাভ কর । ব্রহ্মা কহিলেন, হে গিরিজা ! হে শিবসুখরি ! আমরা তোমার ভক্ত, ব্রেক্স উচিত হয়, করুন । শুক কহিলেন, অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ, ভক্তিসহকারে তুতলে মন্তক বিলুপ্ত করত শিব-লিবাতে প্রণাম করিলেন । অনন্তর গঙ্গা, ব্রহ্মার কমণ্ডলুযথে অন্তর্ভাষাংশ রক্ষা

করিয়া স্বর্গভিত্তে শবরের সহিত গমন করিলেন। পরে সমুদ্র দেবগণ, স্ব স্ব স্থানে গ্রহান করিলে ভগবান্ ব্রহ্মাও নিজ কমণ্ডলুয্যে দেবী গন্ধাকে অবহিতা জানিয়া পরমানন্দে তাঁহাকে লইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

অমোদন অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

### চতুর্দশ অধ্যায় ।

শুক কহিলেন, ভগবান্ মহেশ্বর গঙ্গাসমভিব্যাহারে কৈলাসে গমন করিলে দেবর্ষি নারদ, বৈকুণ্ঠধামে গমনপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠনাথুন্যায়গণকে সন্মর্শন করিয়া কহিলেন, হে ঐশো! আমি নারদ, আপনাকে প্রণাম করিতেছি। তখন ভগবান্ নারায়ণ, দটাজালবিমণ্ডিত, শঙ্খবৎজঙ্ঘার, বিশালবক্ষঃ, আজামূলবিতবাহ, বেতাশ্রয়ধারী, দিব্যভাষপূর্ণ, বীণাবাদনভংগর সেই দেবদর্শন নারদকে শিরীক্ষণপূর্ব্বক পাণ্ড্যার্য্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া আপননের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নারদ কহিলেন, হে ঐশো জগদ্বাহ! স্বাক্ষকতা সত্যী দেহভ্যাপের পর পুনরায় হিমালয়গাতী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ, তাঁহাকে সুরপুরে আনয়নপূর্ব্বক ভগবান্ শবরের করে সমর্পণ করিলে শবর তাঁহাকে লইয়া কৈলাসপুরে গমন করিয়াছেন এবং ব্রহ্মাও অন্তর্হিতভাবে কমণ্ডলুয্যে গন্ধাকে লইয়া ব্রহ্মলোকে প্রত্যাপিত হইয়াছেন। হে ঐশো! আপনার দৃষ্টিপথাভীত এই অদ্ভুত বিষয় নিবেদন করিলাম। নারদের বাক্য শ্রবণে হরি কহিলেন, নারদ! বড় আনন্দের বিষয় যে, শবর এতদিনের পর আপনার সত্যকে লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে বল দেখি, আমি স্বয়ং বাইরা সত্যীর সহিত শবরকে দর্শন করিব? না, তিনিই এখানে আগমন করিবেন? নারদ কহিলেন, হে বিকো! আপনিও সাক্ষাৎ ব্রহ্ম এবং সাক্ষীভূত সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ অতএব আপনার উভয়ের সম্মিলন একবার দেখিতে ইচ্ছা করি। হরি কহিলেন, নারদ! যথাবিধি সাক্ষী হইলে ত্রিজগৎ মোহিত চইয়া থাকে, অতএব যথাবিধি সাক্ষী কর। সাক্ষী করিতে হইলে সুশ্রবস্বতা ও বিবিজ্ঞান উভয়ই অপেক্ষা করে। কারণ, রাগ-রাগিণী-বোধ ও সুশ্রব থাকিলেই সাক্ষীভের উৎকর্ষ লাভিত হইয়া থাকে। সাক্ষীভন্যে যে সকল পদমিচর ব্যবহৃত হয়, তাহা কেবল পদার্থের বাচক, কেহই পদার্থের জ্ঞাপক নহে; কিন্তু, সেই সকল পদার্থলী স্বরসম্মিত হইলে রস-সাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে। হৃদাধারে যে অগ্নি আছে, তাহা হইতেই নান উৎপন্ন হয়। ঐ নান ক্রমে মাতিদেয় প্রভৃতি পঞ্চস্থান অতিক্রমপূর্ব্বক মস্তকে প্রকুটতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উহা প্রথমে হৃদাধারে উৎপন্ন হইয়া মাতিদেয়ে অতি সুন্দর, জ্বলে সুন্দর, কঠে অব্যক্ত এবং সুখে

কিঞ্চিৎ ব্যক্তরূপে প্রকাশ পাইয়া অবশেষে-মস্তকে সম্পূর্ণ কুটতাকো ধারণ করিয়া থাকে । নাতি হইতে মস্তক পর্যন্ত দ্বাবতী প্রভৃতি দ্বাংশিংশতি অতিমণ্ডল লব্ধিত আছে ; তদাথো প্রথম চতুঃসংখ্যক অতি-সমষ্টিতে বহুজ, দ্বিতীয় দ্বিসংখ্যক অতিতে ঋষভ, তৃতীয়-ত্রিসংখ্যক অতিতে গান্ধার, চতুর্থ চতুঃসংখ্যক অতিতে মধাম, পঞ্চম ত্রিসংখ্যক অতিতে পঞ্চম, ষষ্ঠ দ্বিসংখ্যক অতিতে দৈবত এবং সপ্তম ষট্‌সংখ্যক অতিতে মিদম ; এইরূপে দ্বাংশিংশতি অতিমণ্ডল হইতে বহুজাদি সপ্তস্বরের উৎপত্তি হয় । উক্ত সপ্তবিধ স্বরের ঘোর ময় ও উচ্চনামক-স্বরবন্ধ বিশেষ জিবিধ গতি এবং ঐ সপ্তস্বরজাত পঞ্চকোটি পঞ্চলক্ষ ও সহস্রসংখ্যক রাগরাগিণী সকল শব্দের কণ্ঠদেশে বাস করে । তদাথো কামদাপি ছয় রাগ প্রদানভূত এবং কিকরী সমযিতা ছত্রিশ-রাগিণী উহাদের পত্নী । উহার সকলেই লালকারা, সুরগাণী ও পরম আনন্দময়মুখি । ঐ সকল রাগের সম্যক প্রতিপত্তির জন্য পূর্কোক্ত সপ্তস্বর কখন আরোহী ও কখন অবরোহী ও কখন লঙ্কারী হইয়া থাকে । স্বরের আরোহ, অবরোহ ও লঙ্কারণ ক্রমে রাগ সকল জিবিধ হইয়াছে । কি ব্রত, কি কণ্ঠ উভয়ই উহার। সমভাবে আবর্তিত হইয়া থাকে । তখন মারদ কহিলেন, হে সুরদত্তম ! কমল লোচন ! কৃপা করিয়া ঐ সকল রাগ-রাগিণীগণের এবং উহাদের দাস ও দাসীদিগের নাম কীর্তন করুন । বিহু কহিলেন, কামদ, বলভ, মল্লার, বিভাব, গান্ধার ও দীপক এই ছয় রাগ । তদাথো মাহুরী, ভোগিকা, গোড়ী, বারাদী, বিনেলিকা ও ধামাত্রী নামে ছয় রাগিণী কামদরাগের পত্নী । বাগেশ্বরী, মারদী, শ্রামা, হৃদ্যাবলী, জয়ন্তী ও বৈজয়ন্তী নামে ছয় রাগিণী কামদরাগের পত্নীগণের দাসী, পরজ কামদরাগের কিস্বর । কেমারী, কল্যাণী, সিন্ধুরা, অখারঢা ও সুধারা নামে ছয় রাগিণী, বলভরাগের পত্নী । শ্রামকেলী, দেবকেলী, মালিনী, কামকেলী, সন্তাবতী ও মন্দরী নামে উহাদের ছয় দাসী, এবং মধুনামে বলভরাগের এক প্রসিদ্ধ কিস্বর আছে । মটী, হুরইটী, পাহিড়ী, চাকরপিণী, লীলা ও জয়জয়ন্তী নামে ছয় রাগিণী মল্লারের পত্নী । উহাদের প্রত্যেকের দাসী নাম চক্রবাকী, চক্রযুধী, রসিকা, বিলাসিকা, বাহিনী ও শ্রামবেদিকা । বিভাবরাগের পত্নীগণের দাস প্রামকেলী, ললিতা, কোরড়া, কোয়ুরী, তৈরনী ও শর্করী, এবং ভরঙ্গিণী, মালিনী, কিশোরী, হেমচুর্ণা, কলোলিনী ও ভীমমেজা নামে বিভাবরাগের পত্নীগণে ছয় দাসী । শ্রামবেটিক ঐ রাগের কিস্বর । গান্ধাররাগের ত্রী, রূপবতী, গোহী, ধামদী, সন্তা ও গন্ধর্ব্বী নামে ছয় পত্নী । পঠমঞ্জরী, মঞ্জরী, পদ্মাবতী, বেলাবতী, ভূপানী, গন্ধিনী উহাদের দাসী, এবং গোড়রাজ নামে গান্ধাররাগের প্রসিদ্ধ এক কিস্বর আছে । দীপকরাগের পত্নীগণের দাস উজ্জরী, মুস্কিকা, শুজরী, কালভজরী, শৌভকরী ও মালী এবং দীপহস্তা, দীপবর্ণী, দীপকর্ণা, প্রকীপিকা, দীপাকী ও দীপবজ্রা উহাদের দাসী । উক্ত দীপকরাগের কিস্বরের দাস প্রদীপনাম । হে মারদ ! এই আদি-তোমা

বিকট রাগ-রাগিণীগণের বিষয় কীর্তন করিলাম, এক্ষণে সঙ্গীত করিতে প্রস্তুত হও । শুক কহিলেন, অনন্তর মারদ ভাষায় বলিয়া 'সঙ্গীত' আরম্ভ করিলেন । ভগবান্ হরি যে সকল রাগরাগিণীর বিষয় উল্লেখ করিলেন, দেবর্ষি মারদ, পরমবক্তৃৎসবকারে তাহাদিগকে অবিকলরূপে সাক্ষাৎ আমরদার্ব ইচ্ছা করিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই সমর্থ হইলেন না । উক্ত রাগরাগিণীর মধ্যে কেহ হানজট, কেহ ধঙ, কেহ পবিনথো রোগজট, কেহ কাণ, কেহ বিবর্ধ, কেহ বিজ্ঞান, কেহ বলবিহীন, কেহ ভুবণবিহীন, কেহ পত্নীবিহীন ও কেহ বা অধীর হইয়া পড়িল । তখন দেবী সরস্বতী, রাগ-রাগিণীদিগকে মারদকর্তৃক ঐদৃশ হ্রস্বহাপন দেবীয়া বস্ত্রাঞ্জে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া হস্ত করিতে লাগিলেন । তদ্বশেনে মারদ, মারদমুখে সঙ্গীত হইতে বিরত হইবার উপক্রম করিলে ভগবান্ হরিত কহিলেন, যে দেখাও । তুমি যথেষ্ট সঙ্গীত করিয়াছ, এক্ষণে বিজ্ঞান কর । তুমি মূঢ়ন শিক্ষা করিয়াছ, কিছুদিন পরে তুমি উত্তম সঙ্গীতজ্ঞ হইবে । দেখ মারদ ! যে ব্যক্তি, 'সঙ্গীত কর' এইরূপ বলিবামাত্র সঙ্গীত করিতে উদ্যত হয়, সে মূঢ়ি নহে । আর যে ব্যক্তি পরীক্ষার্ব সঙ্গীত করিতে আদেশ করে, তাহার মিকটে সঙ্গীত করাও অবৈধ । আমি তোমাকে পরীক্ষার্ব সঙ্গীত করিতে আদেশ করিবামাত্র সঙ্গীত করিয়া এইরূপ লজ্জিত হইলে । সে বাহাই হটক, এক্ষণে গোড়াধানপূরক সঙ্গীত বৈকুণ্ঠধামের সর্গদিব্ দিগীর্ণ কর । এখানে মৃদয় রাগ রাগিণীগণ বিদ্যমান আছে দেখিতে পাইবে । শুক কহিলেন, ভগবান্ হরি এইরূপ কহিলে সুদিশুদয় মারদ তাহার সহিত গোড়াধানপূরক বৈকুণ্ঠধাম সন্মর্শন করিতে লাগিলেন । দেখিলেন, ভক্ততা সকলেই চতুর্ভুজ ও মধবোদয়মল্লার ; সকলেরই মুখমণ্ডল মনোহর এবং হস্তচতুর্ভুজের শব্দ চক্ৰ গদা পদ্ম, দ্ব্যস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল ও গলদেশে পুষ্করমালা বিরাজ করিতেছে ; তাহাদিগের দৈবপ্রভার কিঙ্করমণ্ডল উজ্জ্বলিত হইতেছে । অনন্তর মারদ এক হাদে কতিপয় বিকলাঙ্গ প্রাণীকে দেখিয়া কহিলেন, যে দেব । যে পুণ্ডরীকাক । আগমার এই মৃদয় পুরে কি প্রভু নরকবাসীর ভায় কতকগুলি বিকৃতাকার প্রাণী অবলোকন করিতেছি ? তখন হরি কহিলেন, মারদ ! ইহারা রাগরাগিণীগণ, তুমিই ইহাদিগকে বিকৃতাকার করিয়াছ, এই নিমিত্তই সরস্বতী বস্ত্রাঞ্জে মুখাবরণপূরক হস্ত করিয়াছিলেন । ভগবান্ শব্দ আগমন করিলে ইহারা পুনরায় পূর্ণকলেশেরে লজ্জিত হইবে । দেবর্ষি মারদ, হরিকর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া লজ্জাবনত-মুখে অপর কিছুমাত্র না বলিয়া হরির সহিত উপবেশন করিলেন । তখন ভগবান্ হরি, লক্ষী ও সরস্বতীর সম্মুখে উপবেশন করিলে মৃদয় গোমর্দ্যরাশি বিকীর্ত হইতে লাগিল । অনন্তর বৈকুণ্ঠপুরবাসী পরমাত্মভক্ত ভক্তা কতিপয় সেই সত্য উপবিষ্ট হইলে, ভগবান্ মারদগণ, মহেশ্বর নন্দা ও ব্রহ্মাকে স্মরণ করিলেন । পরে তাহারা তথায় সন্নিপত হইলে ইজাদিবেশন



শব্দরসসৌভাগ্যব্যাভিলাষে ভবায় উপহিত হইলেন। অনন্তর ব্রজাদি দেবগণ  
 রত্নাননোপবিষ্ট মন্ডকে শুকুমাল্য সুশোভিত, বামভাগে গঙ্গাদেবী বিরাজিত, কচিদ্রেশে  
 ব্যাঘ্রচর্ম্মধারী, পিনাকপাণি ধ্বজকার ভগবান্ মহেশ্বরকে অর্ঘ্যাধি দানে পূজা করিলে  
 বৈকুণ্ঠনাথ গদাধর পরমজীভিসহকারে কহিলেন, হে শম্ভো! হে চন্দ্রশেখর! জগতে  
 কোন্ কার্য্য পরমসুখকর এবং শোকহৃৎ-বিনাশক? শব্দর কহিলেন, হে কৃক!  
 জগতে ভদ্রীয়েসেবাই পরমসুখকর ও শোকহৃৎনাশক। আর, যে তোমার অঙ্গ  
 প্রত্যঙ্গ হইতে রাগরাগিণী সকল উৎপন্ন হইয়াছে, সেই তোমার ভগ্নকীর্ত্তনময় সঙ্গীত ও  
 অপর এক ভাদ্রশ পরম সুখকর ও শোকহৃৎনাশক। যে ব্যক্তি যথার্থরূপে সুখকে  
 পরিজ্ঞাত হইয়াছে, সে যেমন সুখবর্ণ ভূতগণ দর্শনে প্রধাবিত হয় না, সেইরূপ অভিজ্ঞ  
 ব্যক্তিও নামানকারশোভিত বিচিত্র বাক্যানিচ্ছরকেও ভদ্রীয় ভগ্নকীর্ত্তিবহীন হইলে  
 তথা যথো-সমাদর করিয়া থাকেন না। বস্তুতঃ ভদ্রীয় নামগান ব্যতীত অপর কোন  
 প্রকারেই পরিজ্ঞাত লাভ করা যায় না। যাহারা প্রতিদিন হে মারায়ণ! হে অচ্যুত!  
 হে অনন্ত! হে কৃক! হে জীমুসুমন! এই নাম গান করে, তাহাদিগকে আর সংসারে  
 আগমন করিতে হয় না। কিংবা যে সকল ব্যক্তি হে গোবিন্দ! হে কেশব! হে জীৱাম!  
 হে পুত্রবোন্তম! এবং বিধি গান করিয়া থাকে, তাহারাত আর জন্ম গ্রহণ করে না।  
 যাহারা নিত্য হে মুরুক! হে পদ্মশত! হে মাগব! হে পুণ্ডরীকাক! এইরূপ উচ্চারণ  
 করে, তাহাদিগকে কলি আক্রমণ করিতে পারে না। শব্দরের বাক্য শ্রবণে ভগবান্  
 হরি কহিলেন, হে পুণ্ডরীকীর্তন শব্দর! তুমি সঙ্গীত নামমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে,  
 এক্ষণে সঙ্গীত ধারা আমার কর্ণদ্বার পরিভ্রষ্ট কর; দেখ, নকলেই ভদ্রীয় সঙ্গীত-  
 প্রবণার্থ সমুৎসুক হইয়াছেন। সঙ্গীতরূপ সুগামর মহাবিশ্বায় তুমি ভিন্ন অপর কেহই  
 আর নক নাই। শুক কহিলেন, হে বিজ! পানশাস্ত্রবিশারদ শব্দর, ভগবান্  
 হরিকর্ত্তক স্পৃহণ অভিহিত হইয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিলে মহামুনি মারগ ও তাহার  
 অমুগত হইয়া তাহার সহিত সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। তখন ব্রজী, সরস্বতী  
 এবং ব্রজা বিহু প্রভৃতি নমুদয় দেবগণ ও ঋষিগণ ভগবান্ শব্দরের প্রতি এক দৃষ্টিতে  
 তাহিয়া রহিলেন। ভগবান্ শব্দর, প্রথমে নাম উচ্চারণপূর্ব্বক শাস্ত্রের রাগ আলাপ  
 করিতে লাগিলে ব্রজা বিহু প্রভৃতি নকলেই আক্ষাণ শাস্ত্রের রাগকে সমাগত দেখিতে  
 পাইলেন। দেখিলেন, তাহার পরীর মনোহর, হৈমাতরণ, কচিদ্রেশে শীতবনন ও করযরে  
 পদ্মজয়র দেদীপ্যমান হইতেছে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরম রমণীয় ও শরীরকান্তি নবনবৎ  
 ামিল। পরে সেই মহাপ্রভ রাগবর শাস্ত্রের বর্ণনামে সমাগীন হইলে ভগবান্ মহেশ্বর  
 হরিতপগণন আরম্ভ করিলেন। তখন কোন এক দূতী আসিয়া কহিল, কেশব! হে  
 ব্রহ্মনাথ! বিজয়বহিত কমলমুখীর বিমল মুখকমলের প্রতি কহজননয়ে কটাক্ষপাত  
 করন; (খুশা)। দূতী এইরূপ খুশা আরম্ভ করিয়া গিলে মনুরকট পানবিশারদ ভগবান্

মহেশ্বর “অবলম্বনবিহীন” মনোহর হেমলতাময়ী দেবী, জগতের অবলম্বন স্বরূপ ; তরুণ তরুণী ভগবান্ ঐক্যকে অবলম্বন করিতে অভিলাষিনী হইতেছেন, এইরূপ সঙ্গীত করিতে লাগিলে বৈকুণ্ঠেশ্বর কমলাপতি সেই দৃষ্টিকে উত্তিত-লোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । সেই সময় শিবসঙ্গীত-শ্রবণে সভামণ্ডলস্থ সকলেই বাহুজান-বিহীন হইয়া শব্বরের ঐতি এক দৃষ্টিতে অচলবৎ অবস্থিত হইলেন এবং ভগবান্ চতুরাননের চতুরানন বিবর্ণিত হইতে লাগিল । হে বিজ্ঞ ! অনন্তর শব্বর পুনরায় সঙ্গীত করিতে লাগিলে শ্রবক্ষলতয়া গান্ধারপত্নী শ্রীরাগিনী গানজমিত বামন-বিচ্ছেদভয়ে তথায় প্রকাশ পাইলেন । তাঁহার কলধর সুরণের স্তায়, বিমল ও উজ্জ্বল এবং বিচিত্র বসন ভূষণে বিভাজিত । তনীয় হস্তদ্বয়ে কমলযুগল ও যুগ্মকমলে স্বয়ং হস্ত প্রকাশ পাইতেছে । পূর্বে যে দৃষ্টী ভগবান্ হরিকে সন্মোহনপূর্বক বলিয়াছিল, তৎকালে সেই আবার চরিত্র প্রিয়াক্ষণ ধারণ করত হরিকে বিমোহিত দর্শনে এক প্রান্তে অবস্থিত থাকিয়া মন্মন্ম হস্ত করিতে লাগিল । হরিত সাক্ষাৎ প্রিয়াক্ষণ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন । তখন প্রিয়া কহিলেন, হে রসিকেশ ! হে কেশব ! হে রসময় ! আগমনের জয় হটুক, আপনি রসমগোবরতুল্য আমাকে লাভ করিয়া সত্য রসমত্তলমগ্নে অবস্থান করুন । প্রিয়া এইরূপ ধ্বনি ধরিলেন, ওক হিলেন, দেবাবিদেশ মহাদেব এইরূপে সঙ্গীত আশ্রয় করিলে ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া রসভাষা-বশতঃ স্বয়ং রসরূপে পরিণত হইয়া আসন হইতে পতিত হইলেন । তখন ভগবান্ চরিত্র তেজোময় শরীর এইরূপে প্রসীত হইয়া সমুদয় বৈকুণ্ঠগাম প্রাণিত করিতে লাগিলে ব্রহ্মাদি নিখিল দেবগণ নিমোখিতের স্তায় চৈতন্য লাভ করিয়া সমুদয় বৈকুণ্ঠগাম জল-প্রাণিত দর্শনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, একি ! কিরূপে এই জল উৎপন্ন হইল । ভগবান্ নারায়ণই বা কোথায় গমন করিলেন ? সিংহাসনেও তাঁহাকে দিখিতেছি না ! কিরংকাল এবং বিধি চিন্তার পর হির করিলেন, ইহা শিবসঙ্গীতেরই পরিণাম । ব্রহ্মা ঈদৃশ নিষ্ঠুর করিয়া তথায় গঙ্গাবিক্রিত কমণ্ডলুকে আশ্রয়বিহীন করিয়া কহিলেন, সঙ্গীতও ব্রহ্মসত্ত্ব ব্রহ্মময় এবং দেব হরিত স্বয়ং ব্রহ্ম প্রসীত হইয়াছেন, অতএব ব্রহ্মময়ী গঙ্গা এই ললিলরাপি সংবরণ করুন, এই বলিয়া সেই ললিলমিচয়ে কমণ্ডলু স্পর্শ করাইবামাত্র দেবিত্তে দেবিত্তে সমুদয় ললিল গঙ্গার সতিত মিশ্রিত হইল । তখন দেবী গঙ্গা পাপমাশিনী ললিলময়ী হইলেন । দেবগণ আশ্বাসকে আশ্রয় করিয়া শরীর শোভা পাইয়া থাকে, তরুণ ব্রহ্মময় ভগবান্ হরির গঙ্গাকে আশ্রয় করত দেবীপামান হইতে থাকিলেন । অনন্তর ভগবান্ চতুরানন, ব্রহ্মহর্লত সেই কমণ্ডলু লইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলে দেবদেব মহাদেব এবং দেবরাজ প্রভৃতি সমুদয় সুরগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন । তৎকালে ত্রিলোকেশ্বানী সকলেই এই কথা ঘোষণা করিল যে, ভগবান্ নারায়ণ শব্বরের সঙ্গীতপ্রভাবে প্রসীত হইয়াছেন । লক্ষ্মী সরস্বতী তাঁহার অদর্শনে

অস্তিত্ব হইয়াছেন এবং পুনরায় হরির দেহধারণ অপেক্ষা করিতেছেন। আর গঙ্গা কৈলাসে শবরের সেবার নিযুক্ত। আহে! গঙ্গা যে শবরের প্রিয়ভবা হইয়াছেন, ইহা দেহধারণেরই কল। হে বিজয়! লোকপাবনী হিমালয়স্থিত। গঙ্গাদেবী। ঘেরপে ব্রহ্ম-কমণ্ডলুতে অধিষ্ঠিত। হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় ভোমার নিকট বর্ণন করিলাম। অনন্তর সেই গঙ্গাদেবীই আমার বিহুগম লাভ করিয়া পুনরায় ভূপতি ভগীরথের মনোরথ-পূরণার্থ বিহুগম হইতে প্রবাহিত হইয়া ধরাভূলে আশ্রয় করেন। পরে পাভালিপুরে প্রবেশপূর্বক সগরসন্তানগণকে পবিত্র করিয়া অনন্তদেবের সমীপবর্তিনী হইয়া জলরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। হে বিজয়! এই আমি ভোমার সমীপে সংক্ষেপে সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিলাম, এক্ষণে পুনরায় কোন্ বিবরণ প্রবণ করিতে বাসনা কর?

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

### পঞ্চদশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, হে ভগবন! দেবী গঙ্গা, কি প্রকারে বিহুগম প্রাপ্ত হন? কি প্রকারে বিহুগম হইতে ধরাভূলে প্রবাহিতা হন? ভূপতি ভগীরথ, কিরূপে তাঁহাকে আরাধনা করেন? কিরূপেই বা সেই পরমেশ্বরী সগরপুত্রদিগকে পবিত্র করেন? এবং কোন্ হান পর্যন্ত গমন করিয়াই বা তিনি নিযুক্ত হন? আপনি এই সমুদয় বিবরণ আমার নিকট প্রকাশ করুন। আপনি যে সমস্ত বিবরণ সংক্ষেপে কহিলেন, এক্ষণে তাহাই বিশেষ করিয়া বলুন। শুক কহিলেন, মরীচি নামে ব্রহ্মার এক পুত্র হয়, তাৎ-হইতে কশ্যপ জন্ম গ্রহণ করেন। পরে কশ্যপপত্নী দিতির গর্ভে তির্য্যাকপিণ্ড নামে এক দৈত্য উৎপন্ন হয়। উক্ত দৈত্যবরের চারিপুত্র, তন্মধ্যে পরম বিহুপারায়ণ প্রজ্ঞাদি সর্গজ্যোত, প্রজ্ঞাদের পুত্র বিরোচন ও বিরোচনের পুত্র বলি। মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্যবর বলি, সংগ্রামে ইজাদি নিখিল স্রবণকে পরাভব করিয়া স্বয়ং ভূলোকাধিপ সমুদয় লোক উপতোগ করিতে লাগিলে দেবমাতা অধিভি, পুত্রগণের স্বার্থশান্তির নিমিত্ত পতির আজ্ঞানুসারে বিভিন্ন অবস্থায় গণ্ডে গণ্ডে পলায়ন করত পরমার্থাধ্যায় বরদাতা ভগবান হরির আরাধনা করিতে লাগিলেন। একদা শরীতাপারায়ণ দৈত্যগণ, তাঁহাকে ভাদ্রশ গণ্ডোষ্ঠীতে নিরত দেখিয়া দেবগণের মূর্তি ধারণ করিয়া কহিল, হে মাতঃ! আমরা দেবগণ, আপনার চরণে প্রণিপাত করি। আপনার এই চরণবুগমই আমাদের একমাত্র মঙ্গলের বিধান; অতএব ত্রিভুজ অনশনে দেহ শুক করত স্রুগণ কঠোর গণ্ডোষ্ঠীত করিতেছেন? আপনি জীবিত থাকিলেই আমাদের পরম মঙ্গল

সুতরাং আপনি সেহের প্রতি এরূপ উপেক্ষা করিলে কিনে আর আমাদিগের মঙ্গল  
হইবে? দেখুন, তাহার গৃহে জননী নাই এবং ভাৰ্য্যা অধিরবাহিনী, তাহার অরণ্যে  
গমন করাই কর্তব্য, কারণ তাহার গৃহ রণভূমির তুল্য। অর্থাৎ যুদ্ধের স্থান। যে ব্যক্তির  
গৃহে রাজ্য ও ভাৰ্য্যা তা থাকে এবং পুত্র অবাধ্য হয় ও পরিবারবর্গ তাহার প্রতি স্নেহভর  
বিরক্ত; তাহার বন প্রেরায়ই বিবেক; অতএব, আপনি যখন এরূপ কঠোর তপোমুখীন-  
পূর্বক স্বীয় পুরীতের প্রতি অন্যথা প্রদর্শন করিতেছেন, তখন আমাদিগের আর রাজ্য,  
স্বধ বা জীবনের প্রয়োজন কি? যাতঃ। আপনি হুংখের অবাধ্য হইয়াও যখন  
হুংখের প্রেরায় আমাদিগের স্নেহ তপস্তা করিতেছেন, তখন আমাদিগকেই বিক।  
জন্মি। একমাত্র জগদীশ্বরই আমাদিগের স্বধ বা হুংখের কর্তা, লগ্নর কেহই নাই;  
কিন্তু জিনি আরাধিত না হইলেও হুং হুং বিধান করিয়া থাকেন। কারণ জীবগণের  
যে স্বধ হুং, তাহা পূর্বজন্মের কৰ্মফল সুতরাং আপনি কি প্রকারে কঠোর তপস্তা  
যারা তাহা নিবারণ করিবেন? অতএব যে যাতঃ। আপনি এই উগ্রতর তপোমুখীন  
পরিভ্রমণপূর্বক গৃহে থাকিয়া ভগবান্ হরিকে দিব্যরাজ্য অরণ্য করুন। জন্মি। আপনি  
চিরদিন স্নেহে জীবন ধারণ করুন, আমাদিগের তাহাই পরম রাজ্যলাভ। যাতঃ।  
আপনি আত্মবিশ্রাম করিয়া আমাদিগের রাজ্যবিশ্রামকর দ্রবদ্রষ্টকে আর পরিশুদ্ধিত  
করিবেন না, কারণ তাহাতে আমাদিগের মঙ্গল নাই। দৈত্যগণের বাক্য শ্রবণে  
অদিতি কহিলেন, তোমরা যে সর্বদা আমার সর্বপ্রকার মঙ্গলচিন্তা করিয়া থাক,  
তাহা বিলক্ষণ জানি, তোমরা অচিরে দেবগণ হইতে রাজ্যবাহিনী হইবে। আমি  
তোমাদিগের পরিহাসের অবাধ্য হইলেও যখন আমার সহিত পরিহাস করিতেছ, তখন  
বিলম্বেই অবিলম্বে দেবগণের স্তায় হুং পাইবে। আমি সেই স্বধ ও হুংখের কর্তা  
অনামক প্রভু হরির আরাধনা করিতেছি, তোমরা তাহাতে উপহাস করিতে লাগিলে,  
অতএব তোমাদিগকে বিক। শুক কহিলেন, অদিতি এইরূপ কহিলে দৈত্যগণ  
জগদানোরণ হইয়া দৃষ্ট যারা দত্ত সকল নিপীড়ন করত যদ যদ নিখাল পরিভ্রমণপূর্বক  
সমস্ত যদ দত্ত করিবার অভিপ্রায়ে যখনও হইতে নিখালবার সহিত অগ্নি উল্লারণ  
করিয়া সমুদ্র অরণ্য প্রজ্জ্বলিত করিল। অনন্তর তাহারা বনসমূহের বৈভ্যরাজ বলির  
সমিধানে পুনঃপূর্বক সমুদ্র ইতিবৃত্ত ও অদিতি দৃষ্ট হইয়াছে ইহাও নিবেদন করিল।  
এদিকে ভগবান্ অব্যয় হরি, সেই অরণ্যমধ্যে দেবমাতা অদিতিকে সূর্যমার যারা  
জন্মি, হইতে রক্ষা করিলেন। অনন্তর অদিতি, ভগবান্ হরিকে দর্শনার্থ ধনুপুটে  
চরণের অঙ্গুষ্ঠমাত্র হাপন করিয়া বায়ুমাত্র আহার করত উগ্রতর তপস্তাচরণে প্রবৃত্ত  
হইলেন। এইরূপে দেবপরিমিত সংবৎসরকাল অতীত হইলে ভগবান্ হরি  
পুনঃস্নান-কলেবরে অদিতিকে দর্শন দিলেন। তাহার সর্বশরীর মরুত মণির স্তায়  
সুশোভন স্তম্ভবর্ণ ও পুরুষস্বরূপীর্ষজুজুত্বেরে সুশোভিত। সেই পদ্মপাশলোচন

ঐতরেয় কণ্ঠিতে পীতবান, কর্ণে সমুজ্জ্বল কনকহুঙল, মস্তকে রত্নকিরীট এবং গনাদেশে পদ্ম ও কুলসীমালা বিরাজ করিতেছে। তিনি গন্ধদোপরি সমাসীন এবং তদীয় মুণ্ডকবল ঈষৎ হস্তযুক্ত হওঁয়া মাধুরীর পরিদীপ্য নাই। অখণ্ড অসিদ্ধি এইরূপ ভগবান্ হরিকে দর্শন করিয়া তদীয় দর্শনজনিত আনন্দভরে মত্ত হইয়া কহিলেন, হে প্রভো! অতি চুঃখিনি দেবমাতা অসিদ্ধি আপনাকে প্রণাম করিতেছে। দেব! আমি অন্নযুক্তি জীজাতি, আপনি জিলোকের নিয়ন্তা, আপনাকে আমি আপনাকে অনেক প্রভেদ। আপনি স্বভাবতঃ কৃপাপরায়ণ বলিয়াই আমাকে দর্শন দিয়াছেন। আপনি ত্রিজগতের ঈশ্বর, কমলাকান্ত ও অব্যয়; অতএব আপনাকে প্রণাম করি। আপনি স্বভাবতই জন্মগণের অভিষ্টপূরণ করিয়া থাকেন, আমি আর আপনাকে কি কহিব? হে লোকেশ! হে জগদ্রিষা! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনি স্থূল অথচ সূক্ষ্ম, আপনি জিলোকের মধ্যে গুপ্ত অথচ প্রসিদ্ধ। কেহই আপনার স্বরূপ অবগত হইতে পারে না, আপনি কালরূপী ও জগতের একমাত্র বন্ধু। আপনার অস্ত্র নাই বলিয়া অমস্ত্র নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। চন্দ্র, সূর্য্য ও অমল আপনারাই মূর্ত্তি। আপনি কূটর আদ্য ও পুরাণ পুরুষ। যোগিগণ কঠোর যোগাভ্যাস করিয়া আপনার বিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হন। অমল যেরূপ নামাকাণ্ঠে নামারূপে প্রকাশ পান, আপনিও সেই প্রকার এক হইলেও নিখিল-জীবশরীরে বিরাজ করিতেছেন। আপনি অখিল প্রাণিগণে জ্ঞানরূপে অবস্থান করেন, হে বিকো! বেদচতুষ্টয় আপনারই স্তব করিয়া থাকে। আপনি সকলের গুরু, আপনিই পরমাত্মা; অতএব আপনাকে বারংবার নমস্কার। ভগ্ন দেবকীন্দন হরি, ভগ্নকৃশা দেবমাতা অসিদ্ধির ইত্যাদি অভিবাদ-জবণে মধুরবচনে কহিলেন, হে মহাতাপে! আমি তোমার বরপ্রদানার্থ উপস্থিত হইয়াছি, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। হে অমবে! আমি তোমার ভগ্নতা ও অভিবাদে পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। অসিদ্ধি কহিলেন, হে শব্দচক্রগদ্যধর! হে নারায়ণ! আপনাকে নমস্কার, সত্যই আমি বরপ্রার্থিনী এবং আপনিও বরদাতা; কিন্তু হে দেব! আপনি অন্তর্ধানী হইয়া কি জন্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন? হে যত্নময়! আপনি ত অসুখ আমার হৃদয়ত অভিপ্রায় জানিতেছেন, অতএব আপনিই বাহ্য উচিত হয় করুন। আপনি নিখিল-বরদাতাদিপেরও ঈশ্বর, যুক্তি আপনার সেবিকা, অতএব আমি আর আপনার নিকট রাজ্যভাষ্যাদিরূপ বৃথা বরপ্রার্থনা করিব না। দেব! আপনিই জীমগণকে বিবধবাসনার ফলস্বরূপ শরীর ধারণ করাইয়া থাকেন, তথাপি ঐ বাসনা পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য বলিয়া কেহই ত্যাগ করিতে পারে না। আপনি সর্বজ্ঞ, অতএব আপনিই যথাক্রমে বর প্রদান করুন। আমার এক্ষণে অভিজ্ঞা, আমি আপনাকে বধোচিত লাভ করি। হরি কহিলেন, হে দেবজ্ঞানি! যদি বাহ্য বাহ্য করিতেছ, তাহাই হইবে। তোমার ইচ্ছাদি পূরণও নিঃসংশয়

পূনরায় রাজ্যলাভ করিবেন। আমি তোমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইচ্ছায়ে পুনরায় বলিকর্তৃক অপরূপ রাক্ষা প্রদান করিব, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। শুক কহিলেন, তখন দেবমাতা অদ্বিতি, উগবান্ হরির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়কম্পিতহৃদয়ে কহিলেন, হে প্রভো! বিবেশ! হে বিবাস্তব! আমার এ বরে প্রয়োজন নাই; কারণ, আপনি বিশ্বমুক্তি বিধব্যানী পরম পুরুষ, আপনার লোমকুপনিচয়ে অধিল ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত রহিয়াছে; অতএব আমি আপনাকে কি একারে উদরে ধারণ করিব? হে সপরাধ! একে আমি নামাঙ্ক জুহু জীভাতি, তাহাতে আমার ভাপসী কৃপোদরী; স্তবরা; কিরূপে আপনাকে অগর্ভে রক্ষা করিব? অতএব হে গোবিন্দ! হে পুরুষোত্তম! এবং বিধ বরের কথা দূরে থাক, আমি আপনাকে মনোমধ্যে চিন্তা করিতেও সক্ষম নহি। অদ্বিতির ভাদৃশ বাক্য শ্রবণে উগবান্ কহিলেন, হে মাতঃ! হে দেব-জন্মনি! তোমার কোন ভয় নাই, তুমি অশ্রুই আমাকে গর্ভে ধারণ করিবে; কি নিমিত্ত আমাকে গর্ভে ধারণ করিতে এরূপ শঙ্কিতা হইতেছ? আমি যদি জগদীশ্বরই হই এবং তোমার জঠরে আমি যদি প্রবেশ করি, তবে তুমিও অবশ্রুই আমাকে ধারণ করিতে পারিবে। দেব, যে ব্যক্তি, সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন, সকলের উপকারক এবং সত্যবাদী ও ক্ষমাসীল; সে আমাকে ধারণ করিয়া থাকে। বাহার চিত্ত হুঃখে অমৃৎস্বাদ ও সুখে স্পৃহাঘূর্ণিত এবং সর্বত্র সমদর্শী; সে আমাকে সত্য ধারণ করে। যে ব্যক্তি, পিতা মাতার আতিকর, গুরুভক্ত, শ্রিয় বধ এবং শিবপূজারত; সেই নান্দীল সর্বদাই আমাকে ধারণ করিয়া থাকে। যে জন, কি শয়ন, কি ভোজন, কি গমন, কি কথন, কি পূণ কৰ্ম-নিচয় সকল অবস্থাতেই আমার প্রিয়কার্য্য করিতে পারে; সে নিরন্তর আমাকে ধারণ করে। যে ব্যক্তি পুরাণার্থ শ্রবণে লোভুপ, সাধুসহবানী এবং তুলনী ধারণে তৎপর; সে নিভা আমাকে ধারণ করে। ধন ও পুত্রাদিতে বাহার পশুপত্রহিত জলের স্রাব জন্ম আছে, সে পরম বৈকল্য, সে নিরতই আমাকে ধারণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি গন্ধান্নানে রত, ব্রাহ্মণের প্রতি বাহার অচলা ভক্তি, সেই পরম বৈকল্য সর্বদা আমাকে ধারণ করে। যে, ব্রাহ্মণের মাংস ধারণ করে এবং প্রতিদিন হরিহরের পূজার নিরত; সে পরম বৈকল্য, সে সত্যত আমাকে ধারণ করিয়া থাকে। চণ্ডীপাঠ ও জপে বাহার আসক্তি থাকে, সেই পরমবৈকল্য নিরত আমাকে ধারণ করিতেছে। শাস্ত্রবিষয়ে বাহার জ্ঞান আছে, যে ব্যক্তি, আমাকে আজ্ঞার করিয়া, সমুদয় ধর্ম্মকার্য্যের অমুষ্ঠান করে; সে আমার পরম ভক্ত বলিয়া অভিহিত হয় এবং সর্বদা সে আমাকে ধারণ করিয়া থাকে। যে জন, সর্বদা মদ্যীয় মাংসানে তৎপর, সে পরমবৈকল্য; সে সত্যত আমাকে ধারণ করে। যে ব্যক্তি, সর্বদা হে রাধ! হে নারায়ণ! হে অনন্ত! হে মুরলী! হে মধু-হৃদম! এই নাম উচ্চারণ করে; সে নিরতই আমাকে ধারণ করিয়া থাকে। যে

নিরভ হে পদ্মশাখা হে কৃপামাখ। তে ভরো। হে ঐশ্বর্যবোভস। এই নাম গান করে; সে আমাকে ধারণ করিতেছে। যে ব্যক্তি, সর্গনা হে গরুড়ধ্বজ। হে গোবিন্দ। হে নৃগুহ্মন। হে কেশব। এই নাম উচ্চারণ করে; সে আমাকে সত্ত্ব ধারণ করিয়া থাকে। বাহার যুগে হে শব্দর। হে ঈশ। হে নীলকণ্ঠ। হে ত্রিলোচন। এই নাম উচ্চারণ কর; সে আমাকে সত্ত্ব ধারণ করে। বাহার যুগমণ্ডল হইতে সত্ত্ব হে রমকেতো। হে ঈশান। হে ভব। হে পার্শ্বতীপতে। এই নাম বহুগুণত হয়; সে নিরভই আমাকে ধারণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি, সর্গনা হে চন্দ্রমৌলে। হে বাসুদেব। হে সন্নিগপতে। এই নাম গান করে, সে সত্ত্ব আমাকে ধারণ করিয়া থাকে। মহাবিপদে পতিত হইলেও যে বর্ষত্যাগ না করে, সে যেমনবের শ্রিয় হয় এবং সে সর্গনা আমাকে ধারণ করে। যে ব্যক্তি, কর্ণভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া, নিরভ ভক্তিসুহকারে আমাকে ভজনা করে; সে আমাকে ধারণ করিয়া থাকে। বাহার যুগে সর্গনা হুগী, তরুকাণী, বৈকুণ্ঠী ও চণ্ডিকা এই নাম গীত হয়; সে সত্ত্ব আমাকে ধারণ করে এবং যে রমণী, সর্গনাই পতিসেবার নিরভ, সাধুগণের প্রতি বাহার ভক্তি থাকে ও সকলের প্রতি দয়াবতী, বাহার স্বভাব ও অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ; সে নিরভই আমাকে ধারণ করিতেছে। মাভচ। আমি মহাব, আমি দীর্ঘ, আমি বামন, আমি কৃশ, আমি স্থল, আমি সূক্ষ্ম এবং আমি সূত্রপ অথচ কুত্রপ। হে নাগরি অদিত্যে। তুমি যেরূপে আমাকে ধারণ করিতে পার, প্রার্থনা কর; আমি সেইরূপেই তোমার, পুত্র হইব। তখন অদিত্য কহিলেন, হে দেব। আমি যদি বরযোগ্যা বলিয়া আমাকে বর প্রদান করেন, তাহা হইলে, হে কেশব। যেরূপে আমি আপনাকে ধারণ করিতে সক্ষম; এরূপ অতি কৃশও নহে, অতি স্থলও নহে, বামন স্তুতিতে আমার পুত্র হইবেন। কেশব। আপনি শ্রবণ নামন স্তুতিতে অবতীর্ণ হইয়া, বলিকে পরাজয়পূরক পুনরায় ইন্দ্রের রাজ্য ইন্দ্রকে সমর্পণ করুন। আপনি মদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া বলিকে পরাভব করিলে; আপনার এই পাণমাখিনী কীর্তি জগতে চিরদিন জাগরক থাকিবে। গুণ কহিলেন, দেবজন্মী অদিত্য এইরূপ কহিলে, তপস্বান্ নারায়ণ, শিবসকীকে দেহদান-হেতু পুসরায় দেহধারণেচ্ছার অদিত্যকে তপাস্ত বলিয়া, তৎকণাৎ দেহিতে দেহিতে অন্তর্হিত হইলেন। পরে অদিত্যও বখানময়ে পতি কস্তপের সেবার তৎসন্নিধানে গমন করিলেন।

## ষোড়শ অধ্যায় ।

শুক कहिलेन, अनन्तर कियंकाल अतीत हईले कष्टपण्ठी अदिधि, पुर्खदिहू ।  
 रूप आकरके धारण करिया থাকे, कष्टप हईते । आदूष गर्डधारण करिलेन । पारे  
 आदि देवगण अदिधि गर्डवडी हईराहेन गुनिया, अलङ्किततावे गर्डहू डगवानु  
 हुके छव करिते लागिनेन । बलिनेन, हे गोविन्द । हे पुरुषोत्तम । हे  
 हृदेव । आपनि जगत्तेर एक ईश्वर ; आमी आपनाके नमस्कार करि । हे निधिल  
 गत्तेर पापहारिन् । आपनि हृद्यादेवतेर त्राय विविध पापराप हिमपुञ्जके निधन  
 रिया থাকेन । हे देवाधिदेव । बैबूँ ! हे पुरुषोत्तम । आपनि समुद्र स्वरगणेर  
 अगण्ठा, आपनि निधिल प्राणिगणेर शरीर मध्ये ममः, चक्र, कर्ण, रसना ७ आधरूप  
 ७ अन्तरेन्द्रिय एवं वाक्, पाणि, पाद, पायू ७ उपस्थरूप पञ्च कर्षेन्द्रियेर अधिष्ठात्री  
 चक्रारूपे विराज करितेहेन । आपनिहू जीवगणेर चैतन्यस्वरूप, आपनि  
 अर्ध ७ अर्धपति ; अतएव आपनाके बारंबार अर्णाय करि । स्वरगण एहीरूपे जगदीश्वर  
 रारणके छव करियाहिनेन । हे विजपुल्लव ! अनन्तर आर्यानीय गुरुपुत्रके अर्णाय  
 कज्जुके बादनी तिथिते चन्द्रमुख्येते डगवानु दिहू, विप्र ७ देवगणेर मनलेर जज्ञ  
 बलि अमर्त्यार्थ कष्टपण्ठवने अवतीर हईलेन । तथन कष्टप ७ अदिधि ताहाके  
 धिलेन, तनि चतुर्भुज एवं ताहाते शम्भ, चक्र, गदा, पञ्च विराजमान रहियाहे ।  
 नीरु बन्धःहले कौस्तुभ मणि ७ अश्वत्थिः ; कर्षे रत्नमय कुण्डल एवं कटिदेशे  
 डवनम शोभा पाईतेहे । ताहार कलेवर रत्नवर्ण । वस्त्रादि देवगण ताहाके  
 नमः करितेहेन । कष्टप, अतीव अद्भुतमूर्ति सेहू डगवानुके नमस्कार करिया  
 णामपुर्णक कहिलेन, हे कृक ! हे गोविन्द । हे हरे । आपनि परमात्मा ७  
 पतङ्गदेर रेशमाशक एवं कमलाकांत ; आमी आपनाके पुनःपुनः नमस्कार करि ।  
 दिक्तिः कहिलेन, हे कृक ! हे हरे । हे परमात्मान् । आपनि अज । आपनि आज हईते  
 दिक्तेर ७ काष्ठपेड हईलेन, आमी आपनाके नमस्कार करि । हे मोक्षपते !  
 रगण्डगतत आपनार चरणकमल वन्दना करिया থাকेन, हे देव । पञ्चपलाशलोचन !  
 पञ्चाङ्गे स्तरण करिले : सर्व हूण दूर हय ; अतएव आपनाके पुनःपुनः अर्णाय करि ।  
 बिलरक्षा ७ आपनार जीष्वाकम्बुस्वरूप, आपनि अति नियत उहा मिक्केप बिकेप  
 अतिकेप करितेहेन ; अतएव आपनाके बारंबार नमस्कार । हे बिके । आपनार  
 पा हईले जीवगण परमानन्द लात करिया থাকे, तपञ्चा आपनार ज्वरस्वरूप एवं  
 क मज्ज डडिहू आपनाके नाकाङ्कार करिवार उपाय ; आपनि मिक्का परमा  
 अ मूर्तिहे प्राणिगणेर अडान्तरे अवसान करितेहेन, आमी आपनाके भूमेोभूयः  
 स्कार करि । प्राणायामादि धारा बाहाविगेर समुद्र पापराशि निर्द्धत हईराहे,



তাদৃশ যোগিগণই আপনাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ। চন্দ্র, সূর্য্য আপনার চন্দ্রবর্ষ, ব্রাহ্মণগণ ও অগ্নি আপনার সূর্য; দশদিক্ কর্ণ; স্বয়ং বায়ুদেব বায়ু প্রবাস; পৃথিবী আসন; পদমণ্ডপ মুকুট; দক্ষিণ ও উত্তর দিক্ মহাবল বাহুবল এবং পূর্বদিক্ বাসাগ্র ও পশ্চিম দিক্ আপনার পৃষ্ঠাঙ্গরূপ; আমি আপনাকে অসংখ্যবার প্রণাম করি। হে দেব! চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি আপনার আজ্ঞাকারী; আপনার উদরমধ্যে তুর্ভুবাগ্নি সমুদয় লোক অবস্থিতি করিতেছে। তবদীয় সূর্য, বায়ু, উত্তর ও চরণ হইতে বধাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্রজিহ, বৈশ্র ও শূর এবং মনঃ, চক্ষুঃ, কর্ণ ও ত্বক্ হইতে আজ্ঞম-চতুষ্টয় সমুৎপন্ন হইয়াছে। আপনার মস্তক অনন্ত, চক্ষুঃ অনন্ত ও চরণ অনন্ত। আপনি কোটি কোটি আদিভেদে ভ্রামি ভেজঃপুঞ্জকলেবর এবং সর্গদা সমতাভাপন্ন। আপনাকে নেত্রগোচর করিলে, নিখিল অজ্ঞানাস্থকার বিদূরিত হয়। মহাশয়কালে একমাত্র আপনিই বিরাজ করিয়া থাকেন। আপনার শক্তি অপার। আপনি যেখানে দৃষ্ট হইতেছেন, কেবল অন্নপ্ন নহে। আপনি গুণভ্রমভেদে পৃথক্ পৃথক্ স্থিতিতে বহুি স্থিতি লয় করিয়া থাকেন। আপনি কেবল ভক্তের মনোবাঞ্ছা-পূরণার্থই মনীয় গর্ভে আবিস্কৃত হইয়াছেন, এতন্ত আপনাকে সংখ্যাতীত নমস্কার করি। আপনি গর্ভ-হুঃখ-বিষক্লিষ্ট এবং ভক্তগণের গর্ভহুঃখ-বিনাশক, অতএব হে দেব! আপনাকে আমার যেন পূজ্যবুদ্ধি না হয়। হে প্রভো! আপনিই পৃথক্ পৃথক্ক্রমে জীবগণের পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতৃ, ইষ্টদেবতা, ভাৰ্য্যা, পতি ও শিষ্য, কলভঃ আপনিই সর্গরূপী। শুক কহিলেন, সেই সর্গহুঃখহারী ভগবান্ হরি, অদিতিকে এবংবিধ ভব করিতে জ্ঞানিয়া কহিলেন, হে মাতঃ! আপনি বাহ্য বলিতেছেন, তাহা সত্য, ইহার কিছুমাত্র অস্তথা নাই। জমনি! আপনি আশ্রিত হউন, এই আমি আপনার কার্যসিদ্ধির নিশ্চিত বাসনাসুধি ধারণ করিলাম। ভগবান্ এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাসন মূর্তি ধারণ করিলেন। হে সূমে! অনন্তর কস্তপ, তদর্পে বছবিধ মঙ্গলোৎসব করিলে, পূর্বদিক্‌বলে সমুদ্রের ভ্রামি সর্গমঙ্গলপূর্ণ, জবা-কুসুম মঞ্চাশ, মহাহ্রিতি সেই কস্তপনন্দন পিতৃ বাসন দেব পরমশোভা পাইতে লাগিলেন। পরে কস্তপ, তাঁহার নামকরণ করিলেন। ইন্দ্রের অমৃত বলিয়া তাঁহার নাম উপেন্দ্র, ধর্মকায় হেতু বাসন, রক্তবর্ণ বলিয়া রক্ত এবং কস্তপ ও অদিতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া কান্তোপেন্দ্র ও আদিভেদে নাম হইল। উক্ত বাসনদেব জ্যোত্স্নেহ রক্তবর্ণ হইয়া অবতীর্ণ হন। অতঃপর, কিয়ৎকাল অতীত হইলে কস্তপ, পুত্রকে উপনয়নযোগ্য জ্ঞানিয়া, দেবগণ ও ঋষিগণকে আমন্ত্রণপূর্বক বিপুল বহিষ্ঠে বধাবিধি বাহুতি দান করিলে, বৃহস্পতি মূলপিতৃ মঙ্গলমুখ এবং স্বয়ং সূর্য্যদেব আগমন করিয়া গায়ত্রী প্রদান করিলেন। অনন্তর শিবমুখরী পার্শ্বতী আগমনপূর্বক তিষ্ণাদানার্থ বাসনদেবকে কহিলেন, হে বিপ্র! আমি তোমাকে প্রথম তিষ্ণা দান করিতেছি, তুমি এই জয়ামরণ-হারিণী তিষ্ণা গ্রহণ কর। বাসন কহিলেন,

হে বাতঃ পার্শ্বতি । আপনার ভিক্ষা পরম প্রার্থনীয়, অতএব প্রণাম করম । এই বলিয়া ভগবান্ বামনদেব, স্মৃতি এই বাক্য উচ্চারণ করত অমূর্ত ও অদামিকা দ্বারা তাহার কিয়দংশ গ্রহণপূর্বক তাঁহাকে বন্দনা করিলেন । হে জৈমিনি । পরে গমন, তাঁহাকে ছাত্র, ধরাদেবী পাত্ৰকাষয়, শতর ভিক্ষাপাত্র ও মনোহর কোশিন, বস দণ্ড, ব্রহ্মবিগ্গণ দর্ভমিচয়, ব্রহ্মা কষণ্ডলু এবং শৈলগণ গুরুভিলক ও উর্ধ্বপুণ্ড দান করিলেন । বামনদেব এইরূপে পরম ভেজস্বী হইয়া ভূমণ্ডলে অপর রাজাধিরাজের তুল্য দেবীপা-  
মান হইতে লাগিলেন । অতঃপর মহাপ্রভু বামন পরিসমুহনাতে বখাজ্জবে পরম গুরু মাতা ও পিতাকে প্রণাম করিয়া, ব্রহ্মাদি দেবগণ, সমুদয় ঋষিগণ এবং ব্রাহ্মণেভ্যাঃ নমঃ বলিয়া, একদা নিখিল ব্রাহ্মণগণকে প্রণামপূর্বক কৃতাজ্জি হইয়া কহিলেন, আমি এক্ষণে গুরুত্বলে গমন করিব, আপনারা সকলে অনুমোদন করন, পুনরায় সমাবর্তনাতে আগমমপূর্বক আপনাদিগকে দর্শন করিব । শুক কহিলেন, বামনদেব এইরূপ বলিয়া গমন করিতে প্রযুক্ত হইলেন । অদ্বিতি এবং কস্তপাদি অস্ত্রাস্ত্র সকলে যথাবোধ্যা চিন্তা করিতে লাগিলেন ; অদ্বিতি ভাবিলেন, এই অব্যয় ভগবান্ বিহু কস্তপ হইতে মধীয় গর্ভে জগদ্রহণ করিয়া, এক্ষণে মহাপ্রভাব সম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইয়া গুরুত্বলে ষামার্গ গমন করিতেছেন । ইনি, কীদৃশ উপায়ে বলিকে পরাজয় করিবেন জানি না এবং সকলেই ভাবিতে লাগিলেন, এই ভূমণ্ডলে বালক বামনরূপী ভগবান্ ব্রাহ্মণ হইয়া কি প্রকারে বলিকর্তৃক অপজ্ঞত রাজ্য পুনরায় ইন্দ্রকে দান করিবেন ? সমুদয় দেবগণ যাহা হইতে শঙ্কিত, ধর্ম্মীশ্বা বামন কিরূপেই বা তাদৃশ বৈভাগপতি বলিরাজকে পরাভূত করিবেন ? আমাদিগের বিবেচনা হয়, বিরোচনপুত্র বলি, বামনদেবের প্রভাবে বিমুগ্ধ হইয়া নিঃসন্দেহ উহাকে সমুদয় রাজ্য সমর্পণ করিবে, পরে উনিও দানবলক্ক নিখিল রাজ্য ইন্দ্রকে দান করিবেন । বলিরাজ, দাতা ও ধর্ম্মীশ্বা, তাঁহাকে কোমরূপ দণ্ড করা কর্তব্য নয়, এই বিবেচনাতে ইন্দ্রের জন্ত বিপ্ররূপে ভিক্ষা করিবেন । তাহারী ঈদৃশ চিন্তা করিতে লাগিলে বিপ্রকুমার বামন কতিপয় ব্রাহ্মণের সহিত গুরুগৃহে গমন করিলেন । অনন্তর বৃহস্পতির নিকট ব্যাকরণ, বেদান্ত, মীমাংসা, জ্যোতিষ, পাণ্ডুলল, সাংখ্য ও বৈশেষিক এই যজ্ঞদর্শন এবং সমস্ত স্মৃতি শাস্ত্র, আগম, মিগম ও শিক্কািকল্পাদি সমুদয় বেদান্ত অলকালমধ্যে অধ্যয়ন করিয়া, গুরুদক্ষিণার্গ বৃহস্পতিকে কহিলেন, হে মহাতাপ ! হে গুরো ! আপনি আমাকে নিখিল শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন, এক্ষণে কি দক্ষিণা দিয়া আপনার স্বণ হইতে মুক্ত হই ? গুরু, যদি শিষ্যকে একটা মাত্র বর্ণ দিক্ষা দেন, ত্রিভুবনে এমন কোন বস্তু নাই, বাহা দান করিয়া শিষ্য সেই গুরুর স্বণ হইতে মুক্ত হইতে পারে । কেবল, গুরু যদি স্বয়ং প্রসন্ন হন, তবে সামান্ত বস্তুও গুরু দক্ষিণার যোগ্য হইতে পারে । আপনি ও আমার সমুদয় শাস্ত্র বিষয়ে জ্ঞানদাতা,

আপনাকে আর আমি কি দিব ? আপনি স্বয়ংই আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । হে বৃহস্পতি ! আমার কিঞ্চিৎ ভক্তিমান্যই নথল । তখন বৃহস্পতি কহিলেন, আপনি অধিল জগতের ঐশ্বর হইরাও বাসদত্তপে অবতীর্ণ হইয়া, লোকশিক্ষার্থ সমুদয় বিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন, নতুবা আপনিই সর্গশাস্ত্রের কৰ্ত্তা, সর্গলোকের পতি ও সর্গলোক হইতে অতীত । আমি যে আপনাকে শিষ্যরূপে লাভ করিয়াছি, ইহাপেক্ষা দক্ষিণা কি হইতে পারে যে, তাহা ইচ্ছা করিব ? আপনি যে ভক্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাই আমার পরম দক্ষিণা । দেবরাজ বলিকর্জুক হস্তরাজ্য হইয়াছেন, এক্ষণে আপনার প্রসাদে পুনরায় রাজ্য লাভ করিবেন, ইহা অপেক্ষা আমদের বিষয় কি আছে ? আমি পরম প্রসন্ন হইলাম, যথা প্রয়োজন গমন করুন । শুক কহিলেন, অদিতিসম্বন বাসন দেব বৃহস্পতিকর্জুক এইরূপে কথিত হইয়া, তাঁহাকে প্রণামপূর্বক কতিপয় ব্রাহ্মণের সহিত গমন করিলেন ।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

### সপ্তদশ অধ্যায় ।

শুকদেব কহিলেন, হে বিপ্র ! তখন ভগবান্ অদিতিসম্বন বাসন সর্গদর্শী হইলেও লোকবান্ধা-অনুষ্ঠানের ছন্দে সেই ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ ! মনুজি তপস্তাচরণের জন্ত আমি ভূমি-ভিক্ষার্থী ; যথায় তপস্বী হইয়া তপস্তা করিব ? এইরূপ ভূমি আমার কোন্ ব্যক্তি প্রদান করিবে, ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, এক্ষণে এই সমস্ত ভূমি বিরোচনপুত্র বলি রাজার অধিকৃত ; সেই বাগশীল দাতা ব্রাহ্মণ-ভক্ত রাজা মনুজি মৰ্যদা মদীর উত্তরতীরে বস্তু আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকটে গমন-পূর্বক নিজ প্রয়োজনসাদিকা ভূমি প্রার্থনা কর । শুকদেব কহিলেন, তখন সেই বালক বাসন "তথাত্ত" বলিয়া ঐলির নিকটে গমন করিতে মানস করিলেন । তদীয় গমনকালে পথে পথে ধরণী কম্পমানা হইতে লাগিল । ইত্যবসরে ঋষিমণ্ডল-বেষ্টিত বজ্রাসনে আসীন বলিরাজ দূর হইতে তাঁহাকে আশিতে দেখিয়া, মনে মনে বিবিধ তর্ক করিতে লাগিলেন ; লাক্ষ্য স্বর্গদেব কি আশিতেছেন ! চন্দ্র ও দিবসে উদিত হয় না ; তবে কি আমি ? না মনুকুমার ? মনুজপের লক্ষণ থাকায় ভগবান্ রক্ষা ত নহেনই । তিনি এইরূপ বহু তর্ক করিতেছেন, ইতিমধ্যে দেখিতে দেখিতে মেদিনী কম্পিত করিয়া বাসনদেব উপহিত হইলেন । তখন তদীয় ভেজে আকৃষ্টচিত্ত বলিরাজ অধিব্য হইয়া দিবাগ্রিত হইলেও আসন হইতে উদ্যমপূর্বক তাঁহাকে জলদগ্নিমিত্ত সুবর্ণালন প্রদান করিলে তিনি তাহাতে উপবেশন করিলেন । রাজা বহুতে তদীয় পাদবর প্রক্ষালিত করিয়া সেই

পাদোদক মস্তকে ধারণ করত 'যজ্ঞকর্ম পরিভ্যাগ পূর্যক' উৎপূজার মনোনিবেশ করিলেন। বলিরাজ নির্মল অন্তঃকরণে তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিয়া কৃতাজলিপুটে বলিতে লাগিলেন। হে মহাবাহো! আপনার কৃশতা ? হে মহাবীর! আপনাকে প্রণাম; অদ্য ব্রহ্মদিগ্গণের সাক্ষাৎ উপস্থিত। আমার নয়নগোচর হইল। আপনাকে কিঞ্চিৎ দান করিতে আমার বাসনা হইতেছে, আপনিও বোধ হয় কোন বিষয়ের প্রার্থী হইয়া আসিয়া থাকিবেন; আপনার মত বাচক পাইয়া আমি কৃতার্ণ হইলাম। বাসনা বলিলেন, হে বার্ষিকবর প্রহ্লাদপোত্র। তোমার এই বাক্য অস্বপ্নই বটে; তুমি যজ্ঞ করিতেছ শুনিয়া আমি তোমার নিকট বাচকভাবে উপস্থিত হইয়াছি। প্রার্থনা করিলে তুমি যে আমাকে কিঞ্চিৎ প্রদান করিবে, তাহাও সংশয় নাই। আমার ব্রাহ্মণ বহুমিস্ত্র, স্বল্পই বাচক করিয়া থাকি। বলি কহিলেন, আপনাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব দেবিত্যেহি; আর আমি যখন ধনাঢ্য; তখন আপনি বহুতর ভ্যাগ করিয়া স্বল্প যাজ্ঞা করিবেন কেন? আমার কাছেই সর্বপ্রার্থনা প্রাপ্ত হইবে; আপনি কেন স্বল্প স্বর্ণ লইয়া পুনরায় অস্ত্রের নিকট যাজ্ঞা করিবেন? অতএব আপনি সাগর, শৈল, নদী, নগর, গ্রাম, বন বা কোটি কোটি হস্তী, অশ্ব, রথ, অথবা লক্ষ কোটি বণি, মুক্তা, স্বর্ণ ও রৌপ্য বাহা ইচ্ছা হয়, আমার নিকট যাজ্ঞা করুন। আমি প্রচুর ঐশ্বর্যশালী, ভবাবূশ মহাশ্র-ব্যক্তিকে স্বল্প স্বর্ণ বিক্রমে দিব? হে ব্রাহ্মণবর! আপনার প্রদানে বধন আমার এই বিপুল রাজ্যসম্পত্তি; তখন আপনাকে দিতে আমার কৃপণতা নাই। অতএব হে বাসন! বাসন দাতা ও বাচক তদনুরূপ যাজ্ঞা করুন। বাসন বলিলেন, হে দয়ালো বসন্তবর! তুমি বাহা বলিলে, তাহা সত্য বটে; কিন্তু যে পরিমাণে দাতা, আমি সে পরিমাণে স্বর্ণা নহি। তোমার প্রচুর ঐশ্বর্য আছে বটে, কিন্তু আমি তাপসবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমার সামান্য অর্ধের প্রয়োজন হইয়া থাকে। হে বলিরাজ! অন্ন ও বিস্তর, অপেক্ষা-বুদ্ধিতেই অপরিপূর্ণ হইয়া থাকে; সুতরাং আমি যে স্বল্প বস্ত্র প্রার্থনা করিতেছি, তাহা অস্ত্রাপেক্ষায় বহু হইবে সন্দেহ কি? দেব এই ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যও দশটি ব্রহ্মাণ্ডের কণা চিন্তা করিলে অতি অল্পই বোধ হইয়া থাকে। অতএব হে ভূপতে! তুমি, স্বল্প কি বহু বিক্রমে জানিলে? বাচকজনের বৈরূপ স্বাভাবিক প্রয়োজন হইয়া থাকে; তাহাই তাহাকে দেয়; এ বিষয়ে অল্প কি বহু ভাবনা করা উচিত নহে। স্বল্পদান ও অদান এই উভয়ই সমান এ অভিমান ত্যাগ কর। কারণ যে ব্যক্তি, সে অল্পই হউক, আর বহুতরই হউক, অসন্ত দান করিয়া থাকে। হে বলে। আমি বাহা যাজ্ঞা করিতেছি, তাহাই প্রদান কর। বলি কহিলেন, হে বিজয়র। আপনার অভীষ্ট কি বলুন, অর্থ করি। কারণ অভিপ্রায় না জানিলে কিছুই হয় না। এ বৃত্তি বাক্যেও প্রয়োজন নাই। বাসন বলিলেন, আমি ব্রাহ্মণ-বালক উপস্থিত করিব; তদ্বিস্তৃত তোমার নিকট জিপিদ-পরিমিত তুমি প্রার্থনা করি; তাহা দিলেই আমি কৃতার্ণ হইব, তোমারও সমস্ত প্রদান করা হইবে; একে ত ব্রাহ্মণ মিস্ত্র,

তাহাতে আবার আমি তোমার যাচক। হে বলিরাজ। পুনরপি আমার উচিত বাক্য শ্রবণ কর। আমার বাচ্ঞাস্বরূপ ত্রিপাদ-পরিমিত দান প্রদান কর; আর তুমি যে প্রত্যেক বস্তু দিবার ইচ্ছায় নাগর-শৈলাদি কীৰ্ত্তন করিলে এই ত্রিপাদ ভূমি দিলে, তৎসমস্তই দান করা হইবে। হে মহাভাগ। এ বাচ্ঞা দানবোধ্য বিবেচনা করিও না, এক্ষণে আমার এই ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমি দান কর। বলি কহিলেন, হে বামন! আশ্চর্য্য। তোমার বাক্য চব্বল হইবার নহে; হে বিজয়র। এইরূপ বাচ্ঞার তোমার মতি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? সৰ্ব্বতোভাবে তুমি বামনই বটে। হে মহাভাগ। তোমরা কি বল? তবে ইহাকে এই অতীষ্ট অর্থই প্রদান করা যাউক। সভাপ্রণ বলিল, হাঁ, এই ব্রাহ্মণ-কুমার বাহা সূক্তা করিতেছেন, তাহাই প্রদত্ত হউক; কারণ যে ব্যক্তি অন্নপ্রার্থী, তাহাকে তাহা দিলে কীৰ্ত্তি বাতীত অকীৰ্ত্তি নাই। শুকদেব কহিলেন, তখন বলিরাজ এইরূপে বামনদেবের মিস্ত্রিত বাক্য জানিয়া, হে বামন। আপনায় অতীষ্ট মত বস্তু দান করিতেছি, গ্রহণ কর। এই কথা বলিয়া যেমন তাম্রপাত্রে তিল, জন ও কুশ গইয়া “ও তৎসৎ” উচ্চারণ করিবেন, অমনি শুক্রাচার্য্য কহিলেন, হে রাজন! বিরত হও, যদি সভাই প্রদান করিবে, তবে তাম্রপাত্রে ভাগ করিয়া আমি বাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে সন্তম! দাতা ব্যক্তি দান ও পাত্র বিচারপূৰ্ব্বক দান করিয়া থাকে। তুমি এই প্রীতি ব্যক্তিকে অবগত আছ? তোমার অভিপ্রেত দানই বা কি? তুমি রাজা এ সমস্ত বিচার না করিয়া, কেন কার্য্যে প্রযুক্ত হইতেছ? বলি কহিলেন, হে আচার্য্য। আপনাকে প্রণাম, হে ভার্গব। ইহঁর ব্রহ্মভেজে আমি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছি যে, কিছুই জিজ্ঞাসা করি নাই; ব্রাহ্মণ জানিয়াই দানে উদাত্ত হইয়াছি। আপনি যদি এই বিজয়রকে জ্ঞাত থাকেন, তবে ইহঁর নাম, গোত্র ও অতীষ্ট কর্ত্ত অতুগ্ৰহপূৰ্ব্বক বলুন। শুক্রাচার্য্য কহিলেন, হে মহাভাগ বলিরাজ। ইনি সাক্ষাৎ সনাতন বিষ্ণু, মায়াবলে কল্পণের ওরসে ও অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তোমার অপকারার্থে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বলি কহিলেন, ইনিই কি সেই বিষ্ণু, হরি, প্রভু-নারায়ণ! দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধার্থে অবতীর্ণ হইয়াছেন? তবে আমার অপকারী কিসে? শুক্রাচার্য্য কহিলেন, হে দুপতে! আপনি ইন্দ্ৰের নিখিল রাজ্য ভোগ করিতেছেন, তাই ত্রিপাদজ্ঞানে আপনার কাছে তাহাই ইনি প্রার্থনা করিতেছেন। এক পদে মর্ত্ত্য, বিভিন্ন পদে স্বৰ্গ ও দেহ দ্বারা সমগ্র নভঃস্থল ইনি আক্রমণ করিবেন; তৃতীয় পদের কার্য্যার্থ কিছুই নাই যে তুমি প্রদান করিবে। বলি কহিলেন, ইহঁর দুইটা মাত্র পদ-দৃষ্টিগোচর হইতেছে; তৃতীয় পদ ত দেখিতে পাইতেছি না, তবে কেন ইনি তিন পদে ত্রিপাদ ভূমি চাহিতেছেন? সকলেরই দুইটা মাত্র পদ আছে, ইনি আবার কোথা হইতে তৃতীয় পাদ-পত্র প্রাপ্ত হইলেন? শুক্র কহিলেন, ইন্দ্ৰের রাজ্যগ্রহণ করার তোমার দমনের নিমিত্ত মেনিনী-

একশ্রমক রজস্বমঃস্বরূপ মহৎ পদব্রহ্ম ধারণ করিয়া বিহু বামনরূপে আপনায় সমুৎপে উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনায় সাত্ত্বিক বাক্যে সত্ত্বরূপ লব্ধ-একশ্রমক অপর একটা তৃতীয় পদ উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব হে ভূপতে! ইহাঁর তিন পদ হইয়াছে; এই তিন পদের নামগ্রী দান করিয়া আপনায় স্থান রহিবে না, বধায় যাইবেন। বলি কহিলেন, হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! ইনি ত্রিাপদচ্ছলে আমার দণ্ড করিতে হয় করন, ইহাঁর তৃতীয় পদের স্থান নিমিত্ত সর্লভোভাষে স্থল থাকিবে। ইনি কখনই সেই অবিলম্বা বিহু নহেন; তাহা যদি হইবে, তবে এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন কেন? অথবা ইহা অপেক্ষা আমার আর পরম সৌভাগ্য কি আছে যে, বামনরূপী সনাতন বিহু আমার নিকট যাত্রা করিতেছেন? ইহা তো সামান্ত, ইনি বাহাই প্রার্থনা করন না আমি সমস্ত দিতে প্রস্তুত আছি। কলতঃ এই প্রার্থনার আমার প্রতি পরম অত্যাধঃ প্রকাশ করা হইয়াছে। আমার দানশক্তি ও ব্রাহ্মণভক্তি জানিতে পারিয়া সেই দেব ব্রাহ্মণ হইয়া আমার নিকট যাত্রা করিতে আসিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা পরম সৌভাগ্য কি আছে? জাতি ব্রাহ্মণ, এই বজ্ররূপী বিহু স্বয়ং বধন বাচক; তখন ইহাঁকে যে অতীষ্ট দান করিব, তাহা বিধিয়ে সংশয় নাই। আমি বধন দান করিব বলিয়াছি, তখন আমার বাক্য যে মিথ্যা হইবে? গুণ্ডাচার্য্য কহিলেন, হে মহামতে! স্থল-বিশেষে মিথ্যাও বর্ষ; সত্যও অর্থ্য হইয়া থাকে। এবিয়ে আদি কবি বাহা বলিয়াছেন, প্রবণ কর। জীলোকের নিকট, পরিহাসস্থলে, বিবাহ বিষয়ে, জীবিকার্থে, প্রাণসংশয়ে, গো-ব্রাহ্মণার্থে ও প্রাণিবধ বিষয়ে মিথ্যা দূষণীয় নহে। অতএব আপনি যখন সর্লস্বাত্ত হইতেছেন, তখন মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করন; নতুবা সর্লস্বরাক্ষা ও প্রাণরক্ষা হইবে না। বলি কহিলেন, যদি আপনি ইহাই জানেন, তবে পূর্বে বলেন নাই কেন? বধন দান করিব, এই কথা বলা হইয়া গিয়াছে, তখন ইহা বলিলেন : ইহাতে জানিলাম, আপনায় বুদ্ধি ভগবান্ বিহুরই কার্য্যের অক্ষুণ্ণ ও এইরূপ ব্রাহ্মণ কপটভাবে ভূতলে বিচরণ করিয়া থাকেন। বাহা ভবিষ্য, তাহা হইবেই—ভগবান্ বিহুকে আমি সর্লস্ব দান করিব। এক্ষণে আমার পতিব্রতা প্রিয়তমা ভার্য্যা বিন্যাকে আশ্রিত করন; আমি সঙ্গীক হইয়া সনাতন বিহুর অর্জনা করিব। দেখুন, বিহুভক্তগণের অশুভ কখনই হয় না। এই সনাতন নারায়ণ বিহু আমাদিগের কুলদেবতা, ইনিই প্রজ্ঞাদের প্রাণরক্ষার ভক্ত সুসিংহমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন। এই কথা বলিয়া বলিগজ জলপাত্র গ্রহণ করিলেন। তিনি সঙ্গীক হইয়া তাত্রপায়ে কৃশ ভিল জল লইয়া “ঐতংসং” উচ্চারণ করত মাল পক্ষাদি উল্লেখপূর্বক নিকামভাবে দান করিলেন। তৎক্ষণাৎ বামনের বামনমূর্তি তিরোহিত হইল। ভগবান্ বিহুর সাত্ত্বিক পদ ছালোকের দিকে উৎপত্তি হইয়া ব্রহ্মাও তেম করিল। তখন ব্রহ্মা পূর্লসংকিত নিজ কমণ্ডলুৎ গঙ্গাজল সেই পদে প্রদান করিলেন অমনি তাহা হনিত হইল। তাহার রাজস-পদে ভূতল ও দেহ ঘরা মতোবশল

পরিবারী হইল : কেবল তামস-পদ বাকী রহিল। তখন ভগবান্ “তুভ্যৈ পদের স্থান প্রদান কর” বলিয়া বলিকে বন্ধন করিলেন। তাহা দেখিয়া তদীয় পত্নী বিস্ময়া বলিল, হে প্রভো! দেব ভগবান্। বিরোচনপুত্র এই বলিরাজ অমুর হইয়াও কপটভাবে আপনাই সেবা, আপনাই নাম কীর্তন ও শ্রবণ করিয়াছেন; তবে কেন ইনি বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইলেন? ইনি ত আপনাকে চরণবন্ধের যোগ্য স্থান দিয়াছেন, তবে একটা চরণের যোগ্য স্থান দেওয়া বাকী আছে বটে, কিন্তু ইহাঁর ত মন্তক রহিয়াছে; অতএব ত্রিচরণীপণে তাহা গ্রহণ করন; তাহা হইলে ইনি অমুর হইয়াও মুক্তিপ্রাপ্ত হউন ও আপনার সেবক বলিয়া বিখ্যাত হউন। শুকদেব কহিলেন, ভগবান্ হরি বিষ্ণুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তুভ্যৈ-চরণ তদীয় পতিমন্তকে অর্পণ করিলেন; অমনি চতুর্দিকে জয় জয় ধ্বনি নিমাদিত হইল। তখন এইরূপে বলিরাজকে যুক্ত করিয়া তিনি মধুরাকরে বলিতে লাগিলেন, এক্ষণে ইন্দ্রকে নিখিল রাজ্য অর্পণ করিলাম; হে রাজন্! তুমিও তোমার পিতামহ প্রজ্ঞাদেবের সহিত চল পাভালে চল। অষ্টম মনস্তর আপত্ত হইলে তুমি ত্রৈলোক্যাধিপতি ইন্দ্র হইবে। হে মহামতে। আমি গমপানি হইয়া তোমার জীভ দৌবারিকরূপে সেই পাভালে অবস্থিতি করিব; সর্গস্থদামজন্মিত তোমার এই নির্মল কীৰ্ত্তি চিরস্থায়িনী হইবে। তোমার তুল্য-রাক্ষসশ্রেষ্ঠও হয় নাই ও হইবে না; কারণ আমি বিপক্ষ হইলেও আমার স্বয়ং সর্গস্থ দান করিলে। আমি পূর্বে যেমন প্রজ্ঞাদার্য অদ্ভুত নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন; অদ্য তোমার স্তম্ভ ভরূপ বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। এক্ষণে আরও কর্ম সমাপ্ত করিয়া পাভালে প্রবেশ কর। শুকদেব কহিলেন, তখন মহাজ্ঞা বামনরূপী কৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর বলি রাজা অবশিষ্ট কর্ম সমাধা করিয়া পিতামহ প্রজ্ঞাদেবের সহিত পাভালে গমন করিলেন, ভগবান্ বিষ্ণুও অন্তর্হিত হইয়া পাভালে গদাধর মূর্ত্তিতে অংশরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে নাথো জৈমিনে! বামন দেবের এই পুণ্য-চরিত্র আমি তোমার বখানতি বলিলাম, ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে নরগণ সর্গপাপবিমুক্ত হইয়া থাকে, ধনার্থী ব্যক্তি ধর্ম ও ধনের নিদান স্বরূপ ঘন প্রাপ্ত হইয়া আশম্ভব করে। রাজ্যার্থী রাজ্য পায়। পুত্রার্থী পুত্র লাভ করে। বন্ধ্যার বন্ধ্যাই বাস ও কুলপের সুরূপ হইয়া থাকে। ধর্ম, বিদ্যা, আরোগ্য ও অক্ষয় ফল ইহা প্রদান করে। পুণ্য ভিখিতে এই বামনচরিত্র একাধ্রুতিতে পাঠ করিবে। যে ব্যক্তি আত্মকালে ও দেবপূজা সময়ে পাঠ বা শ্রবণ করায়, সে বিহু-ভক্তিভাবে পরম মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।

## অষ্টাদশ অধ্যায় ।

তৎকালে কহিলেন, বৎস ভগবানের সম্ভরণ চরণ ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভাষণ ভেদ করিল, তখন ব্রহ্মা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম প্রদান করিলেন; অমনি সমস্তগোত্রের হরি নিজ চরণ স্থাপিত করিলেন। প্রথম রাজার তৃত্য উচ্চল ঐক্যের সেই চরণ ভবায় পদা যে ভাবে ছিল, সেই ভাবে অবস্থান করিল; অপর হরি অন্তর্হিত হইলেন, তদীয় চরণ পদাশ্রয় হইয়া রহিল। তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া পদা যেখানে বসিতে লাগিল, তাহা বর্ণন করিতেছি; একজন মনে ভ্রমণ কর। বিহীন নাভিকমল হইতে চতুর্ভুজ ব্রহ্মা প্রস্তুত হন। তাহার পুত্র মরীচি, মরীচির পুত্র ক্রতুপ, ক্রতুপের পুত্র সূর্য্য। সূর্য্যের পুত্র প্রাচীনদেব নামে প্রসিদ্ধ নহু জন্মগ্রহণ করেন। পট্টনামে তাহার পুত্র জুমায়; তিনি ইক্ষ্বাকু বলিয়া বিখ্যাত হন। তাহার পুত্র বিক্রান্তি; বিক্রান্তির পুত্র পুরঞ্জয়, তৎপুত্র অনেনা, তাহার পুত্র পৃথু। পৃথু হইতে বিশ্বমিত্রি, তাহা হইতে চন্দ্র, চন্দ্র হইতে যুবনাথ, তৎপুত্র প্রাবল্য, প্রাবল্যের পুত্র বৃহদাশ্ব, তদানন্তর দুর্দাশ্ব, তদীয় সূত্র হর্ষাশ্ব উৎপন্ন হন। তাহা হইতে নিকুন্ত, নিকুন্ত হইতে হরিপ্রাণ, তৎপুত্র কৃশাশ্ব, কৃশাশ্ব হইতে সেনজিৎ, তাহার পুত্র যুবনাথ, তৎপুত্র নারাজি, তদীয় পুত্র পুরুকংশ, তাহার পুত্র অনরণ্য, তথা হইতে হর্ষাশ্ব জন্মিয়াছিলেন। তাহার পুত্র জারজ, তাহা হইতে জিবন্ধন, জিবন্ধন হইতে জিশত্ব, তৎপুত্র হরিশত্ব। তত্শ পুত্র রোহিত, তদীয় পুত্র হারীত, তদানন্তর চন্দ্রা, তৎসহ বহুদেব, বহুদেবান্নর বিজয়, বিজয়ের পুত্র ভবক, তদীয় নন্দন বৃক। বৃকের পুত্র বাহক, তাহার পুত্র নগরনামে প্রবল পরাক্রান্ত রাজা হন। স্মৃতি ও কেশিনী নামে উক্ত নগররাজের দুই ভাৰ্য্যা ছিল। প্রথম ভাৰ্য্যা ঔর্ধ্বমুখির বরে বষ্টিগহল পুত্র প্রসব করেন; দ্বিতীয় ভাৰ্য্যা কেশিনীর অনময়স নামে একটি মাত্র পুত্র হয়। কালক্রমে রাজা নগর আপন পুত্রদ্বিগকে সপুত্র বলবান্ ও পৃথিবী ধারণক্ষম দেবিতা ঋষি ও দেবগণকে আহ্বান করিয়া স্বয়ং যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞীয় অথ উদ্ভূত হইল। ইতিমধ্যে হে বিপ্র! নাগগণ অহুয়া-পরবশ হইয়া তাহার যজ্ঞীয় অথ হরণপূর্ব্বক মহাতলবানী সনা প্রমাদবিশদ কপিল মুনির নিকট রাখিয়া দিল। এদিকে রাজা যেটুকু অশ্রান্ত হইয়া অশ্বাদেবতার নিমিত্ত বষ্টিগহলসংখ্যক পুত্রকে নিযুক্ত করিলেন। তাহার সপ্তদ্বীপ, বর্ষ ও লগ্নবর্গে অবেশণ করিয়া সেই অথ প্রাপ্ত হইল না। তখন তাহার কুদাল দ্বারা পৃথিবী খনন করত বিবরে প্রবেশ করিল। এইরূপে অন্তল, বিতল, স্তল, তল ও রসাতল ভ্রমণ করিল বটে, কিন্তু অথ দেখিতে পাইল না। তৎপরে তাহার মহাতলে প্রবেশ করিবামাত্র নাগগণ অন্তর্হিত হইল। তখন তাহার দৈবিল একজন মুনির সন্নিপাতে সেই অথটো বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার পিতার অথ দেখিয়া ও সেই মুনিকে অথটোর ভাবিরা নির্জনে পাইয়া বিবিধরূপে ভাড়া করিল। প্রথমে তাহার



মহাশয় করিয়া ঢাকাদি বাঁধা বাজাইতে লাগিল; তৎপরে প্রহারের অধোপা সেই মুমিকে লবলে পানপ্রহার করিল। অনন্তর তাঁতার সমাধিতত্ত্ব হইল। তখন সেই কপিল মুনি নরম উদ্বীলিত করিয়া ভয়ঃপ্রকৃতি সেই হুরাকাদিগের প্রতি হস্তার দৃষ্টিদিক্কেপ করিবারাজ তাহার ভয়নাং হইল। ওদিকে রাজা নগর স্বীয় পুত্রগণের বিলম্ব দেখিয়া চিন্তিত-আছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ আসিয়া তাহাদিগের যুড়াবার্তা তাঁহাকে শুনাইলেন। তদনন্তর তিনি ব্রহ্মকোশনলে এই অমৰ্ণ ঘটনাছে জানিয়া পৌত্র অংশুমান্কে নিযুক্ত করিলেন। তখন অসমঞ্জসের পুত্র অংশুমান্ পিতামহের আদেশক্রমে পিতৃব্যগণের পতি অনুসারে মহাভলে গমনপূৰ্ণক তথায় মহাপুরুষ ভগবান্ কপিল মুমিকে দর্শন করিলেন। তিনি তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করত কৃতাজলি হইয়া বলিলেন, হে সাংখ্যাবোধপ্রবর্তক দেবগণের পূজ্য, বিখ্যারণ, বিখ্যপতে, বিখ্যজন্ম, ভগবন্ নারায়ণস্বরূপ এতৌ কপিলমুনে! আমার পিতামহ মহাবিশ্বী নগরনাথক রাজাধিরাজ মর্ত্যলোকে অশেষ বজ্র করিতেছেন; এমন সময়ে মহাবলশালী নাগগণ তাঁহার এই যজ্ঞীয় অশ্ব হরণপূৰ্ণক আপনার নিকটে বন্ধন করিয়া রাখিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিল। হে এতৌ! এই অশ্বের নিমিত্ত ভয়ঃস্বভাব আমার পিতৃব্যগণ এই-হানে আসিয়া আপনার উপর যৎপরোনাস্তি অভ্যাসার করিয়াছিল; তাহাতেই মট্ট হইল। হায়! ব্রহ্মদণ্ডে নিহত হইয়া তাহাদিগের কিনা দুর্গতি হইয়াছে। হে এতৌ! এক্ষণে অসুগ্রহপূৰ্ণক তাহাদিগকে উদ্ধার করন ও আমার পিতামহের এই অশ্বটিকে প্রদান করন। কপিল কহিলেন, হে অংশুমান্! তোমার মঙ্গল হউক, এই যজ্ঞীয় অশ্ব লইয়া যাও, দেখ মহাত্মা নাগরের শিও ও ধারা তোমা হইতেই রক্ষা হইবে—ইহারা পূর্বেই বিমটে হইয়াছে, রাজ্যী স্মৃতির পুত্র হওনা না হওনা সমান;—ইহাদিগের ভয়ঃস্বভাব বশতঃ কোন মতে শ্রেয়ঃ নাই। হে তাত! তবে আমার দর্শন কদাচ মিফল হইবার নহে; যদি পুণ্যজলা গঙ্গাদেবী ব্রহ্মাওমন্তক ভেদ করিয়া বিহুর গামপদ হইতে এইহানে আগমন করেন, তবে এই মোহপ্রস্তু তোমার পিতৃব্যগণের সন্মতি হইবে। সেই হুরাধ্যা শিববল্লভা দেবী যদি আরাধিতা হইয়া এই লোকে আগমন করেন, তবেই ইহাদিগের গতি হইবে, অস্তথা নহে; অতএব হে বৎস! তাঁহারই আনয়নে বড় কর। কারণ তিনিই পাণিগণের একমাত্র উদ্ধারের উপায়। তোমার পিতামহ নগর ভবর্বে বড়বান্ হউন, তুমিও বড়বান্ হও, তথাপি যদি কার্য-দীক্ষি না হয়, তবে তোমার পুজাদি কেহ না কেহ গঙ্গাকে আরাধনা করিলে আদায়ন করিতে পারিবে। তুমি এক্ষণে অশ্ব লইয়া প্রস্থান কর। শুকদেব কহিলেন, হে জৈমিনে! অংশুমান্ কপিলমুনিকর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া অশ্ব লইয়া প্রতিগমনপূৰ্ণক নগররাজকে পিতৃব্যগণের মরণদুর্গতি ও মহর্ষি কপিলকর্তৃক আদিষ্ট উদ্ধারের উপায় সমস্ত বিবেচন করিলেন। এইরূপে রাজা নগর সমস্ত কৃতান্ত জ্ঞাত হইয়া আরক্ত বজ্র



প্রস্তুত হও, অবশ্যই আনয়ন করিতে পারিবে। ভগীরথ কহিলেন, হে ব্রহ্ম! দেবী গঙ্গা কি প্রকার? কোথায় তাঁহার অবস্থিতি? তাঁহাকে আনয়নার্থ কি প্রকারই বা তপস্তা করিবে? আপনি ভবিষ্যৎ প্রকাশ করুন। বসিষ্ঠ কহিলেন, রাজন! সেই কলিকলুবনাশিনী সুপ্রভা গঙ্গা, ত্রিমেজা ও বেতালী; তাঁহার চারিহস্তে ক্রমে বর ও অস্ত্র মুদ্রা এবং পদ্ম ও সুধাকলস শোভা পাইতেছে। তিনি দিবা মূর্তি, খেত বকরোপরি সমাসীদা এবং মানা অলঙ্কার ভূষিতা। তদীয় সুধকমলে ঈষৎ হস্ত এবং উর্দ্ধ ও অধোভাগে প্রদীপ্ত হেমবর্ণ বসনবুগ্ধ বিরাজমান। সেই মহাপ্রভা দেবীর দেহপ্রভার দশদিক্ উদ্ভাসিত হইতেছে। তিনি ব্রহ্মকমণ্ডলু পরিভাষাপূরক ব্রহ্মাণ্ডোপরি বিরাজমান বিহুপদে অবস্থিতি করিতেছেন এবং স্বীয় পতি শতর-সন্নিধানে স্নানার্থে বিরাজমান আছেন। তুমি এইরূপে তাঁহাকে চিন্তা করিবে এবং মনে মনে প্রার্থনা করিবে, সেই মগমন্দিরী আরাধন্যকে রক্ষা করুন। বহুবিন না সেই দেবদেবীর গণের বন্দিতা গঙ্গার সাক্ষাৎ পাইবে, তাৎকাল হিমালয়-দিকটে তপস্তার নিরত থাক। তুমি কুল-প্রদীপ, অবশ্যই সেই পরম-পাবনী সুরারামা মহাপুণ্য ভগবতী গঙ্গাকে ভূতলে আনয়ন করিতে সমর্থ হইবে। তোমা হইতে যখন ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গা অবতীর্ণ হইবেন, তখন ত্রিলোকমধ্যে তোমা অপেক্ষা অধিক বা তোমার তুল্য পুণ্যবান কেহ হয় নাই ও হইবেও না। রাজন! তুমি তোমার পূর্বপুরুষ-সঞ্চিত পিতীভূত তপস্তাধরূপ; কারণ, বাহা কেহ কখন পারে নাই, তুমি সেই গঙ্গাকে ভূতলে অবতীর্ণ করিবে। তদীয় এই পবিত্র কীর্তি জন্মেতে তিরদিন অচলভাবে দেদীপ্যমান থাকিবে। তুমি, স্বীয় পূর্বপুরুষগণের উদ্ধারার্থ ভগবতী গঙ্গাকে আনয়ন করিলে, যে পরম ব্রহ্ম পরম সূক্ষ্ম স্বর্গ্য কেহই দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, মানবগণ তাঁহাকে অনায়াসে দৃষ্টিগোচর করিবে এবং ত্রিলোক-বাসী অক্লেপে ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারিবে। দেবী গঙ্গা, তোমা কর্তৃক আনিষ্ঠা হইলে তোমারই মাঝামাঝি ভাগীরথী নামে প্রসিদ্ধা হইবেন। অহো! বৎস! সাধো! তিরজীবী হও, কি অগুরু কার্য্যই তোমা দ্বারা লাভিত হইবে। তুমি ত্রিলোককল্লভ গঙ্গাকে মানবগণের হৃদয় করিবে; অতএব রাজন! গঙ্গাপূজার পর মানবগণ তোমারও পূজা করিবে। শুক কহিলেন, ধীমান্ ধরাপতি ভগীরথ, বসিষ্ঠকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া গঙ্গানয়নার্থ তপস্তা করিতে গমন করিলেন। অনন্তর, তাঁহার পরিহারপূরক একপাদে অবস্থিত ও উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া বিরলমভাবে দেবগণমাগে দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্তারূপ করিলে, স্রবণ তদীয় তপঃপ্রভাবে ত্রিষ্ট হইয়া শিব-সন্নিধানে গমনপূর্বসর নিবেদন করিলেন, হে দেবদেব! হে চন্দ্রমোহন! হে সূর্য্যেশ্বর মহাদেব! হে ত্রিলোচন! হে পঞ্চানন! আপনাকে বারংবার নমস্কার। হে ব্রহ্মকর্তন! আপনি নীলকণ্ঠ এবং ভৈরব, আপনাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। হে শাশ্বত! আপনি

সর্ব্ব এবং আপনি ক্ষিত্তিমূর্ত্তিতে সমুদয় ধারণ করিতেছেন ; অতএব ভূয়োভূয়ঃ আপনাকে নমস্কার । দেব ! আপনি জীবনের অমৃতস্বরূপ জন্মমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগতের মঙ্গলবিধান করিতেছেন । আপনি রক্ত অগ্নিমূর্ত্তিতে নিখিল সুরগণের স্বেচ্ছরূপ । আপনি উগ্র বায়ু মূর্ত্তিতে জীবগণের প্রাণাপানাদিক্রমে বিচরণ করিতেছেন । হে আকাশমূর্ত্তে ! আপনি ভীম ও বিহুসানী । হে যজমানমূর্ত্তে ! আপনিই সাধ্য ও আপনিই সাধ্যক এবং আপনি পশুপতি । হে সৌম্যমূর্ত্তে ! আপনি মহাদেব ও স্বেচ্ছরূপ । হে সূর্য্যমূর্ত্তে ! আপনি স্বীয় তেজ দ্বারা নিখিল জগৎ উদ্ভাসিত করিতেছেন এবং আপনিই কালস্বরূপ ; অতএব হে অষ্টমূর্ত্তে আমরা আপনাকে বারংবার নমস্কার করি । হে প্রভো ! আমরা আপনার শরণাগত, আমিাদিগকে রক্ষা করন । দেব ! ভগীরথ বে প্রকার তপস্তা করিতেছে, জন্মি না, কি করিব ? আমরা কিন্তু তাহার উগ্রতর তপোভূতানে শঙ্কিত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম ; এক্ষণে যেরূপ উচিত হয়, বিধান করন । ভগবান্ শকর, দেবগণের বাক্য শ্রবণে কহিলেন, হে দেবগণ । তোমরা ভাবিত হইও না, মহামতি নৃপতি ভগীরথ তোমাদিগের অপকারার্থ তপস্তা করিতেছেন না । সে বাহা ইচ্ছা করিতেছে, আমি তাহা অচিরে পূর্ণ করিব, তোমরা নিশ্চয় হইয়া সানন্দে স্ব স্ব স্থানে গমন কর । শুকদেব কহিলেন, দেবগণ মহেশ্বরের ভাবুপ বাক্যশ্রবণে পরম আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করিলে ভগবান্ শকর গঙ্গাকে স্রবণ করিলেন । অনন্তর ভগবতী গঙ্গা, শিবসন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলে, শব্দ কহিলেন, হে বরারোহে গঙ্গে । হে সুনদ্রি । হে পার্শ্বতি ! আমি যে জন্ত তোমাকে স্রবণ করিয়াছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর । হে দেবি ! সূর্য্যবংশীয় পরম বার্ষিক রাজা ভগীরথ তোমার জন্ত তপস্তা করিতেছে ; কিন্তু তুমি কি জন্ত তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেছ না ? দরাই পরম বর্ষ, তোমাকে দয়াহীনা বলিয়া আমার বিবেচনা হয় । হে পার্শ্বতি ! দেব, নগর অংশুমান্ প্রভৃতি তোমাকে সম্যক্ আরাধনা করিয়াছিল, কিন্তু তুমি তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতও কর নাই । তাহারা সকলেই স্পরমার্জ্জ, জিতেন্দ্রিয়, শুচি, পুণ্যকর্ম্মী, যাগশীল ও দানপরায়ণ । সেই নৃপচতুষ্টয়ের প্রত্যেকেই তপস্তা দ্বারা তোমাকে সান্ধ্যাকার করিতে যোগ্য, কিন্তু তাহারা সকলেই কঠোর ভগ্ন-ক্লেশ নহ্ন করিয়াও তোমার দর্শন পায় নাই । হে দেবি । বাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে ভগীরথকে দর্শন দাও । সেই বর্ষাস্তা তোমার জন্ত জীবন-নিরপেক্ষ হইয়া তপোভূতান করিতেছে, তুমি তাহার চিরাৎপতিত প্রণিত্যমহগণকে উদ্ধার কর । শুকদেব কহিলেন, ভগবান্ মহেশ্বর এইরূপ কহিলে, দেবী গঙ্গা, বিষমহৃদয়ে স্নানমগনে শব্দকে কহিলেন, হে প্রভো শকর । হে দেবেশ । আমাকে কি কারণে পরিত্যাগ করিতেছেন ? আমি আপনার পত্নী, আমি আপনা কর্তৃক পরিভ্যক্তা হইয়া কোথায় অবস্থিতি করিব ?

হে ঐশো ! আমি বহুযত্নে আপনাকে পতিবে লাভ করিয়াছি, অতএব হে দেব ! আমাকে কি কারণে পরিভ্যাগ করিতেছেন ? বোধ হয়, আপনার নিকট কোনরূপ অপরাধিনী হইয়াছি। হে ঐশো ! রাজা ভগীরথ, আমাকে পাতালতলে লইয়া বাইবার জন্ত আমার আরাধনা করিতেছে, অতএব কি নিমিত্ত আপনি ঈদৃশ কার্যে আমাকে অনুমতি করিতেছেন ? হে মহেশ্বর ! অশ্রু কোন উপায়ে তাহার পূৰ্ণপূজবর্ণণের উদ্ধার-সাধন করুন, পাতালতলে গমনার্থ অনুরোধ করিবেন না। হে মহাদেব ! কলিকালে মানবগণ আমার অবমাননা করিবে ; অতএব কি একারে সেই পাপক্লেশ সঙ্ঘ করিব ? পশুপত্নী-লম্বি-মহুবাগণের অবমাননাভয়েই আমি সগরাদি নৃপগণকে দর্শন দিই নাই ; অতএব হে দেব ! আমার ক্ষমা করুন, আমাকে পাতিত করা আপনার উচিত হয় না। আপনিই বিবেচনা করুন, আমি কিরূপে ভাদ্রশ দুর্দশা ভোগ করিব ! আমি ভাৰ্য্যা হইয়া যে, আপনায় মন্থকে অধিষ্ঠান করিয়াছি, বোধ হয় তাহারই ঐতিফল দান করিতেছেন। বস্ত্তঃ যে রমণী, পতি-মর্যাদা-লঙ্ঘন করে, তাহাকে নিঃসন্দেহ পতিত চইতে হয়। অতএব শঙ্কর ! আমি যখন পতি লোকনাথের মন্থকে অধিরোহণ করিয়াছি, তখন কি জন্ত না পাতালভলগামিনী হইব ? কিন্তু হে দেব ! আমি ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে বাস করিয়া কি একারে এক্ষণে পাতালতলে গমন করিব ? যে আমি, শৈলমূর্ত্তা হইয়া ধরাতল পরিভ্যাগ পূৰ্ণক সুরগণের সহিত সুরপুরে গমন করিয়াছিলাম ; যে আমাকে দুৰ্গত বিবেচনা করিয়া সুরপুরে সুরগণ পূজা করিয়াছিলেন ; যে আমি, দিব্যশরীর পরিভ্যাগপূৰ্ণক আপনাকে পাইবার জন্ত পুনরায় দেহ ধারণ করিয়াছি। যে আমি ব্রহ্মকমণ্ডলু আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলাম এবং যে আমি, আপনায় সহিত বৈকুণ্ঠগামিনী হইয়াছি ; সেই আমি, আজ কিরূপে পাতালতলে গমন করিব ? হে দেব ! এইরূপে যে আমার উত্তরোত্তর উল্লেখ গতি লাভ হইয়াছে ; যে আমি, নিরাকার হইয়াও হরিতম্ববরূপ আকার প্রাপ্ত হইয়াছি। যে আমি, স্মরণের দৌহিত্রী ও হিমালয়ের কন্যা এবং যে আমি, ব্রহ্মভাও পরিভ্যাগ করিয়া সত্যময়-হরিপদ প্রাপ্ত হইয়াছি ; সেই আমি, আজ কি একারে পাতালভলগামিনী হইব ? আমি সাকার হইয়াও যখন নিরাকার ও জলাকার ধারণ করিয়াছি, তখন নিঃসন্দেহ আমাকে নদীরূপে পতিত হইতে হইবে। দেব ! ইহা যে, আমার ভবদীর মন্থকারোহণের ফল, তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। জীবগণ যে, এইরূপ অত্যাচারে আরোহণ করিলে পতিত হয়, এ বিষয়ে আপনি আমাকেই নিদর্শনরূপে উল্লেখ করিবেন। হে ঐশো ! আমি ধরাতলে গমন, কিংবা অধঃপতন, অথবা অপর প্রিয়বস্তুর পরিভ্যাগ সঙ্ঘ করিতে পারি, কিন্তু আপনায় পরিভ্যাগ কিছুতেই সঙ্ঘ করিতে পারিব না। আমি যদি ধরাতলে গিয়া আপনায় মন্থকে অবস্থান করিতে পারি, তাহা হইলে ধরাতলে বা পাতালগমনেও আমার কিছুমাত্র ক্লেশ নাই। হে ঐশো ! আমি তোমা ব্যতীত বৈকুণ্ঠধামেও প্রার্থনা করি না, কিন্তু তোমাকে পাইলে সৰ্ব্বদাই সমভাবে অবস্থিত।

ধাক্কিতে পারি। শুকদেব कहিলেন, ভগবান্ মহেশ্বর, গঙ্গার ইন্দ্র কাতরবাক্যে  
হুঃখিত হইয়া মধুর-সিদ্ধ-গঙ্গীর-বচনে গঙ্গাকে कहিলেন, হে দেবি! গঙ্গে! তুমি নিভান্ত  
মংগারাবণী, তাহা আমি বিদিত আছি। হে মহাত্মা! আমি, মর্ত্যলোকেও নদীভূতা  
তোমাকে মন্তকে ধারণ করিব। যে সময়, ভূপতি ভগীরথ, তোমাকে পাভালতলে গমন  
করিতে कहিবে, তুমি সেই সময় তাহাকে कहিও যে, যদি শব্দ আমারে মন্তকে  
ধারণ করেন, তবে আমি পৃথিবীপাশে পাভালতলে গমন করিতে পারি; কারণ, আমার  
নিরবলম্বভাবে পতনসময় পৃথিবী আমাকে ধারণ করিতে পারিবেন না; সে সময়  
পৃথিবীরও আমার উভয়েরই ক্লেশ হইবে। তুমি এইরূপ कहিলে, শিবভক্ত রাজা  
ভগীরথ অবশ্যই আমার আরাধনা করিবে, তাহা হইলো নিশ্চয় আমি তোমাকে মন্তকে  
ধারণ করিব। কলিকালে পাপরূপ বনরাঙ্গির তুমিই দাবানলধরূপ হইবে; তোমার  
কোনরূপ পাপভয় থাকিবে না, পাপরাশিই তোমা হইতে ভীত হইবে। পাপপূর্ণ-  
কলিয়ুগে বদীর গুণকীর্তনে, জ্বিলোকের পাপ বিনষ্ট হইবে। তুমি এক্ষণে অসমুচিত-  
ভাবে ধরাডলে অবস্থান কর। মেনকাহিত তোমাকে যে অব্যর্থ অভিসম্পাত প্রদান  
করিয়াছিলেন যে, পুজি! তুমি যখন আমাদিগকে পরিভ্রাণ করিবা গমন করিরাছ,  
তখন অবশ্যই নদীরূপে তোমাকে ধরাডলে পতিত হইতে হইবে; অতএব হে গঙ্গে!  
নদীরূপে পতিত হওনা তোমার অবশ্যজ্ঞাবী কল; হুতরাং বাহা কিছুতেই ষড়িত হইবার  
নহে, সে বিষয়ে শৌক করা তোমার কর্তব্য নহে। তোমার সমুদ্র প্রবাহল আমার  
মন্তক হইবে এবং তুমি সর্বত্র সমুদ্র স্রবণকে সন্দর্শন করিতে পারিবে। নিশ্চয়  
বলিতেছি, যে সকল পুণ্যাত্মা বদীর জলে প্রাণভ্রাণ করিবে, তাহারা আমাতেই লীন  
হইবে। হে শিবে! তুমি চিন্তিত হইও না; কি উর্ধ্ব, কি অধঃ এবং ভূমণ্ডল,  
স্বর্গকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমুদ্র স্থানেরই তুল্যপ্রভাব হইবে, জানিও। শুকদেব कहিলেন,  
গিরিনন্দিনী ভগবতী গঙ্গা, শব্দকর্তৃক এইরূপে আশ্বস্ত হইয়া মানসচিহ্নে তথাত্ত  
বলিরা ভূপতি ভগীরথকে সন্দর্শন দান করিতে ইচ্ছা করিলেন।

একোবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

## বিংশ অধ্যায়।

শুকদেব कहিলেন, অনন্তর দেবী গঙ্গা, তপোনিরত ভগীরথকে চতুর্ভূজ বেত  
যুষ্টিতে সন্দর্শন দিলেন। তখন ভূপতি ভগীরথ, বাহাকে ধ্যানযোগে সন্দর্শন করিতে-  
হিলেন, চন্দ্রকে তাহাকে দ্রীক্ষণ করিরা আপনাকে পরমভাগ্যশালী মনে করিলেন  
এবং সাত্ত্বিক আনন্দিত হইয়া, রোমাঞ্চিত-কলেবরে গর্ব্ববশত্রে সেই পরমবেততা

শক্তিরাপিনী গঙ্গাকে দিয়া মহত্ব নাম দ্বারা অভি করিতে উপক্রম করিলেম।  
 কহিলেম, হে শিবে! আমি দিলীপ-নন্দন, আমার নাম ভগীরথ, আমি পৃথিবীর রাজা;  
 আপনায় অভি হুগত চরণ-কমলে প্রবিপাত করি। নদীর পূর্বপুরুষগণের পরম  
 পুণ্য ও তপস্তাবলে আপনি আমার দৃষ্টিগণে পতিত হইলেন। হে মহেশ্বর!  
 আপনি পরমকরণ্যাময়ী, আজ আপনার দর্শনে সিংসন্দেহ কৃতকৃতার্থ হইলাম।  
 স্বর্ধাংশে আমার তথ্য সার্থক হইল। হে রাজীষলোচনে গঙ্গে! আপনাকে বারংবার  
 নমস্কার করি। আমার এই দেহ আজ সার্থক হউক, আমি আপনাকে সর্গদ্বার  
 প্রণাম করি এবং মহত্ব নাম দ্বারা আপনার অভি করিয়া, যীর বাকুশক্তিকে সফল  
 করিব। শুক কহিলেন, হে বিপ্র! ভগীরথকৃত গঙ্গার মহত্বনামরূপ পরমপবিত্র স্তব-  
 ধ্বজের রবি বাসন, অমৃতপুং ছন্দঃ, মূলপ্রকৃতি দেবী গঙ্গা দেবতা এবং ইহা পাঠ  
 করিলে মহত্ব অশ্বমেধ, শত রাজহুয় ও শত-বাজপেয় বজ্র এবং শত গয়াজ্ঞের কল  
 লাভ হইয়া থাকে। হুঙ্কার ব্রহ্মহত্যা দি পাভক বিনষ্ট হয় ও পরিণামে নির্দোষ যৌকপদ  
 লাভ করা যায়। ভগীরথ কহিলেন, হে দেবি! তুমি ঔকাররূপিনী, বেতা, সত্যধরপিনী,  
 শান্তি, শান্তা, ক্ষমা, শক্তি, পরা, পরমদেবতা, বিহু, নারায়ণী, কামা, কমনীয়া, মহাকলা,  
 হুর্ণা, হুর্ণভিলংহয়ী, গঙ্গা, গগনবাসিনী, শৈলেন্দ্রবাসিনী, হুর্ণবাসিনী, হুর্ণমঞ্জিরা, বিরজনা  
 নির্গেণা, নিকলা, বিরহংক্রিয়া, প্রসন্ন, গুরুদশনা, পরমার্থী, পুরাতনী, মিহাকারা, শুভা,  
 ব্রহ্মাণী, ব্রহ্মরূপিনী, মরা, মর্যাবতা, দীর্ঘা, দীর্ঘবজ্রা, হুরোদরী, শৈলকতা, শৈলরাজ-  
 বাসিনী, শৈলমন্দিনী, শিবা, শৈবী, শান্তবী, শকরী, শকরঞ্জিয়া, মন্দাকিনী, মহানন্দা,  
 মধুনা, মধুবাসিনী, যোক্ষাণা, যোক্ষসরপি, মুক্তি, মুক্তিপ্রদায়িনী, জলরূপা, জলময়ী,  
 জলেশী, জলবাসিনী, দীর্ঘজিহ্বা, ক্রান্তাকী, বিখাণা, বিখতোমুখী, বিখকণা, বিখদৃষ্টি,  
 বিবেকী, বিখবন্দিতা, বৈকরী, বিহুপাশাযুক্তসত্তা, বিহুবাসিনী, বিহুশরপিনী, বদ্যা,  
 বালা, বৃহস্পতী, পীম্বপূর্ণা, পীম্ববাসিনী, মধুরত্বা, সরস্বতী, যমুনা, গোদা, গোদাবরী,  
 বরেনাণা, বরদা, বীরা, বরকতা, বরেশ্বরী, বলবী, বলবজ্রোষ্ঠা, বাধীরা, বারিষ্কপিনী, বারাহী  
 বনসংহা, বৃক্ষতা, বৃক্ষময়ী, বারুণী, বরুণজোষ্ঠা, বরা, বরুণবরুতা, বরুণপ্রপতা, দিব্যা,  
 বরুণানন্দকারিণী, বৃন্দা, বৃন্দাবনী, বৃন্দারকেত্যা, বৃষবাহিনী, দাক্ষাণী, দক্ষকতা, শ্রামা,  
 পরমহুম্বরী, শিবপ্রিয়া, শিবারাণা, শিবমন্তকবাসিনী, শিবমন্তকসংহা, বিহুপাশপদা,  
 বিপত্তিমাশিনী, হুর্ণভারিণী, ভারিণী, ঈশ্বরী, শীতা, পুণ্যচরিত্রা, পুণ্যদায়ী, শুভিপ্রদা,  
 ঐরামা, রামরূপা, রামচন্দ্রকচক্ষিকা, রাবণী, বৃহৎশেখী, স্বর্ধাংশপ্রভিভিত্তা, স্বর্ধা,  
 স্বর্ধাঞ্জিরা, নৌরী, স্বর্ধামণ্ডলভেদিনী, তপিনী, ভাগ্যদা, ভব্যা, ভাগ্যপ্রাপ্যা, ভগেশ্বরী,  
 ভব্যোক্তিবোপলকা, কোক্তিভূতপংকলা, ভগবিনী, ভাগনী, ভগতী, ভগিনী, ভগিনী, ভগ্নরূপা,  
 ভগ্নময়ী, ভগ্নগোপা মহেশ্বরী, বিহুদেহবাকারী, শিবদানবাত্তোভবা, আনন্দভরুপা,  
 পূর্ণানন্দময়ী, শুভা, কৌটীস্বর্ধাভতা, পাপক্ষাতসংহারকারিণী, পবিত্রা, পরমা, পুণ্যা,

ডেজোবরা, শশিধ্বজা, শশিকোটিধ্বজা, ত্রিজগদীশিকারিণী, লভ্যা, লভ্যস্বরূপা, লভ্যাজা, লভ্যমল্লিকা, লভ্যাপ্রভা, লভী, শ্রীমা, নবীমা, নবকান্তকা, মহেশ্বরী, দেবেশী, মহেশ্বরী, মহেশপাণ্ড, লক্ষ্মবজ্রা, লক্ষ্মপাদা, লক্ষ্মহস্তা, বিলক্ষণা, লক্ষ্মনুভনরূপা, হুল্লভা, হুল্লভা, রজবর্ণা, রজাক্ষী, ত্রিমেজা, শিবসুন্দরী, ভজ্জকালী, মহাকালী, গগনবাসিনীলক্ষ্মী, মহাবিদ্যা, শুদ্ধবিদ্যা, সুমঞ্জিতা, রাজসিংহাসনভট্টা, রাজরাজেশ্বরী, রমা, রাজকন্তা, রাজপুত্রা, মনমারুতচামরা, বেদবন্দিত্রী, বেদবন্দিত্রী, বেদবন্দিত্রী, দিব্যা, বেদবন্দিত্রী, সুবর্ণা, বর্ণনীমা, সুবর্ণগাননন্দিতা, সুবর্ণগাননন্দিতা, গানানন্দিত্রী, অমলা, মালা, মালাবতী, মালা, মালাভীকুমারিত্রী, দিগম্বরী, হুইহুই, লদাধর্মমবাসিনী, লভ্যা, পদ্মহস্তা, শীঘ্রকরণোভিতা, বজ্রহস্তা, ভীমরূপা, শ্রেণী, মকরবাহিনী, শুদ্ধলোভা, বৈশ্বকন্তা, মহাপাশাংভেদিনী, পাপালীরোদনকরী, পাপমংহারকারিণী, হাতনচর্মবৈশ্বক-  
দায়িনী, পূর্ণাঙ্গিনী, গভীরা, অলকনন্দা, মেরুশ্রুতিভেদিনী, অর্গলোককৃত্তবাসা, অর্গ-  
লোপানরূপিনী, বানমজলমণ্ডলী, বেতবারিধিপূরিকা, অনারামসদামুক্তি, যোগাযোগ-  
বিচারিণী, ভেজোরপজ্ঞানপূর্ণা, ভেজমী, দীপ্তিরূপিনী, প্রদীপকলিকাকারী, প্রাণায়াম-  
স্বরূপিনী, প্রাণা, প্রাণবীরা, মহৌষধস্বরূপিনী, মহৌষধজলা, পাপরোগচিকিৎসিকা,  
কোটিজমতপোলক্ষা, প্রাণভ্যাগোত্তরামৃত, মিনেমহা, নির্বাহী, নির্বাহী, মলমালিনী,  
শব্দরূপা, শব্দমালবাসিনী, শব্দবজ্রী, শ্রীশামবাসিনী, কেশকৌমলচিত্তভারিণী, ভৈরবী,  
ভৈরবভেদেনবিভিতা, ভৈরবিত্রী, ভৈরবপ্রাণরূপা, বীরশামবাসিনী, বীরিত্রী, বীরপত্নী,  
কলীমা, কলপতিভা, কলহৃৎকহিতা, কৌলী, কুলকৌমলবাসিনী, কুলভজিত্রী, কুল্যা,  
কুল্যামালাভূষণিত্রী, কৌলমা, কুলরক্তিত্রী, কুলবারিধিপূরিকা, রণত্রী, রণভূ, রমা,  
রণোৎসাহিত্রী, মুখমাল্যধরণী, মুখকরণকারিণী, বিবদা, মল্লিকা, সুমন্ত্রা, যোগিনী,  
রসিকা, রসরূপা, জিতাহারা, জিতেন্দ্রিত্রী, যামিনী, অর্দ্ধরাজহা, কৃষ্ণবীজস্বরূপিনী,  
লক্ষ্মাঙ্গিত্রী, বাগ্‌রূপা, নারী, নরকহারিণী, তারী, তারম্বরাঢ়া, তারিণী, তাররূপিনী,  
অমলতা, আদিত্রিভিতা, মধ্যমুখা, ধরূপিনী, লক্ষ্মমালিনী, ক্ষীণা, লক্ষ্মহলমালিনী,  
ভরূপাধিক্যলক্ষণা, যাতনী, যুগ্মবজ্রিত্রী, অমরামরসংলেন্দু, উপাত্তা, নজিরূপিনী,  
সুমাকারা, সুমা, সুমাভতী এবং রতি । হে জননি । ত্বমি কামাখ্যা, কামরূপা, কালী-  
পুরহিতা, কালী, বারুণীবারুণোষিৎ, কালীনাথশিরঃহিতা, অযোধ্যা, মথুরা, বায়া, কালী,  
কালী, অমলিকা, দারকা, জলদগ্নি, কেবলা, কেবলহস্তা, করবীরপূরহা, কাশেরী, কবরী,  
শিবা, কক্ষিণী, কুরাণাকী, কদলা, শব্দরিত্রী, জালামুখী, ক্ষীরপ্রায়বাসিনী, ক্ষীরিণী,  
বজ্রাকরী, ভীষ্মকর্ণা, হুইহুই, দম্ভবজ্রিত্রী, হুইহুইমলমহুই, হুইহুই, বলপ্রিয়া,  
বল্লিমাংসিত্রী, শ্রীমা, ব্যাঘ্রচর্মপিংগবাসিনী, জবাধর্মমলক্ষা, নাদিকী, রাজনী, ভাবনী,  
ভরূপী, যুগ্মভী, যুগ্মা, বালিকা, বজ্ররাজহুই, জহুমালিনী, জহুমালিনী, জহুমালিত্রী,  
জলজাহুমলভিতা, রম্যণী, রম্যহস্তা, রমা, রম্যাকারিণী, অরু, পরমাপু, হুইহুই,



নৌৰা, চকোৱিলী, কল্লীতা, বিল্লীতা, মহাকাব্যখৰুণিলী, আদিকাব্য-খৰুণা, মহা-  
ভাৱতৰুণিলী, বটোদশপুৰাণৰা, ধৰ্ম্মমাতা, ধৰ্ম্মিলী, মাতা, মাত্ৰা, বনা, বজ্জ,  
পিতামহী, গুৰু, গুৰুপতী, কালসৰ্গ-ভৱধনা, পিতামহমুতা, নীতা, শিবনীমন্ত্ৰিনী,  
শিবা, মন্ত্ৰিলী, কল্লবৰ্ণী, ভৈষ্যী, ভৈষ্যী, মন্ত্ৰপিলী, সভ্যভাৰা, মহালক্ষ্মী, ভজ্জা, জাববতী,  
মহী, নম্বা, ভৱমুখী, ৱিজা, জমা, বিজয়মা, জয়িতী, পূৰ্ণিমা, পূৰ্ণা, পূৰ্ণচন্দ্ৰনিভানমা,  
ভৱপূৰ্ণা, সৌম্যভমা, বিষ্ণি, নংবেশকাৱিলী, শনিৱিজা, কুজজমা, সিদ্ধিমা, সিদ্ধি-  
দামিনী, অম্বতা, অম্বতৰুণা, ঐশ্বৰী, জলাম্বতা, নিৱাতকা, নিৱালমা, নিম্প্রপণা,  
বিশেবিলী, বিশেষ-শেষৰুণা, বৱিতী, বোবিতাশৱা, বশখিনী, কৌৰ্ণিমতী, মহাশৈলাধ্ৰ-  
বাসিনী, বৱা, বৱিতী, বৱণী, সিদ্ধ, বহু, সবাধৰা, সম্পত্তি, সম্পদীবা, বিপত্তিপরি-  
মোচিনী, জমধৰাহৰণী, জমমুতা, নিৱজ্জী, নাগালম্বালা, নীলা, জটামণ্ডলগাৱিলী,  
মুতৰজটাজটী, জটামণ্ড-নিৱঃসিতা, পটামণ্ডৱা, বীৰা, কবি, কাব্যবমজ্জিমা,  
পুণ্যজ্জমা, পাণহৱা, হৱিলী, হাৱিলী, চৱি, হৱিৰামণ্ডৱা, বৈদ্যমাথ-ধ্ৰিমা, বলি,  
বজ্জেশ্বৰী, বজ্জাৱা, বজ্জেশ্বৰপুৰঃসিতা, বেত্তৰজ্জা, নীতলা, উষাদকমৰী, ৱজ্জি, চৌলৱাজ-  
ধ্ৰিয়কৰী, চন্দ্ৰমণ্ডলবৰ্ণিনী, আদিত্যা, আদিত্যামণ্ডলগতা, কাশ্চনী, মহানক্ষী, ভৱহৱা,  
বিষজ্জালা-মিষাৱিলী, হৱা, দশহৱা, শ্ৰেহদামিনী, কলুশামি, কপাল-মালিনী, কালী,  
কলা, কালখৰুণিলী, ইক্ষাণী, বাৰুণী, বাণী, বলাকা, কালমন্ত্ৰী, গোপী, হী, ধৰ্ম্মৰুণা,  
বী, ঐ, বজ্জা, বজ্জমা, বিং, নংবিং, কু, কুবেৰী, ভূ, ভূতি ভূমিৱা, বৱা, ঈশ্বৰী, হীমতী,  
জীড়া, জীড়ামাৱা, জৱধনা, জীবন্তী, জীবনী, জীবা, জয়কাৱা, জৱেশ্বৰী, নক্ষোপজব-  
নংমুতা, নক্ষোপাবিবৰ্জিতা, নাবিত্তী, গায়ত্ৰী, গণেশী, গণবমিতা, হুত্ৰেংকা, হুত্ৰেংবেশা,  
হৰ্ণশা, সুবোধিনী, হুংখহৰী, হুংখহৱা, হৰ্ণিতা, বমদেবতা, গৃহদেবী, ভূমিদেবী, বনেশী,  
বনদেবতা, গুহালমা, ঘোৱৰুণা, মহাঘোৱ-নিতম্বিনী, জী-চক্ৰা, চাৰুযুধী, চাৰুনেতা,  
লৱাস্তিকা, কান্তি, কাম্যা, মিত্ৰণা, ৱজ্জঃসম্ভৱমোমৰী, কালৱজ্জি, মহাৱজ্জি, জীৱৰুণা,  
মনাতনী, সুবহুঃখাদি-ভোজ্জী, সুবহুঃখাদি-বৰ্জিতা, মহাৱজ্জিনমঃহৱা, ৱজ্জিনমঃভ-  
বোচনী, হমিনী, বজ্জহৰী, বাৰুণীপানকাৱিলী, মিষাৰোণ্যা, মহামিষা, যোগমিষা, যুগেশ্বৰী,  
উষাৱজ্জি, স্বৰ্ণহা, উষাৱপুৰঃসিতা, উষুতা, উষুতাহৱা, লোকোদ্ধাৱণকাৱিলী, শখিনী,  
শখ্যভাটী, শখ্যাদনকাৱিলী, শখ্যেশ্বৰী, শখ্যহন্তা, শখ্যাজবিধাৱিলী, পাক্ৰিমাতা, মহা-  
ব্রোতা, পূৰ্ণমণ্ডলবাহিনী, মাৰ্গমণ্ডলবাহিনী, পাবনী, উত্তৰবাহিনী, পতিভোক্তাৱিলী,  
দোবকমিলী, দোববৰ্জিতা, শৱণা, শৱণা, ৰজ্জী, ঐশ্বৰী, জাৰ্জবেবতা, খাণা, খবা,  
খৰুণাকী, খৰুণাকী, শুভানমা, কোমুখী, কুম্বাকাগা, কুম্বাখবকুম্বা, সোম্যা,  
ভবানী, ভূতিহা, ভীমৰুণা, বৱানমা, বৱাহৰ্ণা, বহিষ্ঠা, বহুজ্জোপী, বলাহকা, কেশিনী,  
কেশপাশাট্যা, বতোমণ্ডলবাহিনী, বজ্জিকা, বজ্জিকাগুণবৰ্ণা, নাক্ৰমবাহিনী, তুলনীদল-  
গহটা, তুলনীদলমুখা, তুলনীদলমুখা, তুলনীদলমুখা, তুলনীদলমুখা, তুলনীদলমুখা,

বিল্বাশিনি, বিল্বকুশিবালা, বিল্বপত্রমলয়া, মাল্লুপত্রমালীতা, বৈদ্যী, শৈবাক্ষদেহিনী, অশোকা, শোকরহিতা, শোকদাবাগ্নিকুঞ্জলা অশোককুশলিনয়া, রত্না, শিবকরহিতা, দাড়িমী, দাড়িমীবর্ণা, দাড়িমস্তনশোভিতা, রত্নাকী, বীরকুহা, রক্তিনী, রক্তমস্তিকা, রাগিনী, রাগভাষী, রাগবিবল্লিতা, বিরাগা, রাগমমোহা, সর্বরাগস্বরূপিনী, তাল-স্বরূপিনী, তালরূপিনী, তারকেখরী, বাম্বীকিল্লোকিতাষ্টেভ্যা, অমৃতমহিমা, আদিমা, মাতা, উমানপত্নী, বারাহারাবলি, স্বর্গারোহণতাকা, ইষ্টা, ভাগীরথী, ইলা, স্বর্গভীরা-মুত্তমলা, চারুবাচি, তরঙ্গিনী, ব্রহ্মভীরা, ব্রহ্মজলা, গিরিদারগকারিণী, গুহাভিহারিণী, দীর্ঘা, দরীদারগকারিণী, ব্রহ্মাভেদিনি, ঘোরনাদিনী, ঘোরবেগিনী, ব্রহ্মাভবাসিনী, দ্বিবাসুপ্রভেদিনি, ওষধারাময়ী, দিব্যশঙ্খবাছাস্মারিণী, অবিষ্মতা, শিবস্তুত্যা, এহ-বর্ষপুঞ্জিতা, সুমেরুনীমলিনয়া, ভদ্রা, সীতা, রূহেখরী, বজ্র, বলকমন্দা, শৈলসোপান-চারিণী, লোকশাপুরগকরী, সর্বমানসদোহনী, ত্রৈলোক্যপাবনী, পৃথীরক্ষণকারিণী, ধরণী, পার্শ্বিণী, পৃথী, পৃথ্বীকীর্তি, নিরাময়া, ব্রহ্মপুত্রী, ব্রহ্মকস্তা, ব্রহ্মমাত্রা, বমাজ্জা, ব্রহ্মরূপা, বিজ্ঞাপা, শিবরূপা, হিরণ্ময়ী, ব্রহ্মবিহুশিবভাট্যা, ব্রহ্মবিহুশিবভদ্রা, মজ্জক্কেনা-ক্রাণী, অরুণার্তিবিনাশিনী, স্বর্গদাজী, সুধাম্পর্শী, মোক্ষদর্শনদর্পণা, আরোগ্যদায়িনী, নীলক, নানাতাপবিনাশিনী, তাপোৎসারগনীলা, তাপোধামা, শ্রমাগহা, সর্বদুঃখপ্রশমনী, সর্বশোক-বিমোচনী, সর্বশ্রমহরা, সর্বসুখদা, সুধামেবিতা, সর্বপ্রাণস্ফিটকরী, বাসমাত্র-মহাতপাঃ, ভদ্রী, লভ্য, নিমন্ত, তদুৎসারগবারিণী, মহাপাংকদাবাগ্নী নীতলা, পদধারিণী, গেম্বা, জপা, চিন্তনীয়, ধোয়া, অরণলক্ষিতা, চিদামলস্বরূপা, জ্ঞানরূপা, আগমেখরী, অগম্যা, আগমহা, সর্গাগমনিরূপিতা, ইষ্টদেবী, মহাদেবী, দেবনীয়, দিব্যহিতা, দস্তাবলগৃহবাজী, শঙ্করাচার্য্যরূপিনী, শঙ্করাচার্য্যপ্রভা, শঙ্করাচার্য্যসংজ্ঞা, শঙ্করা-ভরণোপেতা, সদাশঙ্করভূষণা, শঙ্করাচার্য্যনীলা, শঙ্ক্য, শঙ্করেশ্বরী, শিবশ্রোতাঃ, শঙ্কুধরী, গৌরী, গগনভেদিনি, হুগমা, সুগমা, গোপা, গোপনী, গোপবলভা, গোমভী, গোপকস্তা, বশোদা, মনমল্লিনী, কুশাজ্জা, কংসহরী, ব্রহ্মব্রাহ্মসমোচনী, শাপসংমোচনী, লভা, লঙ্কেশী, বিভাবণা, বিভাবীভরণী, ভূবা, হারাবলি, অমৃতমা, তীর্থস্তুতী, তীর্থবন্দা, মহা-তীর্থ এবং তীর্থ । হে মাতর্গন্ধে । তুমি কস্তা, কল্লভতা, কল্যাপী, কল্যাসিনী, কলি-কল্মষহরী, কালকাননবাসিনী, কালসেবা, কালময়ী, কালিকা, কামুকোত্তমা, কামদা, কারণাধ্যা, কামিনী, কীর্তিধারিণী, কোকামুখী, কোরকাকী, কুরঙ্গময়ী, করি, কল্ললাকী, কান্তিরূপা, কামাধ্যা, কেশরহিতা, ধগী, ধলপ্রাণহরা, ধলদুরকরা, ধলা, ধেলভী, ধরবেগী, ধরারবর্ণবাসিনী, গঙ্গা, গগনরূপা, গগনাক্ষরস্মারিণী, গরিষ্ঠা, গবনীয়া, গোপালী, গোপাহিতা, গোপুষ্ঠবাসিনী, গম্যা, গভীরা, গুরুপুত্রা, গোবিন্দা, গোবরূপা, গোদায়ী, গতিদায়িনী, স্বর্ঘ্যমা, বর্ঘহরা, স্বর্ঘ্যলোভা, বনোৎসাহা, স্বর্ঘ্যধোবহরণী, জগজ্জয়স্বর্ঘ্যভী, ঘোরা, যুতোপমজলা, বর্ঘরায়াবোবিনী, ঘোরাভোবাভিনী, ঘুয়া,

ঘোষা, ঘোষাঘোষারিণী, ঘোষরাজী, ঘোষকৃত্তা, ঘোষধীমা, ঘনালয়া, ঘণ্টাটকারবজ্জিতা, ঘাঙ্কারী, বজ্জতারিণী, ভাঙা, ঙ্কারিণী, ডেবী, ঙ্কারবর্ণসংগ্রহা, ঢকারমরনী, চাক্ষুধী, চামরধারিণী, চক্ষিকা, চক্ষুশূল্যবাসিনী, চৌকারবাসিনী, চমরী, চচ্চা, চক্ষবাসিনী, চক্ষুহস্তা, চক্ষুধী, চূচকবশোভিনী, ছজ্জিলা, ছজ্জিতাধারি, ছজ্জচামরশোভিতা, ছজ্জিতা, ছজ্জসংহতী, ছরিতরঙ্গরূপিণী, ছয়া, ছলশূত্রা, ছলমস্তী, ছলামিতা, ছিন্নমস্তা, ছলধরা, অচ্ছবর্ণা, ছুরিতা, ছবি, জীমূতবাসিনী, জিহ্বা, জবাকুসুমস্থলী, জরাশুরজরাঙ্কলা, জবিনী, জবনেশ্বরী, জ্যোতীরূপা, জম্বহরা, জমর্দিনমনোহরা, কাকারকারিণী, কাক্যা, কাক্যরীবাগ-  
 রূপিণী, কনবুপূরসংখ্যা, করা, কক্ষকরা, কবরা, একারেনী, একারহা, একবর্ণমধ্যমিকা, টকারকারিণী, টবধারিণী, টক্কাইকনা, ঠকুরাণী, ঠবয়েলী, ঠকারী, ঠকুরজিয়া, ডামরী, ডমরালীশা, ডামরেনীশিরঃহিতা, ডমরধরমিনুভাস্তী, ডাকিনীভবহারিণী, ডীনা, ডরিনী, ডিভী, ডিভাক্ষনিন্দাশ্রিয়া, ঢকারা, ঢকারী, ঢকাবাদনভূষণা, একারবর্ণধরনী, একারীবান-  
 ভাসিনী, ভূভীরা, ভীতপাপায়ী, ভীরা, ভরগিমণ্ডলা, ভূবারকঃভূলাস্তা, ভূবারকবাসিনী, থকারাকী, থবরহা, দমশূকবিভূষণা, দ্রবদৃষ্টি, দ্রবম, ক্রভগমী, ব্রবদ্রবা, দীর্ঘচক্ষু, দীর্ঘবরা, ধনরূপা, ধনেশ্বরী, দীর্ঘজাকী, দীর্ঘরূপা, নিফলা, নিরহংক্রিয়া, পরাপরা, পরাপেকা, পারাধপপরায়ণা, পারকজ্ঞা, পতিতা, পতা, পতিভসেবিতা, পরা, পবিত্রা, পূণ্যধায়া, পালিকা, পীতবাসিনী, কুংকারদ্রবহরিতা, কাণয়ন্তী, কণাশ্রয়া, কেনিলা, কেনদশনা, কেনা, কেনমতী, কণা, কংকারিণী, কণিধরা, কণিলোকনিবাসিনী, কাটাকৃত্তালায়া, কুলা, কুলারবিশ্বলোচনা, বেবীধরা, বলবতী, বেগবাধিধরাবহা, বদ্যাক্ষবদ্যা, ব্রহ্মেশী, বনবালা, ভীমরাজী, ভীমপত্নী, ভবনীর্ষকৃত্তালায়া, ভাস্তরা, ভাস্তরধরা, ভাস্তারবাসিনী, ভরষরী, ভরষকরা, ভূষণা, ভূমিতেদিনী, ভগভাগ্যবতী, ভবা, ভবভূষণিধারিণী, ভেরুণা, ভেরুগম, ভরকালী, ভবহিতা, মনোরমা, মনোজা, বৃত্তমোক্ষমহামতি, মতিদাত্রী, মতিহরা, মঠহা, মোক্ষরূপিণী, মমপুজ্যা, মজরূপা, মজমানী, মমবদা, মমদঃমরূপা, মমদঃহরা, মতি, মজ্জিকা, মজ্জিরূপা, মমণীয়া, মমা, মতি, লবঙ্গলেশরূপা, লেশনীয়া, লয়প্রদা, বিবুধা, ব্রবহতা, বিশিষ্টা, বেশধারিণী, শ্রামরূপা, শরণকৃত্তা, শারদী, শরণকৃত্তা, শ্রতিগয়া, শ্রতিভক্ততা, শ্রীযুধী, শরণপ্রদা, বজ্জী, বটকোণমিলয়া, বটকর্ণপরিমেবিতা, সাত্তিকী, সত্যবসতি, সামন্যা, সুধরূপিণী, হরিকৃত্তা, হরিকৃত্তা, হরিবর্ণা, হরীধরী, ক্ষেমকরী, ক্ষেমরূপা এবং ক্ষুরধারাতৃপোষিণী । হে মাতঃ ! তুমিই অনন্ত, ইন্দিরা, ইশা, উমা, উবা, ঋষিকা, একারহা, ঠকারী এবং তুমিই এমিতা, একবর্ণবাসিনী, ঙ্কারকারিণী, ঙ্কারিণী, অচ্ছশূত্রা, অচ্ছ অচ্ছধরা, অঃস্পর্শা, অজ্জধারিণী, অধিক আর কি কহিব, তুমি সর্ববর্ণধরী, বর্ণরঙ্গরূপা ও অবিলম্বিকা । তুমি প্রমদা, গুরুদশনা, পরমার্থী এবং পুরাতনী । শুক কহিলেন, হে বিজ্ঞ ! যে ব্যক্তি ভগ্নীস্বকৃত্ত তববতী ভাগীরথীর মহাপুণ্যজয়প্রদ সহস্রনামাধ্য এই ভক্তিবাণ পরমভক্তিসহকারে পাঠ করেন

কিংবা পাঠ করান, তাহার সমুদয় বাহ্যিক কল সিদ্ধ হয় এবং তিনি অনার্যানে সর্বাধ-  
দায়িনী বরদা গঙ্গাকে লাভ করিয়া থাকেন। জৈষ্ঠমাসীয় দশহরাতিথিতে তুর্গেৎসব-  
বিধানে কিংবা আগমোক্ত বিধি অনুসারে ভগবতী গঙ্গাকে অর্চনাপূর্বক সহস্রনামাখা  
এই স্তব পাঠ করিলে, দেবী গঙ্গা সংবৎসরকাল তাহার গৃহ পরিভ্রাম্য করিতে পারেন না।  
যে ব্যক্তি পুত্রের উৎসবদিনে, বিবাহাদি-গুহ্যকার্যে, আশ্ব-বাসরে এবং জন্মদিনে এই  
স্তব পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার তত্ত্বং কার্য অক্ষয় হইয়া থাকে। ইহা পাঠ করিলে,  
ধনার্থী ধন, ভাব্যাহীন ভাব্য। এবং অপুত্রক হইলে চতুর্ভুজপুত্র-পুত্র-পুত্র লাভ  
করিয়া থাকে। যুগাদ্যা, পুণিমা, রবিসংক্রান্তি, অমাবস্তা, ব্যাভীপাত, পূর্ণানকল, একাদশী,  
দিনকর ও পূর্ণাতিথিতে এবং কোন শুভযু ব্যক্তি সমাগত হইলে, গোষ্ঠ কিংবা ব্রাহ্মণ-  
গৃহে পাঠ বা শ্রবণ করিবে। ভগবতী গঙ্গা, মহারাজ ভগীরথের প্রতি পূর্বকৃত কঠোর  
তপোনিচয়ের যেরূপ প্রসন্ন হইয়াছিলেন, তাহার এই সহস্র নামাক্ত হৃদেও সেইরূপ  
ঐতা হইবেন; অতএব যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে এই সহস্র নাম ঘরা গঙ্গাকে স্তব করে,  
সগরাদিকৃত তপস্তায় তিনি যেরূপ তাহাদিগের প্রতি ঐতা হইয়াছিলেন, তাহার প্রতিও  
তাদৃশ ঐতা হন। অনন্তর দেবী, পরমপরিভূষ্টা হইয়া বরদান-বাসনায় কহিলেন,  
হে ভূগল! আমি তোমার বরদান করিতে সমাগত হইয়াছি, অতএব বর প্রার্থনা কর।  
আমি যদি চ তোমার জ্ঞাত ভাব পরিজ্ঞাত আছি, তথাপি একবার নিজমুখে প্রকাশ  
কর। তখন রাজা ভগীরথ কহিলেন, হে দেবী! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন,  
তবে বিপুল পরিভ্রাম্যপূর্বক পৃথিবীমার্গে পাভালপুরীপ্রবেশ করিয়া মদীয় পুত্রপুত্র-  
গণকে উদ্ধার করুন। আর বিভীষ বর এই, আমি আপনাকে যে স্তুতিবাদ করিলাম,  
যে কোন মানব, ইহা দ্বারা আপনাকে স্তব করিবে, তাহাকে আপনি পরিভ্রাম্য করিবেন  
না। গঙ্গা কহিলেন, হে মহারাজ! আমি তোমাকে অধিক আরও এক বর দান  
করিতেছি, আমি ভাগীরথী নামে তদীয় কস্তা বলিয়া প্রসিদ্ধা হইব। হে মূণ! যে  
ব্যক্তি সংকৃত স্তুতিবারা আমার স্তব করিবে, আমি তাহার বসীভূতা থাকিব এবং পরিণামে  
তাহাকে নিরীপমুক্তি প্রদান করিব। হে রাজন! এক্ষণে ভগবান্ শিবকে আরামনা  
কর, কারণ তিনি আমাকে মন্তকে ধারণ করিবেন; তাহা না হইলে, আমি যদি  
নিরবলম্বন হইয়া পতিত হই, তাহা হইলে ধরাভল বিদারণপূর্বক অস্ত্র জলজোত  
গমনের সম্ভাবনা। পৃথিবী, আমার বেগ কিছুভেই লহ্য করিতে পারিবে না। তুমি  
হুমেরশিখরে আরোহণ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিও, আমি ভগবান্কে বক্ষাভকোক্তিভেদ  
করিয়া তোমার অনুসরণ করিব। শুক কহিলেন, দেবী গঙ্গা এইরূপ কহিয়া তৎক্ষণাৎ  
তথায় অন্তর্ধান করিলেন।

## একবিংশ অধ্যায় ।

ওক কহিলেন, হে বিধা ! এক্ষণে ভূমণ্ডলে পরমানন্দ্য গঙ্গাভরণবৃত্তান্তে প্রবণ কর, উহা প্রবণে ও কীর্তনে মহাপাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে । অনন্তর রাজা ভগীরথ, শতর-অধিবাসে বরলাভ করিয়া অশচ্যুতৈশ্বর্যমণ্ডিত মহাধেগবালী পরম মনোহর দিব্য কাঞ্চন-ময় রথে আরোহণপূর্বক পরমশোভা পাইতে লাগিলেন । সেই দীর্ঘবাহু, দীর্ঘলোচন, দীর্ঘদর্শী মহাতপা ভগীরথের সর্গাদ প্রদীপ্ত কাঞ্চনের স্তায় সমুজ্জ্বল এবং মানাতরণে ভূষিত । তাঁহার মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট, সুদীর্ঘ ললাটদেশে দীর্ঘ তিলক এবং হস্তে গুরুত্ব-সুভদ্রা বিরাজমান । ভদ্রীয় পরিধের বসন শীতবর্ণ, লোচনময় আরক্ত এবং বক্ষঃস্থল অতিশয় উন্নত । তিনি এইরূপে বিপুল সুরম্যশুলোপরি পূর্ণ শশধরের স্তায় শোভমান হইতে লাগিলে, অবিগণ জয়শব্দে তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন । অতঃপর রাজা ভগীরথ কিলকনামক সারথিকে আদেশ করিষামাজ সারথি নিষন, পশন, মানস ও ভারক নামক অশচ্যুতৈশ্বর্যকে চালনা করিল । পরে নৃপতি, মেরুমস্তকে আরুঢ় হইলে দেবগণ, সেই দৃকবর্ষণ । মহাসত্ত্ব মহাত্মা ভগীরথকে দ্বিতীয় সূর্যের স্তায় অবলোকন করিতে লাগিলেন । অনন্তর ভগীরথ মেরুমস্তকে থাকিয়া যথোচিত অতি মধুর বিপুল শখব্রহ্মদি করিতে লাগিলে, সেই শব্দ ভগবান্ হরির চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইল । তখন সেই মধুর শব্দে ভগবান্ হরির চরণকমল ক্ষত্রিত হইতে লাগিল । অনন্তর ভগবতী গঙ্গা, বিজ্ঞেচ্ছাস মহাধেগবতী হইয়া মহাশয্যে ব্রহ্মাভোপরিহিত জলের সহিত ব্রহ্মাভ-ভেদ করত সুনির্বললিলময়ী নদীরূপে মধুকরণ করিতে করিতে পতিত হইতে লাগিলেন । এইরূপে সেই ছিরাভমধ্যাভেদিনী, গভীরচারণাদিনী, সহস্রশখবাদিনী, বগনবিরাজিনী চাক্রকর্ণী মহেশ্বরী গঙ্গা, দশদিক্ উভাসনপূর্বক আকাশমার্গে গমন করত সন্তোষাশ্রিত লক্ষবোজন ভেদ করত সুরম্য উপরিভাগে আগত হইয়া বিভ্রাম করিতে লাগিলেন এবং রাজা ভগীরথও শখবায়নে বিরত হইলেন । তৎকালে বিবিধ-ভূষণ-ভূষিত লম্বুর দেবদেবীগণ লাক্ষ্য মুক্তিরূপ গঙ্গাদেবীকে পুষ্পচন্দ্রনাদি বারা অর্চনা করিতে লাগিলেন । তাঁহাদিগের অর্চনাকালে জয়ধ্বনি, শখমিন্দাব এবং পুষ্প-চন্দন-সৌরভে দশদিক্ পরিব্যাপ্ত হইল । অনন্তর দিক্‌পালগণ, ভগীরথকে সন্মোদন-পূর্বক কহিলেন, তো ভো ক্ষত্রিয়শাঙ্গুল । ভূমি যখন গঙ্গাকে আনয়ন করিলে, তখন চতুর্দিক্‌স্থিত জনগণকে কৃতার্ণ কর । হে ভূপতে । তাহা হইলে চতুর্দিকেই তোমার বিরলকীর্তি চিরস্থায়ী থাকিবে এবং লম্বুর ধরামণ্ডল কৃতার্ণ হইবে । ওক কহিলেন, রাজা ভগীরথ দিক্‌পালগণের তাম্বল হিতকর বাক্যে প্রবণে লবিনয়ে প্রণামপূর্বক গঙ্গাকে কহিলেন, হে মাতর্গঙ্গে । আপনাকে নমস্কার করি, কৃতাজ্ঞালিপটে আপনার দিকট কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি, প্রবণ করন । হে দেবি । আপনি ধারাচতুর্দিক্

বিস্তার করিয়া, চতুর্দিকে গমন করুন। গঙ্গা কহিলেন, হে ভূপা! যদি তুমি ও শবর সকলেই চতুর্ভাগে বিভক্ত হও, তাহা হইলে আমিও চতুর্ভাগে বিভক্ত হইয়া চতুর্দিকে গমন করিতে পারি। গঙ্গার বাক্যশ্রবণে ভগীরথ কহিলেন, হে দেবি! আপনি সর্গ-লোকের ঈশ্বরী ও হিতকারিণী। আমি নামাক্ত সমুদ্রা, নামাক্ত উপত্যায় আমার এরূপ শক্তি কিরূপে হইবে? হে মাতঃ! আপনার নিকট ভগবান্ শত্ৰুও হীনবল; কারণ, আপনি সমুদ্রয় মানবগণকে শাস্ত্রশূন্য করিবেন, অতএব হে দেবি! আপনিই উপায়জ্ঞা, আপনিই উপায় বিবেচনা করিয়া চতুর্দিকে গমন করুন। শুক কহিলেন, বেবেলগণবিবেচিতা ভগবতী গঙ্গা, মরেন্দ্রকর্তৃক এইরূপ অতিহিতা হইয়া, অসং শত্বপদ্মহস্ত চারিভাগে বিভক্ত হইলেন। অনন্তর গঙ্গা, ত্রিযুক্তিতে অগ্রে অগ্রে শত্ব-বাননপূর্বক অলম্বণবিশিষ্ট উজ্জল ধাতাজরে গমন করিতে লাগিলেন। হে বিজ! তাঁহার সীতানামক ধারা পূর্বদিকে, ভজানামক ধারা উত্তরদিকে এবং বংসুনারক ধারা পশ্চিমপদমুখা অতিক্রমপূর্বক পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইল। পরে সীতা-ধারা ভজাধা, ভজাধারা কেতুমালা ও বংসুনারা ক্রমবর্ধে উপস্থিত হইলে, গঙ্গাদেবীর মূর্তিভয় শত্ব পরিভ্যাগপূর্বক মহাবেগে ধাতাজরে পৃথক্ পৃথক্ জলবিজয়ে প্রবেশ করিলেন এবং যে ধারা মেরুমণ্ডকে মদাকিনী নামে প্রসিদ্ধ, অমকানন্দানামক সেই মহাবেগী মহাবলা চাক্সপিনী বিপুলধারা দক্ষিণাভিমুখী হইয়া ভগীরথরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগীরথ, মেরু দক্ষিণ শৃঙ্গে ভয়ঙ্কর এক গুহা দেখিয়া শত্ববানন পরিভ্যাগ করিয়া গঙ্গাকে কহিলেন, হে দেবি! গঙ্গে! সমুদ্রে এক হৃদ্যবেশ-বিনির্গমা ভবোন্নয়ী মহাবোরা গুহা দেখিতেছি, কি প্রকারে ইহা উত্তীর্ণ হইব? তখন দেবী কহিলেন, হে মহাতাপ! তুমি সেরূপ বলিলে, সত্যই এই গুহা সেই প্রকার; অতএব তুমি যদি আমাকে লইয়া গমন করিতে চাহ, তাহা হইলে ইচ্ছান্তী প্রবাহতকে আদায়ন কর; সে এই গুহা বিদীর্ণ করিয়া দিবে। রাজা ভগীরথ গঙ্গার বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রবাহত-সমীপে গমনপূর্বক কহিলেন, হে গুহাত্মন! হে মহাতাপ! প্রবাহত। তোমাকে নমস্কার। ভগীরথের বাক্যে প্রবাহত কহিল, হে রাজন্! কিজন্ত আমাকে নমস্কার করিতেছ? আমাকে তোমার কান্ কার্য্য করিতে হইবে? আন! ত্রিস্র মিস্রা না হব, তোমার এরূপ কান্ ধাৰ্য্য আমি করিব? ভূপতি কহিলেন, আমি দিলীপ-নন্দন রাজা ভগীরথ, আমি পিতামহ-রণের উদ্ধারার্থ গঙ্গা লইয়া গমন করিতে করিতে মেরু দক্ষিণশৃঙ্গে এক মহাভীষণ ক্ষুর দেখিয়া তোমার নিকট আসিলাম। হে গর্জরাজ! তুমি যদি অশ্রুপ্রসূপূর্বক সেই গুহা বিদীর্ণ করিয়া দাও, তাহা হইলে গঙ্গা নির্গত হইতে পারেন, তোমা ব্যতীত আর পাহারত ধারা তাহা হইতে নির্গত হইবার সম্ভব নাই। প্রবাহত কহিল, যদি গঙ্গা, নই হায়ে আমার সহিত এক রাত্রি অবস্থান করেন, তাহা হইলে আমি সেই গুহাধ্যা

প্রবেশ করিয়া তাহা বিদারণ করি। ভূপতি কহিলেন, আচ্ছা, তুমি যদি তাঁহার বেগ সহ্য করিতে পার, তবে তিনি তোমার সহিত ঘামিনী বাপন করিবেন। সুরগজ এই কথা শুনিয়া ভগীরথকে কহিল, ভগীরথ! যদি আমি তাঁহার বেগ সহ্য করিতে না পারি, তবে বল, কিরাপে তাঁহার অসাধাৰ্ণ্য আমি বারা লাভিত হইতে পারি? ভগীরথ কহিলেন, যদি তুমি তাঁহার বেগ সহ্য করিতে পার, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তিনি তোমার সহিত মিলিত হইবেন। তিনি যে সেই সামান্য ঙ্গা বিদারণ করিতে সমর্থ নন, এরূপ বোধ করিও না; তিনি ইচ্ছা করিলে মেরুকেও বিদীর্ণ করিয়া গমন করিতে পারেন; তবে কেবল দেবরাজ হইজের সম্মানার্থেই সেই কার্যে তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন, এক্ষণে বৈরাগ্য উচিত হয়, কর। ঐরাবত কহিল, ভাল, আমি তাঁহার বেগ সহ্য করিব। চল, ঙ্গার প্রবেশ করিগে। তিনি নিঃসন্দেহ এক রাজা আমার সহিত বাস করিবেন। ঐরাবত এই কথা বলিয়া আশ্রমপূর্বক শুভামধ্যে প্রবেশ করিলে ভূপতি ভগীরথ শঙ্করকে কহিতে লাগিলেন। তৎপ্রবণে ভগবতী ভগীরথীও পরম বেগবতী হইয়া উঠিলেন। গঙ্গাকে বেগবতী দেখিয়া এবং ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ করিয়া ভয়ে গজরাজের নয়নবর উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। তখন প্রতিগমনে সমর্থ না হইয়া বারদেলে অশ্রুপূর্ণক দক্ষিণাভিমুখে মেরুশৃঙ্গ বিদারণ করত গভীর চীৎকার করিয়া বেগে পলায়ন করিল। ভগবতী শঙ্করী গঙ্গা, এই উপায়ে নির্গত হইয়া ভগীরথের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অমৃতর মহেশ্বরী গঙ্গা, ভরঙ্গমালার শোভমান হইয়া ইতস্ততঃ যেম নৃত্য করিতে করিতে কোথাও আশ্রয় এবং কোম কোম হামে শ্রবণোত্তঃ প্রকাশ করত দেবদেবীগণের করবিক্ষিপ্ত পুষ্পরাশি বহন করিয়া দুর্গম সিরিনিকর এবং নিবণ ও হেমকূট অভিক্রম-পূর্বক ভগবান্ শঙ্কর মন্ডকে কি প্রকারে আমার বেগ-সহ্য করিবেন, মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া শঙ্করের মন্ডকোদ্দেশে মহাবেগে ভগীরথের শঙ্কশকাহুসারে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে কদী কেশরী প্রভৃতি জঙ্ঘণে পরিপূর্ণ পর্কডবানী প্রাণী সকল তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। এদিকে ভগবান্ পূজ্যটিও দেখিব, গঙ্গার কি প্রকার বেগ, মনে মনে এইরূপ ঈর্ষাপন্নবশ হইয়া হিমালয়ের চতুর্ভাগে আরোহণপূর্বক গঙ্গাকে ধারণার্থ মন্ডক বিস্তার করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুরমদী গঙ্গা, যথাক্রমে বেগবতী ও কেনপুঞ্জ পরিত্যাগ হইয়া ত্রিপ্রকাশ্য যোজন লম্বনপূর্বক হিমালয় হইতে মহল ঙ্গ অধিক বহুজটিল শঙ্কুরে পতিত হইয়া নির্গমনমার্গ অন্বেষণ করত জমণ করিতে লাগিলেন। তিনি শঙ্করের মন্ডকস্থিত জটায় অরণ্য মধ্যে যে যে হামে গমন করেন, সেই সেই হাম নুতন দেখিতে লাগিলেন। ভগবতী গঙ্গা, অমৃতসজ্জিবান্ শঙ্করের মন্ডকে এইরূপে জমণ করত পরিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং এদিকে ভগীরথের শঙ্করমিতে আকৃষ্ট হইয়া লাগিলেন। এইরূপ একবৎসর কাল অতীত হইলে গঙ্গাদেবী শিবসম্মুখে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, হে অমৃতশঙ্ক!

হে ভগবদৃ ! ভূপতি তপীরথ, শঙ্খধারিণী অক্ষয় বারা আমাকে আকর্ষণ করিতেছে, অতএব আমার নির্গমনের পথ দান করুন । আমি আপনীর জটায়নে ভ্রমণ করিয়া অমৃত্যু ও তপীরথের শঙ্খধারিণী পীড়িতা হইতেছি । হে মহেশ্বর ! আমি আপনীর অনন্ত জটায়ণো বার না পাইয়া বেগবৃদ্ধা হইয়া আপনীর শরণাপন্ন হইলাম, আপনি বার দান করুন, নগরসন্তানগণ ব্রহ্মহত হইতে মুক্তিলাভ করুক । হে পরমেশ্বর ! আমি, আপনীর নিকট অপরাধিনী হইয়াছি, আমাকে বক্ষা করুন । ভগবান্ কহিলেন, হে গন্ধে ! তুমি যে নিজ প্রভুত্ব প্রবাহবেগে আমাকেও রসাতলে নইয়া যাইতে বাসনা করিয়াছিলে, তোমার সে বেগ এক্ষণে কোথায় বাইল ? কি জন্ত এরূপ বিনয়বাচ্য বলিতেছ ? যাইহা হউক, তুমি যখন আমার শরণাপন্ন হইয়াছ, তখন যথেষ্ট গমন কর । ভগবান্ মহেশ্বর এইরূপ কহিয়া মহাস্তবধনে বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণভাগের একপাখী জটা বিদারণ করিলেন । অনন্তর পিঙ্গরবন্ধ পক্ষিনী যেরূপ পিঙ্গরবার মুক্ত পাইলে তাহা হইতে নির্গত হয়, সুরধুনী গঙ্গাও সেইরূপ জটাবার লাভে তাহা হইতে পরমানন্দে নির্গত হইলেন । হে মহামুনে ! অনন্তর ভগবতী গঙ্গা জ্যৈষ্ঠমাসীয় শুক্লপক্ষে হস্তানক্ষত্র ও মঙ্গলবারমুক্ত দশমীতিথিতে হিমালয় পরিভ্রাম্যপূরক ধরনীতলে পতিত হইলেন । তিনি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া পরমসিদ্ধি লাভ করিলেন এবং নিজভেজে প্রজ্জ্বলিত কোটি অগ্নিশিখার দ্বারা দেবীপায়ান হইতে লাগিলেন । তাঁহার বেগে ধরাতল ক্ষুদ্রা হইয়াও গঙ্গালাভজন্ত আনন্দভরে কোঁত বোণ করিলেন না । তৎকালে চতুর্দিকে জয় জয় শব্দ হইতে লাগিল এবং পাণ দলক ভীত হইয়া ধরাতল পরিভ্রাম্য করিল । সুরগণ ও ত্রিগণের বন্দনীয়া, মহেশ শব্দধরের দ্বারা গুণবর্ণী, শত মহেশ স্বর্ধ্যাস দীপ্তিশালিনী মহেশ্বরী ভগবতী তপীরথী এইরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া পাণপুঞ্জ বিদায় করত পরমশোভমান হইতে লাগিলেন ।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

## দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

তক কহিলেন, অনন্তর গঙ্গাদেবী, ভূতলে পরমানন্দসহকারে বিপুল ধারাজলে দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন । তৎকালে ভূতলগতা গঙ্গা যেন লাক্ষ্য মুক্তিকার দ্বারা বিরাজ করিতে লাগিলেন । মনোহর ভরসমালা তাহার পদ্মাবলী ও শুভকেন-  
রাজি কুমুদমিফরের দ্বারা শোভমান হইতে লাগিল । শুভকাজি ধারাসুন্দরী—সিংহ,  
হস্তী, অশ্বাসাগ ও মহাপক্ষিগণে আকীর্ণ হওয়ার পরমশোভা প্রাপ্ত হইল ।  
রাজা তপীরথ স্বর্গে অগ্রে যথোপরি শঙ্খধারি করিতে করিতে বাণবেগে যাইতে



লাগিলেন, তৎপৰতা গঙ্গা সেই শঙ্খ-শঙ্খাসুগারিণী হইয়া উভগর্ভত, বন, গ্রাম, নাগর ও সুরমা সরোবর সকল প্রাণিত করিয়া দেবর্ষিগণের অভিলাষসহ মহাবেগে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। গঙ্গা বধায় বধায় বাইতে লাগিলেন; তথায় তথায় মহেশ্বর অষ্টহস্তাধিক তটদেশে ভূমিভাগকে মন্থক করিলেন। মহেশ্বরী গঙ্গাধারা সার্কোজেন বিস্তীর্ণ ঘোলি, অষ্টহস্তাধিক ও মন্থক সার্কোজেন পরিমিত করিলেন। হে বিজয়র! তৎপৰ্য্য শঙ্খ সমুদ্রপৰ্য্যন্ত মন্থক কিঞ্চিদ্রুদ বিশভবোজেন দীর্ঘ করিয়াছিলেন। তৎপৰতা গঙ্গা মহাবেগে চতুর্দশলোজেন অভিক্রম করিয়া হিমালয় নিকটে সপ্তর্ষি-মণ্ডলকে মর্শন করিলেন। তাঁহারা লাভ ভনে লাভটা শঙ্খ বাজাইতে-ছিলেন। তন্নিমিত্ত গঙ্গা সেট হানে সপ্তর্ষিগণের ঐতিকরী সন্তোষা হইলেন। তৎপরে তিনি ধারা-সমুচিত্ত করিয়া হরিবারে আসিয়া মহা-পাৰাণ ভৈরবপূর্বক সর্কোজয়ুধী হইলেন। অনন্তর তিনি সমীভূলা বিলুঙ্গ নদী সকলের সহিত মিলিত হইয়া কোড়ুকে ক্ষীত হইলেন। তৎপরে অরিকোণমুধী হইয়া বাইতে বাইতে বয়ুধা ও অন্তঃসলিলা সরস্বতীর সহিত যে স্থানে মিলিত হইলেন, তাহা প্রয়াগ নামে অভি পুণ্যতম ক্ষেত্র হইল। পরে গঙ্গার স্রোত পূর্বদিকে বিপ্রাজিত হইল। তৎপরে ভগবতী গঙ্গা বামাশক্তি সর্কোজয়ুধী বলিয়া কান্টিকে বামা করিলেন; তথায় শিবমর্শন-কোড়ুকে উত্তর-স্রোতা হইলেন। সপাদৈকযোগেনপরিমিত কান্টিহাম পৃথিবীর বহির্ভূত হইয়া রহিল। পরে তিনি পূর্বমুখী হইলেন; তখন রাজা ভগীরথ স্বয়ং পরিপ্রান্তবোধ হওয়ার্তে এবং অব ও সারথিকে পরিপ্রান্ত দেখিয়া শঙ্খবাদন হইতে বিরত হইলেন। ইভাবসরে মহামুনি জঙ্ঘ-ঋতি-মধুর শঙ্খ-ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া গঙ্গাদেবী গমনে প্ররুত হইলেন। ওদিকে ভগীরথ রাজা বিজ্ঞানপূর্বক পুনরায় শঙ্খ-নিদাঘ করিতে লাগিলেন। গঙ্গাদেবী কিয়দূর গমন করিয়া অন্ত শঙ্খশব্দ-প্রবণে বিন্মিত হইয়া প্রথম শঙ্খধ্বনি জঙ্ঘমির কণ্ঠ ভাষিয়া যোবে দ্বীর হইয়া ভগীরথকে বলিলেন, হে মহাভাগ! আমাকে বধন নিজ আশ্রমে লইবার ভক্ত এই জঙ্ঘমি অন্ত শঙ্খধ্বনি করিরাছেন, তখন তাঁহার আশ্রমমণ্ডল প্রাণিত করিব, তুমি তদীর আশ্রম দিকে চল। শুকদেব কহিলেন, ভগবতী গঙ্গা এই কথা বলিলে, রাজা অত্রনর হইলেন; দেবীও বেগে তাঁহার অনুগমন করিলেন। এদিকে জঙ্ঘমি তাহা জানিতে পারিয়া ব্রহ্মভেজ অংগপূর্বক ভূতলে দক্ষিণকর ছাপন করিলেন। তথায় অলঙ্কিত গঙ্গালা হইল; তখন মহামুনি জঙ্ঘ ব্রহ্মকরোণর দক্ষিণপাণিতলে প্রোক্ত সমস্ত গঙ্গাজল গূষ করিয়া পান করিলেন। তৎকালে ভুলোকে, আকাশে ও চতুর্দিকে হাহাকার ধ্বনি উথিত হইল। তখন গঙ্গাদেবী নিজযুক্তি ধারণপূর্বক দুমি-পুস্তকের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। দেবী বলিলেন, হে ব্রহ্ম মহাভাগ! আমি আপনাকে ব্রহ্মভেজ সম্পন্ন বলিয়া জানি; আমি লোকহিতাকাঙ্ক্ষিণী, আমার অনশয়

সার্থক্য করুন; আমি আপনাদের কৃত্য হইলান, আপনাদের হইতে আমাকে  
একপাশে মুক্ত করুন। তাহা হইলে নগররাজের পুত্রগণ সন্মতি প্রাপ্ত হইবে,  
ভগীরথের তপস্বী সার্থক হইবে। লোকে আমার জাহ্নবী এই পবিত্র নাম কীর্তন  
করিবে ও আপনাদের পরমবিলকীর্তি জাঙ্জল্যমান রহিবে। হে মুন। মহাত্মা  
ব্রাহ্মণ দেবগণেরও হর্ষিত, ইহা আমি জানি; অতএব কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত আমাকে  
ত্যাগ করিয়া ক্ষমা করুন। শুকদেব কহিলেন, তখন মহাপা জঙ্ঘু উদীয়  
কাতরোক্তি শ্রবণে নিজ জাহ্নুদেশ বিদীর্ণ করিলে, গঙ্গাদেবী নির্গত হইলেন,—অমনি  
“জয় জাহ্নবী” “জয় জাহ্নবী” এই পুণ্যাতর ধ্বনি চারিদিকে উথিত হইল। অনন্তর  
রাজা ভগীরথ কিছু দূর গমন করিয়া উদীয় বাহনেন্দ্র বিশ্রামার্থ গমনে নিবৃত্ত হইলেন।  
ইতিমধ্যে অর্ধাঙ্গা জঙ্ঘুমের কৃত্য পদ্মাবতী ভগিনীকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় সমর  
বুধিরা শঙ্কস্বনি করিলেন। তাহা শুনিবামাত্র পর্কতমদ্ভিনী গঙ্গা অধিকোণের  
দিকে কিছু দূর গমন করিলেন। রাজা ভগীরথ তাঁহাকে অন্তরিক দৃষ্টিতে দেখিয়া  
“চল সাগরে! দেখিতেছ না, দেবী অন্তরিক দৃষ্টিতে বাটেছেন” এই কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্ব  
শব্দ বাজাইতে লাগিলেন। সেই শঙ্কস্বনি শুনিয়া বিস্মিত হইয়া, দেবী গঙ্গা জল  
হইতে উথিত হইয়া, রাজাকে দূরে শঙ্কশব্দ করিতে দেখিলেন ও পদ্মাবতীর প্রতি  
কুপিত হইলেন। সেই কোণে পদ্মাবতী বিদীর্ণ নদীমুখিতে পরিণত হইয়া,  
পূর্নদিকে গমনপূর্বক সমুদ্রে সঙ্গত হইল। দেবীও ভীরুগণ সঙ্কীর্ণ করিয়া গমনে  
প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নিকটে সমুদ্র বুধিরা দক্ষিণবোতা হইয়া, বসুনাঙ্গ  
ত্যাগ করিয়া, রাজাকে দক্ষিণভাগে রাবিয়া সমুদ্র-ভেদ করিলেন। তখন লাক্ষ্য  
সমুদ্রদেব ভাষ্যা বেলার সহিত উঠিয়া পুণ্ড ও চন্দন ঘারা তাঁহাকে অর্চনা করিলেন।  
অনন্তর দেবী সাগর-ভেদ করিয়া স্তম্ভাদি অভিক্রমপূর্বক মহাতলে বাইয়া, মহা-  
প্রত্যাঘিত কপিল মুনিকে দর্শন করিলেন। তথায় হে বিজ। রাজা ভগীরথ ধূপ দীপাদি  
বিবিধ উপচারে ভগীরথী গঙ্গার পূজা করিলেন। কপিল কহিলেন, আমি মহেশানি।  
মহেশ্বরি। স্বাভাব্যে। আপনাদের শুভাগমন শু? বহুদেশ অভিক্রম করিয়া মহাতলে  
আসিয়াছেন, এই মহাবল বটিনহল নগর-সন্তানগণ আমার ক্রোধানলে শব্দ হইয়া পরম-  
হর্ষিত প্রাপ্ত হইরাছে। হে মাতঃ! আপনাই জীবের একমাত্র গতি, ইহাদিগকে  
পবিত্র করুন। হে দেবি। ইহারা অশ্রু-হর্ষিত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দিব্যগতি  
লাভ করুন, আমিও আপনাকে স্মরণ করিয়া নিঃশেষের কৃত্যার্থ হই। শুকদেব  
কহিলেন, হে বিজনশ্রম! কপিল মুনি এই কথা বলিলে, দেবী গঙ্গা নাগগণকর্তৃক-  
সেবিত হইয়া নগর-পুত্রগণের ভাস্করাণি প্রাপ্ত করিলেন। উদীয় জলস্পর্শ-  
মাত্র নগর-সন্তানেরা বমলোকে অমিতকান্তি স্নানরোগে হইল। বসুদূতদিগের সমক্ষে  
তাহারা দিব্যমূর্তি বারগপূর্বক বিমানাশোহণে মুক্তবন্ধন বিহঙ্গগণের স্তায় যুগপৎ

আকাশপথে উদ্ভিত হইল। তাহাদিগের অর্গমতি হইলে, অপ্সরোগণ সেবা করিল ও দেবগণ তাহাদিগের গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন। রাজা ভগীরথও স্বীয় মগরে মহামহোৎসব করিলেন। তৎপরে দেবী নাগলোকে ভোগবতী নামে বিখ্যাত হইলেন। তিনি ভূতল অতিক্রম করিয়া পাভালে গিয়া, মহেন্দ্রীর্বা অনন্তদেবকে দেবীয়া, ষাঁহার উপরে ব্রহ্মাও উাসমান সেই কারণলিলে জীন হইলেন। হে বিজ। পবিত্র দেবদত্তী গঙ্গা যেখানে বরাভলে অবতীর্ণ হইয়া পাভালে গমন করিলেন, তাহা এই তোমার প্রসাদপূর্ণ বলিলায়। হে বিজ। গঙ্গার এই অবতরণকথা শোকনাশক, হৃৎশাশ্বতের শোভক, বংশবর্ধন, যশস্কর, আয়ুর্বর্ধক, বস্ত্র ও পরমমঙ্গলস্বরূপ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই উপাখ্যান শ্রবণ ও পাঠ করিলে পরমরতি লাভ করিবেন। স্ত্রী ও পুত্রগণও শ্রবণ করিলে, তাদৃশ পতিলাভে সন্মত হইবে। কৃপ, তড়াগ, উপদ্রব, হৃদয় ও মনিকায় প্রভৃতি কালে, অপরাপর গুণকর্মে, সুবোৎসর্গসময়ে, প্রহরিত্যে এবং বৃষ্টি, অগ্নি উৎপাতে এই উপাখ্যান পাঠ ও শ্রবণ করিবেন। অগ্নিদেববাদী যে জন মুক্তা আশ্রয় জানিয়া এই একাদশ অধ্যায় অথবা দ্বাবিংশ অধ্যায় হিত এই উত্তম আখ্যান পাঠ বা শ্রবণ করে, সে মহাপাতক বা সমস্ত পাতক মুক্ত হইলেও আত্ম-পত্নী-স্বামী ও গঙ্গাযাত্রার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে যুমে। অর্ঘ্য ও মর্ত্ত্যে সুরাসুরগণের অপূর্ণ উত্তম সুরনদীচরিত স্বীয় মতি অনুসারে তোমার বলিলাম, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিলে। এক্ষণে জানিও সভ্যগণে তপস্তায় যে ফল, ত্রেতায যোগে যে ফল, যাপরে চন্দ্রম কুন্ডম দ্বারা অর্জনে যে ফল, তৎসমস্তই কলিযুগে গঙ্গার জলকণা-স্পর্শে লভ্য হইয়া থাকে। যখন এই গঙ্গাকে গিরিভাজকতা কহে, তখন ইহাঁর স্বামী ভগবান্ শিব। যখন ইনি অর্ঘ্যে দেবদামিনী, তখন ইহাঁকে অগ্নি-ভার্যা ও স্বামের মাতা কহে। যখন ইনি বিষ্ণুপাদোভবা, তখনই স্বীয় পতিকে লাভ করিয়াছিলেন। ইনি জলুঘ্নির কন্যা হইলে রাজপত্নী ও ভীষ্মজননী হন এবং ভাগীরথী হইলে সমুদ্ররূপ সংপত্তি লাভ করেন। এইরূপে অদ্বিত্যমুক্তি ধারণ করিয়া, বহুমুখিতার ভগবান্ শিবকেই পতিলাভ করিয়াছিলেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

### ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি বলিলেন, হে মহামতে। ব্রহ্মণ্। সভীর অর্জুপিতী গঙ্গা যেখানে শিব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলিলেন; এক্ষণে উমার শিবপ্রাপ্তিকথা বলুন। কবি কহিলেন, সভীদেবী ত্রিদিব্যধামে গমন করিলে, মেনকা পুনরায় চারুগুণশীল-সমাহিতা,

ডগলাকন-বর্ণা, চারুলোচনা, বিভূজা অপর এক কস্তা গ্রন্থ করিলেন। এই কস্তার জন্ম হইলে, মেনকা প্রভৃতি সকলেই গঙ্গাশোক বিস্মৃত হইলেন। হে ভ্রমসিমে ! ক্রমে সেই কস্তা হিমালয়ের গৃহে শুক্লপঙ্কজ চক্ষুসলার দ্বার দ্বিগুণ হইতে লাগিল। একদা দেবর্ষি নারদ তদীয় অন্তঃপুরে আগমনপূর্বক নির্জনে মেনকাকে আশ্বস্ত : সত্যের বৃত্তান্ত বলিলেন। মুনির কথা শুনিয়া, মেনকাদেবী কস্তাকে অমাদি প্রকৃতিরূপা ভাবনা বোধ করিলেন। তৎপরে নারদ, শৈলরাজের দিকট গমনপূর্বক বলিলেন, হে শৈলরাজেন্দ্র ! তোমার কমল-লোচনা কস্তা জন্মিয়াছে। ইনি এক্ষণে দান-যোগ্য, তবে কোন্ বরে সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা কর, বল ? হিমালয় বলিলেন, আমার এই কস্তা জগদ্বাসু অমরুপ পতিলাভের জন্য নিজেই বনমধ্যে তপস্তা করিতেছে, পূর্ব-জন্মে লক্ষপতিই ইহার ইহজন্মে পতি হইবে, সুতরাং কস্তাবরের মিলনবিষয়ে আমি-দিগের চেষ্টা বৃথা। নারদ কহিলেন, হে শৈলেন্দ্র ! তুমি বাহা বলিলে, তাহা সত্য বটে, কিন্তু পুরুষের চেষ্টা করা উচিত ; কারণ উদামশূভ্র পুরুষকে কার্য্যাক্ষম আমি করিয়া বনে ; অতএব তুমি যখন তাহার পিতা, তখন তোমার কর্তব্য এই যে, কিসে সে পতিলাভ করে ও তুমি কস্তাদান কলপ্রাপ্ত হও, এই বিষয়ে চেষ্টা কর। যে ব্যক্তির ‘‘বাহা লক্ষ্য, তাহা লাভ হইবে’’ ইহার উপর নির্ভর করিয়া চেষ্টার বিরত হয়, গৃহস্থদিগের নবো সে দুর্দৃষ্টি-ভ্রম কিছই কর্তব্য নাই, তাহাকে নাস্তিক বলে। অতএব তুমি নিজে কস্তার বরের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ কর। হিমালয় কহিলেন, হে প্রভো ! আপনি একমাত্র তত্ত্বজ্ঞ, মদীয় কস্তার উপযুক্ত পাত্র বলুন, কাহাকে দান করিলে আমার কস্তা সুখিনী হইবে ? নারদ বলিলেন, হে শৈলরাজ ! তোমার কস্তার যোগ্য পতি যিনি আছেন, আমি তাহাকে জানি। মদীয় দুহিতাও উহারক পাইবার জন্য বৃত্তবতী আছেন। তাহার বসতি কৈলাসে, তিনি তোমাতোত আছেন, তিনি স্বয়ং আসিয়া কুবের তাহার কিঙ্কর ; সেই দেবপুত্র বরে কস্তা সম্প্রদান কর। হিমালয় কহিলেন, হে মহাসাধো ! তাহাকেই আমি কস্তা দান করিব, এক্ষণে ভদ্রতার ঐকান্তি সেই শিবকে আদরন করুন। শুক্লবর্ণ কহিলেন, দেবর্ষি নারদ তথাক্ত বলিয়া ভগবান্ মহেশ্বরের নিকটে গমনপূর্বক প্রণাম করিয়া তাহাকে এই বাক্য কহিলেন, হে শক্তো ! আপনার, মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। বখায় দেবগণ গঙ্গাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথায় সত্য দেবী উপস্থিত। সেই হেম-গৌরী তোমাকে পাইবার আশায় বিবিড় অরণ্যে তপস্তা করিতেছেন। হে মহাদেব ! তোমার বৃত্তান্ত হিমালয় ও মেনকাকে নিবেদন করিয়াছি ; তুমি পরমরাজ হিমালয়ের বাল্য কর ; মৌরী তোমার সেবা করিবে, তুমি তাহাকে নিঃশংশ লাভ করিবে। শিব কহিলেন, হে নারদ ! আমি বাহাকে মন্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থগন্ত, সেই গঙ্গারূপিণী সত্যকে লাভ করিয়াছি, তবে আর কাহার কথা বলিতেছ ? নারদ কহিলেন, সত্য দেবী

গন্ধা ও উমা নামে বিধা বিতক্ত হইয়াছেন । একজনকে তুমি মন্তকে ধারণ করিয়াছ, অপরকে বামাস্ত্রে ধারণ করিবে । পূর্বে ইনিই তোমার বামাস্ত্রে ছিলেন, অদ্যও বামাস্ত্রে তাঁতাকে স্থাপন কর । শুকদেব বলিলেন, হে জৈমিনে । দেবর্ষি নারদ এই কথা বলিয়া গমন করিলেন পর, ভগবান্ শত্ৰু ভগন্তার্থ হিমালয়ে গমনপূর্বক একদা ব্রাহ্মণের হস্তবেশধারী হইয়া ভগন্তাচারিণী সতীকে বলিলেন, অগ্নি রক্তোর । তুমি কে ? তুমি কাতার ? কি নিমিত্তই বা ভগন্তা করিতেছ ? তোমার বৈরপ সূহ্মারাক্তী দেখিতেছি, তাঁতাকে বোধ হইতেছে, ইটা তোমার ভগন্তার উপযুক্ত কাল নহে । দেবী বলিলেন, হে বিজ্ঞাতব্য ! আমি হিমালয়ের হুণ্ডিতা, ভগবান্ শিবের প্রাপ্তি-আশায় ভগন্তা করিতেছি ; আমি পূর্বে সক্ষ-প্রজাগতির কর্তা ছিলাম, শিব-নিম্নায় দেহ ত্যাগ করিয়াছিলাম । শিব করিলেন, অগ্নি গুণ-সম্পন্ন সমধিতে । ইত্যাদি বৈশ্বনাথ ত্যাগ করিয়া শ্রবণবানী রূপে দিবকে পতি পাইবার জন্ত কেন যত্ন করিতেছ ? কঠোর ভগন্তাই বা কেন করিতেছ ? তোমার রূপ ও স্বভাবের বশবর্তী হইয়া শিব ভ তোমার পদানত হইবেনই । দেবী করিলেন, হে ব্রহ্মচারিণী ! আমি এই শিবনিম্নায় পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলাম, অতএব আমার কাছে শিবনিম্না করিবেন না ; এক্ষণে মহেশ্বর শিবের স্তব করুন । উহাই আমারিণের পাণের প্রারম্ভিত হউক, আমিও শিবনিম্না-প্রবণে দেহত্যাগ হইতে বিমুক্ত হই । ভবন শিবরূপী ব্রাহ্মণ স্তব করিতে লাগিলেন, হে ত্রিলোচন ! তুমি ত্রিভূবনালক । হে শিব ! হে বিবেচক । তুমি প্রবঞ্চক-বিহারী, তুমি সর্গক আনন্দধর, তুমি কালরূপী, তুমি পাপহারী । হে দেবদেব ! গিরিশ ! ঈশ ! হর ! প্রসন্ন হউন । তাহা শুনিয়া দেবী হর্ষতরে বলিলেন, হে ব্রহ্মচারিণী ! আপনাকেই আমি ভগবান্ শিব বলিয়া বোধ করিয়াছি ; আপনি শিবজ ও লাক্ষ্য শিব—আপনাকে প্রণাম । হে দেবদেব ! আমি ভক্তিসত্কারে নমস্কার করি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । শুকদেব করিলেন, এইরূপে ভগবতী উমা প্রণাম করিলেন, সেই মহেশ্বর ভাঙ্কণীয় রূপে ধারণপূর্বক দুবরাজে বিরাজিত হইয়া বলিলেন, অগ্নি স্মরি ! তুমি আমার প্রাপ্ত হইবে, সমেহ নাই । এই কথা বলিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইলেন, উমাও পিত্রালয়ে গমন করিলেন । অনন্তর মহাযোগী শিব গন্ধাকে মন্তকে ধারণপূর্বক ভার্য্যার্থে নিঃশূন্য হইয়াও তথায় পর্য্যটন করিলেন । তৎকালে শৈলেশ্বর হিমালয় নারদের বাক্যানুসারে শিবের গজবার জন্ত পুত্রী উমাকে নিযুক্ত করিলেন । তিনিও পিতার আদেশে যতপূর্বক অতীত পতিসেবা করিতে লাগিলেন, ভ্রমাপি সেই মহাযোগী তাঁতাকে পত্নীত্ব কামনা করিলেন না । পূর্বকালে ব্রহ্মসম্বাদ-নাম্নী নদী কন্ডাতে উপগত হইতে প্রবৃত্ত হইলে শিব হাসিয়াছিলেন ; এক্ষণে তিনি সেই বহুরাক্ষসে ভদ্রীয়া সমাধিত জন্ত কন্দর্পকে প্রেরণ করিলেন । হে জৈমিনে ! পুশ্ববৃদ্ধারী সেই কন্দর্প পত্নী রতির সহিত আগমনপূর্বক যত্নে সমোহন প্রভৃতি

শর সন্ধান করিলেন । তৎকালে কুম্ভরাজি-বিরাজিত হুজিমান্ বলন্ত আবির্ভূত হইল । তখন মহাদেবের চঞ্চলভাব হইল । তিনি তাহা দেখিয়া তৎকারণ-অঙ্গুলকানে গ্রন্থিত হইয়া পার্শ্বে দৃষ্টিপাতপূর্বক কল্পনাকে কার্পূকে জ্ঞা আরোপ করত অবহান করিতে দেখিয়া দৃকপাতে ভঙ্গ করিলেন । এইরূপে মনন ভঙ্গ হইয়া দেবীর অঙ্গে গমন করিলে ভাচার নাম অনঙ্গ হইল । মঠেশ্বর সেট কামদেবের ভঙ্গ অঙ্গে লেপন করিলেন । তখন তাঁহাকে দেবী কামভাবে দর্শন করিলে তাঁহারও কামভাব উজ্জ্বল হইল । ব্রহ্মাদি দেবগণ শব্দকে লভ্য দেখিয়া খানখ গ্রোহণ করিতে লাগিলেন । চিমাশ্রয়ও তাঁহাকে কস্তানানে উন্মত্ত হইলেন । ব্রহ্মা বিষ্ণু ঐজুতি দেবগণের সমক্ষে সেই মহেশ্বর যথাবিধি উমানদেবীকে বিবাহ করিয়া স্বহানে গ্রহণ করিলেন । অনন্তর দেবগণ তারকাসুরকর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া মহেশ্বরের নিকট গিয়া তুম্বীর বীৰ্যোৎপন্ন সেনাপতি প্রার্থনা করিলেন । তিনিও তাঁহাদের অতীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত সুমেরু-পার্বত্যের মূলদেশে ইলাবৃত্ত বর্ষে পার্বত্যের সহিত রমণে প্রযুক্ত হইলেন । এইরূপে দিব্যপরিমাণে শতবর্ষ অতীত হইল । তাহা দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ ভীত হইয়া অনর্থ চিন্তায় আকুল হইয়া ভাবিলেন, দিব্যপরিমাণে শতবর্ষব্যাপী উমা ও মহেশ্বরের বিহারে যে পুত্র জন্মাইবে, তাহা কোথায় ধারণ করা হইবে । এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহারি কতিপয় বিজ্ঞ প্রদর্শনে তাঁহাদিগের বিহার প্রভিবদ্ধ করিলেন । দেবী বিপ্রদর্শনে লজ্জিত হইয়া বস পরিধান করিলেন । তদনুযায়ী যে বিজ্ঞ । সেই হানীদী দেবীস্বীভার্বে শিবকর্তৃক অভিষেক হইয়া পুরুষের অগম্য ও ত্রৌহ-কর হইল । তখন ভগবান্ শিব, হানজঠে গুরু ধরাতলে নিক্ষেপ করিলেন । অগ্নি অম্বঃ সেই সর্গব্যাপী তেজ ধারণ করিলেন ও সকল দেবতার সম্মুখিত্রমে তাহার ক্রিয়ঃশ পঙ্গাকে ধারণ করিতে বলিলেন । কিছু গঙ্গা তাহা ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া কৈলাস পার্বত্যে শিব-কাননে নিক্ষেপ করিলেন । তাহা হইতে বিশাললোচন, মহাবল, মহাবাহু, মহাসমুদ্র শিবকুমার সেনানীর উৎপত্তি হইল । দেবভাগণ গুপ্তচর্য্যমৌল্যবর্ণ নামলভ্যারে পোষিত - সেই কুমারকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন । তিনি কৃত্তিকাহি জয় মাতার গুপ্তপান করিয়াছিলেন বলিয়া কাক্তিকের প্রভুতি নামে, নিগূহন বলন্ত গুহ নামে ও বইমুখে হুঙ্ক পান করিয়াছিলেন বলিয়া বড়ানন নামে অভিহিত হন । শিব প্রভুতি দেবগণ তাঁহাকে অন্ন পত্র ও বাহনাদি প্রদান করিলেন । তিনি তাঁতাদিগের শত্রু তারকাসুরকে নিপাত করিলেন । দেবদেব উমার সহিত কৈলাস-শিবের বাস করিতে লাগিলেন । যে বিজ্ঞবর । পার্বত্যী শিববিচ্ছেদ অসঙ্ক ২৩য়ার, তথায় তুম্বীর অর্দ্ধাঙ্গ হরণ করিলেন । তথায় মহেশ্বর প্রেক্ষাকাশি পার্বত্যীকে সঙ্কদেবতার মন্ত্র ও ব্রহ্ম বলিমা-হিলেন । যে বিজ্ঞ । কল্পণে শিব পূর্বপ্রিয়া সতীদেবীকে লাভ করিলেন, তাহা এই বলিলাম । এই পুণ্য আখ্যান পাঠ, জবণ ও জপে অতীষ্টদায়ক ; এক্ষণে আর কি বলিতে হইবে, বল ?

অনোবিশ্লষ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

## চতুর্বিংশ অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন, হে ঙুরো! আপনি মহাপুণ্য-জিণখগামিনী গঙ্গার অবতরণকথা বলিলেন। এক্ষণে তাহাতে কর্তব্য ও অকর্তব্য কি তৎসমস্ত বলুন; আপনার মুখনিঃসৃত বাক্যস্বাপানে বিভূতা উপলব্ধি হয় না, কারণ আপনার বাক্য অন্ধ অর্থে প্রসরণ-স্বরূপ। ব্যাস কহিলেন, জৈমিনি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ভাগবতপ্রদান মহর্ষি সামান্যচিত্তে নিজদিব্য জৈমিনিকে বলিতে লাগিলেন। শুকদেব বলিলেন, মহাপুণ্যকর মনোরম গঙ্গাধর্ম জ্ঞাপন কর, প্রবণেই গঙ্গাপ্রানের কলপ্রাপ্তি হয়। হিমাশ্রয় হইতে গঙ্গানাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত যে দেশ, উহা অপেক্ষা পরম পবিত্র স্থান নাই। অযোধ্যা, মথুরা, মায়ী, কান্ধী, কাকী, অবন্তী ও হারাবতী—এই সাতটি মৃত্তিক্ষেত্র। উল্লেখ্য অযোধ্যা ত্রিগ্রামচক্রের নগরী, মথুরা কৃকপালিত নগরী, মায়ী কামরূপ, কান্ধী শিবপুরী, কাকী বিবিধ—শিবকাকী ও বিহুকাকী, অবন্তী সমুদ্রের ভীরে ত্রিপুত্রবোস্তম এবং হারাবতী সমুদ্র-মধ্যস্থিত কৃকনির্মিত পুরী,—এই সাতটি পৃথিবীমধ্যে গণ্য নহে। অযোধ্যা মহাপুরী ত্রিগ্রামচক্রের গম্বুকের অগ্রভাগে হিত, কেশবের জয়নগরী মথুরা মৃদনচক্রের মূর্ত্ত, ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণে সেবিত মায়ানগরী শিবলিঙ্গের উপরিস্থিত, কান্ধী শিবের ত্রিশূল-স্থিত এবং শিবকাকী ও বিহুকাকী বাম ও দক্ষিণ হস্তে ধৃত। দিব্যপুরী অবন্তী হরির পাশ্চো-পরি স্থিত ও হারাবতী বিষ্ণুর পাঞ্চজন্ম শয্যোপরিস্থিত। এই সকল নগরীকে মোক্ষদায়িনী বলিয়া দেবগণ যেমন গণনা করিয়াছেন, শিবমন্তকোপরিস্থিত সুরধ্বনী গঙ্গাও তদ্রূপ। ইহঁকে ধারণ করিতে অসম মহাদেব নিজ মন্তককে অষ্টহস্তাধিক সান্নিধ্যোজন বিবৃত ও কিঞ্চিদূর যোজনশত দূরীভ করিয়াছিলেন। অতএব গঙ্গাভিত্ত দেশ কদাচ পৃথিবীমধ্যে গণ্য নহে; প্রভূত বিশ্বমুক্তি মহেশ্বরের মন্তক বলিয়া কীর্তিত আছে। অলকন্দানারী এই গঙ্গা দক্ষিণবাহিনী, মতুবা গঙ্গা কোনস্থানে পূর্ববাহিনী, কোনস্থানে পশ্চিমবাহিনী, কোণার বা উত্তরবাহিনী, কোনস্থানে বা দক্ষিণবাহিনী। দক্ষিণবাহিনীর শতগুণ পূর্ব-বাহিনী, ভাটার শতগুণ পশ্চিমবাহিনী, ভাহার সহস্রগুণ উত্তরবাহিনী। যে বিপ্র! সর্গভোজিতদায়িনী গঙ্গা ভারতের সর্বস্থানের বিধানে সান্নিক্ষরূপে আছে। এই গঙ্গা-সদৃশ ভীষণ নাই; গঙ্গা পরমদেবতা, ইনিই বসতিস্থান; ইনিই পরমগতি। দেবী গঙ্গা আকাশে, পর্বতে, ধার ও পাভালে সর্বত্র আছে। এই গঙ্গার জলে স্নানাদি পুণ্য-কার্যে দেশাদেশ, কালকাল ও পাত্ৰাণাদি বিচার নাই। কীটপতঙ্গাদি ক্ষুদ্র জীবগণও গঙ্গাজলে মৃত হইলে কীটাদি দেহ ভাগ করিয়া মুহূর্ত্ত স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। সগরপুত্রগণ ভ্রমোভাবে পরিপূর্ণ, পাপাচারী, ব্রহ্মশাপে ভস্মীভূত হইলেও বাহার জলস্পর্শে বহুকালের পর স্বর্গভিলাষ করিল; তখন বাহারা ভক্তিপূরক সেই পাপনামিনী গঙ্গার সেবা করে, তাহাদিগের ত কথাই নাই। যে ব্যক্তি শত শত যোজন অন্তরে থাকিয়াও “গঙ্গা গঙ্গা”

এই নাম যুগে বলে, সে সৰ্বপাপমুক্ত হইয়া বিহুলোকে গমন করে । যে দুৰ্দ্ধতি জনাবদি নিরবচ্ছিন্ন পাপকৰ্ম্ম করিয়া গঙ্গাস্বত্ব লাভ করে, মোক্ষ তাহার কিতর হইয়া থাকে । অতএব হে জৈমিনে ! গঙ্গার রক্ষা সৰ্ব্বপ্রথমে কর্তব্য ; পরিত্যাগ কর্তব্য নহে, তাহা হইলে কাহারও পরিত্রাণ নাই । জৈমিনি কহিলেন, হে ব্রহ্মণ ! গঙ্গার রক্ষা ও পরিত্রাণ কিরূপ ? এ বিষয়ে আমার সংশয় নিরাস করন । শুকদেব বলিলেন, প্রবাহ হইতে চারি-হস্ত পর্য্যন্ত যে স্থান, তথাকার স্বামী লাক্ষ্য নারায়ণ ; উত্তর অস্ত্রে কেহ কদাচ নহে । এইস্থানে পূণ্যবান্ ব্যক্তি প্রাণাত্যয়েও কিঞ্চিৎ প্রহরণ করিবে না অথবা সংপাত্ত প্রাপ্ত হইলেও দান করিবে না । যেরূপে তু প্রতিব্রতের অভাবেই দানাত্যব বুঝায়, গঙ্গার পরক্ষতিকর কার্য্য সম্ভব নহে । হে বিপ্র ! গঙ্গায় প্রতিগ্রহ করিলে তাহাকে বিক্রয় করা হয় । গঙ্গাকে বিক্রয় করিলে জনার্দ্রনও বিক্রীত হন । জনার্দ্রনকে বিক্রয় করা হইলে ত্রিভুবনও বিক্রীত হয় ; সূতরাং নিঃসম্বন্ধ বশত তাহার আশ্রয়তা কেহ থাকে না । হে জৈমিনে ! মিথ্যা কটু বা অপারমার্গিক বাক্য, দান, প্রতিগ্রহ, ক্রম, বিক্রয়, পরদায়ক-কার্য্য, শত্ৰুপাত, বস্ত্রক্ষালন, নিজ গাত্রেয় মূলকৰ্ম্মণ, পরম্ভোষ্য পুজা, মৈথুন, ভোজন, অশ্রম বা অন্ত্যস্ত-বিষয়ের কথন, পাদ-প্রক্ষালন, মিষ্টবন, অপান-বায়ু-মিঃসারণ, উচ্ছিষ্ট-ক্ষেপণ, দণ্ডভাটন, অভ্যস্ত ভাবে স্নান ও অস্ত্র তীর্থ বা অস্ত্র জলের প্রশংসা ; এই সমস্ত গঙ্গার পরিত্রাণ করিবে । অভ্যস্ত বিবিধ,—মস্তকাবধি বারি-মার্জন ও মস্তকে নিষ্কৃত তৈলের পাদ পর্য্যন্ত ধারায় পতন ; এই উভয় প্রকারই ত্যাগ করিবে । গঙ্গায় প্রাণান্তেও শপথ, স্বজন্ম-বিচরণ, স্থানাহান-কল্পনা এবং এক বস্ত্রে বা অনেক বস্ত্রে, স্বর্ণ ও রৌপ্য অঙ্গে ধারণ না করিয়া স্নান করিবে না । আলস্ত, শোক, মোহ, হৃৎপ্ৰচিন্তা, নাস্তিকতা, বিষাদলিপ্সা ও পাপচিন্তা গঙ্গাতীরে পরিহার করিবে । তাজি মালের কুকচতুর্দশীতিথিতে যে পর্য্যন্ত জন উঠে, ততদূর গঙ্গার গর্ভ বলিয়া জানিবে ; তাহার উর্দ্ধ তীর নামে খ্যাত । এই তীর দেড় শত হাত বিস্তৃত ; তীর হইতে চতুর্দিকে হইে ক্রোশ পরিমিত স্থান ক্ষেত্র-সংজ্ঞিত, এইরূপে তীর ও ক্ষেত্র সৰ্বপাপ-মুক্ত জানিবে । প্রবাহ হইতে শত হস্ত পর্য্যন্ত গর্ভক্ষেত্র কহে । তথায় কি কি কার্য্য ব্রহ্মস্মার, তাহা অবহিত-চিত্তে গ্রহণ কর । এই গর্ভক্ষেত্রে হিংসা, ঘেব, কলহ, মিথ্যাবাক্য, প্রতিগ্রহ, স্থানাহান-কল্পনা, অশাস্ত্র-বচন, পরাম্ভোজন, পরম্ভোষ্যোপভোগ, শোক, মোহ, হৃৎপ্ৰচিন্তা, নাস্তিকতা, পাপভাবনা, ভিক্ষা, লিপ্সা, চাঞ্চল্য ও পরিহাস বর্জন করিবে । হে বিজ্ঞ-পুংসব ! গঙ্গাতীরে বাহা পরিত্রাত্য্য ; এক্ষণে তাহা বলি-বেছি । মিথ্যাকথন, শোকপ্রকাশ, মোহ, নাস্তিকভাব, পাপবুদ্ধি, কটুবাক্য, পরের ঈর্ষাদায়ক কার্য্য, শাস্ত্র-বিগর্হিত বাক্য, কোন বিষয় না জানিয়া বলা, অস্ত্র তীর্থের প্রশংসা, অস্ত্র জলের প্রশংসা এবং স্থানাহানের বিচার ; এই সকল গঙ্গাতীরে বর্জন করিবে । উদ্ধৃত গঙ্গাজল দ্বারা জলনাশ্য কার্য্য সকল করিবে । বিদ্বি গঙ্গার তীরস্থ



হইয়া বস্ত্র জল স্পর্শ না করেন, তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে ব্রহ্মা বলিয়া অবগত হউন । এই মহাতীর্থ গঙ্গাতে বাবতীর দৈব ও পৈত্র কার্যে ক্ষত্যাশোচ হয় না । গঙ্গাতীর ও বেদিকে গঙ্গা প্রবাহিতা আছে, সেই দিক্কে মল-মূত্রাদি ভাগ করিবার কারণ পরিহার করিবে, গঙ্গার সন্নিহিত বাবতীর স্থানই পরমপবিত্র ; সুতরাং তথা হইতে কদাচ অন্ত্র বাইবে না । এ সকল হানে পুণ্যকার্যের বাতুল কল প্রাপ্ত হওয়া যায়, পাপকার্যেরও তাদৃশ জানিবে । ময়প্রহরণ, ময়জপ ও দেবার্জনা গঙ্গাতটে বিশেষ ফলদায়ক হয় । এক্ষণে নারায়ণ-কোষে যে কিছু কঠব্য, তাহা নিরূপণ করিতেছি ।

গুরুব্রত পরিধান করিয়া সাবিত্রীজপ, জাত, তর্পণ, পরোপকারকর্ম, দানার্ঘ্যবোৎসর্গ, ইষ্টদেবের ঐতিকর কার্য এবং পূর্বে যে ক্বা দান করিবে বলিয়া সংকল্প রহিয়াছে, পাজহতে তাহার দান, তুষপাঠ ও মৌনতাপ করিবে এবং এ হানে মৌচ ব্যক্তির সহিত লভাষণ করিবে না । কেবল ব্রহ্মতাপনারী জলদ্বারা পান করিবে, এই সকল কার্য নারায়ণ-কোষে আচরণ করিবে ।

চতুর্জিৎস অব্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

### পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

যদি বলিলেন, যেকালে মানবের মন গঙ্গাদর্শনার্থে ব্যাকুল হইবে, তখনই তথায় গমন করিবে এবং স্নাত হইয়া দেবতা, ঋষিগণ ও পিতৃলোকের অর্জনা করিবে । তথায় গুরুব্রত পরিধান করত প্রার্থনায় অভ্যাস করিবে । গঙ্গার গমন কালে মৈথুন, কলহ ও হিংসা পরিহার করিবে এবং মলিন বসন গ্রহণপূর্বক ইষ্টদেব, গণেশ, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য, সরস্বতী, গো, ব্রাহ্মণ ও পতিব্রতা সকলকে বক্ষ্যমাণ বাক্য দ্বারা প্রণাম করিবে । গুরুজপ, পিতৃজপ, দেবজপ, দিক্‌পালজপ, গ্রহজপ, ঋষিজপ, চারণ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরজপ এবং দেবদেবীজপ আপনাদের সকলকে আমি এক্ষণে প্রণাম করিতেছি ; আপনারা আমার এই গঙ্গাস্নান-বাজ্যার সিদ্ধিদায়ক হউন । এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গঙ্গার প্রহান করিবে । বিষ্ণু ও তুলসীভরকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া বিষপত্র আশ্রয় করত গঙ্গার বাজ্য করিবে । গঙ্গাবাজী মানব পবিত্রবোধে দিবারাজ শয়ন, ভোজন ও দানাদি সকল কার্যেই গঙ্গানাম স্মরণ করিয়া কালবাগন করিবে । গঙ্গাবাজী ব্যক্তির পথে যদি মূড়া হয়, তবে তাহার গঙ্গামূড়ার ফল হইবে, ইহাতে সংশয় নাই । দেবতার জীবের গঙ্গাদর্শনের বিরোধী হইয়া থাকেন, তাহার উদ্বেগ, বাহাতে সে ব্যক্তি গঙ্গায় অবগাহন করিয়া তাহার সমান না হইতে পারে । যেমন রাজি-অবসানে অন্ধকার সকল নিস্তৃত হয়, তদ্রূপ জীবদেহের পাপরাশি গঙ্গাবাজ্যার উদ্যোগ করিবারাজ সান্নিধ্যহীন হইয়া

থাকে; তথাপি তখন তাহার পদে পদে গমনবিঘ্ন করিয়া থাকে। কিন্তু গঙ্গায়  
 বায়ুস্পর্শমাত্রে সেই সকল পাপ বিনষ্ট হয়। তখন দেবতার নিকলে তাহার বিশ্বকারী  
 হন; সুতরাং গঙ্গাবায়ুস্পর্শ হইলে বক্ষ্যমাণস্তব পাঠ করিবে,—বাহাতে সর্বদেবদেব  
 ভগবান্ বিহু পরিভূট হন। যে বিভু নিজ মহিমার অবহিত হইয়া নিজের অশ্রমেরতা  
 প্রকাশ করিতেছেন, সেই শোকমোহ-বহির্ভূত সনাতন বিহুকে ধ্যান করিবে। আসনাদিতে  
 অনংশ্টে যে ঙ্গাভীত ঈশ্বরকে যোগিগণ সর্গদা সেবা করিয়া থাকেন, সেই শান্তিময়  
 বিশ্বরূপ সনাতন বিহুকে ধ্যান করিবে। ইহার ন্যায়ন বোমসেহ সূৰ্য ও চন্দ্রের  
 একমাত্র আশ্রয়, সেই বর্ষ ও অর্ধবর্ষের আলয় সনাতন বিহুকে ধ্যান করিবে। তিনি  
 ক্ষর ও অক্ষর হইতে অতীত, ইহার জন্ম মৃত্যু নাই, সত্যই ইহার সত্য, সেই অতলমহাতা  
 সনাতন বিহুকে ধ্যান করিবে। পণ্ডিতেরা ইহাকে নিত্যকারণ ও কার্যরূপে অবলোকন  
 করেন, সেই ত্রৈলোক্যী পরমাত্মা বিহুকে ধ্যান করিবে। ব্যাসাদি যোগপরায়ণ ঋষিগণ  
 ধ্যানমগ্ন হইয়া ইহাকে ভাবরূপ পুষ্পরাশি দ্বারা অর্চনা করেন, সেই সনাতন বিহুকে  
 ধ্যান করিবে। এই যোগিজনাঙ্কাদিক পবিত্র বিষ্ণুকে যে ব্যক্তি পরম ভক্তিসহকারে  
 পাঠ করেন, তিনি বিহুর সদৃশ হন। এই স্তবপাঠে বিহুসদৃশ মানব গঙ্গাকে  
 অবলোকন করিবে এবং পরমপবিত্রা গঙ্গাকে দর্শনের পর হে দেবি। জগজ্জননি।  
 স্রিয মন্তকবাণিনি। মাতর্গঙ্গা! আজি আমার জন্ম সকল হটুক, আপনাকে প্রণাম  
 করিতেছি। এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক সেই ভগবতীকে প্রণাম করিবে এবং হে  
 গঙ্গা! তোমাকে স্মরণ করিলাম, আজি দর্শন করিলাম, এক্ষণে স্পর্শ করিতেছি।  
 হে জগজ্জননি! তুমি বিহুদেহ-শ্রবণী, আমার প্রতি প্রেমদা হও। অতঃপর  
 উত্তর ও অধর বাণ পরীধানপূর্বক ইষ্টদেবপ্রীতিকামনার স্মরণ করিবে। বাহার  
 এই জলপ্রবাহে সজ্জন করে, আর তাহাদিগকে ভবসমুদ্রে মগ্ন হইতে হয় না; আজি  
 আমার সমুখে সেই জলরাশি, দেবতার ইহার গঙ্গা নামে গান করিয়া থাকেন।  
 গঙ্গাসলিলে তীর্থাবাহন মাই এবং ইহাতে সন্তান না করিয়া স্মরণ করিলেও নিম্পাপ  
 হইয়া থাকে। এই স্থানে যথাবিধানে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে এবং  
 অজ্জিহ্বা পরিভাষণ করিয়া নিজ ইষ্টদেবতার পূজা করিবে। গঙ্গাভীরে জিরাঙ্ককাল  
 বাস করিবে; কারণ ঐ স্থানে ঘেটুকু সময় থাকিবে ঐ সময়ই মার্ধক হইল, জন্মিবে।  
 গঙ্গা হইতে প্রত্যাগমন কালে পুনরায় তাহার দর্শনবাসনার প্রার্থনা করিবে। জীবের  
 গিতা, মাতা, জী, পুত্র, কস্তা বা ধনরাশির বিয়োগে তাড়ন দুঃখ হয় না, যন্ত্রণা দুঃখ  
 গঙ্গার বিয়োগে হইয়া থাকে। তে বিপ্র! অগস্ত্যদেশ উৎসবসন হইলে উৎসবহীন  
 জন্মিবে, আর যে দেশে গঙ্গা নাই সে দেশ গমনের অযোগ্য। যে ব্যক্তি একপাদে  
 অবহিত হইয়া অশ্রুতবধি তপস্তা করেন, তাহা অপেক্ষা দশমাত্রাকাল গঙ্গার বাসকারী  
 পুরুষই জ্যেষ্ঠ। যে ব্যক্তি এক পক্ষ বা এক মাস গঙ্গার বাস করে, সেই ব্যক্তিকে ভগবতী

গঙ্গা দত্তমসংখ্যায় কল বিতরণ করিয়া থাকেন। মানব যাবৎকাল গঙ্গায় বাস করে সেই ক্ষেত্রে তদীয় পিতৃগণ ও দেবতার। তাহার প্রতি পরম সন্তোষ থাকেন। ঐ সময়ে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া ব্যক্তিকে এবং ভিক্ষারূপে বা পরশ্রমদ্বারা অন্ন গ্রহণ করিবে না, পবের নিষা করিবে না। যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরে অবস্থান করিয়া পরনিষা করে, সৰ্ব্বভূতময় বিষ্ণু তাহার প্রতি ক্রোড়িত হইয়া পরাক্রম হন। গৃহস্থ গঙ্গায় স্নানার্থ আসিয়া যদি ততুল সূর্য বা বজ্রাদি যে কিছু দ্রব্য গ্রহণ করে, তবে তাহার গঙ্গার আশ্রমের সম্যক ফলসিদ্ধি হয় না এবং যে ব্যক্তি গঙ্গায় উপস্থিত হইয়া স্নান উপেক্ষা করে, সেই পাপাত্মা সৰ্বদা পশু হইয়া থাকে। তীরবাসীরা প্রত্যহ, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে গঙ্গাকে দর্শন করিবে। যে ব্যক্তি স্নান না করিয়া তীর পরিভ্রমণ করত সূর্য গমন করে, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপ তাহাকে আশ্রয় করে। নিত্য গঙ্গাস্নানী গঙ্গাতীরবাসী ব্যক্তিকে যথাবিধানে পূজা করিলে অবশেষে যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যে ব্রাহ্মণ গঙ্গাহীনদেশে বাস করে, যদি তার বাসভবন ভগ্ন হয় এবং তখন যদি সে দেবী গঙ্গাকে আশ্রয় না করে, তবে বিধাতাই তাহাকে বধন করিলেন, জানিবে। সেই সকল গ্রাম, জনপদ, পৰ্বত ও আশ্রম পবিত্রতম বলিয়া জানিও,—বাহাদিগের মধ্য দিয়া নদীপ্রভৃতি ভাগীরথী প্রবাহিতা হইয়া থাকেন। বিদ্যাবিকাশের মত ক্ষণস্থায়ী চূর্ণিত মনুষ্যজন্ম পাইয়া যে ব্যক্তি গঙ্গার সেবা করে, সেই ব্যক্তিই বুদ্ধির পরপারে যাইয়াছে অর্থাৎ পরম বুদ্ধিমান বলিয়া তাহাকে জানিবে। যে মহাত্মা বহুগুণ্যপ্রভাবে দেবলোকেও পূজিত হইয়া থাকেন, তাহারাই পৃথিবীতে গঙ্গাকে সহস্র সূর্যের স্তায় প্রভাশালিনী দেখিয়া থাকেন আর নাস্তিকের। ঐ দেবীকে সাধারণ জনপূৰ্ণ ও সামান্ত নদীর মত দেখিয়া থাকে। কারণ কৃত পাপ তাহাদিগের দর্শনের ব্যাঘাত করে। যে ব্যক্তি গঙ্গাহীনদেশে পরিভ্রমণ করিয়া গঙ্গাতীর আশ্রয় করে, সেই দেবভূক্ত মনুষ্যই বুদ্ধিমানদিগের শ্রেষ্ঠ। হে বিজয়! বাহার পিতৃপিতামহরূপে গঙ্গাতীরে বাস আছে, সে ব্যক্তি মানবচর্যে আচ্ছাদিত ভগবান্ শিব, ইহাতে সন্দেহ নাই। গঙ্গাতীরবাসী ব্যক্তিকে যিনি সুলক্ষণা কল্পা সংপ্রদান করেন, তাহার পিতৃগণ প্রত্যহ গঙ্গাজ্ঞান ভোগ করেন এবং যিনি গঙ্গাতীরবাসীকে ভূমিদান করেন, তিনি চতুর্দশ ইন্দ্রের অবস্থানকাল ব্যাপিয়া স্বর্গরাজ্য ভোগ করেন। গঙ্গাতীরবাসী ব্যক্তি অপরাধী হইলেও যিনি তাহাকে পরদ্বারকা তাড়না করেন, তাহার পাপফল শ্রবণ কর,—দেবতার। ও পিতৃলোক ভগ্নদেবিত হইলেও বিমুগ্ধ হন, গঙ্গা তাহাকে পরিভ্রমণ করেন; সে চিরকাল মহাক্ষ অবস্থান করে। যিনি গঙ্গাতীরবাসী ব্যক্তিকে সূর্যের স্তায় দর্শন করেন, তাহারই নির্মল নয়ন দেবদর্শনে সক্ষম হয়। হে বিজয়! যিনি গঙ্গাতীরবাসী ব্যক্তিদিকে গঙ্গালোক বলিয়া নির্দেশ করেন, গঙ্গাদেবী তাহাকেই অমৃতগ্রহ করিয়া থাকেন। হে জৈমিনে! সম্বচেতা ব্যক্তিরাই, দেবতারও পূজনীয়, গঙ্গাতীরবাসী মানব-

দ্বিগুণে পাণ্ডবজনক মনুষ্য জ্ঞানে অবমাননা করিয়া থাকে ; কিন্তু সে অবগত নহে যে, দেবতারাই মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া গঙ্গাতীরে বিচরণ করেন ; সুতরাং কুণ্ঠাকাজ্ঞী ব্যক্তি কদাচ তাহাদিগকে অবমাননা করিবে না। যে যুনে। অসংখ্য পিশাচগণ শিবের আদেশে বায়ুরূপ ধারণ পূৰ্ব্বক গঙ্গার উত্তর তীরে অবস্থান করিতেছে। তাহাদের যে কার্য ও যে কারণে তাহারা ঐরূপে নিবোজিত আছে, তাহা প্রবণ কর। হে বিপ্রবর। ঐ গঙ্গাতীরে যে পাপাত্মারা বিষ্ঠা, মূত্র, মেখা, কেশ, মথাদি পরিত্যাগ করে, পিশাচেরা সেই কদৰ্য্য বস্তু তাহাদিগকেই ভোজন করায়। বাহারা মিথ্যাবাদী, দুই, গুরুসেবা-পরাজুণ, রূপা হিংসাকারী, ধন ও বিশ্বাসঘাতক ; তাহাদিগকে মরণ সময়ে গঙ্গাপিশাচেরা গঙ্গাভট হইতে হরণ করিয়া, আকাশপথে লইয়া স্থাপন করে। পরে তাহারা সেই শূন্যমার্গেই প্রাণত্যাগ করিয়া পরম হর্ষভি প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু পাপিষ্ঠেরা ইহা দেখিতে পায় না। এই সকল ব্যাপার জানীদিগেরই নয়নগোচর হয় ; হে জৈমিনে। ইহার লক্ষণ বলিতেছি, প্রবণ কর। বাহারা গঙ্গার বিষ্ঠা বা মূত্র ত্যাগ করে, তাহারা চিররোগী হইয়া থাকে, বহুকাল উন্নত হইয়া সৰ্ব্বদা দীর্ঘ বাসবহন করে তাহাদের দেহ মলিন হয়, ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া যায় ; এইরূপ অবস্থায় তাহারা মরে, তাহাকেই উক্ত পিশাচেরা শূন্যমার্গে লইয়া যায়। গঙ্গাভৈরব নামে অপর কতকগুলিন শিবের কিষ্কর আছে, তাহারা সৰ্বদা নানারূপে বিচরণ করত গঙ্গাকে রক্ষা করিতেছে। তাহাদের যে কর্তব্য, তাহা বলিতেছি, প্রবণ কর। হে মহাত্মা। যে সকল পুণ্ড্র বা নৈবেদ্যাদি বস্তু অদত্ত হইয়া, গঙ্গাপ্রবাহে ভাসমান হয়, তাহারা সেই সমুদ্র প্রবেশপূৰ্ব্বক গঙ্গাদেবীকে ও শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণকে পূজা করিয়া থাকে এবং বস্ত্রনিষ্পীড়িত জল ও পরিবাসের পরত্যক্ত বস্ত্র গঙ্গাজলের সন্নিহিত হইবা মাত্র গঙ্গায় পতন আশকা করিয়া, তাহারা নিজ মস্তকে গ্রহণ করে। বাহারা মদ, মাংসর্ষা ও হিংসারূপে আক্রান্ত, সেই সকল দুইবৃদ্ধি ব্যক্তিকে দেবতার গঙ্গা হইতে দূর করিয়া দেন ; সুতরাং তাহারা অন্ততঃ প্রাণত্যাগ করে। সে কারণ সৰ্ব্বভোভোবে হিংসাদি পরিবর্জন করিবে। হে বিপ্র। এই তোমাকে নিজ বোধোন্মাদী গঙ্গামাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম, এক্ষণে গঙ্গায় মরণের ফল কহিতেছি, প্রবণ কর।

• পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

## ষড়বিংশ অধ্যায় ।

রবি কহিলেন, হে জৈমিনে। যে ব্যক্তি কোটিজন্ম নিষ্পাপ হইয়া আসিতেছে, তাহারই গঙ্গায় মরণ হয়। গঙ্গায় প্রবাহ হইতে চতুর্দশ পরিমিত যে স্থান, তাহাতে যে দেহীর

প্রাণভাগ হয়, তাহাকে আর দেহ আজ্ঞ করিতে হয় না এবং তাহাতেই তাহার কোটিজন্ম সঞ্চিত পুণ্যের প্রকাশ পায়। হে বিজয়র! ত্রীষের জন্মের সহিতই মরণ উৎপন্ন হইয়া থাকে; যদি সেই মরণ গঙ্গাজলে হয়, তবে তাহার চিরদিনের মত জন্মও বিনষ্ট হইয়া থাকে, অর্থাৎ গঙ্গামৃত ব্যক্তিকে আর দেহধারণের কষ্ট পাইতে হয় না। হে জৈমিনি! শত অকার্যকারী ব্যক্তিরও গঙ্গায় মৃত্যু হইলে, তদীয় পাপরাশি গুরুভাগ্যবন্ত অযোগ্য হইয়া এবং বলবৎ পুণ্য লব্ধভাগ্যবন্ত উর্দ্ধগত হয়; দেহী সেই পুণ্য-অবলম্বনে উর্দ্ধে গমন করে। সামান্ত পক্ষী হইতে পরম যোগী পর্যন্ত যে কোন জীব, জ্ঞান বা অজ্ঞানপূর্বক গঙ্গায় প্রাণভাগ করিবারাজ মুক্তিলাভ করে। জৈমিনি কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি বলিলেন যে, মিথ্যাকথনাদি পাপে দূষিত ব্যক্তিদিগকে মৃত্যুসময়ে গঙ্গাপিণ্ডাচেরা এই বিমুক্তকর হইতে উর্দ্ধে লইয়া যায়। কিন্তু এতেন! পক্ষী বা কীটদিগের কিরূপে গঙ্গামৃত্যু হয়? কেমনেই বা গঙ্গাতে ব্রহ্মহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়? তাহা বলিয়া আবার মনের সংশয় শীঘ্র দূর করুন, যেহেতু ইঞ্জিরের অগোচর অভিসৃষ্ট বিষয়ও ভবদৃশ যোগিগণ জামিতে পারেন। আপনি কহিলেন, হে জৈমিনি! বাহারি মিথ্যাবাদী, হুট ও ভুলসেবার বিমূখ এবং বাহারি বৃথাচিন্তা করে, ধনভায় পরিপূর্ণ বা বিশ্বাস-হীন; তাহার বাবংকাল জীবিত থাকে, তাহাদিগের সেই সকল পাপরাশি গঙ্গামর্দন-কর্মের ব্যাঘাত করিয়া থাকে; সুতরাং সেই পাণ্ডিত্যেরা শূন্তমার্গেই প্রাণভাগ করিয়া থাকে। পরে সেই পাণ্ডিত্যেরা শূন্তমরণহেতুক ভূরিপাণে আক্রান্ত হইয়া অনন্ত নরক ভোগ করত পাপাবসানে নরশ্রেণে জন্মগ্রহণ করে ও সেই জনেই গঙ্গায় প্রাণভাগ করিয়া মুক্তিলাভ করে। ত্রিবাংগযোনিভাষিগের পাপের কলভোগ এ গেরেই হইতেছে, সুতরাং তাহাদের গঙ্গামরণে পিণ্ডাচেরা ব্যাঘাত করে না। পরে তাহার স্বর্গভোগের পর নির্বাণ মোক্ষের অধিকারী হয়। ব্রহ্মহত্যা, গো-হত্যা, ক্রী-হত্যা প্রভৃতি পাপ সকলও একমাত্র মতাপালনরূপ পুণ্যে বিনষ্ট হয়; সুতরাং এই মহাপাত-করীও মতাকথনরূপ পুণ্যে মুক্তিদায়িনী গঙ্গাকে প্রাপ্ত হয়। হে মহামুনে! এক্ষণে আর কি সংশয় আছে? তাহা জিজ্ঞাসা কর। জৈমিনি কহিলেন, হে মহাত্মা! এইরূপ গঙ্গায় মৃত্যু কোথায় কাহার হইয়াছে? তাহা শুনিতে বড়ই-ইচ্ছা হইতেছে, তাহা আশা করে বলুন। আপনি কহিলেন, হে বিজয়র! সগরসন্তানগণের অভিহৃৎ সন্মতি কথ্য পূর্বে বলিয়াছি, এক্ষণে অস্ত্র এক ইতিহাস বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বে কীকট-নাথক দেশে প্রজালোকের হিতার্থী কাককর্ণনারা রাজা ছিলেন। তিনি নিজাই ব্রহ্মের যেষ করিতেম। সেই রাজা নিরত রত্ন ও তরোত্তরে আক্রান্ত ছিলেন বলিয়া বর্ষকথা তদীয় কর্মে ব্রহ্মের স্তায় বোধ হইত। সেই দেশে গঙ্গা নামে একটি পুণ্য প্রদেশ ও পিতৃ-গণের স্বর্গপ্রদায়িনী কর্ণা নদী এক নদী ছিল, কিন্তু এ উত্তর দানে রাজা স্বয়ং বাইতেন না বলিয়া কেহই গমন করিত না। কিছুকাল পরে রাজা এক নিত্যগঙ্গানারী গঙ্গা-

পরায়ণ মাধু-বণিককে দেখিতে পাম। সেই বণিক রাজাকে বহুল অর্থ প্রদান করিলেন, তাহাতে রাজা অত্যন্ত প্রীত হইলেন, বণিকও রাজার অনুরোধে তথায় বাস করিলেন। সেই বৎসরের মধ্যেই কাককর্ণ রাজার প্রবল দাহজ্বর নীড়ায় যুড়াকাল উপস্থিত হইল। তখন সেই পরম নাস্তিক রাজা বহুবর বণিককে অংলোকন করিয়া তদীয় বিচ্ছেদ-স্থঃ অশ্রুতর করিয়াই রোগন করিতে লাগিলেন। কাককর্ণ কহিলেন, হে সখে! হে মহাভাগ! আমি মরিতেছি, ইহাতে সন্দেহ নাই। তুমি আমার সকল কর্মেই বিখ্যাত, সুহৃদ, সখা ও বন্ধু। হে বণিকবর! আমার এই শিশু সন্তান-দ্বিনকে ও এই সমুদ্র রাজ্যটিকে তুমি রক্ষা করিও। বণিক কহিলেন, হে মহারাজ! দেহী মাতেরই মরণ নিশ্চয় এবং একমাত্র ঈশ্বরকেই স্রষ্টা ও হৃৎথের কর্তা বলিয়া জানিবে। আত্মাই সকলের শোকস্থান, অস্ত্র কেহ নাই; কারণ সকলে আত্মলব্ধি কর্মকলই ভোগ করে, কখন পরোপার্জিত ফল ভোগ করে না। হে মহারাজ! যখন দেহই আপনার নহে, তখন অস্ত্র পুত্রাদির কথা কি প্রয়োজন? এ সময়ে বিহু শিব ও গঙ্গাকে স্মরণ কর। উইদিগকে স্মরণ করিলে চিরদিনের মত দেহবন্ধন ছিন্ন হইবে, তুমি সন্মতি লাভ করিবে এবং তোমার পুত্রাদি স্বজন্মদেহাও কল্যাণলাভ করিবে। কাককর্ণ কহিলেন, হে সখে! আমার এই বিপদকালে এরূপ বাক্য বহুতত নহে। আমার বালক পুত্রকে আশ্রয় কর, আমি তাহাকে তোমার হস্তে অর্পণ করি; কারণ অস্ত্র বলবান রাজার আমার পুত্রকে বাহাতে নীড়ন না করে, আর তুমি যে কথা বলিলে, তাহা কি আমি ভ্রমাবশি শুনি নাই। বণিক কহিলেন, হে মহারাজ! শোক করিও না, জী পুত্রকে প্রতিপালন কর; আর আমিও ত মরিষ, তবে কেমনে তোমার পুত্রকে রক্ষা করিব? কাককর্ণ কহিলেন, হে সখে! আমি সমুখে ভীমাকৃতি আরক্ত-ময়ন দুইটি বীর পুত্রকে দেখিতেছি, এক্ষণে তোমার বাক্য আর শুনিবার জন্ত থাকিতে পারিতেছি না; তুমি আমার স্বজনদিগকে রক্ষা করিও। শুক কহিলেন, বার্ষিক রাজা কাককর্ণ এই কথা বলিয়াই যমপুরীস্থিত নদীর তটস্থ নিরাক্ষণ করিতে লাগিলেন, তদীয় সকল ইচ্ছার জ্ঞান বিলুপ্ত হইল; বহুক্ষণে বহুকষ্টে তিনি প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। হে বিজয়বর! যমদূতের তাহাকে লইয়া যাইলেন, এমন সময় অস্ত্র এক ভৈরবনামক গঙ্গাতীরবাসী দূত আনিয়া বলপূর্বক নিবারণ করিল। তাহার ডিমটা চক্ষু, চারিটা হাত; তদীয় ঙ্গটা-মণ্ডল শোভিত মস্তকে উজ্জ্বল মুইট শোভা পাইতেছে। তাহার পরিধান নীতবর, চরণে নূপুর বাজিতেছে, হস্তদ্বয়ে শূল ও অঙ্কমালা শোভা পাইতেছে এবং তদীয় ভেজে দিক্ সকল দীপিত হইতে লাগিল। সেই পরমাত্ম অতিভেজস্বী সদর মাধু হাসিতে হাসিতে কাককর্ণকে অভয়প্রদান করত তপস্বী আনিয়া বলিল, যে দূতবর! ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আমি দেখিতে পাইতেছি কোথায় যাইতেছ; তোমরা কে? তোমাদের মস্তকেই বা কি? এ সকল জানাকে না বলিয়া কেন যাইতেছ?

ঋষি কহিলেন, সেই বসন্তঋতুর পক্ষাভিভ্রমের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ ও তৎকালে ভাহার  
 অত্যন্তরূপ অমলোকন করিয়া কহিল, আমরা বর্ষাকালের দূত, তদীর আবেশে  
 বিচরণ করিয়া থাকি; এক্ষণে আমরা এই রাজ্য কাককর্ণকে লইয়া বনালয়ে যাইতেছি।  
 ভৈরব কহিল, কিরূপে তোমরা আপনাকে বসন্তঋতুর বলিয়া নির্দেশ করিতেছ? আমি  
 তোমাদিগকে বসন্তঋতুর বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না, যেহেতু তোমরা এই নিষ্পাপ  
 রাজ্যকে যাতনাময় হানে লইয়া যাইতেছ। স্বয়ং বস ও ভাগীর দূতেরা, কেহই বর্ষ  
 লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করে না। দূতবর কহিল, আমরা বসের দূত, ইহাতে সন্দেহ  
 করিবেন না; আর এই রাজ্যও অভিপাগী এবং পক্ষাহীন; অতএব পাপহুনি কীট-  
 বেশে ইহার মৃত্যু হইয়াছে, ইহাতেও সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই বসন্তঋতুর উপদ্রুত  
 পান্ডিকে আপনি নিবারণ করিবেন না; আর এতাদৃশ অদ্ভুতরূপ ধারণ করিতেছেন,  
 আপনি কে? ভৈরব কহিলেন, আমাকে পক্ষাভিভ্রম নামক পক্ষাদূত বলিয়া জ্ঞানিত।  
 পক্ষাবাসী ব্যক্তিকর্তৃক সৃষ্ট এই রাজ্যকে ভাগ্য কর; কারণ বণিকের সহিত সংসর্গ-  
 কারী এই রাজ্যে বসের প্রভুতা নাই। তোমরা কি সেই পক্ষাবাসী বণিককে  
 দেখিয়াছ? পক্ষাবাসী ব্যক্তির সহিত বর্ষবন্ধন করিলে মানবের আর কোর রেষাই  
 ভুগিতে হয় না; কারণ পক্ষা ও পক্ষাবাসীতে কিছুই প্রভেদ নাই। যদি ভৈরবের  
 বাঁচিবার আশা থাকে, তবে শীঘ্র এই রাজ্যকে ভাগ্য করিয়া গমন কর। নচেৎ  
 শিবের আজ্ঞার আমি তোমাদিগকে বসের অধিকার হইতে লুপ্ত করিব। ঋষি  
 কহিলেন, এই কথা বলিবামাত্র সেই মহাপাশ ও মহাদম্ভনামক বসন্তঋতুর ভয়  
 জীত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করত বসন্তঋতুর প্রহান করিল, পক্ষাভিভ্রমও অস্তিত্ব  
 হইলেন। এদিকে রাজা কাককর্ণ দিব্যবিমানে আরোহণ করত দেবকর্ত্তাপন-লীলিত  
 হইয়া যোক্ষধানে গমন করিলেন। হে বিজ্ঞ! পক্ষাবাসীর সহিত সংসর্গকারী  
 ব্যক্তির বাদৃশ কল কহিলাম, এক্ষণে সাক্ষাৎ পক্ষাবাসীর কৌশল কল, তাহা তুমি নিজে  
 বুঝিতেই জানিতে পারিতেছ। অনন্তর বণিকও সেই রাজপুত্রকে লইয়া পক্ষাভিভ্রম  
 আশ্রয় করিল। হে দ্বিজবর! এই কারণে পক্ষায় মৃত্যু পূর্ণতাপান্যাসুরেরই হইয়া  
 থাকে। পক্ষা ভাগ্য করিয়া একপদমাত্রও অস্ত্রজ গমন উচিত নহে; যদি সর্গস্ব নাম,  
 ভগ্নাপি পক্ষা পরিত্যাগ করিবেন না। কারণ এই ভূমণ্ডলে পক্ষাভাগ অপেক্ষা অধিক  
 বিপত্তি আর কিছুই নাই। যদি মানব এই নারায়ণ-ক্রেত্র পক্ষাতে পক্ষাজল পান  
 করিয়া রাম-নারায়ণ প্রভৃতি তারক-ব্রহ্ম নাম পাঠ করত এবং পক্ষা এই নাম বারংবার  
 স্মরণ করিয়া আশ্রয়ভাগ করে, তবে ভাহার সকলই সিদ্ধ হয়। হে রাম নারায়ণ!  
 অনন্ত মুকুন্দ মধুমুদন। হে কৃক কেশব। হে কংসারে। হে হরে। হে বৈবর্ত্ত। হে  
 বামন। গোবিন্দ বাসুদেব। ঈশ বিকো ঐশ্বর্যবোধন। হে ভগবন্ পুত্রীতাক।  
 পক্ষনাত অচ্যুত হে স্বত্ব। এই সকল নাম শ্রবণ বা পাঠ করিত-করিতে মানব

প্রাণত্যাগ করিয়া লম্বাকৃ নিধি লাভ করে। হে শিব! শঙ্কর! গঙ্গাঋত! মহারথ! জিলোচন, হর, ইশান, ইশ, দেবীশ, নীলকণ্ঠ, পদ্মলোচন, পার্শ্বভীমাধ, গঙ্গাভীমাধ, গঙ্গাধর! হে সতীপতে, মৃদু, ভীম! হে গুরো! হে বাথ! হে শঙ্কো! জুহুনাথ! এই সকল নাম অথবা পাঠ করিতে করিতে বাহার মৃত্যু হয়, তাহার সকল দিক্‌ই ক্রগতা হয়। হে যাক্ষভারিণি গঙ্গে! মুক্তি তোমার পাদপদ্মকে দিব্য স্নেহ করিতেছেন। হে নারায়ণি! এক্ষণে এই সংসারবন্ধন হইতে আমাকে মুক্ত কর, এই কথা অথবা পাঠ করিতে করিতে বাহার মৃত্যু হয়, সে সন্মলই সম্পন্ন করিতে পারে। হে বিজয়র! অন্ত্যজ চতালও যদি কাহারও মুখে গঙ্গাজল মিশ্রকণ করে, সে মানবও মুক্তিলাভ করে। ভদ্রীয় পুত্রাদি-অজস্র-প্রদত্ত জলের কথা বলি কি বলি? কারণ গঙ্গাজলে উচ্চ, নীচ, কাল, অকাল ও স্থানান্তানের বিচার করিবে না। গঙ্গাজল পাইবামাত্র প্রথমে প্রণামে, পরে সংগ্রহ; তৎপরে পান করিবে। নারায়ণক্ষেত্র গঙ্গার ব্রাহ্মণ-সমিধানে হরিভুগ গান করিতে করিতে প্রাণত্যাগ, মুক্তির নিদর্শন জানিবে এবং যে পুরুষের গঙ্গামুক্তিকাম সর্লঙ্গ লিপ্ত থাকে এবং তাহাতে ব্রহ্মাক, তুলসী ও বিশ্বদল থাকিয়া মৃত্যু হয়, তাহার ঐ মৃত্যু মুক্তির পরিচায়ক বলিয়া জানিবে। গঙ্গার মুমূর্ষু ব্যক্তির দিক্‌তে অন্ন মহাদেব উপস্থিত হয় এবং তাহার কর্ণ মুক্তিপ্রাপক বিমল জ্ঞান উপদেশ দিয়া থাকেন; মৃত্যুর গঙ্গায় মরণে যে মুক্তি, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে বিজয়র! উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অশ্বন, রাজিকাল, দিবস, প্রাতঃ, মাধ্য ও মধ্যাহ্ন; যে কোন সময়ে মানব গঙ্গা নারায়ণ এই নামের উচ্চারণপূর্বক গঙ্গাজলে প্রাণত্যাগ করিয়া নির্লিপ্ত যোক্তের অধিকারী হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে জৈমিনে! স্মরণ বিধাতা শতবর্ষেও গঙ্গাস্রবণের মাহাত্ম্য বলিতে সমর্থ নহেন, সামান্য মানবের কথা কি বলি? পুরাকালে দক্ষভনয়া সতী দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করিয়া জন্ম ও মৃত্যুর বাতনা জানিতে পারিয়া শরণাগত ব্যক্তিবর্গের মুক্তির নিমিত্ত গঙ্গারূপে প্রমাণিত হইয়াছেন। হে ব্রহ্ম! তুমি বাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি সে বিষয় যতদূর জামি, তাহা এই বলিলাম; এক্ষণে গঙ্গার দেবপুত্রাদি কার্ত্ত্তের মাহাত্ম্য বলিতেছি, অথবা কর।

১. যজুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

### সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

ঋষি কহিলেন, হে যুনে! গঙ্গা হইতে এক যোজনবের মধ্যে বাহার বাস করেন, তাহারাত নিতা, নৈমিত্তিক ও কাম্য জিবিধ কার্যই গঙ্গাতীরে আসিয়া করিবেন, আর মলমাসাদি অন্তঃকালে বাহা নিবদ্ধ আছে, সে সকল কার্যও গঙ্গাতীরে



আগিয়া করিতে পারিবেন। কারণ গঙ্গাতীরে কাল বা পারের বিচার নাই। আর যেখানে গঙ্গা নাই, সেই স্থানেই প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। হে বিদ্বৎ! গঙ্গা-প্রবাহে ও শালগ্রাম-শিলার যে কোন দেবতার পূজা করিলে আবাহন ও বিনর্জন করিতে হয় না। হে জৈমিনে! পরমপবিত্র গঙ্গাজলে বিহু, সূর্য্য, গণেশ, হুর্বা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, বজ্রী, মনসা, দিকপাল ও ব্রহ্মণ, ভূতনাথ শিব, মুনিগণ, ভূত, শ্রেষ্ঠ, পিশাচ, গন্ধর্গ, অঙ্গরোগণ ও সকল পিতৃগণের পূজা করিবে। মানব গঙ্গাতীরে গুরু ও গুচিবত্ত পরিধান করত পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া, আসনে উপবেশন করিয়া, আসন, ঝাগড, পান্য, অর্ঘ্য, অচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, নীপ, বস্ত্র, অলঙ্কার, মধুপর্ক, মালা, বিবিধ মৈবেদ্য, তাম্বুল ও পুষ্পাচমনীয়; এই সকল উপাচার দ্বারা সকল দেবতাকে পূজা করিবে। পূর্ব্বোক্ত উপচারের অন্তর্গত যে আসন আছে, তাহা সূর্য্য বা রৌপ্য কিংবা কুশ কি কাশ নির্মিত করিবে। দেবতাকে প্রবচনই ঝাগড-নামে অভিহিত হয়। পান্যপ্রক্ষালনীয় জলকে পান্য বলে। হে ব্রহ্মদ! এক্ষণে অর্ঘ্যের বিষয় কহিতেছি, একাগ্রচিত্তে গ্রহণ কর। নিজ বামভাগে প্রথমতঃ জিকোণ, পরে বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া শঙ্খাধার রাখিবে। তদুপরি শঙ্খ রাখিবে; তাহার তিনভাগ জলে পরিপূর্ণ করিবে, পরে গুরু পুষ্প তাম্বুল ও সূর্য্য প্রভৃতি প্রদান করিবে এবং বেহুমুখা ও বোমিমুখা প্রদর্শন করিয়া অম্বুমুখা দ্বারা তীর্থের আবাহন করিবে; কিন্তু গঙ্গাজল হইলে, তাহা করিতে হইবে না। হে বিদ্বৎ! সেই অঙ্কিত জিকোণ, পাত্র ও শঙ্খ এই তিনটিকে অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্রের নাম উদ্দেশ করিয়া, যথাক্রমে পুষ্প নিক্ষেপ করিবে। তাহাতে অষ্টবার মূলমন্ত্র জপ করিবে, এই মন্ত্রাঙ্ক সলিলকেই পণ্ডিতেরা অর্ঘ্য বলিয়া নির্দেশ করেন। কর্ত্তা সেই মন্ত্রাঙ্ক জল স্পর্শ করিয়া কার্য্যে প্রযুক্ত হইবে এবং আচমনার্থ জলই প্রস্তুত হইয়া থাকে। চন্দন, অঙ্কুর, কলুসী প্রভৃতি গন্ধের নানাপ্রকার ভেদ আছে। গুরুব দেবতাকে গৌর ও গুরুবর প্রদান করিবে ও জীবেদেবতাকে রক্ত ও গৌর বস্ত্র দিবে। সূর্য্যকে প্রদান করিতে হইলে রক্ত বস্ত্রই প্রশস্ত আছে। মনসাदेবতাকে নীলবস্ত্র দিবে। যে দেবতার দাদু-বর্ণ, তাহার ভবর্ণের বস্ত্রই সন্তোষজনক হইয়া থাকে, কিন্তু জীতুককে নীলবস্ত্র দিবে না। সূর্য্য বা রৌপ্যের অলঙ্কার প্রদান করিবে। মধু, শর্করা ও দধি স্নাতের সহিত একত্র করিয়া কাংসপাত্রে প্রদান করিবে। ইহাই সকল দেবতার ভূষ্টিকর মধুপর্ক নামে খ্যাত আছে। ষোড়শাঙ্গ অর্ঘ্য ষোড়শটি দ্রব্যে নির্মিত ধূপই প্রশস্ত। তবে কদাচিত্ দশাঙ্গ ধূপও প্রদান করিতে পারিবে। নীপ দিতে হইলে স্নাতেরই দিবে; অভাব হইলে, তৈলনীপও প্রশস্ত হইয়া থাকে। স্নাত্রে প্রেথিত নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা মালা প্রদান করিবে। কল, হস্ত প্রভৃতি মৈবেদ্য স্নাতসংযুক্ত করিয়া প্রদান করিবে। এই মৈবেদ্যাদানের পর

পূনরাচমনীয় প্রদান করিতে হইলে, সেই পূর্কোক্ত শব্দহিত মগ্নিত অর্থাৎ-মগ্নিত প্রদান করিবে । হে বিজয় ! তাদ্বলের বিষয় কহিতেছি, একমনা হইয়া শ্রবণ কর । শুধাক্ষ অর্থাৎ ( সুপারী ) মিজিত চূর্ণক অর্থাৎ ( চূর্ণ ) লবঙ্গ প্রভৃতি উত্তম দ্রব্য সকল তাদ্বলে রাখিয়া প্রদান করিবে । ইহাতে দেবতাদের তৃষ্টি হয় ও যুগের উত্তম গন্ধ একাশ পায় । এই সকল উপচার দ্বারা গঙ্গাজলে দেবতাদের পূজা করিবে । যে পর্য্যন্ত পূজা সমাপ্ত না হয়, তাৎ পরের ভাষা, নীচের সহিত আলাপ বা অপবিত্রস্পর্শ করিবে না এবং যে আসনে বসিয়া পূজা করিবে, তাহা পরিভ্যাগ করিবে না আর সেই সময় পূজক ব্যক্তি ক্রোধ-প্রকাশ, হিংসা, বলভা বা চিত্তের চাঞ্চল্য, অহংকার, মমতাবুদ্ধি, শোক বা ভয় প্রকাশ করিবে না । পূজা করিবার সময় যদি গুরু আসিয়া উপস্থিত হন, তবে পূজামাত্র পরিভ্যাগ করিবে, আসন ত্যাগ করিবে না এবং গুরুর পুত্র বা পৌত্র আনিলেও এরূপ আচরণ করিবে, পরে তথায় তাঁহাদিগকে পূজা করিবে; তাহাতেই সমধিক ফললাভ হইবে । এইপ্রকারেই ইষ্টদেবকেও পূজা করিবে । নৈবেদ্যাদি যে কিছু দ্রব্য, সকলই দেব-নিবেদনের পর ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করিবে । হে বিপ্র ! এক্ষণে শিবপূজার বিধান কহিতেছি, হিংস্রচিত্তে শ্রবণ কর । স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রস্তর কিংবা মৃত্তিকা দ্বারা দুর্গাঐতিহার সহিত অঙ্গুষ্ঠপরিমিত শিবলিঙ্গ নির্মাণ করিবে । ঐ লিঙ্গটি সোমহুত্নমদিত প্রশস্ত-বেদিকার উপর রাখিবে । সেই বেদীটিও বুয়সগী আসনের উপর স্থাপন করিবে । দেবীর ঐতিহা বোনির আকারে গঠিত হইবে, তাঁহাকেই দেবী বলিয়া জানিবে । আর সেই দণ্ডাকৃতি লিঙ্গই সাক্ষাৎ মহাদেব, ইহাতে সন্দেহ নাই । লিঙ্গের পরিমাণ দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা নূনপরিমাণ বলিয়া জানিবে । অর্থাৎ ভগ্নপেক্ষার নূন না হয়; লিঙ্গ বস্তু অধিক পরিমাণে হইবেন, ততই বিশিষ্ট ফল দান করিবেন । অধিক কি, পরিমাণে পূর্কভের সমানও রচনা করিবে, ঐ লিঙ্গের কোন দান ভগ্ন বা বিদীর্ণ না হয় । যে পর্য্যন্ত উহার পূজা না করিবে, তাৎ সেই লিঙ্গ ততুল ও দুর্গাদি প্রদান করিয়া অশুভ রাখিবে । লিঙ্গনির্মাণার্থে মৃত্তিকা আহরণ করিতে হইলে, শিবনাম উচ্চারণপূর্বক করিবে এবং পূর্কোক্ত বোড়শ উপচার প্রদানে তাঁহার পূজা করিবে । ঐ কার্যের মৃত্তিকা, ধনন করিয়া আহরণ করিবে এবং ঐ কার্যে গঙ্গার গর্ভ ধনন করিলে কোন দোষ নাই । শিবপাত্র মহাদেবের অভ্যন্তরীণ জীতিপ্রদ কিংবা কেবল গঙ্গাজল দিয়াও তাঁহার পূজা করিলে, তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হন । হে বিপ্র ! যে ব্যক্তি গঙ্গার তটদেশে শিবপূজা করিবার মানস করে, স্বয়ং দেবতারাও তাহার ফল কঠিতে পরাজিত হন । যে ব্যক্তি মহাদেবকে বিষ্ণুপাত্র ও গঙ্গাজল কিংবা কেবল গঙ্গাজল, কি কেবল বিষ্ণুপাত্র প্রদান করে, তাহার সকল বস্তুই তাঁহাকে প্রদান করা হয় । শিবকে নৈবেদ্য-প্রদান-কালে লিঙ্গের উপরিভাগে তাহা প্রদান করিবে । মহাদেব অরিরূপ বর্ষবদন দ্বারা তাহা গ্রহণ করেন বলিয়া সেইক্ষেণেই তাহা ভক্ষণাৎ হয়, সুতরাং কদাচ তাহা ভক্ষণ করিবে

না। পত্র পুষ্প, ফলাদি, যে কিছু সকলই অগ্রাহ্য; অতএব তাহা গ্রহণ করিলে শিবের দেবভাজন হইয়া নরকগামী হইতে হয়। সাধক তন্মোক্তবিধানে শিবপূজা করিয়া যে নৈবেদ্য লিপ্তের উপরিভাগে না দেওয়া হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ ভক্ষণ করিতে পারেন, কিন্তু যদি তাহা মহাদেব অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন, তবে তাহা ভক্ষণ করিবে না। সে সকল নৈবেদ্য ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে, ব্রাহ্মণও তাহা গ্রহণ করিবে। মহাদেবকে সিদ্ধায় প্রদান করিলে তিনি তাহা পঞ্চমুখে ভক্ষণ করিয়া থাকেন এবং শিবোদ্দেশে প্রস্তুত পুষ্প-চন্দনাদি কদাচ গ্রহণ করিবে না। পুরাকালে চতুর্ভুজ ব্রহ্মা শিবপূজা করিবেন সমস্ত করিয়া, নানাবিধ দ্বিষ্ট কলুষাদি নৈবেদ্য প্রস্তুত করিলেন এবং তিনি মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া পূজা করিতে বলিলেন যে, যদি আজি মহাদেব আসিয়া এই শিবোদ্দেশে বস্তু সকল ভক্ষণ করেন, তবেই আমার পূজা সফল হয়। এমত সময় মহাদেব ব্রহ্মার জ্ঞানের বিষয় জানিবার জন্য বৃক্করূপ ধারণপূর্বক তথায় আসিয়া নৈবেদ্য ভক্ষণ করিলেন। হে বিজ্ঞ! তখন ব্রহ্মা শিবের কার্য জানিতে না পারিয়া বৃক্কের নৈবেদ্য ভক্ষণ করিতেছে দেখিয়া, হায় হায় এই কথা বার বার বারংবার কহিতে কহিতে সেই বৃক্ককে তাড়না করিলেন। অনন্তর মহাদেব নিজরূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে বিধাতা! কেন তুমি আমার প্রতি বৃক্ক বিবেচনার তাড়না করিতেছ? তুমি অভিলাষ পূরণ করিব বলিয়াই বৃক্করূপ ধারণ করিয়াছিলাম; তুমি যেহেতু বৃক্করূপী আমাকে তাড়না করিলে, সুতরাং তুমি কলঙ্কী হইলে। ব্রহ্মা কহিলেন, হে মহাদেব! তুমি যে নিজরূপ পরিচয় করিয়া কৃষ্ণিমূর্ত্ত ধারণপূর্বক এখানে আসিয়া আমার পত্নীহান করিলে, এই অপরাধে, যে তোমার নৈবেদ্য ভক্ষণ করিবে; সেই ব্যক্তিই বৃক্ক হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি কহিলেন, হে জৈমিনে! মহাদেব এইরূপে বিধাতা কর্তৃক অভিষেক হইয়া গমন করিলেন এবং দেবতাদিগকেও নিজ নৈবেদ্য ভোজন করিতে বারণ করিলেন। হে বিজ্ঞবর! এই কারণেই শিবনৈবেদ্য অগ্রাহ্য জানিবে। এইরূপ বিধানে শিবপূজা করিবে, পরে তদীয় অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিয়া, ক্ষম্য এই কথা বলিয়া বিনম্রকরিতবে। স্ত্রীলিঙ্গেতেও সকল দেবতার পূজা হইবে। কারণ শিব ও স্ত্রী উভয়েই সর্বলোকসমর ও প্রভুর প্রভু। যদি ঐ কার্যে প্রাণ ব্যয় কিংবা মতকল্লিঙ্গ হয়, তাহাও ভাল; তথাপি ভগবান্ শিবের পূজা না করিয়া আহার করিবে না। প্রতিদিনই শিবলিপ্তের পূজা করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রীহি কিংবা অন্ত কোন অন্ত্যজও যদি শিবপূজার বিষয় হইয়া অতঃপর দেবতার পূজা করে, তাহার সকলই অমরত্বপুত্র ওমর্যের স্তায় বিকল হয় জানিবে। শিবপূজা না করিয়া যে ব্যক্তি জল পর্যন্তও পান করে, তাহার অন্ন বিতীর্ণলা, জল মুক্তত্বলা হইয়া থাকে ও তাহার মুখ দর্শন করিতে নাই। শিব সাক্ষাৎ শুক্লদেব ও পার্শ্বতী শুক্লপত্নী; অতএব ঐ উভয়কে পূজা না করিয়া যে ভক্ষণ করে, তাহার মুখ দেখিতে নাই। শিব সাক্ষাৎ পিতৃদেব ও পার্শ্বতী জননী, তাহাদের

পূজা না করিয়া যে ভোজন করে, তাহার যুগ্ধ দর্শন করিতে নাই । শিবপূজা না করিয়া বাহার উত্তর কারের ভোজনক্রিয়া নির্বাহ হয়, তাহাকে সমুদায়রূপে আবরিষ্ট শূকর অথবা কুকুর বলিয়া জানিবে । শুভার্শোচ বা মৃত্যুশোচে শিবপূজা ত্যাগ করিবে না, কিন্তু মহা-  
 শুক্লর নিপাত হইলে নশদিনমাত্র বর্জ্য করিবে । তে বিজয়র । পূর্নদিকে মহাদেবের  
 ক্রিতিমূর্তি বিরাজ করিতেছেন । দক্ষিণদিকে অগ্নিমহীমূর্তি, পশ্চিমে বোমমূর্তি, উত্তরদিকে  
 নোমমূর্তি ও নোমমূর্তি বিরাজিত আছেন । আর অগ্নি ও নৈঋত, বায়ু ও ঈশানকোণে  
 বধাক্রমে জল, অগ্নি, যজমান ও সূর্যমূর্তি রহিয়াছেন । পূর্নাদি অষ্টদিকে দক্ষিণাবর্তে  
 বধাক্রমে সর্ক, ভব, রত্ন, উগ্র, ভীম, পশুপতি, মহাদেব ও ঈশান নাম উল্লেখ করিয়া  
 পূজা করিবে ; কারণ ঐ সকল মূর্তি ঐ নামেই বিখ্যাত আছেন এবং মধ্যে শিবনামেই  
 তাঁহার পূজা হইবে ও বেদীতে শক্তিপূজা করিবে । পূজাসমাধা হইলে, জপ করিয়া মৃত্যু  
 গীত বাদ্য বাদ্য স্তব করত সেই সর্কদেবময় শব্দকে প্রণাম করিয়া যথেষ্ট বিহার করিবে ।  
 মহাদেব প্রদক্ষিণ ও নমস্কার অর্ঘ্যস্রাকারে করিবে । তৎপরে উত্তরদিকে বাইরা নোমমূর্তি  
 লজ্জন করিবে না । এই শিবপূজা অপেক্ষা ত্রিভুবনে অস্ত্র কিছুই কর্তব্য নাই ।  
 পশ্চাতে শিবপূজার বিষয় তোমাকে অস্ত্র বলিয়াছি, এখানে শিবপূজা করিলে কি  
 ফল হয়, তাহা বলিতে শিবও বাকশক্তিহীন হয় ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

## অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

কবি কহিলেন, গঙ্গাতীরে পার্শ্ব-বিধানানুসারে প্রাক করিতে হয় ; ইহাকেই  
 তীর্থপ্রাক কহে, এই প্রাক পিতৃলোকগণ পরিভূত হন । যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরে সাংঘ-  
 নরিক প্রাক করে, গঙ্গাপ্রাক না করিলেও সে ব্যক্তি পিতৃগণ হইতে মুক্ত হয় । গঙ্গা  
 এবং গঙ্গা, উভয়েই পিতৃগণে সমান ফল ; বিশেষতঃ কলিযুগে গঙ্গার পিতৃগণই প্রমত্ত ।  
 বাহার অপমৃত্যু হইয়াছে, গঙ্গার পিতৃগণ করিলে, সে ব্যক্তি দুর্ভক্তি ত্যাগ করিয়া  
 ক্রিয়াই পরমশক্তি লাভ করে । অমাবস্তার দিন তিল, তুলসীপত্র এবং পুষ্পাদি দ্বারা  
 গঙ্গার প্রাক ও তর্পণ করিবে । হে জৈমিনী ! রবিবার এবং সোমবারে তিল-তর্পণ  
 নিষিদ্ধ, কিন্তু গঙ্গার নিষিদ্ধ নহে । প্রাকপূর্ণদিনে বাহা বর্জ্যনীয়, তাহা প্রবণ কর ।  
 তৈল, আবিষ, মাংস, মদ্য, বিতোজন, ভাঙ্গলব্য, মৈথুন, রোষ, শোক, পৈশুজ,  
 ক্রোধোদ্ভব, কলহ, হিংসা, রোদন, রক্তপাত, শত্রুধারণ, অস্ত্রধারণ এবং পদা-  
 ভোজন প্রভৃতি প্রাকপূর্ণদিনে পরিভ্যাজ্য । নদীপারে গমন, বায়াম, ক্রম, বিজয়,  
 অধ্যাপন, অধ্যয়ন, নামসঙ্খ্যা, বাস্ত, মূল্য ও মন্ত্রাদির আশ্রয়, তত্তদ্বিধাণ, অশাখ্য

এবং পরগৃহে বাজা ; এই সমস্ত আদর্শবলে পরিভাজ্য। যে ব্যক্তি স্নান-দাশাবি না করিয়া গঙ্গাকে লম্বন করে, তাহার অভিলষিত কৰ্ম নষ্ট হয় এবং পূৰ্ণকৰ্মও নষ্ট হয়, অতএব গৃহী ব্যক্তি স্নানাদি করিয়াই গঙ্গাপানে গমন করিবে। বৃথা কখনও গঙ্গাকে লম্বন করিবে না। গঙ্গার তটস্থ মথো কোন ব্রাহ্মণ, দৃষ্ট হইলে, তাহাকে সমাগত ব্রাহ্মণ ভায় মনে করিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিবে। গঙ্গাতটে পৌষর্ষমে মহাকল হয়। গঙ্গাতটে শুক্লবসু, বস্তুপুষ্প, সুলগ্নী, তলনী-ভঙ্গ দেখিলে, পরমাদরে প্রণাম করিবে। হংস, কার্ত্তব্য, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, সারঙ্গ, রাজা, হস্তী, পদ্ম, খজুর, শুক এবং শৃঙ্গিল প্রভৃতি গঙ্গাতটে দৃষ্ট হইলে, ভক্তিপূৰ্ব্বক মনে মনে প্রণাম করিবে। গঙ্গাতটে ব্রাহ্মণহাপন, শিবহাপন, হুর্দ্যাম্মির দান এবং বিহুম্মির দান করিলে, পুনর্জন্ম হয় না। পান্য, ইষ্টক, কিংবা যুক্তিকা দ্বারা বাসুদান নির্ধাণ করিয়া যে ব্যক্তি গঙ্গাতীরে বাস করে, তাহাকে আর পুনর্জন্ম ভোগ করিতে হয় না। প্রত্যহ, মথাকে এবং সাধ্যক্ষে যে ব্যক্তি গঙ্গার তটভূমি মার্জন করে, গঙ্গাদেবী তাহার কোটিলক্ষকৃত পাপরাশি নষ্ট করেন। গঙ্গাতটে সমাগত হইয়া বাহার মন প্রসন্ন হয় না, সমস্ত দেবগণকর্তৃক সে নিগৃহীত হয়, জগতের মথো সেই ব্যক্তি পরম ক্রুর। গঙ্গাতীরে থাকিয়া যে ব্যক্তি অশ্রুপাত করে, ব্রাহ্মণ মহল বৎসর পর্যন্ত তাহাকে অশ্রুনাগরে বাস করিতে হয়। সূর্য-গঙ্গাতরঙ্গের ভায় বাহার মন সর্দঙ্গ প্রক্লম্ব, ভয় পিতৃলোক সদানন্দ হইয়া, তাহার প্রতি অমৃত হন। যে ব্যক্তি গঙ্গাবাস পরিভ্যাগ করিয়া অশ্রুজ বাস করিতে ইচ্ছা করে, গঙ্গাদেবী তাহাকে পরিভ্যাগ করেন। সেই মরাধম কীকটাদি দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া তথায় বিষ্ঠাপুত্রকর্তৃক হত হইয়া, আকাশপথে রোদন করিতে করিতে ভ্রমণ করে এবং চিচীকুচী শব্দে লোক সকলকে উবেগিত করে। এইরূপে কলকোটিমহল ভোগ করিয়া শূকরাদি-ঘোনি প্রাপ্ত হয় এবং তৈল বহুহিত বৃষের ভায় পুনঃপুনঃ এই অবস্থা ভোগ করিয়া, শুক্লবেদী এবং ব্রহ্মবেদী হইয়া থাকে। আর যে লব্ধি ব্যক্তি সূর্যদান ভাগ করিয়া গঙ্গাতীরে বাস করে, সে ব্যক্তি জীবমুক্ত, তাহার কথ্য আর কি বলিব ? হে ব্রহ্ম ! বধ্যবুদ্ধি বর্নন করিলাম। সমস্ত গঙ্গাদর্শ বর্নন করিতে ব্রাহ্মণও পাণ্ডিত্য লুপ্ত হয়, বিহুও মুক্ত প্রাপ্ত হন, মহেশ্বর নির্বাক হন, সুভরাং মম্বা হইয়া কিরণে, সমর্থ হইতে পারা যায় ? হে জৈমিনে ! এ বিষয়ে একটী পুরাতন পরমাত্মত ইতিহাস শ্রবণ কর। পূর্বকালে অধিগণ আনন্দিত হইয়া ব্রাহ্মণ নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ; হে ব্রাহ্ম ! হে মহাবাহে ! আমাদিগকে গঙ্গামাহাত্ম্য বর্নন করুন। ব্রাহ্মা বলিলেন, গঙ্গামাহাত্ম্য-স্বরূপ-কথনে আমি অসমর্থ ; মহেশ্বর এবং বিহু কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞাত আছেন, তাহাদের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করুন। অধিগণ কহিলেন, তবে আপনিই সেখানে গিয়া জানিয়া আনুন, আমরা আপনার মুখে শ্রবণ করিব, আমরা শিব এবং বিহুর নিকটে গমন করিতে সমর্থ নহি।

যদি कहিলেন, এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা গমন করিতে লাগিলেন । প্রথমে কৈলাসে গমন করিয়া দেখিলেন, মহাদেব ব্যাঘ্রচৰ্ম্ম পরিধান করিয়া কোটিচন্দ্রমুখ স্তম্ভি ধারণ করিয়া গঙ্গাদেবীর আনন্দবর্ধন করিতেছেন । চতুর্ধুখ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং প্রথের সমম না দেখিয়া, বৈকুণ্ঠ-গমনে উদাত হইলেন । পথিমধ্যে প্রবল বায়ু বারা বিকিণ্ড হইয়া, ব্রহ্মা অস্ত্র ব্রহ্মাতে নীত হইলেন । তথায় অষ্টমুখবারী, অপর ব্রহ্মাকে দেখিয়া তাঁহাকে চতুর্ধুখ ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে ? কাহার অধিকারে নিযুক্ত ? আপনাকে অষ্টমুখ দেখিতেছি ? আপনার নাম কি ? আমি চতুর্ধুখ বিদ্যাভা, আপনাকে প্রণাম করিতেছি । অষ্টমুখব্রহ্মা বলিলেন, পূর্বে সন্তালোকে কোন গৃহস্থের ভবনে আমি উদ্ভূত ছিলাম, রাজর্জুনের ভয়ে গঙ্গাজলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলাম, তৎকালেই অষ্টমুখ ব্রহ্মা হইয়া এই ব্রহ্মাওমধ্যে অবস্থিত আছি । আপনি গঙ্গামাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিবার জন্ত ইচ্ছা করিয়াছেন, অতএব শীঘ্র বৈকুণ্ঠধামে গমন করুন । চতুর্ধুখ ব্রহ্মা বলিলেন, আমি প্রবলবায়ুকর্তৃক বিকিণ্ড হইয়া এখানে আদিরাছি, জামি না, বৈকুণ্ঠ কোথায় ? আপনি আমাকে পথ দেখাইয়া দিন, বাহাতে আমি বৈকুণ্ঠধামে বাইতে পারি । শুকদেব कहিলেন, অনন্তর অষ্টমুখব্রহ্মা, চতুর্ধুখব্রহ্মার বথোপস্থিত সম্মানাদি করিয়া, পথ দেখাইয়া দিলেন । তিনি পূর্বরীর গমন করিতেছেন, এমন সময়ে পূর্বরীর প্রবল বায়ু বারা বিকিণ্ড হইয়া ব্রহ্মাভাস্তরে নীত হইলেন । তথায় বোড়শমুখ-বারী, অপর এক ব্রহ্মাকে দেখিয়া, বিস্মিতচিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন, পূর্বে আমি কোম মরমালাশী বৃক্কর ছিলাম, গলায় হাড় ফুটিয়া গঙ্গাভীরে আমার মৃত্যু হয় । তদনন্তর আমি বোড়শমুখ হইয়া এখানে বাস করিতেছি । শুকদেব বলিলেন, এই প্রকার অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া, চতুর্ধুখব্রহ্মা, ভৎপ্রদর্শিত পথে বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইলেন । তথায় চারিজন বিহুঙ্গপবারী চতুর্ভুজ পুরুষকে অবলোকন করিলেন । তাঁহাদের পরিধান শীতবস্ত্র এবং তাঁহারা সূর্যের স্তায় তেজস্বী । ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারদের সকলকেই বিহুঙ্গ স্তায় দেখিতেছি, আপনারা কে ? আমি জামিতাম, বিহু এক, এক্ষণে এই বৈকুণ্ঠধামে কি অস্ত্র বিহু আছেন ? বৈকবরণ বলিলেন, আমরা বিহু নহি, তাঁহার কিতর ; হে চতুর্ধুখ । আমাদের পূর্বরূপভাভ শ্রবণ কর । গঙ্গাজলে একদা শবমধ্যে কককগুলি ক্রিমি ছিল, তন্মধ্যে স্রোতোবেগে চারিটি ক্রিমির মৃত্যু একদা শবমধ্যে কককগুলি ক্রিমি ছিল, তন্মধ্যে স্রোতোবেগে চারিটি ক্রিমির মৃত্যু হয় ; আমরাই সেই ক্রিমি ; এক্ষণে ঈদৃশবাক্য শ্রবণ করিয়া, দেবীর অনন্তবহিমা বৃত্তিতে পারিয়া চতুরানন তাঁহাদের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেবীর অনন্তবহিমা বৃত্তিতে পারিয়া ভৎকণায় তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন । অনন্তর ঋষিগণকে বলিলেন, হে মুনি-শ্রেষ্ঠগণ ! আমি হুইজন ব্রহ্মা দেখিলাম, একজন অষ্টমুখ এবং অপর জন বোড়শমুখ । পূর্বজন্মে উভয়ে উদ্ভূত এবং কুব্ধ ছিলেন, গঙ্গাজলে দেহত্যাগ করিয়া ভাদ্রমুখ বিদ্যাশপ-পন্নী ব্রহ্মাভাবিনিতি হইয়াছেন । অনন্তর বৈকুণ্ঠধামে চারিজন শখ-চক্র-ধরা পদবারী,

দীপবন্ত, বিহঙ্গমধারী পুরুষ দেখিলাম । তাঁহাদের রূপ অতি মনোহর, গলদেশে বন-  
মালা সুশোভিত । তাহাদের সমুজ্জল শ্রামবর্ণ, নবীন মীরকাবলীকে পরাভূত করিয়াছে ।  
তাঁহারা পূর্বেজন্মে শবদেহমধ্যে জিমি ছিলেন, গন্ধাজলে দেহভাগ করিয়া ঈদৃশ রূপান্তর  
প্রাপ্ত হইয়াছেন । আমি এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া, “গন্ধার অনন্ত মহিমা” বুঝিয়া  
প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছি । আর ইহাও বুঝিয়াছি যে, বাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়া, মহেশ্বর  
অন্তস্তানবৃত্ত ; সেই গন্ধাদেবীর নিকট, ইচ্ছাদি দেবগণ বা মহুব্যগণ কি চুচ্ছে ? আমিও  
মশকাদির স্তায় ; অতএব বাঁহা হইতে ব্রহ্মাদির উৎপত্তি হয়, সেই গন্ধাদেবীই জিনো-  
কের পরমারাম্য । শুকদেব কহিলেন, মুনিগণ ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া গন্ধানাম-  
পঠায়ন হইয়া, কেহ বা গন্ধানাম উচ্চারণ, কেহ বা গন্ধানাম গান, কেহ বা তদীর নাম  
শ্রবণ করিতে করিতে শ্রবণ করিতে লাগিলেন । এই ত গন্ধানামোক্তা বহাযুক্তি কিম্বা  
পরিমাণে বর্ণন করিলাম । এক্ষণে বল, আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা আছে ?

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

### একোনিত্রিংশ অধ্যায় ।

জৈমিনি বলিলেন, ব্রহ্মবৃ ! পূর্বে আপনি যে মহন্তরের কথা বলিয়াছেন, এক্ষণে  
তাঁহাদের নাম এবং সমস্ত রাজবংশ বর্ণন করুন । ঋষি বলিলেন, মহুব্যগণের এক  
বংশের দেবভাগ্যের এক অহোরাত্র, তিনশত বাটি বংশের এক দিব্য বংশের, এইরূপ  
বাদন সহস্র বংশের চতুর্গুণ হয় । এই চতুর্গুণসহস্রে ব্রহ্মার এক মিনও এক রাজি । ইহার  
মধ্যে অষ্টাবিংশভিগুণ, সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ রূপে কল্পিত হয় । একান্তর দিব্যযুগে  
এক ঋষন্তর, ইহাই এক জন্ম ইন্দের স্বর্ণরাজ্যাদিকারের কাল । এই প্রকার ব্রহ্মার  
দিবল মধ্যে চতুর্দশ ইন্দের দিগাভি হয় । এক্ষণে আমি ব্যাসমুখে যেরূপে শুনিয়াছি,  
তদনুসারে তাঁহাদের নাম বলিতেছি ; শ্রবণ কর । প্রথম ষাটমুখ মহু, ব্রহ্মার শরীর  
হইতে উৎপন্ন । বিভীর ষাটোটিব মহু, ভূতীর ঔজ্জমাধ্য মহু, চতুর্দশ তামিল মহু,  
পঞ্চম রৈবত মহু, ষষ্ঠ চান্দ্র মহু, সপ্তম জ্যৈষ্ঠ মহু, অষ্টম নাবর্গি মহু, নবম ব্রহ্ম-  
সাবর্গি, দশম বিহুসাবর্গি, একাদশ ব্রহ্মসাবর্গি, দ্বাদশ ব্রহ্মসাবর্গি, ত্রয়োদশ বেদসাবর্গি,  
এবং চতুর্দশ ইন্দ্রসাবর্গি, এই সকল মিলিত হইয়া চতুর্দশ । হে বিপ্র ! সপ্তমবন্তর  
গত হইয়াছে, অপর সপ্ত, ইহার পর হইবে । হে বিপ্রোজ ! সত্য, জ্যোতা, বাপর  
এবং কলি, এই চারি যুগ ; ইহাদেরই একান্তর যুগে ব্রহ্মার বংশ । এক্ষণে যুগপরিমাণ  
বলিতেছি ; শ্রবণ কর । সহস্র দিব্যবংশের কলির পরিমাণ নিরূপিত আছে এবং সপ্ত  
বংশের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশরূপে কল্পিত আছে । কলিপরিকারের বিস্তার, বাপরের

পরিমাণ এবং কলির পরিমাণের ভিন্নত্ব জ্যোতির্বিদ্যা, এইরূপ অবস্থিতি সত্যত্ব-  
পরিমাণ নিরূপিত আছে। দেব জন্মান, প্রতি মহন্তের অবতীর্ণ হইয়া বৈভাগগণকে  
বিশাশ করিয়া ধর্ম পালন এবং দেবগণকে রক্ষা করেন। একজন পুণ্যকর্মী মূর্তি-  
গণের বংশ বর্ধন করিতেছি। সূর্য্যবংশ এবং চন্দ্রবংশ, এই দুই বংশ পৃথিবীতে বিখ্যাত  
এবং স্বারজ্জবংশও বিখ্যাত। হে বিজয়পুত্র! প্রথমে সূর্য্যবংশ বলিতেছি, প্রবণ  
কর। বিজয় নাভিপন্ন হইতে রক্ষার উদ্ভব হয়। রক্ষা হইতে মরীচি এবং  
মরীচি হইতে কল্পণ জন্মগ্রহণ করেন, দেবতাগণের সাহোদর স্বয়ং সূর্য্যদেব তাঁহার  
পুত্র। সূর্য্যের পুত্র আদিত্যদেব; ইক্ষ্বাকু; নৃগ প্রভৃতি আদিত্যদেবের পুত্র। ইক্ষ্বাকুর পুত্র  
শশাঙ্গ নামে বিখ্যাত, তৎপুত্র পুরঞ্জয়, পুরঞ্জয়ের পুত্র পৃথ্বী। পৃথ্বীর পুত্র বিশ্বগর্ভি,  
তৎপুত্র চন্দ্র, চন্দ্র হইতে যুবনাথ উৎপন্ন হন। যুবনাথের পুত্র প্রাবল্য এবং তৎপুত্র বৃহদাশ্ব।  
বৃহদাশ্বের পুত্র কুবলয়াশ্ব, তৎপুত্র দৃঢ়াশ্ব, দৃঢ়াশ্বের পুত্র হর্ষাশ্ব, তৎপুত্র নিকৃৎ, নিকৃৎ  
হইতে বহলাশ্বের জন্ম হয়। বহলাশ্বের পুত্র কুশাশ্ব, তৎপুত্র স্ত্রোমজিৎ, স্ত্রোমজিৎ  
পুত্র যুবনাথ, তৎপুত্র মাকাতা। মাকাতার পুত্র অবরীষ, তিনি নিঃসন্তান। মাকাতার  
পিতা যে যুবনাথ, তৎপুত্র নিবেধ, নিবেধ হইতে বাহকের জন্ম হয়। বাহক হইতে সগর,  
সগর হইতে অনমগ্না, অনমগ্না হইতে অনুরাধ এবং অনুরাধা হইতে দিলীপের জন্ম  
হয়। দিলীপের পুত্র ভগীরথ, তৎপুত্র ভীম। ভীম হইতে সত্য, সত্য হইতে দিলীপ,  
দিলীপ হইতে রঘু, রঘু হইতে অজ, অজ হইতে দশরথের জন্ম হয়। স্বয়ং ভগবান্  
বিষ্ণু, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এই চারি অংশে দশরথের পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ  
করেন। ভগবান্ এই অবতারে রাবণাদি বিমাশ করিয়া পুণ্যকীর্ত্তি রাবিত্যছেন।  
এইত সংক্ষেপে প্রথম সূর্য্যবংশ ব্যাখ্যা করিলাম। এক্ষণে চন্দ্রবংশ বলিতেছি,  
প্রবণ কর। রক্ষার পুত্র অজি, অজি হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি হয়। চন্দ্রের পুত্র যুধ,  
যুধ হইতে আদিত্যদেবের উৎপত্তি হয়। পুরুরবা আদিত্যদেবের বোহিহ। পুরুরবাস পুত্র  
আবু, তৎপুত্র রস্তিনার, রস্তিনার হইতে বিরাডি, বিরাডি হইতে কৃতি, কৃতি হইতে  
মহাব উৎপন্ন হন। মহাবের পুত্র যযাতি, যযু; পুত্র প্রভৃতি যযাতির পঞ্চপুত্র।  
তন্মধ্যে পুরুপুত্র জনমেজয়, তৎপুত্র প্রতিবান্। প্রতিবাসের পুত্র মনরী, তৎপুত্র  
চাক্রপদ, চাক্রপদ হইতে সুহৃদ, সুহৃদ হইতে বৃহদাশ্ব, বৃহদাশ্ব হইতে সংযাতির উৎপত্তি  
হয়। সংযাতির পুত্র অর্হবাস্তি। তৎপুত্র বোহাশ্ব, বোহাশ্বের পুত্র ঋতেশ্ব, তৎপুত্র  
রস্তিনার, রস্তিনারের পুত্র সুমতি। সুমতি হইতে বেধাতিথি, বেধাতিথি হইতে  
দুহন্ত, দুহন্ত হইতে ভরত, ভরত হইতে বিতথ উৎপন্ন হয়। বিতথের পুত্র মনু,  
তৎপুত্র বৃহৎকক্ষ, বৃহৎকক্ষের পুত্র হস্তী, তৎপুত্র অজমীচ, অজমীচপুত্র নীল, তৎপুত্র  
শান্তি, শান্তির পুত্র সুশান্তি, তৎপুত্র পুরুজ। পুরুজ হইতে বর্ক জন্মগ্রহণ করেন।  
বর্ক হইতে ভগাবাশ্ব, ভগাবাশ্ব হইতে মুদাল, মুদাল হইতে দিবোদান উৎপন্ন হয়।



দ্বিষোদানের কন্যা অহল্যা, গৌতম হইতে অহল্যার গর্ভে শতানন্দের জন্ম হয়। দ্বিষোদানের পুত্র মিহ্রু, মিহ্রুপুত্র চাবন, চাবনের পুত্র সুকান, সুদানের পুত্র সৌদান, সৌদানের পুত্র মহদেব, মহদেবের পুত্র সৌদক, সৌদকের শতপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে প্ৰথমই জ্যেষ্ঠপুত্র। প্ৰথম পুত্র ক্রশন, তাঁহার পুত্র হুট্‌হায়, হুট্‌হায়ের পুত্র হুট্‌কেতু। উক্ত পুত্রাদি রাজগণ পঞ্চালদেশের অধিপতি বলিয়া পঞ্চাল নামে বিখ্যাত ছিলেন। অজমীচের কক্ষ নামে অপর যে পুত্র ছিলেন, তাহা হইতে সংবরণের জন্ম হয়, সেই সংবরণ হইতে কুরু উৎপন্ন হন। কুরু হইতে জঙ্ঘু, জঙ্ঘু হইতে সুরথ, সুরথ হইতে বিদুরথ, বিদুরথ হইতে নার্কভোম নামক পুত্র ধরাধিপ হইয়াছিলেন। উক্ত নার্কভোমের পুত্র জয়ংগেন, জয়ংগেনের পুত্র অরাধী, তাঁহার পুত্র অম্বতায়ু, অম্বতায়ু হইতে অক্ৰোধন উৎপন্ন হইয়াছিলেন। উক্ত অক্ৰোধনের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র ঋক্ষ, ঋক্ষ হইতে দিলীপ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। দিলীপের পুত্র প্রতীপ, প্রতীপের দেবাশি, শাস্ত্রু, বাঙ্কীক নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে দেবাশি পিতৃরাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া বনগমন করিয়াছিলেন। অপর বাঙ্কীক নামে যে পুত্র, তাঁহা হইতে সোমদত্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহা হইতে তুরি, তুরি হইতে তুরিপ্রবা জন্মগ্রহণ করেন। অপর শাস্ত্রু নামক যে তাঁহার পুত্র ছিলেন। তাঁহা হইতে গন্ধাদেনবীতে জিতেন্দ্রিয় তীক্ষ্ণদেহ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। উক্ত শাস্ত্রুর ঔরসে সজ্জবতীর গর্ভে চিত্রান্বন ও বিচিত্রবীৰ্য্য নামক দুইটা পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে বিচিত্রবীৰ্য্যের স্বতরাষ্ট্র ও পাপু নামে দুইটা পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অপর স্বতরাষ্ট্র হইতে হর্ষোদন প্রভৃতি শতপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পাপুর পঞ্চপুত্র উৎপন্ন হন, তন্মধ্যে কৃত্তীর গর্ভে বর্ধরাজ, বাহু ও ইজ ইহাদের ঔরসে পূণ্যশীল দুবিত্তির, ভীম, অর্জুন, ইহার। যথাক্রমে উৎপন্ন হন এবং মাতীর গর্ভে অশ্বিনী-কুমারের ঔরসে মনুল ও মহদেব জন্মগ্রহণ করেন। এই পঞ্চ পাতকের মধ্যে অর্জুনের অভিমত্যা নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহা হইতে পরীক্ষিৎ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিভের জনমেজয় নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র পুরৌজিৎ বহুর বংশে ভগবানু ঐহরি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ যযাতি-ভগব বহুর, মল নামে এক পুত্র হন। তাঁহা হইতে কৃতবীৰ্য্য উৎপন্ন হন। ঐ কৃতবীৰ্য্য হইতে সহস্র বাহনালী অর্জুননামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐহার অরণ্যমাজ নরগণ অপহৃত তথা সকল পুমান্যু গ্রাণ্ড হইয়া থাকেন এবং অপহৃত তথা গ্রাণ্ড হইয়া ঐহার ঐতির নিমিত্ত সন্তোষপূর্ণক লবণ দান করিয়া থাকেন। ঐ কাণ্ডবীৰ্য্যার্জুন হইতে হুসি, হুসি হইতে শশবিন্দু, শশবিন্দু হইতে জ্যাম্বজ জ্যাম্বজ হইতে অশ্বপাৎ বক উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ঐ বক হইতে ভোজ, ভোজ হইতে সুমিহ্র, সুমিহ্র হইতে শিদি, শিদি হইতে শিরনামক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ঐ

মিষের সত্যজিৎ ও এলেন নামক দুইটা পুত্র হইয়াছিল, তাঁহারই বংশে পুণ্যনামক নরপতি উৎপন্ন হন। ঐ পুত্র হইতে বহুদেব জন্মগ্রহণ করেন। হে বিজয়র! ঐ বহুদেবের ঔরসে ভগবান্ ঐক্য স্বাপরাস্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই চন্দ্রবংশ বর্ণন করিলাম, পশ্চাৎ মানববংশ বর্ণন করিব। এই সকল তোমাকে বংশের বিবদ বর্ণন করিলাম, পুনরায় কি শুনিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা বল।

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬

### ত্রিংশ অধ্যায় ।

জৈমিনি কহিলেন, হে ব্রহ্মণ! এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মবংশ ও বিশ্ববংশ চতুর্দিকে ষাণ্ড; একপাশে শিববংশ বলুন। ঐ বি বলিলেন, শিব পুরুষ ও পার্শ্বভীতী—ইহাও উভয়ে সৃষ্টিকর্তা; অতএব পুরুষ সকল শিবস্বরূপ ও স্ত্রীণ্য পার্শ্বভীতীস্বরূপ। শিব পুংলিঙ্গ-রূপী ও দেবী স্ত্রীলিঙ্গরূপিণী; অতএব এই স্বাবর-জন্মাত্মক জগৎ শিবলিঙ্গ ও দেবী-লিঙ্গস্বরূপ। হে জৈমিনে! এই অখিল জগৎই শিববংশ ও শিবস্বরূপ; তোমার ঐষ্টব্য শিববংশ অস্ত্র কিছু নাই। শিবশক্তিসীম কোন বস্তুই কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। শিবশক্তিযুক্ত হইলেই সমস্ত সত্ত্ব বলিয়া পরিগণিত হয়। ভগবান্ বিহু বা বিধি, দেবগণ বা সমস্ত জগৎ সকলেই শিবশক্তিযুক্ত। পূর্ককালে দেবী গিরিজা অপত্য-কামনার লোককল্যাণকারী শস্ত্রকে বলেন, হে ভগবন্! অপত্যবানেরই সমস্ত কার্যো অবিকার, নিঃসন্তানের একেবারে ক্ষিয়া নাই; অতএব আপনি মাতৃকৃত্য অবলম্বন পূর্কক অর্থাৎ ঐশ্বরে সদ্ভক্ত হইয়া ঔরস পুত্র উৎপাদন করুন। ঐ বি বলিলেন, তখন ভগবান্ শস্ত্র পার্শ্বভীতীর এই কথা শুনিয়া মরু-বচনে তাঁহাকে বলিলেন, আমি গিরিজে! আমি গৃহ নহি, আমার পুত্রের প্রয়োজন কি? দেবগণের কুচক্রই তুমি আমার ভাৰ্য্যাক্রমে প্রতিপাদিত হইয়াছ। ১. আমি ভয়ে। বিরাগী পুরুষের ভাৰ্য্যা পরমবজ্র বটে, কিন্তু পুত্র ভদীর পাশ-শস্ত্ররূপে নিরূপিত হইয়া থাকে। হে দেবি! আমার সন্তান নাই, আমার পুত্রপ্রয়োজনও নাই; তবে বল দেবি, বাহ্যর ব্যাধি নাই, তাহার ওষধে প্রয়োজন কি? হে দেবি। তুমি ও আমি স্ত্রী ও পুরুষরূপে জগতের স্ত্রী ও পুরুষে সবা রত হইয়া আমন্থ অনুভব করি, তাহাতেই আমরা পুত্রোৎপত্তির কারণ হইয়া থাকি। আমরা স্বয়ং অনপত্য বটে, কিন্তু সন্দেহ আত্মারাম হইয়া রমণ করি। পার্শ্বভী কহিলেন, হে দেবদেব ভগবন্! নীলকণ্ঠ ত্রিলোচন! আপনি স্বার্থই বলিয়াছেন বটে, কিন্তু আমি পুত্র ইচ্ছা করি; অতএব হে মহেশ্বর! পুত্র উৎপাদন করিয়া আপনি বোণ-অনুষ্ঠান করুন। আমি তাহাকে পালন করিব,

আপনার যোগের কোন ব্যাঘাত ঘটবে না। আমার পুত্র-মুখ-চুশনে বলবতী স্পৃহা জন্মিয়াছে, আপনি যখন আমার ভার্য্যা স্বীকার করিয়াছেন, তখন পুত্র উৎপাদন করুন। ইহা শুনিয়া শিব কহিলেন, আমি পুত্র উৎপাদন করিব বটে, কিন্তু সেই পুত্র বিবাহে বিশ্ব্ব হইবে; তাহা হইলে, তোমার বংশ পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে থাকিবে না। ঋষি বলিলেন, এই কথায় বলিয়া ভগবান্ রূপিতভাবে আসন হইতে উঠিয়া গমন করিলেন। দেবীও বিমনা হইয়া হৃৎপথে বহুক্ষণ চিন্তাভিত্ত হইলেন। তখন তদীয় পার্শ্বলহরী জয়া ও বিজয়া ভগবানের নিকট গমনপূর্ব্বক যোষভঙ্গের নিমিত্ত তাঁহাকে অনুন্নয় করিলে, ভগবান্ শব্দর দেবীকে বিমনা দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, ঋষি স্মর! পুত্রের অভাবে কেন তুমি বিমনা হইয়াছ? যদি পুত্রের মুখ-চুশনে তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তোমার পুত্রকল্পনা করিয়া দিতেছি, “এই পুত্র গ্রহণ কর ও যথাস্থানে তদীয় মুখ-চুশন কর” বলিয়া তিনি গিরিনন্দিনীর বসন আকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে দিলেন। পার্শ্বভী কহিলেন, হে মহেশ্বর! ইহা আমার রক্তবর্ণ বস্ত্র, ইহাতে কিরূপে পুত্রের কার্য্য করিবে? হে শিব! পরিহাস ত্যাগ করুন, আমি পশুপতি নহি; বস্ত্র ধার্য্য কেমনে আমার পুত্রলাভের আনন্দ হইবে? ঋষি বলিলেন, এই কথা বলিয়া দেবী গিরিজা ঐশ্বর্য্য পরিহাস-বাক্য ভাবিয়া সেই বস্ত্রধারি পুত্রের স্মার করিয়া ক্রোড়ে করিলেন। হে বিজ্ঞ! তখন দেবীর ক্রোড়গত সেই বস্ত্র জীবন প্রাপ্ত হইয়া ক্রোড় হইতে পতিত হইল ও পুনঃপুনঃ স্পন্দিত হইতে লাগিল। পার্শ্বভী তাহাকে স্পন্দিত হইতে দেখিয়া শিবের নিকটে কর-কমলে গ্রহণপূর্ব্বক “জীব” “জীব” এই কথা বলিলেন। তখন সেই বালক জীবিত হইয়া প্রাণ লাভপূর্ব্বক “মা মা” বলিয়া রোদন করত পার্শ্বভীর হর্ষ-সম্পাদন করিল। শ্রেহরী দেবী সেই বালককে পাইয়া ক্রোড়ে করিয়া স্তম্ভপান করাইলেন। তখন তদীয় স্তন-মুগল হইতে দুগ্ধ সিন্ধু হইতে লাগিল। সেই বালকও স্তম্ভপান করিয়া সন্তিত-বদনে মাতার মুখ-পানে চাহিয়া রহিল, অমনি মাতা তদীয় মুখ-চুশন করিলেন। তখন স্মরী গিরিনন্দিনী মুহূর্ত্তকাল বালককে আলিঙ্গন করিয়া, “হে প্রভো! পুত্র গ্রহণ করুন, আপনি সদয় হইয়া ইহা দিয়াছেন, এক্ষণে পুত্রলাভে কীদৃশ মুখ উপলব্ধি করুন” ইহা বলিয়া স্বীয় পতি মহেশ্বরের ক্রোড়ে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। হে বিজ্ঞপুত্র! তাহা শুনিয়া শব্দর বলিলেন, হে দেবি! আমি পরিহাস করত তোমার বস্ত্রকৃত পুত্র প্রদান করিয়াছিলাম, তাহা তোমার ভাগ্যবলেই পুত্র হইয়াছে, ইহাতে বৈচিত্র্য্য কি? দেবি! প্রদান কল্প দেখি, সত্য কিনা, বস্ত্র-নির্ধিত দেহ কিরূপে জীব প্রাপ্ত হইল? ঋষি বলিলেন, এই কথা বলিয়া শব্দ পুত্রকে গ্রহণ করিয়া পানিতলে রাখিয়া অভিব্যক্তে দর্শন করিলেন। তিনি সেই বালকের সমস্ত অঙ্গ নিপুণভাবে দর্শন করিয়া জন্মদোষ স্মরণ করত দেবী পার্শ্বভীকে কহিলেন, হে দেবি! তোমার এই উৎপন্ন পুত্রের গ্রহণিষ্ঠ আছে; অতএব দেখিতেছি, এই পুত্র বহুকাল

জীবিত থাকিবে না । পুত্র অল্পায়ু হইলে অল্পদিন মধ্যেই তাহার মৃত্যু প্রের্ষকর, নচেৎ ভগবানু হইয়া মরিবে, অত্যন্ত কষ্টপ্রদান করিয়া থাকে । ঋষি বলিলেন, শত্ৰু এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে উত্তরাঞ্জে হিত সেই শিশুর মন্তক দেখ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইল । তাহা দেখিয়া পার্শ্বভী শোকে আবুল হইয়া সেই হিরমন্তক পুত্রকে লইয়া, “হা বৎস, হা বৎস” বলিয়া বহুদা রোদন করিতে লাগিলেন । ভগবানু শিবও বিস্মিত হইয়া পুত্রের স্তন্য মন্তক করে লইয়া মধুরবাণী পার্শ্বভীকে বলিলেন, হে কল্যাণি ! পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াও রোদন করিও না ; কারণ পুত্রশোক অপেক্ষা এমন আর আত্মশোষক নাই ; অতএব পুত্রশোক ত্যাগ কর, আমি তোমার পুত্রের জীবন দান করিতেছি, এই হির মন্তকটা স্বন্ধে যোজন কর । ঋষি কহিলেন ভগবানু এই কথা বলিলে দেবী পার্শ্বভী মন্তকযোজনা করিতে গেলেন কিন্তু তাহা সংবৃত্ত হইল না । তাহা দেখিয়া শিব চিন্তাবিভ হইলেন । ইত্যবসরে নৈমবাণী হইল যে, “হে শতো ! তোমার এই পুত্রের মন্তকে রিষ্টি দৃষ্ট হইয়াছে, অতএব এই মন্তকসংযোগে জীবিত হইবে না, অস্ত্রের মন্তক আনিয়া স্বন্ধে যোজন করিয়া জীবন দান কর । আর যেহেতু তোমার পান্ডিত্যে বালক উত্তরশিরে হইয়া অবস্থিত ছিল, এই নিমিত্ত উত্তরশিরে হিত কোন জীবের মন্তক আনিয়া যোজনা করিতে হইবে ।” এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া, শত্ৰু দেবীকে আদৃত করিলেন ও নন্দীকে ডাকিয়া তৎকার্য্যে প্রেরণ করিলেন । তখন নন্দী ত্রিজগৎ ভ্রমণ করিয়া, অমরাবতীতে গিয়া, উত্তর-শিরে শরান ইন্দের ঐরাবত হস্তীকে দেখিতে পাইলেন । দেখিয়াই তদীর মন্তক ছেদনে উদ্যত হইলেন । এমন সময়ে হস্তী গর্জন করিয়া উঠিল । সেই গর্জনে ইন্দ্ৰাদি দেবগণ আগিয়া উপস্থিত হইলেন । ইন্দ্ৰ কহিলেন, কে তুমি অতুত আকৃতি-মানু আমার হস্তীকে বধ করিতে আসিয়াছ ? তোমার প্রেরণ করিয়াছে কে ? তোমার হস্তে থড়াই বা বিদ্যাময় কেন ? নন্দী বলিলেন, আমি শিবকিস্কর নন্দী, প্রভুর আজ্ঞায় আসিয়াছি, ঐরাবতের মন্তক লইয়া আমার প্রভুকে দিতে হইবে । তদীর কুমার পান্ডিত্যে উত্তর শিরে ছিল, এমন সময়ে তাহার মন্তক বিষ্টিদৃষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হয় । তখনই আকাশবাণী হইয়া উঠে যে, “উত্তরশিরে শরান কোন জীবের মন্তক যোজনা করিলে পুত্র জীবিত হইবে”, তাই প্রভুরাজার মন্তকযোজনা আমার জীবন দান করিতে হইবে । এই নিমিত্ত তদীর গর্জনার্থে মন্তক আমি নিশ্চয় ছেদন করিব । তোমার যদি বাচিত্তে সাধ থাকে, তবে ঐরাবতের নগ্ন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও, প্রভুর কুমারের প্রাণদানের নিমিত্ত তোমার হস্তিধণ জানিও । ঋষি কহিলেন, তখন ইন্দ্ৰ নন্দীর এইরূপ শাক্য শ্রবণে ক্রুপিত হইয়া, সকল দেব-গণকে ডাকিয়া নন্দীকে বলিলেন, হে বম্ভর । আমি দেবরাজ, আমার জীবন থাকিতে

তুহি কামনযানী শত্ৰু কিতর হইয়া, কখনই হতী বধ করিতে পারিবে না। অপি  
 নলিলেন, এই কথা বলিয়া দেবরাজ নন্দীকে বধ করিবার ইচ্ছার শূলহস্তে ধাবিত  
 হইলেন; নন্দী হত্যারে সেই শূল ত্যজ করিল। পুনরায় তিনি গদা গ্রহণ পূর্বক নবলে  
 নিক্ষেপ করিলেন, নন্দী তাহা অবলীলাক্রমে বাম হস্তে ধারণ করিয়া “হে ইক্ষ।  
 এই লত, তোমার গদা লও” বলিয়া তাহার দিকে নিক্ষেপ করিল। তখন সেই গদা  
 ইক্ষের বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়া আঘাত করিল। ইক্ষ তদীয় আঘাতে কিঞ্চিৎ  
 ব্যথিত হইয়া অস্ত্র শূল গ্রহণ পূর্বক নন্দীর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, নন্দী তাহা  
 খজা দ্বারা ধৃত-বিধৃত করিল। পুনরায় ইক্ষ বজ্র উন্মাত করিয়া, বায়ুবেগে  
 ধাবিত হইলেন, নন্দী তখন অভিতীষণ মূর্তি ধারণ করিল। ইত্যবসরে হস্তিপক  
 ইক্ষের নিষিত মস্তক প্রাবত হতী উপস্থিত করিল। মহাবল ইক্ষ তাহাতে আক্ৰান্ত  
 হইয়া, দেবগণ-সাহায্যে বজ্রহস্তে নন্দীর মস্তক মুদ্র করিতে লাগিলেন। সকল  
 দেবগণ ধমুহস্তে নিগিত হইয়া ঘোর বর্ষাকালে মহাপর্জ্যের উপর মেঘের স্তায় সেই  
 ভীষণমূর্তি নন্দীর উপর শরশুষ্টি করিতে লাগিল। তখন অভূতদর্শন মহাতীমভদ্র  
 নন্দী পাশাণের স্তার কটীকার হইয়া, তাকাধিরের শরশুষ্টি সহ করত বামহস্ত-  
 জামণে, নিষিতধড়ো, হত্যারে ও নিখালপবনে সেই শরশুষ্টি নিষারণপূর্বক প্রাবতের  
 মস্তক ছেদন করিলেন। প্রাবত হতী ছিন্ন-মস্তক হইয়া ঘোরনাগে বোহিত করিয়া,  
 দেবগণের সম্মুখে ভূতলে পতিত হইল। সেই অভূত কার্য দর্শনে মুগ্ধ দেবগণ  
 হাহাকার করত নিশ্পন্দভাবে রহিলেন। এদিকে শিব নন্দীর সাংস্বেদন প্রবণ  
 করিয়া আনন্দে নন্দীকে আলিঙ্গনপূর্বক কুমারের স্তব্দে গজমস্তক বোজন করিলেন।  
 মস্তকবোজনা করিযামাত্র সেই বালক অতি সুন্দর, ধর্ম, স্থলতর, গজেন্দ্রবদনামুগ,  
 জবাহরমহাশয়, সুগান্ধবলানন, চতুর্ভূজ, প্রসন্নমুখগন্ধলুক-মধুপ-শোভিত ও  
 মহাভুলোচনরূপে শিবের সমীপে বিরাজমান হইল। তখন সকল দেবগণ আশ্বিনা  
 ভগবান্ শত্ৰু ব্রোড়হিত গজেন্দ্রানন বালক শিবসম্মুখে দর্শন করিলেন। ব্রহ্মাদি  
 দেবতা তথায় গমনপূর্বক তাঁহাকে পাণপত্রো অভিব্যক্ত করিলেন। ব্রহ্মা তাহার  
 অমোঘ্য নাম রাখিলেন। সেই বালক সর্বদেবগণস্বর্গে সর্গাধী পূজ্য অভ্যুত  
 দেবরাজ হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। বর্ষাচোনা সরস্বতী তাহাকে লেখনী,  
 ব্রহ্মা জপমালা, ইক্ষ গজমস্ত, লক্ষ্মী পদ্ম, শিব ব্যাগ্রচর্ম, বৃহস্পতি বজ্রমুগ ও  
 পৃথিবী মৃদিকবাহন প্রদান করিলেন। সুনিগণ সেই রত্নবর্ষা শিবসম্মুখে ত্যজ করিতে  
 লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে শম্ভো! তোমার এই পুত্র তোমা হইতে অভিন্ন;  
 যে অবেশ্য। সকল দেবতার অগ্রে ইহার পূজা হইবে, পরে তুহি পূজা হইবে;  
 ইনি সকল দেবগণের ও তদীয় অমরগণের অধিপতি হইবেন। গজাস্ত বলিয়া ইহার  
 সজানন নাম হইবে। নন্দী ইক্ষকে জয় করিয়া প্রাবতবধপূর্বক মস্তক আশ্বিনা দেওয়ার

ইহার নাম একদন্ত হইবে । হে শকর ! ইহার বীজরূপ নাম হেরম্ব থাকিল, মিন্দনী-  
ভাবে লম্বোদর নামও থাকিল । ইহার অরণ নামে বিম্বরাশি নষ্ট হয় বলিয়া, হে শিব !  
তোমার পুত্রের নাম বিশেষ রহিল । যে ব্যক্তি বাজাফালে অথবা পুণ্য-কার্য্যারম্ভে এই  
গণপতিকে অরণ করিবে, তাহার যাত্রা ও কার্য্য সফল হইবে । সমস্ত মঙ্গলকার্য্যে এই  
গণাধিপের পূজা করিবে, তাহা হইলেই সকল দেবতা পূজিত হইয়া কার্য্যালোক হইবেন ।  
কবি বলিলেন, হে বিজয় ! তখন ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া বিরক্ত হইলে, ঐরাবতের  
অভাবে হুঃখিত ইচ্ছা শিবকে কহিলেন, হে দেবোত্তম ত্রিভুবনপতে পার্শ্বভীষ্মির জিলোচন  
প্রত্যো নহাদেব ! আপনাকে প্রণাম, আপনার পরাক্রান্ত কিত্তর মন্যো আমার হৃদীকে  
বধ করিমাছে । আমি তখন অজ্ঞানপূর্ব্বক তাহার সহিত হুচ্চ করিমাছিলাম, আমার  
অপরাধ মাৰ্জ্জনা করন । হে মহেশ্বর ! না প্রার্থনা করিলেও বাঁহাকে নিজ মন্তক দেওরা  
কর্তব্য, তাঁহাকে গজমন্তক দিতে ইচ্ছা করি নাই ; অতএব তজ্জন্ত আমার ক্ষমা করন ।  
তাহা শুনিয়া ভগবান্ কহিলেন, হে ইচ্ছ ! ছিন্নমন্তক ঐরাবতকে তুমি নাগরাজলে নিক্ষেপ  
কর ; তাহা হইলে সমুদ্রমন্ধানংগর নাগরাজকে পুনরায় প্রাপ্ত হইবে । তুমি যেমন  
আমার পুত্রের জন্ত ঐরাবতমন্তক দিয়াছ, তজ্জন্ত আমিও তোমাকে অক্ষর বিষয় প্রদান  
করিব । কবি কহিলেন, হে বিজ ! ভগবান্ এই কথা বলিলে পর, কণ্ডপমন্ডন ইচ্ছ  
স্বর্ণে গমন করিলেন ; ব্রহ্মাদি দেবগণও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন । দেবী পার্শ্বভী  
সামনে গর্বেশকে পালন করিতে লাগিলেন । এদিকে গর্বেশ সংসার-বিমূর্ণ পরম যোগী  
হইলেন ! কবিগণ সর্ব্বদা আগমন করত তাঁহাকে স্তুব করিতে লাগিলেন । কবিগণ  
কহিলেন, গর্বেশ, গণনাথ, হেরম্ব, গিরিশাক্ত, পার্শ্বভীষ্মনন্দ, বীর, দেবরাজ, গজাধর,  
লম্বোদর, বিম্বরাজ, যোগী, সল্লবোপলক্ষণ, অঙ্গপূজা, চতুর্ভূজ, একদন্ত, লীলেশ্বর, বাহর-  
চর্চাশ্বর, বীর, মঙ্গলরূপবান্, নক্কাস্ত, মবিকারোহী, মোক্ষদায়ক, দন্তকর, দন্তী, বৈকব,  
পরমার্থদূক, পঞ্চপানি, পঞ্চযজ্ঞ, শিব, শকর, ঐশ্বর, হাবগত, বুডাকারী, শিবপুত্র, প্রবচন,  
আনন্দামল, অভিমতা, শৈব, বর্ষ, বনেশ্বর, অমন্ত, জগদাধার, শনিহর্ব্বাঘোচর, সমুদ্রপাতা,  
নামুহ, সমুদ্রজঠর, জর, নিবারূপ, বারিমাধ ও বিজয় ; গর্বেশের এই পঞ্চাশৎ নাম যে ব্যক্তি  
যাত্রা, পূজা ও দানকালে, জ্রাক, গন্ধাত্মানে অথবা পুজাদির মঙ্গলকার্য্যে কিংবা প্রত্যহ  
ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করে বা ভজিয়াই হইয়া জবণ করে, তাহার বিদ্য দূর হয়, ধনপুত্রাদির  
মঙ্গল হয়, ইষ্টদেশে ভক্তিও বাহিত অর্ঘলাভ হইয়া থাকে । শুকদেব কহিলেন, কবিগণ  
এইরূপ স্তুব করিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন । \* হে জৈমিনে ! পুণ্যজন্মক এই গর্বেশের  
জন্মকথা তোমার বলিলাম । সংসাররূপী শত্রুর বশ বর্ধমান নাই । শত্রুর বশ পুত্র  
দুয়ার কাঙ্ক্ষিকের কথা বলিয়াছি, তিনি কৌমারব্রতচারী ছিলেন বলিয়া বিবাহ করেন  
নাই । হে জৈমিনে ! যে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা বলিলাম ; তুমি  
তপশ্চরণে গমন কর ; আমিও যথাস্থানে নাই । বাল কহিলেন, হে জাগলে ! তখন

জৈমিনি নিজ গুরুদেবকে প্রণামপূরক ভগ্নস্তম্ভ গমন করিলেন, শিবের আংশাবতার  
মহাভাগ মহাদেবীষ্ট গুরুদেবও অস্ত্র প্রদান করিলেন । হে জীবালে । এক্ষণে তোমার  
আর কি প্রবণেচ্ছা আছে ? বল, আমি বলিতেছি ।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

---

মধ্যখণ্ড সমাপ্ত ।

---

## উত্তরখণ্ড ।

### প্রথম অধ্যায় ।

শোনক कहিলেন, হে প্রভো মৃত ! মুনিবর জাবালি, দেবী-প্রমুখাং মধ্যমখণ্ডে অবধানস্তর  
 গুরু বেদব্যানকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ? তাহা প্রকাশ করম । মৃত कहিলেন,  
 হে শোনক ! তিনি মধ্যমখণ্ডের পূণ্যজনক কথা সকল শ্রবণ করিয়া গুরুকে জিজ্ঞাসা  
 করিলেন, হে ব্রহ্মব ! আপনীর মুখে দিবা কথা সকল শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে বর্ণাশ্রমধর্ম-  
 শ্রবণে নিতান্ত বাসনা হইতেছে ; অতএব কৃপা করিয়া তবিস্বর কীর্তন করম । শ্যামদেব  
 कहিলেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর মূলত্রুতি হইতে সমুদ্ভূত, তদ্ব্যবহায়ে নতুংদেহ সমাতন বিষ্ণু  
 মধ্যম । তাঁহার মূখ হইতে সর্গবেদের আশ্রয়, বিপ্রগণ প্রজাপালনার্থ বাহ  
 হইতে ক্ষত্রিয়গণ, বনরক্ষার্থ উরদেশ হইতে বৈশ্যগণ ও পুরোহিত বর্ণত্রয়ের সেবার্থ পাদবর  
 হইতে শূদ্রগণ উৎপন্ন হইয়াছে । তদবান্ বিষ্ণু এইরূপে বর্ণচতুষ্টয়ের স্বজন করিয়া তাহা-  
 দিগের ধর্মের উৎপাদন করেন । আগম ও মিগম এই উভয় ধর্মের পথ । এই দুই পথ  
 দ্বায়াই মচরাচর সমুদয় জগৎ রক্ষিত হইতেছে । তদ্ব্যবহায়ে মিগম বেদমার্গ ও আগম  
 তত্ত্বমার্গ । বেদমার্গ কর্মস্বরূপ ও তত্ত্বমার্গ বোগস্বরূপ জামিবে । কর্মবিশেষের নামই  
 বোগ, এই বোগবলেই তত্ত্বলাভ হইয়া থাকে এবং কর্মস্বরূপ বেদমার্গ হইতে বোগলাভ  
 হয় । কোম ব্যক্তিই কর্ম না করিয়া ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারে না । যাৎ পর্যন্ত  
 তত্ত্বলাভ না হয়, তাৎ শ্রীব্যাত্রেই কর্মাধীন ; অতএব হে বিপ্র ! তত্ত্বার্থী ব্যক্তির  
 বৈধকর্ম ভাগ করা কোনক্রমেই উচিত নহে । তত্ত্বলাভের পূর্বে যে ব্যক্তি কর্মবিহীন  
 হয়, সে নিঃসন্দেহ অবপতিত হইয়া থাকে । তত্ত্বশব্দের অর্থ অবৈতভাব, তাহা কেবল  
 বাক্য দ্বারা লাভ হয় না । হে বিপ্র ! জ্ঞাপিগণ, কর্মদ্বারা ইদে ধারণ করিয়া থাকে  
 এবং কর্ম হইতেই স্বর্গ বা মরক প্রাপ্ত হয় । হে বিপ্র ! ব্রাহ্মণ, কৈত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র  
 এই চারিবর্ণই স্বধর্মনিরত হইলে বিপ্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং ব্রাহ্মণ হইয়া যদি বখো-  
 চিত ব্রাহ্মণের ধর্ম প্রতিলালন করে, তাহা হইলেই তত্ত্বলাভে সক্ষম হয় । শূদ্র যথাবিধি  
 শূদ্রধর্ম পালন করিলে বৈশ্য, বৈশ্য বৈধ-বৈশ্যধর্ম-পালনে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় শাস্ত্রোক্ত-  
 ক্ষত্রিয়ধর্ম-পালনে বিপ্র এবং বিপ্র সদাচার-সম্পন্ন হইলে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ।  
 সমুদয় বর্ণই স্বধর্ম পরিহারপূর্বক উচ্চবর্ণের ধর্ম আচরণ করিলে বোগ মরকে পতিত  
 হইয়া থাকে, একমাত্র নিজ নিজ ধর্মের সমুষ্ঠানই সকল বর্ণের কর্তব্য । হে ব্রহ্মব ! এক্ষণে  
 বখাক্রমে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের যে ধর্ম শুভপ্রদ, তাহা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।



ব্রাহ্মণাদি সর্ববর্ণেরই অমহা, দয়া, কমা, সৌম্য, সরলতা, আলোভ, অকার্পণ্য, আলস্ত-  
 বিহীনতা এবং এবং বিধ অস্ত্রান্ত সঙ্কল্প থাকি উচিত, এই বৈষ্ণবের সঙ্কল্প থাকিলে কি  
 উচকাল কি পরকাল উভয়েরই মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। এক্ষণে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ নির্দেশ  
 করিতেছি শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বজ্র, অধ্যয়ন ও দান অর্থ; ক্ষত্রিয়  
 ব্রাহ্মণের, বৈশ্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের এবং শূত্র, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সেবা করিবে এবং  
 ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের শূত্রকে ভরণ করা বর্জ্য। ব্রাহ্মণের নামের অন্তে দেব ও বর্মা,  
 ক্ষত্রিয়ের রায় ও বর্মা, বৈশ্যের ধন ও শূত্রের নামশেবে দাস শব্দ ব্যবহার হইবে।  
 হে বিজপুন্দ্র! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জীর নামশেবে দেবী এবং বৈশ্য ও শূত্রজীর দাসীপদ  
 প্রয়োগ করা কর্তব্য। ক্ষত্রিয় ঋতুতি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণকে সমুখাগত দেখিলে প্রণাম করিবে,  
 যদি তাহা না করে, তবে ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হয়।- উক্ত বর্ণত্রয় প্রণাম করিলে ব্রাহ্মণ  
 সঙ্কটেমনে সঙ্কৃতব্যাকো আশীর্বাদ করিবে। ব্রাহ্মণের সহিত ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হইলে  
 পরস্পর পরস্পরকে প্রণাম করিবে, ইহাভে পিতাও পুত্রকে প্রণাম করিলে কোনরূপ দোষ  
 হয় না। জনহস্ত, বকিহস্ত, অধ্যয়নপর ভোজনাসক্ত, জপসিহস্ত, অমাদিপাকে নিযুক্ত,  
 পুশ্পহস্ত, ধ্যানপারায়ণ, নিম্নায়ুক্ত বেগে ধাবমান, ক্রোধবিহ, বহু, আর্জব্রহ্মচারী, শত্রুপাণি,  
 পতিত, উদাসপ্রস্তু, নীচতামহিত, অস্ত্রমনস্ক, হানাসক্ত এবং অস্ত্রকর্ষক পীড়ামান ব্যক্তিকে  
 কদাচ প্রণাম করিবে না। কাহারও পশ্চাত্তানে প্রণাম করাও মিথ্য। আর শয়ং পবিত্র  
 হইয়া অপবিত্র ব্যক্তিকে, কিংবা জন্মপান করিতে করিতে, কিংবা উচ্চহাসে অবহিত  
 থাকিয়া কিংবা শয়ং অপবিত্র, বিব্রত বা আর্জব্রহ্ম হইয়া কাহাকেও কদাপি প্রণাম করিতে  
 নাই। হে বিজ! যে কোন হাসে কেহ নমস্কার করিলে তাহাকে আশীর্বাদ করিবে,  
 কিন্তু প্রণামের পূর্বে কদাচ আশীর্বাদ করা কর্তব্য নহে। তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ও শূত্র  
 উভয়েরই নরকগামী হয়। ব্রাহ্মণ যদি বয়ঃকনিষ্ঠ হইয়াও গুণজ্যেষ্ঠ হয়, তবে তিনি  
 বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরও নমস্কার। গুরুজন অমং-গুণাবিত হইলেও তাহাদিগকে প্রণাম করা  
 কর্তব্য। ক্রমে উক্ত উক্ত বর্ণ যে অর্থ বর্ণের গুরু, ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে। গুরুজনের  
 নামগ্রহণ, নিম্না, পরোক্ষে দোষকথন এবং তাহাদিগকে নাম ধরিয়া আহ্বান করা ও  
 তাহাদিগের নিকট গুহ্যতা পরিভাগ করিবে। মাতুলাদি বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও তাহাদিগকে  
 প্রণাম করা কর্তব্য এবং অস্ত্রান্ত সঙ্কল্পবিশিষ্ট বহুসংকে পাণ্ডগ্রহণ না করিয়া প্রণাম করিবে,  
 কনিষ্ঠকে পাণ্ডগ্রহণ পূর্বেক প্রণাম করা নিষিদ্ধ। কনিষ্ঠবংশীয় শিক্ষাদানাদি যাত্রা গুরু  
 হইলে জ্যেষ্ঠবংশীয় শিষ্যকে প্রণাম করিবে না এবং কনিষ্ঠবংশীয়েরা জ্যেষ্ঠবংশীয়কে  
 পাণ্ডগ্রহণ না করিয়া প্রণাম করিবে। গুরুভর সঙ্কল্প বিশিষ্ট বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও  
 তাহার নমস্কারের অগ্রে তাহাকে নমস্কার করিবে। গুরুপুত্রাদি ও মাতুলাদি ভিন্ন অপর  
 গুরুপুত্রাদিগকে ব্রাহ্মণবর্ণের নমস্কার করা কর্তব্য নহে! গুরুপত্নী যুযুতী হইলে তাহার  
 পাদস্পর্শ না করিয়া প্রণাম করিবে। কনিষ্ঠ-মাতৃপত্নী, পুত্রবধূ, শিষ্যপত্নী ও বস্ত্র সঙ্কল্প-

বর্ষা চওড়া কদাচ উচিত নহে। বিশেষতঃ তাঁহাদিগকে সমাধর, তাঁহাদিগের অনশ্চর্য, তাঁহাদিগকে বহিঃসম্মানার্থ অবহিতি ও উচ্ছিন্নমান কদাচ করিতে নাই। বিমাতা, গুরুপত্নী, বর্ষ, জ্যেষ্ঠসহোদরা, মাতৃবনা, মাতুলানী ও পিতৃবনা; ইহারা মাতৃহানী ও উত্তরোত্তর লম্বু এবং পরম মাননীয়া, পূজনীয়া ও সন্মত্যা অগম্যা। পত্নীর মাতুলাদিকে লাদরে প্রণাম করা কর্তব্য। জার্য্যার ভাতা বহোজ্যেষ্ঠ হইলে তাহাকে প্রণাম করিবে; কিন্তু তাহার পাদপ্রহণ করিবে না। ব্রাহ্মণ সর্গবর্ণের গুরু, ক্ষত্রিয়াদি অপর বর্ণত্রয় তাহার শিষ্য স্বরূপ। হে জাবালে! এই আদি তোমার নিকট প্রণামের বিধান বলিলাম, যে ব্যক্তি ইহার অন্তর্বাচরণ করে, সে পণ্ডিতগণের নিকট দণ্ডার্থ।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাসদেব কহিলেন, এক্ষণে যথাজ্ঞান ব্রাহ্মণগণের সমাধন বর্ণ্য কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বে উহা ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণগণও আচরণ করিয়া আসিতেছেন। সত্য; শান্তি, ক্ষমা, অহিংসা, বৈশাংসী, অল্পে সন্তোষ, দয়া, দান, বাহ্যে অপরের ক্লেষ না হয় এরূপ ভিক্ষা, সৌজন্য, বিনয়, বজ্র, বাজন, প্রতিগ্রহ, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, পরিমিত আহার, নিরামিষ ভোজন, উপবাসাদি ব্রত, সূর্য্যের আরাধনা, অগ্নিদেবা, গুরুদেবা ও গৌরদেবা ব্রাহ্মণের অবস্ত্র কর্তব্য। ব্রাহ্মণগণ, নীচের নিকট প্রার্থনা, অশুচিস্পর্শ, অপবিত্র হানে বাস, নীচ ব্যক্তির সহিত আলাপ, নীচগৃহে গমন, নীচবাসনা, স্নান ও জপে অলম্ব, চিত্তকোভ এবং মূত্রকর্জুক নিমগ্নিত হইয়া ভোজন, পরিভাগ করিবে। বর্ষজ্ঞান, বর্ষবিষয়ে কথোপকথন এবং শাস্ত্রালাপ ব্রাহ্মণের কর্তব্য কর্ম। ব্রাহ্মণগণ শরধারণ, বাণিজ্য, গোশূর্ত্তে ডার-বাহন, গোচারণ ও গোবিক্রয় কদাপি করিবে না, যে ব্যক্তি ইহার অন্তর্বা করিবে সে গোবধের পাতকী হইবে। কোন প্রকার প্রাণী, ভৈজলপাণ্ড, বলা ও বস্ত্র বিক্রয় এবং চর্ম্মবাদা, নৃত্য, চর্ম্মবাদ্য-উপজীবিকা ও চর্ম্মচ্ছেদাদি কার্য্য কদাচ ব্রাহ্মণের কর্তব্য নহে। ব্রাহ্মণগণ, প্রতিদিন গুটি হইয়া ত্রিসন্ধোপাসনা, গায়ত্রীজপ এবং দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে। উক্ত গায়ত্রী, প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল ও সায়ংকাল তেবে ত্রিবিধ। প্রাতঃকালে রক্তবর্ণী ব্রহ্মবরূপা, মধ্যাহ্নে স্ত্রীমবর্ণী বিষ্ণুবরূপা ও সায়ংকালে গুরুবর্ণী শিববরূপা স্বরণ করিবে। উক্ত সন্ধ্যাভয়েই ব্রাহ্মণ্য অধিষ্ঠিত আছে। যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা না করে, সে ব্রাহ্মণপদবাচ্য নহে। যে পাপাত্মা ত্রিসন্ধ্যাবিশূণ, সে স্বর্ষ্যদেবকে হত্যা করিয়া থাকে। অনার্য্য ব্যক্তি—মল

ও জপবিহীন ব্যক্তি—পুর শোণিত ভোজন করে। প্রতিদিন পিতৃতর্পণ না করিলে পিতৃহত্যার পাতকী হয়। সূর্যোদয়ে উদ্ভিত হইলে মন্বেহনামক মহাবিকটীমন ব্রাহ্মসংগ, প্রত্যাহ তাঁহাকে প্রাস করিতে বাধ্যমান হয়, পরে তাহার প্রাতঃসন্ধ্যাকারী বিজগণের জলাঞ্জলি দ্বারা ভাঙিত হইয়া সূর্যোদয়ে পূজার্নন করিয়া থাকে। যে সকল ব্রাহ্মসংগ, এইরূপ আচরণ না করে, তাহার আত্মহত্যাপাপে লিপ্ত হয়। রক্তপাত, পূরনিঃসরণ, ক্ষাণ্ডোদ্গার, জ্বররোগ এবং জনন বা মরণশোচে বৈদিক কার্য করা নিষিদ্ধ। প্রাতঃসন্ধ্যা না করিলে ব্রাহ্মণ সেই দিবস অশুচি থাকে; এজন্য সমুদয় বৈদিক কার্যে অযোগ্য হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, রাজস্বায়গত, বন্ধনস্থ, কিংবা সূর্যপথ গমনে ব্রাহ্মণ হইয়া মানসিক লজ্জা করিলেও দোষাবহ হইবে না। মানব, প্রমাদাদিগ্ৰস্ত কিংবা শোকমোহাদিতে আক্রান্ত হইলে, অশুচি হইয়া থাকে; এজন্য ঐ সময় তাহার মানসিক লজ্জা করাই উচিত। হামশী, অমাবস্তা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি ও শ্রাদ্ধদিবসে সায়ংসন্ধ্যা করিবে না, করিলে পিতৃহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। হে বিজ! ব্রাহ্মসংগের, প্রতিদিন মহৎস্বায় এবং অশুভ হইলে শতবার গায়ত্রী জপ করা কর্তব্য। অশুচি-নিচর পরম্পর সংলগ্ন রাখিয়া মধ্যমাসুলির অধঃপর্কণ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণমস্তকের অপর দশপর্ক দ্বারা গায়ত্রী জপ করিবে। বিপ্রগণ, প্রাতঃকাল ও মধ্যাহ্নকালে উদ্ভিত হইয়া এবং সায়ংকালে উপবেশন করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে। এজন্য লিপ্ত অনলে পতঙ্গ ধেরূপ ভস্মীভূত হইয়া থাকে, তদ্রূপ গায়ত্রী-জপপরায়ণ ব্রাহ্মণের, দৈবাৎ ব্রহ্মহত্যা পাতক হইলেও বিনষ্ট হয়। শতবার গায়ত্রী জপ করিলে দিমগত পাপ এবং মহৎস্বায় জপ করিলে নিখিল পাপপুঞ্জ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিজগণ, গায়ত্রী জপ করিয়া “হে দেবি! তুমি মহৎস্বায়ের মুখ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া বিহুর বন্ধনহলে অবস্থিতি করিতেছ। এক্ষণে ব্রহ্মকর্তৃক সমুজাত হইয়া বথেষ্ট গমন কর” এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক ভগবান্ ভাস্করেই জপ সমর্পণ করিবে। আদিভ্যাপুরাণে গায়ত্রীর বর্ণ ও রূপাদি বর্ণিত হইয়াছে জানিও। সৃষ্টিশালী মানব ঐ পুরাণ হইতে উহার সম্যক্ অর্থ অবগত হইয়া জপ করিবে। যে ব্যক্তি গায়ত্রী গান অর্থায় জপ করে, তাহাকে পরিজ্ঞান করিয়া থাকেন বলিয়া উহার নাম গায়ত্রী হইয়াছে। ব্রাহ্মসংগের প্রতিদিন ফেমবিহীন নির্খল সন্তান জন দ্বারা পিতৃ-তর্পণ করা অবশ্য কর্তব্য। বিজগণ দক্ষিণাত হইয়া দক্ষিণাঙ্গ দর্ভ দ্বারা জল গ্রহণ পূর্বক বামদিক হইতে গাত্রলোম দ্বারা অশুষ্ঠ ন্যূনকল দশটি ভিল গ্রহণ করিয়া অথ এই মন্ত্র উচ্চারণ করত তাহা তর্পণার্থ জলে মিশাইয়া উদ্বারা তর্পণ করিবে। বামহস্তে বা পশ্চিমাঙ্গ দর্ভ দ্বারা কদাচ জল গ্রহণ করিতে নাই। এইরূপে তর্পণাদি-কার্য-সমাপনান্তে ব্রাহ্মণের অশুভা লইয়া এবং কোন ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত না থাকিলে জনপাতে কিঞ্চিৎ জল লইয়া গৃহে গমন করিবে। ব্রাহ্মণ, স্নানান্তে লৌহ

বা প্রজিবাশ স্পর্শ করিবে না এবং ভূদ্বিমোহী যৌত বস্ত্র পরিধান করিবে। বস্ত্র পরিভাঙ্গ এবং প্রজিবাশ অপরিভাঙ্গ হইলেও অপরিভাঙ্গ হইয়া থাকে, বিশেষ রত্নবস্ত্র শতবার খোঁত না করিলে পবিত্র হয় না। পবিত্রাত্মা বিজগণ সর্বদা শুক্লবর্ণ তিলক, শুক্লবর্ণ যজ্ঞোপবীত ও শুক্লবর্ণ বস্ত্রখণ্ড ধারণ করিবে এবং দত্ত মার্জিত রাখিবে। নির্ভাব্য ব্রাহ্মণের সতত উপবীত ধারণ শিখাবন্ধন ও তিলক ধারণ করা কর্তব্য। ব্রাহ্মণ, মলমুক্ত-পরিভাগ-সময়ে উপবীত খাঁকিবে না; বস্ত্র ধারা মস্তক আঘরণপূর্বক কর্ণে বন্ধে কিংবা মস্তকে যজ্ঞোপবীত রক্ষা করত মুক্তকচ্ছ হইয়া মৃত্র ভাগ করিবে। বিজগণ পরিমিত ভৈলমর্দন ব্যতীত ভৈলাভাঙ্গ করিবে না এবং গোত্র ভৈলমর্দন করিয়া মলমুক্ত ভাগ করা ব্রাহ্মণের কদাচ কর্তব্য নহে। মলমুক্তভাগ, মৈথুন, স্নান, ভোজন এবং দম্ভাবান সময়ে মৌনী হইবে। ব্রাহ্মণের দেহ কখনই হৃষের মিশ্রিত নহে, উহা কেবল তপঃক্লেশ, বর্ষ ও পরিণামে মুক্তির জন্তই উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেরূপ অক্ষকারানাক হৃষ্যে অক্ষকার অবস্থিতি করিতে পারে না, তদ্রূপ যে ব্যক্তি ত্রিকালীন সন্ধ্যাবন্দন করিয়া থাকে, তাহার দেহেও কোন প্রকার পাতক অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। ব্রাহ্মণগণই পৃথিবীর দেবতা, ব্রাহ্মণগণই ব্রহ্মভোক্তাঃসম্পন্ন; সূতরাং হৃষ্যের যেরূপ প্রজাহীনতা সম্ভব নহে, সেই প্রকার ব্রাহ্মণেরও ক্রুরতা উচিত নহে। জীবগণ মহৎ পুণ্যবল না থাকিলে ব্রাহ্মণহুলে জন্মগ্রহণ করিতে পারে না, এক্ষত্রে যে ব্রাহ্মণ কুর্য্যো রত, তাহা অপেক্ষা আত্মবাতী আর কে আছে? ব্রাহ্মণগণ আপনাইই সমগ্র বস্তু ভোজন ও অন্নকে দান করিয়া থাকে। তাহা-দিগেরই অমুগ্রহে ক্ষত্রিয়াদি ভোজন করিত পায়। কারণ সমগ্র বস্তুকরা এবং নিখিল বর্ষাই ব্রাহ্মণের। ক্ষত্রিয়াদি সকলেই ব্রাহ্মণের শেব গ্রহণ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ সকলের পিতা ও ব্রাহ্মণীগণ সকলের মাতাম্বরগণ। নিখিল-ভৌর্ষই ব্রাহ্মণের চরণ-নমৃত্ত। রাজগণের আদি ভবাব্যব মম ব্রাহ্মণ, সতী ও গোগণের রক্ষার জন্ত নিয়ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ, সতী ও গোগণকে পুষ্প ধারাও আঘাত করিবে না এবং কেশমণ্ডন, সর্ষস্বগ্রহণ ও পশুশাস্ত্রে মির্দাসন ভিন্ন কুর্য্যাবিত ব্রাহ্মণের অন্ন দৈহিক দত্ত নাই। যাবৎকাল পর্যন্ত গো ও ব্রাহ্মণ অবস্থিত আছে, তাবৎ পর্যন্তই বহুমতী স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে পারিবেন। এক্ষত্রে পৃথিবী-রক্ষার্থে বিজ, গো ও সতী-ত্রীকে পূজা করা কর্তব্য। সতী ত্রী, গো ব্রাহ্মণ, এই তিনই পৃথিবীর মঙ্গলম্বরগণ। যে ব্যক্তি ইহাদিগের যেষ করিবে, সে মঙ্গল হইতে বিচূত হইবে। ব্রাহ্মণের গায়ত্রী, সতী ত্রীর আর্চন ও গোগণের মধ্যম মহৎ পাপের বিচূত হইবে। ব্রাহ্মণের গায়ত্রী, সতী ত্রীর আর্চন ও গোগণের মধ্যম মহৎ পাপের বিনাশক। বিজগণের চরণবস্ত্র, গোগণের পৃষ্ঠ এবং জীগণের সমুদয় অঙ্গকে জানিগণ ভীর্ষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি ইত্যাদি অঙ্গ-মর্যাদা অজ্ঞান করে, সে বোর মরকগামী হইয়া থাকে এবং তাহাকে জীবনমৃত্ত বলা যায়। ব্রাহ্মণ প্রাণীরামবলে

প্রকৃত পাপরাশি দহু করিয়া থাকে, বস্তুতঃ প্রাণায়াম ব্যতীত নিবিদ্য-পাপক্ষয়ণের অন্য আর ঐদৃশ উপায় নাই। হে বিজয়ন্তম! ব্রাহ্মণের ইত্যাদি বর্ণ কথিত আছে, এক্ষণে কজ্জিরগণের পরম পবিত্র বর্ণ গ্রহণ কর।

বিভিন্ন অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

### তৃতীয় অধ্যায় ।

ব্রাহ্মদেব কহিলেন, হে মুনিবর! প্রজাপালক-নিরত কজ্জিরই রাজগণদ্বারা। সত্য, দান, বিহুভক্তি, বিব্রলোবা, দর্প, বিরোধ, নিরত বৃদ্ধসামগ্রীসংগ্রহ, পরিখানন, গৃহ চর দ্বারা রাজ্যের অবস্থাপরিদর্শন, মজ্জিরগণের সহিত মন্ত্রণা, সত্বরতা, বহু লোকের বা একজনের সহিত মন্ত্রণা না করা, সাবধানে দণ্ডবিধান, দণ্ডিতদিগের রক্ষা, শাস্ত্রাদির, বিব্রভক্তি এবং ব্রাহ্মণ জাতি ভিন্ন অপর জাতির দিকট করগ্রহণ করা রাজার বর্ণ। রাজগণ শোক, বিষাদ, মোহ, ব্যর্থতা ও মূর্খতা পরিত্যাগ করিবে এবং প্রজাগণের প্রতি সুশ্রদ্ধা থাকিবে। অমিতভেদী রাজগণ অগ্নি, ঐশ, চন্দ্র, বসু ও বরুণদেবের যুগ্মস্বরূপ, একত্র রাজগণের প্রতি হিংসা, আক্রোশ বা ভিরকারবাক্য ব্যবহার করা কাহারও কর্তব্য নহে। দেবগণই ভূপতিরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন। বিধাতা, ইন্দ্র হইতে প্রভুত্ব, বহি হইতে প্রভাপ, বসু হইতে জ্যেষ্ঠ, চন্দ্র হইতে সৌন্দর্য্য, কুবের হইতে ধন এবং ভগবান বিষ্ণু হইতে মধুর সন্তুষ্ণ লইয়া, নৃপতিগণের শরীর সজ্জন করিয়া থাকেন। ভূমণ্ডলে রাজগণকে ইন্দ্র বলিয়া জানিবে, বস্তুত ভূপতিগণ ইন্দ্র হইতে ভিন্ন নহে। যে নৃপতি বথানিয়মে প্রজাপালক করেন, তিনি মহত্ব অবশেষে বজ্রের কলভাগী হন। বর্ষাঋতুরে প্রজাপালক নৃপগণ আর অবিকারিত জন্মগণের পুণ্যকর্মে বর্জিতগণ জাত করিয়া থাকেন। রাজা দণ্ডার্থিগণের দণ্ড করিবেন, ডাহা<sup>১</sup> হইলে প্রজাগণের মধ্যে কেহই সেই দণ্ডভয়ে উপপৎসবী হইবে না। রাজাই প্রজাগণের তত্ত্বা, রাজাই ইন্দ্র এবং রাজাই জম, কুবের, বসু, বরুণ, বসু, বাসিষ্ঠা, জলদ, অগ্নি ও বৃহস্পতি স্বরূপ। হে বিজয়ন্তম! যে রাজা, দণ্ডবিধানে শক্তিত, তাহার কি ইহলোক কি পরলোক কুজাপি মঙ্গল নাই; বস্তুতঃ জগদ্বাসী জীব যাজ্ঞেই দণ্ডাধিত হইলেই বশীভূত হইয়া থাকে। জলচর ও হস্তচরের মধ্যে এমন কোন প্রাণী দেখি না, যে কাহাকেও কোনরূপ হিংসা না করিয়া জীবিত থাকিতে পারে। ভূপতি বর্ষাঋতুরে দণ্ডবিধানাদি দ্বারা প্রজাগণকে পালন করিলে অধঃপতিত হন না। দণ্ডবিধান না থাকিলে নিবিদ্য মানবগণ ছুরাচারী হইত। মনুষ্যগণ দাবতীয় গণকে বিনাশ করিত এবং কাকাদি পক্ষী ও হস্তুর সকল বজীর

হরি: ও পুরোজশ উচ্ছ্রিত করিত। কেবল সমতা কতাপি লভবে না, তাহা হইলে  
 ঘরাতলে বিপ্লব ব্যপ্তি উঠে। চাতুর্ক্যবিভাগ ও হুঁসিনীভবিগকে শক্তিত রাধিবার জন্য  
 জুপতিগণ ধর্ম্মাধিকরণ স্থাপন করিবে। এগতে প্রকৃত পবিত্রায়া লোক অতি বিরল,  
 সকলেই দণ্ডভয়ে ভীত হইয়া, রাজশাসনের অসুখভী হয় এবং কুকার্য্য হইতে  
 বিরত হইয়া থাকে; এই জন্যই রাজদণ্ডে প্রায়শ্চিত্তের কল বলিয়াছেন। হে বিজ্ঞ!  
 শিষ্য ভরকে, পুত্র পিতাকে এবং রমণী পতিকে অবজ্ঞা করিলে, রাজা দণ্ডপ্রদান  
 করিবেন; কিন্তু কোন ব্রাহ্মণকে কুসংবাদিত জানিয়া তাহার দৈহিক দণ্ড করিবেন না  
 কারণ, ব্রাহ্মণ, জী, বৃদ্ধ ও বালক ইহারা বধ্য নহে। হে বিজ্ঞ! যে ব্যক্তি শুভকর্ম্ম  
 কি এবং বিপত্তি পাণকর্ম্মই বা কি, তাহা পরিজ্ঞাত নহে; সে কেবল রাজদণ্ডভয়েই  
 পাণকর্ম্ম হইতে বিরত হয়। ব্রাহ্মণ বর্ধাই হইলে, তাহার মৃত্যু যুগল করাইয়া  
 লক্ষ্যে পোষ্যলোপনপুর্নক গর্দভারোহণে সমুদয় নগর পরিভ্রমণ করাইবে,  
 ইহাই ব্রাহ্মণের দণ্ড। ব্রহ্মনির্দিষ্ট প্ররূপ দণ্ডের প্রায়শ্চিত্ত নাই। এক্ষণে আশু-  
 পুর্নিক ক্ষত্রিয়দণ্ড নির্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয় যদি পরমব্যহরণ বা  
 পরজীগমন করে, তাহা হইলে, তাহার হস্ত পাদ এবং নাসা কণ ছেদন করিয়া,  
 লক্ষ্যপ্রহরণপুর্নক অপর রাজ্যে তাহাকে নির্বাসিত করিবে। কোন রাজা বা  
 রাজমহিষী রাজ্যের বিপ্লবকারী হইলে, জুপতি তাহাকে শরজালে বিন্দু এবং শক্তি,  
 চক্র ও গদাধি দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। হুট ক্ষত্রিয়ের এইরূপ দণ্ড বিধিত আছে,  
 এক্ষণে বৈশ্যের দণ্ড বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে বৈশ্য, পরজী ও পরমব্যহরণ  
 প্রভৃতি যোরস্তর পাণকার্য্যে আলস্ত হয়, শূল দ্বারা তাহার কলশের বিচিত্র, কিংবা  
 তাহাকে ব্রহ্মশাখায় লবিত করিয়া বধ করিবে, ইহাই বৈশ্যের দণ্ড। সম্ভ্রান্তি  
 শূত্রের দণ্ড শ্রবণ কর। শূত্রকুলে কেহ পাণাচারী হইলে, তাহাকে হস্তিপদতলে  
 দলিত কিংবা লৌহকটাহাদিতে ভর্জিত করিয়া হত্যা করাই শাস্ত্রসম্মত। কারণ,  
 এক ব্যক্তির জন্য সমুদয় কুল কিংবা গ্রাম অথবা রাজ্য নষ্ট করা বৈধ নহে।  
 নরপতি এইরূপে সমুদয় রাজ্য সুশাসিত করিয়া অবশিষ্ট ঐর্ধ কোষাগারে রক্ষা  
 করিবে। যে নৃপতি এই ধর্ম্ম বিমিত থাকেন, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্ব। দ্বীর  
 কুলান্তিমাবী জুপতি কদাচ ব্রহ্মহৃতি হয়, করিবে না। যিনি, বনভাই হটক  
 আর পরমভাই হটক, ব্রহ্মহৃতি অপহরণ করেন, বস্ত্রিলতল বর্ষ তাঁহাকে বিষ্ঠামধ্যে  
 ক্রিয়রূপে অবস্থান করিতে হয়। অধিক কি, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের ত্বণ পর্য্যন্ত  
 হয় করে, সে নিঃসন্দেহ অধঃপতিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ-স্থাপন অপেক্ষা নৃপতির  
 যেমন পুণ্যজনক কার্য্য অপর কিছুই নাই, সেইরূপ আবার ব্রহ্মহরণ অপেক্ষা পাণকর  
 কার্য্য বেধিতে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণের ত্বণ অগ্নি ও বিশ্বতুল্য; মৃত্যুর ব্রাহ্মণাদি  
 চারি বর্ণেরই তাহা অপহরণ করা যোর পাণজনক। যি ও অগ্নি বেগর দেহের এক,

তানে সংগম হইলে সমুদয় দেহব্যাপক হইয়া উঠে, সেইরূপ এক ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপ করিলে সমুদয় কুল দক্ষ হইয়া যায় । ব্রাহ্মণ অপরাধী হইলে তাহার সর্বস্বহরণরূপ যে দণ্ডবিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতেও এইরূপ করিতে হইবে, সেই ধন লইয়া অপরাধের ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করিবে । সর্কদা পণ্ডিতগণের সহবাস এবং বেদজ্ঞ, আগমজ্ঞ, পুরাণজ্ঞ, জ্যোতিষজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ও ভিক্ষুগণকে পরিভ্যাগ করা রাজার কদাচ কর্তব্য নহে । কারণ, যে রাজা বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণাদি-বিহীন হয়, তাহার পদে পদে বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে । ভূপতির সর্কদা যুদ্ধনামগ্রী সজ্জিত রাধা অবশ্য কর্তব্য । নৃপতি যাত্রা, তুণ্ড ও বস্ত্রাদির পৃথক পৃথক কোষাগার এবং ঐতি কোষাগারের এক একটা কোষাধ্যক্ষ সেতম দিয়া স্থাপন করিবেন । সৈন্তদিগের ভরণ করা রাজগণের নিত্য কৰ্তব্যকর্ম । সৈন্ত চারি প্রকার ; রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি । হে বিজ্ঞোত্তম ! এক রথ, এক হস্তী, তিনটা অশ্ব ও পঞ্চদশ পদাতি, ইহার নাম পত্তি । তিন পত্তিতে সেনামুখ, তিন সেনামুখে যুগ্ম, তিন যুগ্মে এক গণ, তিন গণে এক বাহিনী, তিন বাহিনীতে এক প্ৰভা, তিন প্ৰভায় এক চম্ব, তিন চম্বতে এক অনীকিনী ও দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিণী সংজ্ঞা হইয়া থাকে । হে বিজ্ঞ ! এইরূপে এক অক্ষৌহিণী মধ্যে একবিংশতি সহস্র, অষ্ট শত ও সপ্ততিসংখ্যক রথ ; ঐ সংখ্যক হস্তী এবং রথের জিহবে অশ্ব ও পঞ্চদশ পদাতি হইবে । রাজগণের এইরূপ এক অক্ষৌহিণী সৈন্ত সর্কদা সজ্জিত রাধা এবং ব্যায়সকী ও যুদ্ধশকা পরিভ্যাগ করা সর্কদা কর্তব্য । কারণ, রাজগণের সময়ে যুদ্ধ হইলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়া থাকে । নৃপতিগণ গর্ভার্ধ, গৃহার্ধ ও বিপজ্ঞার্ধ অর্ধেকে তিনভাগে বিভক্ত করিবে ; তাহা হইলে কোন প্রকার দোষে লিপ্ত হইতে হয় না । যাহার কুদলীল পরিজ্ঞাত আছে, এরূপ সাধুচরিত্র ব্যক্তিদ্বিগকে মন্ত্রিত্বদান প্রদান করা উচিত ; কারণ শত্রুশাস্ত্রীয় বহুল নরপতি বহুজনে বিচরণ করিয়া থাকে । এক ব্যক্তিকে বহুকাল মন্ত্রিপদে নিযুক্ত রাধা কর্তব্য নহে, তাহা হইলে অনোগ্রাসি হইবার সম্ভব ; কারণ, এক ব্যক্তি বহুকাল মন্ত্রিত্ব পাইলে রাজাকেও অভিক্রম করিয়া থাকে । বহুলোকের সহিত বাস ও অস্ববিধীন হওয়া ভূপতির উচিত কার্য্য নহে । অমমিত্রা ও পরিমিত্র ষোজন করা কর্তব্য । নৃপতিগণ, বহবা ক্রীমদ ও পরক্ৰীমদশন পরিভ্যাগ করিবে । স্বীয় যুদ্ধিতে, বিশেষতঃ শত্রুর নিয়মানুসারে কার্য্য করা রাজার অবশ্য কর্তব্য । নৃপতি-গণ সর্কদা স্বস্তায়ন ও বিপ্রজ্ঞাপরায়ণ হইবেন । ভ্রাতৃগণ ও পুত্রদ্বর্গকে প্রভ্রয় দেওয়া অকর্তব্য । রাজগণ সাধুদলীল পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অস্ত্রাত্মক সকলের যথাবিধি বৃত্তিস্থাপনপূর্বক বৃদ্ধাবস্থায় রাজ্য পরিভ্যাগ এবং পুরুষে পুরুষে নিজ নিজ সংকর্ষ দ্বারা কীর্তিস্থাপন করিবেন । এই আদি তোমার নিকট সমাভিন রাজত্বর্ধ কীর্তন করিলাম, ইহার পর বৈশ্য ও শূদ্রদ্বর্গ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

## চতুর্থ অধ্যায়।

ব্যালদেব কহিলেন, কৃষি, বাণিজ্য, শোরকা, কুশীদ ও বুদ্ধিগ্রহণ ; মৃগস্ত্রি ভূমি-  
নাথন ; বাস্ত, তমুল, বস্ত্র, মণি, মৃত্তা, স্বর্ণ, যুত ও তৈলাদি-সকল, ক্রম এবং বিক্রম  
এই সকল বৈষ্ণবের বর্ষ। এই সমস্ত কার্যে আলস্ত করা বৈষ্ণবের কর্তব্য নহে। যে  
বিজনভবন ! বৈষ্ণবগণ বাণিজ্যার্থে গৃহার্ধ, বর্ষার্ধ ও আগতুদ্বারার্থে আত্মদান চারিভাগে  
বিভক্ত করিবে। ঘন-রক্ষার্থে বর্ষকাব্যের অনুষ্ঠান করা বৈষ্ণবের অবশ্য কর্তব্য ; তাহা  
না হইলে, ভূপতি, ভস্কর, অগ্নি বা জল হইতে সেই ঘন বিনষ্ট হইয়া থাকে। সতত  
সন্তানমন, বিশেষজ্ঞা, রাজার আরাধনা ও শূদ্রকে পালন করা কর্তব্য। বৈষ্ণবগণ হস্তী,  
অশ্ব, স্বর্ণ, বাস্ত, ভূমি, গো, মেঘ, বস্ত্রাদি এবং সমুদ্রের গন্ধ দ্রব্যের মূল্য-অনুমান  
রাখিবে। যে বস্ত্র যে মূল্যে ক্রীত হইবে, তাহার ঘোড়শাংশ লাভ করিবে, নতুবা  
অতিরিক্ত লাভ করিলে, বর্ষের হানি হইবে। কাহাকেও ঋণদান করিয়া ঋতি-  
শালে শারোক্ত ঘোড়শাংশ কুশীদ গ্রহণ করিবে। যে ব্যক্তি তাহার অধিক গ্রহণ  
করে, তাহার সে ঘন ভোগ হয় না। যে ব্যক্তি ঋণ লইয়া সেই মানের মধ্যেই তাহা  
পরিণাশ করে, তাহার নিকট ও ব্রাহ্মণের নিকট শূদ্র গ্রহণ করা কর্তব্য নহে ; কিন্তু  
ঋণোক্তন হইলে, ব্রাহ্মণকে ঋণ দেওয়া উচিত। কারণ ব্রাহ্মণ ঋতাক্ষ-দেবতা,  
ঐহাদিনের অশীর্বাদ-বাক্যই পরমঘন। বৃষিবার জন্ত মাঘ, ভোলক, শ্রোণ ও  
আঢ্যকাদি পৃথক পৃথক পরিমাণোগায় বস্ত্র গ্রহণ করিবে। বইরিংশং ডাম্বে এক  
সেটক পরিমাণ ও তাহার অর্ধে তোলক হয়। বৈষ্ণবগণ বর্ষবুদ্ধিতে ঐ সকল পরিমাণক  
বস্ত্র দ্বারা ক্রম-বিক্রম করিবে, কদাচ ইহার অস্ত্রাচরণ করিবে না। হে বিপ্র ! ইত্যাদি  
পৃথক্‌বিধ বৈষ্ণবগণ অভিহিত হইয়াছে। এক্ষণে শূদ্রবর্ষ গ্রহণ কর। শূদ্রগণ বিশেষ-  
দেবায় আলস্ত করিবে না এবং কদাচ ব্রাহ্মণকে আজ্ঞা বা অবজ্ঞা করা কিংবা ব্রাহ্মণ-  
গণের আচরণীয় বৈদিক বা লৌকিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান, পুরাণ-পাঠ, বেদ-পাঠ  
ও শাস্ত্রার্থের কথন শূদ্রের কদাচ কর্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈষ্ণবকে বর্ণমালা  
ব্যাকরণাদি শাস্ত্র, শ্লোক বা শ্লোকার্থ অধ্যয়ন করান শূদ্রের অকর্তব্য। যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকে  
অধ্যয়ন করান, তিনিও ঐশ্বঃপতিত হন এবং ব্রাহ্মণও শূদ্রের নিকট শিক্ষিত হইলে,  
আত্মবাক্তি হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ শূদ্রকে বৃত্ত, মধু, পান-প্রকালনার্থ জল, আমন ও  
ভূভোজ্যেষ্টি কদাচ দান করিবেন না এবং শূদ্রকে নিমন্ত্রণ করাও ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ।  
শূদ্রের বেদ-প্রবণে অধিকার নাই, পুরাণ-প্রবণে অধিকার আছে। উক্ত যে অংশ দান  
করেন, শূদ্র আমন-শস্যের সেই অংশ অধ্যয়ন করিতে পারে। বাহা ও প্রাণকল্যাণ  
মন্ত্র শূদ্রের গ্রহণ করিতে নাই, একজন্ত বিশেষগণ শূদ্রকে বাহা ও প্রাণকল্যাণ মন্ত্র দান  
করিবেন। শূদ্র যদি ব্রাহ্মণ-যুগে পুরাণ গ্রহণ করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের পুরাণ-পাঠে



যে পূণ্য নির্দিষ্ট আছে, নিঃসন্দেহ তাহাই লাভ করিয়া থাকে। শূদ্রকে ব্রহ্মদান এবং পুরাণ অবগন করান, ব্রাহ্মণের যে আপদ্বর্ষ, তাহার সংশয় নাই। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারও চতুর্ভূতকে ব্রহ্ম, তন্ন ও তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ দান করিবার অধিকার নাই, এইরূপ বিধি আছে বলিয়াই শূদ্রকে ব্রহ্মদান করা ব্রাহ্মণের অবৈধ নহে। ব্রাহ্মণ শূদ্রকে কদাচ দেব-নৈবেদ্য দান করিবেন না। প্রতিদিন বিপ্র-পাদোদক পান করা শূদ্রের অবশ্য কর্তব্য। ব্রাহ্মণের প্রতি তত্ত্বি ব্যতীত কি উপদেশ, কি ব্রহ্ম, কি স্তব, কি কবচ কিছুতেই আর শূদ্রের নিস্তার নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়েরই ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রাপান, স্বর্গচৌর্য্য ও ভুলপত্নীগমন মহাপাতক; শূদ্রেরও তাহাই, কেবল স্ত্রাপান-হলে ব্রাহ্মণগমন এইমাত্র বিশেষ। ব্রাহ্মণ-মহিমা, ক্ষত্রিয়াদি-বর্ণত্রয়েরই মাতৃস্বরূপা এবং উক্ত তিন বর্ণেরই মহিলা ব্রাহ্মণের কস্তাস্বরূপা জানিবে। ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়াদি-বর্ণত্রয়েরই কস্তার পানিগ্রহণ করিতে পারেন এবং তাদৃশ বিজগণ হইতেই নানাবিধ নন্ডান উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ক্ষত্রিয়াদি-কস্তা বিজগতী হইলে তাহাদিগের প্রতি মাত্রাদি শব্দ ব্যবহার করা কর্তব্য নহে। বিপ্রায়ত্তোক্তী শূদ্র জল পুষ্পাদি আহরণ করিলে বিজগণ তদ্বারা পূজাদি করিতে পারেন, কিন্তু অপর শূদ্র আহরণ করিলে কর্তব্য নহে। যে শূদ্র, বিপ্র-সেবার পরাজুখ, তাহার পক্ষে বিপ্রায় বিধ অরণ। এমনস্ত ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন করা কর্তব্য, মড়বা কোন প্রকারেই নহে। শূদ্র ব্রাহ্মণের আসনে কিংবা ব্রাহ্মণালয় অপেক্ষা উচ্চ স্থানে কদাচ উপবেশন করিবে না এবং ব্রাহ্মণের অগ্রে পৃথক পূজা করা শূদ্রের কদাচ কর্তব্য নহে। শূদ্রের এবং সার্বভৌমিক জীলোকের অজুগির অগ্রভাগের জলকণা দ্বারা আচমন করা বৈধ। শূদ্রের বস্ত্র, জলপাত্র ও ভোজনপাত্র ব্যবহার করিলে ব্রাহ্মণকে পাতকী হইতে হয়। শূদ্র মল মুত্র পরিচ্যাগ করিয়া যাবৎকাল না পুত্তিগন্ধ অপমীত হয়, তাবৎকাল স্তুতিকা দ্বারা, কয়মার্জন করিবে। সর্ববর্ণের জীলোকবিগেরও এই নিয়ম জানিবে। ব্রাহ্মণগণের যেরূপে স্তুতিকা দ্বারা গুড়ি বিহিত হইয়াছে, বলিতেছি, অবগন কর। ব্রাহ্মণগণ, নিজে একবার, মলবারে তিনবার, বায় করে নপ্ত্যবার, কয়ক্রোড়ে লাভবার, উত্তর করে তিনবার এবং পাদযযে তিন তিনবার স্তুতিকালেপন করিবেন; পরে বারত্সয় নবগুড়ি করিয়া আচমন করা ব্রাহ্মণের কর্তব্য। ব্রাহ্মণ, প্রথমে হস্ত পাদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক জলের প্রতি স্তুতিপাঠ করত তিনবার জলপান করিবেন, অনন্তর অজুর্ন্ত মূল দ্বারা ওষ্ঠাধর সমার্জনপূর্ব্বক বারত্সয় মুখ প্রমার্জন করিবে। পরে অজুর্ন্ত ও তর্জ্জনী দ্বারা নাসারন্ধ্র-দ্বয় স্পর্শ করিয়া ক্রমে অজুর্ন্ত ও অনামিকা দ্বারা পুনঃপুনঃ চক্ষু ও কর্ণ, কনিষ্ঠা ও অজুর্ন্তমূল দ্বারা নাভি, করতল দ্বারা হৃদয়, সর্বাঙ্গুণি দ্বারা মস্তক এবং পরে অজুগি-নিতয়ের অগ্রভাগ দ্বারা বাহুদ্বয় স্পর্শ করিবে। হে জাবালে! ঈদৃশ আচমন ব্রাহ্মণেরই

কস্মাণশ্রম, এইরূপ আচমন করিলে ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ নারায়ণভূজ্য হইয়া থাকে। সর্স-  
বর্ণের ব্রীলোক ও শূদ্রের ইন্দ্রপ আচমন করা কর্তব্য নহে। শূদ্র, ললাটে বিম্বমাজ  
ভিলক এবং ব্রাহ্মণ শিখা পর্য্যন্ত উর্দ্ধ ভিলক সর্সবা গারণ করিবে। বিজগণের  
সমুদয় কার্যো যুক্তিকাদি দ্বারা ললাটে বেরণ মধ্যাহ্নপুত্র বিভাগ-বিত্তভক্ত ভিলক গারণ  
কর্তব্য, সেইরূপ বাহুদয়ে, হৃদয়ে, গ্রীবাদেশে এবং উত্তরপার্শ্বেও ভিলকের আবস্তকতা  
আছে; কিন্তু যে ব্যক্তির পিতা কিংবা জ্যেষ্ঠ মহোদয় জীবিত থাকেন, তাহার বাহুদয়ে  
ভিলক-গারণ নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্টহস্তে স্বয়ং শূদ্র কিংবা বহুর স্পর্শ করিলে  
একাহ উপবাস করিবেন। শূদ্র, স্নান না করিয়া কদাচ ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিবে না  
এবং ব্রাহ্মণকে পরিহাস দ্বারা শূদ্রের কদাচ কর্তব্য নহে। শূদ্র ও ব্রাহ্মণ পরস্পর  
কদাচ পিতামহ, পিতৃব্য ও জ্যেষ্ঠপুত্রাদি শব্দে সম্বোধনাদি করিবে না। হে বিজপুন্দব !  
ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের ইত্যাদি বর্ণ কথিত হইয়াছে, এক্ষণে আজ্ঞাবর্ণ দ্বিরপণ  
করিতেছি, শ্রবণ কর।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

### পঞ্চম অধ্যায়।

বাল বলিলেন, হে মুনিবর ! অহিংসা ও অস্ত্রোপাধির বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি,  
তুমিও শ্রবণ করিষ্যছ; ঐ সমস্ত এবং অতিবিশেষ, দান, তীর্থ-পর্য্যটন, গুরুসেবা, শাস্ত্র-  
জ্ঞান, আস্তিকতা, মলজ্ঞতা, প্রতিদিন স্নান ও তর্পণ, ব্রহ্মচারীর কর্তব্য। ব্রহ্মচারী  
ভিক্ষা করিয়া, ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য গুরুকে সমর্পণ করিবে এবং গুরুগৃহে অবস্থিতকালে  
গুরুভিগণের সহিত কদাচ কথোপকথন করিবে না। কারণ প্রমদাগণ অগ্নি ও পুত্রবর্ণ  
বৃতকুশল্যরূপ; একজ্ঞ নির্জ্ঞান হানে কস্তার সহিতও একজ্ঞ অবস্থান করিবে না, তাহা  
হইলেই মানববর্ণ পরম মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে। অন্তসেবা, চন্দ্রাদিলেপন ও চুর্জনে-  
নহবান ব্রহ্মচারীর অকর্তব্য। ব্রহ্মচারী জিনজ্যা স্নান করিবে। প্রত্যাহ বেদাভ্যাস  
করা ব্রহ্মচারীর কর্তব্য; তাহা হইতেই ক্রমে বেদার্থজ্ঞান হইয়া থাকে। এই জন্তই  
কথিত আছে, শাস্ত্রের অর্থসেবা করা অপেক্ষা বাস্তুস্তি শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মচারী, গুরুর দ্বা তর্পণ  
করিবে না এবং সতত গুরুকে ভক্ষ্যদ্রব্যাদি দান করিবে। মনু, অশ্বিনী, ভৈল, ভাঙ্গল,  
ও ধর্টার মন, ব্রহ্মচারীর নিষিদ্ধ। এক্ষণে হবিষ্যদ্রব্যের নামোল্লেখ করিতেছি, অবহিত-  
চিত্তে শ্রবণ কর। অগ্নি, শুক্ল হৈমন্তিকপাঙ্গ, মৃগ, ভিল, যব, কলায়, কপু, নীবার, বাস্তক,  
হিকাশাক, কালশাক, কেম্বুক ত্রিভু মূল, সৈন্ধব ও সামুদ্র লবণ, গবাদদি ও মৃত, বাহার  
নার উদ্ধৃত চর্য নাই এরূপ দ্রব্য পমস, আন্ন, হরীতকী, পিঙ্গলী, জীরক, লাগরক, তিস্তিভী,

কদলী, লবলী ও খাজীকল, উড়ু ভিন্ন ইক্ষুদিকার এবং অতৈলপূর্ক ভব্য, মুনিগণ এই সকল বস্তুকে হবিষ্যার মধ্যে পরিমণ্ডিত করিয়াছেত্বে। ব্রহ্মচারী ও বিধবা রমণীগণের এই হবিষ্যার ভোজন করাই কর্তব্য। তর্জী মৃত হইলে বিধবা রমণীগণের সত্ত্ব ঈশ্বর ব্রহ্মচর্যব্রহ্মই নির্দিষ্ট হইয়াছে। হে জাবালে। আমি তোমার নিকট ব্রহ্মচর্যব্রতাবলম্বী-দিগের ধর্ম কীর্তন করিলাম। এক্ষণে গৃহহদিগের বাহা পরম ধর্ম, তাহা শ্রবণ কর। গৃহে প্রতিদিন ব্রাহ্মমূহর্ত্তে ষাট্রোখাবপূর্নক গুরু ও ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিয়া শরৎক্ষণ-পরিমিত স্থানের বহির্বেশে গমন করত মলমূত্র ত্যাগ করিবে। জলসম্মুখে, বৃক্ষতলে, সূর্য্যাস্তমুখে ও সূর্য্যোকে পশ্চাৎ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করা এবং ঐ সময়ে লিঙ্গ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। প্রত্যুবে এইরূপে যুধাবিধি শৌচকার্য্য সমাধা করিয়া দন্তধাবনপূর্নক প্রাতঃস্নান করিবে। মানব, মুগ্ধাবন না করিলে সমুদয় কার্য্যে অশুচি থাকে, এজন্ত সর্গদেবত্রে দন্তধাবন করা কর্তব্য। দক্ষিণাস্ত্র বা পশ্চিমাশ্ত্র হইয়া দন্তধাবন করিতে নাই। পূর্ব্বদিক্ অরুণবর্ণ হইলে প্রাতঃস্নান করিবে, পরে সূর্য্য উদিত হইলে পুনরায় দিব্যস্নান কর্তব্য; কারণ এরূপ স্নান করিলে মানবগণের হৃৎ ও হৃদিস্তাশ্রদ্ব অনশ্বী ও কালকর্ণী শান্তি পাইয়া থাকে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এইরূপে মলকল স্নান করিয়া গুরুবস্ত্র পরিধান পূর্নক জপাদি-সমাপনান্তে পঞ্চযজ্ঞ করিবে; এক্ষণে পঞ্চযজ্ঞের বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। অধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞ, উর্ণপণ পিতৃযজ্ঞ, হোম দেবযজ্ঞ, বলিদান ভূতযজ্ঞ ও অতিথিসেবা নৃযজ্ঞ অথবা শ্রাদ্ধ বা পিতৃস্নাত্তপূজা পিতৃযজ্ঞ বলিয়া কথিত আছে। মুনিগণ ঐ পঞ্চযজ্ঞকে স্বর্গ ও অপবর্গের কারণরূপে নির্দেশ করিয়া থাকেন। উক্ত প্রকার পঞ্চযজ্ঞের অভাবে প্রতিদিন কেবল অতিথিসেবা কিংবা ব্রাহ্মণকে উত্তম অন্ন দান করা সকলেরই কর্তব্য। হে বিব্রসত্তম! এক্ষণে বৈশ্বদেববিধি শ্রবণ কর। সান্থিক ব্রাহ্মণ, কুশভিক্ষাবিধানে সংস্কৃত অগ্নিতে এবং নিরয়ি ব্রাহ্মণ লৌকিকায়িতে কিংবা অভাব-পক্ষে জলে বা পৃথিবীতে সংস্কার ব্যতীত অক্ষার-লবণাবিত যতাত্ত হবিষ্যারের আহুতি দান করিবে, ইহাই বৈশ্বদেববিধি। পঞ্চসূতা-জমিত দোষশাস্তির জন্ত ব্রাহ্মণাদি সকলেরই উহা কর্তব্য। অনন্তর ক্রমে নবগ্রহ, দশদিক্‌পাল, সূর্য্য ও সূর্য্যপুত্রব পূজা করিয়া সন্ধ্যাক্ষে বধাক্রমে বলিপ্রদানপূর্নক কৌট ও পিপীলিকাদিগকেও বলিপ্রদান করত্ সাগরে অগ্নি দ্বারা গোণগকে পূজা করিবে। ঈশ্বর বৈধকার্য্যের অনুষ্ঠান ও পরাম-পরিভ্যাগ করা ব্রাহ্মণের কর্তব্য কর্ম্ম। পিতৃগণের ঐতিহর জন্ত অগ্নিদি ও জলা দ্বারা কিংবা কলমূল ও হৃদ্ব দ্বারা ব্রাহ্মণ প্রতিদিন শ্রাদ্ধ করিবে। অনন্তর “হে নোরভেযাঃ।” ইত্যাদি মন্ত্রে গোপ্রাসপ্রদানপূর্নক বধাশক্তি অতিথিসেবা করা অবশ্য কর্তব্য। গৃহিগণ, কি আধ্যায়, কি অগ্নিহোত্র, কি যজ্ঞ, কি তপস্তা, কিছুতেই অতিথিসেবার ভুল্য বর্ণাদিলোক লাভ করিতে পারে না। বাহা অতিথিকে না

দেওয়া হয়, তাহা আপনাদের ব্যবহার করা উচিত নহে। অধিক কি কহিব, জগতে এক অতিবিশেষ্য হইতে যশঃ, আয়ুঃ ও ধর্ম লাভ হইয়া থাকে। গৃহস্থ অতিবিশেষ্য-মন্তর মৌনী হইয়া যথাবিধি স্বয়ং ভোজন করিবে। প্রথমে অন্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নানন্দচিত্তে “ভোজোনি” এই মন্ত্রে করম্পর্শপূর্বক প্রণাম করা কর্তব্য, পরে চতুর্কোণ মণ্ডল কবিতা ত্রুণরি পঞ্চভাগ স্থাপন করিবে, অতঃপর চতুর্কোণে “ভুঃ স্বাহা, ভুবঃ স্বাহা, ভুবনপত্যয়ে স্বাহা ও ভূতপত্যয়ে স্বাহা এবং পঞ্চভূতাত্মমে স্বাহা” এই মন্ত্র দ্বারা সেই পঞ্চভাগ উৎসর্গ করিয়া “সমভোপাস্তুরণমসি স্বাহা” এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক তন্তুম্বারা দ্বারা গুণ্ডজল পান করিবে। পরে “প্রাণায় স্বাহা” ইত্যাদি পঞ্চমন্ত্র পাঠ করত পঞ্চপ্রাণ গ্রহণ করিবে। আয়ুকাম ব্যক্তি পূর্বাস্ত্র, মধ্যপ্রাণী উত্তরাস্ত্র, ত্রিপ্রাণী পশ্চিমাস্ত্র এবং যশঃপ্রাণী মানব দক্ষিণাস্ত্র হইয়া ভোজন করিবে; কিন্তু যাহার পিতা বা মাতা জীবিত নাই, তাহার পক্ষেই ঈদৃশ নিয়ম। পীঠোপরি চরণতল এবং বামভাগে জলপাত্র সংস্থাপন করিয়া এবং পঙ্ক্তিমধ্যস্থিত হইয়া ভোজন করা নিষিদ্ধ; কিন্তু পঙ্ক্তিত্যাগ করাও উচিত নহে। অমাবস্তা, পূর্ণিমা, চতুর্দশী, অষ্টমী, রবিবার, রবিসংক্রান্তি, দ্বাদশী এবং অশ্বাশু পূণ্য দিবসে মংদ্যা ও মাংস ভক্ষণ করিবে না। রবিবারে মংস্ত্র মাংস, মঙ্গর, মাঘকালিই নিষ্পত্র, আর্দ্রকর্ত্ত ব্যবহার করা নিতান্ত গর্হিত। রোহিত, শ্রবণ ও শফর প্রভৃতি মশক গুরুত্ব মংস্ত্র ব্রাহ্মণের শুক্যা। সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা ভোজন করা বৈধ এবং হুই হস্তে নিষিদ্ধ। ভোজনকালে মৌনাবলম্বন করা কর্তব্য এবং অঙ্গুলিপূর্বে ভোজন বিগর্হিত। অগ্রে যত্নম পূরে শাকাদি ব্যঞ্জন, তৎপরে সুপাদি এবং অবশেষে ক্ষীর ভোজন করিবে। ক্ষীরে লবণ ও অম্ল উভয় মিশ্রিত করা বৈধ নহে এবং অগ্রে আমিষ ভক্ষণ করিয়া কদাচ ক্ষীর ভোজন করিতে নাই। পান্যবস্তু পাত্রে বা পত্রে ভোজন করা সকলের শুভপ্রদ। গৃহী ব্যক্তি ভ্রমকাস্ত্রে বা ভ্রমপাত্রে অন্নাদিভোজন এবং ভ্রমপাত্রে জলপান কদাচ করিবে না। ভ্রমপাত্র হইলে দ্বারা মল-মূত্রাদি শৌচকার্য্য করা নিষিদ্ধ। বহুক্ষণ ধরিয়া ভোজন করিলে পাতক এবং মন্তর ভোজনে পুণ্যালভ হইয়া থাকে; কিন্তু বিশ্রামের অনুরোধে একবার উক্ত নিয়ম সকল পরিত্যাগ করা বাইতে পারে। বহুলোকের সহিত একত্র ভোজন করিতে বসিলে, একাকী ত্রয়ায়িত হইয়া ভোজন করা, দুখা অন্নবিকরণ এবং উচ্ছিষ্টমুখে হানাস্তরে গমন, শ্লোকপাঠ, পুরাণার্থব্যাখ্যা, শাস্ত্রার্থকথন, মন্ত্রোচ্চারণ ও মলমূত্র ত্যাগ নিষিদ্ধ। বিজগৎ ক্ষত্রিয়ার্মিস্পৃষ্ট, ব্রীহিস্পৃষ্ট, বৃহস্পৃষ্ট কিংবা অন্ত কোন কারণে হুই অন্ন পরিত্যাগ করিবে। স্বয়ং মার্জ্জারস্পর্শ নিষিদ্ধ, কিন্তু মার্জ্জারস্পৃষ্ট বস্তু পরিত্যাজ্য নহে। হস্তপাত্রে, বস্ত্রপাত্রে ও ভূমিপাত্রে ভোজন করিতে নাই। মৃৎপাত্রস্থ কিংবা পীতথেষ জল পান করা নিষিদ্ধ। উচ্ছিষ্ট পাত্রে খুড় গ্রহণ করিবে না এবং অনিবেদিত ঘৃতও গ্রহণ

করা কর্তব্য। আর্জিবর বা একবর পরিধান করিয়া এবং ভোজনানন্তর, শয়ান, লম্বিতপান হইয়া কিংবা শয্যাগ্গত বস্ত্র থাকিলে ভোজন করিবে না। অঞ্জলি দ্বারা ভোজন কিংবা জলে মুখ প্রদান করা অবৈধ। প্রাতঃকালে, সন্ধ্যাকালে এবং সূর্যোদয় ভিন্ন সার্ব প্রহরসম্বন্ধিত রাত্রিকালে ও অনাবৃত্তহানে কদাচ ভোজন করা কর্তব্য নহে। অর্ঘ্যবির অন্ন প্রেতগণের ভক্ষ্য, সুবির অন্ন দেবগণের জীতিকর, বিবির সূর্য্যভক্ষ্য এবং ত্রিবিধ অন্ন ব্রহ্মগৃহিত। একবির তপ্ত রবিক্রিয়ণে শুক করিয়া, পুনরায় স্থির করিলে মানবগণের ভক্ষ্য হয়, দ্বিত্ব তাহা অগ্রাহ। বহু, দুকুমিচুট, অন্নপূর্ণক, বহু, পূর্ণাঙ্গি এবং সার্ব চক্ষুঃ ও জিহবার অধীভিকর, ভাষন অন্ন ভোজন করা নিষিদ্ধ। মধুর রসে ভোজন সমাপন করিয়া গণ্ডু প্রহণ করিবে। হে বিজ্ঞাতম! এই আমি ভোমার নিকট ভোজনের নিয়ম নির্দেশ করিলাম। মানবগণ এইরূপে 'ভোজনাঙ্কে' লক্ষ্যে বৃত্তিকা দ্বারা হস্ত, মুখ ও দন্ত সকল মার্জিত করিবে। অনন্তর বারবর লাচমন ও হরিশ্মরপূর্বক তালু বা তুলনী পত্রদ্বারা মুখশুদ্ধি কর্তব্য।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

### ষষ্ঠ অধ্যায়।

বাসনেষব কহিলেন, তৎপরে গৃহস্থ ব্যক্তি ভোজনানন্তর বিশ্রাম করিয়া রাজদর্শন ও পুরাণ-শ্রবণাদি করিবে। পরে স্নানসম্বন্ধীয় তৎপর হইবে। সন্ধ্যাকালীন স্নান প্রজ্জলিত করিয়া প্রণাম করিবে, কিন্তু এককালে অগ্নি ও জল কদাচ আহরণ করিবে না। শাস্ত্রচিন্তা, ভোজন, শয়ন, ক্রীড়া, মৈথুন ও যাত্রা স্নানকালে বর্জন করিবে। অনন্তর ভোজন করিয়া পাদাদিশৌচ-বিধানান্তে কাষ্ঠরচিত সূচক শুভ শয্যায় শয়ন করিবে। অগ্নিশস্ত, ভগ্ন, বিয়ম, মলিন, অনাবৃত্ত বা অন্তরঙ্গী শয্যায় শয়ন করিবে না। হে বিজ্ঞ! শয়নকালে পূর্বশিরে অর্ঘ্যাদি স্তম্ভিত-নিরে শয়নই প্রশস্ত, ইহার বিপরীতে রোগ জন্মিয়া থাকে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যারকে প্রণাম করিয়া শয়ন করে, তাহার কৃপাভাজ্য হইতে ভয় থাকে না। গৃহী ব্যক্তি পদ্মাস্ত, বনবাদনী, মাগগণ ও কুলদেবতায়েক সমস্তার করিয়া শয়ন করিবে। তৈলাক্ত, আর্জিবর, আর্জিপান, উত্তরশিরা অথবা নগ্ন অবস্থায় ও চৰ্ম্মোপরি শয়ন করিবে না। গৃহের প্রধান প্রকোষ্ঠের লম্বানবীভাবে শয়ন ও শয়নের পূর্বে অনিষ্টচিন্তা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। ঋতুকালে সন্ধ্যা হইয়া দারপমন করিবে। কিন্তু চতুর্দশী, শুক্লমী, অমাবস্তা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি; এই সমস্ত পূর্ণদিবসে; স্ত্রী-তৈল-মাংস ভোগ করিলে বৈদ্যে বিধাত্তভোজন নামক মরকে পতি চইয়া থাকে। সন্ধ্যা,

রিজা, জমা, পূর্ণা ও ভজা তিথিতে তৈলমর্দন, কোঁরকর্ষ, মাংস, জীসক ও উচ্চ চতুঃস্থ যথাক্রমে ভোগ করিবে । এবিধারে তৈলমর্দন, বুধবারে কোঁরকর্ষ, মঙ্গলবারে মাংস ও শুক্রবারে জীসক পরিহার করিবে । হস্তা, চিত্রা ও জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে তৈল; বিশাখা, মূল্য, পূর্ভাভাষণ, উত্তরভাষণ ও মৃগশিরা নক্ষত্রে কোঁরকর্ষ এবং মঘা, কৃত্তিকা, উত্তরভাষ ও উত্তরকল্পনানক্ষত্রে মাংস ও জীসক ভোগ করিবে । বতু তির অস্ত কালেও নক্সা দ্রািতে কামতাবে গমন করিবে । জ্যৈষ্ঠাকের ষড়কাল যোড়শ রাত্রি কথিত হয় । উদ্দেশ্যে হে বিজ্ঞোত্তম । যুগ্মতিথিতে পুরুষসঙ্গমে নারী পুং প্রসব করিয়া থাকে । গৃহস্থগণের এইরূপ ধর্ম ভোমাকে বলিলাম, এক্ষণে তাহারিগণের সাধারণ ধর্ম বলিতেছি, শ্রবণ কর । কল্যাণপ্রার্থী ব্যক্তিমাজ্জই জল কিংবা অগ্নিতে উত্তিষ্ট, মল, মূত্র ও স্নেহা এক্ষেপ করিবে না এবং উহাদিগকে পান্যভাড়া করিবে না । অধিক কি উহাদিগের নশ্ববেও মল মূত্র পর্যন্ত ভোগ করিবে না । গৃহী ব্যক্তি বস্ত্র পরিধান করিবে এবং ঐ বস্ত্রের দশা মাতিতে যোজন্য করিবে । নারীগণেও, পুরুষগণেও, ব্রজকণ্ঠেও ও যে বস্ত্রের দশা দক্ষিণ পশ্চিমে এইরূপ বস্ত্র অর্ধেও স্জান করিবে । পূজাকালে বিচিত্র সজ্জাচিত্র বস্ত্র পরিধান করিবে না । পুরুষমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া যথাবিধি পূজা করিবে । পূজা ও আত্মাদিকালে মলিন, ছিন্ন ও দূষ্যবহৃত বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যথ্যবহারে কোন কল হয় না ; অতএব পূজা আত্মাদি সমস্তই যথা হইয়া থাকে । সন্ধ্যারাত্রি ব্রাহ্মণ অতিথি উপস্থিত হইলে গৃহী ব্যক্তি পূজা শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিলেও তাঁহাকে পূজা করিয়া পরে উহা করিবে । নিজের আসন, বসন, খায়া, পত্নী, অপত্য ও কমণ্ডলু এই গুলি গুচি ; অপরের গুচি নহে ; অতএব পরকীয় আসনাদিতে দেবপূজা বিধেয় নহে । পূজাকালে গুরুকে আগত দেখিলে আনন্দে পূজাভাগ করিবে । মলপীড়া উপস্থিত হইলে তদ্যাপের জন্ত পূজাকালেও বহির্দেশে গমন করিবে । পরে শৌচ করিয়া আচমন ও আত্মশোধন করত অবশিষ্ট কার্য্য করিবে । যন্তাজ জাতি স্পর্শ করিলে, স্নান করিবে । পূণ্যলাভের আশায় গৃহস্থগণের গো সেবা করা, উচিত ; যে ব্যক্তি গো-সেবা-পরায়ণ, তাহার চিরকাল ঐশ্বর্য্য হইয়া থাকে । গো, ব্রাহ্মণ, গুরু, অগ্নি ও দৈবলিঙ্গধারিণী নারীর মধ্যভাগে আগমন করিবে না এবং ইহাদিগের মধ্য দিয়া গমন করিবে না ; কিন্তু তৃণমধ্যে রাখিয়া গমন করিতে পারিবে । গুরু, গঙ্গা, মাতা, পিতা, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গাভী, পরিব্রাজক ও অতিথি এবং জ্যৈষ্ঠাকের পক্ষে পতি প্রভ্যাক দেবভাষরূপ । যে ছানে গাভী অবস্থান করে, তাহা সূর্য্যদ গুচি ; গো-স্পর্শে সূর্য্যদ্বাই সূর্য্যভোভাবে শুদ্ধ হইয়া থাকে । গোমূত্র ও গোময় পরম পবিত্র । দুধ, দধি ও ঘৃত ভোজনে অমৃত ভূষা ;—এই সমস্ত বিদ্যা ভোজন যথা-ভোজন... মধ্যো-গণ্য । বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ গব্য-নিরহিতভোজন করিবে না । অস্ত্র দ্বা উপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু কদাচ গব্য উপেক্ষা করিবে না ।

গোমুত্ৰ, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত এই কয়েকটিকে পুষ্কর্য্য করে; ইহা সকল দেবতার স্মার্য্য দ্রব্য। ব্রাহ্মণকে ভূদেব ও গব্যাকে পার্শ্বি অমৃত কহে; অতএব ব্রাহ্মণমাজই সদা গব্য-ভোজন-পরাধন হইয়া অমরত্ব লাভ করিবেক। ভাঙন, 'মর' এই বাক্য-প্রয়োগ, ভালপত্র বারী স্পর্শন, পদাবাত ও ভক্ষারোহ, এই কয়েকটি গো-বিষয়ে পরিত্যাগ করিবে। গো-গৃহে ধূম, ক্ষৌরকর্ষ, আমিষ-ভোজন, গীঠোপরি উপবেশন, প্রাণিদাহ, ব্যায়াম, মৈথুন, বিখ্যা-কথন, প্রাণি-হিংসা। অষ্টদ্রব্য-ভোজন ও পরায়-ভক্ষণ পরিহার করিবে। শাভী অপরাধ করিলে গৃহস্থ তদীয় দণ্ডবিধান করিবে না। হে বিজবর! গৃহস্থ ব্যক্তি এই সমস্ত গোধর্ম্ম-পালন করিলে সুখ প্রাপ্ত হইবে। কৃষক ব্যক্তি দেড় প্রহর কাল মাত্র গোকে বহন করাইবে; তদধিক কাল বহন করাইলে, গোবিশেষের পাতকী হইবে। গৃহী ব্যক্তি কদাচ গোকে উচ্ছিষ্টাদি প্রদান করিবে না। ব্যক্তিকালে নবংসা, ধেনু, দধি, শুক্লপুষ্প, সূক্ষ্ম নারী, হস্তী, অশ্ব, দৃক্ষী, শুক্লাস্ত, জলপূর্ণ ঘট, শিখা, বিপ্র, শঙ্খচিল, বজ্রন পক্ষী ও সজ্জন দেবীরা সুখে গমন করিবে। বিদেশগমনেচ্ছ-ব্যক্তি পরোক্ত মঙ্গল বাক্য, বিম্বহৃৎ, মুক্তা ও শঙ্খ স্মরণ করিবে। একাকী অথবা তিন জনে দূরদেশে যাইবে না। ভদ্রা, বারবেলা, রিত্তা, পাপদিন এবং তিথি ও বারবটিক দিকশূল বর্জন করিয়া সুখে গমন করিবে। হে দিজোন্তম! আবাচ, কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, দুর্ভাদ্যা, ব্যাভীপাত, পুষ্যা, চক্ষুর্মহাএহণ, মাদ মাসের নপ্তমী, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী, শিখরাজি চতুর্দশী, মহাপূজার দিন, সোমবারে অমাবস্তা, মঙ্গলবারে চতুর্থা, শুক্রবারে অষ্টমী, রবিবারে নপ্তমী, শ্রাব্দদিন, জ্যৈষ্ঠদিন, একাদশী, অষ্টোদশ এবং বারুণী-যোগ—এই সকল দিনে পবিত্রমনে দান করিবে। তীর্থস্নান, সাধুসঙ্গ, দেবতারাদনা, পূরণ-প্রদান ও মিষ্ট ভোজন করিবে ও অপরকে করাইবে। রাজদর্শন, কলহাদি-বর্জন, মৈথুনভাগ, নদী-সন্তরণ-পরিহার ও আমিষ-ভাগ করিবে। পুণ্যধমন, বস্ত্র ও ক্ষার-সংযোগে দ্রব্যধোষন করিবে না এবং গোকে দ্বিগ্ন বহন করাইবে না। হে জাবালে! ইহার অমুখা করিলে নারকী হইতে হইবে। গৃহস্থ অন্ন রাজা, ঐশ্বরে তাহাকে অবজ্ঞা করিবে না; কারণ তিনিই গৃহস্থাত্মমে ভূতাপুরাদির উপর দণ্ডবিধানকর্ত্তা। বিজাতিরা সূর্য্যের কাল-সন্ধ্যায়-ভোজন করিবে না। গৃহস্থ ব্যক্তি বৃষাচেষ্টা ও বৃষাবাক্যব্যয় করিবে না। বৃদ্ধা ও বৃষভী নারীকে বিবস্ত্রা দেখিবে না। অবিরক্ত পুরুষের লিঙ্গ দর্শন করিবে না। জী-লোকেরাও লিঙ্গ দেখাইবে না ও তাহাদিগের প্রতি পশুব্যং ব্যবহার করিবে না। বেতাল-প্রতিক ও করপ্রতিক হইবে না। ধর্ম্মধ্বজী, ছদ্মহিংসী, শঠ ও দৃষ্টিকর হইবে না। ব্রাহ্মণ যশের নিমিত্ত নৃত্য, গীত ও বাদ্য করিবে না। চিকিৎসক, ত্রিস্কন্ধ, কদীদলী, পাবণ ও নাট্যিকের অন্ন ভক্ষণ করিবে না। একাকী নির্জনে গৃহে শয়ন ও শয়ান ব্যক্তির নিম্নভঙ্গ করিবে না। বাচার যোনি অযোমিকে আবৃত অথবা

চক্ষুরাকৃতি ও বাহ্যিক ভাগ পত্রাকার তাদৃশ নারীতে উপগত হইবে না। তদীয় গর্ভে উৎপন্ন পুত্র ধর্মকামার্থ হরণ করিয়া থাকে। মূলক্ষণাক্রান্ত পুত্রহেতুক পুত্রবর পুণ্য প্রকাশ হইয়া থাকে। পুত্র সমুদয়ে দ্বাদশ প্রকার; যথা—(১) ওরম, (২) ক্ষেত্রজ (৩) দত্ত (৪) কৃত্রিম (৫) গৃহ সন্তান (৬) অপবিত্র (৭) কানীন (৮) মহোদ্র (৯) ক্রীত (১০) পৌনর্ভব (১১) স্বয়ংদত্ত (১২) শৌর্য। এতদ্বায্যে প্রথম ছয়টা পুত্র পৈতৃক ধনের অধিকারী—ইহাদিগের লঘুত্ব পর পর জানিবে। যথাবিধি সংস্কারলক্ষ ভাষ্যায় উৎপন্ন পুত্র ওরম, স্বকোজে পরশুক্ষে উৎপাদিত পুত্র ক্ষেত্রজ, আপংকালে পিতা মাতা কর্তৃক সন্তানপূর্বক প্রদত্ত পুত্র দত্ত, পরপুত্রকে নিজপুত্র-কল্পনা করিলে কৃত্রিম; যাহার জন্ম অজাত, এতাদৃশ নিজগৃহে উৎপন্ন পুত্র গৃহজ, পিতা অথবা মাতা কর্তৃক সন্তানগৃহীত পুত্র অপবিত্র, পিতৃগৃহে কস্তা অবস্থায় জাত পুত্র কানীন—(এই পুত্র পুত্রার্থে পিতা কর্তৃক নিযুক্ত কস্তার চাইলে কস্তার পিতার হইয়া থাকে), দৈবলক্ষ্য নর্ভগীর সংস্কারী পুত্র মহোদ্র, মূল্য বারা ক্রীত পুত্র ক্রীত, অস্তপতি স্বীকার করিয়া নারীর পুত্র হইলে পৌনর্ভব, স্বয়ং বে পুত্র স্বীকার করে, তাহাকে স্বয়ং-দত্ত ও শূদ্রার গর্ভে ক্রীতধনের ওরম-জাত পুত্রকে শৌর্য (পারশব) কহে। কল্পনীয় পুত্রগুলিকে পঞ্চবর্ষের অধিক বয়স গ্রহণ করিলে, তাহার প্রকৃত পুত্র হইবে না; কেবলমাত্র ভরণার্থ হইবে। একমাত্র সংস্কারবলে স্বয়ংদত্ত পুত্রের পুত্র হইয়া থাকে। মহোদ্র জাতগণের মধ্যে এক জনের পুত্র থাকিলেই সকলে পুত্রবান্ ও বহু পত্নীর মধ্যে এক জনেরও পুত্র হইলে সকলেই পুত্রবতী হইবে। এই সমস্ত দ্বাদশ প্রকার পুত্র মধ্যে ওরম পুত্র কেবল পৈতৃক ধনের অধিকারী হইয়া থাকে; অবশিষ্ট পুত্রদিগের আনুশংস্কার্য জীবনবৃত্তি কল্পনা করিবে। শুক্রকে ব্রহ্মা কহে; ঐ শুক্র কামরূপ অমলসংযোগে গলিত হইয়া থাকে। বিবাহসংস্কারে সংস্কৃত নারীতে কামরূপ-অনলে উহা নিক্ষেপ করিবে। তদীয় ফলে পাবনী অতীষ্টদারিনী পুত্রোৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব পরগোনি বা গোনি ব্যতীত হানে শুক্র নিক্ষেপ করিবে না। যথা শুক্রব্যয় ও যথা বাহ্যর কদাচ করিবে না। পরগোচরে ভগলিন্দিশির উচ্চারণ করিবে না; মাতা, কস্তা ও যে শিষ্য শক্তিমত্রে দীক্ষিতা নহে, তাহার কাছেও উচ্চারণ করিবে না; কেবল আশ্বিন মাসে মহাপূজার দিন উহা উচ্চারণ করিবে। দেবী ভগবতী স্বয়ং ভগলিন্দ্রসের প্রিয়; অতএব তাহার প্রীত্যর্থে তদীয়পূজাদিগে উচ্চারণ করিতে পারিবে। জননী, শুক্রপত্নী, জ্যেষ্ঠ মহোদ্রের ভাষ্যা, স্বপ্ন (বাগুডী), জ্যেষ্ঠ ভগিনী, পিতৃব্যপত্নী, মাতুলানী, মাতৃব্যসা ও পিতৃব্যসা এই নয়জন মাতা বলিয়া কথিত। কস্তা, কনিষ্ঠভগিনী, পুত্রবধূ, ভাতৃপুত্রী, ভাগিনেয়ী, কনিষ্ঠভাতার পত্নী, শিষ্যা, পুত্রের অনবর্ণ জাতীয় স্ত্রী ও শরণাপন্ন নারী; এই নয়জন কস্তা মধ্যে গণ্য; ইহাদিগকে



স্নেহ ও শালন করিবে। এই নয় প্রকার মাতা ও নয় প্রকার কত্ম এবং  
 যীহার্য মাতা ও কত্ম শব্দে সম্বোধিত হইয়া থাকে, এই সমস্ত নারীতে অকামতঃ  
 উপগত হইলেও তৎক্ষণাৎ পতিত হইবে। স্নেহন্যারী ও যবনন্যারী গমনে জাতি-  
 পাত হইয়া থাকে। এই যৌর কলিকালেও পূর্ণোক্ত নারীতে সংগত হইলে,  
 দৈব-শাপপ্রাপ্ত হইতে হয়। শক্তি-উপাসনা অতি দুঃসহ; এমন কি, বীরগণও  
 তদ্বিশয়ে মুগ্ধ হইয়া থাকেন। শিবশাস্ত্র অলঙ্ঘ্য ও বোদগণ সর্বোৎকৃষ্ট, অতএব  
 যোগপ্রিয়া দেবীকে যে ভজনা করে, সে যদি উক্ত সমস্ত কার্য করে, তাহা হইলে দোষ-  
 ভাগী হইবে না। এই সংসারে তিন প্রকার ভাব আছে, তন্মধ্যে বৈকল্যক্রম যে ভাব,  
 উহাই পাপক্ষয়কারক ও সর্বোৎকৃষ্ট কল্পিত হয়। মধ্যমভাব আশ্রয় করিলে,  
 অমৃতান-ভূতি বহুলাভ্য ও ইষ্টাপূর্ত্তিজনক হইয়া থাকে। তৃতীয়ভাব দিব্যভাব,  
 ইহাতে অমৃতান-ভূতি অবতলাভ্য ও দেবতালভের কারণ হইয়া থাকে। কর্ণপার  
 ও দেবপার এই সংসারে বধ্যমান হইলেও মুক্ত-পারমার্থের প্রার্থনা ও নিন্দা করিবে  
 না। অপর্যমভাব প্রকাশ করত সংপথ লভ্যন করিবে না। বাহ্যর বেষ্মণ ক্রটি,  
 সেই মত দেবতা আশ্রয় করিবে; কারণ সকল দেবতাই সমান কলদান করিয়া  
 থাকেন। যে ব্যক্তি এক দেবতাকে আশ্রয় করিয়া, অপর দেবতাকে নিন্দা করে,  
 সে ব্যক্তি মরুৎগামী হয়। শাস্ত্রনিষিদ্ধকালে বিষয়সম্বন্ধ মানব মদ্য, মৎস্য, মাংস  
 ও নরবলি দ্বারা শক্তির উপাসনা করিবে না। রাজিকালে যজি, তিত্ত, মকু, (মাজ্জ)  
 ও তিল ভুক্ত্য করিবে না। আর নতি, প্রণতি, দান ও আত্মসংযম প্রাধিকার  
 করিবে না। কর্ণ ও নাসিকাবিশয়ে কণ্ঠন ও কাষ্ঠসংযোগ করিবে না। উক্ত  
 শব্দে আত্মন ও পরনিন্দা করিবে না। রাজিকালে বীর ব্যক্তি এই সমস্ত কার্য  
 ত্যাগ করিবে। দিবসে ক্রীড়নের সহিত পরিহাস, শয়ন, মৈথুন এবং রক্তপাদে  
 নির্ঘম কদাচ করিবে না। গৃহস্থ ব্যক্তি সকল দেবদেবীর উৎসব করিবে, প্রত্যহ  
 সকল দেবতার পূজা করিবে ও ঐহিক কর্মের ফল দেবতার অর্পণ করিবে।  
 হে বিজ্ঞোত্তম! এইরূপ গৃহস্থবর্ষ তোমাকে বলিলাম; এক্ষণে বানপ্রস্থ ও তিস্ককের  
 আচার বলিতেছি, শ্রবণ কর।

বঠ অধ্যায়সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

### সপ্তম অধ্যায় ।

বাল কহিলেন, গৃহস্থ যখন আপনার বসী, পতিত ও অপত্যের অপত্য দেখিবে, তখন  
 ব্রহ্ম আশ্রয় করিবে। ব্রাহ্মণ যে সে আশ্রমে থাকিয়া মার্কণ্ডেয় পুরাণাভিষিক্ত সন্তমভী

চণ্ডী, ত্রৈলোক্যবন্দীতা ও মহাভারত পাঠ করিবে । চণ্ডী ও গীতা পাঠ এবং হরিনাম ও গঙ্গাস্নান যে ব্যক্তি প্রথমে হইয়া না করে, তাহার জন্ম বৃথা হইয়া থাকে । গ্রীষ্ম-আহার ও পরিচ্ছন্ন ভোগ করিয়া বীতশুষ্ক হইয়া পূজ্যহস্তে নিজ ভার্গ্য্যার ভার্য্যাপূরক অথবা ভাহার সহিত বসনগমন করিবে । শনিবারে পবিত্র মুনিজনযোগ্য আহার এবং শাকমূল ও কল দ্বারা জীবনবাড়া নির্বাহ করিবে এবং যথাবিধি বন্ধাশ্রম মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে । প্রাতঃস্নান, জটাবন্ধন, নখশ্রদ্ধা ধারণ, সর্ষভূতে মৈত্রী, শীতোলাদি বন্দনহিতুতা ও চিত্তকোপ্রভা সম্পাদন করত বেদাধ্যয়নে নিত্য নিরত হইবে । যথাবিধানে বৈভাসিক অনলে আহুতি দিবে । দর্শপৌর্ণমাস্ত্র যাগ করিবে । নক্ষত্রযজ্ঞ, মনশস্তোত্র ও চাতুর্মাস্ত্র যাগ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিবে । চক্ৰ ও পুরোডাশ দেবতা-উদ্দেশে প্রদান করিয়া প্রাণম-পূরক শেষ ও শ্রমকৃত লবণ ভক্ষণ করিবে । দিবসে আহার করিয়া রাত্রিকালে একবার মাত্র আহার করিবে । শৃংখ্রমোজনে যত্নবীল হইবে না, স্নানতোলাদি করিবে না, ভূমিশায়ী হইবে, গৃহে মন্যমান হইবে ও বৃক্ষমূল আশ্রয় করিবে । কল-মলাভাবে ভাগস-বাস্তবের নিকট হইতে, তদভাবে বনবাদি-গৃহস্থ-বাস্তবের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিবে । এরূপ ভিক্ষার অভাব হইলে গ্রাম হইতে ভিক্ষাহরণ করত বনে বাস করিয়া অষ্টগ্রীষ্মমাস ভোজন করিবে । অনাধ্যায়োগে আক্রান্ত হইলে ঐশানদিক্ আশ্রয়পূরক সরল গমনে যোগনিষ্ঠ হইয়া বায়ু না দেহপাত হয়, তাবৎ জল ও বায়ু মাত্র ভক্ষণ করত দেহপাত করিবে । এইরূপে পরমাত্মর তৃতীয় ভাগ বনে অতিবাহিত করিয়া চতুর্ভাগে মন্ত্রভ্যাসপূরক সন্ধ্যা আশ্রমের অনুষ্ঠান করিবে । যথাক্রমে আশ্রম পালন করিয়া ইন্দ্রিয়জয় পূরক অধিহোত্র সমাধা করিবে ও ঋণত্বের পরিশোধ করিয়া মোক্ষসাধন পরিব্রাজ্যে মনোনিবেশ করিবে । বেদ সমুদায় অধ্যয়ন, পুত্রোৎপাদন ও যথাসক্তি বজ্রানুষ্ঠান করত বানপ্রস্থ্যশ্রমের পর চতুর্থাশ্রমে মন দিবে । বিভ্রাতি বেদাধ্যয়ন, পুত্রোৎপাদন ও বজ্রানুষ্ঠান না করিয়া মোক্ষ ইচ্ছা করিলে নরকে গমন করে । সর্ষভদক্ষিণ প্রজাপতি দেবতাকে যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে প্রব্রাজ্য করিবে । সর্ষভদক্ষিণ হইলে মোক্ষলাভ হয়, ইহা অবগত হইয়া মোক্ষের জন্য একাকী বিচরণ করিবে । শৃংখ্রভিক্ষাপাত্র, বৃক্ষমূলপ্রয়, কৌশীলাদি বস্ত্র, মন্ত্রভ্যাস ও শত্রু মিত্রে সমতা; এই সমস্ত যুক্তপুত্রদের লক্ষণ । জীবন বা বৃদ্ধা কষাচ কাশনা করিবে না । সর্ষভপূত-বাক্য বলিবে, সাবধানে পাননিকোপ করিবে, বস্ত্রাদি দ্বারা জল ছাঁকিয়া পান করিবে ও মনঃপূত কার্য্য করিবে । অপমানজনক বাক্য সহ করিবে, কাহাকেও অবজ্ঞা করিবে না, এই নথরদেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত বিরোধ করিবে না । তাহার ভিক্ষাপাত্র অচ্ছিন্ন হইবে ও ভৈরব পাত্র হইবে না । গলাবু, দাঁত, মুক্তিকা ও বংশনির্মিত পাত্র অতিথিদিগের ভিক্ষাপাত্র বলিয়া স্বায়ত্ত্ব মনু নির্দেশ করিয়াছেন । বস্তি একবারমাত্র ভিক্ষা করিবে, প্রচুর

ভিক্ষা করিবে না । প্রচুর ভিক্ষা করিলে বিঘ্নে আসক্তি আসিয়া পড়ে । যতি পাক্ষধর্ম বিগত হইলে, উদ্বৃদ্ধল যুবকের কার্য শেষ হইলে, পাক্ষিকার নির্বাণ হইলে, গৃহস্থ পর্য্যন্ত সমস্ত লোকের আহার হইলে ও উচ্ছিষ্টপাত্রাদি কেলেলে, এইরূপ সময়ে নিত্য ভিক্ষা আচরণ করিবে । সমাদর, লাভ, গৌরব, নিন্দা ও ইঞ্জিয়সুখ ল্হা ইচ্ছা করিলে যতি ব্যক্তি পাপগ্রস্ত হইয়া থাকে । যতি ব্রাহ্মণকর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া ভিক্ষা করিবে, অনিমন্ত্রণেও গৃহস্থেরা তাঁহাকে পূজা করিবে । গ্রামাঞ্চল দ্বারা দোষ সকল দূর করিবে । গারবাদি দ্বারা পাপ নষ্ট করিবে, বিঘ্ন হইতে ইঞ্জিয় আকর্ষণ দ্বারা বিঘ্ন-সঙ্গ ত্যাগ করিবে ও "সোহমসি" এইরূপ চিন্তা দ্বারা রিপু দমন করিবে । জরাজীর্ণকে আক্রান্ত, ব্যাধিমন্দির, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, রক্তোড়গবৃদ্ধ, অনিত্য এই পাপভৌতিক দেহ ত্যাগ করিবে । ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি স্বপ্নে মৃত ও শত্রুদ্বন্দ্ব দ্বন্দ্ব নিক্ষেপ করিয়া ধ্যানযোগে ব্রহ্ম লীন হইয়া থাকে । যতি ব্যক্তি মোদোহন-পরিমিত কাল ব্যাপিয়া গৃহস্থের গৃহে অবস্থান করিবে ও মধুমাংস-বর্জিত ইক্ষুদী-ফলাদি-সমুদ্ভূত স্নেহ ভোজন করিবে । অসংকথা, ক্রীড়া ও পরনিন্দা নিষেধ ত্যাগ করিবে এবং দিবনে তীর্থসেবা ও দেবপূজা করিবে । হে জাণালে ! তোমার ভিক্ষুর এই উৎকৃষ্ট বিধি বলিলাম, আর পূজাদিতে সমস্ত ত্যাগ প্রভৃতি যে সমস্ত ফল বলিলাম, তাহা আত্মা ও পরমাত্মার অন্তঃসিদ্ধিতেই হইয়া থাকে, জানিবে । ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি চারি আশ্রমের দ্বার গৃহস্থাত্ম, অতএব গৃহস্থাত্মই সর্গশ্রেষ্ঠ । গৃহস্থ ব্যক্তি তাহাদিগের সেবার সন্মতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যেমন মদ-নদী সমুদ্র লাগরে গিয়া অবস্থিতি করে, তদ্রূপ অন্ন আশ্রমবাসীরা গৃহস্থের সাহায্যে অবস্থান করে । যেমন জল-জন্তুগণ সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ ভিক্ষুকবর্গ গৃহস্থকে অবলম্বন করিয়া জীবনধারণ করে । সম্ভোষ, ক্ষমা, শীতোষ্ণাদি-ষন্দ-সংস্কার, অশ্রুত, ইঞ্জিয়নিগ্রহ, শাস্ততত্ত্বজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, সত্যকথন ও ক্রোধত্যাগ ; এই দশবিধ ধর্মের লক্ষণ জানিবে । এইরূপে যখন ভিক্ষুক ব্যক্তি কর্মকল ত্যাগ করত স্বর্গাদিফললাভে নিশ্চয় হইয়া আশ্রম-সাক্ষ্যকারে রত হইবে, তখন তাহার পাপ বিনষ্ট হইয়া মোক্ষলাভ হইবে । যুদ্ধকাল সন্ন্যাস করিলে যখন পরমগতিপ্রাপ্তি হয়, তখন সন্ন্যাস অপেক্ষা মুক্তির কারণ পরমধর্ম আর নাই । এই সন্ন্যাস ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরও ধর্ম বটে, কিন্তু কলিযুগে ইহা অতিদুর্লভ । হে বিজ-পুংসব জাণালে ! যতিদিগের ধর্ম তোমাকে বলিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর ? বল ।

## অষ্টম অধ্যায় ।

জাৰালি বলিলেন, হে ব্রহ্মনু জগদুৰো বেষদবাস । এক্ষণে জীলোকের বর্ষ ও উদীয় চরিত্র বিষয় আমাকে বলুন । বাস কহিলেন, জীলোকে কখনই স্বাধীন হইবে না ; লঙ্কাশীলা, নিউভাবিনী, আলম্বহীনা, শাস্ত-ঐক্যতি, পরিমিতবাদিনী ও লোভশূন্য হইবে । জীলোকের অতঃপক্ষ, উপবাস বা ব্রত বিহিত নহে ; পতিসেবাই পরম বর্ষ ও স্বর্ণকলদায়ক । ভর্তা যুত হইলে যে নারী ব্রহ্মচর্য্যে থাকে ; পুত্র সম্ভাবনের সমস্তাবেও ব্রহ্মচারীর স্থায় তাহার স্বর্ণে গতি হইয়া থাকে । যে জী সম্ভানলোকে পতিকে অভিক্রম করে ; সে ইহলোকে নিম্মাপদ হইয়া দেহান্তে পতিলোকচ্যুত হয় । নারী-গণের একমাত্র পতিই গতি ; অতএব পতি উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট হইলেও তাঁহাকে তাগ করিবে না । নথবা জীলোকের উপবাসাদি ব্রত নাই ; পতির আদেশে যাচা করিবে, তাহাই পরমব্রতমধ্যে গণনীয় হয় । পতিব্রতা নারী যুত পতির অনুমরণে গমন করিলে মহাপাতক হইতেও পতিকে উদ্ধৃত করে । হে বিজ ! অনুমরণ অপেক্ষা জীলোকের উৎকৃষ্ট বর্ষ নাই ; যেহেতু অনুমরণে যুত হইলে এক মনস্তর কাল পর্য্যন্ত পতির সহিত স্বর্ণে আমোদে বাস করে । পতি বহুদিন যুত হইলেও উদীয় প্রিয়বস্ত লইয়া ভগ্নভক্তিত হইয়া যে নারী অগ্নিগ্রন্থে অনুমরণ করে, তাহারও তাদৃশ গতি হইয়া থাকে । বিধবা নারীদিগের ব্রহ্মচর্য্যই সর্গদা অবলম্বনীয় । বিধবা নারী রক্ত-বস্ত্র পরিধান, খটায় শয়ন ও মৈথুন তাগ করিবে । যে নারী পতিপূজাচীনা, তাহাকে স্ববীরা কহে । বস্তা ও অদস্তাভেদে স্ববীরা বিধি । মানব কদাচ অদস্তার অন্নাদি গ্রহণ করিবে না । সম্বন্ধপৌরষ থাকিলে দস্তা স্ববীরার অন্নাদি গ্রহণ করিতে পারে । দস্ত ও কপালের উচ্চতা, অঙ্গবৈকল্য, স্তনের বিরলতা, দৈন্ত ও লঙ্কার অভাব, নারীদিগের বৈধব্যালক্ষণ এবং ঐ সমস্ত বাহাদিগের আছে, তাহার প্রায় কুটিল ও মুখরা হইয়া থাকে । হে বিজয়ন্তম ! জীলোকের বর্ষ বলা হইল ; ব্রহ্মা বিহু আদি দেশতায় পূজাবর্ষ অবগ কর ।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

## নবম অধ্যায় ।

বাস বলিলেন, মানবগণ সমস্ত মঙ্গলকার্য্যে গবেশ, সূর্য্য, বিহু, অম্বিকা ও শিখ ; এই পঞ্চ দেবতার পূজা যথাবিধানে করিবে । ইন্দ্র, অগ্নি, বসু, মৈত্রত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা ও অনন্ত ; এই দশ দিকৃপালের পূজা করিবে । সূর্য্য, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু ; এই নবগ্রহের পূজা করিয়া,

প্রকৃত কার্য্য আশ্রয় করিবে। সকল কার্য্যে ইহাঁরা অবশ্য পূজনীয়। যখন যে ব্রতে যে বেশভার পূজা করিতে হয়, তখন ইহাঁদিগের পূজানুসার তাঁহার পূজা করিবে। অতঃপর অবিষুব্রতের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই অবিষুব্রত (গণেশব্রত) কাজলমাসের চতুর্থীতে গ্রহণ করিতে হয়। ইহাতে নক্তভোজন, তিলান্ন দ্বারা পারণ, তিলান্ন দ্বারা অষ্ট আহতি ও ব্রাহ্মণকে তিলান্ন দান করিতে হয়। এই ব্রত-গ্রহণকারী ব্যক্তি চারি মাস চতুর্থীতে এইরূপ করিয়া, পঞ্চম মাসে গণেশের সুবর্ণ-প্রতিমা নির্মাণ করাইয়া, তিল পারস্যের পঞ্চপাত্রে সহিত ব্রাহ্মণকে দান করিবে। হে বিষ্ণু! যে ব্যক্তি এইরূপ ব্রত করে, তাহার বিষয়াদি দূর হইয়া যায়। হে পার্শ্বতীনন্দন! তুমি দিব্যশূর, লম্বোদর, পজানন, একদন্ত, কুঠারপাণি ও শ্রেষ্ঠ, তোমার মমকারি; এইরূপ স্তব করিয়া পূজা করিলে মনুষ্যের বিষ থাকে না। আষাঢ় মাসের চতুর্থীতেও গণেশের পূজা বিধেয়। - তিলদান ও তিলভোজনমূলক দুই বৎসর এই ব্রত করিলে, হেরম্মদেব প্রসন্ন হইয়া অষ্টাষ্ট কল প্রদান করেন। কলত: তিলোদক ও তিলাদ্বারা তক্ষণই এই ব্রতের প্রদান অন্ন জানিবে। হে বিজয়শম্ভু! অতঃপর সূর্য্যব্রত বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই সূর্য্যব্রত সপ্তমী তিথিতে মানব অনুষ্ঠান করিবে, করিলে আরোগ্য লাভ হইবে। বস্ত্রীতে সংযত থাকিয়া, সপ্তমীতে উপবাস করত অষ্টমী তিথিতে ভোজন করিবে, এইরূপ বিধানই কথিত আছে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বিধিমাতে সংবৎসর সূর্য্যের অর্চনা করে, তাহার এই জন্মেই আরোগ্য, ধন ও বাস্তলাভ হয় এবং দেহান্তে পবিত্র অক্ষরপদপ্রাপ্তি হয়। এইরূপ ও অন্তবিধ ব্রতও ভগবান্ আদিত্যের তুষ্টির জন্য করিবে। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে রবিবারে সূর্য্যপূজা ও নক্তভোজন করে, সে দেবলোক প্রাপ্ত হয়। সূর্য্যের আর এক প্রকার ব্রত বলিতেছি, শ্রবণ কর। রবিবারে সংক্রান্তি হইলে, সেই দিনে সূর্য্যপূজা, নক্তভোজন ও আদিত্যহৃদয় পাঠ করিবে, অথবা অন্ত পর্য্যন্ত সূর্য্য-দেবকে হৃদয়মধ্যে চিত্তা করিবে। ব্রাহ্মণগণকে মিষ্ট ভোজন করাইবে, যন্ত পারিলে মাত্র খাইবে। যে ব্যক্তি ভক্তি ও প্রদানসহকারে ঐ দিনে সূর্য্য-অর্চনা করে, সে আদিত্যহৃদয়ে হিত দিবা কামনা সফল প্রাপ্ত হয়। আদিত্যহৃদয় নামক মন্ত্র বলিতেছি, শুন। প্রথমে বৃদি, তৎপরে সূর্য্য এবং অন্তে আদিত্য ও প্রণব ইহাঁই আদিত্যহৃদয় মন্ত্র তোমাকে বলিলাম। সূর্য্যের অন্তবিধ ব্রত বলিতেছি, শুন। মাস মাসের সপ্তমীতে সূর্য্যপূজা করিবে। আর বৃদি হে জ্ঞানো! সেই সপ্তমীতে রবিবার পায়, তাহা হইলে তাহাকে বিজয়সপ্তমী কহে। এই বিজয়সপ্তমীতে স্নান, দান, হোম, তপ ও উপবাস সমস্তই মহাপাতক নষ্ট করে। আর শুক্লপক্ষের সপ্তমীতে বৃদি সংক্রান্তি হয়, তাহা হইলে তাহাকে মহাজন্মা সপ্তমী কহে, এই তিথি সূর্য্যদেবের ঐতিদ্বারিনী। ইহাতে স্নান দানাদি করিলে চিত্ত-সুখ লাভ হয়।

আর যত বা যত যার ভগবান্ হৃদ্যকে নাম করাইলে সর্গশাসনুজি ও হৃদ্যালোকে গতি হইয়া থাকে। এই ব্রত বর্ষব্যাপিয়া করিয়া, হৃদ্যের সাত্ত্বিক ঐশ্বর্য হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ঐশ্বর্য সকল বর্ষই এই ভাস্কর-ভোষণ ব্রত করিবে। হে জীবনে ! হৃদ্যদেবের অষ্টাদশ বর্ষা নামের জ্ঞাপন কর। জল, হুষ্ণ, কৃষাঐ, যুত, বধু, দধি, রক্তকরবীরপুশ, রক্তচন্দন ও দারুপাত্রে কি যুৎপাত্রে, অথবা হৃদ্যাদি বাতু-পাত্রে করিয়া কল ; ইহাই অষ্টাদশ বর্ষা। হে বিজ্ঞ ! অভ্যুপার শিবরত বলিতেছি, একপ্রতিভে জ্ঞাপন কর। এই উত্তম ব্রত কাল্জনে মাসের গুরুপক্ষে আরম্ভ করিয়া সংবৎসর যাবৎ গুরুপক্ষের চতুর্দশী-রাত্রিতে ভগবান্ শিবের অর্চনা করত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে ও অন্ন কল ভোজন করিবে। ঐশ্বর্যকালে কৃপাক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দশীতে পঞ্চতপা ও মায়াকালে হোমধেনু প্রদান করিলে, যথাক্রমে স্বর্গ ও অক্ষরশিবত লাভ হয়। কার্তিক মাসের অষ্টমীতে রুব উৎসর্গ করিয়া নভব্রত করিলে শিবতপদপ্রাপ্তি হয়, ইহাই জ্যেষ্ঠ শিবব্রত। অগ্রহারণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে নভভোজী হইয়া শিবের অর্চনা করিবে। যদি ইহাতে গোমুত্রমাত্র ভোজন করিতে পারে, তাহা হইলে অভিরাজ-স্বর্গের অপেক্ষা অধিক ফলপ্রাপ্তি হয়। এক্ষণে অপরাধ শিবব্রত বলিতেছি, শুভ। পৌষ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে শম্ভুনামক ঐশ্বরের পূজা করিয়া, যুত ভোজন করিলে রাজপেরকললাভ হয়। হে বিজ্ঞ ! মাঘ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে মহেশ্বরের পূজা করিয়া, রাজিকালে গোহুৎ পান করিলে, মাঘ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে মহেশ্বরের পূজা করিয়া, রাজিকালে গোহুৎ পান করিলে, গোমেষবজ্ঞের কল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কাল্জনে মাসে শিবপূজা করিয়া, ত্রিণ ভক্ষণ করে, তাহার রাজহরবজ্ঞের অষ্টগুণ ফললাভ হয়। যে ব্যক্তি চৈত্র মাসের অষ্টমীতে হাপুনাশক ঐশ্বরের পূজা করিয়া ভক্তিভব প্রদান করে, তাহার অমমেষকললাভ হয়। চৈত্রমাসে কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, সকলেই জিতেন্দ্রিয় হইয়া ত্রিসঙ্কামান ও রাজিকালে হবিষ্যভোজন ; এইরূপে দেহপীড়নপূর্বক নৃত্যগীত মহোৎসব সহকারে ভক্তি-পূর্বক শিবোৎসব করিবে ; ইহা দেবদেবের পরমশ্রীতিকর। ইহা করিলে শিবফলাভ ও গদে পদে অমমেষের কল হইয়া থাকে। সর্গকার্য পরিভ্যাগপূর্বক শিবোৎসব-পরায়ণ হইয়া ভক্তিসহকারে নৃত্যমোদে রাজিকাগমন বিধেয়। নানাবিধ বাস্য, বিবিধ অন্ন-ভক্ষী ও বহুবিধ নৃত্যে ভগবান্ শম্ভর প্রদান হইয়া থাকে। ভগবান্ দেবদেব প্রদান হইলে কিছুই অলভ্য থাকে না ; অতএব সর্গভৌতাবে তাহার তুষ্টিবিধান কর্তব্য। এই শিবোৎসবে শিবের সমীপে শম্ভজল ও শম্ভবাস্য বর্জ্যনীয়। উৎসব, প্রাসাদের বাহিরে সান্নিধ্যে কর্তব্য এবং উপবাস ও হোমপূর্বক সংক্রান্তি দিবসে ব্রত উৎসাহন বিধেয়। বৈশাখ মাসে যতপূর্বক শিবপূজা করিলে ও রাজিকালে হোমোৎসব পান করিলে সমস্ত কামদাসিদ্ধি হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে পতঙ্গতির পূজা করিয়া গোমুস্কোদক পান করিলে কোটি গোদানের কল হইয়া থাকে। আষাঢ় মাসে উৎসাহন শিবের

অর্চনা করিয়া কেবলমাত্র গোময় প্রাশন করিলে শত বর্ষ শিবলোকে অবস্থিতি হয়। প্রাশন মানে মানব সর্গনামক শিবের পূজা করিয়া নিশাতে দুহিতপান করিলে, গোমেষযজ্ঞের ফল লাভ করে। তার মানে কৃষ্ণাষ্টমীতে জ্যৈষ্ঠের পূজা করিলে ও বিষ্ণুজ্ঞের রস ভক্ষণ করিলে বাজপেয়যজ্ঞের ফল লাভ হয়। আশ্বিন মাসে পরম ভক্তিপূর্বক ঈশনামক শিবের অর্চনা করিয়া ভূলোদক পান করিলে পৌণ্ড্রীক-কলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। কাশিক মাসের অষ্টমীতে ঈশানাখ্য-শিবপূজা করিয়া রাজিকালে গোময় ভোজন করিলে পঞ্চযজ্ঞের ফল হইয়া থাকে। এইরূপ সংবৎসর ব্রত করিয়া বিপ্রগণকে বিষ্টভোজন করাইবে এবং যুত, পায়স ও দুহিতবতী কৃকর্ণাশ্রী ব্রহ্মদেবকে নিবেদন করিবে। এইরূপ কৃষ্ণাষ্টমীব্রত করিয়া পর্য্যাপ্ত দক্ষিণা দিবে। সর্গাভিষ্টদায়ক পবিত্র শিবব্রত ডোমাকে এই বলিলাম। এক্ষণে বৈক্যব্রত বলিতেছি, শ্রবণ কর।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

### দশম অধ্যায়।

বাস কহিলেন, গুরুপক্ষের কিংবা কৃকর্ণপক্ষের একাদশী পুণ্যা, পাণনাসিনী, বৈকনী-তিথি। এই তিথিতে যে উপবাস করে, তাহার হরিপ্রাপ্তি হয়। একাদশীতে উপবাস ও বাদশীতে পায়ণ, এই উভয় একাদশী-ব্রত ও বাদশী-ব্রত। হে বিজয়। সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু উভয় তিথির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। উক্ত ব্রতের অপেক্ষা জিহুবনমণ্যে অল্প উৎকৃষ্ট কার্য্য নাই। একাদশীতে ভোজন অপেক্ষা পাপকর কার্য্য আর নাই; কারণ, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি সমস্ত পাপ ঐ দিনে অর আশ্রয় করিয়া থাকে। ব্রাহ্মগাদি চারি বর্ষ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি চারি আশ্রমী ও জীলোক একাদশী-ব্রত-পরায়ণ হইলে দিব্যা-গতি লাভ করে, অস্ত্রবা, পাপভাগী হয়। সৎবা মারীরা উপবাস করিয়া, রাজিকালে জলমাত্র পান করিবে। গুরু ও কৃকর্ণপক্ষের একাদশীতে ভোজন না করাই রানপ্রহ ও মল্লানীর গর্ষ; কিন্তু গৃহস্থ ব্যক্তি উপবাস করিয়া দেবকীমন্ডন কৃকর্ণে ধূপ-নীপ-নৈবেদ্য পূজা করিবে, তাহাতেই পরমপূর্ণ প্রাপ্ত হইবে। মাস ও বৎসর ব্যাপিরা এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে সত্ত্ব ফল আছে। এইরূপে স্নান তিথিতে সনাতন বিষ্ণু পূজা ও সুভা-গীত-মহাৎসর্গপূর্বক উৎসব কর্তব্য। হে বিজ। জল, অগ্নি, শালগ্রাম-শিলা অথবা প্রতিমার কমললোচন কৃকর্ণের পূজা বিধেয়। প্রতিমাসে বিশেষ বিশেষ নৈবেদ্য দ্বারা বিষ্ণু-পূজা করিতে হয়। হে মহাত্মা! অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন দ্বারা, হরিপূজা করিবে ও ঐহাকে ভক্তিপূর্বক দুহিত, শর্করা, পায়স নিবেদন করিবে। পৌষ মাসে

বার্শাক্কিরণ দ্বারা হরিপূজা করিবে, তাহাকে স্নগন্ধি তৈল মাথাইয়া উক্ততলে স্নান করাইবে এবং বিষ্ণুপত্রাদিযোগে সুরভিত উত্তম মৃতা-মাংস-মিশ্রিত, ঘৃতপ্রচুর মনোহর শালিধাত্তের অন্ন, ঘৃতপক্ বাতুলকশাক (বেতোশাক) ও দধি নিবেদন করিবে। এইরূপে মাংসমানে পুরুষোত্তম ঐকৃষ্ণের পূজা করিয়া কান্তন নামে মাংস কলাধার পিষ্টক, নির্মল গুড়, ছোলার সহিত পক্ হিঙ্গু প্রভৃতি দ্বারা সুবাসিত শাক, গব্য ঘৃত ও শর্করামিশ্রিত দধি পরমানন্দে তাহাকে নিবেদন করিবে। হে বিজোত্তম! কান্তন নামের পূর্ণিমাংস বজ্রহৃদয়ীগণ কুঞ্জকটীরস্থ হইয়া বনে ঐকৃষ্ণের দোলাবান্ধা করিয়াছিল। রূপলাবণ্যবতী বজ্রালঙ্কারে ভূষিতা গোপরমণীগণ পুষ্পালঙ্কারে সজ্জিত ও উল্লসিত হইয়া স্নরস্বর্ণিত-লোচনে হাঙ্গ, নৃতা, গীত ও বাদ্য করত মহামন্দে পরম-কৌতুকে পুষ্পরাশি নিক্ষেপপূর্বক পূর্ণিমা ও প্রতিপদের সন্ধিনাময়ে ধোবিন্দকে দোলায়িত করিয়াছিল। চৈত্র মাসে স্নন্দর স্নগন্ধি পুষ্প ও চন্দন-কঙ্কুমাদি নানাবিধ অমূল্যপদ দ্বারা পূজা করিয়া বার্ত্তক, মৈবেদ্য ও শর্করামিশ্রিত কচি আন্ন ভক্তিপূর্বক ঐকৃষ্ণকে নিবেদন করিবে। বৈশাখ মাসে তুলসীমিশ্রিত নির্মল জল দ্বারা ধোবিন্দকে স্নান করাইবে এবং যুগের দালের নৈবেদ্য, কর্ণরবাসিত গীতল জল ও তাম্বুল দিবে, কিন্তু সযুত অন্ন দিবে না। জ্যৈষ্ঠ মাসে পক্ আন্ন, শর্করা, হুঙ্ক, তাম্বুল, দিবাছত্র, পাছুকা, স্নানবস্ত্র-বিরচিত শয্যা ও সুচারু চামর বিহুকে নিবেদন করিলে মন্থা অতিদ্রুত মুক্তি পর্যাঙ্ক লাভ করিতে পারে। আষাঢ় মাসে পদ্মপুষ্প ও তুলসীদল দ্বারা ভক্তিপূর্বক পূজা করিয়া দধি, মৈবেদ্য, হুঙ্ক ও ঘৃতমিশ্রিত পদমঞ্চল ভক্তবৎসল সনাতন বিহুকে নিবেদন করিবে এবং ব্রাহ্মণ-ভোজনোত্তর নৃত্যগীতাদি কোড়কসহকারে অষ্টাহ ধাবৎ ঐকৃষ্ণের রথোৎসব করিবে। আষাঢ় মাসে অতি স্নান বস্ত্র ও লাজ (খই) দিবে। ভাদ্র মাসে ঘৃতযুক্ত তালকল দিবে। আশ্বিনমাসে সযুত শুরণাম (ওলভাত) বিহুকে অর্পণ করিবে এবং পরমায়, নামা মিষ্ট মৈবেদ্য, নারিকেলফল, নির্মল পাণাণ পায়ে করিয়া শালিধাত্তের গীতল অন্ন, তম্বীর-রস-সুবাসিত শাক ও লবঙ্গাদি দ্বারা সুরনীকৃত তাম্বুল প্রদান করিবে, আর মনোজ্ঞ নীলপঞ্জে পূজা করিবে। পরমায় বিহুকে কথমই ধদির নিবেদন করিবে না। ব্রাহ্মণও ধদিরের নিদ্রাস ভক্ষণ করিবে না। কার্ত্তিক মাসে সযুত শুরণাম, মরীচশর্করায়ুক্ত স্নানকর ও বিচিত্র-সুত্রনির্মিত চম্পাতপ ঐকৃষ্ণকে প্রদান করিবে। এইরূপে কালোচিত দ্রব্য, ভক্ষ্য ও ভূষণ দ্বারা ভগবান্ অচ্যুতের অর্চনা করিলে মানব সকল কামনা লাভ করে। ভগবান্ বিহুর তুলসীপত্রই সর্গদা শ্রিয় ও নির্মলহিড়ে বিহুর নাম কীর্ত্তন করিবে। হে বিগ্ৰহে! গঙ্গা, গীতা ও গায়ত্রী এই তিনটি হরির পরমশ্রিয় ও ভক্তের মর্যকালে প্রাপ্ত হইলে উত্তম। প্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অর্চনা, বন্দনা, দাস্ত, সবা ও আত্মসমর্পণ; এই নবলক্ষণ, তত্তি দ্বারা মঙ্গল ইষ্টদেবের অর্চনা করিবে। হে বিজোত্তম! সংক্ষেপে তোমার এই বিহুপূজা



বলিলাম ; অতঃপর হুঁপা পূজা বলিতেছি, একান্ত্রিতিতে শ্রবণ কর। অগ্নিহোত্র ও নবক্ষিপ বজ্র এই হুঁপা পূজার কোটি অংশের একাংশেরও তুল্য মতে। যে ব্যক্তি জগদমিত্য হুঁপাকে পূজা বা ধ্যান করে, সে বোণী, মৃদি ও বুদ্ধিমানের প্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হয়। হে বিপ্র! যে ব্যক্তি আশ্বিন মাসের শুক্লদশমীতে ত্রিপুরালীনার অর্চনা করে, সে অশ্ব-যোদ্যদিজন্মিত পুণ্য প্রাপ্ত হয়। তাহার পাপরাশি স্নেহে পরিত তুল্য হইলেও অগ্নি-শিখার পতকের দ্বারা হুঁপা পূজার সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। হে বিপ্র! যে জন নিত্য হুঁপা করিয়া রত, সে জলে পদ্মপত্রের দ্বারা মহাপাতকদোষে লিপ্ত হয় না। যে মনুষ্যতি বার্ষিক হুঁপা পূজা না করিয়া অস্ত্র সমস্ত দেবতার পূজা করে, তাহার তত্ত্বপূজা তৎক্ষণাৎ বিফল হয়। হে বিজোক্তম! তোমার এই হুঁপা পূজা সংক্ষেপতঃ বলিলাম ; এক্ষণে নাগপূজা বলিতেছি, একমনে শ্রবণ কর। শ্রাবণ মাসে শুক্লপক্ষের পঞ্চমীতে যে জন নাগপূজার পূজা করে, তাহার নাগভয় থাকে না। সেই দিনে মানব দধি, হৃৎ, দূশ, জল, মানা পুশোপহার ও ত্রাস্ত্র-ভোজ্যসমস্তকারে নাগপূজা করিবে। তদ্রূপে মাসের পঞ্চমী তিথিতে স্বত, পাশন ও গুণ্ডল দ্বারা পূজা করিবে। ইহাকে নাগপঞ্চমী কহে। হে বিজোক্তম! সংক্ষেপতঃ এই নাগপূজা কথিত হইল, অতঃপর আমার কি বলিতে হইবে? বল। জাণালি কহিলেন, হে প্রভো! সূর্য্যাদি গ্রহ কোন্ কর্ম করিলে সন্তুষ্ট হন ও তাঁহাদের মধ্যে কে কোথায় থাকেন? এই সমস্ত বলুন। বাণ বলিলেন, হে বিজোক্তম! গ্রহগণ পৃথিবী হইতে যোড়শ সহস্র যোজন উপরে গির বাবুতে অবস্থিত আছেন। এই বাবু হির হইয়া সকল দেবতাকে ধারণ করিতেছে। তথায় জলদজাল অবস্থিত হইয়া, সর্গজ বারি বর্ষণ করিয়া থাকে। তথা চইতে সহস্রযোজন উর্ধ্বে অবস্থিত রাহু, চন্দ্র এবং সূর্য্যকে গ্রাস করিতে থাকিত চন। নবম গ্রহ কেতু সেইরূপ স্থানে বিচরণ করেন, সূর্য্য তথা বিলক্ষ্যযোজন উপরে বিরাজমান। সূর্য্যের লক্ষ যোজন উপরিভাগে চন্দ্র অবস্থিত। চন্দ্রের লক্ষ যোজন উপরিভাগে তারকাযুগল প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তাহা হইতে এক লক্ষ যোজন উপরিভাগে শুক্রাচার্য্য বিরাজমান। তথা হইতে দুইলক্ষ যোজন উপরিভাগে মঙ্গল গ্রহ প্রকাশ পাইয়া থাকেন। মঙ্গল গ্রহের দুই লক্ষ যোজন উপরে সৌরমন্ডল বৃত্ত অবস্থিত করেন। বৃহের দুই লক্ষ যোজন উপরে দেবাচার্য্য বৃহস্পতি অবস্থিত। বৃহস্পতির দুই লক্ষ যোজন উপরে শনি প্রকাশ পাইয়া থাকেন। হে ব্রহ্মব! এই সকল গ্রহ শুভাশুভফলপ্রদ। এই সকল গ্রহ দ্বারা প্রতি প্রাসর, তাহার কদাচ বিপদ হয় না। গণক গ্রহবিপ্রগণ গ্রহদিগের পূজা করিলে তাঁহাদের জিহ্বা হইয় থাকে এবং ইহারা যে স্তব দ্বারা পরিচুত হন, সেই স্তব শ্রবণ কর।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

## একাদশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন, হে বিজ্ঞজ্ঞেষ্ঠ! মহাকলজনক সূর্যাস্তব জবণ কর, ইহা জবণ এবং পাঠ করিলে সৰ্বপাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া বাব। বধা—ঔকাররূপ, ভগবান্, ভাস্কর, বিকর্তন, সূর্য্য, হরি, কাশ্যপেয়, ভাস্ক, দিমকর, প্রভু, লোকপ্রকাশক, নাক্ষত্রী, জীমান্, লোকদিশীধর, গভস্তিমালী, নপ্তাখ, ত্রিভুগ, কমলাসন, গ্রহেবর, ভগাধার, ব্রহ্মবিষ্ণুশিবস্বরূপী, জ্যোতিষ্যাব্, জ্যোতিষাংনাথ, ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ দৈবত, ত্রৈলোক্যনাথক, দিবা, লোকবন্ধু, ভয়াপহ, তিমিরারি, রশ্মিমালী, মহাক্ষত্রিয়, করী, সুর, কবীজ, যৈত্রেয়, কেবলাস্মা, অধ্যাত্মা, অমল, পদ্মপ্রকাশক, বাতা, বিষ্ণু, উদ্যোত, বেদাশ্রা, দেববেদা, সমকর্তা, অধিনীপতি, নাসত্যলজনক (১), জ্ঞান-জ্যোতি, সনাভন, পুণ্য, বিবস্বান্, আদিত্য, বাহশাস্ত্রা, দিশাকর, অহঙ্কর, প্রভারাপি, রোগহা, রোগ-চিকিৎসক, মহোষধি, স্মৃতি, পুণ্য, পরমার্থ, স্মৃতির্জিহা (২), বসিস্ততা, জপ-ঐত, গায়ত্রীজনক, অব্যয়, গায়ত্রীজপ-স্মৃতি, ত্রিসঙ্খ্য-জপ-স্মৃতি, শিবপূজক-স্মৃতি, বিষ্ণু-পূজক-স্মৃতি, গঙ্গাস্নান-প্রিয়-ঐত (৩), সূর্য্যপূজা-স্মৃতি, বর, পিতৃমাতৃ-ভক্তি-ভক্ত, ধর্ম্ম, ধর্ম্মাশ্রয়-সমুৎপাদ (৪), রক্তবর্ণ, শ্রামবর্ণ, ধন, কালভেদকর্তা, অমৃত, অরুণদেব, অগ্নি, প্রমাহী, অরুণসারথি, পিতা, পিতামহ, দেব, দক্ষিণাধিপতি, সূর্য্যক (৫), আকাশরত্ন, তরুণি, চিত্তভাস্ক, বিরোচন, মার্জিত, বারিকর্তা, সম্পদাতা, কৃপাময়, প্রাতঃ-মধ্যাহ্ন সায়ংকাল সন্ধ্যা-বন্দনকৃত্যপ্রিয় (৬), প্রাতঃব্রাহ্মণ-হস্তাঙ্গ-জলাঞ্জলিস্থী (৭), তপন, তপন, বিশ্ব, ভীর্ষোদয়, উদারবী এবং ভূ-রসপ্রাহক; এই অষ্টোত্তর শত সূর্য্যামা অতি উত্তম; ইহা সৰ্ব্বজ্ঞের প্রশমককারক, সৰ্ব্বব্যাপির মহোষধি। ইহা পবিত্র, পুণ্যপ্রদ এবং পুণ্য; যে ব্যক্তি সূর্য্যমাহিত হইয়া ইহা পাঠ করে, তাহার মনোমত অভিষ্টসিদ্ধি হয়। অমঙ্গলসূচক উৎপাত আরম্ভ হইলে, সঙ্কল্পপূর্ব্বক এই শুভ স্তব পাঠ করিবে; তাহা হইলে

- (১) নাসত্য-দশ—অধিনীকুমারস্বয়।
- (২) যিনি স্মৃত হইয়াস্মাত্র পীড়া হরণ করেন।
- (৩) গঙ্গাস্নান-প্রিয়-ঐত—গঙ্গাস্নান •যাহাদিগের প্রিয়, তাহাদিগের প্রতি প্রীতিযুক্ত।
- (৪) ধর্ম্মাশ্রয় প্রদত্ত বস্তু যিনি গ্রহণ করেন।
- (৫) উত্তম শোভাসম্পন্ন।
- (৬) যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নকালে ও সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দনা করে, তাহার প্রিয় অথবা তাহার প্রতি প্রীতিযুক্ত।
- (৭) প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণের করকমলপ্রদত্ত জলাঞ্জলিলগ্নে স্থী।

তাহার ঐ অশুভ দূর হইবেই, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সূর্য্যের প্রিয়তর এই পবিত্র স্তব সূর্য্যপূজা করিয়া যে ব্যক্তি পাঠ করেন, সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইবেন, তাহার পুণ্যবৃদ্ধি হইবে না। অনন্তর চক্ষের স্তব বলিতেছি, হৃষ্টচিত্তে তাহা শ্রবণ কর! চন্দ্র, অমৃতবর, বেত, বিষ্ণু, বিমলরূপবান্, বিশাল-মণ্ডল, জীমান্, শীঘ্র-কিরণ, করী, বিজরাজ, শশধর, শশী, শিব শিরো-গৃহ (১), ক্ষীরাক্তি-ভদ্র, দিব্য, মহাক্ষা, অমৃতবর্ষণ, রাজিনাথ, ধ্বান্তহর্তা, নির্মল, লোকলোচন, কুণাহা, নান-জমক, তারাপতি, অখণ্ডিত, বোড়শাক্ষা, কলানাথ, মদন, কামধর, হংসবানী, ক্ষীণ-বৃদ্ধ, গৌর, সাত্ত-সুন্দর, মনোহর, দেবভোগ্য, ব্রহ্ম-কর্ম্মবিবর্জন, বেদ-প্রিয়, বেদকর্ম্মকর্তা, হর্তা, হর, হরি, উর্দ্ধবাসী, নিখানাথ, শূঙ্গারভাবকর্ম্ম, মুক্তিবার, শিবাক্ষা, তিথিকর্তা, কলানিধি, ওষধীপতি, অজ, সোম, জৈবাত্ত্বক, শুচি, যুগাক, গৌ, পূণ্যনামা, চিত্রকর্ম্ম, সুরাজিত, রোহিণী, বৃষপিতা, আত্রেয়, পূণ্যকীর্জন, নিরাময়, যজ্ঞরূপ, সত্য, রাজা, ধনদ্রুদ, সৌন্দর্য্যদায়ক, দাতা, রাহগ্রাস-পরাজুঘ (২), শরণ, পার্শ্বভী-ভাল-ভূষণ, ভগবান্, পূণ্যারণ্যপ্রিয়, পূর্ব, পূর্ব-মণ্ডল-মণ্ডিত, হস্তরূপ, হস্তকর্তা, শুদ্ধ, শুদ্ধরূপ, শরৎকাল-পরিষীত, শারদ, কুসুম-প্রিয়, ছানসি দক্ষজামাতা, দক্ষ্যারি, শাপমোচন, ইন্দু, কলকনাথী, সূর্য্যমঙ্গল-পণ্ডিত, সূর্য্যোজ্জ্বল, সূর্য্যগত; সূর্য্য-প্রিয়পর (৩), পর, স্নিগ্ধরূপ, প্রসন্ন, যুক্ত-কপূর-সুন্দর, জগদাহ্লাদ-সন্দর্শ (৪), জ্যোতিঃশাস্ত্র-প্রমাণক, সূর্য্যভাব (সূর্য্য-তাপ), দুঃখহর্তা, বনস্পতিগত, কৃতী, যজ্ঞরূপ, যজ্ঞভাগী, বৈদ্য, বিদ্যাবিশারদ, রথিকোত্তীর্ণীপ্তকারী (৫) এবং সৌরভাসু; হে বিজ! চক্ষের এই অষ্টোত্তর শত নাম পাপবিনাশক। যে ব্যক্তি চক্ষোদয়-সময়ে এই নামাকলী পাঠ করিবে, সে সৌন্দর্য্যসম্পন্ন হইবে। বিশেষতঃ পুণিমা তিথিতে এই দিব্যস্তব পাঠ করিবে। হে বিজোৎসব! ত্রিসন্ধা এই স্তব পাঠ করিলে ইহার প্রসাদে ব্রাহ্মণদি বর্ষ সপা প্রসন্ন থাকিবে। এই অমৃতস্বরূপ স্তব শ্রাব্যকালেও পড়িবে। চক্ষের প্রসাদে সেই শ্রাব্য অনন্তফলজনক হইবে। এই পবিত্র স্তব, দুঃখনাশক এবং দাহজ্বর-নিহন। ব্রাহ্মণাদি এই স্তব পাঠ করিলে, স্ত্রীপুত্রেরা শ্রবণ করিবে, ব্রাহ্মণেরাও শ্রবণ করিতে পারে; ফল সকলেরই সমান হইবে। অস্ত্র গ্রহদিগের নাম-স্তোত্রও আমার নিকট শ্রবণ কর। সর্ব্বমঙ্গলদায়ক মঙ্গলস্তব বলিতেছি। মঙ্গল, তুমি পুত্র,

(১) শিবের মন্তক ইহার গৃহ অর্থাৎ বাসস্থান।

(২) রাহগ্রাসভীত।

(৩) সূর্য্যপ্রিয়ের প্রতি অমুরক্ত।

(৪) ইহাকে দর্শন করিলে জগৎ আহ্লাদিত হয়।

(৫) কোটি রথি দ্বারা দীপ্তিকারী।

রক্তাঙ্গ, অঙ্গ-লোচন, অঙ্গারক, দীপ্তঘোর, শত্রুপাণি, ধনাপহা, মেঘরাশিপতি, রক্ত, রক্তাবধর, রক্তিক-রাশিপতি, মেঘ, যাত্রামঙ্গলহৃদি (১), মদ্রশোভক, বহিনেত্র, প্রতাপবানু, ধনদ, শীতবদন, প্রলয়াক্ষা এবং প্রমোদনাতা; মঙ্গলের এই একবিংশতি নাম যে ব্যক্তি পাঠ করিবে, সে ঋণবর্জিত, পার্থক্য এবং ধনী হইবে। মঙ্গলবারে মঙ্গল-গ্রহকে রক্তপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া এই স্তব পাঠ করিলে, ঋণহীন এবং ধনী হইবে। অনন্তর বুদ্ধিহৃদিকর, বৃহত্তব কীৰ্ত্তন করিতেছি। বৃহ, অ-মৌর-তনু, সৌম্য, মানবীশ (ইলাপতি), শুভানন, শুভগ্রহ, পুণ্যকীর্ত্তি, তারেয়, জ্ঞ, ইলাপতি, পুরুষবিপিতা, বীর, কুহার, রাজবল্লভ, রাজপুত্র, রাজাদাতা, ব্রহ্মরাজ, উবর্জ্জ্ব, ত্রিখুন্ডরাশি-পতি, কস্তুরাশি-পতি এবং নবগ্রহপ্রিয়; বৃহের এই একবিংশতি নামস্তোত্র যে ব্যক্তি পাঠ করিবে, সে যাত্রায় সুখলাভ করিবে। গ্রহণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হন, সে ব্যক্তি পুত্রবানু এবং ধনবানু হইয়া থাকে। পাণ্ডিত্য এবং ধর্মজ্ঞান, তাহার সম্পূর্ণরূপে হয়। জাভালে! এক্ষণে বৃহস্পতির স্তব বলিতেছি, শ্রবণ কর;—দেবার্ধ্য, গুরু, দেব, কম্বৌর, সুরেশ্বর, বাচস্পতি, পতিভ, সর্গশাস্ত্রকর, সুর, বিধা, গীত্পতি, ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ, বৃহস্পতি, ঐমানু, আদিরস, তাগবল্লভ, জীবনপ্রদ, জোষ্ঠ, জোষ্ঠগ্রহ, বিজ্ঞ, বহুমৌন্যবিপতি (২). শুভগ্রহ, যজ্ঞকর্ত্তা, কৃতা ও চিত্রশিখণ্ডিজ; এই সাতাইশটা বৃহস্পতির নাম। এই নামাঙ্ক পাঠ করিলে বুদ্ধিহৃদিক হয়, বৃহস্পতির প্রসাদে ব্রাহ্মণের বেদজ্ঞান জন্মে। অপরায়ণ বর্ষের যথাযোগ্য ফল লাভ হয় এবং যাত্রাপুত্র হয়। হে বিজ্ঞপ্রেষ্ঠ! শিবের অবতারস্বরূপ দৈত্যাক্তর শুক্রাচার্যের নাম কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। শুক্র, দৈত্যাক্তর, কবি, কাব্য, 'ভার্যব, মিভ, গুরু, গুচি, শঙ্করপ্রভু, উশনা, উত্তমোজা, উদয়ী, উজ্জ্বলপ্রভু, উজ্জ্বলী, সুরাশীশ, তুলারাস্ত্রবিগ, মৃতদগ্ধীকজ্ঞাতা, বিদ্যাবিনয়-পাতিভ, নন্দগ্রহ, সাধুশীল ও যথাভিষেক্তর; "এই একবিংশতি শুক্রের নাম, হে জাভালে! পঠন, পাঠন, শ্রবণ ও শ্রাবণ কর। যে জন শুক্রবারে শুভপুষ্প দ্বারা পূজাপূর্বক শুক্রাচার্যের এই স্তব পাঠ করে, তাহার প্রতি শুক্রচার্য প্রসন্ন হন। ইহার শতাবুত্তি পাঠ করিলে নিঃশঙ্ক কবি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সমাধিত হইয়া ভক্তিভাবে প্রভাহ এই স্তব পাঠ করে, তাহার বর্ষে শুভযতি হইয়া থাকে; ইহাতে সংশয় নাই। শুক্রাচার্যের এই স্তব কথিত হইল, অন্তঃপুর স্খ্যাপুত্র শনির স্তব বলি, শ্রবণ কর। ইহাতে শনিগ্রহ তুষ্ট হইয়া শুভবর প্রদান করিয়া থাকেন। স্খ্যাপুত্র, শনি, শ্রাম, মন, অমন, নবীনন্দ, জ্যোতির্ভোক্তব, বীর, দীর্ঘবক্ত, প্রমোদবানু, একাক, সর্গসংকারী,

(১) যাত্রায় যিনি মঙ্গল প্রদান করেন।

(২) মৌর রাশির অধিপতি।

দীর্ঘবাসী ও শুভাকর; এই কয়েকটা শবির নাম, যে যানব প্রায় হইয়া পাঠ করে, শনি তাহার অষ্টমহ হইলেও একাদশহের স্তায় হন অর্থাৎ অন্ত হইলেও শুভ বিধান করেন। যে ব্যক্তি শনিবারে সূর্য্যপূজা শবির পূজা করে, তাহার প্রেদোষশাস্তি ও সর্কাজীষ্টনিহি হয়। প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া শনিস্তব পাঠ করিলে প্রেদোষসমস্ত শুভদায়ক হইয়া থাকেন। হে ব্রহ্মন্! অশেষকলদায়ক এই শনিভোজ তোমাকে বলিলাম, এক্ষণে রাহুর জীতিকর রাহুনাম বর্ণন করিতেছি, শুন। শীত্বপায়ী, বস্তাখা, রাহু, ভিন্নমতি, ভয়, উপবাসপ্রহ, পুণ্যচরিত্র ও পুষ্পবস্ত্র; রাহুর পরম জীতিকর এই নামাষ্টক যে ব্যক্তি পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার রাহুদোষ থাকে না। হে জাবালে! অতঃপর কেতুগ্রহের নাম বলি, ভক্তিপূরক শ্রবণ কর। সৈংহিকের, ধূমনামা, দৌর্যাস, বহুগুণবান, বৃহত্তরপতনু, কেতু, মহাতীমপ্রহ, শেষপ্রহ ও নবমপ্রহ; কেতুর এই নাম, হে বিজোত্তম! তোমার নিকট কথিত হইল। ইহা পাঠ করিলে, কেতুর জীতি ও পুত্রসম্পত্তি লাভ হয়। নবগ্রহের এই সমস্ত স্তব পুণ্যজনক ও পাপনাশক; অতএব বহুপূরক পাঠ ও শ্রবণ করা বিধেয়। হে বিজ! যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া এই নবগ্রহের স্তবাখ্যায় পাঠ করে, তাহার উপর সমস্ত প্রেদোষ চন এবং বন, বাত, ধরা, বর্ষ, কীর্তি, আয়ু, বশ, ত্রি, পূজা, পোষ, শুভভাখ্যা, গোবিন্দে পরমমতি ও অতঃকালে গঙ্গায় স্নাত্যাদান করিয়া থাকেন। এই নবগ্রহের মহাস্তব-পাঠে হুঃখন দূর হয়। নর জাতিশ্রেষ্ঠ হইতে পারে ও পিতৃপুরুষের জীতি জন্মায়। সর্কপ্রহের অখীষর সূর্য্য; যাদশ মাসে যাদশম্বরূপ হইয়া উদিত হন। সূর্য্য উদিত হইলে, সকল প্রহের উদয় হয় ও তাহাদিগের বারঞ্জরুজি হইয়া থাকে। যাদশ মাসে যাদশটী সূর্য্য; এই নিমিত্ত যাদশ মাসে এক সংবৎসর হয়, কথিত আছে। কখন কখন ত্রয়োদশ মাসে বৎসর হইয়া থাকে, তখন মলিমুচনামে একটী অবিক চান্দ্রমাস হয়। গুরু প্রতিপদ আরম্ভ করিয়া অমাবস্তা পর্য্যন্ত যে চান্দ্রমাস, উহা রবি-সংক্রান্তি-শূন্য হইলে, মলিমুচ বা মলমাস কহে। রবি উক্ত চান্দ্রমাসকে লজ্জন করায়, মলিমুচ নাম ধারণ করে। এই মাসে বিহিত কৰ্ম্ম বিড়ীর মাসে করিবে। যে কালে মাসের আদিতে ইক্ষামি-দেবতাক, মাঘা অমীষোম-দেবতাক ও অন্তে পিতৃগোম-দেবতাক আহুতি প্রদত্ত হয়, সেই কাল অভিজন্ম করিয়া কখন সূর্য্য গমন করিলে তাহাকে মলিমুচ কহে; এই মলিমুচ নিবিল-কর্ম্মের অযোগ্য। হে বিজ জাবালে! তোমার নিকট এইরূপে প্রেদোষনাশি বিধেয় বর্ণন করিলাম। এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর, বল ?

## দ্বাদশ অধ্যায় ।

জাবালি বলিলেন, হে ব্রহ্মণ্ ! আপনাদের যুগে মনঃপ্রবাহের মহাভাব প্রবণ করিলাম ; অধুনা হে প্রভো ! পুণ্যজন্মক যুগধর্ম কর্ত্তন করুন । বেদব্যাস কহিলেন, কৃষ্ণ, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ ; উহাদিগের পরিমাণ ক্রমাধারে চারি, তিন, দুই ও এক সহস্র দিব্যাব্দ এবং সন্ধি ও সন্ধ্যাংশ ভাব্য শত-পরিমিত ; এইরূপে দ্বাপর সহস্র দিব্যাব্দে চারি যুগ হইল । হে বিজ্ঞাতব্য ! মানুষ-পরিমাণে বহুজিৎস্বং সহস্র বৎসরে দিব্যশত বর্ষ হয় । ইহাতেই অক্ষয়িন্যা-বিশারদ পতিভেরা বৃষ্টিয়া গইবেন, চারি যুগের কত পরিমাণ হইবে । উদ্যোগে কৃতযুগই আদিযুগ ; উহাকে সত্যযুগ কহে । এই সত্যযুগে যুবরাজ চতুর্শাং সম্পূর্ণ বর্ষ ; অতএব বর্ষাশ্রম-বর্ষ অধঃক্রমে বিরাজমান । তৎকালে সমস্তই অসৃষ্টিত, হুতরাং অসৃষ্টিয়মান কিছুই ছিল না । তৎকালে শোক, মোহ, জরা, ব্যাধি, মত্তাপ, উবেগ, হিংসা, কলহ, ঘেব, হৃদিক, হংস, জ্বর, বিক্রম ও পীড়ন কখনই ছিল না । অধ্যয়ন, যোগ ও ধাম প্রভৃতি সংস্কারী সম্পূর্ণ ছিল । সকল লোকই বন্য-পলিতহীন দীর্ঘজীবী ছিল । শুভ্রাশ্রয়গারী ব্রহ্মচারী শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ হংসনামক ভগবান্ নারায়ণ তৎকালে ধ্যানগম্য ছিলেন । ধ্যানই যুক্তির সাধন পরমধর্ম ছিল । এই যোগ, সত্যযুগের ধর্ম ; ত্রেতাযুগের ধর্ম জ্ঞান কর । হে ব্রহ্মণ্ ! ত্রেতাযুগে ধর্মের একশাব্দ হ্রাস হয় । নরগণ অধর্মহ, ধর্মপরায়ণ, ভগ্নোদারভ, রজোভগ্নাবিত ও ক্রিয়াবান্ হইয়া থাকে । বজ্র অশমেধাদি, উদ্যোগে রাজস্ব বজ্র সর্বোৎকৃষ্ট ; অগ্নিষ্টোম, বাজপেয় ও অতিব্রাহ্মাদি যথ এবং সমস্ত তৎকালে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল । এই যুগে ভগবান্ যুগান্তরূপে রক্তবর্ণাকৃতি হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; তাঁহার নাম উপেন্দ্র, বামন হইয়াছিল । তৎপরে দ্বাপরযুগের প্রারম্ভ । ইহাতে ধর্ম বিপাদহীন ; ভগবান্ বিষ্ণু স্ত্রামল ও পীতবর্ণ হইয়া অবতীর্ণ হওয়াতে নানাবর্ণ ধারণ করিয়া-ছিলেন ; চতুর্ভুজ অবতারে স্ত্রামবর্ণ দুই ও পীতবর্ণ দুই এই চারি অবতার হইয়া-ছিলেন ; চতুর্ভুজ অবতারে স্ত্রামবর্ণ দুই ও পীতবর্ণ দুই এই চারি অবতার হইয়া-ছিলেন । হিংসা, ঘেব, মাংসভ্যা, কলহ, পৈশুন্ড, মিথ্যা, মোহ, শোক, রোষ, পাপ, ব্যাধি, ব্যাধি, জরা, লোভ, ঈর্ষ্যা, ধর্মবিষয়ে আলস্য, গাভী ও জাতিসত্ত্ব ; এই সমস্তের প্ররূপ দ্বাপর যুগে হইয়াছিল । এই যুগে ভাবনযুগ ; ভগবান্ করি সেই ব্রহ্ম স্ত্রামবর্ণ হইয়াছেন । তিনি পীতবর্ণবর্ণ ; হুতরাং পীত নামে কথিত । ইহঁর অগ্রজ শুক্লবর্ণ । ইনি ধর্মের আদর্শ অর্জুনকর্ণ । শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-কিরীট-কুণ্ডলগারী বনমালা-বিক্রান্ত চতুর্ভুজ ভগবান্ করি সুন্দর মন প্রভৃতি পারিষদধর্মে বৈষ্ণিত ; দ্বাপর যুগে ইনিই যুগাবতার । জাবালি বলিলেন, হে প্রভো ! হিংসা-যোবাণি ও জরা-মৃত্যু প্রভৃতি অধর্ম কোথা হইতে ক্রিয়গেই বা জন্মায় ? ধর্মেরই বা হ্রাস কেন হয় ? সমুদ্র করিয়া বলুন । ব্যাস কহিলেন, হে ব্রহ্মণ্ ! পুর্নকালে জগদ্রূপে উদ্যত

ঐযাযাব্দে অতিহিংসক ভীষণাকৃতি একাদশ রক্ত জ্যোৎস্না হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । অনন্তর প্রজাপতি, তৎকালের অদ্বিতি হিংসাদি অবলোকন করিয়া, তৎসংস্রবণকর দক্ষকে ভবিষ্যে আদেশ করিলেন । কুমতি দক্ষ, পাপমঙ্গলসঙ্গে, তাহাদিগের অধিকৃত হইলেন । অনন্তর ভগবান্ শত্ৰু স্বয়ং আসিয়া তৎকথাং জ্যোৎস্না, হিংসা, জরা প্রভৃতিকে প্রশমিত করিলেন । হে বিজ ! ভববধি হিংসা, জ্যোৎস্না এবং জরা প্রভৃতি, শিববলে ভীত হইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিল । হে বিজ ! তৎপরে ব্রহ্মোত্তম অতিক্রান্ত এবং তমোত্তম উন্নিত হইলে, বাপার যুগে হংসাদি প্রকাশিত হয় । সেই সকল মহাতীক্ষ্মতর হিংসাদিগণ, শিবের প্রতি বাণিত হইল । তখন তাহাদিগকে দর্শন করিয়া ভগবান্, সভয়ে নিজ রক্ষার জন্ত উন্মত্ত হইয়া শূল ধারণ করিলেন । শিবকে শূলহস্ত দেখিয়া হিংসাদিও ভীত হইল । হে বিজ্ঞোত্তম ! তাহার তখন শিবেরই শরণাগর হইয়া এই কথা বলিতে লাগিল, হে ভূত ও ভবিষ্যৎ কালের অধীশ্বর ! ভগবান্ ! ব্রহ্মোত্তম ! ত্রিলোকম । আমরা সকলে ব্রহ্মার পুত্র, আপনার তরে ভীত হইয়া রহিয়াছি । পুর্বে আমরা একেবারেই হান প্রাপ্ত হই নাই । এক্ষণে হান লাভ যেন হইতেছে । আমাদের হান ও কর্তব্য বখাষণ করনা করিয়া দিন । আপনি এরূপ যদি না করেন তবে, আপনাকেই ভোজন করিয়া ফেলিম । ব্যাস বলিলেন, বিকৃত-বদন-সম্পন্ন হিংসা প্রভৃতির এই কথা শুনিয়া পরমপুত্র শিব বলিলেন, ভোমাদিগের স্তাব্য প্রার্থনা আমি মনোযোগের সহিত শুনিলাম, ভোমরা ব্রহ্মার নিকট যাও, তিনি ভোমাদিগের বৃত্তি-বিধান করিয়া দিবেন । ভগবান্ চতুর্ভুজ দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা হৃষ্টকর্তা, ভোমরাও তাহার হৃষ্ট, তিনিই ভোমাদিগের বৃত্তি-বিধান করিবেন । ব্যাস বলিলেন, স্তব্ধবর্ণ শত্ৰু এই কথা বলিলে, শত্ৰুকে পরিভ্যাগ করিয়া তাহার সকলই চতুর্ভুজ ব্রহ্মার নিকট গমন করিল । হে বিজ পুত্র ! হিংসা প্রভৃতি ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলে, সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা, তাহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, ভোমরা কে ? কি জন্ত আসিয়াছ ? ভোমাদিগের সকলেরই তয়ানক নির্দোষ । ভোমরা কাহার পুত্র ? কোথার ভোমাদিগের গৃহ ? শীঘ্র তাহা বল । হিংসা প্রভৃতি বলিল, হে মহাব্রহ্ম ! আমরা আপনাই পুত্র, আমাদের নাম হিংসা ইত্যাদি । আমরা ভগ্নপ্রাণসো, রক্তভরে ভীত ও হানপূর্ণ হইয়াছিলাম । এক্ষণে বর্ণের হান হইতেছে, আমরাও হান প্রাপ্ত হইতেছি ; এক্ষণে নবিশেষরূপ হান ও কর্তব্য প্রার্থী হইয়া শিবের আদেশানুসারে আপনাদের নিকটে আসিয়াছি । হে ঐশ্বর । এক্ষণে আমাদের হান এবং কর্তব্য করনা করন । ব্রহ্মা বলিলেন, কামনাযে আপনাদের যে পুত্র আছে, আকার আদেশানু-সারে সে ব্রতাবলম্বন করিয়াছে, ভোমরা সকলে তাহার সহায় হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান কর । কাম হইতে পরীরের উৎপত্তি, অর্ধ হইতে জ্যোৎস্নার উৎপত্তি, জ্যোৎস্না হইতে সংমোহ, সংমোহ হইতে আশার উৎপত্তি, আশা হইতে ব্যামোহ, ব্যামোহ হইতে লোভ, লোভ হইতে চিন্তা এবং চিন্তা হইতে জরার উৎপত্তি । জরা হইতে ব্যাধি ও ব্যাধি হইতে মরণ

হয়। জীব মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া পুনরায় এতদপ নৈহান্তর লাভ করে; কামাহি এতদপ চক্রেয় ক্রাম পরিবর্তনশীল। বাহ্যের বর্ণেরমতি আছে, তোমরা তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া নিবৃত্ত হইবে। বর্ণিত ব্যক্তিগণ মৃত্যু প্রভৃতি কোন ভয়েই ভীত হন না। অর্থ নামে আমায় আর এক পুত্র আছে, সে বর্ণের নিবর্তক; বর্ণ, অর্থের ভয়ে ভীত হইলে তোমরা প্রবল হইয়া বিচরণ করিবে। বাহ্যের বর্ণের হরিকে উজনা করে, তোমরা তাহাদিগকে পরিচাণ করিবে। এতু নারায়ণের নিকট অর্থও ভীত হয়। ব্যাল বলিলেন, ব্রহ্মা এই কথা ব্রহ্ম-নন্দন অর্থকে অবলোকনপূর্বক কামের আশ্রয় অবলম্বন করত অধিষ্ঠিত হইল। হে বিজ্ঞেয়! ভীষণস্বভাব মৃত্যু অর্থের পুত্র, মর্ত্যগণের মরণের জন্ত অর্থ তাহাকে আবেশ করিল। মৃত্যু লোকহিংসার নিমিত্ত নিবৃত্ত হইয়া পিতাকে বলিলেন, হে পিতা: ! আমাকে লোকহিংসার নিমিত্ত নিবৃত্ত করিতেছেন কেন? হিংসারূপ পাপ কর্তৃক আমি কিরূপে অমৃত্যু করিব? অর্থ বলিলেন, লোকহিংসার তুমি পাভকী হইবে না। জরা, রোগ এবং জ্বরাদি আমারই বটে, তুমি এ বিষয়ে তাহাদিগের সাহায্য পাইবে। লোকেরা তৎপ্রভাবের বিনষ্ট হইবে, তুমি তদ্ব্যবস্থা রাখিবে। অতএব তুমি সকল দেহেই সুখে অধিষ্ঠান কর। মৃত ব্যক্তির অনুগমন করিবে এবং উৎপন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে তুমিও উৎপন্ন হইবে; আমি বধায় বাস করিব, তুমিও তথায় বাস করিবে। আমি নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তিকে অবলোকন করিয়া পরাজুগ হই। ব্যাল বলিলেন, অর্থ এই কথা বলিলে লোকভরকর মৃত্যু হিংসা, কলহ, এবং গর্ভ প্রভৃতি লোনাগণকে সঙ্গে নইয়া, জন-মরণশীল লোকগণের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। তদ্ব্যবস্থা অর্থসমুদ্র বিন্ধি ব্যাবির প্রচুর্ভাব হইল। সকল ব্যাবির মধ্যে জর জোত। জরের ভিন্ন মস্তক, ময় চক্ষু, ছয় হস্ত, আটটা দন্ত, বর্ষ ভয়ের ভ্রায়, বহু কুণ্ডলিত। চক্ষু আরক্ত, চকল এবং বহু বালিকায় বাস উর্দ্ধগিকে প্রবাহিত। এতদপ প্রবাহিকা, শোধ, শূল, গুল, উমরী, বাতশ্লেষ্মা এবং কেবল শ্লেষ্মা প্রভৃতির বিকার-জন্মিত নানা রোগ উৎপন্ন হইল। অনন্তর জরা নামে অর্থের এক কন্যা হইল। জরা অপত্যকামনার পতিবরা হইয়া জাতা মৃত্যুকে বলিল, তুমি আমার স্বামী হও, মৃত্যু বলিল হে জরে! আমি তোমার স্বামী নহি, তুমি আমার বিধি-করিত স্বামী প্রজার। প্রজার ব্যাবিরাজ এবং প্রবল পরাজাত। প্রজার আমার জাতা, বহু এবং সুহৃৎ; তুমি তাহার কার্যা হইবে। তুমি আমার কনিষ্ঠজাতার পত্নী; অতএব আমার লক্ষ্যভাব্যে ভগিনীস্বরূপ হইলে। জরা বলিল, আমি লোকের আশ্রয়, বাহির হইলেই লোক আমাকে বিড়ম্বনা করিতে পারে, অতএব হে বীর! আমার সহিত সৈন্ত লাভ, আমি প্রজারের নিকট গমন করিব। ব্যাল বলিলেন, জরা এই কথা বলিলে মৃত্যু জরার সহিত বিভিন্ন সৈন্ত প্রেরণ করিলেন, জরা সেই সৈন্ত সমভিব্যাহারে পতি প্রজারের নিকট গমন করিল। হে বিজ্ঞপ্রেত! প্রজার প্রিয়পত্নী জরাকে প্রাপ্ত হইয়া এবং অতুত সৈন্ত লাভ করিয়া নবর্ষে, নববয়ে,



জরাকে বলিল, জরে! আমার সহিত সৈন্যে ও কলহাদি সমভিব্যাহারে আগমন কর এবং লোকসমূহকে বিমর্দিত কর, ইহা প্রস্তাবিত হইল। এই সকল ব্যাধি মহাবল পরাক্রান্ত সৈন্য, লোভ, হিংসা, ঈর্ষা, ক্রোধ, মোহ, প্রভৃতি ভোমারও প্রধান প্রধান সৈন্য; আমার ইহাদিগের সাহায্যে হাবরজক্কায়ক জগৎ বিনষ্ট করিব। ব্যাস বলিলেন, প্রজ্ঞার এবং জরা এই নবদম্পতী, এইরূপ হির কঠিরা লোকমর্দনের জন্য সৈন্যসমভিব্যাহারে গমন করিল। তখন বলবানু ও মহাতেজা সকল লোক এবং হাবরগণ, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রযুক্ত হইল। মহাবল পরাক্রান্ত সর্লোক কর্তৃক প্রসিদ্ধি হইয়া প্রজ্ঞার শিবের শরণাপন্ন হইল, শিব তাহাকে রক্ষা করিলেন। তখন সকল লোকে, দুর্ভাগি জরার কেশ গ্রহণ করিল। কেশাকর্ষণে অবমানিতা জরা, লোক কর্তৃক পরাজিতা হইয়া পুরম স্মারীরূপে সকল লোককে বলিলেন, হে! মানব ভর প্রভৃতি লোকগণ! আমি ভোমাদিগের শরণাপন্ন হইলাম। আমাকে ভোমরা রক্ষা কর; আমি ভোমাদিগের ভার্য্যা। আমার পতি প্রজ্ঞার ভোমাদিগের হস্তে প্রসিদ্ধি হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে; অতএব আমি এক্ষণে বিধবা। ভোমরা বিধবার আমি হও। ব্যাস বলিলেন, জরা এই কথা বলিলে, লোকে মুগ্ধবুদ্ধি হইয়া, কামভাবে উপস্থিতা জরাকে অঙ্গীকার করিল। জরা, তখন তাহাদিগকে পাইয়া হিংসা ঈর্ষাদির সাহায্যে সকলকে জীর্ণ করিয়া পুনরায় প্রজ্ঞারের নিকট উপস্থিত হইল। প্রজ্ঞার তখন শৈব এবং উত্তম ভক্ত। প্রজ্ঞার স্ত্রীসৈন্য সমভিব্যাহারে সকলে-রই দেহ নামক পুত্র জীর্ণ করিয়া ফেলিল। দেহ পুত্র উৎপাদন করেন, বলিয়া জীবের নাম পুরঞ্জম। কামজা বুদ্ধি, সেই পুরের অন্ততম হেতু। এই জন্য বুদ্ধির নাম পুরঞ্জনী। নবদাম্পত্য দেহপুত্র পুরঞ্জম এবং পুরঞ্জনীই অবিভীতা। পাক জ্ঞান বহু, পুর পালক। প্রজ্ঞার এবং জরা এই পুর মর্দিত করিলে, পুরঞ্জম ও পুরঞ্জনী ইহা ফেলিয়া পলায়ন করে। পুরঞ্জম বেহে থাকিয়া যদি হরিভক্তি করে, তবে যুদ্ধার বশসম্বর্তী হয় না, নতুবা সেই মুচুবুদ্ধি অথঃ পতিত হয়। অতএব পুরঞ্জনীকে বিগুণ্য করিলে অমর-পতি হওনা যায়। জরা প্রজ্ঞার ব্যাধি প্রভৃতি তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না। হে বিপ্র! এই আমি তোমাকে, ভোমার জিজ্ঞাসিত বিষয় হিংসাদির জন্ম কর্তৃক বর্ধ হিংসাদির কথা বলিলাম।

বালক কৃত্যার সমাপ্ত ৷ ১২ ৷

### ত্রয়োদশ অধ্যায়।

জাণালি কহিলেন, আপদি পূর্বে বহুত কথা কীর্তন করিয়াছেন, আমিও বহুত বিষয় শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে সত্ত্ব-জাতি কিরূপ? এবং কেমন করিয়াই বা সত্ত্ব-জাতির বস্ত্র হইল? তাহা কীর্তন করুন। ব্যাস কহিলেন, পুত্রকালম্বেণে রাজা বর্ধ-

পথ পরিভ্রমণ করিয়া রাজ্য করিয়াছিলেন। উহার অধিকারকালে নব্বয়-জাতি হয়। জাবালি কহিলেন, এই বেণ রাজ্য কে? কাহার পুত্র? ইনি কি কর্ম করিয়াছিলেন? এবং কোন্ বংশেই বা ইহার উৎপত্তি? তাহার বর্ষপরিভ্রমণ কিরূপ? তাহাও বলুন, ব্যাস কহিলেন, পূর্বেকালে রাক্ষস পুত্র বাহুবল নামে মনু উৎপন্ন হন, তাহার ছুই পুত্র, তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রিয়ব্রত, কনিষ্ঠ উত্তানপাদ। উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব, ঐন্দ্রশোক-মধ্যে ধ্রুবের কীৰ্ত্তি অতি আশ্চর্য্য, সুনীতিরভঙ্গমন্ত এই ধ্রুব পঞ্চ বর্ষ বয়সে ঈর্ষ্যের আরাধনারূপে তপস্তা করিয়া অচ্যুত তাহাকে অবলোকনপূর্ব্বক তাহার শরণাপন্ন হন এবং সর্ব্বোপরি সুবিধাত বিমল পদ্ম প্রাপ্ত হন। তাহার ঔরসে জুহি নামী জম্বীর যুগীর গর্ভে বৎসরের উৎপত্তি, বৎসরের পুত্র পুষ্পার্ণ, পুষ্পার্নের মাতার নামও সুনীতি। প্রভার গর্ভে পুষ্পার্নের ঔরসে ব্যাঠ নামে পুত্র উৎপন্ন হয়, ব্যাঠের ঔরসে পুষ্করিণীর গর্ভে সর্ষভেকার উৎপত্তি। আকৃতির গর্ভে সর্ষভেকার মনু নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। মনুর পুত্র উল্ক, উল্কের গর্ভধারিণী নড়লা; উল্কের পুত্র অঙ্গ; অঙ্গের মাতার নামও পুষ্করিণী, অঙ্গের পুত্র বেণ। সুনীথার গর্ভে বেণের উৎপত্তি। সেই অধ্বংশানী বেণ রাজ্যের চরিত্র জ্ঞাপন কর। সুনীথী হুমকী যুগ্মের কস্তা এবং অঙ্গরাজের পত্নী। অঙ্গরাজ্য পুত্রোত্তি মজ্জ করিয়া বেণ রাজ্যকে উৎপাদন করেন। বেণ উৎপন্ন হইলে নৃপশ্রেষ্ঠ অঙ্গ সুহৃতিও হইয়াছিলেন। রাজকুমার বেণ সর্ষভা দর্পিত হইয়া সকল প্রাণিদিগকে স্বভাবতঃ প্রাণশীড়া প্রদান করিত এবং গৃহে গৃহে গৃহস্থদিগের বালকদিগকে বেণে আকর্ষণ করিয়া রজ্জ্ব দ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক অরণ্য জলে নিক্ষেপ করিত; ইত্যাদি হৃৎপ্রদ বিবিধ কর্ম নিত্য অমুষ্ঠান করিত। প্রজা সকল পুত্রশোকামিতে মন্তস্ত হইয়া রাজ্যকে এই সকল কথা বলিয়া দিল। সেই পুত্রের সন্ত অমৃতও হইয়া রাজ্য অঙ্গ বনগামী হইলেন। রাজ্য অরাজক হইল, তখন সুনিগণ বর্ষবৃদ্ধিবিবর্জিত অকৃত্য বেণকে রাজ্যে স্থাপন করিলেন। স্বভাবশীড়ক বেণ রাজ্য সিংহাসন প্রাপ্ত হওয়ার্তে বর্ষ, বাহ্মম এবং বংশোচিত বর্ষ নিধারণ করিতে লাগিল। হে বিজয়! যাগ, দান বা হোম কদাচ কর্তব্য নহে। বেণ রাজ্য তেরানির্দোষ দ্বারা বর্ষনিধারণের রাজ্য প্রচার করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ বর্ষলোপভয়ে নাষ্টিকৌতম রাজত্বের অযোগ্য বেণ রাজ্যের নিকট দিগ্ধা মন্তয়ে এই কথা বলিলেন, হে ধ্রুববংশীয়যুজ্ঞ মহাত্মা রাজনু বেণ! আপনি সিংহাসনে আধিষ্ঠিত রাজ্য হইয়া বর্ষ পরিভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন কেন? সর্ষবর্ণ সর্ষাশ্রমদিগের বর্ষ হইতে পরম বন্ধু আর কিছুই নাই। বর্ষভ্রমণ করিলে লোক অন্মারু হন, ইহার অন্তথা হয় না। বর্ষভ্রমণ রাজ্যের নিকট কেহ কখনই ভয় পায় না, রাজ্য বর্ষভ্রমণ হইলে প্রজাগণও বর্ষভ্রমণ করে; জন সাধারণ বর্ষভ্রমণ করিলে বাহার বন তাহার থাকে না, বাহার স্ত্রী তাহার থাকে না এবং বাহার গৃহ তাহার থাকে না। দেশে অবর্ণের রাজত্ব হইলে বা অরাজকতা হইলে বড়ই ভয়ের বিষয় হয়। যে দেশে

বিহুপূজা হয় না সে বেশে অসম্ভব। অসম্ভব বেশে পরপুরুষ পরস্ত্রীর সহিত বলপূরক সংসর্গ করে, ব্রাহ্মণ কজিরায় উপগত হয় এবং কজির ব্রাহ্মণীর প্রতি আসক্ত হয়, এইরূপে কুলে নস্বর দোষ হয়। নস্বর দোষ নস্বরকারী কুলধাতীদিগের এবং যে বংশে নস্বর হয়, সেই বংশের নরকের হেতু হুই রাজ্যে বর্ষের অধঃপাত হয়। বেণ বলিল, শুনিলাম, নস্বরদোষ নরকের হেতু, ইহা নিশ্চয়। অতএব আমি সর্বতোভাবে নস্বরদোষ প্রবর্তিত করিব; দেবদেব, নস্বরদোষ হইতে কিরূপ অর্থ হয়? বাস বলিলেন, রাজা এই কথা বলিয়া নস্বর অস্তঃপুরে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণগণ বিষমায়মান হইয়া বধাহানে প্রস্থান করিলেন। নাস্তিকশ্রেষ্ঠ বেণ বলপূরক ব্রাহ্মণীর সঙ্গে কজিরকে নসৃত করিয়া পুত্রোৎপাদন করিল এবং কজির-পত্নীর সহিত ব্রাহ্মণকে, ব্রাহ্মণ-পত্নীর সহিত বৈশ্যকে সংগত করিয়া পুত্রোৎপাদন করিতে লাগিল। এইরূপে অস্ত্র জাতীয় পুরুষের সহিত অস্ত্র জাতির স্ত্রীকে নসৃত করিয়া বর্ণনস্বরকারক রাজা বিবিধ বর্ণনস্বর প্রজার উৎপত্তি করিল। সখীর্ণ জাতির সহিত অস্ত্র সখীর্ণ জাতিকে নসৃত করিয়া, রাজা গৌরাম্মা পূরক, অস্ত্র নস্বর জাতির সৃষ্টি করিল। শূদ্রার গর্ভে বৈশ্যের ওরসে যে সন্তান-উৎপত্তি হটল, তাহার নাম করণ; বৈশ্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ওরসে অশ্বঠের জন্ম। পশুপণিক, কাস্ত-বণিক, শাস্ত্রবণিক ব্রাহ্মণের ওরসে বৈশ্যার গর্ভে জন্মে। উগ্রকজির এবং রক্তপুত কজির-ওরসে শূদ্রা ও বৈশ্যার গর্ভে বধাক্রমে উৎপন্ন হয়। কুস্তকার এবং ভক্তব্যায় কজিরপত্নীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ওরসে উৎপন্ন। কর্ণকার এবং দাস শূদ্র-পত্নীর গর্ভে \* ব্রাহ্মণের ওরসে উৎপন্ন। বৈশ্যের ওরসে কজির-পত্নীর গর্ভে বাগধ জাতি ও গোপ জাতির উৎপত্তি। শূদ্রের ওরসে ব্রাহ্মণ-কস্তার গর্ভে নাপিত ও মৌদক জাতির জন্ম। ব্রাহ্মণের ওরসে শূদ্রের কস্তার গর্ভে বারজীবি জাতির উৎপত্তি। হে মূনে! ব্রাহ্মণীর গর্ভে কজিরের ওরসে মৃতজাতির উৎপত্তি। মালাকার, ডাফুলী এবং তৈলিকজাতি বৈশ্যের ওরসে শূদ্র-কস্তার গর্ভে উৎপন্ন। হে জাবলে! এই বিংশতি প্রকার নস্বরজাতির উৎপত্তি তোমার নিকট কীৰ্তন করিলাম। এই উত্তম নস্বর। নস্যর নস্বর জাতির কথা আমার নিকট প্রবণ কর। কর্ণের ওরসে বৈশ্যার গর্ভে ভক্ষা ও রক্ত জাতির উৎপত্তি। সর্পকার এবং সুবর্ণবণিক অশ্বঠর ওরসে বৈশ্যার গর্ভে উৎপন্ন; বৈশ্যার গর্ভে গোপের ওরসে জাতির এবং তৈলকারক জাতির উৎপত্তি। দীঘর এবং শৈথিক গোপের ওরসে শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন। মালাকারের ওরসে শূদ্রপত্নীর গর্ভে মট এবং শাষক জাতির উৎপত্তি। পেগরজাতি এবং জালিকজাতি বাগধের ওরসে শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন। এই সকল নস্যর নস্বরজাতি কীৰ্তন করিলাম। এক্ষণে অন্ত্যজ নস্বরজাতির কথা প্রবণ কর। হে মূনে! সর্পকারের ওরসে বৈদ্যপত্নীর গর্ভে শূদ্রজাতির উৎপত্তি। কুস্তরজাতি সুবর্ণবণিকের

\* 'আমাদের মুখিত মূল পুস্তকে 'শূদ্রাঃ ভক্তাঃ' এই পাঠ আছে, ইহা সন্মতবিরুদ্ধ।

ঐরূপে বৈষ্ণবপন্থীর গর্ভে উৎপন্ন ; শূন্যের ওরূপে ব্রাহ্মণপন্থীর গর্ভে জ্ঞান জাতির উৎপত্তি ।  
 ষাড়ীরের ওরূপে গোপকর্তা রূপে বড়রজাতির জন্ম । উচ্চজাতির ওরূপে বৈষ্ণবপন্থীর  
 গর্ভে শিল্পবৃত্তা চর্যকার জাতির উৎপত্তি, বটজীবজাতি বরপজাতির ওরূপে বৈষ্ণব  
 গর্ভে উৎপন্ন । বৈষ্ণব গর্ভে ভৈলকার জাতির ওরূপে দোলাবাহী জাতির উৎপত্তি ।  
 মন্তজাতি বীষরের ওরূপে শূন্য গর্ভে উৎপন্ন ; ইত্যাদি অন্ত্য নস্বরজাতি বর্ণবর্ণ এবং  
 আশ্রমবর্ণের বহিষ্কৃত বলিয়া কথিত হইয়াছে । ইত্যাদি ৩৬ ছত্রিশ জাতির কথা ভোমার  
 নিকট বলিলাম । এতদ্ব্যতীত বিংশতি জাতির পুরোহিত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, চারি বর্ণ হইতে  
 উত্তম নস্বরজাতির উৎপত্তি । অপর জাতির সংসর্গে উত্তম নস্বর জাতি হইতে যে  
 নস্বরজাতির উৎপত্তি, হে বিপ্র ! তাহারা স্বাধ্যায় নস্বরজাতি বলিয়া কথিত । অস্ত্র  
 প্রকার নস্বর চাণাল প্রভৃতি জাতি এবং প্রতিলোম নস্বর-সমুদ্রজাতি অধম । গন্ধ  
 শাকদীপ হইতে যে দেবল ব্রাহ্মণকে আদায়ন করেন, তিনি পৃথিবীতলে শাকদীপী  
 ব্রাহ্মণ বলিয়া বিখ্যাত । শাকদীপী ব্রাহ্মণ হইতে হোম-মুক্তা-পরায়ণ গণজাতির  
 উৎপত্তি । বেণ রাজার অঙ্গ হইতে স্নেহ নামে পুত্র উৎপন্ন হইল । পুঞ্জি, পুঞ্জ,  
 ধন, যবন, দোম, কাবোজ, শবর এবং ক্ষর ইত্যাদি বিবিধ পুত্রগণ বেণপুত্র স্নেহের  
 ওরূপে উৎপন্ন ; তাহারা সকলেই স্নেহবিশেষ । কবিশ্রম অর্থকর্মসমুদ্র এই সকল  
 স্নেহদিগকে অবলোকন করিয়া সেই হ্রাস্তা বেণরাজকে নিহত করিবার জন্ত তাহার  
 সন্নিধানে সকলে গমন করিলেন । মুনিশ্রেষ্ঠগণ তথায় গিয়া জোষাবেশে সেইদিকে দৃষ্টিপাত  
 করিয়া সমুদ্রগত সেই রাজাকে হস্তার ধারা তৎক্ষণাৎ নিহত করিলেন । হস্তার ধারা  
 বিনষ্ট বেণরাজের পানিযুগল মধ্বন করিয়া আদি রাজা পৃথু ও তদীয় মহিষীর আনির্ভব  
 সম্পাদন করিলেন । নারায়ণস্বরূপ পৃথু উৎপন্ন হইলে জগৎ স্বাহ্যলাভ করিল । পুনরায়  
 বর্ষপ্রবৃত্ত হইল ; দেবতা, গো, ব্রাহ্মণগণ অমূলক বায়ুযোগে নদীলোভের দ্বারা বধা-  
 নিয়মে চলিতে লাগিলেন । সকলেই পৃথুকে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । পৃথু  
 তাঁহাদিকে পূজা করিলে সেই মুনিপ্রবানগণ বধাহায়ে গমন করিলেন ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

### চতুর্দশ অধ্যায় ।

জাবাজি কহিলেন, হে মুন । তৎপরে সেই বিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ রাজা পৃথু কি  
 করিয়াছিলেন ? নস্বরজাতিদিগেরই বা কি হইল । তাহা আমাকে বলুন । ব্যাস কহিলেন,  
 হে বিপ্রবর ! পৃথুরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া বর্ষাসুসারে প্রজাগণের পালন করিতে থাকিয়াও  
 তিস্তের শান্তি পাইলেন না, তখন বিজগৎকে আক্রমণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে

বিজয় ! আমি প্রজ্ঞাপনকে পালন করিতেছি, তথাপি কেন আমার মনের এরূপ অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে এবং কেনই বা প্রজ্ঞাপন অস্বাভাব্যে কালক্রমে পড়িতেছে ? ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, হে মহারাজ ! তোমার পিতা বেণরাজ বর্ষকে উপেক্ষা করিয়া ও লোকনিবারণ প্রকৌতুক করিয়া সকল বর্ণেরই সত্ত্ব করিয়াছিলেন। সেই অপরিস্ফুট জাতিসত্ত্বেরা ভুলানে অবস্থান করিতেছে, এই হুঃখেই তোমার আত্মা কলুণিত হইতেছে। পৃথিবীও তাহাদিগের বহন করিতে অসমর্থ হইয়া, তাহাদিগকে অন্ন প্রদান করিতেছেন না, তুমি আমাদিগকে বাহা বাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সে সকলই বলিলাম। পৃথু কহিলেন, হে মহারাজ ! এই কেবল অপর্য্য হইতে উৎপন্ন সত্ত্ব জাতিদিগের বিনাশসাধন বা রক্ষা এতদন্ততর কিরূপ ব্যবহার কর্তব্য হইতেছে ? কিরূপ করিলেই বা এহলে মঙ্গল হইবে এবং বিবাতা কেন তাহাদিগকে বজ্র করিয়াছেন ? কেনেনই বা তাহাদিগকে বিনাশ করিব, না করিলেও অস্ত্র জীবগণ রক্ষা পায় না ; কারণ আমার পৃথিবী অন্ন দিতেছেন না। হে বিজয় ! এই বেণপাপসত্ত্ব অশান্তিতে উচিত ঐতিবিধান কিরূপ কর্তব্য ? কেনেনই বা অস্ত্র প্রাণীরা শান্তি পাইবে ? তাহা আমাকে বলুন। বাস কহিলেন, মুনিগণ পৃথুরাজের ঐদৃশ মতাকাঙ্ক্ষা করিয়া বানশ্বে পরিস্ফুট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে মহারাজ ! তুমি একমাত্র আমাদিগের প্রভু, আমরা সকলে আজি তোমার আজ্ঞাবহ, অতঃপর আপনাই লোকব্যব নিবারণ করুন ; নচেৎ রাজ্যবিল্লম্ব হইবে। জীবগণ বিভিন্ন জাতিতে উপগত হইয়া বর্ষসত্ত্ব উৎপাদন করিতেছে, তাহা আপনি সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করুন এবং বাহারা সত্ত্ব হইয়াছে, তাহাদের বৃত্তিবিধান করুন আর তাহাদিগকে আহার্য্য করিরা, তাহাদিগের জাতি ও অমৃতরশ্মির বর্ণাধারের নিরূপণ করিয়া দিউন। হে রাজন ! বাহারা আপনাদের নির্দিষ্ট মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিবে, তাহাদিগকে দণ্ডবিধান করুন, হে ভূপাল ! বর্ষসত্ত্বদিগের ঐতি এরূপ নিয়মই উচিত বলিয়া জানিবেন। তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন না, কারণ বিবাতাই তাহাদিগকে বাড়াইয়াছেন ; সুতরাং তাহারা বধনমর্। ইহাই আমাদিগের অভিপ্রায়, এক্ষণে আপনাদের বাহা অভিরূচি হয়, তাহা করুন। বাস কহিলেন, পরাক্রমশালী পৃথু বিজয়গণের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সমুদায় বর্ষসত্ত্বদিগকে আহার্য্য করিয়া কহিলেন, হে সত্ত্বগণ ! তোমাদিগের আকার কেন এরূপ শিকৃত, বদন মলিন, বলন হ্রাস, দেহ ভুঞ্জল ও নীর্ণ হইয়াছে ? তাহা আমাকে সঙ্গ বল। সত্ত্বগণ কহিলেন, হে পৃথো ! আমরা সকলেই সূক্ষ্ম, বলিষ্ঠ এবং আমাদিগের বদন অতি বিমল, বলন অধিক ও অবয়ব অতি সুগঠিত, তবে আপনি দৃষ্টিহীন হইয়াই আমাদিগের স্বরূপ দেখিতে পাইতেছেন না। আমরা বেণ হইতে উৎপন্ন ও বেণ কর্তৃক ঐতিপালিত বলিয়াই আমাদিগকে বর্ণসমূহ জানিবেন। তিনি রাজাদিগের প্রদান ছিলেন ; সুতরাং ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতারাও কোন অংশে আমাদিগের অপেক্ষা অধিক নহেন। বাস

কহিলেন, সমবেত ব্রাহ্মণেরা সত্বরদিগের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া হস্ত করিলেন এবং রাজা ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া সেই অপরাধীদিগকে বধন করিলেন। তখন বন্ধনে গীড়িত হানবনন, মলিনবনন সেই সত্বরেরা, হে মহাশাহো! রক্ষা কর, রক্ষা কর, এই কথা বারংবার কহিল এবং কহিল, হে মহারাজ। এক্ষণে আমাদিগকে আপনায় আত্মাবহ বলিয়া জানিবেন। আমাদের বিকৃত রূপ দূর করিয়া সুন্দর রূপ বিধান করন এবং হে বার্ষিক। আমরা বেণের দ্বায় দুর্ভিক্ষ ও মূৰ্খ; আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া জাতিনির্ণয় ও বৃত্তিবিধান করন। পৃথু কহিলেন, অহো! মহাভাগ! বিজয়! আপনারা বর্ষের মিত্রগণ করিয়া থাকেন, সুতরাং এক্ষণে ইহাদিগের বখাখোদা জাতি ও জীবিকার মিকগণ করিয়া দিন। ব্যাস কহিলেন, ঋষিগণ মহাত্মা পৃথু কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তৎকালে বিনীত সেই সত্বরদিগের জীবিকাদি-নির্ধারণার্থ কহিলেন। ঋষিগণ কহিলেন, হে সত্বরগণ। তোমরা ষট্‌ক্রিঃশৎ একর শূন্যজাতি হইয়াছ, এক্ষণে তোমরা নিজ-শক্তি অনুসারে কে কোন্‌ কর্ম করিবে, তাহা বল ? তাহাতে তোমরা সকলে স্ব স্ব কর্মানু-রূপ নামে ব্যাভ হইবে। ব্যাস কহিলেন, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া সত্বরগণ বলিতে আরম্ভ করিল, উদ্‌ঘোষ প্রথমে করণ কহিল, হে মহামুনে! আমরা সকলে জাতিহীন ও বুদ্ধিশূন্য মূৰ্খ; আপনারা সর্গজ্ঞ, কর্তব্য বিবরণ বাহা উচিত হয়, তাহা আপনারা করন। ব্যাস কহিলেন, সেই মূনিগণ তাহাদিগের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লমুখে রাজাকে এই কথা বলিলেন, ইহাদিগের মধ্যে এই করণই জ্ঞানানু হটক এবং ইনি বিদয় ও আচার সমন্বিত হইয়া যেরূপ উত্তম বাক্য বলিয়াছেন, তাহাতে ইহাকে নীতিজ্ঞ বলিয়া প্রভীতি হওয়ার ইনি রাজকার্য্যই করন এবং ব্রাহ্মণ ও দেবভায় ইহাঁর ভক্তি থাকুক, ইনিই সংসারে সচ্ছত্র বলিয়া নির্দিষ্ট হইলেন। কারণ ব্রাহ্মণে ভক্তি, দেবভায় আরাধনার বুদ্ধি ও বাৎসর্ধ্যবিহীন উত্তম বৃত্ত্য, ইহাঁই সচ্ছত্রের পরিচায়ক জানিবেন। ব্যাস কহিলেন, ব্রাহ্মণেরা এই কথা বলিলে পর, করণ নামক সত্বর তাহাদিগের চরণে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিল। ব্রাহ্ম-ণেরাও তাহাকে এই কথা বলিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন, হে, বৎস! তুমি এই সংসারে রাজকার্য্যে অভিজ্ঞ ও লিপিকর্ষে পটু হইয়া অবস্থান কর; ব্রাহ্মণে তোমার ভক্তি থাকুক, বাৎসর্ধ্য পরিত্যক্ত কর, সর্গদ্বা সচ্ছন্দচিত্তে কুশলে কালাতিপাত কর, তোমার বংশ অবিলুপ্ত হউক। ব্যাস কহিলেন, তখন ব্রাহ্মণদিগের তাদৃশ আশীর্বাদো করণের রূপ ভক্তি সুন্দর হইল এবং ব্রাহ্মণেরা রাজাকে সম্ভাবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, এই ব্যক্তি 'অপর এক সত্বর পুর্বে বর্ণরাজের বস্ত্র ছিল, বৈশ্রাত্তে উপপত্ত হইয়া বস্ত্র এক সত্বরের উপাধান করিয়াছে। হে মহারাজ। এই বস্ত্র ইহার অন্ত নাম হইয়াছে। আমরা এই ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন অবতারে সংস্কার করিব, বাহাতে সংস্কৃত হইয়া পুনরুৎপদের দ্বায় হউক। ব্যাস কহিলেন, হে বিজয়র! কৃপাসু

ব্রাহ্মণেরা এই কথা বলিয়া, ঐশ্বর্য্য অধিনীকুমারবধকে স্মরণ করিলেন ও তাঁহাদের অনুগ্রহে সেই বৈদ্যকে বিত্তর আনুর্ভব প্রদান করিলেন, তাহাতে অশ্বর্ষ নিষাপ হইয়া সংসারে প্রতিপত্তি লাভ করিল ও স্বম্বর রূপ ধারণপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে কৃতাজ্ঞসিগুটে ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করত তদীয় আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অবস্থান করিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা তাহাকে কহিলেন, হে সত্বরজ্ঞে! আমরা যে সকল শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি, তাহা তোমাকে প্রদান করিতেছি, তুমি কদাচ প্রস্তুত হইও না এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে নিপুণ হইয়া সংসারে কুশলে অবস্থান কর ও শ্রুতিদিগের বর্ণ্য্য আজ্ঞায় করিয়া বৈদিক কার্য্য সকল দির্কাহ করিবে। ব্যাস কহিলেন, হে অশ্বর্ষ! ব্রাহ্মণেরা তোমাকে যে আনুর্ভব প্রদান করিলেন, তুমি তাহাতেই আসক্ত থাকিবে; অস্ত্র পুত্রাধি পাঠ করিও না, কারণ আনুর্ভবোতিরিজ বাক্য তোমাদ্বয়ের উপযুক্ত নহে, বৈশ্রাভ্যারে ঔষধাদি নিষাদান করিয়া সকলকে প্রদান করিও, বদীয় জাতির বংশাশ্রয়ে এই বৃত্তিই নির্দিষ্ট রহিল। কারণ জাতিভেদ বিরহিত শুক্ররূপী পুরুষ যোনিমন্ডলে উৎপন্ন হইয়া জননী অনুসারে সত্ত্বর হইয়া থাকে। ব্যাসাদি বিজগণ কর্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া অশ্বর্ষ তাহাই করিতে লাগিলেন। অধিনীকুমারেরাও রাজার নিকট সন্মান পাইয়া স্বহানে প্রদান করিলেন এবং তখন ব্রাহ্মণেরা পুত্ররায় পুত্ররাজকে কহিলেন, হে মহামতে! অপর এই বলদানু সাক্ষী সত্ত্বর উগ্র নামে ব্যাভ সত্ত্বরের ক্ষত্রিয়ের ভ্রাতৃ যুদ্ধে কুশলতা থাকায় সংসারে সাক্ষ্য দানে ব্যাভ হউন। সাক্ষ্য কহিলেন, হে বিজগণ! আপনাদের চরণে প্রদান করিতেছি, যুদ্ধকে আমার বৃত্তি করিবেন না, কারণ আমি তাহা সম্যক অবগত নহি। ভদ্রতির রাজকার্য্যই জ্ঞাত আমি, সুতরাং আপনারা আমাকে রাজসঙ্গিধানে থাকিতে দিউন, যুদ্ধ তির ক্ষত্রিয়বর্ণ্য্যই আমার জাতির জীবিকারূপে নির্দিষ্ট। থাকুক। ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, হে মহামতে! তুমি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয় বর্ণ্য্যেরই সদ্গুণ বর্ণন করিয়া ভক্তিপাঠক বন্দী হও এবং সত্ত্বরজ্ঞে! তুমি ক্ষত্রিয় বেদে অধিকারী হইয়া তাঁহাদের উভয়েরই সিপিপজের বহন করিবে, বর্ণ্য্যজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তোমার এইরূপ বৃত্তিই প্রদান করিলেন। রাজগণ বদীয় বিত্তরজাতিতে রক্ষা করিবেন, তুমি আমাদিগের এই লবাক্য লব্ধন না করিয়া সুখে অবস্থান কর, তোমার বংশাবলীও এইরূপে থাকুক। ব্যাস কহিলেন, সাক্ষ্য এইরূপ কথিত হইয়া হৃদয় থাকিলেন। ব্রাহ্মণেরাও অস্ত্র সত্ত্বর-দিগের বৃত্তি নিষ্পন্ন করিতে লাগিলেন। তদবয়্য্য জাতিতে বস্ত্র যজ্ঞ, বণিকে গন্ধবিক্রয়, নাপিতে কৌরকর্ম্ম, গোপজাতিতে লিখন ও কর্ণকারে লৌহকর্ম্ম জীবিকারূপে নির্দেশ করিলেন। তেলিজাতির প্রতি শুভাঙ্ক বিক্রয় আদেশ করিলেন; তাহুজাতিতে তাহুল-বিক্রয়, কুতকারে বৃত্তিকার শিল্প এবং ভাত্র ও কাংস্তাদি কার্য্যে কাংসকার অর্থাৎ কাংসারিক নির্দেশ করিলেন। শাখিক অর্থাৎ শাঁকারিকে শখভূষা, দালে কৃষিকার্য্য, হুতে ভদ্রুচিত কর্ণ, বোধকে উডকর্ম্ম, এবং নালিকারের প্রতি দেবপুজার পুষ্যাহরণরূপ

বুজি বিধান করিলেন। স্বর্ণকারে স্বর্ণ-রূপাদির অলঙ্কার গঠন এবং কলিক নামক  
বণিকের সেই সকল ভূষণের বাণার্থ্য পরীক্ষারূপে বৃত্তি দিলেন। এইরূপে সঙ্করদিগের  
জাতিভেদে বিভিন্ন বৃত্তি বিধান করিলেন। তাহাতেই তাহার। সূত্রপ ও শ্রুতি হইল  
এবং ব্রাহ্মণদিগের জাতিবর্ণও স্ব স্ব উচিত বৃত্তি আশ্রয় করিয়া পৃথুরাজের আজ্ঞামুত্বারা  
ধর্মপথে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সঙ্করধর্ম নিবৃত্ত হইল এবং জ্যোতিঃ-  
শাস্ত্র সমুদায় গণকহস্তে প্রাপ্ত হইল ও প্রেবিশ্বদিগের প্রতি গ্রহগণের পূজা ও হোম  
বৃত্তিরূপে নির্দিষ্ট রহিল। এইরূপে সঙ্করদিগের বৃত্তি সকল নির্ধারিত হইলে  
তাহারা কৃতজ্ঞালিপিতে কহিলেন, হে মহাশয়গণ! কোন্ ব্রাহ্মণ আমাদিগের  
স্বার্থ বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়া কলাপ করাইবেন? কিরূপেই বা আমাদের ঐ সকল  
বিশ্বাস হইবে? ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, জ্যোতিষ আমরা সকলে উত্তমজাতির পুরোহিত  
হইলাম; ব্রাহ্মণ অস্ত্র জাতির পৌরোহিত্য করিলে পণ্ডিত হয় এবং ভোজন প্রভৃতি  
কুলতর সংসর্গ করিলে সেই জাতির তুল্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বাস কহিলেন,  
অলঙ্কারাশ্রম ব্রাহ্মণেরা এইরূপে সঙ্করদিগকে স্থাপন করিলে তাহার। ব্রাহ্মণপ্রদর্শিত  
পথেরই অনুসরণ করিতে লাগিল। তাহাতে রাজা পৃথুও মনের শান্তি লাভ করিয়া  
বিএশগণের পূজা করিলে ব্রাহ্মণে পূজিত হইয়া আনন্দে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।  
হে বিপ্র! রাজা পৃথু স্বংস ও দৌহক নির্দিষ্ট রাখিয়া যেভাবে শস্ত্রহীন ধরা হইতে শস্যাদি  
দোহন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে সকলেই বাস্তাবি সকল বস্তুই লাভ করিয়াছিলেন,  
বাহা তুমি আমার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই সকলই তোমাকে বলিলাম। এই  
সঙ্করদিগের উপাখ্যান ও পৃথুরাজের নির্বল কীর্তি, যে ব্যক্তি শ্রবণ বা পাঠ করে,  
তাহার অশেষ পুণ্য হয়।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

### পঞ্চদশ অধ্যায়।

বাস বলিলেন, জাবালে। বাগবৎসে আমি বেদ-বিভাগ করি, তদনুযায়ী ব্রাহ্মণেরা এক-  
বেদী বিবেচনা প্রভৃতি ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। শাস্ত্র এই রূপ ভেদ প্রাপ্ত হইলে প্রজামণ্ডলের  
ক্রিয়ার আধিক্য এবং তপোদানে প্রভৃতি হইল। তখন প্রজামণ্ডল রক্তোত্তপ্তপ্রধান।  
ক্রমে নামবেরা অসাব্য, অধারিক, দম্যভাগ্য, উপস্রবপ্রস্তু, বেদাচার-বিশুদ্ধিত এবং হিংসা-  
শীল হইল। পৃথিবী এতাদৃশ প্রজামণ্ডলের ভারে সীড়িত হইলেন। ভগবান অচ্যুত  
মিহু, সেই ভার হরণের জন্য, দেবকীর অষ্টম পর্বে চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শোভিত  
হইয়া অবতীর্ণ হন। তিনি এই অবস্থারে বাসুদেব নামে বিখ্যাত। সঙ্কর্যণ তাহার





হস্তরী-বিত্ত। ভোজন করিতে হয়। অন্নদান, হরিনাম, গঙ্গাস্নান, পায়ত্রীক্ষণ এবং অন্যরাসে বনোপার্জিত, বাহারের নাই, তাহার। জীবনমৃত। কেবল আপনাত ভোক্তাদের জন্ত অন্নপাক যে করে, তাহার অন্ন-ভোজন করা, কৃষি ভোক্তাদের সদৃশ। অতএব মানব, কিঞ্চিৎস্বাভ্যস্ত পরের জন্ত পাক করিবে। বর্ষবেস্তারণ নিশ্চয় করিয়াছেন, ভূমিদান পরম দান। ভূমিদাতা, বহু সহস্র বৎসর স্বর্গবাস করেন। ভূমিদান না করায় যে ব্যক্তি অনুমোদন করে, তাহার তত বৎসরই নরকভোগ হয়। ভূমিদান, জনগণে সকলের পক্ষেই অভিদান। ভূমি অক্ষয়া এবং অচলা, ভূমি সুস্বর্গকামপ্রদায়িনী, ভূমিদাতা স্বর্গারোহণ করিয়া অনন্তকাল তথায় ক্রীড়া করে। তৎপরে পুনরায় জন্মলাভ করিয়া রাজা হইয়া থাকে। পৃথিবীর একটা নাম প্রিয়মতা, সেই নাম নিত্য এবং সকলের পূজনীয়। ভূমিদান করিবার সময়ে ঐতিপূরক সেই নাম সকলের কীৰ্ত্তনীয়। হে মহাজ্ঞান! যে ব্যক্তি পৃথিবী দান করে, তাহার স্বর্গ, রাজত্ব, যশ, মুক্তা এই সকল বস্তুই দান করা হয়। উপস্তা, বজ্র, শাস্ত্রজ্ঞান, সংযতাব, অলোভ, সভাবানিতা, শুষ্কপূজা, দেবপূজা এই সমস্তই ভূমিদাতা ব্যক্তির অনুগামী হয়। তে ভূদেব! ভূমি, স্বামীর মঙ্গলদায়িনী হইয়া থাকে। যে মানব বিস্তৃত কল-শস্ত্রশালিনী ভূমি দান করেন, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন। ভূমিদাতা এবং ভূমিগ্রহীতা উভয়েই স্বর্গগামী হন। যে ব্যক্তি পূর্জন্মে ভূমিদান করে না, তাহার ভূমিলাভ এবং যে ব্যক্তি অন্নদান করে না, তাহার অন্নলাভ হয় না। বস্ত্রাদিদান না করিলেও তাহার বস্ত্রাদি লাভ হয় না। দেবদান দানের প্রথমতা করেন, দান দুর্গভিলাষক। দান দ্বারা স্বর্গ লাভ হয়, দান দ্বারা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। দরিদ্র এবং গনী উভয়েই ব্রাহ্মণকে দান করিবে। দরিদ্রের অন্ন দান এবং গনীর প্রচুর দান উভয়েই সমান। যে ব্যক্তি দান করে না, কিন্তু পরব্রহ্ম-গ্রহণেচ্ছায় ইতস্ততঃ গমন করে, সে ব্যক্তি জন্মান্তরে শৃগালধোমি প্রাপ্ত হইয়া চীৎকার করত ইতস্ততঃ বরিয়া বেড়ায়। ব্রাহ্মণ দানের পাত্র, ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দানের পাত্র ব্যতীত কোথাও নাই। হে ব্রহ্ম! ভূমি যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সে দানের কথা এই বলিলাম; এক্ষণে অস্ত্র তোমার প্রোক্তব্য বিষয় কি আছে? তাহা বল, আমি উত্তর করিতেছি।

শুকদশ অব্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

### ষোড়শ অধ্যায় ।

জ্ঞানাদি বলিলেন, কলিকালে জগৎপতি বিহ, যেন্নপে পৃথিবীতলে বিহার করিয়া-  
হেম, হে মহাত্মা! তাহা এবং সর্বজনকার কলিগর্ভ আমাকে বলুন। মৃত বলিলেন,

হে বিক্রমণ। জাখালি মুনি বেদব্যাসকে এই কথা বলিলে, বেদব্যাস, পরম হৃদ্য  
 প্রাপ্ত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, পূৰ্বকালে শত্রুয় নামক গৌর-শরীর, বিষ্ণু-  
 অংশ মধুনাথক অশুরকে বধ করিয়া মধুনাথপুত্রী নির্মাণ করেন। সেই মধুনাথ  
 উগ্রলেন নামক পরমবার্ষিক এক রাজা ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহামনা  
 দেবক। দেবদেব রূপযতী স্থলোচনা সপ্ত কস্তা। দেবক ব্রহ্মসেনপুত্র বহুদেবকে  
 এই সপ্ত কস্তা জন্মে জন্মে দৃষ্টান্তঃকরণে প্রদান করেন। তন্মধ্যে সৰ্বকনিষ্ঠা  
 মূৰ্খা নানী দেবক-নন্দিনী বিবিধ কুতূহল-সহকারে বহুদেবের হস্তে সমর্পিত হন।  
 বহুদেব, দেবকীকে বিবাহ করিয়া, আনন্দসহকারে স্বর্ণরথের আরোহণপূর্বক  
 নিজগৃহে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার গমনকালে ভেটী, বৃদ্ধস, পণব, ঢকা  
 এবং হুন্ডি স্নান হইতে লাগিল। বটীদ্রব, কাংস্ত-ভাঙ্গার শব্দ এবং মঙ্গলস্বনি  
 উচ্চারিত হইতে লাগিল। নৃত্য শীত উৎসবে দিল্লভল আনন্দবর হইল। সজ-  
 পতকা-মণ্ডিত স্বর্ণরথ-সমূহ, হস্তী-বহু-পদাতি-বৃন্দ এবং বিমলকান্তি সূর্য্যারী  
 দাসী-সমূহ বহুদেবের অনুযতী হইল। উগ্রলেন-ভদ্র কংস, বহুদেবে রথে প্রীতি-  
 সারথ্য করিতেছিলেন। পরমনিমিত্ত কংস, বৃদ্ধসহকারে পথে গমন করিতে  
 করিতে, সৰ্বজনসমক্ষে আকাশবাণী (দৈববাণী) শ্রবণ করিলেন। “হে বৃদ্ধস  
 কংস। তুমি কিছুই অবগত নহ; যে ভগিনীর রথে সারথ্য করিতেছ, ইহাইই অষ্টম  
 পুত্র, তোমাকে নিহত করিবে।” এই আকাশবাণী শ্রবণে কংস, অত্যন্ত দুর্ধনায়মান  
 হইয়া, তৎক্ষণাৎ দুৰ্বুদ্ধি-আবেশে ভগিনীকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। কংস,  
 তখন দণ্ডে অগ্নয় দগ্ধ করত, অগ্নি নিদানিত করিয়া অগ্রসর হইলেন এবং  
 দেবকীকে নিহত করিবার জন্ত তাঁহার কেশমুষ্টি হস্তে ধারণ করিলেন। তখন  
 হাহাকার স্নান উখিত হইল, উৎসাহভঙ্গ হইল; কিন্তু কংসের ভয়ে কেহই তাঁহাকে  
 নিবেদন করিতে পারিল না। হে বিজ্ঞানম। মহামনা বহুদেব, কংসের হস্তে  
 দেবকীর আশ্রয়-বিগত অবলোকন করিয়া, সখিনের কংসকে বলিতে লাগিলেন, হে  
 শত্রু-বর্ষাধ-ভূষণ। মহাভাগ কংস। ভগিনীহত্যারূপ এই গহিত কৰ্ম্ম আপনার কণাচ  
 উপযুক্ত নহে। ইনি আপনার অনুভা, অতএব প্রতিগাল্যা। ইহাঁকে বধ করা রূপ  
 অবর্ণ, আপনাকে আশ্রয় করিতে যোগ্য নহে। বিশেষতঃ, এই সূর্য্যারমতি  
 বালিকার কিছুমাত্র দোষ নাই। হে কংস। [ইনি কি দোষাদোষবিচার কিছুমাত্র  
 জানেন? সেখান, ইহার নির্মল যুগ্মভল, পরিমল হইয়া, আপনার হস্তের প্রতি  
 দৃষ্টপাত করিয়া আছে। যুদ্ধে আপনার শৌর্য্য বিখ্যাত, অবলা বধ করিয়া আপনার  
 পার্থী প্রকাশিত হইবে? ইহার গর্ভোদ্ভব যে পুত্র, আপনাকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম  
 হইবে, ভাঙ্গার গহিত বৃত্ত হইলেই আপনার অন্ত হইবার সম্ভব। (তাৎপাথে  
 ভগিনীর অপরাধ কি?) বীর আকাশবাণীর বিবরণ আপনার বিবেচনা করা কর্তব্য।

জমাদ্বয়েরই বা এইরূপ হইবে। দেবকী হইতে আপনাদিগের অধিত একমেব নহে, পুন-  
 র্জন্মেই বা হইবে। যদি জমাদ্বয়ের, দেবকী আপনাদিগের শত্রুকে প্রসব করেন, তবে  
 হে ভ্রাতো! এখন ইহাকে বধ করিয়া কি কল আছে? অথবা বরিনাম, এই জন্মেই ইনি  
 আপনাদিগের শত্রুকে প্রসব করিবেন; ইহাও নৈববাপী, নৈববাপী সভাই হইবে, আপনাদি  
 গেরা অস্ত্রধা করিবেন কিরূপে? জমিলেই যুদ্ধা আছে, সকলেরই এই নিয়ম-ব্যভিচার  
 নাই, আপনাদিগের (এক দিন না এক দিন) যুদ্ধা হইবে। তবে দুর্বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া  
 এমন ঘোরতর কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কেন? একমাত্র প্রভু হরিই শত্রু,  
 বিজ্ঞ, গুরু এবং বন্ধু। একমাত্র তাঁহারই শরণাপন্ন হউন। মিথ্যা অনুধাবন  
 কেন করিতেছেন? হে মহামতে! জিহাংগা এবং ইহঁদিগের কেনপাশ পরিভাষ্য করুন।  
 বরং ইহঁদের গর্ভে পুত্র উৎপন্ন হইয়ামাত্র আপনাদিগের সমস্তই অর্পণ করিব। ব্যাস  
 বলিলেন, বসুদেবের অত্যাধ-যেতা কংস, বসুদেবের এই কথা শুনিয়া সকল  
 লোককে লাক্ষী করিয়া দেবকীবধ হইতে বিরত হইলেন। অমন্তর সকলে  
 তৎকালোচিত্ত বধাধ মঙ্গলকার্য্য করিলেন। বসুদেবও দেবকীর সহিত গৃহে  
 গমন করিলেন, পরে কিয়ৎকাল গত হইলে দেবকী এক পুত্র-সন্তান প্রসব করেন।  
 অমন্তর মহাভাগ বসুদেব সেই পুত্রকে কংসের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাহাতে  
 কংস বসুদেবের সভ্যপালন-দর্শনে বড়ই বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন, বসুদেব!  
 পুত্রকে লইয়া গমন করুন গমন করুন, এই পুত্র হইতে আমার ভয় নাই। আপনাদিগের  
 অষ্টম পুত্র হইতে আমার যত্না নিষ্ঠারিত হইয়াছে। কংসের এই বাক্য শুনিয়া বসুদেব  
 গমন করিতে উদ্যত হইলেন, নারদ অথং উপস্থিত হইয়া কংসকে বলিলেন, অহে  
 রাজমন্দন কংস। এইরূপ বিবেচনা তোমার উপযুক্ত নহে। বসুদেবের পুত্রকে পরি-  
 ভাষ্য করা তোমার কোন মতে উচিত নহে। বসুদেবের যত পুত্র হইবে, সকলকেই  
 শত্রুর হস্ত নিহত করিবে। বসুদেবের অষ্টম পুত্র এইরূপে নিঃসৃত হইলে তোমাকে  
 মারিতে পারিবে না। ব্যাস বলিলেন, দেবর্ষি নারদ এইরূপ বলিয়া প্রহাসন করিলে,  
 উত্তমেন-ভবন কংস তাহা স্বীকার করিলেন এবং বসুদেব-মন্দনকে সহর্থে নিহত  
 করিলেন। অতি দুরাত্মা কংস, বসুদেবের ছয়টি পুত্রকে এইরূপে নিহত করিলে,  
 পরমপুত্র বিনু বসুদেবের নবম পুত্রের রক্ষার নিমিত্ত কামরূপে অমুরনাগিনী দেবীকে  
 স্তব করিতে আনিলেন। হে নব-নীল-জলধর-রচিত্রকান্তি দেবি! আপনাদিগের চরণধূলি  
 স্তবনর উজ্জল সূচক নুপুরধারি হইতেছে, তজ্জ আপনাদিগের পদাঙ্গুলিনধরজ্ঞেয় আশ্রিত  
 আপনাদিগের সেবা করিতেছেন, হে বিজয়মায়িনি। আপনাদিগের প্রণাম করিতেছি; হে  
 মঙ্গলকর্ত্তে। সর্গভর নরপায়া বিবেচনায় বহু বিশাল-শার্ঙ্গুলচর্য্য আপনাদিগের পরিধান,  
 যমজাল-নীল সুরতির আলুলাসিত কেনপাশ আপনাদিগের জঘন দেশে নিপতিত হইয়া  
 মহতী শোভা-মন্দাদম করিতেছে, আপনাদিগের স্রবণ করিতেছি। হে অমল! আপনাদি

চতুর্ভুজা, খঞ্জাযুগ \* আপনার দুই হস্তে, আর এক হস্তে নর-কপাল উদীয়মান শশধরের  
 স্ত্রায় শোভাসম্পন্ন; দৈত্য দানবাদি স্ত্রারিগণের পক্ষে আপনার রূপ অতীব দুর্দর্শ;  
 হে বিজয়দারিনি! আপনাকে স্মরণ করিতেছি। হে দৈত্যযাতিদি! আপনি দেবতা  
 ও ভক্তদানবাদির প্রতি উজ্জল জ্বলন্তের তৃপাবিলোকনরূপ অমৃতবৃষ্টি করিয়া থাকেন,  
 আপনার নির্মল-মতোমণ্ডল-প্রতিম অচ্ছ স্ত্রঙ্গসর মলাটদেশে চন্দ্রকলা-রূপ ভিলক  
 বিরাজমান, আপনাকে স্মরণ করিতেছি। আপনার উন্নত ক্রীটরূপ † কমলীয় পতাকা-  
 শোভিত, আপনি স্রাবকর-শেখরের সমতল কঠোরত্ব; হে সর্গপুঞ্জিতে! আপনার প্রভা  
 অত্যাচ্ছল কোটিস্রবোর প্রভা অপেক্ষাও অধিক; হে বিজয়দারিনি! আপনাকে স্মরণ  
 করিতেছি। হে নিসর্গ-স্রব্ধে! আপনি এইরূপ স্রুচরূপসম্পন্ন এবং তত্তের  
 চিন্তাস্রুপ রূপধারণে সমর্থী, হে জ্ঞান-স্বরূপিণি! প্রভো! আপনি নরনাদির অধি-  
 ঠাত্রী, কিন্তু চক্ষুরাদি-বিশুদ্ধিতা, আপনাকে স্মরণ করিতেছি। আপনি নারায়ণী আপ-  
 নার পাদমূগল, হরিহর বিরুদ্ধি-বন্দিত; আপনি কালী, জয়া, বিজয়দারিনি এবং ভগবতী;  
 আপনি হুগী, লভয়া, ভগবতী, গিরিজা, ভবানী এবং বৈকুণ্ঠী, হে দিগ্ধল-শেখরসি!  
 প্রসন্ন হউন। হে লিঙ্গবিহীন! নারায়ণ, অচ্যুত, জমর্দন, পদ্মলাভ, দৈত্যারি,  
 বিহু, ভগবান্ এবং কমলাসন, এই সকল নামই আপনার, শব ও লিঙ্গভেদমাত্র।  
 আপনি, কালকেতু ব্যাধকে বরদান করিয়াছেন, আপনি ছলে স্ববর্ণমোহিকামূর্তি  
 পরিগ্রহ করিয়াছেন, আপনিই শুভা মঙ্গল চণ্ডিকা, আপনি স্বাতন্ত্র্য ভোজন ও  
 উদ্যারণ করত ‘কমলে কামিনী’ রূপে শ্রীমন্ত সমাগর ও ভংগিতাকে শ্রীশালবাহন  
 রাজার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ব্যাস বলিলেন, প্রভু বিহু, এইরূপ স্তব করিলে  
 কল্যাণদারিনি দেবী কালী শ্রীহরিকে দেখা দিলেন। ভগবতী বলিলেন, হে দেব!  
 আমাকে স্তব করিতেছেন কেন? কি কার্য উপস্থিত হইয়াছে, বলুন? অন্তথা করিবেন  
 না; আমি তাহা সম্পাদন করিব। ভগবান্ বলিলেন, হে ভুবনেশ্বর! আমি ভূতার-  
 হরণের জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইব, তদ্বিবয়ে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করি। ভগবতী  
 বলিলেন, ভগবান্! হরয়ে। তুমি দেবকীর অষ্টমগর্ভে প্রবিষ্ট হও। আমি গোবুলে  
 যশোধার পোষিণীর গর্ভে আবির্ভূত হইব। তুমি গোবুলে নন্দের সাথ পূর্ণ করিবে,  
 আমি যথুয়ার আসিয়া ভোমার শক কংসকে হস্তিত করি। হে হর! আমি  
 ভোমার কোষ্ঠ ভ্রাতাকে, দেবকীর গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া গোবুলে দোহিণীর গর্ভে  
 স্থাপন করিব। যখন যখন তুমি আমাকে স্মরণ করিবে, তখন তখনই এইরূপে ভোমার  
 কার্য সম্পাদন করিব। ব্রহ্মার বষ্টিতে পাপদানিনী ভবনীর নিত্যকীর্তি প্রতিষ্ঠিত

\* ‘হস্তেচতুর্ভুজমলে বৃহৎসপ্তযুগৈঃ।’ মূলে এই পাঠ হইবে।

† ‘উদ্যাসক্রীটকমলীয়লম্ব’ মূলের পাঠ এইরূপ হইবে।

থাকিবে। বাস বলিলেন, এই কথা বলিয়া ভগবতী সেই নামেই অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর ভগবতী, দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীতে প্রবিষ্ট করিলেন। জনরব হইল, দেবকীর গর্ভস্রাব হইয়াছে। এদিকে রোহিণী, মন্দামনে গর্ভবতী হইলেন। লোকমনোরম বলভর মন্দামনে জগৎগ্রহণ করিলে পুরুষোত্তম কেশব দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। জগদীশ্বর বিহু, গর্ভে অবস্থিত হইলে, দেবকী, ব্রাহ্মানুহর্তে অরুণোজ্জ্বলা পূর্নমাসিকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন দেবগণ সকলে আসিয়া, গর্ভস্থ ঐক্যকে স্তব করিতে লাগিলেন, হে পুরাণ-পুরষ! আদ্য ভগবন্! বৈকুণ্ঠনাথ! হে অশ্রমেয় জ্ঞানস্বরূপ নির্মল জগদীশ্বর! আপনি সত্যস্বরূপ, পূর্ণ, অবশ্য এবং জিহুবনের একমাত্র অধীশ্বর; আপনাকে স্তব করিতেছি। বেদসম্বাদী যে হরি প্রসন্ন হইলেন, অমর-নরপূর্ণ ত্রৈলোক্যই প্রসন্ন হয়, আপনিই সেই সুরাসুর-নর-কিরর-উরগাদি-বন্দ্যনীয় করুণাময় একমাত্র ঐশ্বর; আপনাকে ভজনা করি। হে নির্মলজীবন্য। আপনি যেচ্ছাক্রমে, বহু হিতি সম্পাদন করেন এবং প্রলয়কালে জগৎসংহার করেন, আবার সময়বিশেষে শরীর পরিগ্রহণ করিয়া থাকেন; আপনি সেই স্বয়ং বিহু, পুরুষোত্তম দেহ ধারণ করিবার জন্ত দেবকীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন; আপনাকে নমস্কার। হে চর! যাহাকে স্মরণ করিলে, গর্ভবাস-শীড়াজনিত উগ্ররূপে ভোগ করিতে হয় না, প্রভূত পুণ্যসম্মতি হয় না;—সেই আপনি দেবকীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, এ কথা কোন্ সাধুর বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? হে আধীন! আমাদের বিবেচনা হয়, আপনি নিজ ভক্তজনের প্রতি কৃপাবশেষে তাহাদের উপাসনা-বোনা দেহ ধারণ করিয়া থাকেন; শত্রুবাদি অপার কার্যের জন্ত নহে; কেননা, কংস প্রভৃতি অশুর, আপনার বিবেকভাজন হইলে, তাহারা কতকক্ষণ জীবন ধারণ করিতে পারে? তাহারাও আপনার নিকট কীট পতঙ্গের তুল্য। ভগবন্! আপনি এ স্থানে বিহার করিবেন, এই জন্ত—দেবরাজী, ভূদেবরাজী এবং বজ্ররাজী আপনাকে পৃথিবী, বহুদেশ দেবকী এবং নন্দ যোশদা যে সেবা করিয়াছেন, এতদ্বিষয়ে আশ্চর্য্য কি আছে? হে চর! আপনি ধর্ম্মের নিদান, আপনাত কেহ কারণ নাই, আর আপনার নাম চইল অচ্যুত। আপনার প্রিয়কামনার আয়ুতাত অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীভলে বিচিত্র চারুভর-লীলা-প্রকাশপরায়ণ পুরুষার্থসার আদিপুরুষ আপনাকে অবলোকন করিব। বাস বলিলেন, সেই সকল ইচ্ছাঙ্গি দেবগণ, এইরূপ স্তব করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। দেবভাড়া এইরূপে পুনঃপুনঃ আসিতেন। কংস, দেবকীকে পরম অতুত স্বরূপিণী অবলোকন করিয়া এইরূপে পুনঃপুনঃ আসিতেন। কংস, দেবকীকে পরম অতুত স্বরূপিণী অবলোকন করিয়া তৎকালেই তাঁহাকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইলেন, পরে পরামর্শ করিয়া সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন। কংস, বহুদেব ও দেবকীকে নিগড়বৎ করিলেন, রক্ষক-রক্ষিত রত্নধার কারাগৃহে তাঁহাদিগকে রাখিলেন। অনন্তর ভাস্কর্য্য রূপকণ্ডের অষ্টমী অর্দ্ধরাত্রে রক্তির চক্ষুর্ভূজ-সম্পন্ন কন্দীরদেহ কৃককাঙ্কি ঐক্য আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার হস্তে শখ, চক্র,

নদা, পদ্ম; পরিধানে শীতাবর, গলদেশে মালা ও কোমল ভূষণ; তাঁহার প্রভাব সমস্ত  
 গৃহ আলোকিত হইল। তাঁহার মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, মুখকমল স্নেহ ও প্রমুগ;  
 তাঁহার বর্ণ বনবদন্তামল, জ্যোতি ইন্দ্রনীলমণির দ্বায়। সুনন্দ-নন্দ প্রভৃতি পারিষদেরা  
 তাঁহার পূজা করিতেছে। দম্পতী বহুবল-যেবকী, জগদীশ্বর কমল-লোচন দেয়শ্রেষ্ঠ  
 কৃষ্ণক অবলোকন করিয়া প্রণাম পূর্বক সহর্ষে বলিতে লাগিলেন, হে রমানাথ! প্রভো!  
 নাথব! জীবর! আমরা জামিতে পারিরাছি, আপনি কমলীয় কমানিবি ভগবান্ পূর্ণবিহ।  
 বাহার জন্তসীমারে ভূর্ভুগ: প্রভৃতি ত্রৈলোক্য বিনষ্ট এবং উৎপন্ন হয়, আপনিই সেই প্রভু  
 নারায়ণ। আপনি সেই অবিশাখার সমাতন সন্তুষ্টি স্বরূপ; পৃথিবীর ভারহরণের  
 জন্য আপনি অবতীর্ণ হইরাছেন, ইহা বুঝিতেছি। সমুদায় ত্রৈলোক্যের কান্তি গ্রহণ  
 করিয়া আপনি উপস্থিত হইরাছেন; এই আপনার রূপ আমাদের আঁখিতে না ধরে।  
 আপনি ত্রৈলোক্যাভিশারী এতাদৃশ রূপ বাতীতও ভূভারহরণে সর্ব, অতএব এতাদৃশ  
 রূপ উপসংহৃত করুন। হে কেশব! হে পরভুধ্বজ! গোবিন্দ! হে নাথ! হে অপরূপো-  
 ত্তম। হে বিবরূপ। ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিয়া এই অলৌকিক রূপ উপসংহৃত করুন।  
 হে বীনশঙ্কো! হে জনাৰ্দ্দন। এক্ষণে আমাদের কর্তব্য কি? ভগবান্ বলিলেন, তোমরা  
 বাহা জামিয়াছ, তাঁহাই হির, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি তোমাদের বাস্তবিক স্মরণ  
 স্বরূপ হইলাম, নন্দরাজের গৌতলে আমাকে লইয়া যাও। আমি যে সময়ে জন্মিয়াছি,  
 ঠিক সেই সময়ে, নন্দগৃহিণী যশোদা রচিতাকৃতি এক কস্তা প্রসব করিয়াছেন।  
 সেই কল্যাণী নন্দ-মন্মিনীই আমার প্রতিমিহি হইবেন, তাঁহাকে এই হানে আনয়ন  
 করিবে। সেই কস্তাই কংসকে ছলনা করিবেন, নানা দুষ্টগণকে বিনাশ করত  
 গৌতলে আমি বিহার করিব। মথুরা ও গৌতলের মধ্যে জলপূর্ণভরদ-সমুদ্রা  
 যমুনা নদী বিদ্যমান; নদী তোমাকে পারের পথ দিবে। এক্ষণে জগৎ সুস্থ,  
 কংস বা অন্য কোন লোকের নিকট তোমায় ভয় পাইতে হইবে না। এক্ষণে  
 তোমাদের দুহজনের নিগড়বন্ধন দিমুক্ত এবং দ্বারও উদঘাটিত। হে মহামতে!  
 বহুবল। এই গৌতলে এখন সকল লোকেই দিগ্ভ্রান্ত; কোথাও কোন কথা বলিতে  
 হইবে না। তোমার নামেই আমার বিখ্যাত নাম হইল বাস্তবেন। ব্যাস বলিলেন,  
 ঐক্য, এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সাধারণ লোকের দ্বায় হইলেন। হে বিজ!  
 ঐক্য বাহা বলিলেন, বহুবল ভবনুসারে কার্য্য করিলেন। মহামনা পুনঃপুনঃ  
 বহুবল, গৌতলে দিয়া যশোদাকে প্রসবদিমুক্তা অবলোকন করত তথায় নিজ পুত্র  
 আপন-ও তৎকন্তা গ্রহণ পূর্বক বিজ গৃহে লইয়া গািলেন পূর্ববৎ নিগড়বন্ধনে  
 বদ্ধ হইলেন, দ্বারও অর্জন বদ্ধ হইল। আনীতা কস্তারও সেই সময়ই যেম জন্ম  
 হইল, এইরূপে রোদনধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তাহাতে রক্ষকগণ জাগরিত হইল।  
 কংসও নৃত্যকেনে অনিহুস্ত; ও রোববিস্মৃতি-নয়নে তথায় গািলিয়া লবল পদাঘাতে

কথাট উল্লিখিত করিয়া বহুদেবকে বলিল, হে পুত্রনন্দন । তোমার বালক ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, ইহাকে বারিষা ফেলিব দেও ; বিধাতা, ইহার জন্ম মাত্রেই স্বত্বা দিবিষা-ছেন । ব্যাস বলিলেন, দেবকী ব্যাকুলনয়নে কংসের মুখের দিকে চাহিয়া 'এটা ক'টা' এই কথা বলিতে বলিতে কস্তাটিকে হস্ত দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলেন । কংস, তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া, বালিকাকে তাঁহার হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইয়া, আননে ঘেন হান্ত ও নৃত্য করত বহুদেবের পূর্ক পূর্ক সভ্যদের বধ্যভূমিতে লইয়া গেল । কংস, তথায় বালিকা-রূপিণী কেশীর পদযুগল ধারণ করিয়া, পাষাণ-পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিবার জন্ত সহর্ষে উত্তোলিত করিল । কংস-কর-গৃহীতা বালিকা-রূপিণী ভগবতী কণ্ঠমধ্যে ভদ্রীর হস্তক্রে হইয়া আকাশে উঠিলেন, তখন তাঁহার জীবন আকৃতি হইল, তিনি অটুট হস্ত-করিতে লাগিলেন । তিনি অষ্টভুজে ধৃজা, চর্ম, শূল, ছুরিকা, বাণ, নাগপাশ, পরশু এবং যষ্টি এই অষ্ট প্রহরণ-ধারিণী হইলেন, দেবদেবীগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন । ষটা, শব্দ এবং শব্দালনের নিম্ননে দশদিক্ শবিত করিতে লাগিলেন । তখন ভগবতী, সেই বিমিতচিত্ত কংসকে সট্টাইলেন বলিলেন, রে মূর্খ ! কি ! আমাকে নিহত করিতে ইচ্ছা করিরাছিল ! অরে ! দেবদেবী বিধা হয় না । তোর পূর্ক শত্রু সেই অনথ ব্যক্তি, তোর বিনাশের জন্ত কোথাও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । এই কথা বলিয়া ভগবতী সেই ঘানেই অন্তহিতা হইলেন । তখন সম্মুখে কংস বিমনায়মান ও পরম সন্নিহান হইয়া বহুদেব ও দেবকীকে অনুন্নয় সহকারে কারামুক্ত করিয়া, নিজ ভবনে প্রস্থিত হইল । তথায় যজ্ঞিগণের সহিত বসনা করিয়া, গো, ব্রাহ্মণ এবং দেব-হিংসা করা হির হইল । লোকে যাহার নিকট অন্ত্যায়ন কামনা করে, তাঁহাদের হিংসা করা কংসের বিবেচনাসিদ্ধ হইল । আর হির হইল, দুঃখবৃদ্ধি কিস্তরণ, জিহ্বাস্ হইয়া বালকগণের অনুসন্ধান ও অবধারণ করক ।

বোড়স অব্যার সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

### সপ্তদশ অধ্যায় ।

প্রাতঃকালে গোপরাজ নন্দ পুত্রজন্ম জ্ঞাপন করিয়া, চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের স্তায় আনন্দমগ্ন হইয়া বহু উৎসব করিলেন । গোবৃন্দের ঘরে ঘরে যশোদার শুভপুত্র-জন্মের কথা প্রচারিত হইল ; তথায় সকল লোকেই নন্দের পুত্র-জন্মোৎসবে হুধী হইল । গোপীগণ বস্ত্র, অলঙ্কার, মালা, চন্দনে শোভিত হইয়া, বাজ, তবুল, দূরী এবং দধিপাত্র হস্তে লইয়া শুভবেশে সহর্ষে নন্দনন্দনকে দেখিবার জন্ত নন্দালয়ে



সমবেত হইলেন। তাঁহারা আশিয়া উৎকলনয়ন ঐষংহাস্ত-বিকসিত-বদনশোভিত  
 ঐকৃককে অবলোকন করিলেন। তাঁহার ঐষংহাস্ত দৃষ্টি এবং লাবণ্য দর্শনে গোপীগণ  
 অদৃষ্ট এবং অশ্রুত লাভে অন্তর এবং বাহিরে পরম পরিপূর্ণতা লাভ করিলেন। সেই  
 সকল গোপীগণ ষাণ্ড দূর্ভাগি প্রদান করিয়া বালককে আশীর্বাদ করিলেন। বালক  
 চিরজীবী হও চিরজীবী হও এইরূপ আশীর্বাদ করিয়া তাহারা আপনাকে কৃৎস্নরূপ  
 বিবেচনা করিয়া কৃৎস্নপুট হৃদয়ে পরস্পর পরস্পকে আভিষ্মন করিতে লাগিলেন।  
 এইরূপে গোপগণ আনন্দিত হইয়া দবিতার বহন করত উৎসবরূপ দবিলমুখে তানমান  
 হইলেন এবং সেই বালককে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। গাভী, বৃষ, বৎসভরণ  
 তৈল হরিষার রঞ্জিত হইয়া পুষ্প উৎক্ষেপনপূর্বক সহর্ষে মনোহর নৃত্য করত বিচরণ  
 করিতে লাগিল। দবিলখালপূর্ণ সমানন্দময় গোবুলে এইরূপে কৃকোৎসবকার্য্য  
 সম্পন্ন হইতে লাগিল। সেই দিন হইতে গোবুলে যে উৎসব আরম্ভ হইল, কৃকবৃদ্ধির  
 সঙ্গে সঙ্গে দিনে দিনে তাহাও বাড়িতে লাগিল। কংসরাজ তাহা শুনিয়া কৃকনিধির  
 জন্ত পুতনাকে তথায় পাঠাইলেন। কৃক যেন অধিক বলবান হইয়া প্রাণের সহিত  
 পুতনার স্তনপান করিলেন। বালকগ্নী পুতন! নিজ মূর্তি ধারণ করিয়া ভূতলে নিপতিত  
 হইয়া স্নেহভ্যাস করিল। গোপ-গোপী সকলে বিস্মিত হইয়া ঐকৃকের স্তম্ভ স্বভাবাদি  
 ক্রাইলেন। ঐকৃক এইরূপে ভূগর্ভে প্রভৃতি ভূগর্ভকে নিহত করিয়া বলরামের  
 সঙ্গে শৈশব অভিযান্ত্রিক করিলেন। রোহিণীদম্পতীর নাম হয় বলরাম এবং নন্দদম্পতীর  
 নাম হয় কৃক। শুভ বালকবয়স গোপগণের মন্ত্রণাক্রমে বৃন্দাবনে গমন করিলেন।  
 বৃন্দাবনে যমুনা ও গিরি গৌর্ধন বিরাজমান। ব্রহ্মরূপী ঐকৃকের অধিষ্ঠানে বৃন্দাবন বড়ই  
 রমণীয় হইল। ঐকৃক এই বৃন্দাবনে গোপভাষে জড়িত করত গোপ গোপী এবং  
 গোপবালকগণকে সঙ্গীত পরিচুত করিতে লাগিলেন। সকলেই ঐকৃককে স্ব স্ব অভিপ্রায়  
 অনুসারে কামনা করিতে লাগিলেন। তন্তবৎসল ঐকৃক তাহাদিগকে স্নেহভাবে ভজনা  
 করিতে লাগিলেন। অনন্তর তথায় বলরাম এবং কৃক বৎসচারণ করিয়া সময়ে বকাহর  
 বৎসাহর প্রভৃতি সকলকে বধ করিলেন, তাহারা সকলেই কংসাহরের কিস্তর। ক্রমে  
 ঐকৃক বয়ঃ হইলেন, বনে গোচারণে পাণ্ডিত্য জন্মিল। হে বিজ! তিনি বনমধ্যে  
 একদিন অথ নামক অচলাকার এক মট্টাসপকে বিনষ্ট করিলেন। ব্রহ্মা, ঐকৃকের  
 পরীক্ষার জন্ত দেবগণ সমভিষাচারে সমাগত হইয়া ভোজনপরায়ণ ঐকৃকাস্তর গোপ-  
 বালকগণকে হরণ করিলেন। তৎকালে ঐকৃক গাভী অধবেশ্য করিতে একটু দূরে  
 গিয়াছিলেন। ঐকৃক ফিরিয়া আসিয়া বালকগণের অনুসন্ধানে প্রযত্ন হইলে ব্রহ্মা  
 তাঁহার সমুদয় গাভীও হরণ করিলেন। মায়ামুখ্য ঐকৃক সে সব কার্য্য ব্রহ্মারই জাশিয়া  
 সকল গোপগণের উবেগ দূর করিবার জন্ত আপনি সেই সকল গোপবালক এবং গাভী-  
 রূপ ধারণ করিলেন। এইরূপে এক বর্ষ অতীত হইল। ব্রহ্মা আপনাকে অপরাধী

বিবেচনা করিলেন ; তখন ব্রহ্মা ঐক্যকে স্তম্ভিনতি দ্বারা প্রসন্ন করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন । অনন্তর ঐক্য নরপাক কালিয়কে গমন করিয়া দৃষিত হুহ নির্মল করেন । তারপর বদ্রধরণ করিয়া গোপকুমারীগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন । অনন্তর যদুশ্রেষ্ঠ ঐক্য বজ্রিক-ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের প্রতি অনুগ্রহ করিতে অভিলାষী হইয়া সকল গোপবালকগণকে তাঁহাদিগের প্রমত্ত অন্ন ভোজন করাইলেন । তারপরে প্রভু ঐক্য ইন্দের অধিকার হইয়াছে জানিয়া পৌবর্দ্ধন দ্বারা পূর্বেক বাদবৃষ্টি ভয় হইতে পোকুল রক্ষা করত ইন্দের দর্প চূর্ণ করিলেন । \* অনন্তর গোবিন্দ সুরভির দ্বন্দ্বে অভিযুক্ত হন । হে বিজ্ঞ ! তার মাসের দ্বাদশী তিথিতে ইন্দ্র তাঁহার স্তব করেন । তৎপরে ঐক্য গোপীগণের ঐতির জন্ত রামোৎসব করেন । নন্দকে, বক্রগণাশ এবং নরপাক হইতে মুক্ত করেন । ঐক্য এই প্রকার নামা উত্তম উত্তম লীলা করিতে লাগিলেন । বহু লীলা করণে সমর্থ বলরামও নানা লীলা করিতে লাগিলেন । গর্ভলোভমনোহর পরম উল্লসিত গুরুবর্ষ ও কৃষ্ণবর্ষ জাতীয় বলরাম ও কৃষ্ণ এইরূপে বৃন্দাবনে শোভা পাইতে লাগিলেন । হে বিজ্ঞোত্তম ! কংস, নারদযুগে এই সকল কথা বিশেষরূপে শ্রবণ করিয়া, উত্তম রাজমন্ত্রী অকুরকে তথায় প্রেরণ করিলেন । মন্ত্রিসভার অকুর কংসের আদেশে বলরাম এবং কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য রথ লইয়া গৌতলে গমন করিতে প্রস্তুত হইলেন । ইতিমধ্যে কংস, গর্ভভরুণী কেনী অসুরকে তথায় প্রেরণ করেন । কেনী অসুর গর্ভভরুণে, বলরাম এবং কৃষ্ণের সহিগানে উপস্থিত হয় । কৃষ্ণ, কেনীকে নিহত করেন, তাহা হইতে তাঁহার নাম হইল কেনব । কৃষ্ণ কেনী অসুরকে নিহত করিলে নারদ তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন । কংসের সহিত নারদের যে সকল গোপনীয় কথা হইয়াছিল নারদ সমস্ত কথাই ঐক্যকে বলিলেন । নারদ গমন করিলে জগদীশ্বর ঐক্যের দর্শনাশায় ঐতিপ্রকৃত স্মৃতি অকুর আপনার এবং কংসের ভাগ্য সম্বন্ধ বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন । কেননা, কংস অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাহার করকমল প্রাপ্ত হইয়া যুক্তিলাভ করিবে, এই অকুর তাঁহারই চরণকমল লাভ ইচ্ছা করিয়া অধিক কাল আহার প্রাপ্ত হইবে । অথ্য জন্ম সকল হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া অকুর গৌতলে গমন করিলেন । মহাত্মা রাম কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া অকুর জন্ম লাভ করিলেন । হে বিজ্ঞোত্তম ! রাম, কৃষ্ণ, অকুরকে আলিঙ্গন করিয়া বহু সমাদর করিলেন । তখন নির্মল ভাববৎ-প্রধান অকুর সকল বৃন্দান্ত রাম কৃষ্ণকে বলিলেন । গোপদ্বিজ নন্দ কংসের

---

\* বেক্সপ পাঠ মূলে আছে, তাহার ভাষ্যপর্বা হইল এই । কিন্তু 'ইন্দ্রমহং হত্যা, মূলে এইরূপ পাঠ হওয়া সম্ভব । তাহার ভাষ্যপর্বা "প্রভু ঐক্য ইন্দ্র-যজ্ঞ বন্ধ করিয়া পৌবর্দ্ধনপূজা প্রচলিত করেন, তারপর, পৌবর্দ্ধন দ্বারা করিয়া ইন্দ্রকৃত বাতবৃষ্টি-মহাভীতি হইতে পোকুল রক্ষা করেন ।"

কার্য্য গ্রহণ করিয়া নব্বৈ কংসযজ্ঞে বাইবার জন্ত উদ্যত হইলেন। কংস-নিমিত্ত নন্দ বহুবিধ উপঢৌকন দানগ্রী সঙ্গে লইলেন। কৃষ্ণাণী গোপীগণ কৃষ্ণের গমনসংবাদ গ্রহণে স্নানমুখী হইল। সকলেই আকুলভাবে যেন মরণকাল উপস্থিত বিবেচনা করিতে লাগিল। কুললজ্জাভয়ে আবুল গোপীগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, কৃষ্ণ কি আর আসিবেন না? গোপরাজের বাহা কিছু আছে, সে সকল বস্তুই কৃষ্ণের শ্রীতি-সম্পাদক; তবুও ঐকৃষ্ণ আসিবেন না? হৃদয়েবর কৃষ্ণ ব্যতীত আমরা গ্রাণধারণ করিব কিরূপে? কৃষ্ণ কি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন? জাদি না, তাঁহার মনে কি আছে? আমাদিগের সকলের এককালে মৃত্যুর জন্তই বিধাতা ইহাঁকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাই হউক, আমরা সকলে কৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইব; ত্রিলোক-সমুদ্র-কৃষ্ণ আমাদিগের উপায় স্বরূপ হইবে। ক্ষৌণীগণ এইরূপে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই বৈধাধারণ করিতে পারিল না। কৃষ্ণের গমনকালে গমন প্রিয় বৈধ্যকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া আকস্মিক কৃষ্ণভাবে বিভোর হইয়া গ্রাণধারণ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল? হে নাথ! হে কৃষ্ণ! আমরা অবলা, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ। হে প্রভো! আপনি জগতের গ্রাণস্বরূপ, এইরূপ নির্ভরতা করা আপনার উচিত নহে। আপনিই পূর্বে আমাদিগকে অমৃতরসিনী করিয়াছেন; আজ সেই আমাদিগকে মৃতরসিনী করিতেছেন কেন? গোপীগণ সকলে এইরূপে রোদন করিতে লাগিলে, কমললোচন কৃষ্ণ তাহাদিগকে যেন চিরদিনের জন্ত শ্রীতিযুক্ত করত দীর্ঘদৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করিলেন। 'ভগবচ্ছেষ্টাশ্বর্ভা গোপীগণ ঐকৃষ্ণের দর্শনেই আপনিই আপনাদিগকে পরিতৃপ্ত বিবেচনা করিলেন। ভাবিলেন, কৃষ্ণ আমাদিগের। হে বিপ্র! কৃষ্ণের চরিত্র যোগিনের পক্ষেও দুর্জয়ের, যোগ, কৃষ্ণের সঙ্গের দর্শনে গোপীগণ চিরতরে মুগ্ধ হইল। গোপীগণ ভক্ত অমরের দ্বায় স্বচ্ছন্দে গ্রাণধারণ করিতে লাগিল। নন্দম, কৃষ্ণ এইরূপে গোপীগণের শ্রীতি সম্পাদন করিয়া বলরাম লম্বিষায়াহায়ে অকুররূপে আরাধণ করিয়া সায়কালে মৃত্যুর আদিয়া উপস্থিত হইলেন। হে বিজ! নন্দ প্রভৃতি গোপগণ উপযমে অবস্থান করিলেন। অকুর গৃহে গমন করিলেন। ভংপুরে বলরাম এবং কৃষ্ণ রাজপথে বাইতে লাগিলেন। প্রভু কৃষ্ণ পথে রক্তককে নিহত করিয়া হুই ভ্রাতা উত্তম বর পরিধান করিলেন। কৃষ্ণের নিকট বৃদ্ধা অশুগৃহীত হইল। বলরাম এবং কৃষ্ণ সর্গাঙ্গে পদ্মচর্চিত ও উত্তম বাল্যে বিভূষিত হইয়া পৌরগণের নির্দেশানুসারে কংসরাজ্যে লভাসংস্থানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা বশুভঙ্গ করিয়া বশুৎপৎসর দ্বারা রক্তক বিগকে নিহত করিলেন। অনন্তর হে বিজ্ঞসত্তম। বলাধির নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে গ্রাণ করিলেন। কংস অকুরের নিকট বলরাম এবং কৃষ্ণের আগমনসংবাদ গ্রহণ করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শক্রমে সকলকে আহ্বান করিলেন এবং বশুদেব ও দেবকীকে বন্দন করিয়া

## উত্তরখণ্ড।

রাখিলেন। বলরামহানে মহাবল পরাক্রান্ত মল্লদিগকে হাপন করিয়া স্বয়ং সুভূষ্মকে আরোহণ পূর্বক ঝড়-চর্খহস্তে অবস্থান করিলেন। মহাবল বলরাম এবং কৃষ্ণ রত্নহলের ঘারে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ তথায় কুবলয়াশ্বিদু হস্তীকে বধ করিয়া চাপু রমলকে বিনাশ করিলেন এবং বলরাম উত্তমমল্ল যুগিকের প্রাণবধ করিলেন। উগ্রলেনখন কংস কেবিল, বলরামের বলরামক মল্লময় প্রভু রামকৃষ্ণ নৃত্য ও হান্ত করিতেছেন। যখনকর্ম কৃষ্ণ তখন মধ্যে আরোহণ পূর্বক কংসের হস্ত হইতে অসি গ্রহণ ও বামহস্তে তাহার কেশপাশ গ্রহণ করিয়া কংসের ঝড়া দ্বারাই ক্রীট মণ্ডিত কংসের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মাল হইতে পদ্মের স্রাব, কংসের স্বল্প হইতে তদীয় মস্তক নিপতিত হইল। কংসের ডেজ কৃষ্ণে বিলিত হইল, তখন সকল লোকেই আনন্দলাভ করিল। প্রথমেই কংস-সীড়িত মাভাপিতাকে কারামুক্ত করিলেন। মল্ল প্রভৃতি গোপগণ, তখন সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন, বসুদেব তাঁহাদিগের বিবিধরূপে সংকার করিলেন। সমবেত জনসাধারণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। বলরাম এবং কৃষ্ণের স্তুতিপাঠ সকলেই করিতে লাগিল; তাঁহার উভয়ে অল্পদিনের মধ্যে বহুসংখ্য অধ্যয়ন করিলেন। কিছুদিন পরে কংসের স্বস্তর মহাবল জরাসন্ধ মহাবল কৃষ্ণ ও বলরামের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে মথুরায় আগিয়া উপস্থিত হইলেন। বলরাম এবং কৃষ্ণ স্বর্গস্থিত আপনাদের পূর্বজন্ম দিব্যরথ প্রাপ্ত হইয়া প্রচুরতর জরাসন্ধসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিলেন। পুনঃ পুনঃ জরাসন্ধের সৈন্যমণ্ডলীকে বিনষ্ট করিলেন। পরে বগবদ্রাজ জরাসন্ধের প্রিয় কাম-নায় কালযবন, ঐক্যের সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হয়। তখন তিনি সাগরমধ্যে দ্বারকাপুরী নির্মাণ করিয়া তথায় যত্নবশীল ক্ষত্রিয়গণ প্রভৃতি সকলকে হাপন করিয়া বলরামকে তাহাদিগের রক্ষক করিলেন এবং কৃষ্ণ মথুরা হইতে নির্গত হইয়া নিমেষ মধ্যে পলায়ন করিলেন। কালযবন তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। এইরূপে কালযবনকে এক পরজন্মভরাত্যন্তরে লইয়া গেলেন, তথায় যুচুহ্ম নামে সূর্য্যবংশীয় এক রাজা নিহিত ছিলেন, সেই রাজার প্রতি দেবতার এইরূপ বর ছিল, যে তাঁহার নিম্নাভঙ্গ করিবে, সেই তাঁহার দর্শনমাত্রে ভগ্নলাং হইবে। কালযবন কৃষ্ণভমে যুচুহ্মের নিম্নাভঙ্গ করে, তৎকালে তাঁহার দৃষ্টিপাত্তে কালযবন ভস্মীভূত হয়। কালযবন ভস্মীভূত হইলে ঐক্য যুচুহ্মকে বর প্রদান পূর্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া প্রিয় নগরী দ্বারকাতে গমন করিলেন।

## অষ্টাদশ অধ্যায় ।

ব্যান বলিলেন, কৃক বারকার থাকিয়াই, ক্রম্বিণীর স্বয়ংবরকথা শুনিতে পাইলেন, অনন্তর ভীষ্মকনন্দিনী ক্রম্বিণী তাঁহাকেই পাইবার জন্য উৎসুক, ইহা জানিয়া শিশুপাল প্রভৃতির দর্প চূর্ণ করত ক্রম্বিণীকে হরণ করিয়া লইয়া যান। ক্রম্বিণীর গর্ভে ঐকুক প্রহ্মায় নামক স্নানর পুত্র উৎপাদন করেন। প্রহ্মায়ের পুত্র মহাবাহু অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধের পত্নী উবা। অনন্তর ঐকুক, সভ্যভাষা এবং জাম্ববতীকে বিবাহ করেন। সূর্য্যের সখা সত্রাজিৎ, সূর্য্যের নিকট হইতে স্তম্ভক নামক সৌভাগ্যপ্রদ অত্যন্তম বণি প্রাপ্ত হইয়া বারকার আনিলেন। হে বিজ্ঞ! সেই বণি প্রতিদিন আট ভার করিয়া স্বর্ণ প্রদান করিত। সত্রাজিৎসভ্যভাষা প্রদেন, সেই বণি ধারণ করিয়া যেন ভ্রমণ করিতে করিতে সিংহের হস্তে নিহত হন। দৈবক্রমে বণির জন্ত জাম্বাবানু নামে ভল্লুক, যুদ্ধে বলপূর্ব্বক সিংহকে নিহত করে। কিন্তু জনাপবাদ হইল, ঐকুক বণিলোভে প্রমেনকে নিহত করিয়াছেন। এই জনাপবাদ শ্রবণে, নিম্পাপ ঐকুক, অত্র শত্রু লইয়া প্রমেনের পথে গমন করত এক বিস্তৃত গর্ভে প্রবেশ করিলেন। তখন দূর হইতে জাম্বাবানের কিকির্দী-মুখে ঐকুক এই বাক্য শুনিতে পাইলেন, ‘সিংহ প্রমেনকে বধ করিয়াছে, তোমার পিতা পিতা জাম্বাবানু সেই সিংহকে মারিয়াছেন। হে সুহ্মারক! রোদন করিত না; এই সামন্তক বণি তোমারই।’ ভগবানু তৎপ্রবণে তথায় দ্রুত আগমন পূর্ব্বক, দানীর হস্ত হইতে বণি কাড়িয়া লইয়া প্রতিগমনে উদ্যত হইলেন, কিন্তু দানীর ক্রন্দনে স্বয়ং জাম্বাবানু তথায় উপস্থিত হইয়া কৃকের সহিত যুদ্ধে প্রযুক্ত হইল। এই যুদ্ধে বহুদিন অভি-বাহিত হইল। অনন্তর জাম্বাবানু কৃকের নিকট পরাজিত হয়। তৎপরে জাম্বাবানু, ঐকুককে সেই ভানকীনাথ বলিয়া জানিতে পারিয়া পুত্রা করত নিজকন্যা সম্প্রদান করিল এবং সামন্তক বণি বোড়ুক স্বরূপ প্রদান করিল। ঐকুক, জাম্ববতী এবং সামন্তক বণি লাভ করিয়া বায়ুভায় আনিলেন, নিজের অপবাদ-মোচনের জন্য সত্রাজিৎকে সেই বণি প্রদান করিলেন। সত্রাজিৎ বণি পাইয়াও লজ্জাক্রমে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু কৃকের নিকট অপরাধ-মোচনের জন্য নিজ ভনুয়া সভ্যবতীকে ঐকৃকের হস্তে প্রদান করিলেন। হে বিজ্ঞ! ‘ভগবানু এইরূপে দুই পত্নী প্রাপ্ত হন। কালিনী, গৈব্যা, লক্ষ্মণা, নায়জিতা এবং সপ্তরূপ-ভক্তা সমন্বিতা; এই আট মহিষীপ্রযুগ যোড়শ মহেন এক শত পত্নী মহাগৃহী ঐকৃকের ছিলেন। যোগবলে-ধর ঐকুক, যত পত্নী, তত বৃষ্টি অবলম্বন করিয়া প্রতি গৃহেই জীড়া করিতেন। সেই সকল পত্নীর পুত্রাদি উৎপন্ন হওরাতে সুবিশাল অনন্ত পরিবার ঐকৃকের হইল। প্রভু ঐকুক, পঞ্চ পাণ্ডবের সমস্ত ক্রীতি সম্পাদন করিতেন। তিনি বৃষিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে শিশুপালকে বধ করেন। তৎপরে শিশুপালনিজ শত্রু সৌভগতি শাসকে নিহত

করেন। অর্জুনের সারথি হইয়া ভূবোধনাদির বিনাশসাধনও তিনি করেন, পৌণ্ড্রক, কাশিরাজ এবং দণ্ডবক্রের বধকার্য্য সম্পাদন পুরুরুর রামচাকারে লীলাক্রমে ভূভার হরণ করিলেন। অবন্তর পৃথিবীর মহাতারভূত সমগ্র যত্নে ব্রহ্মশাপছলে নির্মূল করিয়া আত্মতত্ত্ব প্রভূ ঐক্য অরুণোদয়িত বর্ষ হাপনপূর্ব্বক নিজ লোকে প্রস্থিত হইলেন। হে বিজ্ঞ! এইরূপে সেই পুণ্যচরিত্র দেব-দেব জনার্দন কলিকালে অবতীর্ণ হইয়া বর্ষ সংস্থাপন করিয়াছেন। সেই অবশ্য বিস্তারিত করিলে মানবগণের পাপ বিনষ্ট হয়। তিনি নিজ লোকে প্রস্থিত হইলে কলি প্রবল হইল। লোক সকল অলস, অবশিষ্ট এবং অন্নভীতী হইতে লাগিল। হে মুনে! কলিকাল-জাত মানবগণের চরিত্র প্রবণ কর।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

### একোনিবিংশ অধ্যায়।

বাস বলিলেন, পূর্ব্বকালে মুনগণ, যে কলিধর্ম্ম কীর্তন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। মতায়ুগে উপস্থাই পরমধর্ম্ম, ত্রেতাযুগে জ্ঞান পরমধর্ম্ম, দ্বাপরে বজ্র পরমধর্ম্ম এবং কলিযুগে দানই পরমধর্ম্ম বলিয়া কথিত। মহাধোঃ কলিযুগ উপস্থিত হইলে, বিহু কৃৎসন হইলে, সকল বর্ণও আশ্রমাবলম্বী ব্যক্তি-ধর্ম্ম-পরায়ণ হইবে। তখন মতায়ু সংক্ষিপ্ত হইবে; লোকে, অজ্ঞান; বিদ্যাহীন, বুদ্ধিহীন এবং জোষ-লোভ-পরায়ণ হইবে। সকল মানবেরই কামাসক্ত এবং উদর-সর্জস হইবে। শত্রুতা পরস্পর বিশেষরূপে হইবে, পরস্পরের বিনাশ পরস্পরে অভিলাষ করিবে। উচ্চ ব্যক্তিগণ অধম হইয়া বাইবে, অধমেরা উচ্চতা প্রাপ্ত হইবে। কলিযুগে পুরুষের পত্নীই কেবল বন্ধু হইবে। জলদানী নদ-নদী এবং সরসী অন্নজন হইবে। গাভী সকলের হৃৎ অন্ন হইবে। যুদ্ধের কল অন্ন হইবে। রাজাদিগের দান অন্ন হইবে, মানবেরা অজ্ঞান হইবে, ব্রাহ্মণগণের বেদজ্ঞান অজ্ঞ হইবে এবং ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়গণেরে জীবিতা নির্ব্বাহ করিবে। রম্যবীরা হৃৎ, গুরুজম-নিষিদ্ধ এবং ব্যক্তিত্বহীন হইবে। শূত্রেরা লোকপাঠ করত ধর্ম্ম উপদেশ দিবে। শূত্রগণ, পুরাণব্যাখ্যা করিবে, অপরে তাহা শ্রবণ করিবে। শূত্রেরা ব্রাহ্মণকে ব্যাকরণাদি শাস্ত্র পড়াইবে। ব্রাহ্মণেরা এই সকল শূত্রধর্ম্ম হতভেদ্য হইয়া আত্মহত্যাভীষি হইবে, আর শূত্রেরা অশ্রম বরক ভোগ করিবে। কলিযুগে বেদোক্ত ধর্ম্মার্থ্য মনুষ্য পান্যধর্ম্মে আচ্ছন্ন হইবে। বীর বুদ্ধিহীন লোকে শাস্ত্র ও দেবতা কল্পনা করিবে, ধর্ম্মশাস্ত্র পরিত্যাগ এবং তাহার বিদ্যা করিবে। প্রাকৃত তাহার অধারকে ধারণা করিয়া মনস-

চিত্ত শূন্যগণ বর্ষের ভাবকীৰ্ত্তন করিতে থাকিবে। বর্ষাশ্রবক্লিষ্ট কৃষ্ণিম দেব-মুষ্টি পূজা করিবে এবং কৃপাদি নাম পরিভাগ করিয়া, সেই দেবতারই নাম কীৰ্ত্তন করিবে। যবনেরা এবং সেই সকল পান্ডুরা স্বপ্ন নাশ করিবে। কলিকালে মানবেরা ভগলিন্দোপজীবী হইবে। কুরু-বেশধারী লোকেরা অর্থলোভে অসজ্জনদিগকে বস্ত্র প্রদান করিবে। তাহারা অন্তঃশঠ, মহাকুর এবং পরমব্যক্তিহারা, বৈক্য-বেশে ভ্রমণ করত অসজ্জাতিদিগকে যাজন করিবে। সেই সব দেবতা-দেবী বৈক্য-বেশি-গণ, পুরাণার্থ-যেতা নাশুল ব্রাহ্মণদিগের প্রতি সন্মতি দেখ করিবে। কৃক ভ্রমণল পরিভাগ করিলে, কতিপয় শাস্ত্রনিম্নক বোদ্ধ প্রাহ্মত্ব হইয়া, সর্গবর্ষবহির্ভূত মিজ মত হাপন করিতে থাকিবে। তখন, সকল পুরাণ নর্ণনে পরস্পর মতভেদ উপস্থিত হইল (মত সমন্বয় করিবার জন্য তিরোহিত হইল), তাহাতে সরস্বতী হুংবাতিশয্যে রোমন করিতে আসিলেন। সরস্বতীর হুংবাতিশ্রি জন্ত শিব এবং বিষ্ণু ভূতলে কোন স্থলে আচার্য্য উপাধিধারী ব্রাহ্মণবাশে অবতীর্ণ হইবেন। সরস্বতী আচার্য্যগণী বিষ্ণুর পত্নী হইবেন, শিব শঙ্করাচার্য্য নামে বিখ্যাত হইয়া সন্ন্যাস আশ্রম করিবেন। তাহারা উভয়েই নৈমারিক মত দ্বারা বৌদ্ধসমূহের মত নিরাকরণ করিবেন, বৌদ্ধেরা বলপূর্ব্বক হাহিত হইয়া সরিবে। স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধদিগকে নিবারণ করিয়া দেবভাগবের দ্বিত্য স্তব কবচাদি করিবেন। নর্দন শাস্ত্র সম্বন্ধে নানা উক্ত্য গ্রন্থও প্রণয়ন করিবেন। মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা অবলম্বন করিয়া শঙ্করাচার্য্য পুনঃপুনঃ 'নানাবিধ শরীর পরিগ্রহ করত, অব্যয়নশীল মানব-গণের জন্ত কাব্য ব্যাকরণাদি নানাবিধ উক্ত্য পথিগ্রন্থ রচনা করিবেন। সেই উক্ত্য আচার্য্য বদ্যবি পৃথিবী পরিভাগ করিবেন, তখন হইতে কলির বৃদ্ধি ও ভ্রমণের সম্বন্ধণ দিনষ্ট হইবে। তদবধি উত্তরোত্তর বর্ষহানি হইতে থাকিবে। যে মহাভক্তি ব্যক্তি এইরূপ অদ্ভুত কলিগ্রন্থ অবগত হইয়া শিব এবং নারায়ণের প্রতি ভক্তি করিবে, সে, কলিনোষপরিভ্যক্ত হইয়া পরমভাব প্রাপ্ত হইবে। হে বিজ্ঞ! কলিযুগে, লোকে সত্যত হুর্বাভিসম্পন্ন হইবে, দ্বিত্য গুরুকে, ভাৰ্য্য্য স্বামীকে, পুত্রাদি পিতামাতা প্রভৃতিদের হুর্বাভ্যবিলে সত্যত অবমাননা করিবে। বল, পিতৃম, দাতিক এবং মাংসখাদ্যাদি লোকে, মাংসগণের অবমাননা করিবে; এই সব হইল কলির বর্ষ কাৰ্য্য। কলিকালে সকল স্ত্রীলোকেই দীর্ঘাকার, দস্তুরা, বিষণী, দিত্যাক বর্ষাকৃতি, ক্লেববহলা হুটী বা অলক্ষণা ইহার একটা, না, একটা হইবেই। কলিযুগে ব্রাহ্মণেরা কৃষক, দস্তুর, কীর্ণদেহ এবং শাঠ্যপূর্ণ হইবে। শূদ্রেরা সত্যাক পৌরাস অন্নসম্প্রদায়ী, দস্তুর এবং বিশেষরূপে শাঠ্যযুক্ত হইবে। হে বিজ্ঞাতম! কলিকালে চতুর্দশের মধ্যে অশেষকই বৃজ, বিদ্যুতি, দীর্ঘজল, স্থলোদর, বহ্মাঙ্গী এবং দস্তুর হইবে।

কলিযুগে ত্রীলোক দুর্ভগা, উকলগাটা, দুর্কীভাবিণী এবং বিধবা হইবে।  
 যে বিপ্র! এই প্রকার কলিকালে, দেবতার পৃথিবী পরিভ্রাম্য করিবেন, ব্রাহ্মণেরা  
 বেদভাগ করিয়া মানকহযা সেবন করিবেন। দিন দিন পৃথিবীর শস্ত অল্প  
 হইবে, লোকসকলে বা আরভনহালে পৃথিবী সঙ্কুচিতা হইবে, পাতীগণের দেহ  
 ক্ষুদ্র এবং দুঃখ অল্প হইবে। মানবগণের বৃত্তাকালের দিনস থাকিবে না। যে  
 বিজ্ঞোত্তম। আশ্রমীরা আশ্রম-ভ্রষ্ট হইবে। লোক, লোভ বশত বস্ত্রবর্ণ ও অস্ত্র  
 আশ্রমের বেশ ও চিহ্ন অবলম্বনপূর্বক ভ্রমণ করিবে। কলিকালে, প্রথমে প্রামা-  
 দেবতা জুড়ল ভাগ করিবেন, তার পর বঙ্গা ভূতলভাগকরবেন \* তৎপরে,  
 তুলসী ও বিষ্ণুস্কন্ধ সহিত ব্রাহ্মণেরাও পৃথিবী পরিভ্রাম্য করিবেন। তাহার পর পুরা-  
 ণাদি শাস্ত্র পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবে। চতুর্দশ কিছুই থাকিবে না;  
 সত্ত্ব বধন প্রাধান্ত হইবে। স্নেহসঙ্কল পৃথিবীকে দেবতার পরিভ্রাম্য করিবেন।  
 তারপর, পুন্ঃপুন্ঃ অভিরুষ্টি অনাবৃষ্টি হইতে থাকিবে; পরস্পর বিরোধে সম্পূর্ণ  
 রূপে লোকসকল হইতে থাকিবে। বনস্তর বিহু ককিরূপে অবতীর্ণ হইয়া বনপূর্বক  
 নিখিল স্নেহ জাতি নিহত করিয়া অস্তিত্ব হইবেন। তৎপরে, নন্দমোহন-পিতের স্ত্রীর  
 পূর্ব হইতে জীর্ণতা প্রাপ্তা পৃথিবী বাক্যবাহে ক্ষীণ হইয়া জলময় হইবে। তৎপরে,  
 বস্ত্রের জন্ত পুনরায় সম্ভাব হইবে; যে বিপ্র! তখন সকলই পুনরায় পূর্ববৎ হইবে।  
 যে বিপ্র! এই আমি তোমাকে ভয়াবহ কলিযুগ অর্থাৎ কলির স্বভাব কীর্জন করিলাম।  
 কিন্তু কলিকালে হরিনাম সত্ত্ব ভীতিনাপক; এতন্ত লাগুণ, দোষমিহি কলি-  
 যুগেরও সমান করিয়া থাকেন। কলিযুগে এক হরিনাকীর্ণনে সকল ইষ্টসিদ্ধি হয়;  
 কলিযুগে হরিনাম অবশেষাদি বস্তুর ভূম্য। কলিযুগে হরিনাম ঐতিহ্যবাকর ও  
 সর্গপাণের পরমপ্রাণিত্ত্বরূপ।

একাদশিংশ অব্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

### বিংশ অধ্যায় ।

ভাবালি বলিলেন, লোকের ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপের সঙ্গে কলিযুগের বিশেষ সম্বন্ধ।  
 যে মহাভাগ! আপনি পাপ-সম্বন্ধ-বৃত্ত; সেই শব পাণের বিষয় কীর্জন করুন। বাসি  
 বলিলেন, ব্রহ্মহত্যা, হুতাপান, অশীতি রক্তিকার অনুম ব্রাহ্মণসামিক স্বর্গচৌর্য ও

\* ব্রাহ্ম-পুরাণ-বচনের সহিত একবাক্যতা করিয়া বিরুদ্ধ হইয়াছে, অস্তিসকল  
 ঐর্বাৎ বহুস্তরপেবে বা কল্পণেবে যে কলিযুগ হইবে, তাহাতেই বঙ্গা পৃথিবী ভাগ  
 হরিবেন, এ কলিযুগ নহে।



বিশাক্ষনাম মহাপাতক বলিয়া কথিত । এতদ্ব্যতীত অন্ততম মহাপাতকীর প্রথম সংসর্গ ব্যক্তিও \* পঞ্চম মহাপাতকী । স্ত্রীহত্যা, পৌত্রহত্যা প্রভৃতি পাতকপদবাচ্য । সুপ্রজ্ঞাতীর ব্রাহ্মণীসমন মহাপাতক, শূত্রের সুরাপান মহাপাতক নহে । ব্রাহ্মণকে প্রণাম না করা শূত্রের পক্ষে মহাপাতক বলিয়া গণ্য । সম্মাননীর ব্যক্তির সম্মান না করাই ভাঙ্গার বস । পুরাণ শ্লোক পাঠ শূত্রের পক্ষে ব্রহ্মহত্যার বরূপ । শত্রু না জানিয়া শাস্ত্রনামকে উপদেশ দেওয়াও ব্রহ্মহত্যা । দেবপুত্রের প্রতি তারতম্যবুদ্ধি এবং তাঁহাদের দিম্বা করা দেব-হত্যা বলিয়া কথিত । যে জাবালে ভাহারই নামান্তর ব্রাহ্মহত্যা ; এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । যে কুবুদ্ভি ব্যক্তি, পরকৃত শ্লোককে নিজকৃত বলিয়া প্রাপন করে, সে সুরাপায়ীর মধ্যে গণ্য এবং তাহাকে ‘বাস্তাশী’ও † বলা যায় । যে ব্যক্তি পরকৃত কার্যকে স্বাক্ষরিত বলিয়া প্রকাশ করে, তাহার ব্রহ্মহত্যাপাপ হয় এবং মহানরকভোগ হইয়া থাকে । যে মনুবুদ্ভি ব্যক্তি, শাস্ত্রব্যাখ্যা অন্তরূপে করে, সে ব্যক্তিও ব্রহ্মহত্যাপাতকী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে । পরের কীর্তিলোপ যে করে, সে ব্যক্তিও ব্রহ্মহত্যা । যে কুবুদ্ভি ব্যক্তি, পরোপকার প্রভৃতি কার্যের হস্তা হয়, তাহার অর্থ অত্যন্ত লবিক, তাহার মূৰ্খ দেখিতে নাই । পুণ্যকর্ম করিতে প্রবৃত্ত ব্যক্তির সহিত বিরোধ করিয়া যে তাহার পুণ্যকার্যে ব্যাঘাত জন্মায়, সে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা এবং ব্রহ্মহত্যা বলিয়া কথিত । যে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি, ভোজন-পরায়ণ জীবের সহিত বিরোধ করে, সেই পাপকারী, ব্রহ্মহত্যার কল প্রাপ্ত হয় । দ্বাদশপ, শত্রু-সংস্পর্শ, নিবাস, একত্র ভোজন, বানে একত্রে আরোহণ এবং এক পংক্তিতে ভোজন ; এই সব কারণে মানবগণের পাপ সংক্রামিত হয় । যবন-সংসর্গ ও যবন-ভাষায় কথা বলা এই দুইটাই সুরাতুল্য । যবনার তদপেক্ষাও লবিক । হে মহামুনে ! এইরূপেই বর্ধাবধি পরিভ্রম । মহামুনে ! তুমি বাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমস্তই আমি বলিলাম । আমি বৃহৎসপ্ত-পুরাণ নামক যে সর্গশ্রেষ্ঠ উপপুরাণ পূর্বে রচনা করিয়াছি, এ সমস্তই তথায় প্রকাশিত আছে । এই নির্মল পুরাণ সর্বদাই শ্রোতব্য, শ্রবণ এবং পাঠ্য । এই উপপুরাণ পাপনাশক এবং মোক্ষদায়ক । ত্রিলোকের মধ্যে একদশেকা পরম গোপনীয় ব্যাপ্তি কিছুই নাই । সকল মহাপুরাণের মধ্যে ঐশ্বর্যভানবত বেদন প্রদান, আমি সকল উপপুরাণের মধ্যেও বৃহৎসপ্তপুরাণকে উচ্চতম প্রভুত করিয়াছি । সূত্র বলিলেন, পরম বর্ধাবধি সর্গবর্ধন-প্রদান বেদ-ব্যান্স জাবালিকে এই কথা বলিয়া আমাকে বলিলেন, হে মহাত্মা ! বৎস ! সূত্র । তুমি এই পুরাণ সম্পূর্ণরূপেই শ্রবণ করিয়াছ ; যে ব্যক্তি

\* এই সংসর্গ ভুলসম্মুখতেনে নামা প্রকার ; কোন্ সংসর্গ কতকালে মহাপাতক রূপে পরিণত হয়, সে সব পরিপাটী সংকৃত ‘প্রায়শ্চিত্তবিধিতে’ রচ্যে ।

† বাস্তাশী—বধি-ভোজী ।

শুক্র যুগে, তাহার নিকট কদাচ এ পুরাণ বলিবে না। ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তিকর এই শাস্ত্র গোপনীয়। হে মহামতে! \* তোমার পিতা লোমহর্ষণ, আমার শিষ্য এবং পুরাণজ্ঞ। পঞ্চম বেদ মহাতারত তাহারই বক্ত। তুমি তাহার পুত্র, আমার নিকট তুমি সৰ্ব্বতোভাবে তোমার পিতার জ্ঞান সাধু বলিয়া পরিচিত। তুমি হুবহু বৃহৎসপ্তপুরাণ তোমাতেই স্তম্ভ করিলাম। হৃত বলিলেন, বান, আমাকে এই কথা বলিয়া জাবালিকে বলিলেন, মহাভাগ বৎস জাবালে! শশিবে গমন কর। আমি ভগবান্ সনাতন বিশ্বনাথকে স্মরণ করি। হৃত বলিলেন, গুরু ব্যাস এই কথা বলিলে, মুনিগণ্ডম জাবালি ভক্তিসহকারে গুরুকে প্রণাম করিয়া শিষ্যগণ সমভিষাহারে যথোচ্ছ প্রহান করিলেন। হে বিশ্বেশ্বর! আমি যাহা অব্যয় করিয়াছি, বুদ্ধি অমুসারে তাহা আপনাদিগকে বলিলাম, ব্যাসের বচনানুসারে আপনাদিগে গোপন রাখিবেন।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

### একবিংশ অধ্যায়।

হৃত বলিলেন, হে বিশ্বেশ্বর! মুনিগণ্ডমেরা যাহাকে বৃহৎসপ্তপুরাণ বলিয়া থাকেন, তাহা এই তোমাদিগকে বলিলাম। এই গ্রন্থ পাণ্ডনাক, পুণ্ডাকনক, যশোবর্দ্ধক এবং ধনবর্দ্ধক। ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে, সৰ্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। হে ভূদেবগণ! এই পুরাণ অষ্টোত্তর শতবার পাঠ বা শ্রবণ করিলে কলিকালেও অব্যয়বজ্রের কল-প্রাপ্তি হয়। এই গ্রন্থের অন্ততঃ একটা শ্লোক পাঠ করিয়াও দিন সার্থক করা উচিত। হে বিশ্বেশ্বর! ইহা বৈষ্ণব, শৈব এবং শাক্ত শাস্ত্র। এই সাধু শাস্ত্র সাংখ্যাবিশিষ্টক এবং পরম আত্মজ্ঞানপ্রদ। ব্রাহ্মণ যারা এই পুরাণ পাঠ করাইবে, ব্যাঘ্যা করাইয়া শ্রবণ করিবে। ইহা উপপুরাণসমূহের মধ্যে প্রধান, যেমন ত্রীমভাগবত পুৰাণসমূহের মধ্যে। এ শাস্ত্রের শ্রবণাদিকার্য্যে কালকালবিচার নাই। শুক্রযুগ, ত্রয়োদশ এবং দেবতার ভেষ-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে এই পুণ্ডম জ্ঞানপ্রদ শাস্ত্র শ্রবণ করান কর্তব্য নহে। এই শাস্ত্র দেবী প্রথমে ব্রহ্মাদি দেবগণসকলে প্রকাশ করেন। ব্রহ্মা নারদকে বলেন, নারদ অমিতভেদা বেদবাসনের নিকট ইহা কীর্তন করেন। ব্যাস এই শাস্ত্রকে শ্লোক-বদ্ধ করেন। আমি ব্যাসের নিকট ইহা শুনিয়াছি, তার পর আমি স্ববুদ্ধি-অমুসারে তাহা আপনাদিগকে বলিলাম, এই পুরাণ, পুজ্য, লেখ্য এবং গৃহে রক্ষণীয়। হুৰ্য্যোৎসব

\* যুগে 'ভবিষ্যতি' পাঠ আছে, তাহা অনঙ্গত; তৎপরিপর্বে সেখানে 'মহামতে' এইরূপ পাঠ করিবে।

নমস্কে নথবা নত পুণ্যদিনে ব্রহ্মস্মৃতিপুৰাণ জ্ঞাপন করিবে ; জ্ঞাপন করিয়া সকলি বিতে  
হয় । বিজ্ঞানভীয়ে, পবিত্র ভীষ্মহানে, শিবাজয়ে, বিষ্ণুস্মিথে এবং সাধুসদাশমহলে  
ভুটি হইয়া এই পুৰাণ পাঠ করিবেন । এই পুৰাণপাঠ নমস্কে যে ব্যক্তি অপর কথা  
বলিবে, বিষ্ণুদ্বির জন্ত ব্রহ্মহত্যা-প্রাপ্তি তাহার কর্তব্য । আমাকে আপনাদি এখানে  
যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই আমি বলিয়াছি ; এই শাস্ত্রের প্রভাবে অপার  
সংসারসাগর মোক্ষবন্দন হয় । ব্রাহ্মবর্ণন হুবে থাকুন, যেম যথাকালে বারিবর্ণন  
করক, আমি ব্রাহ্মবর্ণনকে সমস্ত করিয়া যথাস্থানে রসব করি ।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

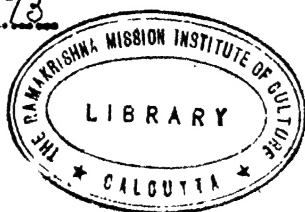
ব্রহ্মস্মৃতিপুৰাণ সমাপ্ত ।

Recd. on... 18.7.79

R. R. No. 7446

G. R. No. 27473

॥ শ্রীঃ ॥



# বিজয়া বটিকা।

টেড-মার্ক দেখুন।



টেড-মার্ক দেখুন।

পুরাতন জ্বর বিমাণের পক্ষে বিজয়া বটিকা অধিতীয়। প্রাণা-দহন-যুক্ত, কাসি-সর্দি-যুক্ত জ্বর, ফোলা-কাঁপা-যুক্ত জ্বর, মেহ-বটিত জ্বর, কল্মজর, জ্বর, ঘোঁকালীন জ্বর, আসামের কালাজর, বঙ্গের ম্যালেরিয়া জ্বর, বিষম, মজাপত জ্বর,—সবগুলি ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। রাশি রাশি কুইনাইন মনে যে জ্বর যায় না, বিজয়া বটিকায় সে জ্বর সহজেই যায়। বিজ্ঞ ডাক্তার কবিরাজেরা যে ঘোপ দুঃসাধ্য বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, এমন অনেক র বিজয়া বটিকায় আরাম হইয়াছে। অথচ বিজয়া বটিকা সহজ-সরীরেও দ্রুত। কেবল অগ্নিদান্য এবং অকুশল, হাত-পা-জ্বালায়, না-খাটি-খাটিতে ও অপরিভায়ে, ধাতুদৌর্বল্যে, কুর্জি-হীনতায়, রাত্রি জাগরণাদি ক্রান্তি ও স্নেহতায়, ধারণাশক্তির অভাবে, বলবীৰ্যাহীনতায়,—বিজয়া বটিকা একান্ত বলীয়। ঘরে ঘরে বিজয়া বটিকা রাখা উচিত। একটু আই সর্দি-কাসি জ্বর-ভাব হইলে, বিজয়া বটিকা সেবনে তাহা শীঘ্রই আরাম হয়। লক্ষ্য লক্ষ্যসাপত্ত আছে। দরিদ্রের কুটীরে, রাজদ্বারেবরের প্রাসাদে,—বিজয়া বটিকা সমভাবে বর্জমান। কুলিডিশো, চা-বন্দা, নীলকরের কারখানা—জন্ম বটিকার সকলই একথা-পতি। বিজয়া বটিকার শক্তি বহুশক্তির তায়

অদ্বৃত্ত। ভ্যালুপেবলে লইলে মূল্যাদি ছাড়া আরও দুই আনা অধিক লাগে  
(পাইকেরী দর স্বত্ত্ব।)

	বাটিকার সংখ্যা	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যাকিং
১নং কোর্টা	১৮	১১০	১০	১০
২নং কোর্টা	৩৬	১৮০	১০	১০
৩নং কোর্টা	৫৪	১১০	১০	১০

বিশেষ বৃহৎ—গার্হস্থ্য কোর্টা অর্থাৎ

৪নং কোর্টা	১৪৪	৪১০	১০	১০
------------	-----	-----	----	----

### বিজয়া বাটিকা পাইবার ঠিকানা।

বিজয়া বাটিকার উৎপত্তিস্থান—আদিশ্বান—বর্ধমানজেলাস্থ সাদীপুর  
পোষ্টের অধীন বেড়ুগ্রামবাসী বিজয়া বাটিকার একমাত্র স্বত্বাধিকারী জে, সি,  
বহুর নিকট, অথবা কলিকাতা ১২ নং মজাপুর স্ট্রীটে বি, বহু এণ্ড কোম্পানির  
নিকট প্রাপ্য।

### কাগজের দোকান।

ব্রজরাজ বন্দোপাধ্যায় এণ্ড কোং।

বিশালী এবং বালী ও টাটাগড় কলে স্বল্পরকম কাগজ প্রস্তুত হইতেছে—  
সমস্ত এখানে বিক্রীত হয়। গ্রেজ, শেটে, বর্দীণ, পাতলা, পুরু, বাদামে,  
নানারূপ ডাকের কাগজ, খাম, রটিংপেশার, ডিমাই, রয়েল, সুপাররয়েল,  
ফুলিফেপ, ডবল রয়েল, ডবল ডিমাই, ডবল সুপাররয়েল—ছোট বড় মাঝারি  
আঁড়—সব আড়ারই কাগজ—এক কথায় বাহার যেমন আবশ্যক, তৎসমস্তই  
আমাদের নিশ্চয় পাইতে পারিবেন; আমাদের পাইকারী বিক্রয়; খুচরা  
কাগজ আমরা বেচি না। ছাপার জন্ত—নানা রঙ্গের রকমারি কালী আছে।  
বন্দবাসী কার্য্যার্থ্য, শ্রীব্রজরাজ বন্দোপাধ্যায় কাগজের দোকানের  
স্বত্বাধিকারী।

চিঠি পত্র, টাকা কড়ি, বাল্পই শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন, মুখোপাধ্যায় ১০২ নং  
পুরাতন চিনাবাজার, কলিকাতা, এ ঠিকানার পাঠাইব।

